# হিন্দু-পত্রিকা

১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা। | ১৩০১ সাল, ১৮১৬ শকাব্দা। | বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

## সূচনা।

আর্য্য ঋষিগণের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। হিন্দু-পত্রিকায় হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী প্রবন্ধ থাকিবে। বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধারণকে অবগত করাইবার জন্যই হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশিত হইল। আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ ভাল করিয়া বুঝিতে না পারায়, হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে সে অশ্রদ্ধাটুকু থাকে না। আমি বেশ জানি যে, আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তবে এই অপার জলধির পারে যাইবার জন্য আর্য্য-ঋষিগণের পদপল্লবই আমার একমাত্র অবলম্বন। সূচনায় অধিক কথা বলিব না। যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা ক্রমশঃ পাঠকের গোচর করাইব। তবে সংক্ষেপতঃ এস্থলে ইহাই বলিতে চাই যে, আজকাল বাজে বিষয়ের পত্রিকার অভাব নাই, কিন্তু যে সমুদায় বিষয়ের আন্দোলনের উপর সমাজের যথার্থ মঙ্গল নির্ভর করে, সে সমুদায় বিষয়ে নব্য-সমাজ অবিমৃষ্যকারিতা এবং প্রাচীন সমাজ ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। নব্য সমাজ, ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইংলণ্ড করিতে চান, প্রাচীন সমাজ অচল, অটল। হিন্দু-সমাজ পাশ্চাত্য প্রণালীতেও গঠিত হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্রের নির্ম্মল সিদ্ধান্তানুযায়ী দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সমাজের মঙ্গলার্থ বর্ত্তমান অনেক সামাজিক প্রথা কিয়দংশ পরিবর্ত্তন না করিলেও হিন্দু-সমাজের স্থায়িত্বের সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। এই অভাব দূরীকরণার্থে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজ ও হিন্দু-পত্রিকা যত্ন করিবেন। হিন্দু-পত্রিকা শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে দেশ কাল পাত্রোপযোগী সামাজিক রীতিনীতির ক্রমিক উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিবেন। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের-মূল শ্লোক সমুদায় উদ্ধৃত হইবে এবং তাহার যথার্থ মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইবে। বিবহাদি দশবিধ সংস্কার, ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুর্ব্বিধ আশ্রম, সাকার ও নিরাকার উপাসনা এবং সংক্ষেপতঃ প্রত্যেক মানবের ধর্ম্ম জীবনের যাহা যাহা অত্যাবশ্যক, শাস্ত্র এবং যুক্তি সহকারে তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইবে। ইহা নাটক নভেলের ন্যায় আপাততঃ মনোরঞ্জন না করিলেও যাহাতে ভিষকের তিক্ত ঔষধের ন্যায় পরিণামে অমৃতময় ফলপ্রদ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন...

চেষ্টার ত্রুটি ক... । ... পত্রিকা সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর পা... কিন্তু আশা করি তাঁহারা যেন ... দৃষ্টি করিয়া আমা... আমার ভুল দেখাইয়া দেন, ... হইলে হিন্দু-সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। যাহাতে সামান্য লেখা পড়াওয়ালা লোকও পত্রিকা বুঝিতে পারে, এই জন্য পত্রিকার ভাষা যতদূর সরল করিতে পারি, তাহা করিলাম। সাধারণের সুবিধার্থে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা ও প্রত্যেক দুই সংখ্যার ... হইল। পত্রিকা বাকি ... বিধা ভোগ করিতে হয় ... কার্য্যের মধ্যে টাকার তাগ... বিধা, এইজন্য মূল্য অগ্রিম ... করিলাম। পাঠক এই ... অসমর্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ... লিখিলে বিনা মূল্যে পত্রিকা পাইবেন। পত্রিকার নিয়মাবলী ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

---

# অগ্নিস্তোত্র।

## ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত।

### প্রথম ঋক্।

মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।

পদপাঠঃ। অগ্নিং। ইলে। পুরঃ। হিতম্। যজ্ঞস্য। দেবম্। ঋত্বিজম্। হোতারম্। রত্ন-ধাতমম্।

অর্থ।

(১) অগ্নিং অগি গত্যর্থ ইন্। গতৌ। অঞ্চতি জানাতি ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ। সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা। যজুর্ব্বেদ ৩২শ অধ্যায় ১ম মন্ত্রেও পরমাত্মাকে অগ্নি বলা হইয়াছে। তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু-চন্দ্রমাঃ। ঐরূপ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১৬৪ সূক্তের ৪৬ ঋকে "ইদং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো স সুপর্ণোগরুত্মান্ একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

ইত্যাদি স্থলে একই পরব্রহ্ম যে অনেক নামে অভিহিত হন, তাহা বলা হইয়াছে।

(২) ইলে—স্তৌমি, স্তুতি করি।

(৩) পুরঃ হিতম্—যিনি পূর্ব্বেই অর্থাৎ জীবসৃষ্টির পূর্ব্বেই জীব পোষণের জন্য আব-শ্যকীয় সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরো-হগ্রে জীবং দধাতি ইতি পুরোহিতঃ। পুরস্+ধা+ক্ত, ধা—অর্থ ধারণ ও পোষণ। সর্ব্বাধার ও সর্ব্বপোষক অগ্নি বা ... অথবা পুরঃ সম্মুখে হিতঃ=স্থিতঃ অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে ... যাইতে হয় না।

(৪) যজ্ঞস্য-যজ্ঞের অর্থাৎ সৃষ্টি যজ্ঞের। যজ+ন, সৃষ্টিরূপ যজ্ঞ। যজ্ঞ শব্দের প্রকৃত অর্থ ভজনীয় বা অনুষ্ঠেয়। অতএব যজ্ঞ শব্দের দ্বারা অগ্নি-হোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত মানবের সুখদায়ী যজ্ঞ বুঝায়। অথবা পরমাত্মা কর্ত্তৃক ... সৃষ্টি যজ্ঞ। অথবা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন অনন্ত জ্ঞান।

(৫) দেবম্—দ্যোতক...

শকং। সর্ব্ব জগতের প্রকাশক। বা জ্ঞানদাতারং অর্থাৎ জ্ঞানদাতা, সুতরাং যজ্ঞস্য দেবম্=জ্ঞানদাতা।

(৬) ঋত্বিজং—সর্ব্বেষু ঋতুষু যজনীয়ং পূজার্হং। সকল ঋতুতেই পূজার্হ অর্থাৎ পূজাযোগ্য।

(৭) হোতারং—দাতারং। দাতা। হুদানাদানয়োঃ। সকল পদার্থের দাতা।

(৮) রত্নধাতমং—জীবেভ্যো দানার্থং দধাতীতি রত্নধাঃ। অতিশয়েন রত্নধাঃ তং রত্নধাতমম্।

অন্বয়ঃ। পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমং অগ্নিং ইলে।

এই বিশ্বজগতের আধার, এই সৃষ্টির প্রকাশক, সর্ব্ব ঋতুতে পূজনীয় সকল পদার্থের এবং রত্নের আকর পরমাত্মার স্তব করি।

## দ্বিতীয়ামৃচমাহ।

মধুচ্ছন্দাঋষিঃ। অগ্নিদেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। অগ্নিঃ। পূর্ব্বেভিঃ। ঋষিভিঃ। ইড্যঃ। নূতনৈঃ। উত। সঃ। দেবান্। আ। ইহ। বক্ষতি।

(১) অগ্নি—পরমাত্মা।

(২) পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিঃ—পূর্ব্বঋষিগণের দ্বারা। ঋষতি প্রাপ্নোতি সর্ব্বান্ মন্ত্রান্, জ্ঞানেন পশ্যতি সংসারপারং বা। মন্ত্রদ্রষ্টা বা যাহারা জ্ঞানদ্বারা সংসারপার দৃষ্টি করেন কেবল তাহাদিগকে ঋষি বলা যায়।

(৩) ইড্যঃ—বন্দিতব্যঃ। পূজিত।

(৪) নূতনৈঃ উৎ—নূতন বা আধুনিক ঋষিগণের দ্বারাও।

(৫)—সঃ পরমাত্মা অগ্নি।

(৬) দেবান্—[illegible] দিব্যভোগ।

(৭) ইহ—ইহ সংসারে।

(৮) আবক্ষতি—আবহতু। প্রাপ্ত করান।

প্রাচীন ঋষিগণ সেই পরমাত্মার স্তব করিয়াছেন। আধুনিক ঋষিগণও তাহার স্তব করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মাই এই জগতে তাবৎ ভোগ্যবস্তু প্রেরণ করিয়া থাকেন।

## তৃতীয় ঋক্।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎপোষমেব দিবে দিবে যশসং বীরবত্তমম্ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। অগ্নিনা। রয়িং। অশ্নবৎ। পোষম্। এব। দিবে দিবে। যশসম্। বীরবত্তমম্।

(১) অগ্নিনা—পরমাত্মার দ্বারা।

(২) রয়িং—ধনং—ধন।

(৩) অশ্নবৎ—প্রাপ্নোতি—মনুষ্য ধন প্রাপ্ত হয়।

(৪) পোষম্—বর্দ্ধমান, যে ধন দিন দিন অধিক হয়।

(৫) এব—নিশ্চয়ে।

(৬) দিবে দিবে—প্রতিদিন।

(৭) যশসম্—যশযুক্ত। যে ধন দানাদি কার্য্যদ্বারা যশযুক্ত হয়।

(৮) বীরবত্তমম্—অতিশয়েন বীরবত্, বীরবত্তমম্। যে ধনদ্বারা পরিবারবর্গের শৌর্য্য বীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

বঙ্গানুবাদ। পরমাত্মার অনুগ্রহে জীব ধন লাভ করেন, সে কিরূপ ধন? যে ধন প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়, যাহা দানাদি কার্য্যদ্বারা যশযুক্ত হয় এবং যে ধনের দ্বারা পরিবারবর্গের বীরত্ব বৃদ্ধি হয়।

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতো পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। অগ্নে। যম্। যজ্ঞম্। অধ্বরম্। বিশ্বতঃ। পরিভূঃ। অসি। সঃ। ইৎ। দেবেষু। গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

(১) অগ্নে—হে অগ্নি! পরমাত্মা।

(২) যং—যে।

(৩) যজ্ঞং—জগৎরূপ যজ্ঞ, বা অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যজ্ঞ।

(৪) অধ্বরং—ন বিদ্যতে ধ্বরো নাশোঽস্যতি, যাহারা নাশ নাই, অর্থাৎ যে যজ্ঞ সর্ব্বদাই রক্ষিত হইয়া থাকে।

(৫) বিশ্বতঃ—সর্ব্বতঃ উর্দ্ধে নিম্নে সর্ব্বত্র।

(৬) পরিভূঃ—ব্যাপ্তঃ।

(৭) অসি—আছ।

(৮) সঃ—যজ্ঞা অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি।

(৯) ইৎ—সুখেন।

(১০) দেবেষু—বিদ্যাদি দিব্য গুণেষু বিদ্যাদি দিব্যগুণ।

(১১) গচ্ছতি—প্রাপ্নোতি প্রাপ্ত হয, পরমানন্দং প্রাপ্নোতি।

অন্বয়ঃ। হে অগ্নে! ত্বং বিশ্বতঃ পবিভূঃ অসি, যং যজ্ঞং অধ্বরম, (তস্য যজ্ঞস্য অনুষ্ঠাতা) সঃ (মনুষ্যঃ) দেবেষু প্রবর্ত্তমানঃ সন ইৎ গচ্ছতি।

হে পরমাত্মন! তুমি বিশ্বব্যাপ্ত করিযা আছ, যে যজ্ঞ তোমার দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত হইতেছে, ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মনুষ্য বিদ্যাদি দিব্য গুণে অবস্থিত থাকিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন্।

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। অগ্নিঃ। হোতা। কবিক্রতুঃ। সত্যঃ। চিত্রশ্রবঃ তমঃ। দেবঃ। দেবেভিঃ। আ। গমৎ।

(১) অগ্নিঃ—পবমাত্মা।

(২) হোতা—দাতা, দানাদানয়োঃ। মঙ্গলদাতা ইত্যর্থঃ।

(৩) কবিক্রতুঃ—কবিশ্চাসৌ ক্রতুশ্চ স কবিক্রতুঃ। কবিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞঃ। অতীতানাগত বিপ্রকৃষ্টবিষয়ং যুগপৎ জ্ঞানং যস্য স ক্রান্তদর্শনঃ। ক্রতুঃ—ক্রিয়তেঽসৌ ইতি যিনি বিশ্বসৃষ্টি করেন।

(৪) সত্যঃ—অস্তি ইতি সৎ; বিনাশরহিতঃ।

(৫) চিত্রশ্রবঃ তমঃ—শ্রূয়তে ইতি শ্রবঃ কীর্ত্তিঃ অতিশয়েন বিচিত্রকীর্ত্তিযুক্তঃ।

(৬) দেবঃ—সমস্ত জগতঃ প্রকাশকঃ।

(৭) দেবেভিঃ—দিব্যগুণৈঃ সহ।

(৮) আগমৎ—অস্মাকং হৃদয়ে আগচ্ছতু, আমাদিগেব হৃদয়ে আসুন।

অন্বয়ঃ। হোতা—কবিক্রতুঃ সত্যঃ চিত্রশ্রবস্তমঃ দেবঃ অগ্নি দেবেভি অস্মাকং হৃদয়ে আগমৎ।

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্বশ্রেষ্ঠ, অবিনশ্বর, অত্যন্ত কীর্ত্তিমান, বিশ্বজগতের প্রকাশক পবমাত্মা নানাবিধ দিব্যগুণের সহিত আমাদের হৃদয়মন্দিরে আগমন করুন।

যদংগদাশুষেত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। যৎ। অংগ। দাশুষে। ত্বম্। অগ্নে। ভদ্রম্। করিষ্যসি। তব। ইৎ। তৎ। সত্যম্। অঙ্গিরঃ।

(১) যৎ—যাহা।

(২) অংগ—হে অঙ্গ! সর্ব্বমিত্র।

(৩) দাশুষে—যজমানের প্রতি, যিনি জগদীশ্বরকে সর্ব্বস্ব দান করেন, বা সমর্পণ করেন।

(৪) ত্বম্—তুমি।

(৫) অগ্নে—হে পরমাত্মন্!

(৬) ভদ্রং—মঙ্গলং মোক্ষরূপকল্যাণ।

(৭) করিষ্যসি—করিবা।

(৮) তব—তোমার।

(৯ ইত্—নিশ্চয়।

(১০) তৎ—তাহা।

(১১) সত্যং—অবিনাশি, নিত্য।

(১২) অঙ্গিরঃ—অংগানাং প্রাণানাং রসঃ, প্রাণের প্রাণ।

অন্বয়ঃ। হে অঙ্গ! হে অগ্নে! ত্বম দাশুষে যৎ ভদ্রং করিষ্যসি, হে অঙ্গিরঃ তৎতব ইৎ সত্যং।

হে পরমাত্মন্! হে সর্ব্বমিত্র! তুমি আত্ম-সমর্পণকারী যজমানের মোক্ষরূপ যে কল্যাণ করিয়া থাক, হে প্রাণের প্রাণ! তাহা অবিনাশি।

উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্তঃ এমসি॥ ৭॥

পদপাঠঃ। উপ। ত্বা। অগ্নে। দিবে দিবে। দোসাবস্তঃ। ধিয়া। বয়ম্। নমঃ। ভরন্তঃ। আ। ইমসি।

(১) উপ—উপ+আ+ইমসি, উপৈমসি, উপ—সমীপে, আ—সর্ব্বতঃ চারিদিক হইতে, ইমসি আগচ্ছাম, আসিতেছি।

(২) ত্বা—ত্বাম্, ত্বাম্ উপৈমসি, তোমার নিকটে আসিতেছি।

(৩) অগ্নে—হে পরমাত্মন্!

(৪) দিবে দিবে—দিন দিন।

(৫) দোষাবস্তঃ—অহর্নিশং নিরন্তরং, দোষা শব্দে রাত্রি বুঝায়, বস্ত শব্দে দিন বুঝায়।

(৬) ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা।

(৭) বয়ম্—আমরা।

(৮) নমভরন্তঃ—নমস্কারং সম্পাদয়ন্তঃ—নমস্কার করিতে করিতে।

(৯) আ—চতুর্দ্দিক হইতে।

(১০) ইমসি—আগচ্ছাম।

অন্বয়ঃ। হে অগ্নে! দিবে দিবে দোষাবস্তঃ ধিয়া নমোভরন্তঃ ত্বাভুপৈমসি।

বঙ্গার্থ। হে পরমাত্মন্! প্রত্যহ দিবা ও রাত্রি, উভয় সময়ে, বুদ্ধির দ্বারা নমস্কার করিতে করিতে তোমার সমীপে উপস্থিত হইতেছি।

রাজন্তমধ্বরণাং গোপামৃতস্যদীদিবিম্। বর্দ্ধমানং স্বেদমে॥ ৮॥

পদপাঠঃ। রাজন্তম্। অধ্ববাণাম্। গোপাম্। ঋতস্য। দীদিবিম্। বর্ধমানম্। স্বে। দমে।

(১) রাজন্তম্—দীপ্যমানম্। দীপ্যমান্, প্রকাশমান।

(২) অধ্বরাণাং—রাক্ষসকৃতহিংসারহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞানাং তৎকর্ত্তৃণাং, রাক্ষসকৃত-হিংসারহিত অগ্নিষ্টোমাদি যে যজ্ঞ তাহাদের সম্পাদক।

(৩) গোপাম্—রক্ষকং, রক্ষক।

(৪) ঋতস্য—সত্যবিদ্যাময়স্য বেদচতুষ্টয়স্য। সত্যবিদ্যাময় বেদচতুষ্টয়ের।

(৫) দীদিবম্—সম্যক্ প্রকাশকং, সম্যক্ প্রকাশক।

(৬) বর্দ্ধমানম্—অত্যন্ত বৃদ্ধিমন্তং, অত্যন্ত বৃদ্ধিমান।

(৭) স্বে—স্বকীয়ে, নিজ সম্বন্ধীয়।

(৮) দমে—পরমোৎকৃষ্টে পদে।

অন্বয়ঃ। রাজন্তম্ অধ্ববণাং গোপাম্ ঋতস্য দীদিবম্ স্বে দমে বর্দ্ধমানং উপৈমসি।

সেই দীপ্তিমান, যজ্ঞ সম্পাদনকারীদিগের রক্ষক, বেদের প্রকাশক এবং স্বীয় উচ্চ-পদবীতে নিত্য বর্দ্ধমান যে পরমাত্মা তাহার সমীপে আমরা উপস্থিত হই—(পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত অন্বয়)।

সনঃ পিতেব সূনবেগ্নে সূপায়নোভব। সচস্বানঃ স্বস্তয়ে॥ ৯॥

পদপাঠঃ। সঃ। নঃ। পিতা ইব। সূনবে। অগ্নে। সু উপায়নঃ। ভব। সচস্ব। নঃ। স্বস্তয়ে।

(১) সঃ—সেই পরমেশ্বর, যে পরমেশ্বরের বিষয় পূর্ব্বমন্ত্র সমূহে বলা হইল।

(২) নঃ—অস্মাকং, আমাদিগের।

(৩) পিতা ইব—পিতার ন্যায়।

(৪) সূনবে—নিজ সন্তানে।

(৫) অগ্নে—হে পরমাত্মন্!

(৬) সূপায়নঃ—শোভনমুপায়নং যস্য শোভন প্রাপ্তি যুক্তঃ, অনায়াস লভ্য।

(৭) ভব—হও।

(৮) সচস্ব—সমবেতান্ কুরু। সংযুক্ত কর।

(৯) নঃ—অস্মান্।

(১০) স্বস্তয়ে—ঐহিক পারমার্থিক সুখায়, ঐহিক এবং পারমার্থিক সুখের জন্য।

অন্বয়ঃ। সঃ ত্বমগ্নে সূনবে পিতেব নঃ সূপায়নোভব, নঃ স্বস্তায় সচস্ব।

তুমি সেই পরমাত্মা অগ্নি, পিতা যেরূপ পুত্রের নিকট অনায়াস লভ্য হয়, তুমি আমাদিগের নিকট সেইরূপ অনায়াস লভ্য হও। তুমি আমাদিগকে ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল দেও, (ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের সহিত সংযুক্ত কর অর্থাৎ দেও)।

ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টক প্রথম মণ্ডলের প্রথমসূক্ত সমাপ্ত।

অঙ্গিরা ঋষিই প্রথম জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি সমক্ষে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পূজার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন।

অগ্নি শব্দে যে পরমাত্মা বুঝায়, তাহার প্রমাণাদি পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। বেদ, উপনিষৎ এবং অন্যান্য সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে এক পরমাত্মাই অগ্নি, বায়ু, বরুণ ইন্দ্রাদি নামে বাচ্য হইয়া থাকেন, সুতরাং বৈদিক ঋষিগণ যে ভৌতিক অগ্নির উপাসনা করিতেন, ইহা বলা সঙ্গত নহে। তবে যজ্ঞের সময় ভৌতিক অগ্নির নানাবিধ রূপ ও গুণ তাহাদের অন্তঃকরণে যে একেবারে উদয় হয় নাই, তাহাও বলা যায় না, কিন্তু ঐ ভৌতিক অগ্নি যে পরমাত্মার অংশমাত্র ইহা যে তাহারা কখনও বিস্মৃত হন নাই, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। পাঠক মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থশ্লোকে দেখিবেন যে কালী, করালী, প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অগ্নির বিবধ রূপবর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু অগ্নি এবং অগ্নিনিহিত ঐশীশক্তি, যে শক্তির বিকাশ অগ্নি, এই উভয় সম্বন্ধে ঋষিগণের ভ্রম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অগ্নির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেই ভক্ত ঋষিদিগের পরব্রহ্মের কথা মনে উঠিত। প্রথম সূক্তের যে নয়টা ঋক্ অনুবাদ করিলাম, উহাতে অগ্নি স্থানে ভৌতিক অগ্নি অর্থ করিলে আদৌ অর্থ সঙ্গতি হইবে না। ভৌতিক অগ্নি কবি, ভৌতিক অগ্নি সত্যস্বরূপ, ভৌতিক অগ্নিকে বুদ্ধিরদ্বারা নমস্কার করিতে হইবে, ইত্যাদি স্থলে অর্থ সঙ্গতি ঘটে না। তবে অগ্নি শব্দে যদি অগ্নি নিহিত ঐশীশক্তি বুঝায়, তাহা হইলে অর্থ সঙ্গতি হয়। ঐশীশক্তির স্তব এবং ঈশ্বরের স্তব একই, কোন প্রভেদ নাই। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ দর্শনে সকল বস্তুর মূল পরব্রহ্মের কথা মনে পড়ে এবং তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ভক্তহৃদয়ে তাহারা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন প্রতীয়মান হয়।

---

# ভগবান গোভিলের ব্রহ্মচারীর প্রতি অষ্টাদশ নিষেধ উপদেশ।

বেদের ছয়টী অঙ্গ, তন্মধ্যে কল্পসূত্র একটী। যে গ্রন্থগুলিতে অগ্নিষ্টোমাদি ও গৃহস্থের বিবাহাদি সংস্কারের প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে তাহাকেই কল্পগ্রন্থ অর্থাৎ বিধান গ্রন্থ বলা যায়। ঐ কল্প-গ্রন্থগুলি সূত্রাকারে রচিত, এইজন্য উহাকে সূত্র-গ্রন্থ বলে। এই সূত্রগ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা অনুসারে বহুসংখ্যক। সাম-বেদীয় অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের বিধানপ্রণেতা, লাট্যায়ণ এবং তাহার রচিত গ্রন্থের নাম লাট্যায়ণ শ্রৌত-সূত্র। সামবেদীয় কৌথুমী শাখায় বিবাহাদি ব্যবস্থা প্রণালীর প্রণেতার নাম গোভিলাচার্য্য এবং ঐ গ্রন্থের নাম গোভিল গৃহ্যসূত্র।

গোভিল গৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মচারীর প্রতি অষ্টাদশ নিষেধ বিধি আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান এইক্ষণ ভারতবর্ষ হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক ছাত্র জীবনই প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের স্থানীয়, সুতরাং এই উপদেশগুলি বর্ত্তমান ছাত্র-দিগের বিশেষ দ্রষ্টব্য। অভিভাবকেরা এবং শিক্ষকেরা যদি প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের কিঞ্চিৎ আভাসও তাহাদের অধীনস্থ বালকদিগের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিতে পারেন, তাহাহইলে ভারতের পুনরুত্থানের আশা করা যাইতে পারে।

প্রথম উপদেশ--

"আচার্য্যাধীনো ভাবান্যত্রাধর্ম্মাচরণাৎ"

অধর্ম্মাচরণাতিরিক্ত স্থলে আচার্য্যের অধীন হও অর্থাৎ আচার্য্য যখন যাহা বলেন, তাহাই কর, কিন্তু অধর্ম্মাচরণ করিতে আচার্য্য উপদেশ দিলেও তাহা পালন করিবা না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপদেশ,—

"ক্রোধানৃতে বর্জয়"

ক্রোধ এবং মিথ্যা কথা পরিত্যাগ কর।

চতুর্থ উপদেশ,—

"মৈথুনম্"

স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ কর।

পঞ্চম উপদেশ,—

"উপরিশয্যাম্"

গুরুর শয্যা অপেক্ষা উচ্চ শয্যা পরিত্যাগ কর।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম উপদেশ,—

"কৌশীলব গন্ধাঞ্জনানি"

কৌশীলব অর্থাৎ নৃত্য গীত এবং গন্ধদ্রব্য এবং অঞ্জনাদি পরিত্যাগ কর।

নবম উপদেশ,—

"স্নানম্ জলক্রীড়াপূর্ব্বকং বর্জয়"

জলক্রীড়াপূর্ব্বক স্নান করিও না।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ উপদেশ,—

"অবলেখন দন্ত প্রক্ষালন পাদ-প্রক্ষালনাদি"

অবলেখন অর্থাৎ মুখ শোভন অলকা-তিলকাদি এবং আবশ্যকাতিরিক্ত দন্ত প্রক্ষালন অর্থাৎ তুথ তুতে আদির দ্বারা দন্ত রঞ্জন এবং আবশ্যকাতিরিক্ত পাদ প্রক্ষালন করিও না।

ত্রয়োদশ উপদেশ,—

"ক্ষুরকৃত্যম্"

ক্ষুরের দ্বারা কেশ লোমাদি মুণ্ডন ত্যাগ কর।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ উপদেশ,—

"মধুমাংসে"

সর্ব্বপ্রকার মধু ও মাংস পরিত্যাগ কর।

ষোড়শ উপদেশ,—

"গোযুক্তারোহণং"

গোযুক্ত শকটাদি আরোহণ পরিত্যাগ কর।

সপ্তদশ উপদেশ,—

"অন্তর্গ্রাম উপানহোধারণং"

গ্রামের মধ্যে চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার পরিত্যাগ কর।

অষ্টাদশ উপদেশ,—

"স্বয়মিন্দ্রিয়মোচনমিতি"

স্বয়ং ইন্দ্রিয় মোচন অর্থাৎ হস্ত মৈথুন পরিত্যাগ কর।

প্রথম উপদেশদ্বারা শিষ্যকে সর্ব্ব বিষয়ে গুরুর সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে উপদেশ করা হইল, কিন্তু উদার শাস্ত্রকার গুরুর গর্হিত উপদেশ পালন করিতে নিষেধ করিলেন।

ইংরাজ সৈন্যদিগকে প্রত্যহ কাওয়াৎ করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য শাসন। এই শাসন ভিন্ন কোন দেশ কখনও সভ্যতার উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর শাসন ছিল বলিয়াই আজিও ভারতবর্ষের স্মৃতির লোপ হয় নাই। যে ব্যক্তি কখনও জীবনে কাহারও আজ্ঞানুবর্ত্তী হয় নাই, সে কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। শিষ্যকে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া শিষ্যকে কঠোর শাসনের অধীনে রাখা হইত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপদেশদ্বারা বালকদিগকে সত্যবাদী ও জিতক্রোধ হওয়ার উপদেশ করা হইতেছে। ইহার আবশ্যকতা দেখান বাহুল্য।

চতুর্থ উপদেশ দ্বারা পাঠ্যাবস্থায় স্ত্রী-সংসর্গ নিষেধ করা হইতেছে। আজকাল এন্‌ট্রেন্স বা এলে পাশ করিলেই ছেলের বিবাহের ধূম পড়িয়া যায়, অনেক ছাত্র বিএ, এমে বিএল পাশ করিতে করিতে তিন চারিটী ছেলের পিতা হন। প্রাচীন আর্য্য-ঋষিরা পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ এবং স্ত্রী-সংসর্গ উভয়ই পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। কামিনী ব্রহ্মচর্য্যের কণ্টকস্বরূপ। ইন্দ্রিয় সেবা করিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয় এবং ক্রমে বুদ্ধি নষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। ব্রহ্মচর্য্যের সময় শরীর সবল করিতে হইবে এবং জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা মন দৃঢ় করিতে হইবে। শরীর সবল না হইতেই ইন্দ্রিয় সেবায় কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরার ন্যায় হয় ও ব্রহ্মচর্য্য পণ্ডশ্রমমাত্র হয়। হিন্দু পিতা মাতা এবং অভিভাবকদিগের এই বৈদিক উপদেশটি বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। পাঠ সমাপন না হইলে তাঁহারা যেন কিছুতেই বালকদিগের বিবাহ না দেন এবং সমাজের অনুরোধে বিবাহ দিলেও তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, যেন তাহারা স্ত্রী সহবাস না করে।

পঞ্চম উপদেশদ্বারা গুরুর প্রতি যেরূপ সম্মান করিতে হইবে, তাহার উপদেশ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম উপদেশদ্বারা কুৎসিত নৃত্য গীতাদি এবং গন্ধ দ্রব্য এবং অঞ্জনাদি নিষেধ করা হইয়াছে। গোভিলাচার্য্যের ভাষ্যকার নারায়ণ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, যে সমুদায় গীতাদিতে মনোবিকার জন্মাইতে পারে, এইরূপ গীতাদি পরিত্যাগ করিবে। আজকাল বাই খেমটা, থিয়েটার প্রভৃতির কামোদ্দীপক সঙ্গীত ও পিতাপুত্রকে একত্র হইয়াও শুনিতে দেখা যায়। বালকদিগকে এইরূপ সঙ্গীত শুনান যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা এই উপদেশদ্বারা দেখান হইতেছে। ঈশ্বরের ভজন বা অন্য প্রকার ধর্ম্ম সঙ্গীত শুনা বা তাহা অভ্যাস করা দূষণীয় নহে, বরং কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারীদিগের প্রত্যহই নানাবিধ রাগ রাগিণী সংযুক্ত সামগান করিতে হইত। ভারতবর্ষে সেই দিন ফিরিয়া যদি নাই আসে, তথাপি বালকদিগকে অন্ততঃ কুৎসিত গান হইতে বিরত করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

সপ্তম উদেশদ্বারা বিলাস দ্রব্য নিষেধ করা হইয়াছে। আজকাল স্কুল কালেজের ছেলেদের তেড়ি-কাটা ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার দেখিলে আপাদ মস্তক শরীর জ্বলিয়া উঠে। লেখা পড়ার সময় বিলাসিতা হইলে কিছুতেই বিদ্যালাভ হয় না, এটি

সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। দেবার্চ্চনা করিয়া চন্দনাদি ব্যবহার ইহাদ্বারা নিষেধ হইতেছে না।

অষ্টম উপদেশদ্বারা অঞ্জনাদি ব্যবহার নিষেধ করা হইয়াছে। চোখে কাজল দিলে চোখ বেশ দেখায়, কিন্তু কাজল ব্যবহার রীতি বাঙ্গলায় বড় নাই, উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে খুব অধিক পরিমাণে আছে। সেখানে চক্ষুরোগ অতিশয় প্রবল, এজন্য অনেকে কাজল ব্যবহার করে, আর অনেকে ঐ রোগের ছলনা করিয়াও কাজল ব্যবহার করে।

আমাদের দেশে চশমা কাজলের ন্যায় হইয়াছে। কোন কোন বালক হয়ত প্রকৃতই চক্ষুরোগাক্রান্ত হয় এবং তাহার পক্ষে চশমা আবশ্যকীয় হইতে পারে কিন্তু অনেকেই চক্ষুর শোভা সম্পাদনার্থ এরূপ করিয়া থাকে। চশমা এইক্ষণ বিলাসিতার অঙ্গ হইয়া দাড়াইয়াছে। সুতরাং এই উপদেশে বাঙ্গলার জন্য কাজল স্থলে চশমা বসাইলে মন্দ হয় না।

নবম উপদেশদ্বারা জলক্রীড়া নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতে কেবল শরীরের বল, মনের বল, জ্ঞানার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, যাহাতে অনর্থক সময় নষ্ট হয়, যাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়, যাহাতে মন চঞ্চল হয়, যাহাতে প্রলোভন আছে, এইরূপ সমুদায় বিষয় ত্যাগ করিবে। তবে যখন সন্তরণে শরীর পটু হয়, তখন ভগবান্ গোভিলাচার্য্য জলক্রীড়া নিষেধ করেন কেন? বস্তুতঃ এখানে সন্তরণ নিষেধ হয় নাই, জলক্রীড়াই নিষেধ হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাচীনকালে স্ত্রীগণ উলঙ্গ হইয়া স্নান করিত, ঐ প্রথা এইক্ষণেও পঞ্জাবপ্রদেশে প্রচলিত আছে, এমন স্থলে ব্রহ্মচারীর সেখানে অধিককাল থাকা কর্ত্তব্য নহে বলিয়াও বোধ হয়, এই উপদেশ করা হইয়াছে। সন্তরণ যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষেধ ছিল না, তাহা পরবর্ত্তী এক উপদেশদ্বারা দেখা যায়। ঐ উপদেশে বলা হইয়াছে।

"নাবং না আরোহেত সন্তরণেনৈব নদীপারাদিকং গচ্ছেৎ।" নৌকা আরোহণ করিবে না, সন্তরণদ্বারাই নদী পারাদি গমন করিবে" জলক্রীড়া যে ধর্ম্মজীবনের ব্যাঘাত করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া অনেকক্ষণ জলক্রীড়া করিতে করিতেই অনেকের মনোবিকার জন্মে এবং তাহার পশ্চাৎ ফল যে অপবিত্র প্রণয়, ইহা প্রত্যক্ষ।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ উপদেশদ্বারা ও বিলাসবস্তু নিষেধ করা হইতেছে। দাঁতে মিশি, পাদুকাদির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন এবং মুখের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

ত্রয়োদশ উপদেশদ্বারা ক্ষুরের ব্যবহার নিষেধ করা হইয়াছে। ক্ষুরের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সম্বন্ধ হঠাৎ উপলব্ধি হয় না। পাঠক বোধ হয় জানেন যে পঞ্জাবস্থ শিখ (শিষ্য) সম্প্রদায় গুরুগোবিন্দের আদেশ অনুবর্ত্তী হইয়া স্ত্রী কিম্বা পুরুষ আজীবন কেহই কেশমুণ্ডন করে না। কেশের সহিত শারীরিক বলের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কেশধারী শিখ এবং কেশমুণ্ডনকারী উভয়েই হয়ত সহোদর ভ্রাতা কিন্তু কেশধারী শিখের এবং কেশমুণ্ডনকারী হিন্দুর শারীরিক বলের প্রভেদ অনেক। আমাদের দেশে ব্যাধিগ্রস্ত হইলে বাবা বৈদ্যনাথের ও বাবা তারকেশ্বরের কেশরাখার প্রথা এবং তাহাতে ফলপ্রাপ্তিও প্রত্যক্ষ। শরীরে যে তাড়িৎ পদার্থ আছে, তাহা কেশদ্বারা রক্ষিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানেও কেশ বৈদ্যুতিক পদার্থের অপরিচালক বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে সুতরাং শরীরে কেশ না থাকিলে শরীরের বৈদ্যুতিক পদার্থনিগমনে অশঙ্কা থাকার সম্ভব আছে।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ উপদেশদ্বারা মধু ও মাংস নিষেধ করা হইয়াছে। মধু ও মাংস উভয়ই উগ্রপদার্থ উহাতে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। ব্রহ্মচারীর মৈথুন নিষেধ হইয়াছে, সুতরাং যে সমুদায় বস্তু আহারে মৈথুনের ইচ্ছা জন্মিবার সম্ভব তাহাও নিষেধ করা হইয়াছে।

ষোড়শ উপদেশদ্বারা বোধহয় গোজাতির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের আদেশ করা হইয়াছে। আর্য্যবর্ত্তে বৃষের দ্বারা হলচালনা এবং গাভীর দুগ্ধ পানই ব্যবস্থা, গোজাতির দ্বারা অন্য প্রকার কার্য্য করান প্রকৃষ্ট নহে। এইজন্যে গো শকটে আরোহণ নিষেধ হইয়াছে।

সপ্তদশ উপদেশদ্বারা কঠোরতা অবলম্বনের উপদেশ করা হইয়াছে। আজকালের ভদ্র সম্প্রদায় যাহারা সর্ব্বদাই চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করেন, তাহারা যদি এক মাইল দুই মাইল একদিন শূন্যপদে হাঁটিয়া দেখেন তাহাহইলে দেখিতে পারিবেন তাহারা চর্ম্মপাদুকার কতই অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রহ্মচারীদের শরীর সবল করা আবশ্যক, সকল সময় জুতা পায় দিলে পা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এইজন্য গ্রামের মধ্যে অর্থাৎ অল্পদূর ভ্রমণ করিতে হইলে জুতা ব্যবহার নিষেধ হইয়াছে, কিন্তু অধিক দূর গমন করিলে জুতা ব্যবহারে দোষ নাই।

আজ কালের বাবুরা এবং তাহাদের ছেলেরা এই উপদেশ দেখিয়া হয় ত শিহরিয়া উঠিবেন। তাহারা হয়ত এই উপদেশকে বর্ব্বরতার পরিচয় বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মহারাজাধিরাজদিগের পুত্রেরাও যাহারা ইচ্ছা করিলে হয়ত কখনও ভূ-পৃষ্ঠে পাদুকা বিক্ষেপ না করিয়াও পারিতেন, তাঁহারাও এই নিয়ম পালনে বাধ্য ছিলেন এবং এই নিয়ম পালন করিতেন। রাজার ছেলে বলিয়া খালি পায় বেড়াইতে মনে লজ্জা হইত না। ইদানীং বালকেরা একেবারে জুতা পরিত্যাগ নাই করুন, অন্ততঃ দিবসের কতকাংশ সময় তাহাদের শূন্যপদে ভ্রমণ নিতান্ত কর্ত্তব্য, উহাতে পদের নিম্নভাগ যে অত্যন্ত দৃঢ় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ উপদেশদ্বারা যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা শুনিতে খারাপ হইলেও কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ উপদেশ অশ্লীল বা অনাবশ্যক বা অনিষ্টকর। হস্তমৈথুন নিতান্ত বিগর্হিত কার্য্য। স্ত্রী-সংসর্গ অপেক্ষা উহাতে শরীর ও মন অধিকতররূপে নষ্ট হয়। যে বালক বা যুবা হস্তমৈথুনে আসক্ত, তাহার ইহকাল পরকাল দুইই যে গেল তাহা নিশ্চয় জানিবেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। পিতা, মাতা, শিক্ষক ও অভিভাবক কিন্তু বালকদিগকে এই উপদেশ দিতে লজ্জাবোধ করেন। লজ্জার অনুরোধে কি তাহাদের পক্ষে তাহাদের প্রিয়তম পুত্র শিষ্যদিগকে অধঃপাত যাইতে দেওয়া উচিত? বৈদিক ঋষিরা স্পষ্টভাবে বালকদিগকে এই উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই, তবে আমরা কেন কুণ্ঠিত হইব? রোগ আছে কিন্তু লজ্জাবশতঃ বালককে তাহা বলিবে না এবড় ভয়ানক কথা। সকলেই অবগত আছেন যে, হস্তমৈথুন অল্প কিম্বা অধিক ভাবে প্রায় সর্ব্বত্রই বালক- . মধ্যে প্রচলিত আছে। শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই বালকদিগের পক্ষে উহার অপকারিতা অনুভব করিয়া থাকেন, তথাপি লজ্জাবশতঃ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন না। যখনই দেখিবেন যে বালক পাঠে অমনোযোগী, যখনই দেখিবেন যে বালকের স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও তাহার শরীর দুর্ব্বল হইতেছে, শারীরিক পরিশ্রমে অর্থাৎ বালস্বভাব সুলভ ক্রীড়াদিতে অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তখনই বুঝা উচিত যে,

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছে, তখন আর লজ্জা করিয়া কালবিলম্ব করা উচিত নহে এবং তখনই গোভিলাচার্য্যের নিষেধ উপদেশ গুলির মধ্যে অষ্টাদশ উপদেশ বালকের সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করান উচিত। ব্রহ্মচারী জীবনের নিষেধ উপদেশগুলি এই স্থলে দেওয়া হইল, ব্রহ্মচারী জীবনের তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিও ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

---

# গৃহস্থের প্রতি ভৃগুমুনির উপদেশ।

## তৈত্তিরীয়োপনিষৎ শিক্ষাবল্লী।

### ১ম অধ্যায়, একাদশ অনুবাক।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।

বেদাদি অধ্যয়ন করাইয়া আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন।

(১) সত্যং বদ।—সত্য কথা বল।

(২) ধর্ম্মঞ্চর।—ধর্ম্ম আচরণ কর।

(৩) স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ।—স্বাধ্যায় অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন হইতে বিরত হইও না।

(৪) আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।—আচার্য্যকে তাঁহার অভীষ্ট ধন দান করিয়া তাহার নিকট বিদ্যা অধ্যয়ন কর। তৎপরে তাঁহার অনুমতি লইয়া দ্বার পরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদনে চেষ্টিত হও।

(৫) সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।—সত্যপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না।

(৬) ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্।—ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইও না।

(৭) কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।—আত্মরক্ষার কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইও না।

(৮) ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।—মাঙ্গলিক কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইও না।

(৯) স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।—শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রাধ্যাপনা হইতে বিরত হইও না।

(১০) দেব পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।—দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য হইতে বিরত হইও না।

(১১) মাতৃদেবো ভব।—মাতাকে দেবতা জ্ঞান কর (মাতা দেব যস্য স ত্বং ভব অর্থাৎ মাতা হইয়াছেন দেবতা যার, তিনি মাতৃদেব)।

(১২) পিতৃদেবো ভব।—পিতাকে দেবতুল্য জ্ঞান কর।

(১৩) আচার্য্যদেবো ভব।—আচার্য্যকে দেবতা জ্ঞান কর।

(১৪) অতিথিদেবো ভব।—অতিথিকে দেবতা জ্ঞান কর।

(১৫) যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি।—অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্মের সেবা কর।

(১৬) নো ইতরাণি।—অনবদ্যেতর অর্থাৎ নিন্দিত কার্য্য করিও না।

(১৭) যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়া-

পাস্যানি।—আমরা (আচার্য্যগণ) যে সমুদায় সুচরিত অর্থাৎ সাধুকার্য্য করি, তাহা করিবা।

(১৮) নো ইতরাণি।—তদিতর কার্য্য করিবা না।

(১৯) যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাস্তেষাং ত্বয়াসনে ন প্রশ্বসিতব্যম্।—যাহারা আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহাদের একাসনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিও না, অর্থাৎ উপবেশন করিও না।

(২০) শ্রদ্ধয়া দেয়ম্।—শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে।

(২১) অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্।—অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না।

(২২) শ্রিয়া দেয়ম্।—শ্রী (লক্ষ্মী) অর্থাৎ সঙ্গতি অনুসারে দান করিবে।

(২৩) হ্রিয়া দেয়ম্।—লজ্জার সহিত দান করিবে।

(২৪) ভিয়া দেয়ম্।—ভীত হইয়া দান করিবে। অর্থাৎ যখন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিতে উদ্যত হইবে, তখন তিনি দান গ্রহণ করেন কি না, অন্তঃকরণে এই ভয় যেন থাকে।

(২৫) সংবিদা দেয়ম্।—সংবিৎ অর্থাৎ মিত্র কার্য্যার্থে দান করিবে।

(২৬) অথ যদি তে কর্ম্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্ত বিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মির্শিনঃ। যুক্তা অযুক্তাঃ অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্ তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ।—ইহার পরে অর্থাৎ এইরূপ উপদেশানুবর্ত্তী থাকিয়া যদি তোমার কর্ম্মে বা (বৃত্ত) সদাচারে বিচিকিৎসা অর্থাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে যে সমুদায় ব্রাহ্মণ বিচারক্ষম এবং সদাচার এবং সৎকর্ম্মে যুক্ত (যুক্তঃ) এবং (অযুক্তঃ) অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্ত, অলূক্ষা অক্রূর মতি এবং ধর্ম্মকাম তাহারা যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবে।

(২৭) অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা অযুক্তাঃ অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তেষু বর্ত্তেরন্, তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদুপাস্যম্।—তোমার কর্ম্ম বা আচার বিষয় অপর দ্বারা কথিত হইলে অর্থাৎ দোষোল্লেখ হইলে, বিচারক্ষমযুক্ত, অনাসক্ত, অক্রূর এবং ধর্ম্মকাম ব্রাহ্মণেরা কার্য্যে এবং আচরণে যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেইরূপ করিবা। এই আদেশ, এই উপদেশ, এই বেদোপনিষৎ অর্থাৎ রহস্য, এই অনুশাসন, এইরূপ উপাসনা করিবে, এই উপাস্য।

---

# যজুর্ব্বেদ-শান্তিপ্রকরণ।

১। ঋচং বাচম্প্রপদ্যে মনো যজুঃপ্রপদ্যে সাম প্রাণম্প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রম্প্রপদ্যে। বাগোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপানৌ॥ ১॥

পদপাঠঃ। ঋচং। বাচং। প্রপদ্যে। মনঃ। যজুঃ। প্রপদ্যে। সাম। প্রাণং। প্রপদ্যে। চক্ষুঃ। শ্রোত্রম্। প্রপদ্যে। বাক্। ওজঃ। সহ। ওজঃ। ময়ি। প্রাণাপানৌ॥

(১) ঋচং।—পদ্যময় স্তোত্র।

(১) বাচম্।—বাক্য। ঋচং বাচং—ঋকরূপ বাক্য।

•(৩) প্রপদ্যে—প্রবিশামি, শরণং ব্রজামি অর্থাৎ আশ্রয় করি।

(৪) মনঃ।—মন।

(৫) যজুঃ।—যজ্ঞে ব্যবহৃত গদ্যময় মন্ত্র। মনঃ যজুঃ—যজুরূপ মন।

(৬) প্রপদ্যে।—পূর্ব্ববৎ।

(৭) সাম।—স্বরসংযুক্ত স্তোত্র।

(৮) প্রাণং।—প্রাণ। সাম প্রাণঃ—সামরূপ প্রাণ।

(৯) প্রপদ্যে।—পূর্ব্ববৎ।

(১০) চক্ষুঃ।—চক্ষু, দর্শনেন্দ্রিয়।

(১১) শ্রোত্রম্।—শ্রবণেন্দ্রিয়।

(১২) প্রপদ্যে।—দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের শরণ গ্রহণ করি।

(১৩) বাক্।—বাগিন্দ্রিয়।

(১৪) ওজঃ।—মানসিক বল।

(১৫) সহ।—একীভূত হইয়া অর্থাৎ যথাবস্থিত হইয়া।

(১৬) ওজঃ।—শারীরিক বল।

(১৭) ময়ি।—আমাতে।

(১৮) প্রাণাপানৌ।—প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু।

(১৯) বর্ত্তন্তে।—থাকুক। ইতি উহ্য পদ।

অন্বয়ঃ। ঋগ্রূপাবাচমহং প্রপদ্যে, যজুরূপং মনঃ প্রপদ্যে, সামরূপপ্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে, বাগোজঃ ওজঃ প্রাণাপানৌ সহ ময়ি বর্ত্তন্তে।

বঙ্গানুবাদ। আমি ঋক্‌রূপ বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করি, যজুরূপ মনের আশ্রয় গ্রহণ করি, সামরূপ প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করি, দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণ করি, আমাতে বাগিন্দ্রিয়, মানসিক ও শারীরিক বল এবং উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাস বায়ু সমভাবে অর্থাৎ যথাবস্থিত থাকুক।

ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, এইজন্য বাক্যের সহিত ঋকের তুলনা করা হইয়াছে। যজ্ঞাদিতে যজুর্ব্বেদের প্রয়োজন, মনন ভিন্ন যজ্ঞাদি হয় না, এইজন্য যজুর সহিত মনের তুলনা করা হইয়াছে। প্রাণবায়ুর সাহায্যে সামগান হয়, এইজন্য সামের সহিত প্রাণের তুলনা করা হইয়াছে। বাগাদি শব্দ গ্রহণে সপ্তদশাবয়বী প্রজাপতি লিঙ্গের সূচনা করা হইতেছে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, আমি বেদের ও লিঙ্গ শরীরের শরণ গ্রহণ করি।

সপ্তদশাবয়ব যথা—

"বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ পঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

১।২৩। পঞ্চদশী। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চবুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; ও প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই কয়েকটী প্রজাপতির সপ্তদশ অবয়ব।

২। যন্মে ছিদ্রঞ্চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃন্নং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু।
শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ॥

পদপাঠঃ। যৎ। মে। ছিদ্রং। চক্ষুষো। হৃদয়স্য। মনসো। বা। অতিতৃন্নম্। বৃহস্পতিঃ। মে। তদ্। দধাতু। শম্। নো। ভবতু। ভুবনস্য। যঃ। পতিঃ।

(১) যৎ।—যে আমার।

(২) ছিদ্রং।—ছিদ্র।

(৩) চক্ষুষো।—চক্ষুর।

(৪) হৃদয়স্য।—হৃদয়ের।

(৫) মনসো।—মনের।

(৬) বা।—অথবা।

(৭) অতিতৃন্নম্।—অতি হিংসিতম্ অর্থাৎ হিংসাভাব।

(৮) বৃহস্পতিঃ।—বৃহতাং বেদানাং পতি অর্থাৎ বেদের পতি।

(৯) মে।—আমার।

(১০) তদ্।—ছিদ্রং অর্থাৎ সেই ছিদ্র।

(১১) দধাতু।—নিবর্ত্তয়তু অর্থাৎ নিবর্ত্তন বা পূরণ করুন।

(১২) শং।—কল্যাণং অর্থাৎ মঙ্গল।

(১৩) নো।—অস্মাকম্। আমাদিগের।

(১৪) ভবতু।—হউন।

(১৫) ভুবনস্য।—ভূতজাতস্য, প্রাণিসমূহের।

(১৬) যঃ।—যে।

(১৭) পতিঃ।—অধিপতি।

অন্বয়ঃ। মে চক্ষুষো যচ্ছিদ্রং হৃদয়স্য যচ্ছিদ্রং মনসো বা যৎ অতিতৃন্নম্ বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু। ভুবনস্য যস্পতি সঃ নো শং ভবতু।

বঙ্গানুবাদ। আমার চক্ষু ও হৃদয়ের যে ছিদ্র অর্থাৎ ব্যাকুলত্ব জন্মিয়াছে এবং মনের যে হিংসাভাব জন্মিয়াছে, তাহা বৃহস্পতি সংশোধন করুন। বিশ্বের অধিপতি আমাদের মঙ্গল-স্বরূপ হউন।

ভূ র্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধিমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। ভূঃ। ভুবঃ। স্বঃ। তৎ। স বিতুঃ। বরেণ্যং। ভর্গঃ। দেবস্য। ধীমহি।

(১) ভূ র্ভুব স্বঃ—এতাস্তিস্রোব্যাহৃতয়ঃ পৃথিব্যাদি লোকত্রয় নামানি। এই তিনটি ব্যাহৃতিদ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গলোক বুঝায়। এই তিন লোক আমার বশে থাকুক, ভূ ভু ব স্বঃ উচ্চারণ করাতে এই প্রার্থনা করা হয়।

(২) তৎ—ষষ্ঠ্যর্থে, তস্য দেবস্য। ষষ্ঠী প্রয়োগ, তাহার অর্থাৎ দেবতার।

(৩) সবিতুঃ—সর্ব্বান্তর্যামিনো বিজ্ঞাননন্দ স্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বান্তর্যামী বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্মের।

(৪) বরেণ্যং—সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ং। সকলের পূজনীয়।

(৫) ভর্গো—সর্ব্বপাপানাং ভর্জ্জন সমর্থং তেজঃ। সকল পাপনাশকারী তেজ।

(৬) দেবস্য—দ্যোতনাত্মকস্য। জ্যোতির্ম্ময় দেবের।

(৭) ধিমহি—ধ্যায়ামঃ। ধ্যান করি।

(৮) ধিয়ঃ—বুদ্ধীঃ। বুদ্ধি।

(৯) যঃ—যে সবিতা।

(১০) নঃ—অস্মাকং আমাদিগের।

(১১) প্রচোদয়াৎ—প্রকর্ষেণ প্রেরয়তি সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানায়। প্রেরণ করেন।

অন্বয়ঃ। তস্য সবিতুঃ দেবস্য বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি। তস্য কস্য? যো সবিতা নঃ ধিয়ো প্রচোদয়াৎ।

বঙ্গার্থ। যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সৎকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, আমরা সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সর্ব্বজনপূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি।

অর্থান্তর। সবিতু দেবস্য তৎ বরেণং ভর্গো ধ্যায়ামঃ যশ্চ নো ধিয়ো প্রচোদয়াৎ। অর্থাৎ সবিতা দেবের সেই বরেণ্য ভর্গধ্যান করি, যিনিই আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন।

অর্থান্তর। দ্বিতীয় অর্দ্ধের "যো" শব্দের লিঙ্গ ব্যত্যয়দ্বারা পুংলিঙ্গকে ক্লীবলিঙ্গ করিয়া এইরূপ অর্থ করা যায়।

সবিতু দেবস্য তৎ বরেণ্যঃ ভর্গো ধীমহি যো (যৎ) ভর্গো নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি অর্থাৎ সবিতা দেবের সেই বরেণ্য ভর্গ ধ্যান করি, যে ভর্গ আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে।

**এই মন্ত্রটি—ঋক্‌বেদের ৩য় মণ্ডলের ৬২সূক্তে ১০ম ঋক সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র।**

"কয়ানশ্চিত্র" আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
কয়াসচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। কয়া। নঃ। চিত্র নঃ। আভুবৎ। উতী। সদাবৃধঃ। সখা। কয়া। শচিষ্ঠয়া। বৃতা।

(১) কয়া—উতির সহিত যোগ, কিরূপ উতির দ্বারা।

(২) নঃ—অস্মাকং, আমাদিগের।

(৩) চিত্রঃ—পূজ্য।

(৪) আভুবৎ—আভিমুখ্যেন ভবতি, বিশেষ-রূপে হয়েন।

(৫) উতী—উত্যা, অবনেন, তর্পণেন। তর্পণ, উপাসনা।

(৬) সদাবৃধঃ—সদা বর্ধমান।

(৭) সখা—মিত্র।

(৮) কয়া—কি।

(৯) শচিষ্ঠয়া—শচী শব্দের অর্থ কর্ম্ম, কর্ম্ম-দ্বারা অতিশয়েন শচী শচিষ্ঠা, অতিশয়।

(১০) বৃতা—বর্ত্তমানয়া, অর্থাৎ কিরূপ কার্য্যে বর্ত্তমান থাকিলে।

অন্বয়ঃ। হে চিত্র! কয়া উতীনঃ সদাবৃধঃ সখা আভুবৎ, কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা চ।

হে পূজ্য পরমেশ্বর! কিরূপ অর্চ্চনাদ্বারা, ও কিরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে তুমি আমাদের সখা হও? তুমি কিরূপ? না-সদা বর্দ্ধমান।

কস্ত্বা সত্যো মদানাম্মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।
দৃঢ়াচিদারুজে বসু ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। কঃ। ত্বা। সত্যঃ। মদানাম্। মংহিষ্ঠঃ। মৎসৎ। অন্ধসঃ। দৃঢ়া। চিৎ। আরুজে। বসু।

অন্বয়ঃ। (হে পূজ্য পরমেশ্বর!) অন্ধসঃ সত্যঃ মদানাম্ মংহিষ্ঠঃ কঃ ত্বা মৎসৎ। যেন দৃঢ়া চিৎ বসু আরুজে।

ব্যাখ্যা। মদানাম্ আনন্দজনক (মদী হর্ষে.) অন্ধসঃ—অধ্যানীয়ং ভবতি (নিরুক্ত ৫. ১) আভিমুখ্যেন হি ধ্যাতব্যং সর্ব্বেণান্নং প্রাতেঃ শরীরস্থিতেশ্চ তদায়ত্তত্বাৎ ইতি স্কন্দ-স্বামী। আঙ পূর্ব্বাৎ ধ্যায়তেবসুনি বাহুলত্বাৎ যকারাকারয়োর্লোপঃ উপসর্গস্য হ্রস্বত্বং নুতা-গমশ্চ ধাতোঃ। যদ্বা "অদ ভক্ষণে"—অদ্যতে প্রাণিভিঃ তান্ বা স্বয়মত্তি—অন্নসমূহ। সত্যঃ—উত্তমঃ। মদানাম—আনন্দজনক অন্নসমূহের মধ্যে। মংহিষ্ঠঃ—অত্যন্ত আনন্দজনক। কঃ—কোন অন্ন। ত্বা—ত্বাং তোমাকে। মৎসৎ আনন্দ জন্মায়। দৃঢ়াচিৎ—দৃঢ়ান্যপি—চিৎ শব্দ বৈদিকভাষায় "অপি" অর্থে ব্যবহার হয়—দৃঢ়ও। বসু—বসূনি——ধন। আরুজে—আরুজসি চূর্ণয়সি—দদাসি ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। হে পরমেশ্বর! আনন্দজনক অন্নসমূহের মধ্যে কোন্ অত্যন্ত আনন্দজনক ও উত্তম অন্ন তোমার আনন্দজন্মায়? যে অন্ন দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া তুমি (খণিজ) সুদৃঢ় স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধনও খণ্ডিত করিয়া আমাদিগকে দান করিয়া থাক।

অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাম্।
শতম্ভবাস্যূতয়ে ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। অভি। সু। নঃ। সখীনাম। অবিতা। জরিতৄণাম। শতম। ভবাসি। উতয়ে।

অন্বয়ঃ। ত্বং উতয়ে সু অভি শতম্ ভবাসি। কীদৃশস্ত্বং সখীনাং মিত্রানাং জরিতৄণাং অবিতা।

ব্যাখ্যা। উতয়ে—অবনায়, পালনায়,—জগৎ পালন বা রক্ষার জন্য, সু—সুষ্ঠু, সম্যক্ অভি—অভিমুখ্যেন শতম্ভবাসি শতংভবসি—শত শত রূপ ধারণ কর। তুমি কীদৃশ? সখীনাং—মিত্রাণাং—যাহারা তোমাকে সখা জ্ঞান করে, জরিতৄণাং—স্তোতৄণাং—স্তোতা দিগের অবিতা—পালয়িতা, রক্ষক।

বঙ্গানুবাদ। হে পরমেশ্বর! তুমি জগৎ পালন বা রক্ষার জন্য নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাক, তুমি কাদৃশ? না—তুমি তোমার সখাদিগের এবং স্তোতৃদিগের পালয়িতা। (গীতা এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থেও এইরূপ ভাব আছে—ধর্ম্মসংস্থাপনায় বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ সম্ভবামি যুগে যুগে।)

পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমী "শতম্ ভবাসি"র অনুবাদ করিয়াছেন—"শত শত উপায় সমুদ্ভাবন করিতেছে"। এই অনুবাদ মূলের অনুবাদ হইতে পারে না। ভ্রম দেখান হয় বলিয়া কাহারও যেন মনে হয় না যে, যে সমুদায় মহোদয়ের ভ্রম হিন্দু-পত্রিকায় দর্শিত হয়, তাঁহাদিগের অপেক্ষা হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক অধিক বিদ্বান্ বলিয়া বিবেচিত হইতে চাহেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশের জন্য এইরূপ ভ্রম দেখান হইয়া থাকে।

কয়া ত্বন্ন উত্যাভিপ্রমন্দসে বৃষন্।
কয়া স্তোতৃভ্য আভর॥ ৭॥

পদপাঠঃ। কয়া। ত্বং। নঃ। উত্যা। অভি প্রমন্দসে। বৃষন্। কয়া। স্তোতৃভ্য। আভর।

অন্বয়ঃ। হে বৃষন্! কয়া উত্যা ত্বং নঃ অভি প্রমন্দসে কয়া উত্যা স্তোতৃভ্য আভর।

ব্যাখ্যা। বৃষন্ বর্ষতীতি বৃষা, যিনি অশেষ মঙ্গল বর্ষণ করেন। কয়া উত্যাকেন তর্পণেন, কিরূপ পালনশক্তিদ্বারা। নঃ আমাদিগকে। অভি প্রমন্দসে আহ্লাদিত কর। কয়া উত্যা স্তোতৃভ্য আভর কিরূপ পালনশক্তিদ্বারা স্তোতৃদিগকে ধনদান কর।

বঙ্গানুবাদ। হে কল্যাণবর্ষণকারী পরমেশ্বর! তুমি কিরূপ পালনশক্তিদ্বারা আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন কর এবং কিরূপ পালনশক্তিদ্বারা স্তোতৃদিগকে ধনদান কর।

ইন্দ্র বিশ্বস্য রাজতি।
শন্নো অস্তু দ্বিপদেশঞ্চতুষ্পদে॥ ৮॥

পদপাঠঃ। ইন্দ্রঃ। বিশ্বস্য। রাজতি। শং। নঃ। অস্তু। দ্বিপদে। শং চতুষ্পদে।

অন্বয়ঃ। বিশ্বস্য ইন্দ্রঃ যো রাজতি সঃ নঃ দ্বিপদে শং অস্তু চতুষ্পদে শং অস্তু।

ব্যাখ্যা। বিশ্বস্য বিশ্বের। ইন্দ্রঃ ইদি পরমৈশ্বর্য্যে ইন্দতীতীন্দ্রঃ। পরমেশ্বর যো রাজতি যিনি শোভা পান। নঃ আমাদিগের। দ্বিপদে পুত্রাদিতে। শং কল্যাণরূপ। অস্তু হউন। চতুষ্পদে গবাদি পশুতে। শং অস্তু কল্যাণরূপ হউন।

বঙ্গানুবাদ। এই বিশ্বজগতের ঈশ্বর যিনি সর্ব্বদাই শোভা পাইতেছেন, তিনি আমাদিগের পুত্রাদিতে এবং গবাদি পশুতে কল্যাণরূপ হউন।

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য্যমা।
শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥৯॥

পদপাঠঃ। শং। নঃ। মিত্রঃ। শং। বরুণঃ। শং। নঃ। ভবতু। অর্য্যমা। শং। নঃ। ইন্দ্রঃ। বৃহস্পতি। শং। নঃ। বিষ্ণুঃ। উরুক্রমঃ।

অন্বয়ঃ। মিত্রঃ শং নঃ বরুণঃ শং নঃ অর্য্যমা শং নঃ ভবতু। ইন্দ্রঃ শং নঃ বৃহস্পতি শং নঃ উরুক্রম বিষ্ণুঃ শং নঃ ভবতু।

ব্যাখ্যা। মিত্রঃ—প্রমীতাম্মরণাৎ ত্রায়তে ইতি মিত্রঃ। যিনি মৃত্যু হইতে ত্রাণ করেন। ভক্তান স্নেহয়তি বা যিনি ভক্তদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেন। শং নঃ—আমাদিগের মঙ্গলরূপ হউন। বরুণঃ—বৃনোতি সর্ব্বং। যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে আবৃত করিয়া আছেন। কিম্বা বৃণোতি অঙ্গী করোতি ভক্তমিতি। যিনি ভক্তদিগের নিকট বর প্রদানে অঙ্গীকার করেন। শং নঃ—পূর্ব্ববৎ। অর্য্যমা ইর্যতি গচ্ছতি ভক্তং প্রতি যিনি ভক্তের নিকট আগমন করেন। শং নঃ ভবতু—পূর্ব্ববৎ। ইন্দ্রঃ শং নঃ—পরমেশ্বর মঙ্গলরূপ হউন। বৃহস্পতি

বৃহতীং বেদানাং পতিঃ। বেদের অধীশ্বর। শং নঃ—পূর্ব্ববৎ। উরুক্রমঃ—উরু বিস্তীর্ণ ক্রমঃ পাদন্যাসঃ যস্য সঃ। যাহার বিস্তীর্ণ পাদন্যাস অর্থাৎ যিনি ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন (বলি বামন সংবাদ স্মরণ করুন) বিষ্ণুঃ—বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণু। যিনি বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া আছেন। শং নঃ ভবতু পূর্ব্ববৎ। এই স্থানে হিন্দু-পত্রিকার ১ম সংখ্যা অগ্নি শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন। "তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যা স্তদ্বায়ু স্তদু-চন্দমাঃ। "ইদং মিত্রং বরুণ অগ্নিমাহুরথো ইত্যাদি।

বঙ্গানুবাদ। যিনি মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করেন, যিনি বিশ্বসংসার আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি সখির ন্যায় ভক্তদিগের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, যিনি পরম ঐশ্বর্য্যশালী, যিনি বেদের অধিপতি, যিনি সর্ব্বব্যাপী এবং যাঁহার বিস্তীর্ণ পাদন্যাস, সেই মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, উরুক্রম বিষ্ণু, ইত্যাদি বহুবিধ নামে আখ্যাত পরমাত্মা আমাদের কল্যাণরূপ হউন।

শন্নো বাতঃ পবতাং শন্নস্তপতু সূর্য্যঃ।
শন্নো কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জ্জন্যো অভিবর্ষতু ॥১০॥

পদপাঠঃ। শং। নঃ। বাতঃ। পবতাং। শং। নঃ। তপতু। সূর্য্যঃ। শং। নঃ। কনিক্রদৎ। দেবঃ। পর্জ্জন্যঃ। অভিবর্ষতু।

অন্বয় ও ব্যাখ্যা। বাতঃ নঃ অস্মাকং শং সুখকারী সন্ পবতাম্, বায়ু আমাদের সুখকারী হইয়া প্রবাহিত হউন। সূর্য্যঃ শন্নস্তপতু সূর্য্য আমাদের সুখকারী হইয়া কিরণ প্রদান করুন। কনিক্রদৎ—অত্যন্তং ক্রন্দন্তীতি শব্দং কুর্ব্বন্—অত্যন্ত শব্দ করিয়া। পর্জ্জন্যঃ দেব কনিক্রদৎ শং নঃ অভিবর্ষতু—পর্জ্জন্যঃ দেব অর্থাৎ মেঘ অত্যন্ত শব্দ করিয়া আমাদের মঙ্গলময় হইয়া বর্ষণ করুন।

বঙ্গানুবাদ। বায়ু আমাদের কল্যাণরূপ হইয়া প্রবাহিত হউন, সূর্য্য আমাদের কল্যাণরূপ হইয়া কিরণ প্রদান করুন, মেঘ আমাদের কল্যাণরূপ হইয়া সশব্দে বর্ষণ করুন।

অহানি শম্ভবন্তু নঃ শং রাত্রীঃ প্রতিধীয়তাম্। শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শন্নঃ ইন্দ্রাবরুণা-রাতহব্যা। শন্ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ ইন্দ্রা সোমা সুবিতায় শং যোঃ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। অহানি। শং। ভবন্তু। নঃ। শং। রাত্রীঃ। প্রতিধীয়তাম্। শং। নঃ। ইন্দ্রাগ্নী। ভবতাম্। অবোভিঃ। শং। নঃ। ইন্দ্রাবরুণা। রাতহব্যা। শং। নঃ। ইন্দ্রা-পূষণা। বাজসাতৌ। ইন্দ্রা। সোমা। সুবিতায়। শং। যোঃ।

ব্যাখ্যা। অহানি শং ভবন্তু নঃ—দিন সকল আমাদের কল্যাণরূপ হউন। শং রাত্রীঃ প্রতিধীয়তাম্—রাত্রি সকল আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ইন্দ্রঃ—ইরা অন্নমনেন সম্বন্ধাৎ তদ্ধেতু ভূতকম্ বলং লক্ষ্যতে। তেন বললক্ষিত লক্ষণয়া তদাধারভুতো মেঘঃ। ইরা শব্দে অন্ন বুঝায় এবং অন্নের হেতুভূত বল অর্থাৎ জলও বুঝায়—তৎপরে লক্ষণা অলঙ্কারের দ্বারা ঐ বলের আধার মেঘকে বুঝায়—অর্থাৎ মেঘ হইতে জল হয়, জল হইতে অন্ন হয়। ইরামন্নং দৃণাতি দধাতি ধারয়তি ইতি রক্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতনাৎ সিদ্ধঃ। পূর্ব্বে এক মন্ত্রে ইন্দ্র শব্দে "পরমেশ্বর" ব্যাখ্যাত হইয়াছে এই মন্ত্রে ইন্দ্র শব্দে মেঘ বুঝাইতেছে। এইরূপ স্থল বিশেষে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ বোধগম্য করিতে না পারায় বৈদিক ব্যাখ্যার বিভ্রাট ঘটিয়াছে। অগ্নিঃ। অঙ্গতি উর্দ্ধং গচ্ছতীত্যগ্নিঃ ইন্দ্রাগ্নী—মেঘ ও অগ্নি, অর্থাৎ মেঘ এবং মেঘের আশ্রিত বিদ্যুতাগ্নি। অবোভিঃ পালনৈঃ পালন দ্বারা। শং নঃ ইন্দ্রাগ্নী ভবতাম

অবোভিঃ—মেঘ ও বিদ্যুৎ পালনশক্তি দ্বারা আমাদের কল্যাণরূপ হউন। ইন্দ্রাবরুণা—ইন্দ্র বরুণৌ ইন্দ্র ও বরুণ, ইন্দ্র—মেঘ, বরুণ—আকাশ, (বৃ+উণন্) যাহা সকল পদার্থকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। রাতহব্যা—রাতহব্যৌ—রাতং দত্তং হব্যং জলম্ যয়োস্তৌ রাতহব্যৌ—যাহাতে ঈশ্বর কর্তৃক জল দত্ত হইয়াছে অর্থাৎ বারিপূর্ণ। শং নঃ ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা-বারিপূর্ণ আকাশ ও মেঘ আমাদের কল্যাণরূপ হউন। ইন্দ্রাপূষণা—ইন্দ্র ও পূষা—মেঘ ও পৃথিবী। পুষ পুষ্টৌ কনিন্ প্রত্যয় নিপাতনে সিদ্ধ, নিপাতনহেতু পূষের উকার দীর্ঘ হইয়াছে, পোষয়তি অন্নৈঃ প্রজাঃ। অন্নদ্বারা যে প্রজাদিগকে পোষণ করে, অর্থাৎ পৃথিবী। বাজ সাতৌ বাজস্য অন্নস্য সাতৌ দানে নিমিত্তভূতে। অন্নদাতা—অন্নদাতপৃথিবী ও মেঘ আমাদের কল্যাণরূপ হউন। ইন্দ্রা সোম—মেঘ ও চন্দ্র। সুবিতায় সুখায়। শং—রোগানাং। যোঃ পৃথক্করণায় উপশমায়, রোগনাশের জন্য। রোগনাশের জন্য এবং সুখের জন্য। মেঘ ও চন্দ্র আমাদের কল্যাণরূপ হউন।

বঙ্গার্থ। দিন আমাদের কল্যাণরূপ হউন, রাত্রি আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। মেঘ ও বিদ্যুৎ পালনশক্তিদ্বারা আমাদের কল্যাণরূপ হউন, বারিপূর্ণমেঘ ও আকাশ আমাদের কল্যাণরূপ হউন, অন্নপ্রদ পৃথিবী ও মেঘ আমাদের কল্যাণরূপ হউন, মেঘ ও চন্দ্র আমাদের রোগ উপশম ও সুখের জন্য কল্যাণরূপ হউন।

শন্নোদেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ১২॥

পদপাঠঃ। শং। নঃ। দেবীঃ। অভিষ্টয়ে। আপঃ। ভবন্তু। পীতয়ে। শং। যোঃ। অভিস্রবন্তু। নঃ।

ব্যাখ্যা। দেবীঃ—দীপ্যমানাঃ, দীপ্তিময়। আপঃ জলসমূহ। নঃ আমাদিগের। অভীষ্টয়ে অভিষেকায়, অভিষেকের জন্য। পীতয়ে পানের জন্য শং ভবন্তু কল্যাণরূপ হউন। শং যো অভিস্রবন্তু নঃ—আমাদের রোগ উপশমনের জন্য প্রস্রুত হউন।

বঙ্গার্থ। দীপ্তিময় জলসমূহ আমাদের স্নান পানের জন্য কল্যাণরূপ হউন, এবং রোগ উপশমের জন্য প্রস্রুত হউন।

এই মন্ত্রে পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমী মহাশয় যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার সহিত ভাষ্যকারের অর্থ মিলে না। তিনি লিখিয়াছেন, "স্বয়ু হইতে আমাদের কল্যাণার্থ প্রস্রুত হউন। "য়্" শব্দে নদীর উৎপত্তি স্থান, এবং "শং" না রাখিয়া "স্ব" স্বীয়—এই অর্থ করিয়াছেন। এইরূপ পাঠ "বোম্বাই" হইতে যে যজুর্ব্বেদ আনিয়াছি, তাহাতে নাই। সামশ্রমী মহাশয়ের মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থেও পাইলাম না। "শং যোঃ" র ব্যাখ্যা পূর্ব্বমন্ত্রে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা মহীধরের ভাষ্য হইতে লওয়া হইয়াছে।

স্যোনা পৃথিবী নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছা নঃ শর্ম্মসপ্রথাঃ। অপনঃ শোশুচদর্থম্॥ ১৩॥

পদপাঠঃ। স্যোনা। পৃথিবী। নঃ। ভব অনৃক্ষরা। নিবেশনী। যচ্ছ। নঃ। শর্ম্ম। সপ্রথা। অপঃ। নঃ। শোশুচৎ। অর্থম্।

ব্যাখ্যা। পৃথিবী নঃ পৃথিবী আমাদিগের স্যোনা সুখরূপা। অনৃক্ষরা কণ্টকরহিতা। নিবেশনী বাসের উপযোগী। সপ্রথাঃ বিস্তৃত। ভব, হও। শর্ম্ম—শরণং আশ্রয়। যচ্ছ, দেও। অপনঃ অর্থমঃ শোশুচদ—জল আমাদিগের পাপ বিনাশ করুন।

বঙ্গার্থ। হে পৃথিবি! তুমি কণ্টকরহিতা বাসযোগ্যা এবং বিস্তীর্ণ হইয়া আমাদের সুখ-

রূপা হও। তুমি আমাদিগকে আশ্রয় দেও। তুমি আমাদিগের পাপ নাশ কর।

আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জেদধাতন। মহেরণায় চক্ষসে॥ ১৪॥

পদপাঠঃ। আপঃ। হি। স্থ। ময়োভুবঃ। তা। নঃ। উর্জে। দধাতন। মহেরণায়। চক্ষসে।

ব্যাখ্যা। হে আপঃ! হে জলসমূহ! হি যস্মাৎ, যেহেতু। ময়োভুবঃ কল্যাণকারিণী স্থ, হও। তা—তাদৃশ। নঃ—আমাদিগকে। উর্জে রসাস্বাদনের জন্য। দধাতন—সমর্থ করিতেছ। মহেরণায়—মহেমহতেরণায়, রমণীয়ায় রমণীয়। চক্ষসে—দর্শনায়, দর্শনের জন্য, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকরলক্ষণং ইত্যর্থঃ। ইহার পর "দধাতন" উহ্য আছে।

হে জলসমূহ! তোমরা যেরূপ স্নান পানাদিদ্বারা আমাদের সুখরূপা হইয়া থাক, সেইরূপ রসাস্বাদনের জন্য আমাদিগকে সমর্থ করিয়া থাক। (তোমার কৃপায় আমরা যে কেবল ঐহিক সুখ ভোগ করি এমন নহে) তোমরা রমণীয়দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির বিষয়েও সাহায্য করিয়া থাক। (নদ্যাদিতে অবগাহন করিলে যেরূপ শরীরের ক্লান্তি দূর হইয়া উহা স্নিগ্ধ হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণও প্রফুল্ল ও পবিত্র হয়—ইহা প্রত্যক্ষ। গঙ্গাস্নানাদিতে শরীরের মল ধৌত করিতে পারে, অন্তঃকরণের পাপ বিনাশ করিতে পারে না এবং ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য প্রাতঃস্নানাদি-বিধি কুসংস্কার পূর্ণ বলিয়া—ইংরাজি শিক্ষিত যুবকদিগের ধারণা হইতেছে। কিন্তু সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই অভিষেক ধর্ম্মার্জ্জনের সহায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাইবেলেও দেখা যায় খৃষ্ট জর্ডান নদীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বস্তুত নদী, পর্ব্বত, সমুদ্রাদিতে মানুষের আধ্যাত্মিকশক্তি উত্তেজিত করিয়া দেয়। দেশবিশেষে বা কাল পরিবর্ত্তন সহকারে কোন নদী হয়ত অপর নদী অপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া গৃহীত হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট "সর্ব্বোদকং" "গঙ্গোদকং" বলিয়া বিবেচিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানীরা নদী মাত্রকেই গঙ্গা বিবেচনা করেন। গঙ্গা (গাঙ্গ) শব্দের অর্থ নদী। উহা গম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, (গম+গন্) যাহার গতি আছে সেই গঙ্গা, পরে যোগরূঢ় হইয়া নদী বিশেষকে বুঝাইয়াছে। পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিলে যেরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণের পবিত্রতা জন্মে, সঙ্গীতে যেরূপ কর্ণ চরিতার্থ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মন প্রফুল্ল ও [illegible] হয়, সেইরূপ স্নানাদিতে ত্বগিন্দ্রিয়ও চরিতার্থ হয় এবং চিত্তের পবিত্রতা জন্মে। বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত অন্তরেন্দ্রিয়ের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষ। সুতরাং স্নানাদিদ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়তা হয় না, তাহা কিছুতেই বলা যায় না। নীলনভোমণ্ডল দেখিয়া—কোন্ প্রেমিকের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকভাবের উদয় না হয়? নীলনভোমণ্ডল দেখিয়া যদি কবির প্রাণ পরমপিতার দিকে ধাবমান হয়, তাহাহইলে সুনীল সাগর-তীরে ঐরূপ ভাবের অভাব হইবে কেন? এমন শুষ্কহৃদয় ব্যক্তি কি জগতে আছে, যাহার হৃদয় স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া না উঠে? ঐ আনন্দটুকু স্থায়ী করিতে পারিলেই পরব্রহ্ম দর্শনে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না।)

যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তে হনঃ। উশতীরিবমাতরঃ॥ ১৫॥

পদপাঠঃ। যঃ। বঃ। শিবতম। রসঃ। তস্য। ভাজয়ত। ইহ। নঃ। উশতীঃ। ইব। মাতরঃ।

ব্যাখ্যা। হে আপঃ—জলসমূহ। যঃ বঃ শিবতমঃ রসঃ—তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলময় যে রস। তস্য ভাজয়ত—কর্ম্মে ৬ষ্ঠী; [illegible]তঃ ভাগিনঃ কুরুত—তাহা প্রাপ্ত করাও। উশতীঃ—

প্রীতিযুক্তা। উশন্তি ইতি ছন্দসা দীর্ঘঃ। মাতরঃ ইব—মাতার ন্যায়।

বঙ্গার্থ। প্রীতিযুক্তা মাতা যেরূপ সন্তানকে স্তন্যরসপান করান, তোমরা সেইরূপ আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর রস পান করাও।

তস্মা অরঙ্গমামবো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থাচনঃ॥ ১৬॥

পদপাঠঃ। তস্মৈ। অরং। গমাম। বঃ। যস্য। ক্ষয়ায়। জিন্বথ। আপঃ। জনয়থ। চনঃ।

ব্যাখ্যা। যস্য ক্ষয়ায় ক্ষয়েন—যাহার নিবাস-হেতু। জিন্বথ—প্রীতা ভবথ, প্রীত হও। তস্মৈ—তস্মৈ। রসায়—তদ্রসাপ্তয়ে—সেই রস প্রাপ্তির জন্য। বঃ—তোমাদিগকে; অরং—পর্য্যাপ্তং, অধিক। গমামঃ—প্রাপ্নুমঃ। অপঃ—হে জলসমূহ! নঃ—আমাদিগকে। জনয়থ—উৎপাদয়ত আশিষির্লেট তদ্রস ভোক্তুনস্মান্ কুরুত। সেই রস ভোগ করার জন্য আমাদিগকে সমর্থ কর।

বঙ্গার্থ। হে জলসমূহ! যে রসের নিবাস-হেতু তোমরা প্রীত হও, সেই রস প্রাপ্তির জন্য যেন আমরা তোমাদিগকে অধিক সেবা করি। তোমরা আমাদিগকে সেই রস ভোগের জন্য সমর্থ কর।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বদেবাঃ শান্তির্ব্রহ্মশান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ শান্তিরেবশান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি॥ ১৭॥

পদপাঠঃ। দ্যৌঃ। শান্তিঃ। অন্তরিক্ষং। শান্তিঃ। পৃথিবী। শান্তিঃ। আপঃ। শান্তিঃ। ঔষধয়ঃ। শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ। বিশ্বদেবাঃ। শান্তিঃ। ব্রহ্ম শান্তিঃ। সর্ব্বং। শান্তিঃ। শান্তিঃ এব। শান্তিঃ। সামা। শান্তিঃ এধি।

ব্যাখ্যা। দ্যৌরিত্যাদিষু বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ সপ্তম্যর্থে প্রথমা। বিভক্তি ব্যত্যয়হেতুর্দ্যৌ ইত্যাদি পদে সপ্তমী স্থলে প্রথমা হইয়াছে। দ্যৌঃ দিবি দ্যুলোকে। অন্তরিক্ষং—অন্তরিক্ষে। পৃথিবী—পৃথিবীতে। আপঃ—জলে। ওষধয়ঃ—ওষধিতে। বনস্পতয়ঃ—বনস্পতিতে। বিশ্বদেবাঃ—বিশ্বদেবতাতে। ব্রহ্ম—ব্রহ্মে। সর্ব্বং—সকল পদার্থে। শান্তিঃ—শান্তিতে। মা—মাং প্রতি। এধি—অস্তু।

বঙ্গার্থ। দ্যুলোকে, অন্তরিক্ষে, পৃথিবীলোকে, ওষধিমণ্ডলে, বনস্পতি সমূহে, বিশ্বস্থ দ্যুতিমানপদার্থে, ব্রহ্মে, সর্ব্ব পদার্থে, এবং শান্তিতে যে শান্তি বিরাজ করিতেছে, সেই শান্তি যেন আমার হয়।

দৃতে দৃংহমামিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহঞ্চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে॥ ১৮॥

পদপাঠঃ। দৃতে। দৃংহ। মা। মিত্রস্য। মা। চক্ষুষা। সর্ব্বাণি। ভূতানি। সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্য। অহং। চক্ষুষা। সর্ব্বাণি। ভূতানি। সমীক্ষে। মিত্রস্য। চক্ষুষা। সমীক্ষামহে।

ব্যাখ্যা। দৃতে দৃবিদারে বিদীর্ণে জরা জর্জরিত শরীরে, জীর্ণ শরীরে, মা—আমাকে। দৃংহ, দৃঢ়কর। সর্ব্বাণি ভূতানি মিত্রস্য চক্ষুষা মা সমীক্ষন্তাম, সকল প্রাণিই যেন আমাকে মিত্রের চক্ষে দেখে, অর্থাৎ আমি যেন সকলের প্রিয় হই। মিত্রস্যাহং ইত্যাদি—আমি যেন মিত্রের চক্ষে সকল প্রাণিকে দেখি। মিত্রস্য চক্ষুষাসমীক্ষামহে, আমরা পরস্পর সকলই যেন সকলকে মিত্রের চক্ষে দেখি।

বঙ্গার্থ। হে জগদীশ্বর! আমার এই জরাজীর্ণ শরীর দৃঢ় কর, আর আমি যেন সর্ব্বভূতের প্রিয় হই, সর্ব্বভূত যেন আমার প্রিয় হয়, আমরা যেন পরস্পরের প্রিয় হই।

দৃতে দৃংহমা। জ্যোক্তে সংদৃশী জীব্যাসঞ্জোক্তে সংদৃশি জীব্যাসম্॥ ১৯॥

*পদপাঠঃ। দৃতে। দৃংহমা। জ্যোক। তে। সন্দৃশী। জীব্যাসং। জ্যোক। তে। সন্দৃশী। জীব্যাসম্।

ব্যাখ্যা। দৃতে দৃংহমা—আমার এই জরা-জীর্ণ শরীর সুদৃঢ় কর। জ্যোক—চিরং নিপাতঃ শ্চিরার্থঃ, দীর্ঘকাল। তে—তোমার সন্দৃশী-সন্দর্শনে। তৎপর—আদরার্থে ঐ মন্ত্র পুনরুক্ত হইয়াছে।

বঙ্গার্থ। হে জগদীশ্বর! আমার এই জরাজীর্ণ শরীর সুদৃঢ় কর, আমি যেন তোমার সন্দর্শনে দীর্ঘজীবী হই। আমি যেন তোমার সন্দর্শনে দীর্ঘজীবী হই।

নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্ত্বর্চিষে। অন্যাংস্তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবোভব ॥ ২০ ॥

পদপাঠঃ। নমঃ। তে। হরসে। শোচিষে। নমঃ। তে। অস্তু। অর্চিষে। অন্যান্। তে। তপন্তু। হেতয়ঃ। পাবকঃ। অস্মভ্যং। শিবঃ। ভব।

ব্যাখ্যা। তে—তোমার। হরসে—হরতি সর্ব্বরসান্ ইতি হরঃ তস্মৈ। শোচিষে—তেজসে, রস—হরণকারী তেজ। নমঃ—নমস্কার। তে অর্চিষে—তোমার তেজের প্রতি। নমঃ অস্তু—নমস্কার। হেতয়ঃ—জ্বালা। অস্মৎ অন্যান্—অস্ম দ্বিরোধিনঃ পুরুষাণ—আমাদিগের বিরুদ্ধবাদী পুরুষদিগকে। তপন্তু—তাপ দিউক। অস্মভ্যং—আমাদিগের পক্ষে। শিবঃ পাবকং ভব—মঙ্গলময় ও শোধক হও।

বঙ্গার্থ। হে পরমেশ্বর! তোমার যে রস-হরণকারী তেজ (যাহা অগ্নিতে বিদ্যমান আছে) তাহাকে নমস্কার। অগ্নির জ্বালা আমাদের শত্রুদিগকে তাপ দিউক, কিন্তু আমাদের পক্ষে শোধক ও মঙ্গলময় হউক।

নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে। নমস্তে ভগবন্নস্তু যতঃ স্বঃ সমীহসে ॥ ২১ ॥

পদপাঠঃ। নমঃ। তে। অস্তু। বিদ্যুতে। নমঃ। তে। স্তনয়িত্নবে। নমঃ। তে। ভগবন্। নঃ। তু। যতঃ। স্ব। সমীহসে।

ব্যাখ্যা। তে—তোমার। বিদ্যুতে। নমঃ অস্তু—নমস্কার। তে—তব স্তনয়িত্নবে নমঃ—তোমার স্তনয়িত্নুকে অর্থাৎ গর্জ্জনকারীমেঘকে নমস্কার। নমস্তে ভগবন্ অস্তু—হে ভগবান! তোমাকে নমস্কার। যতঃ স্ব সমীহসে। যেহেতু (স্ব—স্বর্গং গন্তু) স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য তুমি সাহায্য কর।

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবান্! তোমাকে নমস্কার, তোমার বিদ্যুৎ ও মেঘকেও নমস্কার, যেহেতু তুমি স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য সাহায্য কর।

যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ঙ্কুরু। শন্নঃ কুরু প্রজাভ্যোভয়ন্নঃ পশুভ্যঃ ॥ ২২ ॥

পদপাঠঃ। যতঃ। যতঃ। সমীহসে। ততঃ নঃ। অভয়ং। কুরু। শং। নঃ। কুরু। প্রজাভ্যঃ। অভয়ং। নঃ। পশুভ্যঃ।

ব্যাখ্যা। যতঃ যতঃ—যস্মাদ্ যস্মাদ্ যখন সমীহসে দুশ্চরিতাঃ অপকর্ত্তুং চেষ্টসে, আমাদের দুঃখনাশের চেষ্টা করিয়া থাক, ততঃ—তস্মাৎ তখন। নো অভয়ঙ্কুরু, আমাদিগকে অভয়প্রদান কর। নঃ প্রজাভ্যঃ শং কুরু—আমাদিগের সন্ততিবর্গের মঙ্গল কর। অভয়ং নঃ পশুভ্য আমাদিগের গবাদি পশুকে অভয়দান কর।

বঙ্গার্থ। তুমি আমাদের দুঃখ অপহরণ করিয়া থাক, অতএব তুমি আমাদিগকে অভয় প্রদান কর, আমাদের সন্ততিবর্গের মঙ্গল কর এবং গবাদি পশুদিগকে অভয়দান কর।

সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চবয়ন্দ্বিষ্মঃ ॥ ২৩ ॥

পদপাঠঃ। সুমিত্রিয়াঃ। নঃ। আপঃ। ওষধয়ঃ। সন্তু। দুর্মিত্রিয়াঃ। তস্মৈ। সন্তু। যো। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যং। চ। বয়ং। দ্বিষ্মঃ।

ব্যাখ্যা। আপঃ ওষধয়ঃ নঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্ত জল ও ওষধিগণ আমাদিগের মিত্ররূপে অবস্থান করুক। যো অস্মান দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম যাহারা আমাদিগকে দ্বেষ কিম্বা আমরা যাহাদিগকে দ্বেষ করি। তস্মৈ দুর্মিত্রিয়াঃ সন্ত তাহাদের শত্রুরূপে অবস্থান করুক।

বঙ্গার্থ। জল ও ওষধি আমাদিগের মঙ্গলজনক হউক, কিন্তু যাহারা আমাদিগকে শত্রু মনে করে, কিম্বা যাহাদিগকে আমরা শত্রু মনে করি, তাহাদের পক্ষ অমঙ্গলজনক হউক।

তচ্চক্ষুর্দেবহিতম্পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম-শরদঃ শতঞ্জীবেম শরদঃ শতং শৃণু য়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম্ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥ ২৪ ॥

পদপাঠঃ। তৎ। চক্ষুঃ। দেবহিতম। পুরস্তাৎ। শুক্রম। উচ্চরৎ। পশ্যেম। শরদঃ। শতং। শৃণু। যাম। শরদঃ। শতং। প্রব্রবাম। শরদঃ। শতম্। অদীনাঃ। স্যাম। শরদঃ। শতম্। ভূয়শ্চ। শরদঃ। শতাৎ।

ব্যাখ্যা। (এই মন্ত্রের দ্বারা আমরা যে পরমেশ্বরের স্তুতি করিলাম)। তৎ চক্ষুঃ—তাহার চক্ষুস্বরূপ। দেবহিতম—দেবহিতকারী। শুক্রম—শুক্রম্—শুক্লবর্ণ পুরস্তাৎ—সম্মুখে। উচ্চরৎ—উদেতি। (আমরা যেন সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে) শতং শরদঃ পশ্যেম—শতশরৎ অর্থাৎ শতবর্ষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে পারি। শতং শরদঃ জীবাম শৃণুযাম প্রব্রবাম অদীনাঃ স্যাম—আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি, শতবর্ষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে পারি, শতবর্ষ পর্য্যন্ত কথা বলিতে পারি, শতবর্ষ পর্য্যন্ত অদীন থাকি, অর্থাৎ আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি, এবং ঐ শতবর্ষ পর্য্যন্ত আমাদের ইন্দ্রিয়াদি সতেজ থাকে, এবং যেন দীনভাবাপন্ন না হই। (বর্ষান্তে শরৎঋতু বড়ই সুখকর, এইজন্য বর্ষের পরিবর্ত্তে শরৎ বেদে অনেক স্থলে ব্যবহৃত দেখা যায়।) ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ, শতাৎ—শতবর্ষোপর্য্যনি— শতবর্ষের অধিকও যেন। ভূয়শ্চ—বহুকালম্ শরদঃ (পশ্যেম) শতবর্ষের পরেও যেন আমরা শরৎ দেখিতে পাই।

বঙ্গার্থ। হে পরমেশ্বর! শুক্লবর্ণ দেবহিতকারী সূর্য্য তোমার চক্ষুস্বরূপ উদয় হইয়া থাকে। আমরা তোমার কৃপায় যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত আমাদের চক্ষু, কর্ণ, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সতেজ থাকে, আমরা যেন শতবর্ষ পর্য্যন্ত অদীন থাকি। আমরা শতবর্ষের পরেও যেন জীবিত থাকি।

(শান্তিকাম ব্যক্তি প্রত্যহ শান্তিপর্ব্ব পাঠ করিলে শান্তি লাভ করিবেন। জগতে শান্তি ভিন্ন সুখ নাই। শান্তিই সুখ, সুখই শান্তি যে ব্যক্তি বহির্জগৎ শান্তিময় দেখিতে পারেন তাহার অন্তর্জগৎ ও শান্তিময়। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য্য করে। যে ব্যক্তি পৃথিবী, আকাশ, মেঘ, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, নদী, হ্রদ, পর্ব্বত, ওষধি, বনস্পতি মনুষ্য, পশু, পক্ষী বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেই শান্তির রূপ দেখিতে পারেন, তাহার অন্তঃকরণের শান্তি না আসিয়াই পারে না। যাহার যেরূপ ভাবনা তাহার সেইরূপ সিদ্ধি হয়। সুন্দরী রমণী দেখিয়া, ভক্ত কান্দিলেন। সুন্দরী ভাবিলেন, ভক্ত আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে, ভক্তের কিন্তু সেই সুন্দরী রমণীতে বিধাতার অপূর্ব্বরূপ দেখিতেছেন মাত্র। প্রত্যেক বস্তুতেই জড়ভাব ও আধ্যাত্মিকভাব ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে। তুমি জড়ের দিকে চিত্ত ধাবিত কর, ক্রমে জড়ে পরিণত হইবে, আধ্যাত্মিকভাবের দিকে মন লও, তোমার জড়ভাব তিরোহিত হওয়ায় দেবতায় পরিণত হইবে।

জগতে সর্ব্বত্র শান্তি অনুসন্ধান কর, ঋষিদিগের ন্যায় শান্তির জন্য উন্মত্ত হও, শান্তিদেবী তোমাকে অবশ্য অনুগ্রহ করিবেন, ইংরাজিতে যাহাকে "harmony" বলে, তাহা দেখিতে পাইবে, আপনাকে ঠিক্ করিতে পারিলেই, উহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইবে। যতদিন নিজে ঠিক্ না হইবে, ততদিন চতুর্দ্দিক হইতে "discord" আসিয়া তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। "harmony" কে শান্তি বলা যায়, আর "discord" কে অশান্তি বলে। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বত্রই "harmony" বিরাজ করে, তুমি অজ্ঞান অন্ধ বলিয়া কিন্তু "discord" সৃষ্টি কর। ঋষিরা এই "harmony" উপলব্ধি করার বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের হৃদয়-প্রসূত চিন্তাস্রোতে তোমার শরীর একবার ভাসাইয়া দেও, তুমিও সেই অপার শান্তিসাগরে উপস্থিত হইতে পারিবে, যে স্থলে উপস্থিত হইলে তুমি আর অশান্তি দেখিতে পারিবে না।

হে শান্তিদেবি! কি রোগে, কি শোকে, কি সুখে, কি দুঃখে, আমরা যেন কোন অবস্থাতেই তোমার আনন্দময়ীমূর্ত্তি বিস্মৃত না হই। তুমিই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হও। তুমি যেন সর্ব্বত্র বিরাজ কর, তোমা হইতে যেন কেহই বঞ্চিত না হয়। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।)

---

## পুরুষসূক্ত

# নারায়ণোনাম ঋষিঃ পুরুষো দেবতা।

### অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছন্দঃ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥ ১॥

পদপাঠঃ। সহস্র শীর্ষা। পুরুষঃ। সহস্রাক্ষঃ। সহস্রপাৎ। সঃ। ভূমিং। বিশ্বতঃ। বৃত্বা। অত্যতিষ্ঠৎ। দশাঙ্গুলং।

(১) সহস্র শীর্ষা—অনন্ত শিরযুক্ত। সহস্র শব্দের উপলক্ষণদ্বারা অনন্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "সহস্র শব্দস্য উপলক্ষণত্বাদনন্তৈঃ শিরোভির্যুক্ত ইত্যর্থঃ" সায়নঃ "সহস্র শব্দ" বহুত্ব বাচীমহীধরঃ। সর্ব্বপ্রাণিসমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ডদেহ যে বিরাট পুরুষ এই স্থলে তাহার কথা বলা হইতেছে। শির শব্দের স্থানে শীর্ষন্ আদেশ। শির শব্দের উপলক্ষণদ্বারা সর্ব্বাবয়বকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ মস্তক এবং অন্যান্য অবয়ব সম্পন্ন।

(২) সহস্রাক্ষঃ—অনন্তচক্ষুযুক্ত। পূর্ব্বের ন্যায় সহস্র শব্দে অনন্ত বুঝাইবে। অক্ষিশব্দদ্বারা কর্ণাদি অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় বুঝাইবে।

(৩) সহস্রপাৎ—অনন্তপাদযুক্ত। পাদশব্দদ্বারা হস্তাদি অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বুঝাইবে।

(৪) সঃ—সেই।

(৫) পুরুষং—পিপর্ত্তি পূরয়তি বলং যঃ, পুর্ শেতে য ইতি বা যিনি বল পূরণ করেন অথবা হৃদয়মন্দিরে অবস্থান করেন।

(৬) ভূমিং—ব্রহ্মাণ্ড গোলকরূপাং—বিশ্ব জগৎ (সায়ন) ভূমি শব্দো ভূতোপলক্ষকঃ পঞ্চভূতানি ব্যাপ্য পঞ্চভূত।

(৭) বিশ্বতঃ—উর্দ্ধে, নিম্নে সর্ব্বত্র যজুর্ব্বেদে "সর্ব্বতো" পাঠ আছে।

(৮) বৃত্বা—পরিবেষ্ট্য—ব্যাপ্ত করিয়া (যজুর্ব্বেদে "স্পৃত্বা" পাঠ আছে।

(৯) দশাঙ্গুলং—ব্রহ্মাণ্ড বহির্দ্দেশং অনন্ত-

মপারমিত্যর্থঃ। অথবা নাভেরুপরিদশাঙ্গুলং হৃদয়ং ব্রহ্মাণ্ড বহির্দ্দেশ অথবা নাভি হইতে দশাঙ্গুল ব্যবধান হৃদয়।

(১০) অত্যতিষ্ঠৎ—অতিক্রম্যাবস্থিত। অবস্থিত আছেন। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই যে সেই বিরাটরূপী পুরুষের অংশ, এই সূক্তে তাহাই বলা হইতেছে।

অনন্ত শির (অবয়ব) যুক্ত, অনন্ত চক্ষু (জ্ঞানেন্দ্রিয়) যুক্ত, অনন্ত পাদ (কর্ম্মেন্দ্রিয়) যুক্ত, বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, এবং তিনি মানবের নাভিপ্রদেশ হইতে দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২॥

পদপাঠঃ। পুরুষ। এব। ইদং সর্ব্বং। যৎ। ভূতং। যৎ। চ। ভব্যং। উত। অমৃতত্বস্য। ঈশানঃ। অন্নেন। অতিরোহতি।

(১) পুরুষঃ—পুরুষ। পূর্ব্ব শ্লোক দেখ।

(২) এব—ই। এই পুরুষই।

(৩) ইদং—এই।

(৪) সর্ব্বং—সর্ব্ব।

(৫) যৎ—যাহা।

(৬) ভূতং—অতীত জগৎ।

(৭) যৎ—যাহা।

(৮) চ—ও।

(৯) ভব্যং—ভবিষ্যৎ জগৎ।

(১০) উত—অপি।

(১১) অমৃতত্বস্য—অমরণধর্ম্মত্বস্য কৈবল্যস্য। অমৃতত্বের অর্থাৎ মোক্ষের।

(১২) ঈশানঃ—স্বামী।

(১৩) যৎ—যাহা। কিম্বা যাহা হইতে দ্বিতীয়া বা পঞ্চমী।

(১৪) অন্নেন—অন্ন দ্বারা।

(১৫) অতিরোহতি—উৎপদ্যতে। যাহা উৎপন্ন হয়। বা কারণাবস্থামতিক্রম্য পরিদৃশ্যমানং জগদবস্থাং প্রাপ্নোতি অথবা পরম পুরুষ স্বীয় কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ রূপ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হন্।

অন্বয়ঃ। যদিদং ভূতং যচ্চ ভব্যং তৎ সর্ব্বং পুরুষ এব। সঃ পুরুষ উত অমৃতস্য ঈশানঃ কিঞ্চ যদন্নেনাতিরোহতি তস্য সর্ব্বস্য চেশানঃ। যদ্বা যস্মাদন্নেন অতিরোহতি তস্মাৎ পুরুষ এব।

অনুবাদ। এই বিশ্ব জগতে যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে তৎ সমস্তই এই পুরুষ, ইনি মোক্ষের অধিপতি, এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবৎ জীব, যাহা অন্ন অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, ইনি তৎ সমুদায়ের অধিপতি। অথবা যে পুরুষ ভোগ্যান্নের দ্বারা কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া জগদবস্থা প্রাপ্ত হন্।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥৩॥

পদপাঠঃ। এতাবান্। অস্য। মহিমা। অতঃ। জ্যায়ান্। চ। পুরুষঃ। পাদঃ। অস্য। মহিমা। বিশ্বা। ভূতানি। ত্রিপাৎ। অস্য। অমৃতং। দিবি।

(১) এতাবান্—এই সমুদায় অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাবৎ বস্তু।

(২) অস্য—ইহার (পুরুষের)।

(৩) মহিমা—মহিমা।

(৪) অতঃ—এই মহিমা হইতে।

(৫) জ্যায়ান্—অত্যন্ত অধিক।

(৬) পুরুষঃ—পূর্ব্বের শ্লোক দেখ।

(৭) পাদঃ—অংশ অর্থাৎ চতুর্থাংশ।

(৮) অস্য—ইহার।

(৯) বিশ্বা—সকল।

(১০) ভূতানি—প্রাণিসমূহ।

(১১) ত্রিপাৎ—পৃথিবী অন্তরীক্ষ দ্যুলোক

ব্যাপী পরব্রহ্মের স্বরূপ।

(১২) অস্য—ইহার (পুরুষের)।

(১৩) অমৃতং—বিনাশ রহিতং সং। ত্রিপাত-স্বরূপ অমৃত।

(১৪) দিবি—দ্যোতনাত্মকে স্বপ্রকাশে স্বরূপে।

অন্বয়ঃ। এতাবানস্য মহিমা পুরুষোঽতো (মহিম্নঃ) জ্যায়ান্ বিশ্বা ভূতানি অস্য পাদঃ অস্য ত্রিপাৎ অমৃতং দিবি।

বঙ্গানুবাদ। এই সমুদায় তাঁহার মহিমা, ইহা তাহার প্রকৃতস্বরূপ নহে। প্রকৃতপুরুষ ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ পরমপুরুষের অংশমাত্র কিন্তু ইহার ত্রিপাদ স্বরূপ অমৃত অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকব্যাপী বিনাশরহিত স্বরূপ স্বীয়রূপেই অবস্থিতি করিতেছেন।

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততো বিষ্বঙ্‌ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ ৪॥

পদপাঠঃ। ত্রিপাৎ। উর্দ্ধ। উৎ। পুরুষঃ। পাদঃ। অস্য। ইহ। অভবৎ। পুনঃ। ততঃ। বিষ্বঙ্। বি। অক্রমাৎ। সাশনানশনে। অভি।

(১) ত্রিপাৎ—পুরুষঃ, সংসার-স্পর্শ-রহিত ব্রহ্ম স্বরূপঃ। সংসার স্পর্শ-রহিত ব্রহ্মস্বরূপ। (২) উর্দ্ধ—অজ্ঞান কার্য্যাৎ সংসারাৎ বহির্ভূতঃ সন, অজ্ঞান কার্য্যের উর্দ্ধে অর্থাৎ বহির্ভাগে। (৩) উৎ ঐৎ উদৈৎ—উৎকর্ষেণ স্থিতবান্। বিশিষ্টরূপে থাকেন। (৪) পুরুষ—পূর্ব্বের শ্লোকে দেখ। (৫) পাদঃ—অংশ। (৬) অস্য—ইহার। (৭) ইহ—মায়ায়াং মায়া জগতে। (৮) অভবৎ পুনঃ—সৃষ্টি সংহারাভ্যাং পুনঃ পুনঃ-রাগচ্ছতি। সৃষ্টি এবং সংহারের জন্য পুনঃ পুনঃ আগমন করেন। (৯) ততঃ—মায়ায়ামাগত্যা-নন্তরং। মায়াজগতে আগমনানন্তর। (১০) বিষ্বঙ—দেবতির্য্যগাদিরূপেণ বিবিধঃ সন্। দেব এবং ইতর প্রাণিরূপে বিবিধ প্রকার হইয়া। (১১) ব্যক্রমাৎ ব্যাপ্তবান্—ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। (১২) সাশনানশনে—অশনেন সহ বর্ত্তমানং সাশনং চেতন প্রাণিজাতং। অর্থাৎ যাবৎ চেতন পদার্থ। অনশনং। তৎ রহিতং অর্থাৎ অচেতন পদার্থ। সাশনঞ্চ অনশনঞ্চ সাশনানশনে অর্থাৎ চেতনাচেতন পদার্থ। (১৩) অভিলক্ষ্য। অর্থাৎ চেতনাচেতন উভয় পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া।

অন্বয়ঃ। ত্রিপাৎ পুরুষঃ উর্দ্ধ উদৈৎ অস্য পাদ পুনঃ ইহ অভবৎ ততঃ সাশনানশনে অভি-বিষ্বঙ ব্যক্রমাৎ।

বঙ্গানুবাদ। ত্রিপাদ পুরুষ অজ্ঞানময় সংসা-রের বহির্ভাগে বাস করেন, কিন্তু তাঁহার অংশ সৃষ্টিস্থিতি সংহারহেতুক মায়াজগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হয়। মায়াজগতে আগমনানন্তর তিনি বহুবিধরূপ ধারণ করিয়া চেতনাচেতন তাবৎ পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন।

তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ভূমিমথো পুরঃ॥ ৫॥

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। বিরাট্। অজায়ত। বিরাজঃ। অধি। পুরুষঃ। স। জাতঃ। অতি। অরিচ্যত। পশ্চাৎ। ভূমিং। অথো। ইতি। পুরঃ।

(১) তস্মাৎ—আদি পুরুষাৎ। সেই আদি পুরুষ হইতে। (২) বিরাট্—বিবিধানি রাজন্তে বস্তূন্যত্রেতি বিরাট্ তাবৎ বস্তুতে বিবিধ হইয়া বিরাজ করে, এই অর্থে বিরাট্। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড দেহ। (৩) অজায়ত—জন্মিয়াছিলেন। (৪) বিরাজঃ অধি—বিরাট্ দেহকে আশ্রয় করিয়া। (৫) পুরুষঃ—দেহাভিমানী পুরুষ। (৬) সঃ জাতঃ—তিনি জন্মিয়া। (৭) অত্যরিচ্যতে—দেবতির্য্যগ্মনু-

ষ্যাদিরূপোঽভূৎ। দেহাভিমানী পুরুষ দেবতা তির্য্যগ্মনুষ্যাদি নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। (৮) পশ্চাৎ—অনন্তরং। (৯) ভূমিং—ভৌতিক পদার্থ অর্থাৎ পঞ্চভূত। (১০) অথো—অনন্তরং। (১১) পুরঃ—শরীরাণি—পূর্য্যন্তে সপ্তভির্ধাতুভিরিতি, সপ্তধাতু অর্থাৎ শোণিত, মাংস, মেদ, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, শুক্রদ্বারা পূর্ণ হয় যাহা, এমত শরীর।

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ বিরাট্ অজায়ত পুরুষঃ বিরাজোঽধি, সঃ জাতঃ সন্ অত্যরিচ্যত পশ্চাৎ ভূমিং সসর্জ্জ অথ ভূমেঃ স্বষ্ট্যনন্তরং পুরঃ জীবানাং শরীরাণি সসর্জ।

বঙ্গানুবাদ। সেই নিরাকার পরম পুরুষ হইতে বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ উৎপন্ন হইল এবং সেই বিরাট দেহের উপরে অর্থাৎ বিরাট দেহ আশ্রয় করিয়া দেহাভিমানী পুরুষ জন্মিলেন। সর্ব্ব বেদান্তবেদ্য পরমাত্মা মায়াদ্বারা বিরাট দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীব হইলেন। তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন তখন দেবতা মনুষ্যাদি বিবিধরূপ ধারণ করিলেন এবং পঞ্চভূত ও জীব শরীরাদি সৃষ্টি হইল।

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥

পদপাঠঃ। যৎ। পুরুষেণ। হবিষা। দেবা। যজ্ঞং। অতন্বত। বসন্তঃ। অস্য। আসীৎ। আজ্যং। গ্রীষ্মঃ। ইধ্মঃ। শরৎ। হবিঃ।

(১) যৎ—যদা। (২) পুরুষেণ—দেহাভিমানী পুরুষের দ্বারা। (৩) হবিষা—পুরুষরূপ ঘৃতের দ্বারা। (৪) দেবা—পূর্ব্বোক্ত উৎপন্ন দেবতারা। (৫) যজ্ঞং—মানসযজ্ঞং। (৬) অতন্বত—সম্পাদন করিয়াছিলেন। (৭) বসন্তঃ—বসন্ত ঋতু। (৮) অস্য—এই যজ্ঞের। (৯) আসীৎ—হইয়াছিল। (১০) আজ্যং—ঘৃতাদি যে সমস্ত পদার্থ দ্বারা আহুতি দেওয়া যায়। (১১) গ্রীষ্মঃ—গ্রীষ্ম ঋতু। (১২) ইধ্মঃ—যজ্ঞীয় কাষ্ঠ। (১৩) শরৎ—শরৎ ঋতু। (১৪) হবিঃ—ঘৃত।

অন্বয়ঃ। দেবা পুরুষেণ হবিষা যদা যজ্ঞং অতন্বত অস্য যজ্ঞস্য বসন্তঃ আজ্যমাসীৎ গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরৎ হবিরাসীৎ।

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন দেবতারা যখন এই দেহাভিমানী পুরুষকে হবিস্বরূপ করিয়া সেই পরম পুরুষের মানসযজ্ঞ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেহাভিমানী পুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিরাকার আদি পুরুষের আরাধনা করিয়াছিলেন, তখন বসন্ত ঋতু তাঁহাদের পূজোপকরণের আজ্যস্বরূপ, গ্রীষ্ম কাষ্ঠস্বরূপ এবং শরৎ হবিস্বরূপ হইয়াছিল।

নিরাকার পরম পুরুষের ধারণা অসম্ভব বলিয়া বিরাট দেহাভিমানী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মার আরাধনা করা হইতেছে। কিঞ্চিৎ নিম্নেই দৃষ্ট হইবে, দেহাভিমানী পুরুষকে পশুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে এবং তাহাকে বধ করা হইতেছে, অত্র স্থলে পুরুষকে হবিস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। অহং ভাব পরিত্যাগ না করিলে জীবের মুক্তি হয় না এইজন্য দেহাভিমানী পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাকে হবিরূপে দগ্ধ করা হইতেছে, জীবাত্মার লয়েই পরমাত্মার বিকাশ। গ্রীষ্ম ঋতুকে উষ্ণতাতিশয্য হেতু কাষ্ঠরূপ কল্পনা করা হইয়াছে সুখদ বসন্ত এবং শরৎ ঋতুকে যজ্ঞের উপকরণরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। তং। যজ্ঞং। বর্হিষি। প্র। ঔক্ষন্। পুরুষম্। জাতম্। অগ্রতঃ। তেন। দেবাঃ। অযজন্ত। সাধ্যাঃ। ঋষয়ঃ। চ। যে।

(১) তং—তাহাকে। (২) যজ্ঞং—যজ্ঞসাধন-

ভূতং—যজ্ঞসাধনোপযোগী। (৩) বর্হিষি—যজ্ঞে বৃংহতে বর্দ্ধতে ইতি। যজ্ঞে মানসযজ্ঞে। (৪) প্রৌক্ষন্—প্রোক্ষণাদিভিঃ সংস্কারৈ সংস্কৃতবন্তঃ। জলসিঞ্চনাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কার করিয়াছিলেন। (৫) পুরুষং—দেহাভিমানী পুরুষং। দেহাভিমানবিশিষ্ট পুরুষ। (৬) জাতমগ্রতঃ—সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং জাতং প্রাগুক্তং পুরুষং।(৭) তেন—পুরুষেণ। (৮) দেবাঃ—দেবতারা। (৯) অযজন্ত—পুরুষরূপেণ পশুনা মানসযাগং নিষ্পাদিতবন্তঃ। পুরুষরূপ পশুদ্বারা মানসযজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়াছিলেন।(১০) সাধ্যাঃ সৃষ্টিসাধন যোগ্যাঃ। সৃষ্টিসাধনে সমর্থ। (১১) ঋষয়ঃ—ঋষতি প্রাপ্নোতি সর্ব্বান্ মন্ত্রান্ জ্ঞানেন পশ্যতি সংসারপারং বা ইতি। যাহারা সর্ব্ব মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিম্বা জ্ঞানের দ্বারা সংসারের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন।

অন্বয়ঃ। দেবাঃ তং অগ্রতং জাতং যজ্ঞং পুরুষং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ তেন তে অযজন্ত, কে দেবাঃ? যে সাধ্যাঃ ঋষয়শ্চ।

সৃষ্টিসাধনসমর্থ এবং তত্ত্বজ্ঞানী দেবতারা সেই অগ্রজাত দেহাভিমানী যজ্ঞীয় পুরুষকে মানসযজ্ঞে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশুন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮॥

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। যজ্ঞাৎ। সর্ব্বহুতঃ। সম্। ভৃতং। পৃষৎ। আজ্যং। পশুন্। তান্। চক্রে। বায়ব্যান্। আরণ্যান্। গ্রাম্যাঃ। চ। যে।

(১) তস্মাৎ—মানস যজ্ঞাৎ। সেই মানস যজ্ঞ হইতে। (২) যজ্ঞাৎ—যজ্ঞ হইতে। (৩) সর্ব্বহুতঃ—সর্ব্বাত্মকঃ পুরুষো যস্মিন্ যজ্ঞে হূয়তে সর্ব্বাত্মকঃ পুরুষকে যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইয়াছে। (৪) সংভৃতং—সম্পাদিতং তেন পুরুষেণ। পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। (৫) পৃষদাজ্যং—দধি মিশ্রমাজ্যং। দধিমিশ্রিত আজ্য। (৬) পশূন্—পশু। (৭) তান্—তাহাদিগকে। (৮) চক্রে—উৎপাদন করিয়াছিলেন। (৯) বায়ব্যান্—বায়ু দেবতাকান্। বায়ু হইয়াছেন দেবতা যাদের বায়ু অন্তরীক্ষের অধিপতি, পশুগণ গৃহে বাস না করিয়া অনাবৃত স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় বায়ুই তাহাদিগের রক্ষক। "বায়বস্থ দেবো বঃ" ইতি যজুর্ব্বেদঃ। (১০) আরণ্যান্—হরিণ প্রভৃতি অরণ্যবাসী জন্তু। (১১) গ্রাম্যান্—গো প্রভৃতি গ্রাম্যবাসী জন্তু।

অন্বয়ঃ। তস্মাৎ সর্ব্বহুত যজ্ঞাৎ পৃষদাজ্যং সংভৃতং তেন পুরুষেণ ইতি শেষঃ। স পুরুষঃ তান্ বায়ব্যান্। পশূন্ চক্রে তান্ কান্ যে আরণ্যাঃ গ্রাম্যাশ্চ।

বঙ্গানুবাদ। সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে দধিযুক্ত আজ্য সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই পরম পুরুষ ঐ যজ্ঞ হইতে গ্রাম্য ও বন্য বায়ব্য পশু সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯॥

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। যজ্ঞাৎ। সর্ব্বহুতঃ। ঋচঃ। সামানি। যজ্ঞিরে। ছন্দাংসি। জজ্ঞিরে। তস্মাৎ। যজুঃ। তস্মাৎ। অজায়ত।

বঙ্গানুবাদ। সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক মন্ত্র এবং সাম মন্ত্র গায়ত্র্যাদি ছন্দ, এবং যজুর্মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

ঋক বলিলে বেদের পদ্যময় অংশ বুঝায়। সাম বলিলে গেয় অংশকে বুঝায় এবং যজুঃ বলিলে যজ্ঞ ব্যবহৃত অংশকে বুঝায়।

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহজজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাত অজাবয়ঃ ॥১০॥

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। অশ্বাঃ। অজায়ন্ত। যে।

কে। চ। উভয়াদতঃ। গাবঃ। হ। জজ্ঞিরে। তস্মাৎ। জাতাঃ। অজাবয়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। সেই যজ্ঞ হইতে ঘোটক, অন্যান্য দন্তপংক্তিধারী পশুগণ গাভী, ছাগ ও মেষগণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যতে ॥১১॥

পদপাঠঃ। যৎ। পুরুষং। বি। অদধুঃ। কতিধা। বি। অকল্পয়ন্। মুখং। কিম্। অস্য। কৌ। বাহূ। কৌ। উরূ। পাদৌ উচ্যতে ইতি।

(১) যৎ—যদা। (২) পুরুষং—দেহাভিমানী পুরুষকে। (৩) ব্যদধুঃ—সংকল্পিতবন্তঃ। মানস যজ্ঞে পুরুষকে যে পশুরূপে সংকল্প করা হইয়াছিল। (৪) কতিধা—কতিভিঃ প্রকারৈঃ। কয় প্রকার। (৫) ব্যকল্পয়ন্—বিবিধং কল্পিতবন্তঃ। কল্পনা করিয়াছিলেন। (৬) মুখং—মুখ। (৭ কিম্—কোনটী। (৮) অস্য—ঐ পুরুষের। (৯) কৌ—কোন কোনটী। (১০) বাহূ—বাহুদ্বয়। (১১) কৌ উরূ—কোনটী উরুদ্বয়। (১২) পাদৌ উচ্যেতে—কোন অংশটী পাদরূপে কথিত হয়।

অন্বয়ঃ। যদা পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। কিমস্য মুখং কৌ বাহূ কৌ উরূ পাদৌ উচ্যতে আস্তামিত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহাভিমানী পুরুষকে যখন যজ্ঞে পশুরূপে সংকল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। কোন অংশকে মুখ, কোন অংশকে বাহু, কোন অংশকে উরু, কোন অংশকে পাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই বিরাটপুরুষের অংশমাত্র, এবং সেই বিরাটপুরুষকে দেহবিশিষ্ট কল্পনা করিয়া বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে সেই বিরাট পুরুষের মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত কোন না কোন অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নের কয়েক শ্লোক পাঠ করিলে ইহা উপলব্ধি হইবে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। ব্রাহ্মণঃ। অস্য। মুখং। আসীৎ। বাহূ। রাজন্যঃ। কৃতঃ। উরূ। তৎ। অস্য। যৎ। বৈশ্যঃ। পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ অজায়ত।

(১) ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শমদমাদিগুণসম্পন্ন সাত্ত্বিক ব্যক্তি। (২) অস্য—বিরাট পুরুষের। (৩) মুখং—মুখ। (৪) আসীৎ—হইয়াছিল অর্থাৎ বর্ণনা করা হইয়াছিল। (৫) বাহূ—বাহুদ্বয়। (৬) রাজন্যঃ—যুদ্ধাদি কার্য্যে নিযুক্ত রজগুণ প্রধান মানব। (৭) কৃতঃ—অর্থাৎ কল্পনা করা হইয়াছিল। (৮) উরূ—উরুদ্বয়। (৯) তৎ—তাহা, সেই। (১০) অস্য—ইহার অর্থাৎ পুরুষের। (১১) যৎ—যাহা। (১২) বৈশ্য—কৃষিবাণিজ্যাদিদ্বারা অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত, তম রজগুণ প্রধান ব্যক্তি। (১৩)পদ্ভ্যাং—পদ হইতে। (১৪) শূদ্রঃ—বেদ পরিত্যাগী তমগুণ প্রধান ব্যক্তি। (১৫) অজায়ত—উৎপন্ন হইয়াছিল।

অন্বয়ঃ। ব্রাহ্মণঃ অস্য পুরুষস্য মুখমাসীৎ রাজন্যঃ অস্য পুরুষস্য বাহূ কৃতঃ কল্পিতঃ। যদ্বৈশ্যঃ তদস্য পুরুষস্য উরূ কল্পিতঃ। শূদ্র পদ্ভ্যাং অজায়ত। শূদ্রঃ পাদরূপেণ কল্পিত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কে বাহুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। বৈশ্যকে উরুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। শূদ্রকে পদরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল।

১১ দশ ঋকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যতে।

১২ দশ ঋকে উহার উত্তর দেওয়া হইতেছে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

তৎপরে ১৪ শ ঋক্ পর্য্যন্ত "কতিধা ব্যকল্পয়ন্" প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

১২শ ঋকে ইহা বলা হইতেছে না। যে মুখ ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, কিন্তু বলা হইতেছে যে ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও মুখের অস্তিত্ব-কাল লইলে, ব্রাহ্মণের অস্তিত্বকাল পূর্ব্বে আইসে। যদি বলা যায় যে স্বর্ণ অলঙ্কার হইয়াছিল, তাহা-হইলে যেমন স্বর্ণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং অলঙ্কারের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল বলিলে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং মুখের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়। সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণ মুখমাসীৎ শব্দের অর্থ ইহা নয় যে "ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই যে 'ব্রাহ্মণকে মুখস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। বাহূ দ্বিবচন এবং কৃত একবচন, সুতরাং কৃতের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না, রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে। অর্থাৎ রাজন্যকে বাহুদ্বয় করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা নয় যে বাহুদ্বয়কে রাজন্য করা হইয়াছিল। তৎপরে "উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ" ইহার অর্থ এই যে বৈশ্যকে উরুদ্বয় করা হইয়াছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পুরুষের মুখ, বাহু ও উরু কল্পিত হইয়াছিল কিন্তু শূদ্র সম্বন্ধে স্পষ্ট রহিয়াছে যে "পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত," অর্থাৎ পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মুখ বাহু ও উরু হইতে হইয়াছে কল্পনামাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, অজায়ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের পদ হইতে উৎপত্তি কল্পনা ব্যতীত অন্য কোনরূপ গ্রহণ করা ন্যায়সিদ্ধ হয় না।

এই বিষয় পূজ্যপাদ পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমী যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে দিলাম। তিনি বলেন "পূর্ব্ব মন্ত্রে কোন বস্তুই বা পাদদ্বয়রূপে কথিত হইয়া থাকে, এই প্রশ্ন থাকায় এবং এই মন্ত্রে আদিম ভাগত্রয়ে ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয়েই মুখাদিরূপে কল্পনীয় স্ফুটোক্তি থাকায় এই শেষভাগে অর্থাৎ পাদ-দ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এই অংশটুকুরও ঐ অনুসারে ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য সুতরাং শূদ্রজাতিই তাঁহার পদদ্বয়রূপে কল্পিত হয় ইহাই প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আরও বিবেচনীয় যে প্রশ্ন মন্ত্রে প্রথমই মোটামুটি প্রশ্ন আছে, যে যাহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান করা হইল, তিনি কি প্রকারে কল্পিত হয়েন, অর্থাৎ তিনিও বাস্তবিক শরীরী নহেন, তবে কবিগণ শরীরী বলিয়া কল্পনা করেন, সুতরাং কোন বস্তু দ্বারা কোন অঙ্গ কল্পিত হয় ইহাই জিজ্ঞাস্য ও এই প্রশ্নের উত্তরে অমুক বস্তু অমুক অঙ্গ কল্পনীয় ইহাই সুসঙ্গত উত্তর, অতএব ঈদৃশস্থলে এইরূপ অর্থ করা কর্ত্তব্য।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥ ১৩॥

পদপাঠঃ। চন্দ্রমা। মনসঃ। জাতঃ। চক্ষোঃ। সূর্য্যঃ। অজায়ত। মুখাৎ। ইন্দ্রঃ। চ। অগ্নিঃ। চ। প্রাণাৎ। বায়ুঃ। অজায়ত।

চন্দ্র মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ চন্দ্রকে বিরাটপুরুষের মনস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, সূর্য্যকে চক্ষুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়া-ছিল, ইন্দ্র ও অগ্নিকে মুখস্বরূপ কল্পনা হইয়া-ছিল, বায়ুকে সেই বিরাটপুরুষের প্রাণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকানকল্পয়ন্॥১৪॥

পদপাঠঃ। নাভ্যাঃ। আসীৎ। অন্তরীক্ষম্।

শীর্ষ্ণঃ। দ্যৌঃ। সম্। অবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং। ভূমিঃ। দিশঃ। শ্রোত্রাৎ। তথা। লোকান্। অকল্পয়ন্।

বঙ্গানুবাদ। নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ অন্তরীক্ষকে বিরাটপুরুষের নাভিস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। দ্যৌঃ অর্থাৎ স্বর্গকে মস্তকরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, ভূমিকে পাদরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, লোক অর্থাৎ ভুবন সকল ( লোক্যন্তে কর্ম্মফলানি যত্র) এবং দিক সকলকে কর্ণস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। ১২,০৫০

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্তসমিধকৃতাঃ।
দেব যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন পুরুষং পশুম্ ॥১৫॥

পদপাঠঃ। সপ্ত। তস্য। আসন্। পরিধয়ঃ। ত্রিঃ। সপ্ত। সমিধঃ। কৃতাঃ। দেবাঃ। যৎ। যজ্ঞম্। তন্বানাঃ। অবধ্নম্। পুরুষম্। পশুম্।

(১) সপ্ত-সাত। (২) অস্য—এই মানস যজ্ঞের। (৩) আসন্—ছিল। (৪) পরিধয়ঃ—পরিধি, গায়ত্রি আদি সপ্ত ছন্দ পরিধিস্বরূপ হইয়াছিল। ঐষ্টিকস্যাহবনীয়স্য ত্রয়ঃ পরিধয়ঃ ঔত্তরবেদিকাঃ ত্রয়ঃ আদিত্য সপ্তমঃ পরিধিঃ অথবা ক্ষীর সমুদ্রাদি সপ্তসমুদ্র এই যজ্ঞের পরিধি-স্বরূপ হইয়াছিল। (৫) ত্রিঃ সপ্ত—ত্রিগুণ সপ্ত অর্থাৎ একবিংশতি সংখ্যক। (৬) সমিধঃ—যজ্ঞ কাষ্ঠ দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু তিন লোক এবং আদিত্য এই একবিংশ নামীয় যজ্ঞীয় কাষ্ঠ—অথবা গায়ত্রি আদি সপ্ত ছন্দ, অতি জগতী-ত্যাদি সপ্ত ছন্দ কৃত্যাদি সপ্তছন্দ। (৭) কৃতাঃ—করা হইয়াছিল, কল্পিত হইয়াছিল। (৮) দেবাঃ—দেবতারা। (৯) যৎ—যদা—যখন। (১০) যজ্ঞম্—যজ্ঞ, মানসযজ্ঞ। (১১) তন্বানাঃ—মানসং যজ্ঞং কুর্ব্বাণাঃ। (১২) অবধ্নন্—বন্ধন করিয়াছিলেন। বিরাটপুরুষমেব পশুত্বেন ভাবিতবন্তঃ। বিরাট পুরুষকে পশুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন। (১৩) পুরুষং পশুম—পুরুষরূপ পশুকে।

অন্বয়ঃ। দেবা যদা যজ্ঞং তন্বানা পুরুষং পশুমবধ্নন, তদা অস্য সপ্ত পরিধয়ঃ আসন, ত্রিসপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেবতারা যখন যজ্ঞসম্পাদন কালে পুরুষ পশুকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মানসিক যজ্ঞসম্পাদনকালে দেহাভিমানী পুরুষ দেবকে পশুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন, তখন গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দকে ঐ যজ্ঞের সাতটি পরিধি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল, এবং দ্বাদশ মাস পঞ্চ ঋতু, তিন লোক এবং আদিত্যকে ঐ যজ্ঞের কাষ্ঠস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমা-ন্যাসন্। তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

পদপাঠঃ। যজ্ঞেন। যজ্ঞম্। অযজন্ত। দেবাঃ। তানি। ধর্ম্মাণি। প্রথমানি। আসন্। তে। হ। নাকম্। মহিমানঃ। সচন্ত। যত্র। পূর্ব্বে সাধ্যাঃ। সন্তি দেবাঃ।

(১) যজ্ঞেন—মানসযজ্ঞ দ্বারা। (২) যজ্ঞম্—যজ্ঞস্বরূপং প্রজাপতিমযজন্ত, পূজিতবন্তঃ। মানস-যজ্ঞ দ্বারা প্রজাপতির পূজা করিয়াছিলেন। (৩) অযজন্ত—যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। (৪) দেবাঃ—দেবতারা। (৫) তানি—সেই সমুদায়। (৬) ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন। ঐ সমুদায় সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল। (৭) তে—তাহারা। (৮) নাকম্—বিরাট প্রাপ্তি রূপং স্বর্গং। বিরাট প্রাপ্তিরূপ স্বর্গ। (৯) মহি-মানঃ—মহাত্মানঃ মহাত্মা ব্যক্তিরা। (১০)সচন্ত—প্রাপ্নুবন্তি—প্রাপ্ত হন। (১১) যত্র—যে স্থলে। (১২) পূর্ব্বে—পূর্ব্বে। (১৩) সাধ্যাঃ—বিরাড়ু-পাধিসাধকা, বিরাটপুরুষ উপাধি করিয়া যাহারা উপাসনা করেন। (১৪) দেবাঃ—দেবতারা।

অন্বয়ঃ। দেবাঃ যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজন্ত তানি প্রথমানি ধর্ম্মাণি আসন্, যত্র নাকে পূর্ব্বে সাধ্যাঃ

দেবাঃ সন্তি তং নাকং মহিমানঃ সচন্ত। সৃষ্টেঃ প্রবাহ নিত্যতাং দর্শয়তি।

বঙ্গানুবাদ। দেবতারা যে মানসযজ্ঞ করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, উহাই প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূর্ব্বে বিরাটপুরুষকে উপাধিস্বরূপ করিয়া দেবতারা যে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ বিরাটপুরুষ প্রাপ্তিরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা উপাসকেরা সর্ব্বদাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুরুষ সূক্তের—কয়েকটি অনুবাক যজুর্ব্বেদে আছে, ঋগ্বেদে নাই, সামবেদে মাত্র পুরুষ সূক্তের ৫টি ঋক আছে। যজুর্ব্বেদে ১৬টি ঋক এবং ছয়টি অনুবাক আছে—ঐ কয়েকটি অনুবাকের ব্যাখ্যা এবং পুরুষ সূক্তের উপর সম্পাদকের চিন্তা পরে প্রকাশিত হইবে।

# সনাতন-হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজ (আলোচনা।)

ভারতবর্ষের বহুল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন কোন সম্প্রদায় বা সমাজের নাম শুনিলেই দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে এক প্রকার বিরক্তির সঞ্চার হয়। হওয়াও বিচিত্র নহে। যে উন্নতি স্রোত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার রোধাশঙ্কা হইলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন? প্রবল ঝটিকান্তে ভারতগগন শান্তভাব ধারণ করিয়া যে অনুকূল পবন প্রেরণ করিতেছে, তাহা বৃথা গণ্ডগোলে উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কা হইলে, এরূপ বিরক্তি হওয়া স্বাভাবিক এবং ন্যায্য। কিন্তু জগতে মতভেদ অনিবার্য্য। ভিন্ন ভিন্ন দেশ বা মহাদেশবাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, এক পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অনেক বিষয়ে মতভেদ না থাকিয়া যাইতে পারে না। মতভেদ হইতে ক্রমে ক্রমে কার্য্য-ক্ষেত্রে নানাবিধ ভেদ আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাও অনিবার্য্য। তবে কি ঐক্য অসম্ভব? ভেদের মধ্যে কি সাম্য থাকিতে পারে না? প্রকৃতি কি অনন্তকাল হইতে শিক্ষা দিতেছে না যে ভেদের অভ্যন্তরে সাম্য অবস্থান করিতে পারে? যে দিক দৃষ্টিপাত করিবে সেই দিকেই ভেদ দৃষ্ট হইবে, অথচ তাহার মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে। তবে মনুষ্য সমাজে বহুবিধ ভেদের মধ্যে ঐক্য অসম্ভব হইবে কেন? হিন্দু-সমাজেই বা কেন ভেদের মধ্যে ঐক্য সংঘটিত হইতে পারিবে না? এক পরিবারের মধ্যে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রুচি হওয়া সত্বেও ঐক্য সংস্থাপন সম্ভব, তদ্রূপ সমাজস্থ বহুবিধ সম্প্রদায়ের মতভেদ সত্বেও ঐক্য সংস্থাপন অসম্ভব নহে। যেরূপ এক পরিবারের মধ্যে যে সমুদায় ভেদে পরিবার সমষ্টির কোন আহত সংঘটিত না হয়, পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ তৎসমুদায় ভেদের উপর স্বেচ্ছাচারী বা উদাসীন হইয়া যে সমুদায় ভেদের উপর উহার হিতাহিত নির্ভর করে তৎসমুদায় বিষয়ে ঐক্য সংস্থাপন কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, সমাজেও ঐরূপ সমাজ সমষ্টির হিতাহিত ফলশূন্য ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়-গত ভেদের প্রতি স্বেচ্ছাচারী বা উদাসীন হইয়া, সমাজ সমষ্টির হিতাহিত বিমিশ্রিত ভেদ স্থানে ঐক্য সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। হিন্দু-সমাজে শেষোক্ত প্রকার ঐক্য সংস্থাপন করাই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রণিধান করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে যদি এক বা বহু ব্যক্তি সমাজের হিতাহিত রহিত ভেদ সমুদায়ের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া সমাজের হিতাহিত বিমিশ্রিত বিষয়

সমুদায়ে ঐক্য সংস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে একটি নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। সঙ্কল্প করিয়া কোন একটী কার্য্য আরম্ভ করিলে, ঐ কার্য্যে যাঁহারা যোগ দেন বা সহানুভূতি দেখান তাহাদের লইয়া একটী নূতন দল, কালে যদি তাহারা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে থাকেন তাহাহইলে তাহারা দেশের মধ্যে একটী প্রধান বা একমাত্র সম্প্রদায় হন। অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধু হইয়াও দেশে কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া অনুপযুক্ত প্রণালী অবলম্বনে আশা ফলবতী হয় না। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। অদ্য যেটী অত্যাবশ্যক বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, কালক্রমে তাহা অনাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইবে। অদ্য যে প্রণালীটী প্রকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, দেশভেদে বা কালভেদে তাহা অপকৃষ্ট মধ্যে গণ্য হইতে পারে। অদ্য যেটী অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, জ্ঞানের পরিবর্দ্ধনের সহিত তাহা প্রমাদপরিপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্য সমাজের ব্যক্তিগত জ্ঞান সীমাবদ্ধ হইলেও, মনুষ্য সমাজের জ্ঞান অসীম। পূর্ব্বে যাহা অপরিজ্ঞাত ছিল, এইক্ষণ তাহার মধ্যে অনেক বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানের সীমাও যে ভবিষ্যতে পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহাতেও কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। এই সমুদায় বিষয় বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে যদি কোন সম্প্রদায় সাময়িক উদ্দেশ্য বা প্রণালীর সহিত অনন্তকালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রাখিতে চান, তাহার কালের হস্তে নিস্তার নাই। এবম্বিধ কারণে অহিতকর সাম্প্রদায়িক ভাবশূন্য হইয়া এবং হিতাহিতশূন্য প্রভেদে ঔদাসীন্য এবং হিতাহিত বিমিশ্রিতভেদে হিতকর ঐক্য সংস্থাপনে সচেষ্ট হইলে যদিচ হিন্দুধর্ম্ম সমাজের উন্নতি বর্দ্ধক কোন নূতন সমাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হইবে, তথাচ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া কালের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া তাহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কেবল ঐক্য হইলে চলিবে না' সমাজের অহিতকর কার্য্য কলাপেও লোকের ঐক্য হইতে পারে। ঐক্য স্থাপন করিবার সময় হিতকর ঐক্য স্থাপন করা আবশ্যক।

এইরূপ সমাজের আধুনিক এবং প্রাচীন শাস্ত্র এবং যুক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া হিতকর অনুষ্ঠানে রত এবং অহিতকর অনুষ্ঠান সমূহ যাহাতে দেশ হইতে দূরীভূত হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান অনন্ত এবং অনন্ত জ্ঞানোদ্ভূত শাস্ত্রও অনন্ত। পূর্ব্বে যেটি অভ্রান্ত বলিয়া মানব সমাজের সিদ্ধান্ত ছিল, এখন তাহা ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত বর্ত্তমান কালের অভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত, অনেক বিষয়ও হয়ত কালক্রমে ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। কয়েকটি সামান্য উদাহরণদ্বারা ইহা অনায়াসে বুঝান যাইতে পারে। মনে কর কোন সময় কি ইয়ুরোপ কি আসিয়া খণ্ড সর্ব্বত্রই মনুষ্যেরা বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবী স্থিরভাবে আছে এবং সূর্য্য উহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে। কিন্তু জ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। যাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র বা নক্ষত্রবিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আর ইহা অধিক কথার দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। নূতন সত্য আবিষ্কার হওযার পূর্ব্বে, পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে সূর্য্য ভ্রমণ করেন বিশ্বাস করা কিছুই অবৈধ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বের বিশ্বাসটি পরিবর্ত্তন না করা বুদ্ধিমানের

কার্য্য নহে বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সকল বিষয়েই জ্ঞানের পরিবর্ত্তনের সহিত বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে যদি এমন কোন বিধি থাকে, যাহা বর্ত্তমানকালে ভ্রমপূর্ণ বা অহিতকর বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তাহা দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিলে বুদ্ধিমানের কার্য্য করা হয় না এবং তাহাতে সমাজের অশেষ অমঙ্গল সংঘটিত হয়। অনেকে জানেন বিজ্ঞানে দ্বারা ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে পৃথিবী গ্রহের ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হওয়ায়, চন্দ্রগ্রহণ হয়। এইক্ষণ রাহুনামক চণ্ডাল চন্দ্রকে গ্রাস করা বিশ্বাস করা কি যুক্তিসঙ্গত? যাহাদের উৎকৃষ্ট জ্ঞান নাই, তাহাদের কুসংস্কার বশবর্ত্তী হওয়া এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের মানস হইতে অজ্ঞানতিমির তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহাদের কি বিশ্বাস না থাকাসত্ত্বেও কুসংস্কার বিমিশ্রিত কার্য্য করা বিধেয়? সমাজে জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ লোকেরা যেরূপ আচার ব্যবহার করেন, অশিক্ষিত লোকেরা অজ্ঞানসত্ত্বেও তদ্রূপ কার্য্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে কুসংস্কার পরিপূর্ণ কার্য্যদ্বারা জ্ঞানী লোকেরা কেবল স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করেন না, তাঁহারা তাঁহাদের অশিক্ষিত স্বদেশবাসীদের কুসংস্কার সমূহকে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রতিও গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা করেন। ইচ্ছা করিলেই প্রত্যেকে এবিষয়ে অনেক উদাহরণ স্মরণ করিতে পারিবেন?

শাস্ত্র বহুবিধ। যে শাস্ত্রে যে বিষয়ের শিক্ষা দেয়, কার্য্যক্ষেত্রে সেই শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী. হওয়া কর্ত্তব্য। কি প্রণালীতে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়, কি প্রণালীতে ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কি প্রণালীতে অপত্য উৎপাদন করিতে হয়, কি .প্রণালীতে আহার, নিদ্রা ইত্যাদি কার্য্য করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি সমুদায় আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাদিশাস্ত্র এবং আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র, ইহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়, এবং অনেক বিষয়ে মতভেদও দৃষ্ট হয়। ভেদস্থলে কোন্‌টি অধিকতর যুক্তিযুক্ত তাহা নিরূপণ করিয়া তদনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। সাধারণতঃ একপ্রকার চিকিৎসা নিস্ফল হওয়ায় এবং আর একপ্রকার চিকিৎসা.সফল হওয়ায়, লোকে কোন্‌টির অনুবর্ত্তী হইবে, তাহা এক রকম ঠিক্ করিয়া লয়। কিন্তু সাধারণ লোক নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, সকল বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া উঠিতে পারে না। এজন্য বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ পণ্ডিত আবশ্যক হয়। তাঁহারা শাস্ত্রের গবেষণাদ্বারা নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া এবং প্রাচীন কোন্ তত্ত্বটি ভ্রমপূর্ণ এবং কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া সাধারণ লোকের সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রাচীনশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা সব ভুল বা সব ঠিক্, কিম্বা আধুনিক শাস্ত্রে যাহা আছে তাহাও সব ভুল বা সব ঠিক্ .এই উভয় বিশ্বাসই দূষণীয়। প্রাচীনশাস্ত্র ও আধুনিক শাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া, উভয়ের মধ্যে যুক্তিযুক্ত হিতকর বিধিগুলি গ্রহণ কর এবং উভয়ের মধ্যে তদ্বিপরীত বিধিগুলি পরিত্যাগ কর, তাহাহইলেই সমাজের মঙ্গল, তাহাহইলেই উন্নতিস্রোত অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবে, তাহাহইলেই মনুষ্য সমাজ কালে দেবসমাজে পরিণত হইবে। শাস্ত্র বহুবিধ। যে সমুদায় শাস্ত্র যে বিষয় শিক্ষা দেয়, তদ্বিষয়ক যুক্তিযুক্ত হিতকর শাস্ত্র সমুদায়ের আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান,

প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, খনিবিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, যুদ্ধবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি শত শত বিজ্ঞান আছে। যে বিষয়ের যেটি শাস্ত্র তাহার অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রকারদের মধ্যে যখন মত দ্বৈধ হয় এবং কাহার কথা ভুল এবং কাহার কথা ঠিক্ তাহা নির্দ্ধারিত না করা যায়, এবং কার্য্যক্ষেত্রে ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে উভয়েই তুল্য ফলপ্রদ বলিয়া দৃষ্ট হয়, তখন যাহার যেটি প্রিয় বোধ হয়, তিনি সেইটি অনুসরণ করিতে পারেন।

আমাদের টোলের পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ যুক্তির উপর বড় একটা আস্থা প্রদর্শন করেন না। তাহাদের মত এই যে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যে বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে বিধি সমূহ উহাতে লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে সমাজের অশেষ অমঙ্গল হইলেও তাহা অবশ্য পালন করিতে হইবে। অনেক সময় শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মবোধ না করিয়া বিপরীত অর্থ করার পর ঐরূপ কঠিন শাসন প্রবর্ত্তিত করিলে অত্যন্ত অনিষ্ট সম্পাদিত হয়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের আদেশ সমূহ যুক্তিপূর্ণ এবং হিতকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আমরা তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া তাহাতে অন্যের বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য করিলে অমঙ্গল না হইয়া যাইতেই পারে না। কিন্তু প্রাচীনশাস্ত্র যদিচ কোন স্থানে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, শাস্ত্র স্বয়ংই বলিয়া দিতেছেন যে তাহা মান্য করা উচিত নহে। দেবগুরু বৃহস্পতি বলিতেছেন যে, "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥" শাস্ত্রকারেরা ইহাও বলিতেছেন যে, "অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু।" অধিক কথা কি শাস্ত্র ইহাও বলিতেছে যে "সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥" সাধুদিগের নিয়ম বেদের সমান, যুক্তিবিরুদ্ধ শাস্ত্রদ্বারা অর্থ নির্ণয় করিলে ধর্ম্মহানি হয়, ইহা অপেক্ষা শাস্ত্রে যুক্তির শ্রেষ্ঠতাবাচক কথা আর কি হইতে পারে?

শাস্ত্রের প্রতি যে বিশ্বাস, তাহার কতকগুলির সহিত মনুষ্যের কার্য্যের সম্বন্ধ আছে। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে একরূপ বিশ্বাস থাকিলে একরূপ কার্য্য করিতে হয়, সেই বিষয়ে অন্যরূপ বিশ্বাস থাকিলে অন্যরূপ কার্য্য করিতে হয়। যদি দেবদেবী পূজাতে ছাগাদি জীবগণের রক্তমাংস উপহার দেওয়াতে দেবদেবী সন্তুষ্ট হন, এবং পুণ্য অর্জ্জিত হয় এরূপ বিশ্বাস থাকে, তাহাহইলে যে ব্যক্তির ঐরূপ বিশ্বাস থাকে তাহার দেবদেবী পূজার্থে প্রাণীবধ কার্য্য করিতে হয়, ঐরূপ বিশ্বাস না থাকিলে পূজার্থে প্রাণীবধ কার্য্য করিতে হয় না। যে সমুদায় বিষয় অদৃষ্ট, কিম্বা যাহা আপাততঃ দৃষ্ট হয় না, তৎসম্বন্ধেই বিশ্বাসের ভেদ সম্ভব, দৃষ্টপদার্থে সকলেরই এক বিশ্বাস অনিবার্য্য। অদৃষ্ট বিষয় কিম্বা যে সমুদায় বিষয় বহুকাল পরে দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় যুক্তিদ্বারা নির্দ্ধারিত করিতে হয়। যদি বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাস প্রণোদিত কার্য্য সমান হিতকর বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাহইলে যে কোন বিশ্বাস থাকুক্ না কেন সমাজের তাহাতে অনিষ্ট হয় না। যদি একপ্রকার বিশ্বাসে অহিতকর বা অপেক্ষাকৃত কম হিতকর কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাহইলে সেই স্থলে হিতকর বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

অপর কতকগুলি বিশ্বাসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রের কোন সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না, কিম্বা যদিচ লক্ষিত হয়, তাহা এত অল্প যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৃষ্টিবিধানের বিষয়ে বিবিধ বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। কিরূপে সৃষ্টিবিধান হইয়া-

ছিল, এতৎসম্বন্ধে বিশ্বাসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রের সম্বন্ধ অত্যল্প। তৎসম্বন্ধে কোন বিশ্বাস অপর বিশ্বাস হইতে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে যাহার যে বিশ্বাস থাকুক্ না কেন, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে কোন্ কার্য্যটি হিতকর বা কোন্ কার্য্যটি অহিতকর, তাহা নির্ব্বাচিত করিতে হইলে, ঐরূপ বিশ্বাসের বিভিন্নতায় কিছু আসে যায় না।

হিন্দুশাস্ত্রের বিধিগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে, যে উহা হিতকর, অহিতকর এবং হিতাহিত ফলশূন্য বা সামান্য ফলযুক্ত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্রে কতকগুলি বিধি কতকগুলি কার্য্য করিবার জন্য আদেশ করিয়া দিতেছেন, অপর কতকগুলি বিধি কতকগুলি কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অপর কতকগুলি বিধি বিকল্পাত্মক অর্থাৎ তাহা পালন করিলেও হয় না করিলেও হয়। এইক্ষণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিধির মধ্যে প্রত্যেকটি হয় হিতকর বা অহিতকর, কিম্বা হিতাহিত ফলশূন্য বা সামান্য ফলযুক্ত। যে গুলি হিতকর তাহা অবশ্য পালনীয়, যে গুলি অহিতকর তাহা অবশ্য অপালনীয়, যে গুলি হিতাহিত ফলশূন্য বা সামান্য ফলযুক্ত তাহা ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় ইচ্ছানুসারে পালন করিতেও পারেন, কিম্বা পালন না করিতেও পারেন। যে সমুদায় বিধি বিকল্পাত্মক, তাহাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ হিতকর, অহিতকর বা হিতাহিত ফলশূন্য বুঝিয়া ঐরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। শাস্ত্রে সহস্র সহস্র বিবিধ বিষয়ক বিধি আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ বিধিগুলি হিতকর কিম্বা অহিতকর তাহা এত সহজেই সাধারণের বোধগম্য হয়, যে তদ্বিষয়ক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এবং তাহাতে মতদ্বৈধও দৃষ্ট হয় না। অবশিষ্ট বিধিগুলির হিতাহিত ফল সহজ বোধগম্য নয় এবং তাহাতে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। এই বিষয় ক্রমে মীমাংসা করা যাইবে। হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান প্রচলিত রীতিনীতি সমূহের মধ্যে অনেকগুলি শাস্ত্রীয় বিধানের উপর স্থাপিত, অনেকগুলি শাস্ত্রীয় বিধির উপর স্থাপিত না হইয়াও ক্রমে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সমুদায় প্রচলিত রীতি নীতি হিতকর বা অহিতকর বা হিতাহিত ফলশূন্য ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার আচার করিতে হইবে। অনেকগুলি রীতি নীতি কুসংস্কারের উপর স্থাপিত হইলেও যদ্যপি তাহা পালনে সমাজের অনিষ্ট না হয় এবং তাহা পালন না করাতে সাধারণের অসন্তোষ উৎপাদিত হওয়ায় হয় ত যে সমুদায় রীতি নীতির উপর সমাজের হিতাহিত নির্ভর করিতেছে, তাহাদের পরিবর্ত্তনের পথে গুরুতর বাধা জন্মিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার রীতি নীতি পরিবর্ত্তনের প্রতি উদাসীন হইয়া শেষোক্ত প্রকার রীতি নীতির দিকেই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। মনে কর শাস্ত্রে বিধি আছে যে নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিতে নাই। এখন দেখিতে হইবে যে এই বিধি এবং তদনুযায়ী ব্যবহার সমাজের হিতকর বা অহিতকর। এই বিধিটি চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত। যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় এরূপ প্রমাণ চিকিৎসাশাস্ত্রে পাওয়া যায় বা প্রত্যক্ষ ফলদ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে তাহা না খাওয়াই কর্ত্তব্য। যদি চিকিৎসাশাস্ত্রে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় বা প্রত্যক্ষ দ্বারা দৃষ্ট হয় যে নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিলে স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি হয়, বা ভক্ষণ না করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় তাহাহইলে নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করাই কর্ত্তব্য। যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিলেও কিছু ক্ষতি না

হয় বা না করিলেও কিছু ক্ষতি না হয়, তাহাহইলে স্বীয় স্বীয় স্বেচ্ছানুসারে লোকে চাই অলাবু ভক্ষণ করুক্ বা নাই করুক্। কিন্তু যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ না করা বিধিটি কুসংস্কার পরিপূর্ণ বলিয়াও প্রতীয়মান হয় এবং করাতেও যদি প্রত্যক্ষ কোন অনিষ্ট না দেখা যায়, তাহাহইলেও যদি অলাবু ভক্ষণ না করাতে কোন অনিষ্ট না হয়, অথচ ভক্ষণ করিতে গেলে যদি সমাজের অধিক লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠাতে অন্যান্য গুরুতর কার্য্যের বাধা জন্মিবে এরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহাহইলে নবমীতে অলাবু ভক্ষণ নিষেধ বিধি এবং প্রচলিত রীতি কুসংস্কার পরিপূর্ণ হইলেও, গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্মের দিক লক্ষ্য রাখিয়া নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করা প্রচলিত করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ নিষেধ বিধি ও রীতি হিতকর হয়, তবেত কোন গোলযোগই নাই। যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করাতেও কিছু ক্ষতি নাই অথচ না করিলে অধিকাংশ লোক সন্তুষ্ট হন এবং করিলে অধিকাংশ রুষ্ট হন, এমত অবস্থায় আপাততঃ নবমীতে অলাবু ভক্ষণ না করাই কর্ত্তব্য। আর যদি নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করাতেই হিত হয় এবং না করাতেই অহিত হয় বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাহইলে তৎসম্বন্ধে প্রচলিত রীতি এবং বিধি যাহাই থাকুক্ না কেন, অলাবু ভক্ষণ করাই কর্ত্তব্য। সুতরাং সকল বিষয়েই কিসে হিত বা কিসে অহিত হয় ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হয়। সাধারণ লোকের কোন বিষয়েই কিসে হিত হয় কিসে অহিত হয়, ইহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে এইজন্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের আবশ্যক। উহাদের স্বীয় স্বীয় অধিকৃত বিষয়ের পর্য্যালোচনার ফল সাধারণের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। একজন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বা অধিক পরিমাণে অনভিজ্ঞ থাকিবেনই থাকিবেন, সুতরাং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়মাদির হিতাহিত ফল জানিতে হইলে তাহার চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পণ্ডিতদিগের শরণ লইতে হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যের সর্ব্ববিষয়ে অধিকার জন্মে না। জগতে পরস্পরায় সকলেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মনে কর নীতিবেত্তা পণ্ডিতেরা আদেশ করিয়াছেন যে সত্য বলা কর্ত্তব্য। অত্যন্ত অশিক্ষিত লোকও এই শাসনটি সম্পূর্ণরূপে মানুক্ আর নাই বা মানুক্, কিন্তু হিতকর বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু নীতিবেত্তারা যে চিন্তা এবং বহুদর্শনদ্বারা এই শাসনের হিতকর ফল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া সাধারণকে উহা পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন, সাধারণে তাহার কি জানে, বলিলেই বা কি বুঝিতে পারিবে?" কিম্বা বলাও উচিত নহে। অধিকারভেদে মানবের শিক্ষার ভেদ সর্ব্বত্রই আদিষ্ট হইয়া থাকে। বালক ক খ গ ঘ পড়িতে আরম্ভ করিল। মনে কর বালক প্রশ্ন করিল "ক" কেন "ক" উচ্চারণ করি। এস্থলে গুরুমহাশয় বালককে কি উত্তর দিবেন? তিনি যদি জ্ঞানী হন, তাহাহইলে তিনি অবশ্য বলিবেন যে, এইক্ষণ "ক" কে "ক" উচ্চারণ কর, অন্য প্রশ্নের আবশ্যক নাই; জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত জানিতে পারিবে "ক"কে কেন "ক" উচ্চারণ কর, আর বালক যদি নিতান্তই অবাধ্য হয়, এবং কথা না মানে তাহাহইলে অপরাধানুযায়ী বেত্রাঘাতদ্বারা তাহাকে তাহার স্বীয় বুদ্ধির অগম্য প্রশ্ন হইতে বিরত করিবেন। কিন্তু যদি গুরুমহাশয় বিচক্ষণ না হন, তাহাহইলে তিনি বলিবেন "হে বালক! অক্ষর শব্দের পরিচায়কমাত্র। আমরা ক, খ, গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যে সমুদায়

শব্দ কণ্ঠ হইতে উচ্চারণ করি তাহা এক এক প্রকার আকার দ্বারা নির্দ্দেশ করি, অর্থাৎ "ক" আকারের অক্ষর দেখিলে "ক" শব্দ বুঝিতে হইবে। উহা অন্য কোন আকারের দ্বারাও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিত। চীন, আরব, ইংলণ্ড, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঐ শব্দই ভিন্ন ভিন্ন আকারের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ঐ শব্দ "ক" আকারের দ্বারাই প্রথম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এবং তদবধি ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। উহাতে কোন অসুবিধা লক্ষিত হয় না, সুতরাং পরিবর্ত্তনেরও আবশ্যক নাই।" এইরূপ যুক্তি সুকুমারমতি শিশুর বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। সমাজের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানে বালক, তাহাদিগকে নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইত্যাদি শাস্ত্রের বিধিসমূহ বালকদিগের ন্যায় শিক্ষা দিতে হয়। তাহাদিগকে কেবল চিন্তা, বহুদর্শন এবং গবেষণার ফলগুলি জানাইতে হয়, এবং যাহাতে তাহারা তাহা পালন করে, তজ্জন্য নিন্দা বা প্রশংসা ক্ষতির ব্যবস্থা করিতে হয়। যাহারা শিক্ষিত তাহাদের প্রতি এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, যে বিভিন্নপ্রকার বিধি ও রীতিনীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রের শরণ লইতে হয়, এবং তৎসম্বন্ধে যাহাদের অধিকার আছে, তাহারা যাহা হিতকর বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, তাহা পালন করিতে হয়, আর যাহা অহিতকর বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। পণ্ডিতগণের মধ্যেও মতদ্বৈধ হইলে অগত্যা স্বীয় স্বীয় প্রীতিকর কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। যনেকর নীতিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত আদেশ করিতেছেন যে বহুবিবাহ করা কর্ত্তব্য, এবং অন্য কোন পণ্ডিত আদেশ করিতেছেন বহুবিবাহ অকর্ত্তব্য। যদি প্রত্যক্ষদ্বারা বহুবিবাহ করা হিতকর বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে উহাই কর্ত্তব্য, আর যদি প্রত্যক্ষদ্বারা বহুবিবাহ করা অহিত বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে উহা অকর্ত্তব্য। যদি কোনটির প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট না হয়, তাহাহইলে স্বীয় স্বীয় প্রীতি অনুসারে চাই বহুবিবাহ কর, চাই বহুবিবাহ না কর। পূর্ব্বে যে সমুদায় লোক বহুবিবাহ করিয়াছে বা করে নাই, তাহাদের ইষ্ট কি অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে। অদৃষ্ট ফল সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে যে ফল আশা করা যায় তাহা যদি যুক্তিদ্বারা অসম্ভব বোধ হয়, তাহাহইলে তদ্রূপ অদৃষ্ট ফল অনুসন্ধান বৃথা, সুতরাং তাহার মূলে যে বিশ্বাস লক্ষিত হয় তাহাও দূরীভূত করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে হিতাহিত শব্দ অনেকবার ব্যবহার করা গিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে কাহার হিত? তাহার উত্তর এই যে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় স্বীয় হিত এমন ভাবে অনুষ্ঠান করিবেন যে তাহাতে অপরের কোন ক্ষতি না হয়। সাধারণতঃ দেখা গিয়া থাকে যে যে কার্য্যদ্বারা স্বীয় স্বীয় হিত হয় সেই সেই কার্য্যের দ্বারাই সমাজের হিত হয়, এবং যে কার্য্যের দ্বারা স্বীয় স্বীয় অহিত হয় তাহাদ্বারাই সমাজের অনিষ্ট হয়। ঐরূপ যে কার্য্যে দ্বারা সমাজের হিত বা অহিত হয়, তাহাতেই স্বীয় স্বীয় হিত বা অহিত হয়। চৌর্য্য ইত্যাদি দ্বারা যেরূপ নিজের অনিষ্ট হয় তদ্রূপ সমাজেরও অহিত হয়। এতদ্বিষয়ের মীমাংসা ক্রমশঃ বিশদরূপে করা যাইবে। হিত আবার ঐহিক এবং পারত্রিক হইতে পারে। কিন্তু যে যে কার্য্যের দ্বারা ঐহিক মঙ্গল বা অমঙ্গল হয়, তাহাদ্বারাই, যাহারা যে কোন প্রকার পরলোক স্বীকার করুন না কেন, তাহারা স্বীকার করেন

যে পারলৌকিক মঙ্গল হয়। চৌর্য্য, পরদার-গমন মিথ্যাকথন, ইত্যাদি দ্বারা যেমন ঐহিক অমঙ্গল হয়, যাঁহারা পরলোক স্বীকার করেন তাহারাও তদ্দ্বারা পারত্রিক অমঙ্গলও হয় এইরূপ স্বীকার করেন। ঐরূপ সত্যকথন, পিতৃমাতৃ গুরুভক্তি দরিদ্রে দান ইত্যাদি দ্বারা যেরূপ ঐহিক মঙ্গল হয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পারত্রিক মঙ্গল হয় বলিয়াও স্বীকৃত হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিশ্বাস যেরূপ বিভিন্নই থাকুক না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের হিতকরত্ব বা অহিতকরত্ব সম্বন্ধে তাহাদের মতের প্রায়ই ঐক্য দেখা যায়।

এইক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে কোন কার্য্যটি হিতকর বা অহিতকর তাহা কিরূপে অবগত হওয়া যাইবে? প্রশ্ন বড় সহজ নয়। উত্তরও নিতান্ত সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। এইরূপে ঐ বিষয়ের মীমাংসা করার চেষ্টাকরা যাইতে পারে। কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি নীতিশাস্ত্র, কি ব্যবহার শাস্ত্র সকলেরই উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে সমাজের হিত হয় তদ্রূপ কার্য্য ক্রমে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠীত হয়, এবং তদ্বিপরীত কার্য্য ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়। যদি কোন ধর্ম্মশাস্ত্র, বা নীতিশাস্ত্র বা ব্যবহার শাস্ত্র সাধারণের হিত উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল উদ্দেশ্য করিয়া কোন কোন ব্যবস্থা করেন, তাহাহইলে যদ্যপি তাহাদ্বারা আপাততঃ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে, তথাপি পরিণামে তাহাতে ঐ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অনিষ্ট না হইয়া যাইতে পারে না, ইহা ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মনে কর আইন হইল কৃষি প্রজারা টাকা কর্জ্জ লইলে যতই কেন সুদের হার চুক্তি থাকুক না কেন, উত্তমর্ণ শতকরা আট আনার অধিক সুদ পাইবে না। ইহাতে আপাততঃ কৃষি প্রজার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে কৃষি প্রজার অসুবিধা না হইয়া যাইতে পারে না। কারণ আট আনা হারে উত্তমর্ণের অসুবিধা বোধ হইলে টাকা কর্জ্জ দিবে না, সুতরাং অনেক সময় দায়গ্রস্ত কৃষি প্রজাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। যদি আট আনা হারে উত্তমর্ণের অসুবিধা না হয়, তাহাহইলে তিনি আইন না হইলেও আট আনা হারে টাকা কর্জ্জ দিবেন, সুতরাং আইনের আবশ্যক হইবে না। ধর্ম্ম-শাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্র হইতে ঐরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণের হিতই শাস্ত্রীয় বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য। যেরূপেই হউক্ না কেন, মনুষ্য সুখ পাইতে এবং দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। ঐ যে তস্কর নিশিযোগে পরগৃহে প্রবেশ করিতেছে, এবং ঐ যে মোক্ষাভিলাষী যোগী বৃক্ষমূলে ধ্যানে মগ্ন আছেন, উভয়েরই সুখ প্রাপ্তির এবং দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা রহিয়াছে। তবে প্রভেদ এই যে একজন ভ্রান্ত হইয়া যে পথে গমন করিলে সুখ পাওয়া যাইবে না, সেই পথে যাইতেছে আর একজন যে পথে গেলে সুখ পাওয়া যাইবে সেই পথে যাইতেছেন। ইহসংসারে তাবৎ কার্য্যই সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত। এমন কোন কার্য্য পাওয়া যায় না যাহাতে অবিচ্ছিন্ন সুখ বা অবিচ্ছিন্ন দুঃখ হয়। তবে যে কার্য্যে সুখের ভাগ অধিক তাহাকেই সুখ এবং যে কার্য্যে দুঃখের ভাগ অধিক তাহাকে দুঃখ বলা যায়। সুখ যে কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গেলে কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয় না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রত্যেক ব্যক্তি, কি রাজা কি প্রজা, কি ধনী কি নির্ধন, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে যে কার্য্যদ্বারা

স্বীয় স্বীয় সুখ হয়, তাহাকেই স্বীয় স্বীয় হিতকর বলা যায়, এবং যে কার্য্যের দ্বারায় সমাজের সুখ হয়, তাহাকেই সমাজের হিতকর বলা যায়। কিন্তু যে কার্য্যের দ্বারা সমাজের অসুখ হয়, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের সুখ হয় না। কিন্তু যদি কোন কার্য্যের দ্বারা সমাজের অসুখ না হয়, অথচ ব্যক্তিবিশেষের সুখ হয়, তদ্রূপ সুখভোগ করাতে কোন বাধা নাই। সুখ বলিলে মানুষ যে কোন প্রকার সুখভোগ করিতে সক্ষম, তাহা বুঝিতে হইবে এবং দুঃখ বলিলে মানুষ যে কোন প্রকার দুঃখভোগ করিতে পারে তাহা বুঝিতে হইবে, চাই ঐ সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হউক্, চাই উহা ইন্দ্রিয়াতীত হউক্। যে সমুদায় কার্য্য কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় পুণ্য কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন, যদি তাহাতে অধিক দুঃখে এবং কম সুখ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে তাহাকে পাপ কার্য্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অমুক ইহাকে সৎকার্য্য বলিয়া গিয়াছে, অমুক শাস্ত্রে ইহাকে সৎকার্য্য বলিয়া গিয়াছে, এতকাল যাবৎ ইহা সৎকার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে ইত্যাদি কুতর্কদ্বারা সৎ অসৎ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। এই কার্য্যে অধিক সুখ না অধিক দুঃখ? যদি অধিক সুখ হয় তাহাহইলে সৎ, অধিক দুঃখ হইলে উহা অসৎ, এই সরল তর্কদ্বারা উহা মীমাংসা করিতে হইবে।

একশ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয় যাহারা যাহাতে সুখ বৃদ্ধি হয় তাহাকে পাপ এবং যাহাতে দুঃখের বৃদ্ধি হয় তাহাকে পুণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহারা শরীরকে অত্যন্ত কষ্ট দেন এবং মনে করেন ইহাদ্বারাই জন্মমরণরূপ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন। কিন্তু তাহারাও সুখের আরাধনা করেন, অথচ সাধারণে যাহাকে সুখ বলেন, তাহারা তাহাকে দুঃখ বলেন। এইক্ষণ কথা এই যে তাহারা যে উপায়দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টা করেন, সে যথার্থ উপায় কি না?

অত্যন্ত শারীরিক কঠোরতাদ্বারা যে তাহাদের অভিলষিত সুখ পাওয়া যায় না তাহা যুক্তি এবং শাস্ত্রে প্রমাণ দিতেছে। হিন্দুশাস্ত্রেও এইরূপ অনুষ্ঠান দূষনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জগতের প্রত্যেক কার্য্য সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ অসম্ভব। সুতরাং যাহাতে অধিক সুখ হয়, তাহা অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক কার্য্যই অবস্থান্তরে সুখের বা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। কাম যেরূপ সুখের কারণ, উহা তদ্রূপ দুঃখেরও কারণ হইয়া থাকে। কাম যেমন রিপু, কাম তদ্রূপই বন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন "আমি ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম" অর্থাৎ যেরূপ কামভোগে ধর্ম্মহানি না হয়, আমি তদ্রূপ কাম। কামকে যেরূপ কলহ হত্যা, ধনহানি, বুদ্ধিহানি, যশোহানি, বলাৎকার, ভ্রূণহত্যা চৌর্য্য, শারীরিক দণ্ড প্রভৃতি স্বীয় বা অন্যের বহুল অনর্থের কারণ হইতে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ উহা না থাকিলে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন কোথায় থাকিত, পুত্রকন্যা প্রভৃতি স্নেহের জিনিস কোথায় থাকিত? বাল্যকালে কে পালন করিত, যৌবনকালে কে জীবনের ধর্ম্মার্জ্জনের সহায় হইত, বৃদ্ধকালে কে লালন পালন করিত? কাম যদি এক হিসাবে অশেষ অশুভেরই কারণ, অপর দিক কাম অশেষ মঙ্গলের নিদান। কামের যেরূপ রাক্ষসমূর্ত্তি আছে, উহার তদ্রূপ দেবমূর্ত্তিও আছে। কামের ন্যায্য পরিচর্য্যায় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় এবং অপত্য উৎপাদন হয়, কিন্তু উহার অপব্যবহারে মনুষ্য যে কি ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে

না। যদি বল সুখ যদি মনুষ্যের একমাত্র অভিলষিত পদার্থ হয়, তবে অন্যায় ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যায় যদি কেহ সুখভোগ করে, তবে সে কেন তাহা করিবে না? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, যে উহা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ। কামের অপব্যবহারে কেহ সুখভোগ করিতে পারে না, অর্থাৎ যেরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উহাতে যতটুকু সুখ আছে, তদপেক্ষা দুঃখ অধিক। ঐরূপ ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়গণও অবস্থাভেদে সুখের এবং দুঃখের কারণ হয়। সুতরাং আমাদের কামাদি থাকাই যে দুঃখের কারণ তাহা নয়, উহাদের অন্যায় ব্যবহারেই আমাদের দুঃখ হইয়া থাকে। যে সমুদায় বৃত্তিকে আমরা সাধারণতঃ অসৎ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, তাহারা যেরূপ অবস্থাভেদে মঙ্গলের ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সদাখ্যাসম্পন্ন বৃত্তিগুলিও অবস্থা ভেদে উভয় মঙ্গলের ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। দয়া যেরূপ আত্ম এবং পরের সুখের কারণ হইয়া থাকে, অবস্থাভেদে উহা আত্ম ও পরের দুঃখেরও কারণ হইয়া থাকে। উপার্জ্জনাক্ষম দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিলে যেরূপ পুণ্য অর্জ্জন হয়, উপার্জ্জনক্ষম অলসব্যক্তিকে দান করিলে তদ্রূপ পাপ হয়। অলসব্যক্তিকে দান করিয়া আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়ায় কেবল দানগ্রহীতা অলস ব্যক্তির অমঙ্গল করা হয় না, উহাতে অসাধু দৃষ্টান্তদ্বারা সমগ্র সমাজেরও অমঙ্গল করা হয়। এইরূপ শত শত বিষয়ের উদাহরণ প্রত্যেক মানব প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কোন্ কার্য্য কিরূপ করিলে সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা নিরূপণ করাই ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র এই ঋজুপথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন কুটিলপথ অবলম্বন করেন, কিম্বা মনোহর বাক্যদ্বারা অজ্ঞানী লোকদিগকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের বাক্য সাবধানের সহিত গ্রহণ করা উচিত। অনেক সময় হয় ত তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, কিন্তু অনেক সময় তাহারা একপদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া কলুর বলদের ন্যায় একই জায়গায় ভ্রমণ করিতেছেন, অথচ মনে ধারণা করেন যে, অনন্ত সুখ হস্তগত করিলাম। কি ভ্রম! কি বিড়ম্বনা! সুখের অন্বেষণে জীবন অতিবাহিত হইল, অথচ সুখ কোথায় রহিল তাহার খবর নাই। যদি বল পরকালে সুখ হইবে। যদি তাহাই বল, তাহাহইলে বর্ত্তমান কার্য্যের সহিত এবং পরকালের সুখের সহিত কার্য্যকরণের সম্বন্ধ দেখান চাই। কেবল মুখে বলিলে চলিবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যদি পরকাল এবং ঈশ্বর মানা যায়, তাহা হইলে ইহজীবনের যে কার্য্যের দ্বারা সুখ হয়, পরকালের সুখ সেই সেই কার্য্যদ্বারাই হয়। পরকাল মানিলে, ইহজীবন এবং পরকালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ মানিতেই হইবে এবং ঈশ্বর মানিলে ইহাই স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত যে ইহজীবনে যে কার্য্যের যে ফল, পরকালেও তাহার তদ্রূপ ফল। যদি চৌর্য্যদ্বারা ইহকালে সুখ অসম্ভব হয়, তাহাহইলে পরকালে উহাদ্বারা সুখ হইবে এরূপ স্বীকার করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।

বর্ত্তমানকালে হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারক কোন সভা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিদ্বারা অধিকতর পরিচালিত হইলেও, তাহার সর্ব্ববিষয়ে শাস্ত্রের পোষকতা অবলম্বন করা উচিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে আমাদের শাস্ত্রে অনেক বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু হয় অজ্ঞান, না হয় ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থপরতা দ্বারা শাস্ত্রের পবিত্র হৃদয়কলুষিত হইয়াছে এবং নানাবিধ

কুসংস্কার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া, উহার অধোগতি আনয়ন করিয়াছে। দেবদেবী পূজা, তীর্থগমন, ব্রতপরিপালন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া, বর্ণাশ্রম ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ই নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা যুক্তিসঙ্গত এবং হিতকর তাহা গ্রহণ করা উচিত এবং যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ বা অহিতকর তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। কৃষক ক্ষেত্র পরিষ্কার করিবার সময় শস্য বিঘ্নকারী কণ্টকাদিই উৎপাটন করিয়া থাকে, ধান্যাদির ধ্বংস করে না। প্রাচীন বৃক্ষের উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে অনাবশ্যকীয় শাখাদিই কর্ত্তনের আবশ্যক হয়, উহাকে সমূল ছেদন করিবার আবশ্যক কি? যদি অল্প ব্যয় এবং পরিশ্রমে প্রাচীন বাসগৃহ সুন্দররূপ বাসোপযোগী করা যায়, তাহাহইলে মূর্খ ভিন্ন কেহই তাহা ধ্বংস করিয়া বহুব্যয় এবং শ্রমে নূতন গৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা করেন না। নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের জল খারাপ হইলে যদি অল্প ব্যয়ে পঙ্কোদ্ধার দ্বারা উহার সংস্কার করা যায়, তাহাহইলে কেহ নূতন জলাশয়ের প্রয়াস পায় না, কিম্বা দূরস্থ জলাশয়ের জল আনয়ন করিতে যায় না। হিন্দুসমাজকে পঙ্কোদ্ধৃত জলাশয়, সংস্কৃত পৈতৃক বাসগৃহ, কণ্টকশূন্য ধান্যক্ষেত্র, জীর্ণশাখা বিরহিত প্রাচীনতরুর ন্যায় করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই করা উচিত নহে। সংসারে নূতন জিনিসের নবসংযোগই অধিক। সমাজেও ঐরূপ নূতন জিনিষ অল্প হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত, নূতন জিনিষ আনিবার বাধা থাকা উচিত না।

প্রাচীনকালে হিন্দুজাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যে সুসভ্য ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময়ে ব্রিটনদেশস্থ লোকেরা দিগম্বরবেশে অরণ্যপর্য্যটন করিত, সে সময় ভারতবর্ষের সভ্যতা-কিরণ পৃথিবীর অনেক দেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে ভাল ছিলাম বলিয়া, বৃথা অহঙ্কারে সমাজের উন্নতির প্রতি উদাসীন হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমাদের ঔদাসীন্য এবং অহঙ্কারই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। আমরা কোন সময় কোন জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলাম বলিয়া, এখনও আমরা আমাদিগকে তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব শ্রবণে যে ব্যক্তির শরীর আনন্দে পুলকিত হয় না, সে ব্যক্তি নরাধম, কিন্তু যে ব্যক্তি বৃথা অহঙ্কারে বা আলস্যে পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, উহা জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত সে তদপেক্ষা নরাধম। অন্ধ বিশ্বাসই ভারতের এক প্রধান দুর্গতির কারণ। কি আশ্চর্য্য যে ভারতবর্ষে ন্যায়শাস্ত্র প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই ভারতের সন্তান এখন কোন বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া যে যাহা বলে তাহাতেই অটল বিশ্বাস স্থাপন করে। সত্য, অশিক্ষিত লোক অনেক বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া পারে না, কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে শিক্ষিত লোকেও অন্ধ বিশ্বাসদ্বারা পরিচালিত হন।

শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের বিষময় ফল, শাস্ত্রের প্রমাদপূর্ণ বা কল্পিত ব্যাখ্যায় শতগুণ বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদাহরণের অভাব নাই।—ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের এক ষষ্ঠীতম সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে লিখিত আছে:—

পিতা যৎ স্বাং দুহিতরমধিষ্কন্ ক্ষ্মযা রেতঃ সঞ্জগ্মানো নিষিঞ্চন্।

স্বাধ্যোঽজনয়ন্ ব্রহ্মদেবা বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্॥

সাধারণতঃ উহার এইরূপ অর্থ করা হয়—ব্রহ্মা নামে প্রসিদ্ধ পিতা স্বীয় দুহিতাকে আক্র-

মণ করিল, পরে তাহাকে পাইয়া "স্ময়া" তদীয় পৃথিবীতে অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ে "সঞ্জগ্মান" সঙ্গমকরত রেতঃনিষিঞ্চন, গর্ভাধান করেন, তাহা হইতে সাধ্য দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাহা হইতে ব্রতরক্ষক বাস্তোপতি দেবতাও নির্ম্মিত হইয়াছেন; এই মন্ত্রটি অবলম্বন করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি বৃহৎ গল্প রচিত হইয়াছে। তামৃসেথা ভূত্বা রোহিতং ভূতামভ্যেৎ ইত্যাদি অর্থাৎ আক্রমণকালে উক্ত কন্যা ভীতা হইয়া শীঘ্র পলায়ন করিবার মানসে ঋশ্যনামক মৃগীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাও তখন মৃগরূপ ধারণ করেন, ইত্যাদি। মহিম্নস্তবে ও প্রজানাং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং "শ্লোক দেখা যায়।

এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ অশ্লীলভাব থাকা কতদূর অমঙ্গলজনক। অতি পশু প্রকৃতি লোকও যে কার্য্যের নাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে না সেই কার্য্য ব্রহ্মায় আরোপিত হইয়াছে।

এ সমস্তই কল্পিত। ইহার বাস্তবিক কোন ঘটনা নাই। নিরুক্তকার "পিতা দুহিতুর্গর্ভং দধাতি, পর্জ্জন্যঃ পৃথিব্যাঃ। অর্থাৎ পিতা দুহিতার গর্ভধান করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য যে পর্জ্জন্য পৃথিবীতে রেতঃসেক জলধারা পাত অর্থাৎ বৃষ্টি করেন।

"ব্রহ্ম" অতি বৃহদাবয়ব অর্থাৎ বহুদূরব্যাপী, "পিতা" সৃষ্টির পালয়িতা, "পর্জ্জন্য দেবতা" ব্যোমমণ্ডল "যৎ" যখন "স্বাং দুহিতরং" স্বীয় দোহনকারিণী পৃথিবীকে "অধিস্কন" আক্রমণ করিয়া, "রেতঃ নিষিঞ্চন" বৃষ্টিপাতকরত "স্ময়া সঞ্জগ্মানঃ" পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হন, তথনই সাধ্যাঃ দেবাঃ স্বাস্থ্যকর দ্যুতিমান অন্ন সকল "অজনযন" সমুৎপন্ন করেন এবং তথনই বাস্তোস্পতিং বাস্তু শব্দে বাসগৃহ তাহার পালক রক্ষক অর্থাৎ শিংশপা শাল প্রভৃতি বিবিধ কাষ্ঠতরু ও ব্রতপাং ব্রত শব্দে যজ্ঞ তাহার পালক রক্ষক অর্থাৎ যজ্ঞমণ্ডপ নির্ম্মাণের উপযোগী বংশতৃণাদি নির্ম্মাণ করেন।

সায়নাচার্য্যও "পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ" ইহার ব্যাখ্যা করেন যে "পিতা" দ্যুলোকঃ। অধিষ্ঠাত্রাধিষ্ঠানয়োরভেদেনাদিত্যো দ্যৌরুচ্যতে দ্রুবরশ্মিভিঃ। অথবা ইন্দ্রঃ পর্জ্জন্যো বা। দুহিতুঃ দূরে নিহিতায়া ভূম্যা গর্ভং সর্ব্বোৎপাদন সামর্থং বৃষ্ট্যুদকলক্ষণমাধাৎ সর্ব্বতঃ করোতি। অর্থাৎ পিতা দ্যুলোক। বাসস্থানের নামানুরূপ ও বাসকারীর আখ্যান হইয়া থাকে, তদনুযায়ী এস্থলে দ্যুশব্দে সূর্য্য। তিনি স্বীয় রশ্মির দ্বারা দূরে স্থিত পৃথিবী তাহার গর্ভাধান করিতেছেন অথবা ইন্দ্র বা পর্জ্জন্য নামক বৃষ্টিদেব ঐ দুহিতৃস্থানীয় পৃথিবীতে সর্ব্বোৎপাদন সামর্থ বৃষ্টি জল আধান করিতেছেন। দেখুন অর্থ কোথা হইতে কোথা গেল। আকাশ হইতে পৃথিবীতে বৃষ্টি পড়ে, এই সরল অর্থের স্থানে কিরূপ কুৎসিত ভাব আনা হইয়াছে। ইহাতে কি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য?

এইরূপ অন্যায় ব্যাখ্যাদ্বারা হিন্দুশাস্ত্র এত কলঙ্কিত হইয়াছে, এইরূপ অন্যায় ব্যাখ্যায় হিন্দু সমাজের এত দুরবস্থা! এইজন্যই বিদেশীয়েরা হিন্দুদিগের শাস্ত্রের প্রতি এত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ কল্পনারূপক প্রভৃতি সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায়, উহা দ্বারা কতই না অনর্থের কারণ হইয়াছে!

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে যুক্তির উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবই হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান দুর্গতির প্রধান কারণ। শাস্ত্রের যথাযথ মর্ম্ম ব্যাখ্যাও যেরূপ প্রয়োজনীয়, শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলিও কতদূর যুক্তি-

সঙ্গত বা হিতকর, তাহাও পর্য্যালোচনা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু সমাজ সংস্কারক কোন্ সভার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। যে সমুদায় কথা বলা হইয়াছে, শিক্ষিত লোক-দিগের মধ্যে অনেকেই এ বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু কেবল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে। একজনের হৃদয়ে কোন ভাব উপস্থিত হইলে, উহা অব্যক্ত থাকিলে কোন ফলোদয়ই হয় না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়া যদি উহা সমাজের কোন মঙ্গল হইবে সম্ভাবনা বোধ হয়, তাহাহইলে উহা পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ করা উচিত। যদি উহাতে ভ্রম থাকে, তাহাহইলে তাহা সংশোধিত হইয়া যায়, আর যদি উহাতে কিছু সারবত্তা থাকে, তাহা-হইলে অন্যান্য লোকের সহানুভূতি পাওয়া যায়। যেরূপ সহানুভূতি পাইলে কতকগুলি লোকে একমত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, নিস্ফল হওয়ার কোন কারণ নাই। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে কার্য্য গুরুতর, শক্তি অতি পরিমিত, এত ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বামনের চন্দ্র লাভে চেষ্টার ন্যায় হইবে।

মনুষ্যের মধ্যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন লোক অতি বিরল, অধিকাংশ লোকেরই শক্তি অতি পরিমিত। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে মনুষ্যের যে শক্তি ক্ষুদ্র সে কেবল মনুষ্যের স্বীয় দোষে। অনন্ত বিশ্বের তুলনায় যদ্যপি মনুষ্য অতি সামান্য, তথাপি তাহার ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে এমনি একটী মহৎ শক্তির বীজ লক্ষিত হয়, যে তাহার সহিত তুলনা করিলে অন্য কোন শক্তিকেই সমদ্বন্দ্বী বলা যায় না। কি মরুভূমি কি কানন, কি পর্ব্বত, কি সমুদ্র, বায়ু, অগ্নি, ভূবস্থ সকলেই মনুষ্য শক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে। মনুষ্য স্বীয় শক্তি বলে, সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে স্বীয় অধীন করিয়াছে। মনুষ্য স্বীয় শক্তিবলে, অপার ভয়াবহ সাগর লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় কার্য্যের উদ্ধার করিতেছে। কি পর্ব্বত, কি মরুভূমি, কেহই মনুষ্যের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। সাময়িক বা ব্যক্তিবিশেষের শক্তি অল্প হইলেও মনুষ্য সমাজের শক্তি অসীম। তুমি কি আমি তোমার কি আমার জীবনে মধ্যভারতবর্ষের তাবৎ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আবাদ করিতে না পারি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে কালে মনুষ্য শক্তিদ্বারা যেথানে জঙ্গল আছে, সেথানে সুন্দর সুন্দর পল্লী, নগর প্রভৃতি নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে, যেথানে ভয়াল ভল্লুক ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুর্ব্বল প্রাণীগণের প্রাণবধ করিয়া উদর-পূর্ণ করিতেছে, সেথানে নির্ভীকচিত্তে বণিকেরা বাণিজ্য ব্যবসা করিবে, সেথানে কৃষক হল-চালনাদ্বারা মনুষ্যের ভোজন দ্রব্য বৃদ্ধি করিবে, যেথানে দস্যুরা নিরপরাধী ব্যক্তিগণের ধনাপহরণ এবং প্রাণবধ করিতেছে, সেথানে রাজকর্ম্ম-চারীরা বিচারালয় প্রভৃতি স্থাপনদ্বারা শান্তি সংস্থাপন করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় স্বীয় উপার্জ্জিত ধন, প্রত্যেক মনুষ্যের দেহ ও প্রাণ, যশ ও মান রক্ষা করিয়া সমাজের অশেষ সুখ-বর্দ্ধন করিবেন। আর ইহাও জানিও যে তোমার বা আমার শক্তি যে পরিমিত, তাহার কারণ তোমার কি আমার অস্মজ্ঞান নাই বলিয়া, তোমার কি আমার "আমিত্বের প্রসার" নাই বলিয়া যদি তুমি কি আমি সম্যকরূপ জানিতাম যে তুমি কি আমি, কি কার্য্য করিতে সক্ষম, তাহাহইলে সামান্য আমি তুমি ও প্রবল পরাক্রমশালী হইতে পারিতাম। দেখ দেখি ঐ যে বটবৃক্ষের বীজ উহা কত সামান্য কিন্তু

আবার দেখ দেখি ঐ যে বটবৃক্ষের বীজ সমুদ্ভূত অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপ্ত বটবৃক্ষ উহা কত প্রকাণ্ড। দেখ দেখি ঐ যে মধুমক্ষিকা উহা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া কতটুকু সামান্য মধু আহরণ করিতেছে, কিন্তু দেখ দেখি ঐ সামান্য মধুর তুলনায় ঐ মধুচক্রের মধু কত অধিক। তোমার শক্তি নাই বটে, কিন্তু তোমার শক্তির বীজ আছে। ঐ বীজ তুমি অঙ্কুরিত কর, উহাকে তাপ, জল, ছায়া প্রভৃতি দ্বারা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা কর তাহাহইলে দেখিতে পারিবে যে তোমার কত শক্তি। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ না করিলে মনুষ্যের শক্তির বিকাশ হয় না। ব্যায়াম না করিলে শরীরে বল হয় না, চিন্তা না করিলে চিন্তাশক্তি হয় না। তর্ক করিতে করিতে তার্কিক, বক্তৃতা করিতে করিতে বক্তা, বাদ্য করিতে করিতে বাদক, গাইতে গাইতেই গায়ক; এইরূপ সমস্ত শক্তিই অভ্যাসদ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয়। তবে সমুদায় মনুষ্যের সর্ব্ববিষয়ে শক্তির বীজ থাকে না।

যাহার যে শক্তিবীজ থাকে, তাহার সেই শক্তি পরিবর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিলেই জীবন বৃথায় যায় না, ভবজলনিধিবক্ষে জলবুদ্বুদের ন্যায় উদিত হইয়া আবার অনন্ত জলে লুপ্ত হইতে হয় না, কাণ্ডারীবিহীন তরণীর ন্যায় উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া স্রোতের অধীন হইতে হয় না, গগনমার্গে অতীব লঘু বস্তুর ন্যায় ইতস্তত পরিচালিত হইতে হয় না।

তুমি কি? তুমি যদি জান যে তুমি হলচালনাদ্বারা দুর্ভেদ্য ভূমি বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে বীজবপন করিয়া ধান্যাদি শস্য জন্মাইয়া স্বীয় পরিবারাদি প্রতিপালন করিতে পার, তবে তোমার পক্ষে হলচালনাই কর্ত্তব্য; যে তোমাকে যাহা বলুক আমি তোমাকে কখনই ঘৃণার চক্ষে দেখিব না। নিদাঘকালে যখন বিলাসী সুন্দর অট্টালিকাভ্যন্তরে উপবিষ্ট আছে, অনুচরগণদ্বারা বিবিধপ্রকারে সেবিত হইতেছে, তালবৃন্তদ্বারা বীজিত, গোলাপ কেতকী প্রভৃতি সুবাসিত জলদ্বারা সিঞ্চিত হইয়া গ্রীষ্মজনিত ক্লেশ দূর করিয়া পর্য্যঙ্কে সুশীতলশয়নে শয়ন করিয়া অনুপম সুখভোগ করিতেছে, তখন তুমি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া বন্ধুর ক্ষেত্রের উপর ঐ বিলাসীর জন্য হলচালনা করিতেছ। তোমার যে বর্ণ মলিন হইয়াছে, তোমার যে অপরিণত বয়সে কেশ পক্ক হইয়াছে, তোমার যে পৃষ্ঠে কুব্জ হইয়াছে, হস্ত পদ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, সে কি বিলাসীর জন্য নয়? আমি তোমাকে ঘৃণা করিব? প্রাণ থাকিতে না। যে তোমাকে ঘৃণা করে, তোমার দেহ অপবিত্র বলিয়া উহা স্পর্শ করিলে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করে সে মূর্খ বা পাষণ্ড। ক্রূর, মিথ্যাবাদী, প্রতারণকারী ইন্দ্রিয়াশক্ত লেখনীব্যবসায়ী অপেক্ষা ঐ হলব্যবসায়ী কি ভাল নয়? হলদ্বারা পৃথিবীর উপকার হয়, জনসমাজের সুখবৃদ্ধি হয়; আর লেখনীর দ্বারা যদি জনসমাজের অহিত হয়, বা দুঃখ বৃদ্ধি হয়, তাহাহইলে কি হল ঐ লেখনী অপেক্ষা সহস্রাংশে ভাল নয়? হে কৃষক! তুমি নির্ভীকহৃদয়ে বন্ধুর ভূমির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যেখানে কণ্টক রহিয়াছে সেখানে মনুষ্যের আহারীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিতে থাক, মনুষ্য যাহাই বলুক না কেন, স্বর্গের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে।

তুমি কি? তুমি নবিক। তুমি যদি জান যে নৌবিদ্যার দ্বারা তুমি স্বীয় ও অন্যের উপকার সাধন করিতে পার, তবে তুমিই উহা করিতে থাক। ঝড় তুফান অগ্রাহ্য করিয়া স্রোত চড়া প্রভৃতি বিপদরাশির মধ্য দিয়া তুমি মনুষ্যের সুখের জন্য দেশবিদেশ হইতে কত

জিনিষের আমদানি রপ্তানি করিতেছ। তুমি বিপদ স্বীকার করাতেই আমি নানাবিধ সুখ-ভোগ করিতে পারিতেছি। আমি তোমার নিকটেও ঋণী, ক্ষুদ্র আমি কেমন করিয়া তোমার সেই ঋণ পরিশোধ করিব ?

তুমি কে? তুমি ভৃত্য। তুমি স্বীয় জীবন পরের সেবা সুশ্রূষায় উৎসর্গ করিয়াছ। আমি তোমাকেও ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করি, তুমি যদি পরসুশ্রূষা কার্য্যে তৎপর হও, তাহা-হইলে তুমি উহাই করিতে থাক, তোমার অসাধু প্রভু অপেক্ষা আমি তোমাকে অধিক মান্য করি। আমি তোমার নিকটেও ঋণী; যে তোমাকে ঘৃণা করে, যে তোমাকে পদদলিত করিতে চায়, সে পাষণ্ড।

হে মানবগণ! তোমরা যিনি যে কার্য্যে সক্ষম সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত থাক, তাহাহইলে তোমাদিগের আত্মশক্তি প্রস্ফুটিত হইবে, অরণি নিহিত অগ্নি বহির্গত হইবে, ইন্ধনযোগে ঐ অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।

তুমি যদি মনে কর যে তুমি শাস্ত্রচর্চ্চাদ্বারা আত্ম ও পরের হিতানুষ্ঠান করিতে পার, তবে তুমি তাহাই কর এবং যদি তুমি যথার্থ বিবেচনা করিতে সক্ষম হইয়া থাক, তাহাহইলে তোমার মনোরথও সিদ্ধ হইবে।

তুমি যদি ঠিক্ জানিতে পার, যে সংসার হইতে তুমি রোগ দূর করিতে এবং স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করিতে সক্ষম, তবে তুমি চিকিৎসক হও। আর যদি তুমি স্বদেশকে শক্রর অন্যায় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে আপনাকে সক্ষম মনেকর, তাহাই কর। সংক্ষেপতঃ তুমি যাহা করিতে সক্ষম, তাহাই কর, তোমার শক্তিবৃদ্ধি হইবেই হইবে। তোমার আমার জীবন যে বৃথা গণ্ড-গোলে অতিবাহিত হইয়া যায়, অমূল্য জীবন যে কালের উপর কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না, তাহারা একমাত্র কারণ এই যে তুমি আমি জানি না এবং জানিবার চেষ্টাও করি না যে তুমি আমি কি করিতে সক্ষম। অতএব কার্য্য বৃহৎ, তোমার আমার শক্তিক্ষুদ্র, এইরূপ দুশ্চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই।

তোমার আমার শক্তি ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু কে জানে ক্ষুদ্রশক্তির সহিত মহৎশক্তির সহিত যোগ হইবে না? তুমি আমি দরিদ্র, কিন্তু আমাদের মধ্যে পরোপকারী ধনবান ব্যক্তিও আছেন। তোমার আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায় অত্যল্প, কিন্তু যাহাদের পদতলে পড়িয়া আমরা এক্ষণেও শিক্ষা লাভ করিতে পারি, এরূপ লোক কি দেশে নাই? তুমি যত-টুকু পার তুমি কর, আমি যতটুকু পারি আমি করি, কালে যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা, তাঁহারাও যে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

তুমি নিজে অতি সামান্য লোক। নিজের সামান্য শক্তি অনুভব করিয়া অনেক সময় মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত কর যে তোমার মত লোকের দ্বারা জগতের কি হইতে পারে? কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎই কে যেন বলিয়া দেয় "ভ্রম, ভয়া-নক ভ্রম. মনুষ্য কেহই সামান্য নয়। জীবনের লক্ষ্য স্থির কর এবং একপদে দুইপদে অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর। যে যতই সামান্য হউক্ না কেন, লক্ষ্যস্থির হইলে তাহার সামান্যত্ব কিছু-তেই থাকিতে পারে না।" এই দুইপ্রকার ভাব—মানব হৃদয়ে আত্মার প্রতি অবিশ্বাস ও বিশ্বাসসম্ভূত—প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীয় স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তুমি অতি সামান্য লোক এবং সামান্যত্ব অনুভব করিয়া যখন অনেক সময় এরূপ কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিব না মনে করিয়াছ, তখন হৃদয়ে

প্রবলবেগ—যে বেগ প্রকাশ করা যায় না, কেবল হৃদয়ে অনুভব করা যায়, দুর্দ্দমনীয়-বেগ—আসিয়া সামাঞ্জস্য বোধক বুদ্ধিকে পরাভব করিয়া যাহা ভাল বুঝ সাধারণকে তাহা জানাইতে তোমাকে চালিত করিয়া দেয়। অনেক বিবেচনা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া হিন্দু-সমাজের নেতাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রার্থনা কর যে তাঁহারা হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন যে সমাজ বর্ত্তমানে যেরূপ রহিয়াছে সেইরূপেই থাকা সমাজের পক্ষে শ্রেয়ঃ, বা দেশ কাল পাত্রোপযোগী পরিবর্ত্তন আবশ্যক? যদি কেহ বলেন যে হিন্দুসমাজ অপরিবর্ত্তনীয়, সুতরাং চেষ্টা বৃথা, তাহাহইলে সে কথা গ্রাহ্য যোগ্য নহে। যে কোন ব্যক্তি হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান আচার ব্যবহারের সহিত প্রাচীন আচার ব্যবহারের তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুসমাজ পরিবর্ত্তনীয়। যদি কেহ বলেন যে শাস্ত্র অপরিবর্ত্তনীয় তাহাও স্বীকার করা যায় না। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাদাগত প্রত্যেক শাস্ত্রই পূর্ব্বগামী শাস্ত্রদিগকে পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। কি ব্রত, যজ্ঞ, পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ সকল বিষয়েই শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সাময়িক উপযোগীতানুসারে শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন যে হইয়াছে, তাহা শাস্ত্র পাঠ করিলেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এক সময়ে যে কারণে যে শাস্ত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, পরবর্ত্তী সময়ে সে কারণের অস্তিত্ব না থাকাতে, সেই শাস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া তদনুসারে চলিতে গেলে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়। এইরূপ স্থলেই শাস্ত্রের এবং সামাজিকহিতের বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে করুন্ গ্রীষ্মপ্রধানদেশের পক্ষে কোন খাদ্য অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তৎসাময়িক শাস্ত্র তাহা নিষেধ করিলেন। কিন্তু শীতপ্রধান দেশেও কি ঐ শাস্ত্র পালন করিতে হইবে? এস্থলে ঐ শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিয়া নূতনশাস্ত্র প্রকাশ করিতে হইবে, নতুবা শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিয়া চলিতে হইবে। সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত স্মৃতিশাস্ত্র পরিবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক, তাহা কোন বুদ্ধিমান লোককে বুঝাইয়া দিবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাওয়া অনাবশ্যক। এই টুকু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে এক প্রজা ও ভূম্যাধিকারীর স্বত্বসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট অতি অল্প সময়ের মধ্যে কতবার আইন পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর ব্যবস্থাপক সভা সময়োপযোগী নূতন পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যে সময় বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সে সময় বিবেচনা করিলে উহার গঠন উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু কালে দেশের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে অনেক লোকে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্যবস্থাপকসভার কার্য্যসম্পাদন করা উপযোগীতা দেখাইতেছেন। প্রজামণ্ডলীও স্বদেশীয় লোকের মধ্যে কতকগুলি বিচক্ষণ লোক যাহাতে ব্যবস্থাপকসভার সভ্য হন, তজ্জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিতেছে, এস্থলে গভর্ণমেণ্টের কি প্রাচীন আইন রাখা উচিত, না কালোপযোগী নূতন আইন প্রণয়ন করা উচিত? অত্যল্প দিন পূর্ব্বে রাজনৈতিক বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট যে সমুদায় আইনাদি প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা যদি সুশাসনের জন্য এখন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধ হয়, তাহাহইলে সমাজ শাসনের জন্য বহুকাল পূর্ব্বে যে সমুদায় শাস্ত্র গঠিত হইয়াছিল তাহা কি

পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই? আমাদের দেশের শাস্ত্রাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতে আসিতে কোন সময়ে যে পরিবর্ত্তন একবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং এখন হয় সে গুলির পরিবর্ত্তনের আবশ্যক, না হয় তাহাদের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে আদিষ্ট দণ্ড উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। হয় ত কোন সময়ে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের অধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষের বহির্ভাগে গমন করা ভারতবর্ষের পক্ষে অহিতজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তজ্জন্য বিদেশ গমন শাস্ত্রে নিষেধ আছে বলিয়া যদি তর্ক স্থলে স্বীকারই কর, তবে যে সময়ে ঐরূপ বিধির অবতারণা হয় সে সময় কি কি কারণ বর্ত্তমান ছিল এবং কি যুক্তিদ্বারা ব্যবস্থাপকেরা উহার বিধান করেন, এতদিন পরে তাহা ঠিক্ করিয়া বলা কঠিন কিম্বা শাস্ত্রাদিতেও তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু এটি নিশ্চয় যে সমাজের হিতই তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং সেই হিত অনুষ্ঠানের জন্যই তাঁহারা ঐরূপ আইন বা শাস্ত্র প্রকাশ করেন, কিন্তু যদি বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই যে বিদেশ ভ্রমণে অমঙ্গল হওয়ার সম্ভব নাই, প্রত্যুত মঙ্গলের আশাই অধিক করা যায় এবং স্থলবিশেষ বিদেশ ভ্রমণ না করিলে বাণিজ্য এবং যুদ্ধাদির পক্ষে অনেক অসুবিধা হয়, তখন কি আমাদের এইরূপ মনে করা কর্ত্তব্য নহে যে প্রাচীনশাস্ত্রকারেরা যে সমুদায় কারণে বিদেশ ভ্রমণ নিষেধ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কারণ এখন আর নাই। কালপরিবর্ত্তনের সহিত অপর কতকগুলি কারণের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে হিন্দুর আচার পরিত্যাগ না করিয়া বিদেশগমনে কোন দোষই লক্ষিত হয় না, প্রত্যুত স্বদেশের হিতের জন্য অত্যাবশ্যক। এস্থলে যে কারণে শাস্ত্রে বিধি প্রকটিত হয়, সে কারণের অভাব হওয়ায় বিধি অগ্রাহ্য হইতেছে। সুতরাং হয় সেই শাস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া কালোপযোগী নূতন শাস্ত্র প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, না হয় শাস্ত্র লঙ্ঘনকারীর শাস্ত্রোল্লিখিত দণ্ড না দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ বহুবিধ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে কালসহকারে শাস্ত্রপরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হইবে।

একথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, এখন এমন কোন ব্যক্তি আছেন যাঁহার প্রণীত শাস্ত্র সকল লোকে পালন করিবে? সম্ভবতঃ নাই। কিন্তু আমাদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস এই যে যদি দেশের কতকগুলি প্রধান প্রধান মান্য, গণ্য, সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা কোন সম্প্রদায় জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের হিতের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের হিতসাধন সঙ্কল্পে সময়োপযোগী কতকগুলি নিয়ম করেন, তাহা সাধারণের গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে হিন্দুসমাজে পূর্ব্বে পৈতামহসম্পত্তিতে পিতা ও পুত্রের সমান স্বত্ব ছিল। বিজ্ঞানেশ্বরও সেই নিয়ম প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে যে শ্লোকের সাহায্যে পিতার জীবিতকালেও পুত্রের পৈতামহসম্পত্তিতে অধিকার জন্মে দেখাইয়াছেন, জীমূতবাহনও তাহারই সাহায্যে পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের কোন স্বত্বই নাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহারা

১। ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরং সমং।
ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্‌থমনীশাস্তে হি জীবিতঃ।

২। ভূর্য্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা।
তত্র স্যাৎ সদৃশং সাম্যং পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োঃ॥

৩। স্থাবরং দ্বিপদশ্চৈব যদ্যপি স্বয়মর্জ্জিতম্।
অসম্ভূয় সুতান্ সর্ব্বান্ ন দানং ন চ বিক্রয়ঃ॥

ইত্যাদি শ্লোকের উভয়ের মীমাংসা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সরলভাবে যদি স্বীকার করেন, তাহাহইলে অবশ্যই বলিবেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রকারদের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পৈতামহসম্পত্তিতে পুত্রের কোন অধিকার জন্মিবে না। কিন্তু কালসহকারে ঐরূপ নিয়মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল। পুত্রগণ পিতৃগণের অবাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, সম্পত্তি রুদ্ধাবস্থায় থাকাতে কাহারও উহা ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিল না এবং উহাতে বাণিজ্যাদি নানাপ্রকারেরর অসুবিধা লক্ষিত হইল। যে যে শ্লোকের সাহায্যে বিজ্ঞানেশ্বর পৈতামহসম্পত্তিতে পিতা পুত্রের সমান অধিকার দেখাইলেন, জীমূতবাহন তাহারই বলে পিতার বর্ত্তমানে পুত্রের অধিকার নাই দেখাইলেন। যখন বঙ্গবাসীরা দেখিল জীমূতবাহনের মতেও শাস্ত্রের পোষকতা আছে, তখন সুবিধার জন্য তাহার মত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

উক্তপ্রকারে অন্যান্য অনেক সামাজিক নিয়মও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র যে অপরিবর্ত্তনীয় তাহা নহে। তবে কথা এই যে পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সমাজের পক্ষে হিতকর কি অহিতকর। যে কোন নিয়ম সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অহিতকর, তাহা অগ্রাহ্য এবং যাহাতে সমাজের অধিকাংশ লোকের মঙ্গল সম্ভাবনা, তাহা গ্রাহ্য। হিন্দুশাস্ত্র বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সমাজের অল্পসংখ্যক লোকেব হিতের জন্য যে অধিকাংশ লোকেব অহিতকর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, এরূপ আদেশ কোথায়ও লক্ষিত হয় না। আর যদি কোন শাস্ত্র ঐরূপ আদেশ করিয়া থাকে, তাহাহইলে তাহাকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি, যেহেতু হিন্দুশাস্ত্র হিতকর, যুক্তিমূলক, অহিতকর ও অযুক্তিকর শাস্ত্র, শাস্ত্রই নয়।

মনু, ধর্ম্মের চারিটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও স্বীয় স্বীয় আত্মার প্রীতিজনক কার্য্য।

বেদস্মৃতিসদাচারস্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥

যাজ্ঞবল্ক্যও ঐরূপ বলিয়াছেন।

শ্রুতিস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদম্ স্মৃতম্॥

শ্রুতিস্মৃতি ব্যতীত পুরাণও শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতি মান্য, তৎপরে স্মৃতি, তৎপরে পুরাণ।

জাবাল বলিয়াছেন :—

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে তু সদা কার্য্যং বৈদিকবৎ সদা॥

ব্যাস বলিয়াছেন :—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

সকল স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে মনুস্মৃতি প্রধান।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন :—

মন্বর্থবিপরীতা যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে।

এসব মান্য করিয়াও শাস্ত্রকারেরা যে যুক্তির উপর অধিকতর আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময় হিন্দুদের মধ্যে যে সমুদায় আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে যে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট এবং হিতকর তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অপর কতকগুলি যে

সমাজের অহিতকর তাহা প্রতিপন্ন করার জন্য অধিক প্রয়াস অনাবশ্যক।

হিন্দুসমাজের যাহারা নীচ অস্পৃশ্যজাতি বলিয়া গণ্য, তাহারা যতদিন হিন্দুসমাজের নিয়মানুসারে কার্য্য করে, ততদিন তাহাদের অনেক সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, কিন্তু যাই তাহারা হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিল, অমনি হিন্দুরা তাহাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করিতে বিরত হইলেন, কিম্বা পবিত্রই জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যদি একজন হিন্দু বিনামা নির্ম্মাণের ব্যবসায় নিযুক্ত থাকে, তাহা-হইলে অস্পৃশ্য জঘন্য চামার বলিয়া পরিগণিত হইবে, কিন্তু একজন ইংরাজ যদি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহাহইলে তিনি মেঃ অমুক সাহেব, সেলাম কুর্ণিসেরও যোগ্য হইতে পারেন এবং তাহার পদাঘাত বেত্রঘাতও সহ্য করা যায়। ইংরাজ, চীন এবং অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে বিনামা বিক্রেতা আছে, কিন্তু তাহারা কি স্বজাতির মধ্যে ততদূর জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যত-দূর না কি আমরা আমাদের ঐ প্রকার ব্যবসায়ীদিগকে বিবেচনা করি। আরও দেখুন, ঐ চামার অদ্য যদি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তখন আর আমাদের সাধ্য কি যে আমাদের কর্তৃত্ব খাটাই। সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল, আর হিন্দুদের চক্ষেও তাহার অপবিত্রতা দূর হইল। তবে কি হিন্দুধর্ম্মই তাহার অপবিত্রতার কারণ ছিল? কেবল ব্যবসায়-দ্বারা কি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কি নীচত্ব নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত? যে ব্যক্তি সমাজে নীচ বলিয়া পরিগণিত ব্যবসায়দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, সে অনেক সদাখ্যাসম্পন্ন ব্যবসায়োপজীবী অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল হইতে পারে। তাহার পরোপকারবৃত্তি, ঈশ্বরনিষ্ঠা, সত্যবাদীতা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব অধিক হইলেও কি হিন্দুসমাজে সে অনাদৃত ও অপমানিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে? এইরূপ হওয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম এবং যুক্তির বিপরীত। সমাজের অহিতকর কার্য্য না হইলেই যথেষ্ট এবং তাহা না হইলে যে ব্যক্তি যে ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়, সে তাহাই করুক্। ইহাতে সমাজের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা প্রকারান্তরে কোনপ্রকার বাধা দেওয়া অকর্ত্তব্য।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় সমাজের কোন অনিষ্ট না হয়, তাহার প্রতি কোনপ্রকার বাধা দিলে সমাজের অহিত ভিন্ন হিত হইবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা নাই। যে যে স্থলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় সমাজের অনিষ্টাশঙ্কা আছে, সেই সেই স্থলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হওয়া অতীব আবশ্যক, অন্য স্থলে হইলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের আশা করা যায় না।

যে সমুদায় নিয়ম বা শাসন সমাজের অনিষ্টকারী, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা প্রকারান্তরে হস্তক্ষেপ করে, তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হিন্দুসমাজের হস্তক্ষেপের শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। জাতীয় জীবন ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টি বই আর কিছুই নহে। যে স্থলে ব্যক্তিগত জীবন ক্ষীণপ্রভ, নিস্তেজ, পুরুষত্ব-বিহীন, সে স্থলে জাতীয় জীবনও ঐরূপ। যদি প্রত্যেক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই এক সুদৃঢ় সাধারণ নিয়মের অধীন করিয়া রাখা যায়, তাহাহইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব একেবারে লোপ হইয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহ সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা বই আর কিছুই নহে, সমাজস্থ ব্যক্তিগণ কোন বিষয়ে কোন স্থলে কিরূপ কার্য্য করিবেন,

শাস্ত্রে তাহার উপদেশ বা আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রপ্রণেতারা যতই স্বার্থশূন্য হউক্ না কেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ ও সাধু হউক্ না কেন, তাঁহারা এমত কোন নিয়ম করিতে পারেন না, যাহা প্রত্যেক মানবের প্রত্যেক অবস্থার উপযোগী হইবে। শাস্ত্রীয় শাসনগুলি সাময়িক পরিদর্শনের উপর স্থাপিত। কালপরিবর্ত্তনের সহিত তাহাদের উপযোগিতা বিলুপ্ত হয়। আর বিশেষ কথা এই যে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তি হইতে যতই বুদ্ধিমান্ হউক্ না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় হিত যত বুঝিতে পারে, অন্যে তত বুঝিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভার রাজবিধিবিভাগের সচীব সাধারণের অপেক্ষা অত্যন্ত প্রাজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি আজ একটি আইন বাহির করেন এবং তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্তিমকাল পর্য্যন্ত কিরূপে জীবন অতিবাহিত করিবে, তাহা সন্নিবেশিত করেন, তবে কি লোকে তাঁহাকে বাতুল বলিবে না! আমি কিরূপ গৃহে বাস করিলে, কিরূপ দেশে বাস করিলে, কিরূপ ভোজ্যাভোজন করিলে, কিরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, কিরূপ স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে, কিরূপ ভৃত্য রাখিলে, আমার জীবনে প্রত্যেক কার্য্যে কিরূপ ব্যবহার করিলে, আমার অধিক সুখ হইবে, ইহা আমি যত বুঝিতে পারি রাজসচীব আমা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক পণ্ডিত হইয়াও আমার সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে তত বুঝিতে পাবেন না। শাস্ত্র বা আইনের প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যের পারস্পারিক অহিতাচরণ হইতে সমাজরক্ষা করা। রাম শ্যামের ধন কিম্বা শ্যাম রামের ধন চুরি যাহাতে না করিতে পারে, শাস্ত্র বা আইন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু রাম বা শ্যাম যদি পরস্পরের কোন ক্ষতি না করিয়া যে কোন উপায়ে ধন উপার্জ্জন করেন না কেন, শাস্ত্র বা আইনের তৎপ্রতি উদাসীন হওয়া উচিত। তুমি আমাকে উপদেশ দিতে পার যে আমার এই প্রকারে ধন উপার্জ্জন করা উচিত। কিন্তু আমাকে ন্যায়তঃ তোমার উপদেশানুসারে চলিতে বাধ্য করিতে পার না। যখন শাস্ত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করে, তখনই সামাজিক উন্নতিস্রোত একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। একবার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশ সমূহের প্রতি নেত্রপাত কর। উভয়ের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা তুলনা কর। তাহাহইলে দেখিতে পাইবে যে আজ কাল পাশ্চাত্য দেশগুলি যে অনেক বিষয়ে এত উন্নত ও প্রাচ্যদেশ গুলি এত অনুন্নত তাহার প্রধান কারণ একস্থলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অপর স্থলে তাহার অভাব। ঐ যে আটলাণ্টিক মহাসাগরস্থিত ক্ষুদ্র শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীরা আজ ২৫ কোটি ভারতবাসীকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, উহার কারণ কি জান? আজ যে ব্রিটেনীয়ার জয়পতাকা পৃথিবীর প্রত্যেক খণ্ডেই উড্ডীয়মান, আজ যে তাহার বিজয়ভেরীর রবে গগন নিনাদিত আজ যে "অসভ্য জাপান" সুসভ্য ও পরাক্রমশালী তাহার কারণ কি জান? তাহাদের হস্তপদ কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ নহে, তাহারা দেশাচারের দাস নহে, তাহারা অযুক্তিকর শাস্ত্রদ্বারা পরিচালিত নহে, তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। ভুজঙ্গ যেরূপ গাভীর পদবন্ধন করিয়া দুগ্ধদোহন করে, দেশাচারও তদ্রূপ ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রুদ্ধ করিয়া বল, বীর্য্য, সাহস সমুদায়ই দোহন করিয়া লইয়াছে। সামাজিক শাসন আবশ্যক, কিন্তু কোন বিষয়েরই আতিশয্য শ্রেয় নহে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপই হিন্দুসমাজের দুর্গতির প্রধান এক কারণ। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের মুখাপেক্ষা না করিয়া, যে সমুদায় দেশাচার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গতিরোধ করে, তাহা দেশ হইতে দূর করা হিন্দু-সমাজের নেতাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সমাজ উন্নতির বিবিধ উপায় লক্ষিত হয়, প্রথম ন্যায়, দ্বিতীয় নূতনশাস্ত্র বা ব্যবস্থা, তৃতীয় প্রাচীনশাস্ত্রের দেশ কাল পাত্রোপযোগী নব-ব্যাখ্যা। যে স্থলে সমাজের অধিকাংশ লোক সুশিক্ষিত, যে স্থলে যুক্তি প্রবল, সে স্থলে কোন প্রকটিত বিধির অভাবে, প্রত্যেক কার্য্যে মনুষ্যকে ন্যায়দ্বারা পরিচালিত করা যাইতে পারে, সে স্থলে ন্যায়ের সাহায্যে সমাজ চালিত হইতে পারে। কিন্তু অতি সুসভ্য সমাজেও কোনটি ন্যায় বা কোনটি অন্যায়, তাহা সকলে বোধগম্য করিতে সক্ষম হয় না। এইজন্য, সমাজরক্ষার জন্য শাস্ত্রীয় বিধি প্রকটিত হওয়া আবশ্যক হয়। যে স্থলে প্রাচীনশাস্ত্রের প্রতি অকাট্য বিশ্বাস নাই, যে স্থলে প্রাচীনশাস্ত্র দেবতা বা দৈব-শক্তিসম্পন্ন মনুষ্যদ্বারা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস নাই, সে স্থলে প্রাচীনবিধির স্থলে নূতনবিধির প্রবর্ত্তনায় বিশেষ দোষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু এমন অনেক সমাজ আছে যে সমাজে যাহা প্রাচীন তাহাই উৎকৃষ্ট, তাহাই ভ্রমশূন্য, তাহাই ঈশ্বর অনুমোদিত বলিয়া গৃহীত হয়। যে স্থলে সত্যযুগ ভবিষ্যতে স্থাপিত না হইয়া ভূতকালে স্থাপিত হইয়াছে, যে স্থলে মনুষ্য ক্রমে অধিকতর জ্ঞান-লাভ করিতেছে এরূপ বিশ্বাস না থাকিয়া, দিন দিন মূর্খ হইতেছে, এইরূপ বিশ্বাস প্রবল, যে সমাজে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, সকলেই ভূতকালের এবং যাহা কিছু কদর্য্য তাহা বর্ত্তমান কালসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস, যে স্থানে শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, দীর্ঘায়ু, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, সত্য-নিষ্ঠার আদর্শ পশ্চাৎদিক্ অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, সে স্থলে প্রাচীনবিধির স্থলে নূতনবিধির প্রবর্ত্তনায় মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গল হইতে পারে। পশ্চাদাগত শাস্ত্রের প্রতি যতদিন দৃঢ়বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন নূতনশাস্ত্রের প্রতি লোকের আস্থা হওয়া কঠিন। উহাতে লাভের মধ্যে এই হয় যে প্রাচীনশাস্ত্রের দোষারোপ করিয়া উহার ভ্রম সাধারণের চক্ষে বাহির করিয়া দিয়া উহাতে যাহা কিছু ভাল আছে, তৎপ্রতিও আস্থা খর্ব্ব করিয়া দেওয়া হয়, অথচ নূতন-শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাহেতু তাহাও কেহ পালন করিতে প্রস্তুত হয় না। সমাজের রীতিনীতি পরি-বর্ত্তন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের সর্ব্বতোভাবে পরি-হার করা কর্ত্তব্য। প্রাচীনশাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন সমাজনেতাদের বা সমাজ-সংস্কারকদের একটি বিশেষ ভ্রম। ব্রাহ্মসমাজের মতের সহিত আমাদের সর্ব্ববিষয়ে মতভেদ থাকা-তেও উহার, উদ্দেশ্য সাধু বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু উদ্দেশ্য সৎ হইলেও উহা যে বিশেষ ফল দেখাইতে পারিতেছে না, তাহার কারণ কি? প্রাচীনশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া নূতনশাস্ত্র করিতে যাওয়াই উহার প্রধান কারণ। অশি-ক্ষিত সমাজে নূতনশাস্ত্রের অবতারণা করিতে যাওয়া নিতান্তই আশঙ্কাজনক। পরিবর্ত্তন অবশ্য হইবে, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন এমনি ভাবে করা আবশ্যক যে, সমাজে আঘাত না পায়। নূতনশাস্ত্রকর্ত্তা কেবল তৃতীয় প্রণালীর অনুযায়ী প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবেন। সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির কিসে হিত বা অহিত হয়, তিনি যুক্তিদ্বারা তাহা প্রথম নির্দ্ধারিত করিবেন, তৎপরে যেটি দ্বারা সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির হিত হয়, প্রাচীন-শাস্ত্রে তদ্রূপ ব্যাখ্যা দিবেন। তাহাহইলে

প্রাচীনশাস্ত্রেরও মর্য্যাদা থাকিল, সাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছুই করা হইল না, অথচ নূতন ব্যাখ্যাদ্বারা নূতনশাস্ত্রের অবতারণা হইল এবং উহা দেশ কাল পাত্রোপযোগী হওয়ায় এবং প্রাচীন শাস্ত্র-সম্ভূত বলিয়া জনসমাজে গৃহীত ও আদৃত হইতে লাগিল। এই প্রণালীতেই প্রাচীন হিন্দুধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা শাস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেন, এই প্রণালীতেই প্রাচীন রোমীয়ব্যবস্থাপকেরা স্বদেশের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া জনসমাজের উন্নতিসাধন করিতেন এবং এই প্রণালীতেই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। জীমূতবাহন এক কথায় বলিলেই পারিতেন যে "প্রাচীনকালে পিতা ও পুত্র পৈতামহসম্পত্তিতে তুল্যাধিকারী ছিলেন, কিন্তু ঐ নিয়ম বর্ত্তমানকালের উপযোগী নহে, বর্ত্তমানে পিতা জীবিত থাকিতে পুত্র পৈতামহসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন না, আমি প্রাচীনশাস্ত্রের স্থলে, এইরূপ নিয়ম প্রচলিত করিলাম, ইহাতেই সমাজের অধিক উপকার সম্ভাবনা, তোমরা আমার প্রণীতশাস্ত্র গ্রহণ কর।" কিন্তু তিনি জানিতেন যে ঐরূপভাবে নূতনবিধির অবতারণা করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করিবে না, স্থতরাং তিনি উহা না বলিয়া প্রচীনবিধি যেমন তেমনি রাখিয়াছেন, অথচ উহাতে এমন কৌশলেনূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে প্রাচীনশাস্ত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যখন সমাজ দেখিল যে নূতনবিধি প্রাচীন শাস্ত্রসম্ভূত এবং উহা দেশ পাত্র ও কালোপযোগী তখন তাহা গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিল না।

হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় ব্যতীত ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বহুল ধর্ম্মসম্প্রদায় লক্ষিত হয়। সকল সম্প্রদায়ই স্বীয় স্বীয় মতের প্রচারদ্বারা স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। আরবদেশে প্রথমে ইশলাম ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে অনেক দেশে ইশলাম ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে এবং অন্যান্য অনেক ধর্ম্মাবলম্বী ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে বোধ হয় দশভাগের নয়ভাগ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইনে প্রথমে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হয়, কিন্তু সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীরা আজ কাল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং বৎসর বৎসর শত শত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা সহস্র সহস্র অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে খৃষ্টান করিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কার্য্য আজ কাল নাই, কিন্তু প্রচারবলেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতোদ্ভূত হইয়াও চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম ও জাপান দেশপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। অধুনা পৃথিবীতে চারিটী প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ। খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রচার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, পৃথিবীতে এমন দেশ নাই, যে স্থলে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারকেরা স্বীয় ধর্ম্মের বিস্তার করিতেছেন না। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচারোপলক্ষে মানবজাতির নানাবিধ উপকার সাধনও করিতেছেন। মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকেরাও স্বীয়ধর্ম্মপ্রচার করেন বটে, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের ন্যায় তাহাদিগের কোন বিশেষ প্রণালী নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে প্রচার বিধি থাকাতেও উহার আজকাল প্রচার কার্য্য নাই। হিন্দুধর্ম্মে প্রচারবিধি একবারেই লোপ হইয়াছে এবং অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুধর্ম্মভুক্ত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। এই কারণেই ভারতবর্ষ ও নিকটবর্ত্তী কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপ ও আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান ব্যতীত অন্য কোথায়ও

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। এইরূপ প্রথার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে প্রত্যেক বৎসরে অনেক হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। মানবসমাজে যদি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় না থাকিত, অর্থাৎ ধর্ম্মমত প্রভেদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধের কোন বাধা না হইত, তাহাহইলে কথা ছিল না, কিন্তু যখন পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যখন ধর্ম্মের একতার সহিত সামাজিক একতা একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, তখন হিন্দুসমাজ স্বীয় অঙ্গ পুষ্টির বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারে না। ভাষা রীতিনীত ও ধর্ম্মের একতার উপর যে কি সম্বন্ধ তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এমত স্থলে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক হিন্দুসমাজের অঙ্গ পুষ্টিসাধন পক্ষে সমাজনেতাদিগের দৃষ্টিপাৎ করা উচিত। পুরাকালে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহার উত্তম প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকালও পার্ব্বতীয় বন্যজাতিরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জাতিবিশেষ গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হওয়ায় তাহারা হিন্দুসমাজের অঙ্গপুষ্টি না করিয়া খৃষ্টীয়ান সমাজেরই অঙ্গপুষ্টি করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অশাস্ত্রীয় বর্ণভেদ প্রথাই অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা দিতেছে। অন্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোনবুদ্ধিমান ব্যক্তিই অনাচমনীয় নূতন একটী বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে চাহে না। সুতরাং হিন্দুসমাজ অঙ্গ পুষ্টিসাধন করিতে ইচ্ছা করিলে উহার একটু উদারনীতি অবলম্বন করা উচিত। ঐরূপ নীতি অবলম্বন করিতে গেলে, শাস্ত্রের পোষকতা পাইবার কোন বাধা নাই কিন্তু এসব গুরুতর বিষয়ে সমাজের বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের চিন্তার অভাব দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বৃক্ষের মূলে জলসেচন না করিয়া পত্রপুষ্পে জল দিয়া উহা সজীব রাখিতে চান।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজের বহুবিধ প্রচলিত রীতিনীতির বিষয় হিন্দুপত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি যদি সমাজের অহিতকর হয় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন হয়, তাহাহইলে উহা পরিবর্ত্তন করিবার বিরুদ্ধে কাহার মত ন্যায্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেকে বলেন যে স্বীকার করিলাম যে অনেক আচার ব্যবহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং সমাজের পক্ষে অপকারী কিন্তু পরিবর্ত্তন করে কে? রাজা বিদেশীয়, তিনি সঙ্গতভাবেই সামাজিক রীতিনীতির উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন; যদি তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেও যান, তাহাহইলে নানাবিধ বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। দেশের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যাহার আদেশ সকলেই মান্য করিয়া চলিবে? সুতরাং তাহারা বলেন, আমরা যাহা আছি তাহাই থাকি, পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বৃথা, করিলেও হইবে না। রোগ আছে কিন্তু সে রোগ উপশমের আদৌ কোন চেষ্টা করিব না।

এইক্ষণ দেখা যাউক যে সমাজের উপর আধিপত্য করেন কাহারা? যাহারা সমাজের উপর আধিপত্য করেন, তাহারা যদি একমত হইয়া কোন কার্য্য করেন, তাহাহইলে দেশের লোকের গ্রাহ্য না হইবার কারণ নাই। তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলাম যে বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। অন্ততঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা উহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কি না, সে বিষয় এইক্ষণ বিচার করিব না। যদি বঙ্গ-

দেশের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যাসাগরের সহিত একমত হইতেন কিম্বা অন্ততঃ অধিকাংশ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত যোগদান করিতেন, বা তাঁহাকে বাধা না দিতেন তাহাহইলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইবার কিছুই বাধা ছিল না। পণ্ডিতমণ্ডলী একস্বরে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করাতেই, সাধারণ লোক উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ধারণা করায় উহা প্রচলিত হয় নাই। আজকাল নব্যসংস্কারকদল পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে সমাজ-সংস্কার করিতে চাহেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে আমাদের সমাজের ন্যায় সমাজের সংস্কার ন্যায় কিম্বা রাজাজ্ঞা বা রাজব্যবস্থাদ্বারা হইতে পারে না। একমাত্র উপায় শাস্ত্রের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা। জীমূতবাহন কিরূপে পৈতামহসম্পত্তিতে কেবল পিতার অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মতে সমাজ-সংস্কাররূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কেবল আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী। ইংরাজিশিক্ষিত এম্, এ, বিএলদিগের সমাজের উপর কিছুমাত্র যে আধিপত্য নাই, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই পদে পদে দেখিতে পারেন। আজও ব্রাহ্মণপণ্ডিত-দিগের সমাজের উপর অসাধারণ আধিপত্য। যতদিন সমাজের জন্য এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের প্রাণ না কান্দিবে, যতদিন তাহারা ভারত-বর্ষের প্রাচীন অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিয়া লজ্জা ও ক্ষোভে মস্তক অবনত না করিবেন, যতদিন তাহাদের আচণ্ডাল সকলের প্রতি ভালবাসা না জন্মিবে, যতদিন তাহারা বৈদান্তিক বিশ্বজনীন মৈত্রী দেখাইতে না শিখিবেন, ততদিন বঙ্গদেশের কিম্বা ভারতবর্ষের পুনরভ্যুত্থান অসম্ভব। পণ্ডিতমণ্ডীর মধ্যে ধার্ম্মিক পরোপকারী বিদ্বান্ বিচক্ষণ লোকের অভাব নাই, কিন্তু নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদিগকে আদৌ গণনার মধ্যে আনেন না। নিরামিষাশী টিকিওয়ালা ভট্টাচার্য্য অনেক নব্যবাবুদের নিকট আদৌ আদরের বা শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছেন, যাহাদের নিকট এম্, এ, বিএল্ মহাশয়দের বিদ্যা বুদ্ধি বৈদ্যুতিক আলোকের নিকট তৈলদীপের আলোকসদৃশ নিস্তেজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমার এই বিশ্বাস যে ভট্টাচার্য্য কুলতিলকরঘুনন্দনের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। পণ্ডিতমণ্ডলীর কিন্তু তাহাদের স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি যথেষ্ট অবহেলা দেখা যায়। তাহারা সমাজের রাজা, অথচ সমাজ অধঃপাতে গেলেও তাহারা ফিরিয়া দেখেন না। তাহারা সমাজের হিতাহিতসম্বন্ধে কখন গভীর আলোচনা করেন না, তাঁহারা ভারতের দ্ররিদ্রতা, দুর্ব্বলতা, পরাধীনতা, মূর্খতা প্রভৃতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা নিবারণের কোন উপায় করেন না। তাহারা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। পণ্ডিতমণ্ডলীর এই উদাসীনতা দূর করিবার উপায় অবলম্বন করা উচিত। সমাজের উন্নতিসাধনার্থে পণ্ডিতমণ্ডলীর একটী সমিতি সংস্থাপন আবশ্যক। উহাতে সমাজের প্রচ-লিত বিধির মধ্যে কোন্ বিধিগুলি সমাজের পক্ষে অহিতকর বা হিতকর তাহা আলোচনা-পূর্ব্বক হিতকর আচার ব্যবহার সংরক্ষণ ও অহিতকর আচার ব্যবহারের ধ্বংস করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হওয়া উচিত। তাহারা যদি সমাজের নেতৃত্বপদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তাহা-হইলে সমাজের উপর তাহাদের উদাসীনতা-ভাব ধারণ করিলে চলিবে না। প্রাচীনকালে

নৈমিষারণ্য প্রভৃতি পবিত্রস্থানে ঋষিগণ সমবেত হইয়া সমাজ হিতকর বিবিধবিধি প্রকটিত করিতেন, বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের ও ঋষিগণের উদাহরণ অনুসরণপূর্ব্বক সমাজের মঙ্গলার্থ দৃঢ়ব্রত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় ন্যাসানলকন্‌গ্রেসনামক রাজনৈতিক সভার অধিবেশনের পরই ভারতবর্ষীয় সোসিয়াল্‌ কন্‌ফারেন্সনামক একটি সামাজিক সভার প্রত্যেক বৎসর একবার অধিবেশন হইয়া থাকে। আমি যতদূর ঐ সভার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, উহাতে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় লইয়া সামাজিক সংস্কার কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, আমি তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। গত বৎসর বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মহারাষ্ট্রবাসী পূজ্যপাদ গোবিন্দমহাদেব রাণাডে এই সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম যে পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সমাজের প্রতি দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ না হইব, সে পর্য্যন্ত যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে চাউন না কেন, উহা পণ্ডশ্রম হইবে। তাহার নিকট আমার মনোভাব ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থাকারে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আক্ষেপের বিষয় উহা ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষাভাব থাকিবে না, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি থাকিবে, এইমাত্র। ইহা ব্যতীত যে সমুদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস এবং আচার ব্যবহারের অত্যন্ত প্রভেদ তাহাদের সকলকে একত্র লইয়া কোন প্রকারেই সমাজ-সংস্করণ করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সোসিয়াল কন্‌ফারেন্স শাস্ত্র মানিয়া চলিতে চান না। আমি সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রণালী পূর্ব্বে সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছি, পাঠক যদি তাহা মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে দেখিতে পারিবেন যে আমার মত এই যে সমাজের উন্নতি অবশ্য করিতে হইবে, কিন্তু শাস্ত্রের মর্য্যাদাও রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের ন্যায় অনুন্নত সমাজে বিশ্বাসের ভিত্তি উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে তাহার স্থান অধিকার করে এমন কিছুই দেখিতে পাই না। বেদাদিশাস্ত্রে সাধারণের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে হইবে। এটি অসম্ভব নয়। প্রাচীন ঋষিগণ ইহাই করিয়া গিয়াছেন। আমাদেরও তাহাদের পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এইজন্যই আমাদের দেশের সমাজসংস্করণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। সোসিয়াল্‌কন্‌ফারেন্স পাশ্চাত্য প্রণালীতে সমাজ গঠন করিতে চান, উহা সম্ভব নহে, শ্রেয়ও নহে। উহা করিতে গেলে, যাহা ভাল আছে তাহাও যাইবে, লাভের মধ্যে পাশ্চাত্য কতকগুলি দোষ সমাজে আসিয়া ঢুকিবে। যখন হিন্দুধর্ম্ম মহামণ্ডলের সৃজন হয়, তখন আমাদের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল, যে এইবার বুঝি যথার্থ মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের বীজবপন করা হইল কিন্তু আমাদের দেশের প্রধান দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে আমরা আজকাল সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং বৃথা আড়ম্বর ভাল বাসি, খবরের কাগজে লম্বা চেওড়া কথায় লোকের মনে ধাঁধা লাগাইয়া দিই। আমরা পণ্ডিতগণের যে সভার কথার প্রস্তাব করিতেছি, উহা সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য হইবে। উহাতে কেবল শাস্ত্র ও সমাজের আলোচনা ও মীমাংসা হইবে এবং সেই মীমাং-

সার বহুলপ্রচারের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ফল কথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে আমরা ভারতবর্ষ মহামণ্ডলনামক সভা হইতে বেশী কোন আশা করিতে পারি এরূপ বোধ হয় না। সাম্প্রদায়িকভাবে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহা হইতে আমরা সমাজের কোন উপকার আশা করিতে পারি না। সমাজের উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা অসম্প্রাদায়িকভাবে অর্থাৎ সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। এই উচ্চ আদর্শ সকল কার্য্যেই চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে হইবে। দৃষ্টি অন্য দিকে গেলেই নিশ্চয়ই পদস্খলন হইবে। সাম্প্রদায়িকভাবই হিন্দু-সমাজের অধোগতির যে একটি প্রধান কারণ উহা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অতএব পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট করপুটে নিবেদন যে তাঁহারা অসম্প্রদায়িকভাবে হিন্দু-সমাজের উন্নতিসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হউন্। তাঁহারা হিন্দু সমাজের নেতা, শাস্ত্রাদি তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া এপর্য্যন্ত জীবিত আছে, সমাজের ও তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির উপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। তাঁহারা অনায়াসে যে কার্য্য করিতে পারিবেন, অন্য লোকে অনেক যত্ন করিয়াও তাহা করিতে পারিবে না। ভগবান্ যাহাকে যে সমুদায় উৎকৃষ্ট বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কুশল হইতে মানবের বঞ্চিত হইতে হয়। আর সময় নাই, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পণ্ডিতমণ্ডলী হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের গ্লানি ধৌত করিয়া উহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে যত্নবান হউন্, আর তাহা না করিলে তাঁহারা নিজেও যে অধঃপাতে যাইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। বিদেশীয় লোকে বিদেশীয় ধর্ম্ম বিদেশীয় আচার ব্যবহার অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আর অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু-সমাজ যে ম্লেচ্ছসমাজে পরিণত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অতএব আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, স্বায় স্বীয় ক্ষমতানুসারে যে যতদূর পারেন, স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন, তাহা হইলে দুর্দ্দিন আর চিরকাল থাকিবে না। স্বদেশোদ্ধাররূপ মহাযজ্ঞে স্বার্থকে বলিপ্রদানপূর্ব্বক, যজ্ঞ সমাধান করুন্। বিনা স্বার্থত্যাগে কিছুই হইতে পারে না। বেদ উপনিষৎ, দর্শনাদিশাস্ত্রের বহুল প্রচার করিতে হইবে। পুরাণাদিশাস্ত্রের গূঢ়রহস্য সাধারণকে অবগত করাইতে হইবে। সমাজে পাপের হ্রাস ও পুণ্যের বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে যথার্থ চণ্ডাল পর্য্যন্ত প্রেম দেখাইতে হইবে। সাম্প্রদায়িকভাব বঙ্গোপসাগরে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। জাতীয় একতা সংস্থাপন করিতে হইবে। সমাজের ধর্ম্মবল, জ্ঞানবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কার্য্য করিলে, ঋষিগণের আশীর্ব্বাদে ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার যে অভ্যুদয়ভাগী হইবেই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মে বিশ্বাস চাই, ঋষিগণের বাক্যে বিশ্বাস চাই, স্বীয় আত্মায় বিশ্বাস চাই, তবেই ত কার্য্যসিদ্ধি হইবে। হে ভারতবর্ষীয় বুধগণ! আপনারা যে যেখানে থাকুন্ না কেন, আপনারা সামাজিক প্রথানুসারে যিনি যে যে বং বলিয়া পরিচিত হউন্ না কেন, আমি আপনাদের সকলের পাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া করপুটে এই নিবেদন করি যে আপনারা সকলে সমবেত হইয়া ভারতের পুনরুদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হউন্। ভারতের প্রাচীনকালের বিদ্যা বুদ্ধি ধন জন, বল ইত্যাদি স্মরণ করিয়

ও সমাজের বর্ত্তমান শ্মশানোপম অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া যথার্থ পুরুষের ন্যায় পতনোন্মুখ অশ্রু- সম্বরণ করিয়া মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনে সকলেই ব্রতী হউন্। ক্রমশঃ—

# সত্যকাম জাবালসংবাদ।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়, ৪।৫।৬।৭।৮।৯ খণ্ড।

প্রাচীনকালে সত্যের যে কতদূর আদর ছিল, তাহা সত্যকাম জাবালের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝা যায়। জারজ হইয়াও এই দাসী-পুত্র কেবল সত্যের প্রতি অচল অনুরাগ থাকা-হেতু, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা বলেন সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কীর্ণ, উহাতে উদারভাব নাই, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া সত্যকাম জাবাল-সংবাদ পাঠ করিবেন। সত্যকাম বিদ্যালাভার্থ গৌতম ঋষির নিকট উপস্থিত হয়েন, গৌতম তাহার বংশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সত্য-কাম তাহার জন্মের বৃত্তান্ত মাতার নিকট যাহা অবগত হইয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক তাহা বলিলেন। গৌতম সত্যকামের অসাধারণ নৈতিক বল দেখিয়া বলিলেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও হৃদয় এত প্রশস্ত হইতে পারে না যে এরূপ আত্মগ্লানি লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতে পারে। গৌতম সত্যকামের অসাধারণ সত্যপরায়ণতা দেখিয়া বলিলেন তুমি ব্রাহ্মণ, সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে এইক্ষণেই উপনীত করিব। তৎপরে সত্যকাম যথারীতি উপনীত হইলেন এবং প্রাচীনকালের রীত্যনুসারে গুরুর গোচরণার্থ গুরুগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। আমরা বিদ্যালয়ে গমন করিয়া গ্রন্থ পড়িয়া জ্ঞান লাভ করি বলিয়া এইরূপ সংস্কার হইয়াছে, যে গ্রন্থ পাঠ ভিন্ন কেহ পণ্ডিত হইতে পারে না। কিন্তু এই সংস্কার যে ভ্রমপূর্ণ, জগতের অনেক মহাত্মার জীবনী পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। যাঁহারা অহরহঃ প্রকৃতির অনন্ত-রূপ চিন্তা করিতেছেন, যাঁহাদের হৃদয়ে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র, গিরি, বন আদির অন্তর্নিহিতশক্তি অহরহঃ প্রতিভাত হইতেছে, তাঁহারা কোন গ্রন্থ পাঠ না করিয়াও ঋষি এবং তাঁহারাই মানব শিক্ষক হইয়া থাকেন। জ্ঞানা-র্জ্জনের জন্য যাহাদের হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা আছে, তাহাদের শিক্ষকের অভাব হয় না। তাহারা অতি সামান্য সামান্য বস্তু হইতেও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সত্যকামের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। তিনি বৃষভ, অগ্নি, হংস, মদ্গু বা পানিকৌড়ির নিকট হইতে দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সত্যকাম চারি-দিক নেত্রপাত করিলেন,—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, এই চারিদিক কি পদার্থ? উহারা ব্রহ্মের অবয়ব। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতি বিবিধ লোক কি পদার্থ? উহারা ব্রহ্মের অব-য়ব। সত্যকাম উর্দ্ধদিকে নেত্রপাত করিলেন,—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি কি পদার্থ? উহারা ব্রহ্মের অবয়ব। সত্যকাম আত্মশরীর ও মনের দিক দৃষ্টিপাত করিলেন, এই সমুদায় বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সমুদায় কি পদার্থ? ব্রহ্মের অব-য়ব। সমস্ত জ্ঞানের মূল ব্রহ্মজ্ঞান যে ব্যক্তির লাভ হইল, তাহার আর কিছুই শিখিতে রহিল না। সাধারণ ব্যক্তিদিগের বাহ্যাকৃতি হইতে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিদিগের বাহ্যাকৃতি অনেক বিভিন্ন। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা প্রসন্নেন্দ্রিয়, প্রহসিত বদন, চিন্তাবিরহিত এবং আশাশূন্য হইয়া থাকেন।

গৃহে আসিলে গৌতম তাহাকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন। সত্যকাম! তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা কে শিখাইল ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন। সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াও, গুরুর সম্মান রক্ষার্থ, তাহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন। গৌতম পুনর্ব্বার তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। সত্যকাম অতঃপর স্বয়ং আচার্য্য হইয়া ব্রহ্মচারীদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রোঽহমস্মীতি ॥ ৪—১ ॥

পদপাঠঃ। সত্যকামঃ। হ। জাবালঃ। জবালাং। মাতরং। আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে। ব্রহ্মচর্য্যং। ভবতি। বিবৎস্যামি। কিং। গোত্রঃ। অহম্। অস্মি। ইতি।

(১) জাবাল—জবালার পুত্র। (২) আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে—ডাকিয়াছিলেন। (৩) ব্রহ্মচর্য্যং—ব্রহ্মচর্য্যায়। ব্রহ্মচর্য্যের জন্য। (৪) ভবতি—হে ভবতি (সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন)। (৫) বিবৎস্যামি—আচার্য্যকুলে বাস করিব। (৬) কিং গোত্রঽহমস্মীতি—আমি কোন গোত্র? ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণকালে গুরু, শিষ্যের কুল গোত্র জানিয়া তাহাকে উপনীত করিতেন, এইরূপ প্রথা থাকায় সত্যকাম মাতা জবালার নিকট নিজের কুল গোত্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

জবালাপুত্র সত্যকাম জাবাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে বলিয়া মাতা জবালাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন আমি কোন গোত্র?

সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি ॥ ৪—২ ॥

পদপাঠঃ। সা। এনং। উবাচ। ন। অহং। এতৎ। বেদ। তাত। যৎ। গোত্রঃ। ত্বং। অসি। বহু। অহং। চরন্তী। পরিচারিণী। যৌবনে। ত্বাং। অলভে। সা। অহং। এতৎ। যৎ। গোত্রঃ। ত্বং। অসি। জবালা। তু। নাম। অহং। অস্মি। সত্যকামঃ। নাম। ত্বং। অসি। সঃ। সত্যকামঃ। এব। জাবালঃ। ব্রবীথা।

জবালা, পুত্র জাবালকে বলিলেন হে তাত! তুমি কোন্ গোত্র, তাহা আমি জানি না, আমি যৌবনকালে বহুভর্ত্তৃগৃহে পরিচারিণীর কার্য্য করিতে করিতে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, এইজন্য তোমার কাহার ঔরসে জন্ম হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা তোমার নাম সত্যকাম, তুমি সত্যকাম জাবাল বলিয়া পরিচয় দিও।

স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি ॥ ৪—৩ ॥

পদপাঠঃ। স। হ। হারিদ্রুমতং। গৌতমং এত্য। উবাচ। ব্রহ্মচর্য্যং। ভগবতি। বৎস্যামি উপেয়াং। ভগবন্তং। ইতি।

(১) হারিদ্রুমতং—হরিদ্রুমতের পুত্র। (২ ব্রহ্মচর্য্যং—ব্রহ্মচর্য্যার্থ। (৩) ভগবতি—পূজা তোমাতে। (৪) বৎস্যামি—বাস করিব। (৫ উপেয়াং—নিকটে আসিলাম। (৬) ভগবন্তং—ভগবানের নিকট।

বঙ্গার্থ। জাবাল হারিদ্রুমত গৌতমের নিক উপস্থিত হইয়া বলিল যে আমি ভগবানে নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব বলিয়া ভগ বানের নিকট আসিয়াছি।

তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীৎ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত

কামো নাম ত্বমসীতি সোহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি ॥ ৪—৪॥

পদপাঠঃ। তং। হ। উবাচ। কিং। গোত্রঃ। নু। সোম্য। অসি। ইতি। সঃ। হ। উবাচ। ন। অহং। এতৎ। বেদ। ভো। যৎ। গোত্র। অহং। অস্মি। অপৃচ্ছং। মাতরং। সা। মা। প্রতি। অব্রবীৎ। বহু। অহং। চরন্তী। পরিচারিণী। যৌবনে। ত্বাং। আলভে। সা। অহং। এতৎ। ন। বেদ। যৎ। গোত্রঃ। ত্বং। অসি। জবালা। তু। নাম। অহং। অস্মি। সত্যকামঃ। নাম। ত্বং। অসীতি। স। অহং। সত্যকামঃ। জাবালঃ। অস্মি ভো॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ। গৌতম জাবালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সোম্য। তুমি কোন্ গোত্র, জাবাল বলিলেন আমি কোন্ গোত্র তাহা জানি না, মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে মাতা বলিলেন যে, তিনি যৌবনকালে বহুলোকের পরিচারিণীর কার্য্য করিতে করিতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং আমি কোন্ বংশসম্ভূত তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার নাম জবালা আমার নাম সত্যকাম সুতরাং আমি সত্যকাম জাবাল এইমাত্র তিনি বলিলেন।

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি। সমিধং সোম্যাহরোপত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি তা অভিপ্রস্থাপয়ন্ উবাচ নাসহস্রেণাবর্ত্তয়েতি স হ বর্ষগণং প্রোবাস তা যদা সহস্রং সম্পেদুঃ ॥ ৪—৫ ॥

পদপাঠঃ। তং। হ। উবাচ। ন। এতৎ। অব্রাহ্মণঃ। বিবক্তুং। অর্হতি। সমিধং। সোম্য। আহর। উপ। ত্বা। নেষ্যে। ন। সত্যাৎ। অগাঃ। ইতি। তং। উপনীয়। কৃশানাং। অবলানাং। চতুঃশতা। গাঃ। নিরাকৃত্য। উবাচ। ইমাঃ। সোম্য। অনু সংব্রজ। ইতি। স। হ। বর্ষগণং। প্রোবাস। তা। যদা। সহস্রং। সম্পেদুঃ।

(১) কৃশানাং অবলানাং—কৃশ ও দুর্ব্বলা-গাভীদিগের মধ্যে।

গোতম বলিলেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই এইরূপ সত্য বলিতে সমর্থ হয় না। অতএব তুমি ব্রাহ্মণ।

হে সোম্য! তুমি সমিধ আহরণ কর, তোমাকে আমি উপনীত করিব, যেহেতু তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই। ইহা বলিয়া তাহাকে উপনীত করিয়া কৃশ দুর্ব্বলগাভীদিগের মধ্যে চারিশত গাভী মোচন করিয়া বলিলেন, তুমি ইহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর। গাভী সমুদায় বনে প্রেরণকালে জাবাল বলিলেন চারিশত গাভী সহস্র না হইলে প্রত্যাগমন করিব না। জাবাল দীর্ঘকাল প্রবাস করিয়াছিলেন এবং ঐ কালের মধ্যে ঐ সকল গাভী সহস্রসংখ্যক হইয়াছিল।

অথ হৈনমৃষভোঽভ্যুবাদ সত্যকাম ইতি ভগব। ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সোম্য! সহস্রং স্মঃ প্রাপয় ন আচার্য্যকুলং। ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচ প্রাচীদিক্কলা, প্রতীচীদিক্কলা দক্ষিণাদিক্কলোদীচী দিক্কলৈষ বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে প্রকাশবানস্মিল্লোঁকে ভবতি প্রকাশবতোহলোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে ॥

পদপাঠঃ। অথ। হ। এনং। ঋষভঃ। অভ্যুবাদ। সত্যকাম। ইতি। ভগব। ইতি। হ। প্রতি শুশ্রাব। প্রাপ্তাঃ। সোম্য। সহস্রং স্ম। প্রাপয়। নঃ। আচার্য্যকুলং। ব্রহ্মণঃ। চ। তে। পাদং। ব্রবাণি। ইতি। ব্রবীতু। মে। ভগ-

ষান্। ইতি তস্মৈ। হ। উবাচ। প্রাচী। দিক্। কলা। দক্ষিণা। দিক্। কলা। উদিচী। দিক্। কলা। এষঃ। বৈ। সোম্য। চতুষ্কলঃ। পাদঃ। ব্রহ্মণঃ। প্রকাশবান্। নাম। সঃ। য। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। প্রকাশবান্। ইতি। উপাস্তে। প্রকাশবান্। অস্মিন্। লোকে। ভবতি। প্রকাশবতঃ। হ। লোকান্। জয়তি। যঃ। এস্তং। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। প্রকাশবান্। ইতি। উপাস্তে॥ ৫॥

তখন পালের ষাঁড় বলিল, হে সত্যকাম। সত্যকাম বলিলেন হে ভগবন্! ষাঁড় বলিল, হে সোম্য! আমরা এইক্ষণ সহস্র সংখ্যক হই-য়াছি, আমাদিগকে আচার্য্যের বাটী লইয়া চল। আমি তোমার নিকট ব্রহ্মের চারি অংশের একাংশ বর্ণনা করিব। জাবাল বলিলেন, ভগবান্ বর্ণনা করুন, তাহাতে ঋষভ বলিলেন পূর্ব্বদিক্, পশ্চিমদিক্, দক্ষিণদিক্, উত্তরদিক্, এই চারিদিক্ ব্রহ্মের অবয়বস্বরূপ। এই চতুর-বয়ব হইতে ব্রহ্মের প্রকাশময় নাম হইয়াছে। যে বিদ্বান্ ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপের উপাসনা করেন, তিনি ইহসংসারে খ্যাতিলাভ করেন এবং মৃত্যুর পর অমৃতলোক প্রাপ্ত হয়েন (জয়তি প্রাপ্নোতি)। বায়ু দিক্ সমূহের দেবতা, ঋষভকে আশ্রয় করিয়া বায়ু দেবতা সত্যকামকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

অগ্নিষ্টেপাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রা ভিসায়ং বভূবু-স্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ। তমগ্নিরভ্যুবাদ-সত্যকাম ইতি ভগব ইতি প্রতিশুশ্রাব। ব্রহ্মণঃ সোম্য। তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগ-বানিতি তস্মৈ হোবাচ পৃথিবীকলান্তরিক্ষং কলা, দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম। স য এতমেবং

বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যু-পাস্তেঽনন্তবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যনন্তবতোহ-লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তে॥ ১—৪॥

পদপাঠঃ। অগ্নিঃ তে পাদং। বক্তা। ইতি। স। হ। শ্বো। ভূতে। গাঃ। অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চক্রে। তাঃ। যত্র। অভি। সায়ং। বভূবুঃ। তত্র। অগ্নিং। উপসমাধায়। গাঃ উপরুধ্য। সমিধং। আধায়। পশ্চাৎ। অগ্নেঃ। প্রাক্। উপবিবেশ। তং। অগ্নিঃ। অভ্যুবাদ। সত্যকামঃ। ইতি। ভগব। ইতি। প্রতি শুশ্রাব। ব্রহ্মণঃ। সোম্য। তে। পাদং। ব্রবাণি। ইতি। ব্রবীতু। মে। ভগবানিতি। তস্মৈ। হ। উবাচ। পৃথিবী। কলা। অন্তরীক্ষং। কলা। দ্যৌঃ। কলা। সমুদ্রঃ। কলা। এষঃ। বৈ। সোম্য। চতুষ্কলঃ। পাদঃ। ব্রহ্মণঃ। অনন্তবান্। নাম। স। যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতু-ষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। অনন্তবান্। ইতি। উপাস্তে। অনন্তবান্। অস্মিন্। লোকে। ভবতি। অনন্তবতঃ। হ। লোকান্। জয়তি। যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। অনন্তবান্। ইতি। উপাস্তে।

বঙ্গার্থ। অগ্নি তোমাকে চারিপাদের আর একপাদ বলিবেন, ইহা বলিয়া ঋষভ নিরস্ত হই-লেন। সত্যকাম পরদিন প্রত্যুষে গাভী সকল আচার্য্য গৃহাভিমুখে চালাইতে লাগিলেন, তৎ-পরে যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, সেই স্থানে অগ্নিও সমিধসংগ্রহ করিয়া গাভীসকল বন্ধন করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপ-বেশন করিলেন। অগ্নি তাহাকে বলিলেন, হে সত্যকাম! সত্যকাম বলিলেন, হে ভগবন্! তৎ-পরে অগ্নি বলিলেন হে সোম্য! আমি তোমাকে ব্রহ্মের চারি অংশের একাংশের কথা বলিব। সত্যকাম বলিলেন, বলুন, তাহাতে অগ্নি জাবা-লকে বলিলেন হে সোম্য! পৃথিবী ব্রহ্মের

অবয়ব, অন্তরীক্ষ, ব্রহ্মের অবয়ব, স্বর্গ ব্রহ্মের অবয়ব, সমুদ্র ব্রহ্মের অবয়ব। এই চতুরবয়ব হইতে ব্রহ্মের অনন্তময় নাম হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মের এই অনন্তময় চতুরবয়বরূপ উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তময় হয়েন এবং পরে অনন্তময় লোক প্রাপ্ত হয়েন।

হংসস্তেপাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভিসায়ং বভূবু-স্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ। তং হংস উপ-নিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম ইতি ভগব। ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মণঃ সোম্য! তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হো বাচাগ্নিঃ কলা, সূর্য্যঃ কলা, চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎকলৈষ বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্নাম॥ ৩ স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে জ্যোতিষ্মানস্মিঁল্লোকে ভবতি জ্যোতিষ্মতোহলোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যু-পাস্তে॥ ৭—১।২।৩॥

পদপাঠঃ। হংসঃ। তে। পাদং। বক্তা। ইতি। স। হ। শ্বোভূতে। গাঃ। অভিপ্রস্থা পয়াঞ্চকার। তাঃ। যত্র। অভি। সায়ং। বভূবুঃ। তত্র। অগ্নিং। উপসমাধায়। গাঃ। উপরুধ্য। সমিধং। আধায়। পশ্চাৎ। অগ্নেঃ। প্রাক্। উপোপবিশেষ। তং। হংসঃ। নিপত্য। অভ্যু-বাদ। সত্যকামঃ। ইতি। ভগব। ইতি। হ। প্রতি শুশ্রাব। ব্রহ্মণঃ। সৌম্য। তে। পাদং। ব্রবাণি। ইতি। ব্রবীতু। মে। ভগবানিতি। তস্মৈ। হ। উবাচ। অগ্নিঃ। কলা। সূর্য্যকলা। চন্দ্রকলা। বিদ্যুৎ। কলা এষঃ। বৈ সোম্য। চতু-ষ্কলঃ পাদ। ব্রহ্মণঃ। জ্যোতিষ্মান্। নাম। সঃ। যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। জ্যোতিষ্মান্। ইতি। উপাস্তে। জ্যোতি-ষ্মান্। অস্মিন্। লোকে। ভবতি। জ্যোতিষ্মতঃ। হ। লোকান্। জয়তি। যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। জ্যোতিষ্মান্। ইতি। উপাস্তে।

বঙ্গার্থ। হংস তোমাকে ব্রহ্মের অপরাংশ বলিবেন। ইহা বলিয়া অগ্নি নিরস্ত হইবেন। তৎপরদিন প্রাতঃকালে জাবাল গাভী সকল গুরু গৃহাভিমুখে চালাইতে লাগিলেন। এবং পূর্ব্ব-দিনের ন্যায় স্বায়ংকালে অগ্নিসম্মুখে করিয়া বসি-লেন, একটি হংস উড়িয়া আসিয়া বলিল হে সোম্য! তোমাকে ব্রহ্মের অবয়বের অংশের কথা বলিব, অগ্নি ব্রহ্মের অবয়ব, সূর্য্য ব্রহ্মের অবয়ব, চন্দ্র ব্রহ্মের অবয়ব, বিদ্যুৎ ব্রহ্মের অবয়ব এই চতুরবয়বহেতুক ব্রহ্মের নাম জ্যোতিষ্মৎ হই-য়াছে, যিনি এই জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ ব্রহ্মের উপা-সনা করেন তিনি ইহলোকে জ্যোতির্ম্ময় হয়েন এবং পরকালে জ্যোতির্ম্ময় লোক প্রাপ্ত হয়েন। শুক্লবর্ণ হেতু হংস আদিত্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মদ্গুস্তেম পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভিসায়ং বভূবু-স্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ॥ ১॥ তং মদ্গুরুপ-নিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম ইতি ভগব। ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি। ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হো বাচ প্রাণঃ কলাঃ, চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রং কলা, মনঃ কলৈষ বৈ সৌম্য। চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবা-ন্নাম। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্ত আয়তনবানস্মিঁ-ল্লোঁকে ভবত্যায়তনবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবা-নিত্যুপাস্তে॥ ৮—১।২।৩।৪॥

বঙ্গার্থ। মদ্গুপক্ষী ব্রহ্মের অপরাংশ বলি-

বেন বলিয়া হংস নিবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নি সমক্ষে করিয়া জাবাল বসিয়াছেন, এমন সময়ে মদ্গু অর্থাৎ পাণিকৌড়ি পাখী তথায় আসিয়া সত্যকামকে বলিল আমি তোমায় ব্রহ্মের অংশের কথা বলিব, সত্যকাম বলিলেন, হে ভগবন্! বলুন্। তৎপর মদ্গু কহিলেন, প্রাণ ব্রহ্মের অবয়ব, চক্ষু ব্রহ্মের অবয়ব, শ্রোত্র ব্রহ্মের অবয়ব, মন ব্রহ্মের অবয়ব। এই চতুরবয়বহেতু ব্রহ্মের নাম আয়তনবান্, অর্থাৎ আশ্রয়বান্ যিনি ব্রহ্মের আশ্রয়বান্ রূপের উপাসনা করেন তিনি ইহলোক আশ্রয়বান্ হয়েন্ এবং অন্তকালে আশ্রয়বান্ লোক প্রাপ্ত হয়েন। মদ্গু জলচর পক্ষী জলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রাপহাচার্য্যকুলং তং আচার্য্যহভ্যুবাদ সত্যকাম ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব। ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি কোনু ত্বানুশশাসেত্যন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াৎ। শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদৃশেভ্য আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি-তস্মৈ হৈত দেবোচাত্র বা হন কিঞ্চন বীযায়েতি বীয়ায়েতি॥ ৯—১।২।৩॥

বঙ্গার্থ। সত্যকাম আচার্য্যগৃহে উপস্থিত হইলে আচার্য্য কহিলেন, হে সত্যকাম! সত্যকাম, কহিলেন, হে ভগবন্! আচার্য্য পুনরায় কহিলেন, হে সোম্য! তুমি ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছ। কে তোমাকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে, মনুষ্য ভিন্ন অন্যের দ্বারা অর্থাৎ দৈবশক্তিদ্বারা আমি শিক্ষিত হইয়াছি, এইক্ষণ আচার্য্যদেব আমাকে শিক্ষা দেন। (অর্থাৎ পূর্ব্বে কিছু শিক্ষা করিয়া থাকিলেও আমি তাহা গণনার মধ্যে আনি না, আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিলে উহা ফলবান্ হয়। এইরূপ আপনার ন্যায় ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছি। তাহাতে আচার্য্য সত্যকামকে পুনর্ব্বার সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। ষোড়শকলা ব্রহ্মবিদ্যার কোন অংশই পরিত্যাগ করা হইল না।

---

## মহিম্নস্তব।

মহিম্নস্তব হিন্দুমাত্রেরই বড় আদরের জিনিষ। মহিম্নস্তবে জ্ঞান ও ভক্তির বড়ই সুন্দর সমাবেশ দেখা যায়। ইহার কোন কোন শ্লোক এতই গভীর ও উদারভাবপূর্ণ, যে হিন্দুশাস্ত্রের বাহিরে, উহার প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া কঠিন। কিন্তু মহিম্নস্তোত্রের ভাষা সরল নহে। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, উহা বুঝা কঠিন। এইজন্য অনেক ভদ্রলোকের অনুরোধে বঙ্গার্থসহ মহিম্নস্তোত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। যাহারা মহিম্নস্তোত্র পূর্ব্বে পাঠ করেন নাই তাহারা সমুদায় স্তোত্রটি পাঠ করিয়া স্তোত্র ... ভাল ভাল শ্লোকগুলি নির্বাচন করিবেন।

মহিম্নঃ পারন্তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ। অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতি পরিণামবধি গৃণন্ মমাপ্যেষঃ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ॥ ১২॥

পদপাঠঃ। মহিম্নঃ। পারং। তে। পরং। অবিদুষঃ। যদি। অসদৃশী। স্তুতি। ব্রহ্মদীনাং। অপি। তৎ। অবসন্নাঃ। ত্বয়ি। গিরঃ। অথ। অবাচঃ। সর্ব্বঃ। স্বমতি। পরিণাম। অবধি। গৃণন্। মম। অপি। এবঃ। স্তোত্রে। হর। নিরপবাদঃ। পরিকরঃ।

(১) মহিম্নঃ—মহিমার। (২) পারং—সীমা। (৩) তে—তোমার। (৪) পরং—অধিকং, পরং

পারং অর্থাৎ শেষ সীমার। (৫) অবিদুষঃ— অবিদ্বান্ ব্যক্তির। (৬) যদি—যদ্যপি। (৭) অসদৃশী—অযোগ্যা। (৮) স্তুতি—স্তব। (৯) ব্রহ্মাদীনামপি—ব্রহ্মাদিরও। (১০) তৎ—তাহা হইলে। (১১) অবসন্নাঃ—অসমানা, অযোগ্যা। (১২) ত্বয়ি—তোমাতে। (১৩) গিরঃ—স্তুতি-বাক্য। (১৪) অথ—অনন্তর। (১৫) অবাচ্য—অনিন্দিত। (১৬) সর্ব্বঃ—সকল লোক। (১৭) স্বমতি পরিণামাবধি—স্বীয় বুদ্ধির সীমা পর্য্যন্ত। (১৮) গৃণন্—স্তবকারী। (১৯) মম—আমার। (২০) অপি—ও। (২১) এষঃ—এই। (২২) স্তোত্রে—স্তবে। (২৩) হর—হে হর! (২৪) নিরপবাদ—নির্দ্দোষ। (২৫) পরিকরঃ—প্রারম্ভ।

অন্বয়ঃ। হে হর! তে মহিম্নঃ পরং পারং অবিদুষঃ স্তুতি যদি অসদৃশী (স্যাৎ) তৎব্রহ্মাদীনামপি গিরঃ ত্বয়ি অবসন্নাঃ (ভবেয়ুঃ) অথ সর্ব্বঃ স্বমতি পরিণামাবধি গৃণন্ অবাচ্য (ভবতি) হে হর! স্তোত্রে মমাপি এষঃ পরিকরঃ নিরপবাদ ইতি।

হে হর! অবিদ্বান্ ব্যক্তির স্তুতি যে তোমার মহিমার শেষ সীমার অযোগ্যা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেননা ব্রহ্মাদির স্তুতিবাক্যও তোমার অনুপযুক্ত হইয়া থাকে। সকলেই স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির সীমা অনুসারে তোমার স্তব করিয়া থাকে এবং উহাতে নিন্দাভাজন হয় না, তদনুসারে তোমার স্তোত্র বিষয়ে আমার এই প্রারম্ভ কেন নিন্দনীয় হইবে?

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়োরতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি। স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ॥ ২॥

পদপাঠঃ। অতীতঃ। পন্থানং। তব। চ। মহিমা। বাঙ্মনসয়োঃ। অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা। যং। চকিতম্। অভিধত্তে। শ্রুতিঃ। অপি। সঃ। কস্য। স্তোতব্যঃ। কতিবিধগুণঃ। কস্য। বিষয়ঃ। পদে। তু। অর্ব্বাচীনে। পততি। ন। মনঃ। কস্য। ন। বচঃ।

(১) অতীতঃ—অতিক্রান্ত। (২) পন্থানং—পথ। (৩) তব—তোমার। (৪) মহিমা—মহিমা (৫) বাঙ্মনসয়োঃ—বাক্য ও মনের। (৬) অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা—অতৎরূপ খণ্ডনদ্বারা, শ্রুতি ঈশ্বর যে কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, এ বস্তু ঈশ্বর নয় ও বস্তু ঈশ্বর নয় ইত্যাদি তর্ক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। (৭) যং—যাঁহাকে। (৮) চকিতম্—ভয়ে ভয়ে। (৯) অভিধত্তে—বর্ণনা করেন। (১০) শ্রুতিঃ—বেদঃ। (১১) অপি—ও। (১২) স কস্য স্তোতব্যঃ—কে তাঁহার স্তুতি করিতে পারে। (১৩) কতিবিধগুণঃ—ঈশ্বরের কতপ্রকার গুণ কে বলিতে পারে? (১৪) কস্য বিষয়ঃ—কাহার জ্ঞাতব্য (কাহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন)। (১৫) পদে অর্ব্বাচীনে—আধুনিক বস্তুতে। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমগুণা, বলম্বী হরিহরাদিমূর্ত্তি। (১৬) অর্ব্বাচীনে—পশ্চাদ্ভব। পরমাত্মা অবিজ্ঞেয় এইজন্য ঈশ্বর ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব ইত্যাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। (১৭) পততি ন মনঃ—কাহার মন না যায়? (১৮) কস্য ন বচঃ—কাহার বাক্য নিঃসৃত না হয়।

অন্বয়ঃ। তব মহিমা চ বাঙ্মনসয়োঃ পন্থানং অতীতঃ শ্রুতিঃ অপি অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং (পরমাত্মানং) চকিতং অভিধত্তে, সঃ কস্য স্তোতব্যঃ, (সঃ) কতিবিধগুণঃ, (সঃ) কস্য বিষয়ঃ, অর্ব্বাচীনে পদে তু কস্য মনঃ বচঃ (বা) ন পততি।

বঙ্গার্থ। হে পরমাত্মন্! তোমার মহিমা বাক্য ও মনের অতীত (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানদ্বারা তোমাকে গ্রহণ করা যায় না।)

শ্রুতি ও তুমি যে কি বস্তু তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া তুমি ইহা নহ, তুমি উহা নহ এইরূপ তর্কদ্বারা তোমার বিষয় ভয়ে ভয়ে বলিয়া থাকেন।

কেহই সেই পরমাত্মার স্তব করিতে সমর্থ হয় না। কেহই তাঁর গুণের ইয়ত্তা করিতে পারে না। কেহই তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না। তবে যখন তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া হরিহরাদি গুণময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন তখন কাহার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হয় এবং কেই বা তাঁহাকে স্তব না করিয়া থাকিতে পারে।

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবত-স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্ব্বিস্ময়পদং। মমত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ পুণামী-ত্যেতস্মিন্ পুরমথনবুদ্ধির্ব্যবসিতা ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। মধুস্ফীতাঃ। বাচঃ। পরমং। অমৃতং। নির্ম্মিতবতঃ। তব। ব্রহ্মন্। কিং। বাক্। অপি। সুরগুরোঃ। বিস্ময়পদং। মম। তু। এতাং। বাণীং। গুণকথন। পুণ্যেন। ভবতঃ। পুণামি। ইতি। এতস্মিন্। পুরকথন। বুদ্ধিঃ। ব্যবসিতা।

(১) মধুস্ফীতাঃ—মাধুর্য্যগুণবিশিষ্টা। (২) বাচঃ—বাক্য। (৩) পরমং—অতিশয়। (৪) অমৃতং—অমৃতস্বরূপ। (৫) নির্ম্মিতবতঃ—রচনাকারী। (৬) তব—তোমার। (৭) ব্রহ্মন্—হে ঈশ্বর! (৮) কিং—কি। (৯) বাক্—বাক্য। (১০) সুরগুরোঃ—দেবগুরুর। (১১) বিস্ময়পদং—আশ্চর্য্যের বিষয়। (১২) মম—আমার। (১৩) তু—কিন্তু। (১৪) এতাং—এই। (১৫) বাণীং—বাক্য। (১৬) গুণকথনপুণ্যেন—গুণবর্ণনরূপ পুণ্যের দ্বারা। (১৭) ভবতঃ—তোমার। (১৮) পুনামি—পবিত্র করি। (১৯) এতস্মিন্—বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি। (২২) ব্যবসিতা—নিয়োজিত।

অন্বয়ঃ। হে ব্রহ্মন্! মধুস্ফীতাঃ পরমমমৃতং বাচঃ নির্ম্মিতবত তব সুরগুরোরপি বাক্ কিং বিস্ময়পদং (অপিতু ন) মমতু এতাং বাণীং ভবতো গুণকথনপুণ্যেন পুনামি হে পুরমথন! এতস্মিন্ স্তোত্রে (মম) বুদ্ধির্ব্যবসিতা ভবতু।

বঙ্গার্থ। হে পরমাত্মন্! তুমি স্বয়ং মধুময় অমৃতস্বরূপ বাক্যের আধার সুতরাং দেবগুরু বৃহস্পতিও তোমার স্তব করিলে উহা তোমার নিকট আশ্চর্য্যজনক হয় না, তবে আমি তোমার স্তোত্রে যে বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য এই যে তোমার গুণবর্ণনা করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিব তাহাদ্বারা আমার বাণী পবিত্র করিব অর্থাৎ ইহাদ্বারা তোমাকে যে সন্তুষ্ট করিতে পারিব তাহা নহে তবে স্বীয় মঙ্গলসাধনের জন্যে এইরূপ স্তব করিতেছি।

তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ, ত্রয়ী-বস্তুব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু। অভব্যানাম-স্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। তব। ঐশ্বর্য্যং। যৎ। তৎ। জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ। ত্রয়ী। বস্তু। ব্যস্তং। তিসৃষু। গুণভিন্নাসু। তনুষু। অভব্যানাং। অস্মিন্। বরদ। রমণীয়াং। অরমণীং। বিহন্তুং। ব্যাক্রোশীং। বিদধতে। ইহ। একে। জড়ধিয়।

(১) তব—তোমার। (২) ঐশ্বর্য্যং—ঐশ্বরিব ভাব। (৩) যৎ—যাহা। (৪) তৎ—তাহা (৫) জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ—বিশ্বে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী। (৬) ত্রয়ী—বেদ। (৭) বস্তু—বর্ণিত বিষয়। (৮ ব্যস্তং—নিক্ষিপ্ত। (৯) তিসৃষু—তিনেতেই (১০) গুণাভিন্নাসু—বিভিন্নগুণযুক্ত। (১১ তনুষু—দেহে। (১২) অভব্যানাং—পাপি

(১৪) বরদ—হে ভগবন্! (১৫) রমণীয়াং—মনোরম। (১৬) অরমণীং—অরমণীয়। (১৭) বিহন্তু—নষ্ট করিবার জন্য। (১৮) ব্যাক্রোশী—নিন্দা। (১৯) বিদধতে—করে। (২০) ইহ—এই সংসারে। (২১) একে—এই। (২২) জড়ধিয়ঃ—নির্ব্বোধ।

অন্বয়ঃ। হে বরদ! তিসৃসুগুণভিন্নাসু-তনুষুব্যস্তং জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ ত্রয়ী বস্তু যৎ তব ঐশ্বর্য্যং তৎ বিহন্তুং ইহ একে জড়ধিয়ঃ অভব্যানাং রমণীয়াং অস্মিন্ (ঐশ্বর্য্যে) (পণ্ডিতানাং) অরমণীং ব্যাক্রোশীং বিদধত।

বঙ্গার্থ। হে বরদ! তোমার ঐশীশক্তিদ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতেছে এবং উহা সত্তরজস্তম ত্রিবিধ গুণযুক্ত ত্রিমূর্ত্তিতে বিকাসিত হইতেছে, বেদ তোমার এই ঐশ্বরীক শক্তির বর্ণনা করিয়া থাকে। তোমার ঐশীশক্তি নাই ইহা দেখাইবার জন্য নির্ব্বোধেরা তোমার ঐশীশক্তির নিন্দা করিয়া থাকে, ঐ নিন্দাতে পাপীদিগের আনন্দ জন্মে কিন্তু উহাতে পুণ্যাত্মাদিগের ক্লেশ হয়।

কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ। অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ, কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥৫॥

পদপাঠঃ। কিং। ঈহঃ। কিং। কায়ঃ। সঃ। খলু। কিং। উপায়ঃ। ত্রিভুবনং। কিং। আধারঃ। ধাতা। সৃজতি। কিং। উপাদানঃ। ইতি। চ। অতর্ক্যে। ঐশ্বর্য্যে। ত্বয়ি। অনবসরদুঃস্থঃ। হতধিয়ঃ। কুতর্কঃ। অয়ং। কাংশ্চিৎ। মুখরয়তি। মোহায়। জগতঃ।

(১) কিং—কি। (২) ঈহ—চেষ্টা। (৩) কায়ঃ—শরীর। (৪) খলু—নিশ্চয়। (৫) উপায়ঃ—উপায়। (৬) ত্রিভুবনং—ত্রিভুবন। (৭) আধারঃ—যাহাতে অবস্থান। (৮) ধাতা—বিধাতা। (৯) সৃজতি—সৃষ্টি করেন। (১০) উপাদান—কারণ। (১১) অতর্ক্যে—তর্কাতীতে। (১২) ঐশ্বর্য্যে—মহত্ত্বে। (১৩) ত্বয়ি—তোমাতে। (১৪) অনবসরদুঃস্থঃ—তোমাতে স্থান পায় না, অতএব দুস্থ, অর্থাৎ এই সমুদায় কুতর্ক তোমার মহত্ত্বের অনুপযুক্ত অতএব এই তর্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল বা তুচ্ছ। (১৫) হতধিয়ঃ—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদিগকে। (১৬) কুতর্কঃ—কুতর্ক, মুখরয়তি ইহার ক্রিয়া। (১৭) অয়ং—এই। (১৮) কাংশ্চিৎ—কোন্ কোন্। (১৯) মুখরয়তি—মুখ হইতে নিঃসৃত করে। (২০) মোহায়—মোহের নিমিত্ত। (২১) জগতঃ—জগতের।

অন্বয়ঃ। সধাতা খলু কিমীহঃ সন্ কিং কায়ঃ সন্ কিমুপায়ঃ সন্ কিং উপাদানঃ সন্ ত্রিভুবনং সৃজতি ইতি চ জগতো মোহায় অতর্ক্যে ঐশ্বর্য্যেত্বয়ি অনবসরদুঃস্থো অয়ং কুতর্কঃ কাংশ্চিৎ হতধিয়ঃ মুখরয়তি।

বঙ্গার্থ। বিধাতা কিরূপে কি চেষ্টাদ্বারা কি আকার ধারণ করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিয়া, কি আধার আশ্রয় করিয়া কি উপকরণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি কুতর্ক বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা করিয়া থাকে, কিন্তু এই কুতর্ক তোমার তর্কাতীত মহত্ত্বের অনুপযুক্ত এবং অত্যন্ত তুচ্ছ। এই কুতর্কদ্বারা কেবল জগতের ভ্রম উপস্থিত হয়।

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতামধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি। অনীশো বা কুর্য্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরং যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর! সংশেরত ইমে ॥ ৬ ॥

অজন্মানঃ। লোকাঃ। কিং। অবয়ববন্তঃ। অপি। জগতাং। অধিষ্ঠাতারং। কিং। ভববিধিঃ। অনাদৃত্য। ভবতি। অনীশঃ। বা। কুর্য্যাৎ। ভুবনজননে। কঃ। পরিকরং। যতঃ।

শ্রুতি ও তুমি যে কি বস্তু তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া তুমি ইহা নহ, তুমি উহা নহ এইরূপ তর্কদ্বারা তোমার বিষয় ভয়ে ভয়ে বলিয়া থাকেন।

কেহই সেই পরমাত্মার স্তব করিতে সমর্থ হয় না। কেহই তাঁর গুণের ইয়ত্তা করিতে পারে না। কেহই তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না। তবে যখন তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া হরিহরাদি গুণময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন তখন কাহার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হয় এবং কেই বা তাঁহাকে স্তব না করিয়া থাকিতে পারে।

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবতস্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্ব্বিস্ময়পদং। মমত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ পুণামীত্যেতস্মিন্ পুরমথনবুদ্ধিব্যবসিতা ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। মধুস্ফীতাঃ। বাচঃ। পরমং। অমৃতং। নির্ম্মিতবতঃ। তবঃ। ব্রহ্মন্। কিং। বাক্। অপি। সুরগুরোঃ। বিস্ময়পদং। মম। তু। এতাং। বাণীং। গুণকথন। পুণ্যেন। ভবতঃ। পুণামি। ইতি। এতস্মিন্। পুরকথন। বুদ্ধিঃ। ব্যবসিতা।

(১) মধুস্ফীতাঃ—মাধুর্য্যগুণবিশিষ্টা। (২) বাচঃ—বাক্য। (৩) পরমং—অতিশয়। (৪) অমৃতং—অমৃতস্বরূপ। (৫) নির্ম্মিতবতঃ—রচনাকারী। (৬) তব—তোমার। (৭) ব্রহ্মন্—হে ঈশ্বর! (৮) কিং—কি। (৯) বাক্—বাক্য। (১০) সুরগুরোঃ—দেবগুরুর। (১১) বিস্ময়পদং—আশ্চর্য্যের বিষয়। (১২) মম—আমার। (১৩) তু—কিন্তু। (১৪) এতাং—এই। (১৫) বাণীং—বাক্য। (১৬) গুণকথনপুণ্যেন—গুণবর্ণনরূপ পুণ্যের দ্বারা। (১৭) ভবতঃ—তোমার। (১৮) পুনামি—পবিত্র করি। (১৯) এতস্মিন্—বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি। (২২) ব্যবসিতা—নিয়োজিত।

অন্বয়ঃ। হে ব্রহ্মন্! মধুস্ফীতাঃ পরমমমৃতং বাচঃ নির্ম্মিতবত তব সুরগুরোরপি বাক্ কিং বিস্ময়পদং (অপিতু ন) মমতু এতাং বাণীং ভবতো গুণকথনপুণ্যেন পুনামি হে পুরমথন! এতস্মিন্ স্তোত্রে (মম) বুদ্ধির্ব্যবসিতা ভবতু।

বঙ্গার্থ। হে পরমাত্মন্! তুমি স্বয়ং মধুময় অমৃতস্বরূপ বাক্যের আধার সুতরাং দেবগুরু বৃহস্পতিও তোমার স্তব করিলে উহা তোমার নিকট আশ্চর্য্যজনক হয় না, তবে আমি তোমার স্তোত্রে যে বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য এই যে তোমার গুণবর্ণনা করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিব তাহাদ্বারা আমার বাণী পবিত্র করিব অর্থাৎ ইহাদ্বারা তোমাকে যে সন্তুষ্ট করিতে পারিব তাহা নহে তবে স্বীয় মঙ্গলসাধনের জন্যে এইরূপ স্তব করিতেছি।

তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ, ত্রয়ীবস্তুব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু। অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। তব। ঐশ্বর্য্যং। যৎ। তৎ। জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ। ত্রয়ী। বস্তু। ব্যস্তং। তিসৃষু। গুণভিন্নাসু। তনুষু। অভব্যানাং। অস্মিন্। বরদ। রমণীয়াং। অরমণীং। বিহন্তুং। ব্যাক্রোশীং। বিদধতে। ইহ। একে। জড়ধিয়।

(১) তব—তোমার। (২) ঐশ্বর্য্যং—ঐশ্বরিক ভাব। (৩) যৎ—যাহা। (৪) তৎ—তাহা। (৫) জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী। (৬) ত্রয়ী—বেদ। (৭) বস্তু—বর্ণিত বিষয়। (৮) ব্যস্তং—নিক্ষিপ্ত। (৯) তিসৃষু—তিনেতেই। (১০) গুণাভিন্নাসু—বিভিন্নগুণযুক্ত। (১১) তনুষু—দেহে। (১২) অভব্যানাং—পাপি-

(১৪) বরদ—হে ভগবন্! (১৫) রমণীয়াং—মনোরম। (১৬) অরমণীং—অরমণীয়। (১৭) বিহন্তুং—নষ্ট করিবার জন্য। (১৮) ব্যাক্রোশী—নিন্দা। (১৯) বিদধতে—করে। (২০) ইহ—এই সংসারে। (২১) একে—এই। (২২) জড়ধিয়ঃ—নির্ব্বোধ।

অন্বয়ঃ। হে বরদ! তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু ব্যস্তং জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ ত্রয়ী বস্তু যৎ তব ঐশ্বর্য্যং তৎ বিহন্তুং ইহ একে জড়ধিয়ঃ অভব্যানাং রমণীয়াং অস্মিন্ (ঐশ্বর্য্যে) (পণ্ডিতানাং) অরমণীং ব্যাক্রোশীং বিদধত।

বঙ্গার্থ। হে বরদ! তোমার ঐশীশক্তিদ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতেছে এবং উহা সত্ত্বরজস্তম ত্রিবিধ গুণযুক্ত ত্রিমূর্ত্তিতে বিকাসিত হইতেছে, বেদ তোমার এই ঐশ্বরীক শক্তির বর্ণনা করিয়া থাকে। তোমার ঐশীশক্তি নাই ইহা দেখাইবার জন্য নির্ব্বোধেরা তোমার ঐশীশক্তির নিন্দা করিয়া থাকে, ঐ নিন্দাতে পাপীদিগের আনন্দ জন্মে কিন্তু উহাতে পুণ্যাত্মাদিগের ক্লেশ হয়।

কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ। অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুস্থো হতধিয়ঃ, কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥৫॥

পদপাঠঃ। কিং। ঈহঃ। কিং। কায়ঃ। সঃ। খলু। কিং। উপায়ঃ। ত্রিভুবনং। কিং। আধারঃ। ধাতা। সৃজতি। কিং। উপাদানঃ। ইতি। চ। অতর্ক্যে। ঐশ্বর্য্যে। ত্বয়ি। অনবসরদুস্থঃ। হতধিয়ঃ। কুতর্কঃ। অয়ং। কাংশ্চিৎ। মুখরয়তি। মোহায়। জগতঃ।

(১) কিং—কি। (২) ঈহ—চেষ্টা। (৩) কায়ঃ—শরীর। (৪) খলু—নিশ্চয়। (৫) উপায়ঃ—উপায়। (৬) ত্রিভুবনং—ত্রিভুবন। (৭) আধারঃ—... বিধাতা। (৯) সৃজতি—সৃষ্টি করেন। (১০) উপাদান—কারণ। (১১) অতর্ক্যে—তর্কাতীতে। (১২) ঐশ্বর্য্যে—মহত্ত্বে। (১৩) ত্বয়ি—তোমাতে। (১৪) অনবসরদুস্থঃ—তোমাতে স্থান পায় না, অতএব দুস্থ, অর্থাৎ এই সমুদায় কুতর্ক তোমার মহত্ত্বের অনুপযুক্ত অতএব এই তর্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল বা তুচ্ছ। (১৫) হতধিয়ঃ—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদিগকে। (১৬) কুতর্কঃ—কুতর্ক, মুখরয়তি ইহার ক্রিয়া। (১৭) অয়ং—এই। (১৮) কাংশ্চিৎ—কোন্ কোন্। (১৯) মুখরয়তি—মুখ হইতে নিঃসৃত করে। (২০) মোহায়—মোহের নিমিত্ত। (২১) জগতঃ—জগতের।

অন্বয়ঃ। সধাতা খলু কিমীহঃ সন্ কিং কায়ঃ সন্ কিমুপায়ঃ সন্ কিং উপাদানঃ সন্ ত্রিভুবনং সৃজতি ইতি চ জগতো মোহায় অতর্ক্যে ঐশ্বর্য্যেত্বয়ি অনবসরদুস্থো অয়ং কুতর্কঃ কাংশ্চিৎ হতধিয়ঃ মুখরয়তি।

বঙ্গার্থ। বিধাতা কিরূপে কি চেষ্টাদ্বারা কি আকার ধারণ করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিয়া, কি আধার আশ্রয় করিয়া কি উপকরণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি কুতর্ক বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা করিয়া থাকে, কিন্তু এই কুতর্ক তোমার তর্কাতীত মহত্ত্বের অনুপযুক্ত এবং অত্যন্ত তুচ্ছ। এই কুতর্কদ্বারা কেবল জগতের ভ্রম উপস্থিত হয়।

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতামধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি। অনীশো বা কুর্য্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরং যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর! সংশেরত ইমে ॥ ৬ ॥

অজন্মানঃ। লোকাঃ। কিং। অবয়ববন্তঃ। অপিঃ। জগতাং। অধিষ্ঠাতারং। কিং। ভববিধিঃ। অনাদৃত্য। ভবতি। অনীশঃ। বা।

মন্দাঃ। ত্বাং। প্রতি। অমরবর। সংশেরতে। ইমে।

(১) অজন্মানঃ—জন্মরহিত। (২) লোকাঃ—পৃথিব্যাদি লোক। (৩) কিং—কি। (৪) অবয়ববন্তঃ—অবয়বযুক্ত। (৫) অপি—ও। (৬) জগতাং—জগতের। (৭) অধিষ্ঠাতারং—অধিষ্ঠাতা। (৮) কিং—কি। (৯) ভববিধি—সৃষ্টিবিধি। (১০) অনাদৃত্য—অপেক্ষা না করিয়া। (১১) ভবতি—হয়। (১২) অনীশ—ঈশ্বর ভিন্ন। (১৩) কুর্য্যাৎ—করে। (১৪) ভুবনজননে—জগৎ সৃষ্টি বিধানে। (১৫) কঃ—কে। (১৬) পরিকরং—চেষ্টা। (১৭) যতঃ—যেহেতু। (১৮) মন্দঃ—মন্দ বুদ্ধি বা। (১৯) ত্বাং—তোমাকে। (২০) প্রতি—তোমার প্রতি। (২১) অমরবর—হে ঈশ্বর। (২২) সংশেরতে—সন্দেহ করে। (২৩) ইমে—ইহারা।

অন্বয়ঃ। লোকাঃ অবয়ব বন্তোঽপি অজন্মানঃ ভবন্তি ভববিধি কিং জগতামধিষ্ঠাতারং অনাদৃত্য ভবতি ভুবনজননে অনীশঃ কঃ পরিকরং কুর্য্যাৎ, হে অমরবর! ইমে মন্দাস্ত্বাং প্রতি সংশেরতে।

বঙ্গার্থ। পৃথিব্যাদি লোক সকল আকার বিশিষ্ট হইয়াও কি, জন্মরহিত বা অসৃষ্ট হইতে পারে, জগতের অধিষ্ঠাতা ব্যতীত কি সৃষ্টি বিধান হইতে পারে ঈশ্বর ভিন্ন আর কে সৃষ্টি বিধান করিতে পারে, হে ঈশ্বর! এই সকল নির্ব্বোধেরা তোমার প্রতি এইরূপ নানাবিধ সন্দেহ করে। অর্থাৎ প্রোক্ত বিষয় "অজন্মানঃ লোকাঃ" চিন্তা না করিয়া তোমার বিষয়ে সন্দিহান হয়।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং

পদপাঠঃ। ত্রয়ী। সাংখ্যং। যোগঃ। পশুপতিমতং। বৈষ্ণবং। ইতি। প্রভিন্নে। প্রস্থানে। পরং। ইদং। অদঃ। পথ্যং। ইতি। চ। রুচীনাং। বৈচিত্র্যাৎ। ঋজুকুটিল নানাপথ জুষাং। নৃণাং। একঃ। গম্যঃ। ত্বং। অসি। পয়সাং। অর্ণব। ইব।

(১) ত্রয়ী—বেদ। (২) সাংখ্যং—সাংখ্যদর্শন। (৩) যোগঃ—পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র। (৪) পশুপতি মতং—শৈবমত। (৫) বৈষ্ণবং—বৈষ্ণবমত। (৬) প্রভিন্নে—বিভিন্নে। (৭) প্রস্থানে—গমনে। (৮) পরং—শ্রেষ্ঠ। (৯) ইদং—এই। (১০) অদঃ—ঐ। (১১) পথ্যং—হিতকর। (১২) রুচীনাং—রুচির। (১৩) বৈচিত্র্যাৎ—প্রভেদ হেতু। (১৪) ঋজুকুটিল নানাপথ জুষাং—সরল বক্রাদি নানাপথ অবলম্বনকারী। (১৫) নৃণাং—মনুষ্যের। (১৬) একঃ—এক। (১৭) গম্যঃ—গম্যস্থানং। (১৮) ত্বং অসি—তুমি হও। (১৯) পয়সাং—নদীদিগের। (২০) অর্ণব—সমুদ্র।

অন্বয়ঃ। হে ভগবন্! ত্রয়ী সাংখ্যং যোগ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি অনেন প্রকারে প্রভিন্নে প্রস্থানে ইদং পরং অদঃ পথ্যং ইতি এবং প্রকারেণ রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটি নানাপথ জুষাং নৃণাং ত্বং পয়সাং অর্ণব ইব এবে গম্যোঽসি।

বঙ্গার্থ। বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈবমত বৈষ্ণবমত ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মপথাল ব্যক্তিরা এই পথটী শ্রেষ্ঠ কিম্বা ঐ পথটী হিত কারী ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। নদী সমুদ সরল বা কুটিল পথ অবলম্বন করিয়া অবশে যেরূপ সমুদ্রে যায়, অর্থাৎ সমুদ্রই যেরূপ তা দের গম্যস্থান হয়, তদ্রূপ রুচির প্রভেদহে সরল কুটিল নানাপথাবলম্বী উপাসকদিগে তুমি একমাত্র গম্যস্থান হইয়া থাক। অর্থ

উপাসনা করুক্ না কেন, উহা পরমাত্মারই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে।

মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্মফণিনঃ, কপালঞ্চেতীয়ত্তবরদ তন্ত্রোপকরণম্। সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং, ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। মহোক্ষঃ। খট্বাঙ্গং। পরশুঃ। অজিনং। ভস্ম। ফণিনঃ। কপালং। চ। ইতি। ইয়ৎ। তব। বরদ। তন্ত্রোপকরণং। সুরাঃ। তাং। তাং। ঋদ্ধিং। দধতি। চ। ভবদ্ভ্রূপণিহিতাং। ন। হি। স্বাত্মারামং। বিষয়মৃগতৃষ্ণা। ভ্রময়তি।

মোহক্ষ—বৃষ। খট্বাঙ্গং—চিতার অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ দণ্ড অথবা খাটের পায়ার ন্যায় নৃকপাল সংযুক্ত দণ্ড। পরশুঃ—কুঠার। অজিনং—ব্যাঘ্র বা গজচর্ম্ম। ভস্ম—ভস্ম। ফণিনঃ—সর্প সকল। কপালং—মাথার খুলি। ইতি ইয়ৎ—এই সমুদায়। তব—তোমার। বরদ—অভীষ্ট-দাতা। তন্ত্রোপকরণং—তন্ত্র শব্দে ব্যবহার বুঝায়। সাংসারিক ব্যবহারের সামগ্রী। সুরাঃ দেবতারা। তাং তাং ঋদ্ধিং—তাহাদের যাঁর যে সম্পদ আছে। দধতি—উপভোগ করেন। ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং—আপনার ভ্রূভঙ্গে প্রদত্ত। আপনার আত্মাতেই যিনি নিবৃত্ত মুক্ত পুরুষ। বিষয়মৃগতৃষ্ণা-বিষয়োপভোগের অলীক বাসনা। নহি ভ্রময়তি—নিশ্চয়ই বিচলিত করে না।

হে বরদ! বৃষ, খট্বাঙ্গ, পরশু, অজিন ভস্ম, ফণিন এবং মুণ্ডই তোমার ইহ সংসারের ব্যবহারের সামগ্রী, অর্থাৎ তুমি সমুদায় সুখ হইতে বঞ্চিত। কিন্তু দেবতারা যে সুখসমৃদ্ধি উপভোগ করেন, সে তোমারই করুণা কটাক্ষ প্রদত্ত। সংসারের ভোগ্যবস্তুর প্রতি তোমার বিতৃষ্ণার কারণ এই যে বিষয়মৃগতৃষ্ণা মুক্ত

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং, পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে। সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন! তৈর্বিস্মিত ইব, স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা ॥৯॥

পদপাঠঃ। ধ্রুবং। কশ্চিৎ। সর্ব্বং। সকলং। অপরঃ। তু। অধ্রুবং। ইদং। পরঃ। ধ্রৌব্যা-ধ্রৌব্যে। জগতি। গদতি। ব্যস্তবিষয়ে। সমস্তে। অপি। এতস্মিন্। পুরমথন। তৈঃ। বিস্মিতঃ। ইব। স্তুবন্। জিহ্রেমি। ত্বাং। ন। খলু। ননু-ধৃষ্টা। মুখরতা।

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্ব—কেহ বলেন যে এই বিশ্বজগৎ নিত্য (সাংখ্যকার কপিল মত) সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং—কেহ এই বিশ্বজগৎকে অনিত্য বলেন (বুদ্ধদেব মত)। পর ধ্রৌব্যা-ধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে—অন্য একজন এই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মিত বিশ্বকে নিত্য ও অনিত্য বলিয়া স্বীকার ঘট পটাদি অনিত্য এবং আকাশাদি পঞ্চ পদার্থ নিত্য (ন্যায়কার গৌতম মত)। সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্বিস্মিতা ইব—হে পুরমথন! এই সমুদায় বিষয়ে আমি তাহাদিগের কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়াছি। স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন—তথাপি তোমাকে স্তব করিতে আবার লজ্জা হয় না। খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা কারণ আমার মুখরতা বোধ করিতে পারি না।

হে পুরমথন! সাংখ্যকার এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে নিত্য বলিয়া থাকেন, বুদ্ধ এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে অনিত্য বলিয়া থাকেন। ন্যায়কার গৌতম এই বিভিন্ন পদার্থ নির্ম্মিত এই বিশ্বের কোন কোন পদার্থ অর্থাৎ আকাশাদিকে নিত্য এবং অপর পদার্থ অর্থাৎ ঘট পটাদিকে অনিত্য বলিয়া থাকেন, সমুদায় তর্কের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিমোহিত হয় বটে কিন্তু তোমার

— করিতে লজ্জা হয় না কারণ —জিহ্বা—

তোমার গুণকীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না।

তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ, পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনল মনলস্কন্ধবপুষঃ। ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ! যৎ, স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তি র্ন ফলতি ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। তব। ঐশ্বর্য্যং। যত্নাৎ। যৎ। উপরি। বিরিঞ্চিঃ। হরিঃ। অধঃ। পরিচ্ছেত্তুং। যাতৌ। অনলমনলস্কন্ধবপুষঃ। ততঃ। ভক্তিশ্রদ্ধা ভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং। গিরিশ। যৎ। স্বয়ং। তস্থে। তাভ্যাং। তব। কিং। অনুবৃত্তিঃ। ন। ফলতি।

তবৈশ্বর্য্যং যত্নাৎ যদুপরিবিরিঞ্চির্হরিরধঃ—পরিচ্ছেত্তুং--তোমার ঐশ্বর্য্যের উপরিভাগ ব্রহ্মা এবং অধোভাগ বিষ্ণু জানিতে, যাতাবনলং—অনলং সাতৌ অসমর্থৌ ভূতৌ—অসমর্থ হইয়াছিলেন। অনলস্কন্ধবপুষঃ—অনল—অগ্নিস্কন্ধ সমূহ বপুষঃ—শরীর। ততঃ—তাহার পরশ্রদ্ধা ভক্তিভর গুরুগৃণদ্ভ্যাং--ভক্তি, ভজন, শ্রদ্ধা বিশ্বাস, এই দুইয়ের ভয়ের দ্বারা গুরু হইয়াছে। যাহা এরূপ স্তবকারকদিগের প্রতি। গিরিশ, হে গিরিশ! যৎ স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং—তুমি তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়াছিলে। তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি—তোমার সেবা কখন নিষ্ফল হয় না।

হে গিরিশ! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তোমার ঐশ্বর্য্যের উপরি ও অধোভাগ জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তুমি স্বরূপ নাই,—তোমার শরীর অগ্নিসমূহদ্বারা—নির্ম্মিত কিন্তু যখন ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহারা তোমার স্তব করিয়াছিলেন, তখন তুমি তাহাদিগকে দেখা দিয়াছিলে। তোমার সেবা কখন নিরর্থক হয় না। অর্থাৎ তুমি ভক্তি

অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং, দশাস্যো যদ্বাহূনভৃতরণকণ্ডুপরবশান্। শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ, স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তে স্ত্রিপুরহর! বিস্ফূর্জ্জিতমিদম্ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। অযত্নাৎ। আসাদ্য। ত্রিভুবনম্। অবৈরব্যতিকরম্। দশাস্যঃ। যৎ। বাহূন্। অভৃত। রণকণ্ডুপরবশান্। শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ। স্থিরায়াঃ। ত্বদ্ভক্তেঃ। ত্রিপুরহর। বিস্ফূর্জ্জিতম্। ইদম্।

পদার্থাঃ। অযত্নাৎ—অনায়াসে। আসাদ্য—প্রাপ্ত হইয়া। ত্রিভুবনম্—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই ত্রিলোক। অবৈর ব্যতিকরম্—শত্রুশূন্য। দশাস্যঃ—রাবণ। যৎ—যে। বাহূন্—বিংশতি ভুজ। অভৃত—ধারণ করিয়াছিল। রণকণ্ডুপরবশান্—যুদ্ধের জন্য একান্ত উৎসুক। শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ—রাবণ যে ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া নিজের মস্তক রূপ পদ্ম সমূহ তোমার পদ-পূজার উপকরণ করিয়াছিল, তাহার। স্থিরায়াঃ—অচলা। ত্বদ্ভক্তেঃ—তোমাতে ভক্তির। ত্রিপুরহর—মহাদেব। বিস্ফূর্জ্জিতম্—প্রভাবমাত্র। ইদম্—ইহা।

বঙ্গার্থ। রাবণ অনায়াসে ত্রিলোকে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। তদীয় প্রভাবে ত্রিলোক মধ্যে কেহই তাহার শত্রুভাবে অভ্যুত্থান করিতে সাহসী হইত না এজন্য যুদ্ধের অভাবনিবন্ধন তাহার বাহু কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয়। হে ত্রিপুরারি! রাবণের এই অতুলনীয় প্রতাপ, সে যে ভক্তিসহকারে মস্তকদ্বারা তোমার চরণ বন্দন করিত, তোমাতে তাহার সেই যে অচলাভক্তি তাহারই প্রভাবমাত্র। তুমিই প্রসন্ন হইয়া তাহাকে এরূপ সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিলে।

অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবলং

অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি, প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। অমুষ্য। ত্বৎসেবাসমধিগতসারং। ভুজবনং। বলাৎ। কৈলাসে। অপি। ত্বদধিবসতৌ। বিক্রময়তঃ। অলভ্যা। পাতালে। অপি। অলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি। প্রতিষ্ঠা। ত্বয়ি। আসীৎ। ধ্রুবং। উপচিতঃ। মুহ্যতি। খলঃ।

পদার্থাঃ। অমুষ্য—উহার। ত্বৎসেবাসমধিগতসারং—তোমার আরাধনাদ্বারা যাহার বললাভ হইয়াছে। ভুজবনং—বিংশতিবাহুকে। বলাৎ—বলপূর্ব্বক। কৈলাসে—কৈলাস নামক পর্ব্বতে। অপি—ও। ত্বদধিবসতৌ—তোমার বাস ভূমিতে। বিক্রময়তঃ—যে (উত্তোলনের জন্য) প্রয়োগ করিতে ছিল, তাহার অলভ্যা—অপ্রাপ্য। পাতালে—রসাতলে। অপি—ও। অলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি—(কিঞ্চিৎ ভারার্পণের জন্য) যিনি হেলাতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ আনত করিয়াছিলেন, তথাবিধ। প্রতিষ্ঠা—অবস্থিতি। ত্বয়ি—তুমি হইলে পর। আসীৎ—হইয়াছিল। ধ্রুবং—নিশ্চয়ই। উপচিতঃ—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে। মুহ্যতি—মোহাভিভূত হয়। খলঃ—দুর্জ্জন।

বঙ্গার্থ। রাবণ তোমারই আরাধনা করিয়া অমিত ভুজবল লাভ করিয়াছিল পরে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া মোহবশতঃ তোমার বাসভূমি কৈলাসপর্ব্বতকেও উত্তোলন করিবার জন্য বাহুপ্রয়োগ করিয়াছিল, তুমি তখন হেলাতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা কিঞ্চিৎ ভারার্পণ করিয়াছিলে, রাবণ সেই গুরুভারে নিপীড়িত হইয়া পর্ব্বতের চাপে পাতালে যাইয়াও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়াছিল। কেননা হইবে, দুর্জ্জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এইরূপই মোহাভিভূত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়।

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্নো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী, মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ। ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়োর্ নকস্যাপ্যুন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। যৎ। ঋদ্ধিং। সুত্রাম্নঃ। বরদ। পরমোচ্চৈঃ। অপি। সতীম্। অধঃ। চক্রে। বাণঃ। পরিজনবিধেয় ত্রিভুবনঃ। ন। তৎ। চিত্রং। তস্মিন্। বরিবসিতরি। ত্বচ্চরণয়োঃ। ন। কস্য। অপি। উন্নত্যৈ। ভবতি। শিরসঃ। ত্বয়ি। অবনতিঃ।

পদার্থাঃ। যৎ—যে। ঋদ্ধিং—সম্পদ্‌কে। সুত্রাম্নঃ—ইন্দ্রের। বরদ—বরদাতা। পরমোচ্চৈঃ—সুমহৎ। অপি—ও। সতীম্—বিদ্যমান। অধশ্চক্রে—অধঃকৃত করিয়াছে। বাণঃ—বাণনামক অসুর। পরিজনবিধেয় ত্রিভুবনঃ—ত্রিলোকের অধিবাসীদিগকে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মত যে অধীন করিয়া রাখিয়াছিল। ন—নয়। তৎ—তাহা। চিত্রং—আশ্চর্য্যং। তস্মিন্—সেই বাণাসুরে। বরিবসিতরি—পূজকে। ত্বচ্চরণয়োঃ—তোমার চরণ যুগলের। ন—না। কস্যাপি—কাহারই বা। উন্নত্যৈ—উন্নতি লাভের জন্য। ভবতি—হয়। শিরসঃ—মস্তকের। ত্বয়ি—তোমার নিকটে। অবনতি—নত করা।

হে বরদাতা! বাণাসুর ত্রিলোকের সমস্ত অধিবাসীদিগকে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মত অধীন ও আদেশানুবর্ত্তী করিয়া অতি সমুন্নত ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বপ্রদকেও যে অধঃকৃত করিয়াছিল, বাণাসুরের পক্ষে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেননা, সে তোমার চরণযুগলের অর্চ্চনা করিত। তোমার নিকটে মস্তক নত করিয়া তোমার উপাসনা করিলে কেই বা উন্নতিলাভ না করে। তোমার ভক্ত বাণাসুর ইন্দ্র অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে তাহাতে আর

অকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিতদেবাসুর-কৃপা-বিধেয়স্যাসীদ্যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ। স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো, বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ ॥১৪॥

পদপাঠঃ। অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ক্ষয়চকিত দেবাসুরকৃপাবিধেয়স্য। আসীৎ। যঃ। ত্রিনয়ন। বিষং। সংহৃতবতঃ। সঃ কল্মাষঃ। কণ্ঠে। তব। ন। কুরুতে। ন। শ্রিয়ম্। অহো। বিকারঃ। অপি। শ্লাঘ্যঃ। ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ।

পদার্থাঃ। অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয় চকিত দেবাসুর কৃপাবিধেয়স্য অসময়ে জগতের ধ্বংস হইতেছে দেখিয়া ভয়ে বিস্মিত দেবতাও অসুরবৃন্দের প্রতি করুণাকটাক্ষপাত যাঁহার কর্ত্তব্য হইয়াছিল, তাঁহার। আসীৎ—হইয়াছিল। যঃ—যে। ত্রিনয়ন—শিব। বিষং—কালকূট। সংহৃতবতঃ—যিনি সংহার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পান করিয়াছিলেন, তাঁহার। সঃ—সেই। কল্মাষঃ—নীলবর্ণ চিহ্ন। কণ্ঠে—গলদেশে। তব—তোমার। নু—বিতর্কে। কুরুতে—সম্পাদন করে। ন—না। শ্রিয়ম্—শোভা। অহো—বিস্ময়ে। বিকার—শুভ্র, শরীরের অননুরূপ নীলবর্ণ চিহ্ন। অপি—ও। শ্লাঘ্যঃ—গৌরবের বিষয়। ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ—জগতের ভীতিনিবারণের জন্য যিনি ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহার। সমুদ্রমন্থনসম্ভূত কালকূটদ্বারা জগতের অসাময়িক বিধ্বংসের জন্য দেবতা ও অসুরবৃন্দ ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাদৃশ অবস্থায় কৃপা করিয়া জগতের পরিত্রাণ তোমার কর্ত্তব্য হইয়াছিল, তুমি স্বয়ং সেই কালকূটপান করিয়া জগদ্বাসীদিগকে বাঁচাইয়াছিলে। হে ত্রিলোচন! বিষপানের জন্য তোমার কণ্ঠে যে নীলবর্ণ চিহ্ন হইয়াছিল, তাহাতে কি তোমার অধিকতর করিবে, জগতের ভীতি নিবারণ কার্য্যে তুমি ব্যাপৃত হইয়াছিলে, তারই জন্য তোমার শুভ্র-কণ্ঠে যে বিকৃত নীলবর্ণ চিহ্ন, উহাও তোমার গৌরবের বিষয় ॥ ১৪ ॥

অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি স দেবাসুরনরে, নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ। স পশ্যন্নীশ! ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ, স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥ ১৫ ॥

পদপাঠঃ। অসিদ্ধার্থা ন। এব। ক্বচিৎ। অপি। সদেবাসুর নরে। নিবর্ত্তন্তে। নিত্যং। জগতি। জয়িনঃ। যস্য। বিশিখাঃ। সঃ। পশ্যন্। ঈশ। ত্বাম্। ইতর সুরসাধারণম্। অভূৎ। স্মরঃ। স্মর্ত্তব্যাত্মা। ন। হি। বশিষু। পথ্যঃ। পরিভবঃ।

পদার্থাঃ। অসিদ্ধার্থাঃ—অকৃতকার্য্য। ন—না। এব—নিশ্চয়। ক্বচিৎ—কুত্রাপি অপি—ও। সদেবাসুরনরে—দেবদানব ও মনুষ্য সঙ্কুল। নিবর্ত্তন্তে—নিবৃত্ত হয়। নিত্যং—সর্ব্বদা। জগতি—সংসারে। জয়িনঃ—জয়শীল যে তাহার। যস্য—যাহার। বিশিখাঃ—বা সকল। সঃ—সেই। পশ্যন্—জ্ঞান করিয়া ঈশ—শঙ্কর। ত্বাম্—তোমাকে। ইতরসু সাধারণম্—অন্যদেবতার মত। অভূৎ—হইয় ছিল। স্মরঃ—কামদেব। স্মর্ত্তব্যাত্মা—স্মরণী দেহ (অর্থাৎ তাহার শরীর ভস্ম হইয়া গিয়াে এখন আর দেখা যায় না, স্মরণ করিতে হয় ন—না। হি—নিশ্চয়। বশিষু—জিতেন্দ্রি পুরুষদিগের প্রতি। পথ্যঃ—মঙ্গলকর। প ভবঃ—অনাদর।

নিয়ত জয়শীল যে কন্দর্পের বাণ সব ত্রিলোক-মধ্যে কি দেব, কি মানব, কি মনু যার উপরেই প্রযুক্ত হউক্ না কেন, কুত্রাপি অকৃতকার্য্য হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সেই বি

অসার জ্ঞান করিয়াছিল, আই তোমার বিষম কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহা কন্দর্পের অপরিনামদর্শিতারই ফল, কেননা, তাহার জানা উচিৎ ছিল যে, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় মুক্তপুরুষ তাঁহাদের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিলে কখনই তাহা মঙ্গলকর হয় না। ১৫।

মহী পাদাঘাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং, পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্। মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা, জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বম্নটসি নন্বু বামৈব বিভুতা ॥ ১৬ ॥

পদপাঠঃ। মহী। পদাঘাতাৎ। ব্রজতি। সহসা। সংশয়পদম্। পদম্। বিষ্ণোঃ। ভ্রাম্যন্‌ভুজ পরিঘরুগ্ন গ্রহগণম্। মুহুঃ। দ্যৌঃ। দৌস্থ্যং। যাতি। অনিভৃতজটা তাড়িত তটা। জগদ্রক্ষায়ৈ। ত্বং। নটসি। নন্বু। বামা। এব। বিভুতা।

পদার্থাঃ। মহী—পৃথিবী। পাদাঘাতাৎ—পায়ের আঘাৎ। ব্রজতি—প্রাপ্ত হয়। সহসা—হঠাৎ। সংশয়পদম্—এবার রক্ষা পাইবে কি না এইরূপ সন্দেহের অবস্থা। বিষ্ণোঃ পদং—আকাশ। ভ্রম্যদ্‌ভুজ পরিঘরুগ্নগ্রহগণম—নৃত্যকালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশাল অর্গলসদৃশ বাহুর আঘাতে যেখানে (আকাশে) গ্রহনক্ষত্রাদি ক্লিষ্ট হয়, তথাবিধ। মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ। দ্যৌঃ—স্বর্গ। দৌস্থ্যং—দুঃস্থতে অবস্থিতি। যাতি—প্রাপ্ত হয়। অনিভৃত জটা তাড়িততটা—অসংযমিত জটাজুটদ্বারা যাহার (স্বর্গের) প্রান্তভাগ তাড়িত হইতেছে তাদৃশ। জগদ্রক্ষায়ৈ—জগতের রক্ষার নিমিত্ত। ত্বং—তুমি। নটসি—নৃত্যকর। নন্বু—সম্বোধনে। বামা—বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত। বিভুতা—প্রভুত্ব।

জগতের হিতার্থে ধর্ম্মদ্বেষী জগতের উৎপীড়ক রাক্ষসাদির নিধনকালে তুমি মহোল্লাসে নৃত্য করিতে থাক, তখন পৃথিবী তোমার বিষমপাদ সন্তাড়নে এবার রক্ষা পায় কি না, এইরূপ ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। তোমার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশাল অর্গলসদৃশ বাহুর প্রহারে আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদি ব্যথিত ও বিধ্বস্তপ্রায় হয়, স্বর্গের প্রান্তভাগেও তোমার অসংবৃত জটাসমূহের আঘাত লাগে স্বর্গভূমিও তাহাতে পুনঃ পুনঃ ক্লেশের অবস্থায় পতিত হয়। জগতের রক্ষার নিমিত্তই তুমি নৃত্য কর, কিন্তু তাহার আপাত ফল দেখিলে বোধ হয় যেন তুমি জগতের সংহার কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রভু হে! তোমার প্রভুত্ব এইরূপ বিপরীত লক্ষণাক্রান্তই বটে।

ক্রমশঃ—

---

# মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ।

পুরাকালে মহিলাগণও বিবিধবিদ্যায় বিভূষিতা হইতেন। মৈত্রেয়ী স্বামীর সহিত ব্রহ্মবিদ্যার যে সমুদায় কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারাই ঐ সময়ের স্ত্রীলোকেরা কিরূপ শিক্ষিতা হইতেন, তাহা বুঝা যায়। আমরা মহিলাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান কর্ত্তব্য মনে করি বলিয়া কেহ যেন মন না করেন যে, আমরা আধুনিক বা পাশ্চাত্য যে প্রথাতে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার পক্ষপাতী। স্ত্রীলোকেরা স্কুলকলেজে গিয়া, মেম সাজিয়া, এলে, বিএ, পাশ করিয়া, পুরুষের ন্যায় নানাবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা-

নির্ব্বাহ করেন, ইহা আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যপ্রদেশেও প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষা বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা যাইতেছে। মহামতি গ্লাডষ্টোনেরও ঐ আন্দোলনের সহিত সহানুভূতি দেখা যায়। যে শিক্ষাতে স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষলোক করিয়া তুলে সে শিক্ষার বিস্তার রোধ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বারান্তরে এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করা যাইবে। অদ্য মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ পাঠককে উপহার দিলাম।

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির জ্যেষ্ঠাপত্নী। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবেন ইচ্ছা করিয়া তাহার দুই পত্নী মৈত্রেয়ী কাত্যায়নীকে ডাকিয়া বলিলেন যে তোম দিগকে আমার তাবৎ সম্পত্তি বিভাগ করিয় দিয়া যাই। মৈত্রেয়ী তুচ্ছ ধনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া পতিসন্নিধানে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য ধন প্রার্থনা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। পরিদৃশ্যমান তাবৎ পদার্থই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান তাবৎ পদার্থ। অজ্ঞানহেতু ভেদজ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলে ভেদজ্ঞান থাকে না, ইহাই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির উপদেশের মর্ম্ম।

---

# মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ

## বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যাস্যন্বা **অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যা হন্ত করবাণীতি ॥ ১ ॥**

পদপাঠঃ। মৈত্রেয়ী। ইতি। হ। উবাচ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। উৎযাস্যন। বা। অরে। অহম্। অস্মাৎ। স্থানাৎ। অস্মি। হন্ত। তে। অনয়া। কাত্যায়ন্যা। হন্ত। করবাণি। ইতি।

(১) মৈত্রেয়ি!—হে মৈত্রেয়ি! যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর নাম। (২) যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য নামক ঋষি। (৩) উৎযাস্যন্—উৎ-উর্দ্ধং পারিব্রাজ্যাখ্যামাশ্রমান্তরং যাস্যন গন্তুমিচ্ছন্ পরিব্রাজকাশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক। (৪) অরে—সম্বোধনে অরে মৈত্রেয়ী। (৫) অহম্—আমি। (৬) অস্মাৎ স্থানাৎ—এই স্থান হইতে অর্থাৎ গৃহাশ্রম হইতে। (৭) অস্মি—ভবামি, অনুমতি প্রার্থনা করি। (৯) তে—তোমার। (১০) অনয়া কাত্যায়ন্য—এই কাত্যায়নীর সহিত। (১১) অন্তং—বিচ্ছেদং, সম্বন্ধস্য বিচ্ছেদঃ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ, বিত্ত বিভাগদ্বারা তোমদিগকে পৃথক করিয়া দিবে। (১২) করবাণি—করিব।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই স্ত্রী ছিল, জ্যেষ্ঠার নাম মৈত্রেয়ী, কনিষ্ঠার নাম কাত্যায়নী। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক আশ্রয়ে গমন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া জ্যেষ্ঠা স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে মৈত্রেয়ি! আমি এই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকাশ্রমে যাইতেইচ্ছুক হইয়াছি। এইক্ষণ আমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা তোমার এবং

পৃথক্ করিয়া দিব, ইহাতে তুমি অনুমতি দেও।”

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদ মৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। সা। হ। উবাচ। মৈত্রেয়ী। যৎ। নু। মে। ইয়ং। ভগোঃ। সর্বা। পৃথিবী। বিত্তেন। পূর্ণা। স্যাৎ। কথং। তেন। অমৃতা। স্যাম্। ইতি। ন। ইতি। হ। উবাচ। যাজ্ঞবল্ক্য। যথা। এব। উপকরণবতাং। জীবিতং। তথা। এব। তে। জীবিতং। স্যাৎ। অমৃতত্বস্য। তু। ন। আশা। অস্তি। বিত্তেন। ইতি।

(১) সাহোবাচ মৈত্রেয়ী--সেই মৈত্রেয় বলিলেন। (২) যৎ—যদি। (৩) নু—বিতর্কে যন্নু যদি ই বা। (৪) মে—মম আমার। (৫) ইয়ং—এই। (৬) ভগোঃ--হে ভগবন্। (৭) সর্ব্বপৃথিবী—সমস্ত পৃথিবী। (৮) বিত্তেন —ধনের দ্বারা। (৯) পূর্ণা--পরিপূর্ণা। (১০) স্যাৎ—হয়। (১১) কথং—কিপ্রকারে। (১২) তেন—তাহাদ্বারা। (১৩) অমৃতা--মোক্ষাধিকারিণী। (১৪) স্যাম্--হইব। (১৫) ইতি—ইহা। (১৬) নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ইহা নহে (অর্থাৎ ধনের দ্বারা মুক্তি হয় না)। (১৭) যথৈব—যে প্রকার। (১৮) উপকরণবতাম্—সাধনবতাম্, জীবিকা নির্ব্বাহার্থ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সম্পন্ন ব্যক্তিদের। (১৯) জীবিতং—জীবন অর্থাৎ ধনী লোকদিগের যেরূপ সুখ হয়। (২০) তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ—সেই প্রকার তুমিও সুখী হইবে। (২১) অমৃতত্বস্য তু—অমৃতত্বের (অর্থাৎ অস্তি) আশা নাই। (২৩) বিত্তেন—বিত্তদ্বারা।

বঙ্গার্থ। মৈত্রেয়ী বলিলেন, হে ভগবন্! আমি যদি ধন পরিপূর্ণা তাবৎ পৃথিবীর স্বামিনীই বা হই তাহা হইলে আমি কি তদ্দ্বারা মোক্ষাধিকারিণী হইব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন না, উহাদ্বারা মোক্ষ হয় না, ধনবান্ লোকদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে ইহাদ্বারা তোমারও তদ্রূপ হইবে (অর্থাৎ সাংসারিক সুখলাভ হইবে) ধনের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই।

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। সা। হ। উবাচ। মৈত্রেয়ী। যেন। অহং। ন। অমৃতা। স্যাং। কিং। অহং। তেন। কুর্য্যাং। যৎ। এব। ভগবান্। বেদ। তৎ। এব। মে। ব্রূহি। ইতি।

বঙ্গার্থ। মৈত্রেয়ী বলিলেন যাহাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না তাহা লইয়া কি করিব। যদি অমৃতত্ব প্রাপ্তির বিষয় ভগবান্ (অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি) জানেন তাহা হইলে আমায় বলুন্।

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়াবতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্স্ব ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। সঃ। হ। উবাচ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। প্রিয়া। বত। অরে। নঃ। সতী। প্রিয়ং। ভাষস। এহি। আস্স্ব। ব্যাখ্যাস্যামি। তে। ব্যাচক্ষাণস্য। তু। মে। নিদিধ্যাসস্ব। ইতি।

(১) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন। (২) প্রিয়বতাবে নঃ সতীপ্রিয়ং ভাষস। বত-অরে বতারে, যেখানে অনুকম্পা দেখাইয়া কিছু

ওহে, নঃ আমাদের অর্থাৎ আমার (প্রিয়াসতী) প্রিয় হও। (প্রিয়ং) ভাষস প্রিয় কথা বল। (৩) এহ্যাস্স্ব—এহি+আস্স্ব, এস ও উপবেশন কর। (৪) ব্যাখ্যাস্যামিতে—আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব। (৫) ব্যাচক্ষণস্ত তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি (নিদিধ্যাসস্ব ইতি)—আমি যে ব্যাখ্যা করিব তাহা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ী! পূর্ব্ব হইতেই আমি তোমাকে ভালবাসি, এইক্ষণেও তুমি আমার প্রীতিজনক আলাপন করিতেছ। এখানে আসিয়া উপবেশন কর, আমি অমৃতত্বের বিষয় যাহা ব্যাখ্যা করিব তাহা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর।

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি॥ ৫ (ক)॥

পদপাঠঃ। সঃ। হ। উবাচ। ন। বা। অরে। পত্যুঃ। কামায়। পতিঃ। প্রিয়। ভবতি। আত্মনঃ। তু। কামায়। পতিঃ। প্রিয়ঃ। ভবতি।

(১) ভবত্যাত্মনস্ত=ভবতি+আত্মনঃ+তু। (২) প্রিয়=ভার্য্যায়াঃ প্রিয়ঃ ইত্যর্থঃ অর্থাৎ ভার্য্যার প্রিয়ঃ।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! পতির অভীষ্টসিদ্ধির (অর্থাৎ প্রীতির) জন্য পতি যে ভার্য্যার প্রিয় হইয়া থাকেন তাহা নহে, আত্মার প্রয়োজনার্থেই পতি স্ত্রীর প্রিয় হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ভার্য্যার আত্মাতে পতি বিদ্যমান থাকেন বলিয়া পতি ভার্য্যার প্রিয় হইয়া থাকেন। পরমাত্মা সর্ব্বাধারেই যে বিদ্যমান এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে।

ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। জায়ায়ৈ। কামায়। জায়া। প্রিয়া। ভবতি। আত্মনঃ। তু। কামায়। জায়া। প্রিয়া। ভবতি।

(১) প্রিয়া=পত্যুঃ প্রিয়া ইত্যর্থঃ, অর্থাৎ পতির প্রিয়।

বঙ্গার্থ। (পূর্ব্ব শ্লোকে পতিজায়ার প্রিয় হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে জায় যে কারণে পতির প্রিয় হইয়া থাকেন তাহাই বলা হইতেছে। জায়া পতির আত্মাতে বিদ্যমান বলিয়া জায়া পতির প্রিয় হইয়া থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! জায়ার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যে জায়া পতির প্রিয় হইয় থাকেন তাহা নহে, আত্মার প্রয়োজনার্থেই জায়া পতির প্রিয় হইয়া থাকেন।

ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয় ভবন্তি॥ ৫ (গ)॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। পুত্রাণাং কামায়। পুত্রাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি। আত্মনঃ তু। কামায়। পুত্রাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি।

১। পুত্রাঃ প্রিয়াঃ=পুত্রাঃ পিতুঃ প্রিঃ ইত্যর্থঃ। পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয়।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি পুত্রগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে পুত্রগণ পিতার প্রিয় হইয়া থাকে তাহা নহে, আত্মা প্রয়োজনের জন্যই পুত্রগণ পিতার প্রিয় হইয় থাকেন। অর্থাৎ পিতা যে পুত্রগণকে ভাল বাসেন তাহা যে পুত্রের কোন উপকার করিবে বলিয়া তাহা নহে। পিতার আত্মাতে পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, সুতরাং পিতা পুত্রকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না।

ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্ত প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে বিত্তস্য। কামায়। বিত্তং। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মনঃ। তু। কামায়। বিত্তং। প্রিয়ং ভবতি।

১। বিত্তং প্রিয়ম্—বিত্তং বিত্তস্বামিনঃ প্রিয়মিত্যর্থঃ। অর্থাৎ ধন ধনীর প্রিয় হয়।

বঙ্গার্থ। ধন কেন ধনীর প্রিয় হয় তাহাই বলা হইতেছে। আত্মাতে ধন বিদ্যমান আছে বলিয়া ধন প্রিয় হইয়া থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! ধনের উপকারার্থে যে ধন মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকে তাহা নহে আত্মার প্রয়োজন বশতই ধন মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্মপ্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় ব্রহ্মপ্রিয়ং ভবতি ॥৫ (ঙ)॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। ব্রহ্মণঃ। কামায়। ব্রহ্ম। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মানঃ। তু। কামায়। ব্রহ্ম। প্রিয়ং। ভবতি।

১। ব্রহ্ম প্রিয়ং—ব্রাহ্মণজাতি সাধারণের প্রিয়, সাত্ত্বিকগুণবিশিষ্ট পুরুষকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, তৎসমষ্টি বা জাতিকে ব্রহ্ম বলে।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! ব্রাহ্মণজাতির উপকারার্থে যে ব্রাহ্মণজাতি সাধারণের প্রিয় হইয়া থাকে তাহা নহে- আত্মাতে ব্রাহ্মণ আছে বলিয়া আত্মার প্রয়োজনের জন্য ব্রাহ্মণজাতি প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি ॥ ৫ (চ) ॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। ক্ষত্রস্য। কামায়। ক্ষত্রং। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মনঃ। তু। কামায়। ক্ষত্রং। প্রিয়ং ভবতি

১। ক্ষত্রং প্রিয়ং ক্ষত্রং প্রিয়ং প্রজানা- পুরুষকে ক্ষত্রিয় বলে, তাহার সমষ্টি বা জাতিকে ক্ষত্র বলে।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! ক্ষত্রিয়জাতি প্রজাবর্গের প্রিয় হইয়া থাকে, সে ক্ষত্রিয়জাতির প্রয়োজন বা আবশ্যক অর্থে নহে আত্মাতে ক্ষত্রিয় জাতি আছে বলিয়া ক্ষত্রিয়জাতি প্রজার প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি ॥ ৫ (ছ) ॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। লোকানাং। কামায়। লোকাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি। আত্মনঃ। তু। কামায়। লোকাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি।

১। লোকাঃ প্রিয়াঃ—লোকাঃ ভূতানং প্রিয়াঃ ইত্যর্থঃ। লোক্যন্তে কর্ম্মফলানি দৃশ্যন্তে যত্র ইতি লোকাঃ। অর্থাৎ জীবগণ যেখানে কর্ম্মফল ভোগ করে তাহাকে লোক কহে।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি। পৃথিব্যাদি লোকসমুহের প্রয়োজনের জন্য পৃথিব্যাদি জীবের প্রিয় হয় না, আত্মাতে পৃথিব্যাদি লোক সকল বিদ্যমান আছে বলিয়া উহা জীবের প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি ॥ ৫ (জ) ॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। দেবানাং। কামায়। দেবাঃ। প্রিয়াঃ। ভবন্তি। আত্মনঃ। তু। কামায়। দেবাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি।

১। দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি—জনস্তেতি শেষঃ। দেবতাগণ লোকের প্রিয়।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! দেবতাদিগের প্রয়োজন বা উপকারের জন্য যে দেবতাগণ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে তাহা

তারা আত্মার প্রয়োজনবশতঃ মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকেন।

ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়ানি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়ানি ভবন্তি॥ ৫ (ঝ)॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। ভূতানাং। কামায়। ভূতানি। প্রিয়ানি। ভবন্তি। আত্মনঃ। তু। কামায়। ভূতানি। প্রিয়ানি। ভবন্তি।

১। ভূতানি প্রিয়ানি লোকানামিতি শেষ— ভূতগণ অর্থাৎ সৃষ্টবস্তু সমূহ লোকের প্রিয় হয়।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! ভূতগণ অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের প্রয়োজন বা উপকারার্থ ভূতগণ যে জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছে তাহা নহে, আত্মাতে তাবৎ বস্তু বিদ্যমান আছে বলিয়াই আত্মার প্রয়োজনার্থ তাবৎ বস্তু লোকের প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি॥৫ (ঞ)

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। সর্ব্বস্য। কামায়। সর্ব্বং। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মনঃ। তু। কামায়। সর্ব্বং। প্রিয়ং। ভবন্তি।

১। সর্ব্বং। প্রিয়ং। জনানামিতি শেষঃ। অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তু জনগণের প্রিয়।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের প্রয়োজনের জন্য যে তাবৎ পদার্থ লোকের প্রিয় তাহা নহে; আত্মাতে তাবৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে বলিয়া তাবৎ পদার্থ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্॥ ৫ (ট)॥

পদপাঠঃ। আত্মা। বা। অরে। দ্রষ্টব্যঃ। মৈত্রেয়ি। আত্মনঃ। বা। অরে। দর্শনেন। শ্রবণেন। মত্যা। বিজ্ঞানে। ইদং। সর্ব্বং। বিদিতং।

১। দ্রষ্টব্যঃ—দর্শনার্হঃ দর্শনবিষয়মাপদয়িতব্যঃ অর্থাৎ দর্শনের বিষয়ীভূত করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে যত্ন করা উচিৎ।

২। শ্রোতব্যঃ—পূর্ব্বমাচার্য্যত আগমতশ্চ অর্থাৎ আচার্য্য ও আগম অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে আত্মার বিষয় শ্রবণ করা উচিত।

৩। মন্তব্যঃ—তর্কতঃ অর্থাৎ ন্যায়যুক্ত তর্কের দ্বারা আলোচনা করা উচিত।

৪। নিদিধ্যাসিতব্যঃ—নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ— স্থিরচিত্তে ধ্যান করিতে হইবে।

৫। মত্যা—অনুভূত্যা, বোধেন—অর্থাৎ সুদ্বোধদ্বারা।

৬। বিজ্ঞানেন—সম্যগ্‌জ্ঞানেন।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! অতএব আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন, শাস্ত্র এবং আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মার বিষয় শ্রবণ, ন্যায়োপেত তর্কাদিদ্বারা আত্মার বিষয় আলোচনা এবং নিবিষ্টচিত্তে তদ্বিষয়ে ধ্যান করা কর্ত্তব্য, হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, অনুভূতি ও সম্যক্ অবগমন হইলেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ বিদিত হওয়া যায়।

(ক) ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাঽত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্র বেদ, (খ) লোকাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্বেদ, (গ) দেবাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনে দেবান্বেদ, (ঘ) ভূতানি তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাঽত্মনো ভূতানি বেদ, (ঙ) সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাঽত্মনঃ সর্ব্বং বেদেদং, (চ) ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং

পদপাঠঃ। ব্রহ্ম। তং। পরাদাদ্। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ। ব্রহ্ম। বেদ। ক্ষত্রং। তং। পরাদাদ্। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ। ক্ষত্রং। বেদ। লোকাঃ। তং। পরাদুঃ। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ। লোকান্। বেদ। দেবা। তং। পরাদুঃ। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ দেবান্। বেদ। ভূতানি। তং। পরাদুঃ। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ। ভূতানি। বেদ। সর্ব্বং। তং। পরাদাদ্। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ। সর্ব্বং। বেদ। ইদং। ব্রহ্ম। ইদং। ক্ষত্র। ইমে। লোকাঃ। ইমে। দেবাঃ। ইমানি। ভূতানি। ইদং। অয়ং। আত্মা। যৎ।

(১) (ক) ব্রহ্ম—স্বাত্বিক গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, তৎসমষ্টি বা জাতিকে ব্রহ্ম বলে। (২) পরাদাৎ—পরা কুর্য্যাৎ অর্থাৎ অনাত্ম জ্ঞান করে। (৩) অন্যত্রাত্মনোঃ—আত্মনঃ অন্যত্র অর্থাৎ আত্মার বাহিরে।

বঙ্গার্থ। যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে ব্রহ্মকে দেখে, ব্রহ্ম তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করেন।

(খ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে ক্ষত্রকে দেখে ক্ষত্র তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(গ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে পৃথিব্যাদি লোকদিগকে দেখে, পৃথিব্যাদি লোক তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(ঘ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে দেবতাদিগকে দৃষ্টি করে, দেবতাগণ তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(ঙ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে, ভূত সকলকে দৃষ্টি করে, ভূত সকল তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(চ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে দৃষ্টি করে, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ

(ছ) এই ব্রহ্ম, এই ক্ষত্র, এই সমুদয় লোক, এই সমুদয় দেবতা, এই সমুদয় ভূত, এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই আত্মা বা পরব্রহ্ম।

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাৎ শব্দাৎ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত॥ ৭॥

পদপাঠঃ। স। যথা। দুন্দুভেঃ। হন্যমানস্য। ন। বাহ্যং। শব্দাৎ। শক্নুয়াৎ। গ্রহণায়। দুন্দুভেঃ। তু। গ্রহণেন। বা শব্দো গৃহীতঃ। ।৭। দুন্দুভ্যাঘাতস্য। বা। শব্দঃ। গৃহীতঃ।

১। স যথা—স ইতি দৃষ্টান্ত।

২। দুন্দুভের্হন্যমানস্য—দণ্ডাদিনা তাড্যমান ঢক্কায়াঃ, কাঠিদ্বারা বাজন হইতে এবম্বিধ ঢাক।

৩। বাহ্যাৎ শব্দাৎ— বহির্ভূতাৎ শব্দাৎ—দুন্দুভি ব্যতিরেকে অন্যান্য শব্দ হইতে।

৪। শক্নুয়াৎ—লোক ইতি শেষঃ।

৫। গ্রহণায়—গ্রহীতুম—শব্দ গ্রহণ করিতে।

বঙ্গার্থ। বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ কর্ণে লাগিলে কোন্ শব্দ কোন বস্তু হইতে বহির্গত হইতেছে তাহা নির্দ্ধারিত করিতে গেলে সেই বস্তুর জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ কোন এক বস্তু হইতে যে একটী শব্দ উত্থিত হইতেছে ঐ বস্তু ও শব্দ উভয়কে কারণ ও কার্য্য সম্বন্ধে যোগ করা আবশ্যক, সেইরূপ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সেই সমুদয় বস্তুর তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সেই বস্তুর কারণ পরব্রহ্মকে জানা আবশ্যক এবং তাহাকে জানিতে পারিলেই সেই বস্তুর জ্ঞান হইবে। পরব্রহ্ম অবগত হইতে পারিলেই যে সমস্ত বস্তু অবগত হওয়া

তেছে। "দুন্দুভি বাজাইতে থাকিলে যাহার দুন্দুভি শব্দের পূর্ব্বজ্ঞান নাই সে দুন্দুভি শব্দকে অন্য শব্দ হইতে পৃথক করিতে পারে না। দুন্দুভির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কেবল দুন্দুভি হইতে যে ঐ শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা জানা যায়।"

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাৎ শব্দাৎ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। স। যথা। শঙ্খস্য। ধ্মায়মানস্য। ন। বাহ্যাৎ। শব্দাৎ। শক্নুয়াৎ। গ্রহণায়। শঙ্খস্য। তু। গ্রহণেন। শঙ্খধ্মস্য। বা। শব্দঃ। গৃহীতঃ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাও পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে।

শঙ্খের প্রতি লক্ষ করিয়া শঙ্খের শব্দ বুঝিতে পারা যায়, শঙ্খের প্রতি লক্ষ্য না করিলে শঙ্খের শব্দ হইতে বাহিরের শব্দ পৃথক্ করা যায় না।

বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাৎ শব্দাৎ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। বীণায়ৈ। বাদ্যমানায়ৈ। ন। বাহ্যাৎ। শব্দাৎ। শক্নুয়াৎ। গ্রহণায়। বিণায়ৈ। গ্রহণেন। বীণাবাদ্যস্য। বা। শব্দ। গৃহীত।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাও পূর্ব্ববৎ।

বীণা বাদিত হইলে তাহার শব্দ বাহ্য শব্দ হইতে পৃথকভাবে গ্রহণ করা যায় না। বীণার বোধ হইলেই কেবল বীণাধ্বনি বোধ হইয়া থাকে।

স যথাঽঽর্দ্রৈধাগ্নে রভ্যাহিতাত্ পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্বরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-

ঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈব এতানি নিশ্বসিতানি ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। স। যথা। আর্দ্রৈধাগ্নেঃ। অভ্যাহিতাৎ। পৃথক্। ধূমা। বিনিশ্বরন্তি। এবং। বা। অরে। অস্য। মহতঃ। ভূতস্য। নিশ্বসিতং। এতৎ। যৎ। ঋক্‌বেদঃ। যজুর্ব্বেদঃ। সামবেদঃ। অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। ইতিহাস। পুরাণং। বিদ্যা। উপনিষদঃ। শ্লোকাঃ। সূত্রাণি। অনুবিখ্যানানি। ব্যাখ্যানানি। অস্য। এব। এতানি। নিশ্বসিতানি।

(১) আর্দ্রৈধারগ্নেঃ—আর্দ্রৈরেধোভিরিদ্ধঃ অগ্নিঃ ইতি আর্দ্রৈধাগ্নিঃ—তস্মাৎ, আদ্রকাষ্ঠদ্বারা জ্বলিত অগ্নি হইতে। (২) অভ্যাহিতাৎ—স্থাপন করাতে। (৩) পৃথক্‌ধূমা—নানাপ্রকার ধূম অর্থাৎ ধূম বিস্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি। (৪) অস্য—পরমাত্মনঃ—পরমাত্মার। (৫) মহতো ভূতস্য—মহৎভূতের, অনবচ্ছিন্ন পরমার্থের। (৬) নিশ্বসিত ম—অপ্রযত্নে বহির্গত, নিশ্বাস ফেলিতে যেরূপ যত্নের আবশ্যক হয় না, আপনা আপনি হইতেছে, সেইরূপ। (৭) অথর্ব্বাঙ্গিরস—অঙ্গিরা ঋষি অথর্ব্বা ঋষির নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। এই জন্য অথর্ব্ববেদকে আঙ্গিরস অথর্ব্ব বলে। (৮) ইতিহাস—যথা উর্ব্বশী পুরুরবার সংবাদ, ইতিহ আস্তে অস্মিন্ ইতি, প্রাচীন কথা। (৯) পুরাণ—সর্গ, প্রতি সর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিতযুক্ত ব্যাসাদি প্রণীত বেদার্থ প্রকাশিকা শাস্ত্র। (১০) বিদ্যা—নৃত্যগীতাদিশাস্ত্র। (১১) উপনিষদঃ—উপ নিষদ্যতে প্রাপ্যতে ব্রহ্মবিদ্যা অনয়া ইতি (উপ+নি+সদ+ক্বিপ) যাহাদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা পাওয়া যায়। (১২) শ্লোকঃ—ব্রাহ্মণ প্রভব মন্ত্র শ্রূয়তে ইতি শ্লোক, ছন্দবিশিষ্ট বাক্য—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ

(১৩) সূত্রানি—বস্তুসংগ্রহ বাক্যানি। (১৪) অনু-ব্যাখ্যানানি—মন্ত্র বিবরণ। (১৫) ব্যাখ্যা-নানি—অর্থবাদ। (১৬) অস্যৈবৈতানি নিশ্বা-সিতানি। এই সমুদায়ই সেই পরমাত্মা হইতে নিশ্বাসের ন্যায় অর্থাৎ অপ্রযত্নে বহির্গত হইয়াছে।

বঙ্গার্থ। পরমাত্মা ভিন্ন বিশ্বে আর কিছুই নাই, সকলই সেই পরমাত্মা ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে যে "আর্দ্রকাষ্ঠদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে যেমন উহাতে বিভিন্ন প্রকার ধূম উপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মার নিশ্বাস হইতে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ, ইতিহাস পুরাণ, বিদ্যা উপনিষদ শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা, অনুব্যাখ্যা, অপ্রযত্নে উদ্ভূত হইয়াছে। অর্থাৎ ধূমাদির মূল যেমন অগ্নি, তদ্রূপ বেদাদিশাস্ত্রের মূল ও সেই পরমাত্মা।"

স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং, সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং, সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং রূপানাং চক্ষুরেকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্র-মেকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একা-য়নমেবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেব, সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং, সর্ব্বেষা-মানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং, সর্ব্বেষাং বিসর্গানাং পায়ুরেকায়নমেবং, সর্ব্বেষামধ্বানাং পাদাবেকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগে-কায়নম্ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। স। যথা। সর্ব্বাসাং। অপাং। সমুদ্রঃ। একায়নং। এবং। সর্ব্বেসাং। স্পর্শানাং। ত্বক্। একায়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। রসানাং। জিহ্বাং। একায়নং। এবং। সর্ব্বেসাং। শব্দনাং। রূপানাং। চক্ষুঃ। একায়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। মনং। এবং। সর্ব্বেষাং। বিদ্যানাং। হৃদয়ং। একায়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। কর্ম্মণাং। হস্তৌ। একায়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। আনন্দানাং। উপস্থঃ। একায়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। বিস-র্গনাং। পায়ুঃ। একায়নং। এবং। অধ্বানাং। পাদৌ। একায়নং।এবং। সর্ব্বেষাং। বেদানাং। বাক্। একায়নং।

(১) অপাং—নদী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জলাশয়ের। (২) একায়নম্—একগমনম্, এক-নদী সমুদ্রে পতিত হইলে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকে না। (৩) স্পর্শানং—মৃদু, কর্কশ, কঠিন পিচ্ছিলাদি বিভিন্নপ্রকার স্পর্শের। (৪) গন্ধানাং—বিবিধপ্রকার গন্ধদ্রব্যের। (৫) রসনাং—সর্ব্বপ্রকার রসের। (৬) রূপাণং—সর্ব্বপ্রকার তেজের। (৭) শব্দানাং—সর্ব্ব-প্রকার শব্দের। (৮) সংকল্পঃ—কার্য্য করি-বার ইচ্ছা। (৯) বিদ্যাং—জ্ঞান। (১০) হৃদয়ম্—বুদ্ধি। (১১) সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ইত্যাদি—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের। হস্ত, পদ, উপস্থ পায়ু, বাক্।

বঙ্গার্থ। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই সেই পর-মাত্মা ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে "যে যেরূপ সমুদ্র সমুদায় জলাশয়ের একমাত্র আধার, স্পর্শমাত্রেরই ত্বক্ যেরূপ আধার, গন্ধমাত্রেরই নাসিকা যেরূপ আধার, রসমাত্রে-রই জিহ্বা যেরূপ আধার, রূপ বা তেজমাত্রেরই চক্ষু যেরূপ আধার, শব্দমাত্রেরই শ্রোত্র যেরূপ আধার, সংকল্পমাত্রেরই মন যেরূপ আধার, জ্ঞানমাত্রেরই বুদ্ধি যেরূপ আধার, হস্তদ্বারা যেরূপ তাবৎ কার্য্য সমাধা হয়, উপস্থই যেরূপ আনন্দের মূল, পায়ু যেরূপ বিসর্গ বা ত্যাগের মূল, পাদই যেরূপ গমনকার্য্যের মূল, বাক্ যেরূপ বেদাদির আশ্রয়, সেইরূপ পরমাত্মাই

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদক মেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অরে ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞান ঘন ইব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাহস্তীত্যরে ব্রবীমিতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥ ১২॥

পদপাঠঃ। স। যথা। সৈন্ধবখিল্য। উদকে। প্রাস্তঃ। উদকঃ। এব। অনুবিলীয়েত। ন। হ। অস্য। উদ্‌গ্রহণায়। এব। স্যাৎ। যতঃ। যতঃ। তু। আদদীৎ। লবণং। এব। এবং। বা। অরে। ইদং। মহদ্ভূতং। অনন্তরং। অপারং। বিজ্ঞানঘনঃ। ইব। এতে। সমুত্থায়। তানি। এব। অনু। বিনশ্যতি। ন। প্রেত্যসংজ্ঞা। অস্তি। ইতি। অরে। ব্রবীমি ইতি। হ। উবাচ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(১) সৈন্ধবখিল্য—সিন্ধু শব্দেনোদকমভিধীয়তে, স্যন্দনাৎ সিন্ধুরুদকং তদ্বিকারস্তত্র ভবো বা সৈন্ধবঃ, সৈন্ধবশ্চাসৌ খিল্যশ্চেতি সৈন্ধবখিল্যং খিল এব খিল্যঃ স্বার্থে যৎ প্রত্যয়ঃ। সিন্ধু শব্দে জল বুঝায়, তাহার বিকার কিম্বা তাহাহইতে উৎপন্ন সৈন্ধব অর্থাৎ লবণ, সৈন্ধবই হইয়াছে খিল্য সৈন্ধবখিল্য। কাঠিন্য প্রাপ্তি। সৈন্ধবখিল্য কঠিন লবণখণ্ড। (২) প্রাস্তঃ—প্রক্ষিপ্ত। (৩) আদদীৎ—গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করা যায়। (৪) ইদম্—এই পরমাত্মা। (৫) মহদ্ভূতম্—মহচ্চ তদ্ভূতম্, সকল অপেক্ষা মহত্তর এবং আকাশাদির কারণ বলিয়া—পরমাত্মাকে মহৎ বলা হইয়াছে। ভূতং—তিন কালেই স্বরূপের অব্যভিচারহেতু সর্ব্বদাই পরিনিষ্পন্ন—অর্থাৎ কখন তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। (৫) বিজ্ঞানঘনঃ—বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞানং চ তদ্ঘনশ্চেতি বিজ্ঞান ঘনঃ ঘন শব্দ তাহাতে অন্য পদার্থ মাত্র নাই। নান্যজ্জাত্যন্তরমন্তরালে বিদ্যতে। (৭) প্রেত্য সংজ্ঞা। বিশেষসংজ্ঞা।

বঙ্গার্থ ও ব্যাখ্যা। (যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন ভেদ জ্ঞান থাকে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি নষ্ট হয়। লবণ জল হইতে উৎপন্ন হয় এবং তৎপর কাঠিন্য প্রাপ্তি হইয়া শিলার ন্যায় কঠিন হয়। ইহাকেই সৈন্ধ্যবখিল্য বলে। অবিদ্যাজনিত যে ভাব তাহাকেই সৈন্ধবখিল্য বলা হইয়াছে। সৈন্ধবখিল্য জলে পতিত হইলে উহার ভিন্ন অস্তিত্ব থাকিল না, জলের সহিত মিশিয়া গেল। সকল জলই লবণাক্ত হইল, সৈন্ধবখিল্যের স্বতন্ত্র সত্বা আর থাকিল না। ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন খিল্যভাব আর্থাৎ সতন্ত্রভাব নষ্ট হয়। জল ও লবণের যেরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট হয়, ব্রহ্মবিদ্যা জন্মিলে সেইরূপ হয়। তখন ব্রহ্মই সকল এবং সকলই ব্রহ্ম এই জ্ঞান উপস্থিত হয়।)

সৈন্ধবখিল্য জলে পতিত হইলে জলের সহিত যেরূপ মিলিত হয় এবং উহাকে পূর্ব্বের ন্যায় গ্রহণ করা যায় না, অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় সৈন্ধবখিল্য হয় না। যে স্থান হইতে হউক না কেন, জলাস্বাদন করিলে, তাহাতে লবণস্বাদ পাওয়া যায়। হে মৈত্রেয়ি! এই পরমাত্মা মহদ্ভূত অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও অপরিবর্ত্তনীয় এবং অনন্ত, অপার এবং বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ কেবল, বিজ্ঞানময় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ (সকল পদার্থই যদি সেই পরমাত্মা হইল, তাহাহইলে খিল্যভাব বা স্বতন্ত্রভাব হয় কেন? কেহ বা সুখী, কেহ বা দুঃখী, কেহ বা ধনী, কেহ বা নির্দ্ধন ইত্যাদি বিভিন্নাবস্থা দৃষ্ট হয় কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে পরমাত্মা স্বচ্ছ সলিলের ন্যায়, কিন্তু

উত্থিত হয়) তদ্রূপ এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থই ভূতগণ হইতে উত্থিত হইয়া নদী সমুদ্রে প্রবেশ করার ন্যায় তাহাদের বিনাশ হয় অর্থাৎ লয় পায়, কোন বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না” (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা নাশ হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না, সুতরাং অবস্থাবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ সংজ্ঞা কিছুই থাকিল না, কেবল বিজ্ঞানঘন অনন্ত অপার স্বচ্ছ পর-ব্রহ্ম তদ্ভিন্ন আর কিছুই থাকিল না।)

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীতি স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যলং বা অর ইদং বিজ্ঞানায় ॥১২॥

পদপাঠঃ। সা। হ। উবাচ। মৈত্রেয়ী। অত্র। এব। মা। ভগবান্। মূমুহন্। ন। প্রেত্য। সংজ্ঞা। অস্তি। ইতি। স। হ। উবাচ। ন। বা। অরে! অহং। মোহং। ব্রবীমি। অল। বা। অল। বা। অরে। ইদং। বিজ্ঞানায়।

(১) মূমুহন্—মোহং কৃতবান্। (২) অলং—পর্য্যাপ্ত, যথেষ্ট। (৩) বিজ্ঞানায়—বিজ্ঞাতুম।

বঙ্গার্থ। মৈত্রেয়ী বলিলেন, ভগবন্ আমার মোহ বা ভ্রান্তি জন্মাইবেন না। আপনি যে বলিলেন বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না এ কিরূপ? (শীত উষ্ণ প্রভৃতি কখন এক হয় না, আপনি পরমাত্মাকে বিজ্ঞান ঘন বলিয়া বিশেষ সংজ্ঞা দিতেছেন অথচ কিছুরই বিশেষ সংজ্ঞা নাই, সকলই এক বলিতেছেন, আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না, ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞান ঘন হইলেন তবে বিশেষ সংজ্ঞা থাকিল না, এ কিরূপ কথা)?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! আমি তোমাকে ভ্রান্তিমূলক কথা বলিতেছি না, হে মৈত্রেয়ি! তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যথেষ্ট (অবিদ্যাজনিত যে গেলে, ঐ অবিদ্যা নিমিত্ত যে বিশেষ সংজ্ঞা অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞান তাহার নাশ হইয়া থাকে। যেমন জল না থাকিলে, জলের উপর চন্দ্রাদির যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা থাকে না, ইহাও সেইরূপ) (তৎপরে বিশেষ সংজ্ঞা যে কোন থাকে না, তাহা নিম্নের শ্লোকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।)

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানতি, যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, কেন কং পশ্যেৎ কেন কং শৃণুয়াৎ কেন কমভিবদেৎ, কেন কং মন্বীৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। হি। দ্বৈতং। ইব। ইবতি। তৎ। ইতর। ইতরং। জিঘ্রতি। তৎ। ইতরং। ইতরং। পশ্যতি। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। শৃণোতি। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। অভিবদতি। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। মনুতে। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। বিজানাতি। যত্র। বা। অস্য। সর্ব্বং। আত্মা। এব। অভূৎ। তৎ। কেন। কং। মন্বীৎ। তৎ। কেন। কং। বিজানীয়াৎ। যেন। ইদং। সর্ব্বং। বিজানাতি। তৎ। কেন। বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারং। অরে। কেন। বিজানীয়াৎ। ইতি।

বঙ্গার্থ। যে স্থানে দ্বৈতভাব থাকে, সেই স্থানেই একজন অন্যের ঘ্রাণ লয়, অর্থাৎ দ্বৈত-ভাব থাকিলে ঘ্রাণের বস্তু এবং যে ব্যক্তি ঘ্রাণ লইতেছে, ইহাদের পার্থক্য থাকে বা বিশেষ সংজ্ঞা থাকে, ঐরূপ দ্বৈতভাব থাকিলে একজন অন্যকে দর্শন করে, শ্রবণ করে, বলে, মনন

অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আত্মা সে স্থলে কে কাহার ঘ্রাণ লয়, কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে শ্রবণ, কে কাহাকে বলে, কে কাহাকে মনে করে, কে কাহাকে জানে। যাহাদ্বারা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ জানা যায় তাহাকে আর কিসের দ্বারা জানা যাইবে, বিজ্ঞাতাকে আর কিসের দ্বারা জানা যাইবে?

---

# ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবের স্বাধীনতা।

বাবু কুঞ্জবিহারী সেন স্বপ্রণীত "ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবের স্বাধীনতা" নামক পুস্তকে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জীবের একটী আমিত্ব, ভাব থাকায় ব্রহ্মের সহিত উহার পৃথক্ সত্বা অনুভূত হইয়া থাকে, ঐ আমিত্ব-বোধ কখনই লয় হয় না, তবে অহঙ্কার মূলক যে একটী আমিত্ব বোধ আছে তাহাই লয় হইতে পারে। ঐ আমিত্ব বোধ লয় হইলে জীব ব্রহ্মে মিলন হয়; কিন্তু ঐ প্রকার মিলন হইলেও জীবের বিশুদ্ধ আমিত্ব বোধ চিরকালই থাকে। এই সত্য আমাদের দেশের বৈদান্তিক মহাশয়গণও আংশিকভাবে উপলব্ধি করিয়া "সোহং শিবোহহং" এই বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ভাবিতেন যে অহঙ্কার-মূলক আমিই প্রকৃত আমি, সুতরাং অহঙ্কার-মূলক আমিকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মেতে লয় হইবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। জীবের বিশুদ্ধ আমির সহিত অহঙ্কার মূলক আমির যে পার্থক্য আছে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; এজন্য লয়ের সিদ্ধান্ত ঠিক্ নহে। গ্রন্থকারের এই মন্তব্যটী নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ; বেদান্তোক্ত জীব, ব্রহ্মে এক হওয়ার অর্থ লয় নহে। বৈদান্তিকগণ কোথাও আত্মার লয় হইবার ব্যবস্থা দেন নাই, অর্থাৎ মুক্তির অর্থ যে আত্মার অস্তিত্ব বিলোপ ইহা তাঁহারা কোন গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেন নাই; বরং আত্মার যে অস্তিত্ব বিলোপ হয় না তাহা ভগবদ্গীতা, বেদান্ত, উপনিষদ্ ও অন্যান্য দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে;

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং।
> ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
>
> ভগবদ্গীতা ২য় অধ্যায় (২০) শ্লোক)।

এমন কি মুক্তাত্মারও অস্তিত্ব (ব্যক্তি নিষ্ঠত্ব) যে এককালীন বিলুপ্ত হয় না তাহাও উপরোক্ত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ আছে। গ্রন্থাকার যদি উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতার বর্ণিত আত্মার লক্ষণ এবং বেদান্তের লিখিত মুক্তাত্মার বিষয় পাঠ করিতেন, তাহাহইলে অহঙ্কার মূলক ভ্রান্ত আমিত্ব ভিন্ন যে বিশুদ্ধ আমিত্ব-ভাব বৈদান্তিকগণ অবগত ছিলেন না এ কথা বলিতেন না। ঐ গীতা ও পঞ্চদশীর ও বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যে অনেক স্থানে মুক্তাত্মার সহিত ব্রহ্মের একত্ব ও পৃথকত্ব উভয় ভাব স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে; তবে ভ্রান্ত অহঙ্কার তিরোহিত হইলে জীবের পুনর্জন্ম হয় না, আত্মা ব্রহ্মেই স্থিত হয়, এই মতবাদ তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়া গিয়াছেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রহ্মে স্থিত অর্থে লয় নহে ব্রহ্মময়; সুতরাং অপরোক্ষ জ্ঞানীর

অহঙ্কার মূলক বৃত্তি কখনই থাকিতে পারে না। গ্রন্থকার যদি যোগারূঢ় ও স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ পাঠ করিতেন তাহাহইলে এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন। এইক্ষণে এই তর্ক উঠিতে পারে যে, মানবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ তবে ভাবরাজ্যের অহঙ্কার ও অহঙ্কার-মূলক বৃত্তি-দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় তাঁহার অসীম মহৎজ্ঞান সসীম অহং জ্ঞানে পরিণত হয়। সেই অসীম জ্ঞান তিরোহিত হইলে অসীম-জ্ঞান যদি অনন্তজ্ঞানের সহিত একীভূত হয় তবে আত্মা ব্রহ্মে (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে) বিলীন হইবে; এ অবস্থায় তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে কেন? এই তর্কের উপরই বেদান্তের নির্ব্বাণ মুক্তি বাদ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৈদান্তিকদিকের গূঢ় সূক্ষ্মভাব আছে। তদ্দ্বারা তাঁহারা আত্মা ও ব্রহ্মের মিলনসত্বেও মুক্ত আত্মার পৃথকত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন; এই গূঢ়ভাব সহজে উপলব্ধ হয় না বটে, কিন্তু বিশেষ প্রণিধানদ্বারা উহার উপলব্ধি হইলে বৈদান্তিকদিগের অভিপ্রায় ও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, তদ্ভিন্ন গ্রন্থকারের উহাদ্বারা নিম্নোক্ত আর একটী কূটতর্কের খণ্ডন হইতে পারে। গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বরের অবতার কখনই সংগত হইতে পারে না, ঈশ্বর স্বয়ং যদি একটী মানবরূপে অবতীর্ণ হন্ তবে তৎকালে অনন্ত জাগতিক ক্রিয়া কাহার দ্বার নির্ব্বাহিত হয়"। গ্রন্থকারের এই কথা নিতান্ত সারশূন্য তাহা একটু প্রণিধান করিয়া করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ঈশ্বর অনন্তজ্ঞান ও শক্তিময় (অর্থাৎ অনন্তজ্ঞান ও শক্তির কেন্দ্র) তাঁহার ইচ্ছা শক্তি হইতে গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত অনন্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রজ্ঞা বা ধীশক্তিতে উহা স্থিত আছে; অতএব ঈশ্বর অনন্ত। মানবাত্মা তাঁহার অংশ অর্থাৎ একদেশ ব্যাপি, এই অংশ বা একদেশ দৃশ্য বস্তুর বিভাজিত অংশ বা একদেশের ন্যায় নহে, ইহা জ্ঞান ও অন্তর্জ্জগতের বিষয়; তদ্ধেতু ঐ ভাবটী বাহিরে প্রকাশ করা যে কঠিন তাহা গ্রন্থকারের নিজেই স্বীকার করিতে হইয়োছে। ফলতঃ ঐ ভাবটী যতই কঠিন হউক্ না কেন একেবারে দুর্ব্বোধ্য নহে। মনে করুন আপনার একটী মনন বা চিন্তা (Thought) যেমন আপনার সাধারণ জ্ঞান ও শক্তির অন্তর্গত বা অংশ বিশেষ, প্রোক্ত অংশ সেই প্রকার শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। মনু মানবের আদি পুরুষ এবং মনু ব্রহ্মার মানসপুত্র পুরাণে বর্ণিত আছে ব্রহ্মাই সৃষ্টিকারী শক্তি, উহা আদিতে সত্ব বা স্থিতিশক্তিময় বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থিত ছিলেন। তন্ত্রোক্ত ষটচক্রের নাভিচক্রই কামনা বা ইচ্ছা শক্তির কেন্দ্র। অতএব অনন্ত-জ্ঞানাভ্যন্তরে ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্রীভূত জাগতিক মহামানসই সৃষ্টিকারী শক্তি বা ব্রহ্মা, কিন্তু উহাও আদি কারণ বা প্রথম বিকাশ নহে। অনন্তজ্ঞানের প্রথম বিকাশ অনন্ত প্রজ্ঞা বা সত্বময় স্থিতি শক্তি উহাই পৌরাণিক বিষ্ণু, অতএব অনন্তজ্ঞান বা প্রজ্ঞাভ্যন্তরে ইচ্ছাশক্তি অবস্থিত আছে, ঐ অনন্তজ্ঞানস্থিত ইচ্ছাশক্তি হইতে সৃষ্টির নিমিত্ত এক একটী চিন্তা বা মনন্ (Thought) বিকাশিত হয়। উহাই ব্রহ্মার মানসপুত্র, এক্ষণে এই একটী গুরুতর আপত্তি হইতে পারে যে ব্রহ্ম কোন বিশেষ মূর্ত্তি বা ব্যক্তি নহে, ব্রহ্ম অনন্ত চৈতন্য ও শক্তির কেন্দ্র উহা অনাদি অসীম ও অনন্ত। সুতরাং অনন্তের ইচ্ছা বা চিন্তা কি প্রকারে সম্ভব? ইহার উত্তর বিশদ্ভাবে দিতে হইলে একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, তবে এস্থলে এই

পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট হইবে যে উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা বা চিন্তা নহে। জগতের স্থিতি শক্তিই তাঁহার প্রজ্ঞা সৃষ্টি শক্তিই তাঁহার ইচ্ছা, উহাই অনন্তের সাধারণ নিয়ম বা আইন। এ আইন বা নিয়মানুযায়ী বা নিয়ম প্রসূত (সৃষ্টির নিমিত্ত) বিশেষ বিশেষ মৌলিক ভাবের বিকাশ হয় উহাই ব্রহ্মের মানসপুত্র। ঐ মানসপুত্র হইতে সৃষ্টি ক্রিয়া সমাধা হয়

মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥
গীতা ১০ম অধ্যায়ঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ।

ঐ বিশেষ বিশেষ মানসপুত্রের মধ্যেও জ্ঞান ও ইচ্ছা উভয় আছে। ইচ্ছা হইতে কামনা, কামনা হইতে ভিন্ন ভিন্নভাবের উৎপত্তি হয়, উহাই ঈশ্বরের ভাবাংশ বা প্রকৃতি এবং জ্ঞানই স্বরূপাংশ বা পুরুষ। ঐ ভাব বা প্রকৃতির কেন্দ্রানুসারিণী (জ্ঞান বা পুরুষাভিমুখিনী) ও কেন্দ্রাপসারিণী উভয়শক্তি আছে। ঐ কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি হইতেই ঐ ভাব সকল ঘনীভূত হইয়া অজ্ঞানময় জড় জগতে পরিণত হয়। পূর্ব্বোক্ত পুরুষরূপ জ্ঞান যখন ঐ ভাব সমূহে মগ্ন হইয়া তাদাত্মাভাব প্রাপ্ত হন, তখন পূর্ব্বোক্ত ভাবের অধীন হওয়ায় ভ্রান্ত অহঙ্কারে পরিণত হয়েন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহের সহিত আর পৃথক্ জ্ঞান থাকে না। নিজের অস্তিত্ব (জ্ঞানরূপ পুরুষের অস্তিত্ব) ভুলিয়া যান; আবার যখন প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রানুসারিণী শক্তিপ্রভাবে "কেন্দ্রিকশক্তির নিকটবর্ত্তী হন, তখন পূর্ব্বোক্ত ভাবসকল জ্ঞানময়ী স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধীন হইয়া পড়ে, ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই মানবের উচ্চ মনের সম্পত্তি, ঐশীপ্রজ্ঞার সহিত মানব মনের মিলন ব্যতীত ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। ঐ ইচ্ছাদ্বারা ভ্রান্ত অহঙ্কার তিরোহিত হয়, কিন্তু ভ্রান্ত অহঙ্কার তিরোহিত হইলেও আত্মার অস্তিত্বের বিলোপ হয় না, ব্রহ্মের অনন্তজ্ঞান ও অনন্তইচ্ছা শক্তি হইতে সৃষ্টির নিমিত্ত এক একটী মনন (Thought) রূপ মানস পুত্রের যে বিকাশ হয়, ঐ মানসপুত্র স্বীয়ভাবে মগ্ন হইয়া ভাবজগতের সহিত একীভূত হইয়া পড়েন। পরে কেন্দ্রানুসারিণী শক্তিপ্রভাবে ভাবজগত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তজ্ঞানময় পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেও তাঁহার মধ্যে বিবেকপ্রজ্ঞা স্মৃতি ও জ্ঞানানুভূতি কখনও বিলুপ্ত হয় না। এইজন্যই গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ছিলেন।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন।
তান্যহং বেদসর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থপরন্তপ॥
গীতা ৪র্থ অধ্যায় ৫ শ্লোক।

যেমন তোমার সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান আছে, সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্তজ্ঞান মধ্যে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান থাকা অযৌক্তিক বা অদার্শনিক নহে। বৃহৎ অগ্নিরাশির সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের তাপের পরমার্থিক ন্যূনাতিরেক নাই, উভয়ই তাপমানযন্ত্রের পরিমাণে সমান। ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিরাশির একাংশ হইলেও একসমস্তরে অবস্থিত থাকিলেও একার্থে উভয় এক এবং অন্যার্থে পৃথক্ বলা যায়। আপনার বিশেষ জ্ঞান বা বোধ সাধারণ জ্ঞানের অন্তর্গত হইলেও উহা বিশেষ পদবাচ্য। তবে গ্রন্থকার ভ্রান্ত-অহঙ্কার মুক্ত বিশুদ্ধ অস্তিত্ব যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, বেদান্তিকেরা ঐ বিশুদ্ধ আমিত্ব তদাপেক্ষা উচ্চার্থে ব্যবহার করিয়াছেন, গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে "আত্মা ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিলেই প্রাপ্ত অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু পরলোকে পূর্ণ জ্ঞাত-লাভ করিতে পারেন না, তবে পরলোকে ক্রমে আত্মসাধনদ্বারা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী

হইতে থাকেন, গ্রন্থকারের আত্মসাধন বেদান্ত-দর্শনোক্ত আত্মসাধন হইতে পৃথক্ এবং গ্রন্থকারের এই মতটী ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, গ্রন্থকার জন্মান্তর স্বীকার করেন না বলিয়াই আত্মার উন্নতি ও সামঞ্জস্যের জন্য ঐ মতটীর অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রমাণ করিতে হইলে বহুল সমালোচনা আবশ্যক, উহা অদ্যকার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয় নহে, এইজন্য অদ্য ক্ষান্ত হইলাম। সময়ান্তরে আলোচনা করিব। কিন্তু গ্রন্থকারের ইহা বুঝা উচিত যে, পরলোক কর্ম্মভূমি নহে, উহা সুষুপ্তির ক্ষেত্র বা ভোগভূমি মাত্র তথায় উন্নতি ও অবনতির কোন কার্য্য হইতে পারে না। ইহজগতে উন্নতি. অবনতির কার্য্য সম্পাদিত হয় ঐ কার্য্যের ফল পরলোকে ভোগ দ্বারা পরিপাক হইলে পুনরায় কার্য্যের জন্য পুনর্জন্ম হয়, ইহার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক (বিজ্ঞানসম্মত) অর্থ আছে, বারান্তরে সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এখানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আত্মা বা পুরুষ যদি জ্ঞানময় হন তবে পরলোকে কেবল অন্তর্জ্ঞানানুভূতিজনিত ভোগ ব্যতীত উন্নতি অবনতির কোন কার্য্য হইতে পারে না ভোগান্তে কর্ম্মানুরূপ ইচ্ছা ও কামজনিত প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, ঐ প্রবৃত্তি অনুরূপ ক্রিয়াশক্তি উত্তেজিত হইলেই বিষম জাতীয় তাড়িৎ আকর্ষণের ন্যায় পার্থিব আকর্ষণাধীন হইয়া পড়ে। আর কামবন্ধন ছিন্ন হইলে সুষুপ্তির পরিবর্ত্তে তুরীয় অবস্থার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের (অনন্তজ্ঞানের) বিকাশ হয়, সুতরাং পরলোকে ভোগেরও কোন প্রয়োজন হয় না, তবে অনন্তজ্ঞানের মধ্যে তাঁহার আত্মজ্ঞান স্মৃতি ভোগ-ভূমিরূপ পরলোকে থাকিয়াও অসীম শক্তিময় জ্ঞানের অঙ্গীভূত হয় ও অনন্ত স্রষ্টার সহিত জগৎ রক্ষণকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং আবশ্যকমত ঐ মুক্তাত্মা ভোগ-ভূমিস্থ আত্ম-জ্ঞান ও স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া ইহ-জগতের হিতার্থে স্বীয় মায়া বা ইচ্ছাশক্তি বলে ইহজগতে অবতীর্ণ হইতে পারেন, ইহারই নাম অবতার। অনন্ত ঈশ্বর ত্রিজগৎব্যাপী, তাঁহার কারণ জগতের বিশুদ্ধ স্বরূপাংশ বিশুদ্ধভাবে কার্য্য জগতে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার জগতের সৃষ্টি বা পোষণকার্য্যের ব্যাঘাত হইবে কেন? বরং কার্য্য জগতের উন্নতি হইবেক। পরলোকে মুক্তাত্মার বিশেষ জ্ঞান ও স্মৃতির (বিজ্ঞানাত্মা স্বরূপ) যে পৃথক্ সত্ত্বা থাকে তাহা বিগত বর্ষের চৈত্রমাসের অনুসন্ধান পত্রিকার জ্ঞান-যোগ ও অন্তর্জ্জগৎ শির্ষক (Heading) প্রবন্ধে বিশদরূপে প্রদর্শিত ও প্রমাণিত হইয়াছে, অতএব এই বিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ আছে তাঁহারা উক্ত পত্রিকা দৃষ্টি করিবেন।

গ্রন্থকারের শেষ তর্ক এই হইতে পারে যে "মানবাত্মা যখন ঈশ্বরের অংশ তখন অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অংশই হউক্ বা ভাবজগৎ মিশ্রিতই হউক্ স্বরূপতঃ উভয়ই ঈশ্বাংশ ভিন্ন উহাতে বিশেষত্ব নাই" কিন্তু সাধারণ মানবাত্মা যে অর্থে ঈশ্বরাংশ অবতার সে অর্থে অংশ নহে। সাধারণ মানবাত্মার ঐশ্বরিক জ্ঞানের আভাসমাত্র আছে, যেহেতু উক্ত জ্ঞান ভ্রান্তরেখাদ্বারা বেষ্টিত এবং অহঙ্কার-মূলক কাম, ক্রোধাদি ভাবরূপ রসে রঞ্জিত হওয়ায় অসীম এবং বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মুক্তাত্মায় ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ জ্ঞান আছে তাহা ভ্রান্ত অহঙ্কার দ্বারা বেষ্টিত বা কামক্রোধাদি ভাবরূপ রঙ্গে রঞ্জিত না হওয়ায় তাহা সসীম বা বিকৃতভাব প্রাপ্ত নহে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে অগ্নিরাশির সমস্তরস্থিত প্রত্যেক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঐ অগ্নিরাশির সমতাপবিশিষ্ট, অতএব ঈশ্বরের

স্বরূপ-জ্ঞানের সমস্তরস্থিত প্রত্যেকাংশই স্বরূপ জ্ঞানময়। যদি স্বরূপ-জ্ঞানের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে সেই জ্ঞানই ঈশ্বরের জ্ঞান। ঐ জ্ঞানের মধ্যে স্থান ও কালের বাধা না থাকিলে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিলোক এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকাল উক্ত জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইতে পারে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্ব জ্ঞানময়, বিজ্ঞানাত্মা তাঁহার ইচ্ছাশক্তির একদেশ ব্যাপী অতএব ঐ বিজ্ঞানাত্মার মধ্য দিয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রকাশ হইলে তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব কখন সীমাবদ্ধ হইতে পারে না ও সীমাবদ্ধ হইলে সর্ব্বজ্ঞতার অর্থ থাকে না। মনে কর অনন্তজ্ঞানের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল অসংখ্যভাব ও বস্তু সাজান আছে, কিন্তু ঐ স্থূলভাব ও বস্তুভেদ করিয়া সম্যকরূপ ঐ জ্ঞান বাহিরে প্রকাশ হয় না, তাহার ঐ সকল ভাবই ঐ জ্ঞান বিকাশের বাধা স্বরূপ। এক্ষণে যদি কোন কারণ বশতঃ কোন স্থূলভাব বস্তু বিশেষের মধ্য দিয়া ঐ জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহাহইলে তাঁহারা অনন্ত জ্ঞান-মূলক শক্তি ও ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইবে কেন? বরং তদ্দ্বারা ভাবজগতের উপকার হইবে, ইহার গূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য ক্রমে প্রকাশিত হইতে।

শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

---

# যজ্ঞোপবীত-তত্ত্ব।

ভগবান্ গোভিলাচার্য্য তৎপ্রণীত কৌথুম শাখীদের গৃহ্যকর্ম্মবিধিতে উপবীত-বিধি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

যজ্ঞোপবীতং কুরুতে সূত্রং বস্ত্রং বাঽপি বা কুশরজ্জুমেব।

অর্থাৎ সূত্র বা বস্ত্র অথবা কুশরজ্জু, যখন যাহা সুলভ হইবে, তখন তাহারই যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করিবে।

দক্ষিণং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় সব্যেঽংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি দক্ষিণং কক্ষমন্ববলম্বং ভবত্যেবং যজ্ঞোপবীতী ভবতি।

অর্থাৎ উহা দক্ষিণবাহুকে উপরে রাখিয়া শিরোবেষ্টনানুসারে বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ কক্ষের নিম্নসীমা পর্য্যন্ত লম্ববান হইবে।' এইরূপ সূত্রাদির অন্যতম ধারণকারীকে যজ্ঞোপবীতি বা যজ্ঞোপবীতধারী বলা যায়।

সব্যং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় দক্ষিণেঽংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি, সব্যং কক্ষমন্ববলম্বং ভবত্যেবং প্রাচীনাবীতী ভবতি।—

অর্থাৎ বামবাহুকে উপরে রাখিয়া শিরোবেষ্টনানুসারে দক্ষিণস্কন্ধ হইতে বামকক্ষের নিম্নসীমা পর্য্যন্ত লম্ববান হইবে। এইরূপে সূত্রাদির অন্যতম ধারণকারীকে প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ প্রাচীনাবীতধারী বলা যায়।

পিতৃযজ্ঞেত্বেব প্রাচীনাবীতী ভবতি।

পিতৃযজ্ঞে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে প্রাচীনাবীতী হইবে।

মনু বলেন :—

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীন আবীতি নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে॥

বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণহস্তের নিম্ন দিয়া লম্ববান সূত্রধারীকে উপবীতী, ঐরূপ দক্ষিণস্কন্ধ হইতে

বামহস্তের নিম্ন দিয়া লম্ববান সূত্রধারীকে প্রাচীনাবীতী এবং কণ্ঠের সজ্জারূপে অর্থাৎ মালার ন্যায় উপবীতধারীকে নিবীতী বলা যায়।

যে সমুদায় লোক ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বাস করিতেন, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা তাহাদিগকে দস্যু বলিতেন। মনু বলেন "মুখবাহূরূপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ। ম্লেচ্ছ বাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বেতে দস্যবঃ স্মৃতাঃ"॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রদিগের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বাস করেন, তাহারা আর্য্য ভাষাযুক্তই হউক বা ম্লেচ্ছ-ভাষাযুক্তই হউক তাহাদিগের সকলকেই দস্যু বলা যায়। অনার্য্য, দস্যু, ম্লেচ্ছ, বাহ্য, রাক্ষস, প্রভৃতি আর্য্য প্রদত্ত ভারতেতর প্রদেশসমূহ বাসীদিগের নাম মাত্র। (১)

মহাভারতাদি গ্রন্থে অনেক স্থলে ম্লেচ্ছদিগকে "বাহ্য" শব্দদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। ভীষ্মপর্ব্বে দেখা যায় "ব্যাদিদেশ সবাহ্যানাং ভক্ষ্যভোজ্যমনুত্তম্"। অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের ন্যায় যজ্ঞাদিক্রিয়া করিতেন না, এইজন্য বেদে তাহাদিগকে "অযজ্বান" বলা হইয়াছে।

যজ্ঞোপবীত যজ্ঞবিহীন বাহ্যদিগের সহিত যজ্ঞরত আর্য্যদিগের পার্থক্যজ্ঞাপক মাত্র। এক একটী সম্প্রদায় বা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক এক প্রকার বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিতে দেখা যায়। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, য়িহুদি, মুসলমান প্রভৃতি সমুদায় সম্প্রদায়েরই এক একটী বাহ্যচিহ্ন আছে। এক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখাদিগের যথা—চৈতন্য, রামানুজ, নানক প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ বাহ্যচিহ্ন দেখা যায়।

যজ্ঞোপবীত আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাহ্যচিহ্ন মাত্র। কিন্তু যেরূপ শশ্রু থাকিলেই যথার্থ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী না হইলে কোন ব্যক্তি মুসলমান হয় না, অথবা যদি যথার্থ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহাহইলে শশ্রু না থাকিলেও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হয়, তদ্রূপ যজ্ঞোপবীত থাকিলেই সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী না হইলে আর্য্য হয় না, কিম্বা যদি সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহাহইলে যজ্ঞোপবীত না থাকিলেও আর্য্য হয়। চিহ্ন কেবল চিহ্নমাত্র, বস্তুর স্বরূপ নহে। কিন্তু চিহ্নেরও আবশ্যকতা আছে। বাহ্যচিহ্ন না থাকিলে বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করা যাইত না। যদি ১, ২, ৩, প্রভৃতি বাহ্য চিহ্ন না থাকিত তাহাহইলে গণিতশাস্ত্র অসম্ভব হইত। কার্য্যক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশবাসী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বন প্রভৃতি বস্তুর বাহ্যচিহ্ন অনেক সময় সুবিধাজনক ও অনেক সময় অত্যাবশ্যক বলিয়াই মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে প্রায় সর্ব্ববিষয়েই বাহ্যচিহ্ন অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে বাহ্য চিহ্নদ্বারা আমাদের হস্তপদ বদ্ধ। কোন সময়েও আমরা বাহ্যচিহ্ন পরিত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু চিহ্ন কেবল চিহ্নই। বস্তুর সহিত কখন উহার ভ্রম হওয়া কর্ত্তব্য হয় না। চিহ্ন ও বস্তুর সহিত ভ্রম হওয়াতেই হিন্দু সমাজে অশেষ অমঙ্গলের অবতারণা হইয়াছে। যেখানে মূলবস্তু নাই, সেখানে চিহ্ন যে কেবল অনাবশ্যক তাহা নহে, উহা অশেষ অনিষ্টের কারণ হয়। পিতৃপদে প্রণাম কেবল পিতৃভক্তির বাহ্যচিহ্ন মাত্র, কিন্তু যদি আন্তরিক পিতৃভক্তি না থাকে, তাহাহইলে পিতৃপদে প্রণাম কপটতামাত্র। যখন সমাজ অবনত হইতে আরম্ভ হয়, যখন সমাজে পাপ প্রবেশ করে, তখন মনুষ্যেরা মূল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যচিহ্নই যথাসর্ব্বস্ব করিয়া তুলে। তখন আড়ম্বরই অন্তর্জগত ও বহির্জগৎ অধিকার করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্যাদি প্রথা সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই অনুভূত হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যজ্ঞোপবীত যজ্ঞ-সম্পাদনকারী আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাহ্য চিহ্ন-মাত্র, অন্য কোন চিহ্নদ্বারাও তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত। আর্য্যেরা যদি উপবীত বাহ্যচিহ্ন অবলম্বন না করিয়া অন্য কোন প্রকার অবলম্বন করিতেন, তাহাহইলে ফল একই হইত।

প্রাচীনকালে যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়মে অধিক বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। বস্ত্র, সূত্র, কুশ রজ্জু যখন যাহা পাওয়া যাইত, তাহাদ্বারাই যজ্ঞোপবীত করা হইত। ইহাতে নবগুণ বা ত্রিদণ্ডী বা ২টী কি ৩টী ধারণ করিবে এবং তাহাতে গুণচ্ছেদ থাকিবে না ইত্যাদি কোন কথাই যে ছিল না, তাহা গোভিলগৃহ্য সূত্রের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

কালে কেবল মাত্র সূত্রদ্বারাই যজ্ঞোপবীত করা আরম্ভ হইল এবং উহাতে অনেক আধ্যাত্মিকভাব অর্পিত হইল, ব্রহ্মোপনিষদে আছে।

"সূচনাৎ সূত্রামিত্যাহু সূত্রং নাম পরং পদং।
তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রবেদপারগঃ॥"

অর্থাৎ পরমপদ ব্রহ্মাকে সূচনা করে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মসূত্র। যিনি এই সূত্রের যথার্থ মর্ম্ম জানেন তিনিই বিপ্র, তিনিই দেবজ্ঞ।

যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণি গণাইব।
তৎসূত্রং ধারয়েৎ যোগী যোগবিৎ তত্ত্বদর্শিবান্॥

সূত্রগ্রথিত মণিগণের ন্যায় অসীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে গ্রথিত রহিয়াছে, তত্ত্বদর্শী যোগিরা সেই সূত্রই ধারণ করেন।

বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্যঃ স চেতনঃ॥

বিদ্বান্ যোগাশ্রিত হইয়া বাহ্যসূত্র পরিত্যাগ করিবে। তিনিই জ্ঞানী যিনি ব্রহ্মভাবময় সূত্র-ধারণ করেন।

সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানোযজ্ঞোপবীতিনাম।
তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ॥

যে সমস্ত জ্ঞানযজ্ঞোপবীতীদের অন্তঃকরণে ঈদৃশ সূত্র নিয়ত প্রতিভাসিত, তাঁহারাই প্রকৃত যজ্ঞোপবীতী, তাঁহারাই প্রকৃত সূত্রবিৎ।

যজ্ঞোপবীত জ্ঞানের বাহ্যচিহ্ন ইহাই উপরোক্ত শ্লোকের আভাস।

শিখা জ্ঞানময়ী যস্যোপবীতঞ্চ তন্ময়ং।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্যেতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

যাহার চৈতন্য শিখা জ্ঞানময়ী, যিনি ব্রহ্মভাবে উপবীত, তাহার সকলই ব্রহ্মণ্য, এ কথার মর্ম্ম ব্রহ্মবিদেরাই অবগত আছেন।

যজ্ঞসূত্রের নাম ত্রিবৃৎ। ছন্দোগপরিশিষ্ট বলেন :—

উর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং কার্য্যঃ তন্তু ত্রয় মধোবৃতং।
ত্রিবৃতঞ্চোপবীত স্যাৎ তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে॥

তিনটী তিনটী সূত্রদ্বারা এক একটী গ্রন্থি হয়, এই গ্রন্থেই তাহার প্রথমোল্লেখ পাওয়া যায়।

মনু বলেন :—

কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিক সৌত্রিকম্॥

ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাসনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের শণনির্ম্মিত এবং বৈশ্যের মেষলোমনির্ম্মিত হইবে। উহার তিনটী সূত্র হইবে এবং উহার আবর্ত্তন দক্ষিণদিকে হইবে।

দেব বলেন :—

যজ্ঞোপবীতং কুর্ব্বীৎ সূত্রাণি নবতন্তবঃ।
ব্রহ্মণোৎপাদিতং সূত্রং বিষ্ণুণা ত্রিগুণীকৃতং।
শিবেন নিহিতং গ্রন্থিং সাবিত্র্যাচাভিমন্ত্রিতং।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবশ্চৈব বাসুকিঃ পবনোহনলঃ। শুক্রঃ সূর্য্যঃ সুরাচার্য্যস্তন্তুনাং নবদেবতাঃ॥

নবতন্তু সূত্রদ্বারা যজ্ঞোপবীত করিবে। ব্রহ্মা সূত্র উৎপাদন করেন, বিষ্ণু উহা ত্রিগুণ করেন, শিব গ্রন্থি বন্ধন করেন, সাবিত্রী উহা মন্ত্রপূত করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকি, পবন, অনল, শুক্র, সূর্য্য, সুরাচার্য্য ইহারা তন্তুদিগের নবদেবতা।

এক একটী সূত্রে নয়টী তন্তু থাকে, এই নয়টী তন্তু নয়টী দেবতাবাচক। তিন তিনটী সূত্রের দ্বারা এক একটী দণ্ডী হয়, ত্রিদণ্ডী হইলে যজ্ঞসূত্র হয়।

এই ত্রিদণ্ডীর অর্থ মনু করিতেছেন :—

বাগ্দণ্ডোঽথমনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

কায়মনবাক্য এই তিনটী সম্যক্ দমন করিতে হইবেক এইটী যাঁহার বুদ্ধিতে সদা নিহিত আছে, তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী।

পাঠক দেখিবেন কিরূপে যজ্ঞোপবীতের সহিত আধ্যাত্মিকভাবের সংযোগ হইতেছে। নয় নয়টী তন্তুকে একটী একটী গুণ, তিন তিনটী গুণে এক একটী দণ্ডী। ত্রিগুণের সহিত সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণের সম্বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থিকালে দেব ঋষি প্রভৃতিদের স্মরণ করিতে হয়।

। গ্রন্থিকালে স্মরেদ্বিপ্রান্ সূত্রং ভবতি মূর্ত্তিমৎ। ব্রহ্মা চ কশ্যপো বিপ্রঃ সনকশ্চ সনাতনঃ॥ সনৎ সনাতনো বিপ্রো নারদঃ কপিলস্তথা॥ মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যো গোতমঃ ক্রতুঃ॥ ভৃগুর্দক্ষঃ প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠবাল্মিকীস্তথা। দ্বৈপায়নোভরদ্বাজঃ শুক্রো জৈমিনিরেব চ॥ বিদূরথঃ শুনঃ শেফো জাতুকর্ণশ্চ রৌরবঃ। উর্ব্বসম্বর্ত্তকশ্চৈব সুরাচার্য্যবৃহস্পতিঃ॥ চন্দ্রসূর্য্যা বুধঃ শ্রীমান যজ্ঞসূত্রস্য গ্রন্থিষু। তিষ্ঠন্তু মম বামাংসে বামস্কন্ধে অহর্নিশি। ব্রহ্মা-দেবতাঃ সর্ব্বস্ত যজ্ঞসূত্রস্য দেবতাঃ॥

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাদ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে প্রথম যজ্ঞোপবীত যজ্ঞরত আর্য্য এবং যজ্ঞবিহীন বাহ্যদিগের পার্থক্যসূচক ছিল। কালে উহাতে আধ্যাত্মিকভাব অর্পিত হইয়াছে এবং উহাতে ইন্দ্রিয়সংযম, জ্ঞান, ধর্ম্মভাব প্রভৃতির সম্বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেরই যজ্ঞোপবীত ধারণকরা উচিত, কিন্তু পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যে বস্তু না থাকিলে চিহ্ন বৃথা এবং বস্তু থাকিলে চিহ্ন না থাকিলেও চলে, তাহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। এইজন্যই মনু বলিয়াছেন।

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

যিনি মন, বাক্য এবং শরীরসংযম করিতে সর্ব্বদা যত্নবান, তিনিই ত্রিদণ্ডী।

---

# বর্ণতত্ত্ব।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভগশঃ।
ভগবদ্গীতা।

১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিতেছেন যে গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।

২। এইক্ষণ প্রথমতঃ আমরা গুণের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গুণ তিনপ্রকার যথা ;—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

সত্ত্বং, রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্। মনু ৮।২৪

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটীকে আত্মার গুণ বলিয়া জানিবে। ভগবদ্গীতায়ও উল্লেখ আছে :—

সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
গীতা ১৪।৫

হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহারা দেহমধ্যে অব্যয়স্বরূপ দেহীকে সুখ-দুঃখাদি কার্য্যদ্বারা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

৩। জ্ঞানার্জ্জন ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি সত্বগুণের লক্ষণ, অজস্র সংসারাসক্তি রজোগুণের লক্ষণ এবং লোভপ্রমাদ অজ্ঞানাদি তমোগুণের লক্ষণ। মনু বলেন :—

বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্বিকং গুণলক্ষণম্॥১২।৩১
যৎসর্ব্বেচ্ছেতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎসত্ত্বগুণলক্ষণম্॥ ১২।৩৭২
আরম্ভরুচিতাধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্॥১২৩
যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্। যচ্চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্॥ ১২।৩৬
লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা। যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্॥ ১২।৩৩
যৎকর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্ ১২।৩৫
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠমেষাং যথোত্তরম্॥১২।৩৮

বেদাভ্যাস, তপ, জ্ঞান, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, দানাদিধর্ম্মানুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক চিন্তা সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যে বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ হয়, যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লজ্জা না হয় ও যাহাতে আত্মার তৃপ্তি জন্মে উহাই সত্ত্বগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া (আরম্ভ) কার্য্যে প্রবৃত্তি, অধৈর্য্য, অসৎ কর্ম্মাচরণ ও অজস্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়োপসেবা রজোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। যে কর্ম্মদ্বারা ইহলোকে মহতী খ্যাতিলাভ করা যায় ও যাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে দুঃখ হয়, তাহাই রজোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। লোভ, নিদ্রা, অধৈর্য্য, ক্রূরতা, পরলোকে অবিশ্বাস, কর্ত্তব্য পরিত্যাগ, ভিক্ষাবৃত্তি ও ধর্ম্মাদিতে অনবধানতা তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। যে কার্য্য করিয়া সর্ব্বকালেই লজ্জা পাইতে হয়, বিদ্বানেরা তাহাকে তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানেন। কাম তমোগুণের লক্ষণ, অর্থ রজোগুণের লক্ষণ ও ধর্ম্ম সত্ত্বগুণের লক্ষণ ইহার মধ্যে যেটী পর পর বলা হইল সেইটী পূর্ব্ব পূর্ব্বটী হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কাম অপেক্ষা অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং অর্থ অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

৪। গীতায় বলা হইয়াছে :—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১৪।১১
লোভপ্রবৃত্তিরারম্ভকর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ!॥১৪।১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন!॥১৪।১৩
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৪।১৭

যখন সমুদায় ইন্দ্রিয়েতেই জ্ঞানের কার্য্য-লক্ষিত হয় অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গণ বিশুদ্ধ জ্ঞান-দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন দেহে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দেহে রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে পরদ্রব্যে ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কার্য্যকরণ, কর্ম্মের অসমতা অর্থাৎ হর্ষরাগাদি প্রবৃত্তি এবং বিষয়-তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞান, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ

আলস্য, ধর্ম্মে অনবধানতা এবং মূঢ়তা বৃদ্ধি হয়। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে লোভ এবং তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞানত জন্মিয়া থাকে।

৫। মনু বলেন :—

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃস্মৃতম্। এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥ ১২।২৬

তত্র যৎপ্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ। প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥১২।২৭

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ। তদ্রজোঽপ্রতীপং বিদ্যাৎ সততং হারিদেহিনাম্॥১২

যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥ ১২।২৯

সত্ত্বগুণের লক্ষণ জ্ঞান, তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞান ও রজোগুণের লক্ষণ রাগ ও দ্বেষ। সর্ব্বপ্রাণীর দেহেই এই তিন গুণ আছে। যখন আত্মাতে প্রীতিসংযুক্ত, প্রশান্ত এবং নির্ম্মলদ্যুতি দেখিবে, তখন উহাকে সত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যখন কোন বিষয় হইতে আত্মার দুঃখ বা অপ্রীতি জন্মে, তখন উহাকে বিষয়স্পৃহোৎপাদক প্রতিকূল রজোগুণ বলিয়া জানিবে। যাহা মোহসংযুক্ত, অব্যক্ত, বিষয়াত্মক, অপ্রতর্ক্য ও অবিজ্ঞেয় তাহাকে তম বলিয়া জানিবে।

৬। বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যেমন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তি আছে, সেইরূপ বিশ্বস্থ স্থাবর জঙ্গম তাবৎ পদার্থেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভাব আছে। মনু বলেন :—

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ। তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥ ১২।৪০

ত্রিবিধা ত্রিবিধৈষা তু বিজ্ঞেয়া গৌণিকী গতিঃ। অধমা মধ্যমাগ্র্যা চ কর্ম্ম বিদ্যাবিশেষতঃ॥ ১২।৪১

স্থাবরাঃ ক্রিমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাঃ সকচ্ছপাঃ। পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ॥ ১২।৪২

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ। সিংহাব্যাঘ্রাবরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ॥১২।

চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ। রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমাগতিঃ॥ ১২।৪৪

ঝল্লামল্লানটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ। দ্যূতপানপ্রশক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ॥ ১২। ৪৫

রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞাঞ্চৈব পুরোহিতাঃ। বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ॥ ১২।৪৬

গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে। তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বারাজসীষূত্তমা গতিঃ॥১২।৪৭

তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ। নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ॥ ১২।৪৮

যজ্বান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ। পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ॥ ১২।৪৯

ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্ম মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ॥১২।৫০

এষঃ সর্ব্বসমুদ্দিষ্টস্ত্রিপ্রকারস্য কর্ম্মণঃ। ত্রিবিধ ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃ সংসারঃ সার্ব্বভৌতিকঃ॥ ১২।৫১

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবত্বপ্রাপ্ত হয়, রাজসিক ব্যক্তিরা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় ও তামসিক ব্যক্তিরা পশ্বাদিযোনি প্রাপ্ত হয়; গুণানুসারে মনুষ্যদিগের এই তিনপ্রকার গতি হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ গুণের প্রত্যেক গুণই কর্ম্ম এবং বিদ্যার প্রভেদানুসারে উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদিস্থাবর পদার্থ, কৃমি, কীট, সর্প, পশু,

সর্ব্বভূতস্থিত আত্মাকে পৃথক্‌রূপে ও নানাভাবে জানা যায় তাহাকে রাজসিক জ্ঞান বলে। যে জ্ঞানদ্বারা দেহের প্রতি সম্পূর্ণরূপ আসক্তি হয় সেই অযুক্তিকর পরমার্থজ্ঞানশূন্য তুচ্ছজ্ঞানকে তামসজ্ঞান বলা যায়। সর্ব্বদা আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া রাগদ্বেষশূন্য হইয়া ফলপ্রাপ্তির আশা না করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে সাত্ত্বিককর্ম্ম বলা যায়। ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া অত্যন্ত অহঙ্কার ও বহুল আয়াসের সহিত যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে রাজসিক কর্ম্ম বলে। ভাবীশুভাশুভ, শক্তি বা অর্থক্ষয়, প্রাণহিংসা এবং পুরুষকার বা আত্মসমর্থ্য বিবেচনা না করিয়া কেবল অজ্ঞানবশত যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে তামসিককর্ম্ম বলে। আসক্তিবিরহিত, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি উৎসাহসমন্বিত এবং কার্য্যসিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার যে কর্ত্তা তাহাকে সাত্ত্বিককর্ত্তা বলা যায়। অনুরক্ত, কর্ম্মফলপ্রার্থী, লোভী, হিংসুক, অপবিত্র এবং কার্য্যসিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদযুক্ত কর্ত্তাকে রাজসকর্ত্তা বলা যায়। অসমাহিত, নির্ব্বোধ, অবিনয়ী, শঠ, পরবৃত্তিনাশকারী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাকে তামসকর্ত্তা বলা যায়। হে ধনঞ্জয়! গুণভেদানুসারে ধৃতি ও বুদ্ধির তিনপ্রকার প্রভেদ আছে, তাহাও পৃথক্ ও বিশেষভাবে বলিতেছি। হে পার্থ! যে বুদ্ধিদ্বারা প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য, ভয় ও অভয়, সংসারবন্ধন ও মুক্তি ইত্যাদি জানা যায় তাহাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য যথাবৎ জানা যায় না তাহাকে রাজসী বুদ্ধি বলে এবং যে বুদ্ধিদ্বারা অজ্ঞানবশত অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয় ও সমুদায় পদার্থই বিপরীতভাবে প্রতিপন্ন হয় তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলে। হে পার্থ! যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতাহেতু মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ধারণ করে তাহাকে সাত্ত্বিকধৃতি বলে। হে পার্থ! যে ধৃতিদ্বারা ধর্ম্মার্থকাম ধারণ করা যায় এবং তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলাকাঙ্ক্ষা হয় তাহাকে রাজসীধৃতি বলে। যে ধৃতিদ্বারা দুর্ম্মেধা অর্থাৎ অবিবেকীপুরুষ স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, অহঙ্কার পরিত্যাগ না করে তাহাকে তামসীধৃতি বলা যায়। হে ভরতর্ষভ! অভ্যাসবশতঃ মানবগণ যে সুখে আসক্ত হয় এবং যাহাদ্বারা দুঃখের অবসান হয়, সেই সুখও, তিনপ্রকার এইক্ষণ তাহা শ্রবণ কর। যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায় বোধ হয় এবং যাহাতে আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে তাহাকে সাত্ত্বিকসুখ বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়সংযোগে প্রথমে অমৃতোপম পরিণামে বিষবৎ যে সুখ তাহাকে রাজসসুখ বলে। যাহা অগ্রে এবং পরে আত্মমোহকর ও নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুদ্ভূত, তাহাকে তামসসুখ বলা যায়। পৃথিবীস্থ মানবাদি হইতে স্বর্গবাসী দেবগণপর্য্যন্ত প্রকৃতিসম্ভূত গুণত্রয় হইতে কেহই মুক্ত নহে।

১০। ভগবদ্‌গীতার সপ্তদশ অধ্যায় পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে শ্রদ্ধা, তপঃ, আহার, যজ্ঞ, দান প্রভৃতিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে বিভক্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমরা যে দিকে নেত্রপাত করি, কি জড়জগৎ, কি অন্তর্জ্জগৎ, সেই দিকেই সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণের বিকাশ দেখিতে পাই। যাহারা গীতার সপ্তদশ অধ্যায় পাঠ করেন নাই তাঁহাদের সুবিধার্থে মূলশ্লোক ও তাহার অনুবাদ নিম্নে দিলাম।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ১৭২

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত!। শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥১৭।৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ১৭।৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো-জনাঃ। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলা-ন্বিতাঃ॥ ১৭।৫

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥১৭

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদামমং শৃণু॥ ১৭।৭

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ॥ ১৭।৮

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ১৭।৯

যাতয়ামং গতরসং পূতিপর্য্যষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥১৭।১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞ বিধিদ্দিষ্ট য ইজ্যতে। যষ্টব্যমেবেতিমনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১৭।১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ। ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং॥ ১৭।১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্। শ্রদ্ধা-বিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৭।১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥১৭।১৪

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। স্বাধ্যায়াভ্যাসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥১৭।১৫

মনঃপ্রসাদ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপোমানসমুচ্যতে॥১৭।১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ। ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥১৭।১৮

মূঢ়গ্রাহেনাত্মনো যৎপীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥১৭।১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিনে। দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ১৭।২০

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥১৮।২

আদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৭।২২

দেহীদিগের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ত্রিবিধঃ:—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ঐ বিষয় শ্রবণ কর। যাহার যেরূপ সত্ত্বা অর্থাৎ সংস্কার তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, জীবের সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণ যে পরিমাণে থাকে তাহার শ্রদ্ধা সেইরূপ হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকলোকেরা সত্ত্ব-গুণবিশিষ্ট দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে, রাজসিক ব্যক্তিরা রজোগুণবিশিষ্ট যক্ষ রাক্ষসের অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং তামসিক ব্যক্তিরা তমোগুণবিশিষ্ট ভূতপিশাচাদির অর্চ্চনা করিয়া থাকে। যাহারা দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হইয়া শাস্ত্রবিধি উল্ল-ঙ্ঘন করিয়া শরীরস্থ পঞ্চভূতকে এবং অন্তঃ-শরীরস্থ পরমাত্মাকে ক্লেশ দেয় তাহাদিগকে নিশ্চয় ক্রূর বলিয়া জানিবে। আহারও ত্রিবিধ হইয়া থাকে, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও তিন-প্রকার তাহাদের ভেদ শ্রবণ কর। আয়ু, উৎসাহ, বল আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতি যাহাতে বিবর্দ্ধন করে এবং যাহা রসও স্নেহ-যুক্ত এবং যাহা দীর্ঘকালস্থায়ী এবং যাহা উৎ-কৃষ্ট সেইরূপ আহারই সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। অত্যন্ত কটু, অম্ল ও লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহী, দুঃখ

শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসিকদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। শীতল, রসশূন্য, পর্য্যুষিত এবং উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র ভোজন তামসিকদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য এই মনে করিয়া একান্তমনে যে যজ্ঞ করা যায় তাহাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা যায়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কিম্বা নিজের মহত্ত্বপ্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ করা যায় তাহাকে রাজসিকযজ্ঞ বলে। বিধিহীন অন্নহীন (অর্থাৎ যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদির ভোজন হয় না) মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা যায়। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের অর্চ্চনা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসাকে শারীরিক তপঃ বলা যায়। প্রাণীদিগের অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতবাক্যকথন ও শাস্ত্রপাঠককে বাঙ্ময়তপস্যা বলে। অন্তঃকরণের প্রসাদ, অক্রূরতা, মৌন, ইন্দ্রিয়সংযম এবং হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকে মানসিকতপঃ বলে। এই ত্রিবিধ তপঃ যখন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত করা যায় তখন তাহাকে সাত্ত্বিক তপঃ বলা যায়। যে তপঃ সৎকার, মান এবং পূজার্থে বা নিজের মহত্ত্বস্থাপনের জন্য করা হয় তাহাকে রাজসিক তপঃ বলা যায়। অবিবেকের সহিত আত্মার পীড়া জন্মাইয়া এবং পরের উচ্ছেদসাধনার্থে যে তপঃ করা যায় তাহাকে তামসিক তপঃ বলে। দান করা কর্ত্তব্যবোধে প্রত্যুপকারাসমর্থ ব্যক্তিকে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করা যায় তাহাকে সাত্ত্বিকদান বলে। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় কিম্বা ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া মনঃকষ্টের সহিত যে দান করা যায় তাহাকে রাজসিক দান বলে। অপবিত্রস্থানে অপবিত্র সময়ে বা অপাত্রে, সৎকার না করিয়া এবং অবজ্ঞা করিয়া যে দান করা যায় তাহাকে তামসিক দান বলা যায়।

১১। উপরে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, যে ব্যক্তির যে গুণ অধিক পরিমাণে থাকে তাহার সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিতে অধিক প্রবৃত্তি জন্মে এবং এক একরূপ কার্য্য করিতে করিতে তৎকার্য্যানুরূপ গুণ জন্মে। কোন ব্যক্তির যদি সত্ত্বগুণ অধিকপরিমাণে থাকে, তাহাহইলে সাত্ত্বিককার্য্য করিতে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে, ঐ প্রকার কোন ব্যক্তি সাত্ত্বিককার্য্য অধিক পরিমাণে করিলে তাহাতে অধিক পরিমাণে সত্ত্বগুণ উদ্ভব হইবে। এই জগতে সাধুব্যক্তিরাও সংসর্গদোষে অসৎকার্য্য করিতে করিতে সদ্‌গুণভ্রষ্ট হইয়া থাকেন এবং অসাধুব্যক্তিরাও সাধুসংসর্গে থাকিয়া সৎকার্য্য করিতে করিতে সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়েন, ইহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অতএব গুণ ও কর্ম্ম পরস্পর সাপেক্ষ, গীতা বলেন :——

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্। রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৪।১৬

সাত্ত্বিক কর্ম্মের নির্ম্মল সাত্ত্বিক ফল হইয়া থাকে, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান হইয়া থাকে।

১২। প্রত্যেক মনুষ্যেতেই জন্ম হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক গুণের আধিক্য দেখা যায়। সেই সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকিলে সেই সেই গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে। সাত্ত্বিকগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাত্ত্বিক কার্য্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে, জন্ম হইতে মনুষ্যের এরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কেন প্রভেদ হয়? যদি বল পিতা মাতার প্রকৃতি অনুসারে সন্তানদিগের স্বাভা-

বক প্রবৃত্তির প্রভেদ হইয়া থাকে তাহা যুক্তি-সঙ্গত নহে; কারণ একই পিতামাতার বীর্য্যে বিভিন্ন গুণাবলম্বী পুত্র দৃষ্ট হয়—অধিক কি যমজসন্তানের মধ্যেও গুণের প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। একই পিতামাতার সন্তানদিগের মধ্যে কেহ সুশ্রী, কেহ কুশ্রী, কেহ সুবোধ, কেহ নির্ব্বোধ, কেহ সৎ, কেহ অসৎ, কেহ সৌষ্ঠবযুক্ত, কেহ বিকলাঙ্গ ইত্যাদি হইয়া থাকে। ঐ যে অন্ধপুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, উহার অন্ধতার কারণ কি? যদি তুমি বল যে পিতৃমাতৃবীর্য্যদোষেই শিশু অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা ঠিক্ নহে। কারণ অন্ধতা-নিবন্ধন যে কষ্ট তাহা শিশুর ভোগ করিতে হইতেছে। শিশু কোন পাপ করে নাই, এস্থলে পিতৃমাতৃদোষহেতু শিশুর অন্ধতা স্বীকার করিলে একের কর্ম্মফলের ভোগ অন্যে যাইয়া পড়ায়, উহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পিতা কোন পাপ করিয়া থাকিলে তাহার ফল পিতারই ভোগ করা যৌক্তিক ও ন্যায্য। আরও বিবেচনা কর যে অনেক সময়ে সন্তানদিগকে পিতামাতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন গুণাবলম্বী দেখা যায়। শিক্ষার প্রভেদানুসারে যে বিভিন্নতা হয় তাহা বাদ দিলেও প্রত্যেক মানবেই একটী মৌলিক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মৌলিক বিভিন্নতা অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মনিবন্ধন হইয়া থাকে। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী, উহা কাহারও এড়াইবার সাধ্য নাই। তুমি যেরূপ চিন্তা কর, তুমি যেরূপ আহার বিহার কর, সংক্ষেপতঃ তুমি শরীর, মনঃ ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু কর তাহা নিষ্ফল হইবার নহে। সকল কার্য্যেরই অবশ্যম্ভাবী ফল হইবেই হইবে। ঐ যে পাপী সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিয়া যাইতেছে এবং ঐ যে পুণ্যবান আজীবন কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে, তোমার আমার দৃষ্টি, অবিদ্যাহেতু সীমাবদ্ধ বলিয়া, ঐ বৈষম্যের সমাধান করিতে পারি না। কিন্তু যদি তোমার আমার দৃষ্টি ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের ইহজীবনের পূর্ব্ব ও পর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পারিতাম যে, সুখী পাপী পূর্ব্বজীবনে যে সৎকার্য্য করিয়াছিল তাহাই তাহার জীবনের সুখের কারণ এবং পরজীবনে যে কষ্টভোগ করিতেছে তাহা তাহার ইহজীবনের পাপের ফল; তাহাহইলে দেখিতে পারিতাম যে দুঃখী পুণ্যাত্মা পূর্ব্বজীবনে বহুবিধ পাপাচরণ করিয়াছিলেন এবং পরজীবনে সুখভোগ করিতেছেন। সুতরাং মনুষ্যের কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল অনেকস্থলে এক জন্মে দৃষ্ট না হওয়ায় এবং জন্ম হইতেই বিভিন্নগুণাবলম্বী এবং সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি দর্শনে কার্য্যকরণের বিরোধ দূরীকরণার্থ এবং কারণান্তাভাবে যুক্তিদ্বারা জন্মান্তর স্বীকার করিতেই হইবে। নাস্তিকেরা পাপপুণ্য স্বীকার না করিয়া কেবল পিতৃমাতৃবীর্য্যই সুখদুঃখ ও সদ্গুণ অসদ্গুণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতে একের পাপ বা পুণ্যহেতু অপরের ফলভোগ যুক্তিবিরুদ্ধ হওয়ায় অগ্রাহ্য। আত্মা অবিনশ্বর।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২।২০

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবাণি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবাণি দেহী ॥ ২।২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২।২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব

চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
ভাগবদ্গীতা।

দেহত্যাগের পর মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে আত্মাকে নূতন দেহ আশ্রয় করিতে হয়।

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নং।

পথিক নূতন স্থানে আগমন করিলে সে যেমন তাহার প্রীতিকর বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া লয়, আত্মাও দেহপরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উপযোগী জনকজননী অনুসন্ধান করিয়া লয়। নূতন স্থানে আগমন করিলে সাধু যেরূপ দেবমন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করেন, কামুক যেরূপ বারাঙ্গনাগৃহে রাত্রিযাপন করে, সকলেই যেরূপ স্বীয় স্বীয় অবস্থা ও চরিত্রানুসারে আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান করিয়া লয়, দেহত্যাগের পর সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা সাত্ত্বিক, রাজসিক ব্যক্তিরা রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিরা তামসিক পিতৃমাতৃবীর্য্যের আশ্রয়গ্রহণ করে। কর্ম্মবিশেষে আত্মা বীর্য্যবিশেষের আশ্রয়গ্রহণ করে। পিতৃমাতৃবীর্য্য সন্তানদিগের সুখদুঃখ বা বিভিন্ন গুণের কারণ হইতে পারে না। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মই স্বীয় স্বীয় গুণ স্বীয় স্বীয় সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থার কারণ।

১৩। পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফল এবং ইহজন্মকৃতকার্য্যের ফল মনুষ্যকে বিভিন্ন গুণাবলম্বী এবং সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত করায়। সত্ত্বগুণাধিক্যে জন্মগ্রহণ করিলে জন্ম হইতেই সত্ত্বগুণের প্রবৃত্তা হয়। ইহজন্মেও সাত্ত্বিককার্য্য করিতে থাকিলে ঐ সত্ত্বগুণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। ইহজন্মে রাজসিক বা তামসিক কার্য্য করিতে থাকিলে সত্ত্বগুণের ক্ষয় হয় এবং রজ তমোগুণের বৃদ্ধি হয়।

রজগুণাধিক্যে জন্মগ্রহণ করিলে জন্ম হইতে রজগুণের আধিক্য হয় এবং ইহজন্মে রাজসিককার্য্য করিতে থাকিলে ঐ রজগুণের বৃদ্ধি হয়। ইহজন্মে সাত্ত্বিক বা তামসিককার্য্য করিতে থাকিলে সত্ত্ব বা তমগুণের বৃদ্ধি হয় এবং রজগুণের ক্ষয় হয়।

তমগুণাধিক্যে জন্মগ্রহণ করিলে জন্ম হইতে তমগুণের আধিক্য হয় এবং ইহজন্মে তামসিক কার্য্য করিতে থাকিলে ঐ তমগুণের বৃদ্ধি হয়। ইহজন্মে সাত্ত্বিক বা রাজসিক কার্য্য করিতে থাকিলে সত্ত্ব বা রজগুণের বৃদ্ধি হয় এবং তমগুণের ক্ষয় হয়। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত!।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

ন্যূনাধিকাংশে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যহেতু ইহজীবনের পাপপুণ্য সুখদুঃখ ও বিভিন্ন গুণের নির্দ্দেশ হয়। পূর্ব্ব ও পরজন্মের সহিত ইহজন্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন, কেবল নূতন নূতন দেহধারণ হয় মাত্র। উহারা কার্য্য ও কারণ সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আইসে। মানুষ অজ্ঞানবশতঃ পূর্ব্ব ও পরজন্ম দেখিতে পারে না বলিয়া ইহজীবনের বহুবিধ সমস্যাপূরণ করিতে পারে না। ইহজীবনের সৎ ও অসৎকার্য্যের ফল অনেক সময়ে ইহজীবনেই দৃষ্ট হয়, অনেক সময়ে পরজন্মে দৃষ্ট হয়। দেহত্যাগ জীবনের অবচ্ছেদকমাত্র। জীবনের একাংশ অতিবাহিত হওয়ায় আর একাংশ আরম্ভ হইল উহা ইহা জানাইয়া দেয়। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি পূর্ব্বজন্ম ছিল তাহাহইলে আমার তাহা স্মরণ নাই কেন? ঋষিরা বলেন তোমার স্মরণ নাই--কেননা—তুমি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন আমরা পূর্ব্বজন্মের বিষয় জানি, আমরা পূর্ব্বজন্মের বিষয় অবগত আছি, আমাদিগের উপদেশ অনুসরণ কর, তোমরাও পূর্ব্বজন্মে বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

বহূনি মে ব্যতীনানি জন্মানি তব চার্জ্জুন !।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেথ্য পরন্তপ !॥

"হে অর্জ্জুন ! তোমার এবং আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে, কিন্তু তুমি অজ্ঞানবশতঃ তাহা জান না, আমি সমস্তই অবগত আছি।" বস্তুতঃ আমার একটি বিষয় স্মরণ নাই বলিয়া তাহার অস্তিত্ব নাই এই যে তর্ক ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। এইক্ষণ আমি এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, এই প্রবন্ধাতিরিক্ত সমুদায় বিষয় আমার স্মৃতিপটের বাহির রহিয়াছে; কিন্তু একটি দুইটি করিয়া সে সমুদায় স্মৃতিপটে আনিতে চেষ্টা করিলাম। অমনি গঙ্গা, যমুনা, হিমালয়, নেপাল, কাশ্মীর, লাহোর, কাশী, প্রয়াগ, আরা, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান দৃশ্য বা তৎসংক্রান্ত নিজের বা বন্ধুদিগের কার্য্য এবং ঐ সমুদায় বন্ধু স্মৃতিপটে অঙ্কিত দেখা যাইতেছে। স্মৃতির একস্তর উঠাইলে আর একস্তর আসিতেছে, আবার সে স্তর উঠাইলে আর একস্তর আসিতেছে। মনুষ্যের আধ্যাত্মিকশক্তি অনুসারে স্মৃতিশক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ বা গত কল্যকার কৃতকার্য্য অদ্য স্মরণ করিতে পারে না, কেহ বা দশবৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে পারে। সুতরাং আমার স্মরণ নাই বলিয়া পূর্ব্বজন্ম ছিল না, এতর্ক অযৌক্তিক। স্মরণ করিতে চেষ্টা কর, ঋষিদিগের উপদেশ অনুসরণ কর, পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত অবশ্যই মানসপটে উদিত হইবে।

১৪। গুণ এবং কর্ম্ম যে কয় প্রকার এবং গুণানুযায়ী কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা এবং কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মানুযায়ী গুণ জন্মে, অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্ম পরস্পরের কার্য্য ও কারণ; পূর্ব্ব ও পরজন্ম আছে এবং মনুষ্য জন্ম হইতেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মহেতু ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলম্বী হয় এবং তৎপরে ইহজন্মে স্বীয় কার্য্যের দ্বারা ঐ গুণের পরিবর্ত্তন হয়, এই সমুদায় বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি।

১৫। গুণ এবং কর্ম্মানুসারে যে বর্ণভেদের বিধান হইয়াছে, তাহা সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়াছি। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" এইক্ষণ গুণ এবং কর্ম্মানুসারে কিরূপে বর্ণভেদ হইয়াছে, তাহা দেখানের চেষ্টা করিব। বর্ণ চারিটী,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মনু বলেন—ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এক জাতি বা একজ, ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। এতদ্দ্বারা আমরা বর্ণ যে চারটী তাহা পাইলাম, এবং গুণ এবং কর্ম্মানুসারে যে ঐ চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যখন বলা হইল যে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলাম, "তখনই বুঝিতে হইবে যে এক সময় ছিল, যখন বর্ণভেদ হয় নাই, মহাভারত বলেন,"— ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতঃ "অর্থাৎ বর্ণভেদ নাই, জগৎ ব্রহ্মময়, তাহা দ্বারা সৃষ্ট হইয়া কর্ম্মের বিভিন্নতানুসারে বর্ণের বিভিন্নতা হইয়াছে। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্ব ১৮৮,১৮৯ অধ্যায়, যাহাতে বর্ণভেদের আলোচনা রহিয়াছে, তাহা নিম্নে দিলাম :—

## ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ।

ভৃগুরুবাচঃ।

অসৃজদ্ ব্রাহ্মণান্ এবং পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্। আত্মতেজোভির্নির্বৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসম প্রভান্॥ ১॥

ততঃ সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তপো ব্রহ্মশাশ্বতম্। আচারঞ্চৈব শৌচঞ্চ স্বর্গায় বিদধে প্রভুঃ॥ ২॥

দেবদানবগন্ধর্ব্বা দৈত্যাসুর মহোরগাঃ।
যক্ষরাক্ষসনাগাশ্চ পিশাচা মনুজস্তথা ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণাস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে ॥৪

ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা ॥ ৫ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলুবর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণশঙ্করঃ ॥ ৬ ॥

কামক্রোধো ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধাশ্রমঃ। সর্ব্বেষাঞ্চ প্রভবতি কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যতে ॥ ৭ ॥

স্বেদমূত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মাপিত্তং চ শোণিতম্।
তনুঃ ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যতে ॥৮

জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৯ ॥

ভৃগুরুবাচ।

নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা.পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥১০॥

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ। ত্যক্ত স্বধর্ম্মারক্তঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ ১১ ॥

গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায়পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥১২

হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। ধর্ম্মোযজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥ ১৪ ॥

ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী। বিহিতা ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং লোভাৎ ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণাব্রহ্মতন্ত্রস্থা স্তপস্তেষাং ন নশ্যতি।
ব্রহ্মধারয়তাং নিতং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা ॥১৬॥

ব্রহ্মচৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ। তেষাং বহুবিধাস্ত্বন্যাস্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ। প্রণষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ ॥ ১৮ ॥

প্রভাব্রাহ্মণসংস্কারাঃ স্বকর্ম্মকৃতনিশ্চয়াঃ। ঋষিভিঃ স্বেন তপসা সৃজ্যন্তে চা পরে পরৈঃ ॥ ১৯ ॥

আদিদেবসমুদ্ভূতা ব্রহ্মমূলাক্ষরা ব্যয়া।
সা সৃষ্টির্মানসী নামধর্ম্মতন্ত্রপরায়ণা ॥ ২০ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়োবা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদব্রূহি বদতাম্বরঃ ॥২১॥

ভৃগুরুবাচ।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সুকর্ম্মস্ববস্থিতঃ ॥ ২২ ॥

শৌচাচার স্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ। নিত্যব্রতো সত্য পরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

সত্যং দানমথাদ্রোহ অনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণঃ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স এব ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সঙ্গিতঃ ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্ম করোঽশুচিঃ।
ত্যক্ত বেদস্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥২৭॥

শূদ্রেচৈতল্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজেতচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো ন চ ॥২৮॥

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হইবে যে

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি ও বিনাশ, মৃত্যুর পর গতি, বর্ণ ধর্ম্মাদি বিষয়ক যে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে বর্ণ ধর্ম্মবিষয়ের ভীষ্ম প্রাচীন ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ভৃগুমুনি কৈলাসপর্ব্বতে যখন উপবিষ্ট ছিলেন, তখন ভরদ্বাজ বর্ণভেদ সম্বন্ধে তাঁহাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তদুত্তরে ভৃগু যাহা বলিয়াছিলেন, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে তাহাই বলিলেন। ভৃগু বলিলেন—স্বীয় তেজের দ্বারা তেজোময় করিয়া এবং ভাস্কর এবং অগ্নির সমপ্রভা করিয়া, ব্রহ্মা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আত্মজ (ব্রহ্মার পুত্র ব্রাহ্মণ) প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তৎপর বিভু স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য সত্য, ধর্ম্ম, তপ, শাশ্বত ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদমাত্র, সদাচার এবং পবিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তিনি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই অন্যান্য জীবের বিবিধ শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণদিগের সিতবর্ণ, ক্ষত্রিয়দিগের লোহিত বর্ণ, বৈশ্যদিগের পীতবর্ণ এবং শূদ্রদিগের অসিতবর্ণ, বৈশ্যদিগের পীতবর্ণ এবং শূদ্রদিগের অসিতবর্ণ হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—চারিবর্ণের অর্থাৎ চারি জাতির ভেদ যদি বর্ণ অর্থাৎ শরীরের বর্ণদ্বারাই হয়, তাহাহইলে সকল বর্ণের মধ্যেই বর্ণশঙ্কর, অর্থাৎ শারীরিক বর্ণের মিশ্রন দেখা যায়। অর্থাৎ যথার্থ ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায় এবং যথার্থ শূদ্র ও শ্বেতবর্ণ দেখা যায় ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা, শ্রম আদি সকলের উপরই সমান প্রভুত্ব করে, তবে বর্ণ বা জাতিভেদ কিরূপ হইল ॥ ৭ ॥

স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত সকলেরই সমান দেখা যায়, তবে বর্ণ বা জাতিভেদ হইল কিসে? ॥ ৮ ॥

অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম আছে, তাহাদের বর্ণ বা শ্রেণী কিরূপ নির্দ্দেশ হয়? ॥ ৯ ॥

ভৃগু বলিলেন—

বর্ণ বা জাতির কোন ভেদ নাই, জগৎ ব্রহ্মময়; তাহাদ্বারা সৃষ্ট হইয়া, কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্তি হইয়াছে ॥ ১০ ॥

যে সমুদায় দ্বিজ রজগুণপ্রভাবে কামভোগে মত্ত, উগ্র ক্রোধ পরতন্ত্র সাহসিক কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহারা রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

যাঁহারা রজ ও তমগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পীতবর্ণ বৈশ্য হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

যাঁহারা তমগুণ প্রভাবে হিংসা পরতন্ত্র, মিথ্যাবাদী, লুব্ধ, সর্ব্বব্যবসায়াবলম্বী, শৌচ পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

এই প্রকার কর্ম্মদ্বারা দ্বিজগণ অন্যান্য বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; ধর্ম্ম ও যজ্ঞক্রিয়া যে চিরকাল ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ রহিয়াছে তাহা নহে ॥ ১৪ ॥

সরস্বতী যাহাদের সকলের বাণী, সেই চারিবর্ণ ব্রহ্মাদ্বারা এইরূপ সৃষ্ট হইয়াছিল; লোভবশতঃ তাঁহারা অজ্ঞানে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণেরা বেদের অধীন, যে পর্য্যন্ত তাহারা বেদধারণ করে এবং ব্রত ও নিয়ম পালন করে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের তপ নষ্ট হয় না ॥ ১৬ ॥

বেদই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, যাহারা বেদ না জানে তাহারা অদ্বিজ, ইহাদের বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করে ॥ ১৭ ॥

এই সমুদায় অদ্বিজদিগকে পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত, ম্লেচ্ছ আদি বলা হইয়া থাকে তাহারা জ্ঞান বিজ্ঞান পরিভ্রষ্ট হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সংস্কার সম্পন্ন স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিরত অন্যান্য জাতি, ঋষিগণের তপ-প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

আদি দেবসমুদ্ভূত, ব্রহ্মই যাহার মূল এবং যাহা অক্ষর ও অব্যয়, এইরূপ ধর্ম্মতন্ত্রপরায়ণ সৃষ্টি বলা যায় ॥ ২০ ॥

ভরদ্বাজ বলিলেন হে বাগ্মীপ্রবর! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কিরূপে হয়, তাহা বল ॥২১॥

ভৃগু বলিলেন, যিনি জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা শুচি হইয়াছেন, যিনি বেদাধ্যয়নে রত হইয়া প্রতিদিন ষট্‌কার্য্য অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনা, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসৎকার করেন, যিনি শৌচাচারে থাকেন, দেবতার প্রসাদ ভোজন করেন, গুরুপ্রিয় হয়েন, নিত্য ব্রত-নিষ্ঠ ও সত্যপর হয়েন, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলে ॥ ২২—২৩ ॥

যাহাতে সত্য, দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, লজ্জা, ঘৃণা, এবং তপ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় ॥ ২৪ ॥

যিনি প্রজারক্ষারূপ কার্য্য করেন, বেদাধ্যয়ন করেন, ধন দান ও করগ্রহণ করেন, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায় ॥ ২৫ ॥

যিনি পশুপালন ও কৃষিকার্য্য করেন, ধনার্জ্জনপ্রিয়, পবিত্র এবং বেদাধ্যায়ী, তাহাকে বৈশ্য বলা যায় ॥ ২৬ ॥

যিনি অপবিত্র, যাহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ব্যবসায়ের বিচার নাই, যিনি বেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে শূদ্র বলা যায় ॥ ২৭ ॥

যদি কোন ব্যক্তি দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করে, অথচ তাহাতে দ্বিজের কোন লক্ষণ দেখা না যায় এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে, অথচ তাহাতে শূদ্রের কোন লক্ষণ না দেখা যায়, তাহাহইলে ঐ দ্বিজও দ্বিজ নহে অর্থাৎ শূদ্র ঐ শূদ্রও শূদ্র নহে অর্থাৎ দ্বিজ।

১৬। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে বর্ণভেদ ছিল না, তৎপরে গুণ এবং কর্ম্মের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্ট হইয়াছে, বাহ্য বর্ণের দ্বারা বর্ণ বা জাতির নির্দ্দেশ হয় না, আভ্যন্তরিক গুণের পার্থক্যানুসারে বর্ণ বা জাতিভেদ হয়। সত্ত্বগুণের বাহ্য লক্ষণ শ্বেতবর্ণ, রজগুণের বাহ্য লক্ষণ রক্তবর্ণ এবং রজ ও তমের বাহ্য লক্ষণ পীতবর্ণ, তমগুণের বাহ্য লক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ। প্রথম যখন বর্ণভেদ আরম্ভ হয়, তখন শরীরের রং হেতুই প্রভেদ করা হয়, কিন্তু তৎপরে ঐরূপ বিভাগে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণবর্ণহেতু শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন ইত্যাদি কারণে আভ্যন্তরিক গুণই বর্ণভেদের একমাত্র কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এবিষয় সবিশেষ ক্রমশঃ বর্ণন করা যাইবে। পূর্ব্বে যে শ্লোকগুলি দেওয়া হইল, তাহাদ্বারা বর্ণ বা জাতি যে বংশানুগত নহে এবং গুণকর্ম্মানুগত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এতদ্বিষয়ক সম্বন্ধে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে যাহা কিছু আছে, তাহা ক্রমশঃ পাঠকের গোচর করাইয়া আলোচনা করিব।

১৭। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

এক এব পুরাবেদ প্রণব সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবনারায়ণোনান্য একাগ্নি বর্ণ এব চ ॥

পুরাকালে সর্ব্ববাঙ্ময় প্রণবই একমাত্র বেদ ছিলেন, নারায়ণ একমাত্র দেবতা ছিলেন, এক

অগ্নি এবং এক বর্ণ বা জাতি ছিল। ঐ পুরাণ আরও বলেন :—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মতং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥৭।১১।২১
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥ ৭।১১।২২
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গ পরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্য-লক্ষণম্ ॥ ৭।১১।২২
শূদ্রস্য স ন্নতি শৌচং সেবা স্বামিণ্যময়য়া। অমন্ত্র-যজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গো বিপ্ররক্ষণম্॥ ৭।১১।২৪
বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃত। হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥ ৭।১১।৩২
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তং তে নৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৩৫

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, সত্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ২১

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ, সত্য ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।২২

দেব, গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্তি, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের পোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম এবং নৈপুণ্য বৈশ্যের লক্ষণ। ২৩

বিনয়, শৌচ, অকপট প্রভুভক্তি, অমন্ত্র যজ্ঞ, অচৌর্য্য সত্য এবং গোবিপ্ররক্ষণ শূদ্রের, লক্ষণ। ২৪

স্বভাববিহিত বৃত্তিদ্বারা জীবন যাবনপূর্ব্বক জীব স্বভাবজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে নির্গুণত্ব লাভ করে। ৩২

যে পুরুষের বর্ণ জ্ঞাপক যে লক্ষণ বলিলাম, তদন্য বর্ণেও যদি সেই লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকেও ঐ বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে। ৩৫

পাঠক দেখিবেন ভাগবতের মতানুসারেও গুণ এবং কর্ম্মই বর্ণভেদের মূল। সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় স্বভাববিহিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া, ক্রমে উচ্চগুণের অধিকারী হইতে এবং পরে নির্গুণত্বলাভ করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহাই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ। সাত্বিক ব্যক্তির তামসিক পুত্র কখনও সাত্বিক বা ব্রাহ্মণ হইবেন না। তামসিক ব্যক্তির সাত্বিক পুত্রও কখন তামসিক বা শূদ্র হইবেন না। প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ণ স্বীয় গুণানুসারে নির্ব্বাচন হইবে। জাতি গুণগত উহা কিছুতেই বংশগত হইতে পারে না, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ এবং ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

১৮। যাহারা জাতি বংশগত বলেন তাহারা বেদের "ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্" ইত্যাদি শ্লোকের বলে বলিতে চান যে, উহাতে জাতি গুণগত বলিয়া কোন উল্লেখ নাই এবং চারি বর্ণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণ সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহা পাঠকের গোচর করাইব এবং উহাদ্বারা বর্ণ যে গুণ এবং কর্ম্মগত তাহা প্রতিপন্ন হইবে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে বলিয়া অদ্য কেবল পুরুষ-সূক্তের "ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্" ইত্যাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সমগ্র সূক্তের বিশেষ আলোচনা এস্থলে হিন্দু-পত্রিকার ১ম ২য় সংখ্যায় ১০ম হইতে ১৪শ পৃষ্ঠায় পুরুষ-সূক্তের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পাঠক উহা অনুগ্রহ করিয়া দৃষ্টি করিবেন, এস্থলে কেবল বর্ণসংক্রান্ত যে কয়েকটি শ্লোক আছে তাহার আলোচনা করিব।

সর্ব্বপ্রথমে পাঠক দেখিবেন যে পুরুষ-সূক্তটী রূপকপূর্ণ। বেদের ভাষ্যকারেরাও স্পষ্টাক্ষরে তাহাই বলিয়াছেন। পুরুষ সূক্তের একাদশ মন্ত্রে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে।—

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরু পাদা উচ্যেতে ॥ ১১

পদপাঠঃ। যৎ। পুরুষং। বি। অদধুঃ। কতিধা। বি। অকল্পয়ন্। মুখং। কিম্। অস্য। কৌ। বাহূ। কৌ। উরু। পাদৌ উচ্যেতে ইতি।

(১) যৎ—যদা। (২) পুরুষং—দেহাভিমানী পুরুষকে। (৩) ব্যদধুঃ—সংকল্পিতবন্তঃ মানস যজ্ঞে পুরুষকে যে পশুরূপে সংকল্প করা হইয়াছিল। (৪) কতিধা—কতিভিঃ প্রকারৈঃ। কয় প্রকার (৫) ব্যকল্পয়ন্—বিবিধং কল্পিতবন্তঃ। কল্পনা করিয়াছিলেন। (৬) মুখং—মুখ। (৭) কিম্—কোনটী। (৮) অস্য—ঐ পুরুষের। (৯) কৌ—কোন কোনটী। (১০) বাহূ—বাহুদ্বয়। (১১) কৌ উরু—কোনটী উরুদ্বয়। (১২) পাদৌ উচ্যেতে—কোন অংশটী পাদরূপে কথিত হয়।

অন্বয়ঃ। যদা পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। কিমস্য মুখং কৌ বাহূ কৌ উরু পাদৌ উচ্যেতে আস্তামিত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহাভিমানী পুরুষকে যখন যজ্ঞে পশুরূপে সংকল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। কোন অংশকে মুখ, কোন অংশকে বাহু, কোন অংশকে উরু, কোন অংশকে পাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই বিরাট পুরুষের অংশমাত্র এবং সেই বিরাট পুরুষকে দেহবিশিষ্ট কল্পনা করিয়া বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে সেই বিরাট পুরুষের মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত কোন না কোন অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নের কয়েক শ্লোক পাঠ করিলে ইহা উপলব্ধি হইবে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। ব্রাহ্মণঃ। অস্য। মুখং। আসীৎ। বাহূ। রাজন্যঃ। কৃতঃ। উরু। তৎ। অস্য। যৎ। বৈশ্যঃ। পদ্ভ্যাং। শূদ্রঃ। অজায়ত।

(১) ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শমদমাদি গুণসম্পন্ন সাত্ত্বিক ব্যক্তি। (২) অস্য—বিরাট পুরুষের। (৩) মুখং—মুখ। (৪) আসীৎ—হইয়াছিল অর্থাৎ বর্ণনা করা হইয়াছিল। (৫) বাহূ—বাহুদ্বয়। (৬) রাজন্যঃ—যুদ্ধাদি কার্য্যে নিযুক্ত রজগুণ প্রধান মানব। (৭) কৃতঃ—অর্থাৎ কল্পনা করা হইয়াছিল। (৮) উরু—উরুদ্বয়। (৯) তৎ—তাহা,সেই। (১০)অস্য—ইহার অর্থাৎ পুরুষের। (১১) যৎ—যাহার। (১২) বৈশ্যঃ—কৃষিবাণিজ্যাদিদ্বারা অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত, তম-রজগুণ প্রধান ব্যক্তি। (১৩) পদ্ভ্যাং—পদ হইতে। (১৪) শূদ্রঃ—বেদ পরিত্যাগী তমগুণ প্রধান ব্যক্তি। (১৫) অজায়ত—উৎপন্ন হইয়াছিল।

অন্বয়ঃ। ব্রাহ্মণঃ অস্য পুরুষস্য মুখমাসীৎ। রাজন্যঃ অস্য পুরুষস্য বাহূ কৃতঃ কল্পিতঃ। যদ্বৈশ্যঃ তদস্য পুরুষস্য উরু কল্পিতঃ। শূদ্র পদ্ভ্যাং অজায়ত। শূদ্রঃ পাদরূপেণ কল্পিত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কে বাহুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। বৈশ্যকে উরুস্বরূপ। কল্পনা করা হইয়াছিল। শূদ্রকে পাদরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল।

১১ দশ ঋকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরু পাদা উচ্যেতে ॥

১২ দশ ঋকে উহার উত্তর দেওয়া হইতেছে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

তৎপরে ১৪শ ঋক্ পর্য্যন্ত "কতিধা ব্যকল্পয়ন" প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

১২ শ ঋকে ইহা বলা হইতেছে না। যে

মুখ ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, কিন্তু বলা হইতেছে, যে ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও মুখের অস্তিত্বকাল লইলে ব্রাহ্মণের অস্তিত্বকাল পূর্ব্বে আইসে, যদি বলা যায় যে স্বর্ণ অলঙ্কার হইয়াছিল, তাহাহইলে যেমন স্বর্ণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং অলঙ্কারে অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মুখ লইয়াছিল বলিলে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং মুখের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়। সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণো মুখমাসীৎ শব্দের অর্থ ইহা নয় যে 'ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই যে ব্রাহ্মণকে মুখ স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।' বাহু দ্বিবচন এবং কৃত একবচন, সুতরাং কৃতের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না, রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে। অর্থাৎ রাজন্যকে বাহুদ্বয় করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা নয় যে বাহুদ্বয়কে রাজন্য করা হইয়াছিল। তৎপরে "উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ" ইহার অর্থ এই যে বৈশ্যকে উরুদ্বয় করা হইয়াছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পুরুষের মুখ, বাহু ও কল্পিত হইয়াছিল কিন্তু শূদ্রসম্বন্ধে স্পষ্ট রহিয়াছে যে 'পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত' অর্থাৎ পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মুখ বাহু ও উরু হইতে হইয়াছে কল্পনা মাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, অজায়ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের পদ হইতে উৎপত্তি কল্পনা ব্যতীত অন্য কোনরূপ গ্রহণ করা ন্যায় সিদ্ধ হয় না।

এই বিষয় পূজ্যপাদ পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমী যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে দিলাম। তিনি বলেন "পূর্ব্ব মন্ত্রে কোন বস্তুই বা পাদদ্বয়রূপে কথিত হইয়া থাকে, এই প্রশ্ন থাকায় এবং এই মন্ত্রে আদিম ভাগত্রয়ের ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয়ই মুখাদিরূপে কল্পনীয় স্ফুটোক্তি থাকায় এই শেষ ভাগে অর্থাৎ পাদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এই অংশ টুকুরও ঐ অনুসারে ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য সুতরাং শূদ্রজাতিই তাঁহার পদদ্বয়রূপে কল্পিত হয় ইহাই প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আরও বিবেচনীয় যে প্রশ্ন মন্ত্রে প্রথমই মোটামুটী প্রশ্ন আছে, যে যাহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান হইল, তিনি কি প্রকার কল্পিত হয়েন, অর্থাৎ তিনি ও বাস্তবিক শরীরী নহেন, তবে কবিগণ শরীরী বলিয়া কল্পনা করেন, সুতরাং কোন বস্তু দ্বারা কোন্ অঙ্গ কল্পিত হয় ইহাই জিজ্ঞাস্য ও এই প্রশ্নের উত্তরে অমুক বস্তু অমুক অঙ্গ কল্পনীয় ইহাই সুসঙ্গত উত্তর, অতএব ঈদৃশ স্থলে এইরূপ অর্থ করা কর্ত্তব্য।"

পাঠকবর্গকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি, যে তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকার দশম পৃষ্ঠা হইতে ১৪শ পৃষ্ঠা পুরুষ-সূক্তের ব্যাখ্যা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। উপরে যাহা লেখা হইল তাহাদ্বারা সাব্যস্ত হইল যে বেদের পুরুষ-সূক্ত যাহা বংগশত জাতিভেদের ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহাতে জাতিভেদ কিরূপ হইল, তাহা কিছুই বলেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিটী বর্ণ যাহা পূর্ব্বে ছিল, পুরুষ সূক্ত তাহার এক একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন মাত্র। ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব তাহার মুখ, ঐরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের, উরু, বাহু, পদ সংজ্ঞা হইল। এই সূক্ত যে ব্রাহ্মণাদি জাতির সৃজন ব্যাখ্যা করে না, তাহা "ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল"—"রাজন্যকে করা হইয়াছিল" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। উহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে এই ঋক রচনার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণাদি জাতি উদ্ভব হইয়াছে।

সুতরাং জাতি গুণ এবং কর্ম্মগত নহে, বংশগত এবং বেদে এইরূপ আছে বলিয়া যদি কেহ তর্ক করেন, সে তর্ক যুক্তিসঙ্গত নহে।

বর্ণ বা জাতি যে বংশগত নহে এবং গুণ ও কর্ম্মগত তাহা বেদ হইতে পশ্চাদাগত সমুদায় শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। পাঠকগণ আপাতঃ গুণগত বর্ণবিরোধী কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ দেখিয়া বা শুনিয়া যেন ব্যস্ত না হয়েন। বিরোধী শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতীয়মান বচন সমুদায় উদ্ধার করিয়া তাহা যে গুণগতবর্ণের বিরোধী নহে, তাহা ক্রমশঃ দেখাইব। হিন্দু-পত্রিকার আকার ক্ষুদ্র, বিশেষতঃ কেবল একটী প্রবন্ধদ্বারা পত্রিকার সমুদায় কলেবর পূর্ণ করিলে, পাঠকের পত্রিকাপাঠে তৃপ্তি না হইতে পারে আশঙ্কায় ক্রমশঃ সমুদায় বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বায়ুপুরাণ কি বলেন শ্রবণ করুন্—

পুত্রো গৃৎসমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

গৃৎসমদের পুত্রের নাম শুনক, শুনকের পুত্রের নাম শৌনক। এই শৌনকের বংশে দ্বিজগণ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শৌনকের বংশধরগণ কর্ম্মের বিভিন্নতাহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিলেন। বিচিত্র শব্দে ভিন্ন ভিন্ন, যেরূপ মহিম্নস্তবে, "রুচিনাং বৈচিত্র্যাৎ"। এস্থলে দেখুন্ একই শৌনকের বংশোদ্ভবগণ কর্ম্মের বিভিন্নতাহেতু বিভিন্ন বর্ণ হইয়াছিল। এস্থলে মহাভারত ও ভাগবতের কথাও স্মরণ করুন্।

বিষ্ণুপুরাণ কি বলেন দেখুন :—

পুরূরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো যস্ত্বায়ুর্নামা, সবাহোঃ দুহিতরম্ উপযেমে। তস্যাং স পঞ্চপুত্রান্ জনয়ামাস। নহুষক্ষত্রবৃদ্ধরম্ভরজিসংজ্ঞাঃ। তথৈবানেন পঞ্চমপুত্রোঽভূৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুহোত্রপুত্রোঽভূৎ। কাশলেশগৃৎসমদাস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়োঽভবন্। গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ॥

(বিষ্ণুপুরাণ—৪র্থ অংশ ৮ম অধ্যায়।)

প্রথম কয়েক পংক্তির অনুবাদ অনাবশ্যক। শেষ পংক্তির অর্থ এই যে গৃৎসমদের বংশোদ্ভব শৌনক চারিবর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা, অর্থাৎ তিনি গুণকর্ম্মানুসারে তাহার বংশাবলীদিগকে চারিবর্ণে বিভাগ করিয়াছিলেন।

হরিবংশ ২৯ অধ্যায় ২০, কি বলেন দেখুন—

পুত্রগৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।

অনুবাদ পূর্ব্বের ন্যায়

এই সমুদায় শাস্ত্রদ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে কোন এক সময় গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগানুসারে বর্ণধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ণ যদি বংশগত হইত তাহাহইলে মনু কখনও এরূপ লিখিতে পারিতেন না।—

মনু দশম অধ্যায়—৪০ শ্লোকে বলিতেছেন—

"প্রচ্ছন্না বা-প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।

যাহাদের প্রচ্ছন্ন বা অপ্রকাশ জন্ম তাহাদের বর্ণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। এস্থলে হিন্দু-পত্রিকা ৩।৪র্থ সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠা সত্যকাম জাবাল সংবাদ পাঠ করিবেন। দাসী জবালার পুত্রের পিতৃনির্ণয় হইতে পারে নাই। গৌতম সত্যের প্রতি তাহার প্রগাঢ় আস্থা দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছিলেন। গুণানুসারে পিতা যে বর্ণে আছেন, পুত্রকেও তৎগুণানুযায়ী বর্ণ বলিয়া প্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে কর্ম্মক্ষেত্রে পুত্র পিতৃগুণের পরিচয় দিলে পিতৃবর্ণেতে থাকিয়া যান, অন্য গুণের পরিচয় দিলে

সেই গুণানুসারে নূতন বর্ণে প্রবিষ্ট হন। গুণাদির বিশদ্‌ব্যাখ্যা হিন্দু-পত্রিকার ৫।৬ সংখ্যায় করা হইয়াছে। পাঠক উহা অনুগ্রহপূর্ব্বক মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন।

মনু আর কি বলেন, দেখুন—

তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষং চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥ ১০-৪২॥

তপ এবং বীজ বা বীর্য্যের প্রভাবে ইহসংসারে মনুষ্যের মধ্যে জাতীয় উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ হইয়া থাকে। ঋষি বিশ্বামিত্রের ইতিহাস হিন্দুজাতির মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অবগত আছেন। সত্যকাম জাবালের বৃত্তান্ত হিন্দু-পত্রিকায় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। আর দেখুন :—

হরিবংশ—১১শ অধ্যায় ৬৫৮ শ্লোক :—
নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

বৈশ্য নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও দেখুন,—

শৃণু রাজন্ যথা রাজা বীতহব্যো মহাযশাঃ।
রাজর্ষির্দুর্লভং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং লোকসংকৃতম্॥

হে রাজন্! মহাযশা রাজর্ষি বীতহব্যরাজ যেরূপ লোকপূজিত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন্।

(ক্রমশঃ)

---

# মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

## গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥ ১॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥ ২॥
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥ ৩॥
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে! তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি!।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি! পরব্রহ্ম প্রসীদতি॥ ৪॥
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্।
যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাং তপঃ॥৫॥
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানম্ভোজনমেব চ।
তত্তৎসময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ॥ ৬॥
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥৭॥
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীৎ যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্॥৮॥
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ স সম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥ ৯॥
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ১০॥
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥১১॥
বঞ্চয়িত্বা গুরুন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥১২
গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৩॥
জনন্যা বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রয়োজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ
এষামর্থে মহেশানি! কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ॥১৫॥
স ধন্যঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ॥

ন ভার্য্যাস্তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্যথা নারকী ভবেৎ॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যন্নদর্শয়েৎ॥
ধনেন বাসসা প্রেম্ন শ্রদ্ধয়া মৃদুভাষণৈঃ।
সততঃ তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেৎ॥
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাম্॥
যস্মিন্নরে মহেশানি! তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ॥
চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েদ্ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেষয়েৎ গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥
এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বস্রভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্গৃহী॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি! গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ॥
নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাশমেব চ।
আশক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ॥
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দ্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।
জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ॥
সৌহার্দ্দং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ॥
ত্রসেদ্ দ্বেষ্টৃষপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মং বিলঙ্ঘয়েৎ॥

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥
জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ॥
বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ।
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ॥
অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
মিতবাঙ্মিতহাসঃ স্যান্মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্তঃ স্যাদ্ দৃঢ়ব্রতঃ।
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ॥
সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষ্যাস্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্ননুরক্তাঃ সুহৃদ্গণাঃ।
গায়ন্তি যদ্ যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
বিরক্ত পরদারাসু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
ন বিভেতি রণাৎ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
অসংশয়াত্মা সুশ্রদ্ধঃ শান্ত আচারতৎপরঃ।
মচ্ছাশনে স্থিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা।
ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
শৌচন্তু দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
ব্রাহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতম্॥
অদ্ভির্ব্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্।
দেহশুদ্ধির্ভবেৎ যেন বহিঃ শৌচং তদুচ্যতে॥
গঙ্গা নদ্যো হ্রদা বাপ্যস্তথা কূপাশ্চক্ষুল্লকাঃ।
সর্ব্বং পবিত্রজননং স্বর্ণদীক্রমতঃ প্রিয়ে॥

ভস্মাত্তু যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃৎস্না তু মলবর্জ্জিতা।
বাসোঽজিনতৃণাদীনি মৃদ্বজ্জানীহি সুব্রতে ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে।
মনঃপূতং ভবেদ্ যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ ॥
নিদ্রান্তে মৈথুনস্নান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ।
ভোজনান্তে মলে স্পৃষ্টে বহিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥
সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকীক্রমাৎ।
উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥

(১) গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হইবে, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে (২) গৃহস্থ মিথ্যা কথা বলিবে না, অসরল ব্যবহার করিবে না এবং দেবতা ও অতিথিপূজায় নিরত হইবে। (৩) মাতা ও পিতাকে সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া গৃহস্থ সদাসর্ব্বদা তাহাদিগকে অত্যন্ত যত্নে সেবা করিবেন। (৪) হে পার্ব্বতি! পিতা ও মাতা সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলে তোমার প্রীতি হয় এবং পরমব্রহ্ম সন্তুষ্ট হন। (৫) হে আদ্যে! তুমি জগতের মাতা এবং পরব্রহ্ম জগতের পিতা, তোমরা দুই জনে যাহাতে সন্তুষ্ট হও, তাহা অপেক্ষা গৃহস্থের আর কি তপ হইতে পারে? (৬) উপযুক্ত সময় জানিয়া পিতামাতার ব্যবহার জন্য আসন, শয্যা, বসন, পানীয় ও ভোজনদ্রব্য নিযুক্ত করিবে। (৭) কুলপবিত্রকারী সৎপুত্র সর্ব্বদা পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে, তাহাদের প্রিয় আচরণ করিবে এবং তাহাদিগকে মৃদুবাণী শুনাইবে। (৮) যদি নিজের হিতকামনা কর, তাহাহইলে পিতামাতার সম্মুখে ঔদ্ধত্য পরিহাস, তর্জ্জন বা দুষ্টালাপ করিবে না। (৯) পিতামাতাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইবে এবং পিতৃশাসনে থাকিয়া বিনাজ্ঞায় উপবেশন করিবে না। (১০) যে ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনরূপমদে মত্ত হইয়া পিতামাতাকে অবহেলা করে সকল ধর্ম্মের বহিষ্কৃত সেই ব্যক্তি ঘোরনরকে প্রবেশ করে। (১১) প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও, মাতাপিতা পুত্র, স্ত্রী ও অতিথি ও সোদর পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে না। (১২) যে ব্যক্তি গুরুজন এবং আত্মীয়ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের উদরপূর্ণ করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে নিন্দনীয় হয় এবং পরকালে নরকে প্রবেশ করে। (১৩) গৃহস্থ ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবে। আত্মীয়স্বজনদিগকে প্রতিপালন করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। (১৪) পিতৃবীর্য্যে উৎপন্ন ও মাতৃগর্ভে বর্দ্ধিত দেহ স্বজন কর্ত্তৃক প্রীতিপূর্ব্বক শিক্ষিত হয়, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সে অধম। (১৫) হে মহেশানি! ইহাদিগের জন্য শত কষ্ট করিয়াও সত্যানুসারে ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। ইহাই সনাতনধর্ম্ম। (১৬) যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপর তিনি সংসারে ধন্য, কৃতী ও পরমার্থবিৎ। (১৭) ভার্য্যা সাধ্বী পতিব্রতা হইলে ভার্য্যাকে কখন তাড়না করিবে না মাতৃবৎ পালন করিবে এবং ঘোরকষ্টেও পরিত্যাগ করিবে না বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজের স্ত্রী বর্ত্তমানে বিকৃতমনে অন্য স্ত্রী স্পর্শ করিবে না, করিলে নরকে যাইবে। প্রাজ্ঞব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে শয়ন ও বাসকরা পরিত্যাগ করিবে এবং স্ত্রীদিগের প্রতি অযুক্ত বাক্যপ্রয়োগ করিবে না ও শৌর্য্যপ্রকাশ করিবে না। ধন ও বস্ত্রদান, প্রেম, শ্রদ্ধা এবং মৃদুবাক্যের দ্বারা ভার্য্যাকে সতত সন্তুষ্ট করিবে, কদাচ ভার্য্যার অপ্রিয় আচরণ করিবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পুত্র বা অমাত্যের সঙ্গব্যতীত পত্নীকে উৎসবে, লোকসমারোহস্থলে, তীর্থে ও পরগৃহে প্রেরণ করিবে না। হে মহেশানি! যে মনুষ্যের প্রতি পতিব্রতাভার্য্যা সন্তুষ্টা থাকে, তৎকর্ত্তৃক সকল ধর্ম্মই করা হইয়াছে এবং সে তোমারও প্রিয় হয়। পিতা পুত্রকে চতুর্থ

বর্ষাবধি লালনপালন করিবে, অনন্তর ষোড়শ-বর্ষ পর্য্যন্ত গুণ ও বিদ্যাশিক্ষা দিবে এবং তৎপরে পুত্র বিংশতিবর্ষের অধিক বয়স্ক হইলে তাহাকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে, তখন হইতে তাহার প্রতি তুল্যভাব দেখাইয়া তৎপ্রতি স্নেহ-প্রদর্শন করিবে। এইরূপে কন্যাকেও যত্নের সহিত পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে এবং ধনরত্নের সহিত বিদ্বান্ বরে সম্প্রদান করিবে। গৃহী, এইরূপ নিয়মে, ভ্রাতা, ভগ্নী, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে পালন করিবে এবং সন্তুষ্ট করিবে। গৃহস্থব্যক্তি স্বধর্ম্মনিরত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদাসীনদিগকে পরিপালন করিবে। হে দেবি! যদি গৃহস্থ সম্পত্তিশালী হইয়া এরূপ আচরণ না করে, তাহাকে লোক গর্হিত পাপী ও পশু বলিয়া জানিবে। নিদ্রা, আলস্য, দেহের প্রতি যত্ন, আহার ও বসনাদির প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি করিবে না। পরিমিত আহার বিহার পরিমিত নিদ্রা এবং পরিমিত বাক্যপ্রয়োগ করিবে; সরল, বিনয়ী, বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্ন হইয়া সকল কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিবে।

শত্রুর প্রতি শৌর্য্যপ্রকাশ করিবে, বান্ধব ও গুরুর নিকটে বিনয়ী হইবে, নিন্দনীয় ব্যক্তির প্রতি সম্ভ্রম দেখাইবে না এবং মানী ব্যক্তিদিগের মানহানি করিবে না। কাহার সহিত মিত্রতা, কিরূপ ব্যবহার, কিরূপ প্রবৃত্তি, কিরূপ প্রকৃতি তাহা একত্রে বাস ও আলাপাদিতে তর্কের দ্বারা অবগত হইয়া মনুষ্যকে বিশ্বাস করিবে। বুদ্ধিমান সময়ানুসারে ক্ষুদ্র শত্রু হইতেও ভীত থাকিবে এবং ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া আত্মপ্রভাব প্রদর্শন করিবে। যদি কেহ কোন কথা গোপনে বলে তাহা, আত্মযশঃ ও পৌরুষ যাহা, পরোপকারের জন্য করা হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবে না। যশস্বী ব্যক্তি নিন্দিত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যাহাতে নিশ্চিত পরাজয় হইবে তাহা লইয়া গুরু ও লঘু ব্যক্তির সহিত বাদবিতণ্ডা করিবে না। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা, ধন, যশ এবং ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে, অসতের সঙ্গ, দ্যূতক্রীড়াদিও মিথ্যা কলহ পরিত্যাগ করিবে।

অবস্থানুসারে চেষ্টা হওয়া উচিত ও সময়ানুসারে ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য, এইজন্য অবস্থা ও সময় বুঝিয়া কার্য্য করিবে। যাহা নাই তাহা পাইবার চেষ্টা করিবে এবং যাহা আছে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে; দক্ষ ও ধার্ম্মিক হইবে এবং বন্ধুগণের প্রিয় ব্যবহার করিবে সর্ব্বদা বিশেষতঃ মানীব্যক্তির সমক্ষে বাক্য ও হাস্য আয়ত্তে রাখিবে। জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নাত্মা ও দৃঢ়ব্রত হইবে এবং সদ্বিষয়ের চিন্তা করিবে অপ্রমত্ত ও দূরদর্শী হইয়া ইন্দ্রিয় ও তদ্ভোগ বিষয়ের অনিত্যতা চিন্তা করিবে।

ধীরব্যক্তি সত্য নম্র, প্রিয় ও হিতকরবাক্য বলিবে এবং আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা পরিবর্জ্জন করিবে।

যৎকর্ত্তৃক জলাশয়, বৃক্ষ, বিশ্রামগৃহ, পথ ও সেতুপ্রতিষ্ঠিত হয় তৎকর্ত্তৃক ত্রিলোক জিত হইয়াছে, যাহার প্রতি পিতামাতা সন্তুষ্ট, সুহৃদ্গণ অনুরক্ত এবং মনুষ্যেরা যাহার যশোগান করে তৎকর্ত্তৃক ত্রিলোক জিত হইয়াছে। সত্য যাহার ব্রত, দীনের প্রতি যাহার দয়া ও কামক্রোধ যাহার বশে সে ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করিয়াছে। পরদারে বিরক্ত, পর বস্তুতে নিস্পৃহ এবং দম্ভ ও মাৎসর্য্যবিহীন ব্যক্তি লোকত্রয় জয় করিয়া থাকেন। যে যুদ্ধে ভয় করে না ও তাহাতে পৃষ্ঠ দেখায় না এবং যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করে তৎকর্ত্তৃক ত্রিলোকজিত হইয়া থাকে অসংশয়াত্মা, শ্রদ্ধাবান্ ও এই তন্ত্রোক্ত শৈবোপাসক ও আমার আদেশ প্রতিপালনকারী

ব্যক্তি কর্ত্তৃক লোকত্রয় জিত হয়। যে জ্ঞানী ব্যক্তি লোক যাত্রানির্ব্বাহার্থে সকল দিক সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন তৎকর্ত্তৃক ত্রিলোক-জিত হয়। হে দেবি! বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে শৌচ দুইপ্রকার, ব্রহ্মেতে আত্মার্পণ করিয়া যে পবিত্রতা জন্মে তাহাকে আন্তরিক শৌচ বলে এবং জল বা ভস্মের দ্বারা মলাপকর্ষণ করিয়া যে দেহের শুদ্ধি হয় তাহাকে বাহ্যশৌচ বলে। গঙ্গা, অন্যান্য নদী, সরোবর বাপী, কূপ ও তদপেক্ষা ক্ষুদ্র জলাশয়াদি গঙ্গা হইতে ক্রমানুসারে সকলেই পবিত্র হইয়া থাকে। হে সুব্রত! এই বাহ্যশৌচ বিধিতে যাজ্ঞিক ভস্মশ্রেষ্ঠ, নির্ম্মল মৃত্তিকাশ্রেষ্ঠ এবং বস্ত্র, অজিন ও তৃণমৃত্তিকার ন্যায় মলাপকরণ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

অথবা শৌচাশৌচসম্বন্ধে বহুবাক্যব্যয়ের আবশ্যক নাই, যে গৃহস্থের যাহাতে মনের পবিত্রতা জন্মে সে সেইরূপই আচরণ করিবে। নিদ্রান্তে স্ত্রীসংসর্গের অন্তে মলমূত্রত্যাগান্তে, ভোজনান্তে ও মলস্পর্শ করিয়া বাহ্যশৌচ করা বিধি। ক্রমানুসারে ত্রৈকালিকী, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা কর্ত্তব্য এবং উপাসনাভেদানুযায়ী যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে।

---

# যজুর্ব্বেদ।

২য় অধ্যায়, ৩২ কণ্ডিকা।

## পিতৃগণের প্রতি নমস্কার।

নমো বঃ পিতরো রসায়, নমো বঃ পিতরঃ শোষায়, নমো বঃ পিতরো জীবায়, নমো বঃ পিতরো স্বধায়ৈ, নমো বঃ পিতরো ঘোরায়। নমো বঃ পিতরো মন্যবে, নমো বঃ পিতরঃ, পিতরো বো, গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত, সতো বঃ পিতরো দেষ্মৈতদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত॥

পদপাঠঃ। নমঃ। বঃ। পিতরো। রসায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। শোষায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। জীবায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। স্বধায়ৈ। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। ঘোরায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। মন্যবে। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। পিতরঃ। নমঃ। বঃ। গৃহান্। নঃ। পিতরঃ। দত্ত। সতঃ। বঃ। পিতরঃ। দেষ্ম। এতৎ। বঃ। পিতরঃ। বাস। আধত্ত।

(১) রসায়—ষড়াঋতবঃ পিতর ইতি শ্রুতেঃ, রসাদি শব্দেন বসন্তাদি ষড়্‌তব উচ্যন্তে। রসভূতায় বসন্তায়। শ্রুতি অনুসারে ষড়ঋতু পিতৃগণের স্বরূপ। রসাদিশব্দে বসন্তাদি ষড়ঋতু বুঝাইতেছে! পিতৃরূপ বসন্তকে নমস্কার। (২) শোষায়—ওষধিগণ যে সময় শুকাইয়া যায় অর্থাৎ গ্রীষ্ম। পিতৃরূপ গ্রীষ্মকে নমস্কার। (৩) জীবায়—জীবশব্দে জল অর্থাৎ বর্ষা। পূর্ব্বের ন্যায়। (৪) স্বধায়ৈ—স্বধা শব্দে শরৎ, স্বধা শব্দে পিতৃ অন্ন বুঝায়, শরৎকালেই প্রায় সমুদায় অন্ন জন্মে এইজন্য স্বধাশব্দে শরৎ। (৫) ঘোরায়—হেমন্তকালে প্রচুর শীত হওবায় দুঃখ হয় এইজন্য হেমন্তকে ঘোর বলে। (৬) মন্যবে—শিশির ঋতুতে ওষধিবর্গ দগ্ধপ্রায় হয়। উহা যেন ক্রোধবশতই হইয়াছে। এইজন্য শিশির ঋতুকে মন্যু অর্থাৎ ক্রোধ বলা হইয়াছে। (৭) গৃহান্—স্ত্রীপুত্রাদি।

হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ বসন্তঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ গ্রীষ্মঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ!

তোমাদের স্বরূপ বর্ষাঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ শরৎঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ হেমন্তঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ শিশির ঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদিগকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমরা আমাদিগকে স্ত্রীপুত্রাদি দিয়াছ। হে পিতৃগণ! তোমাদিগকে আমরা ধনদান করি। হে পিতৃগণ! তোমরা আমাদের দত্তবস্ত্র গ্রহণ কর।

# ঋগ্বেদ।

## হিরণ্যগর্ভস্তোত্র।

### ১২১ সূক্ত, ১০ম মণ্ডল, ৮ম অষ্টক, ৭ম অধ্যায়, বর্গ ৩—৪।

(১) "ক" শব্দাভিধেয় প্রজাপতিদেবতা, হিরণ্যগর্ভঋষি, ত্রিষ্টুভছন্দ।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধারপৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১॥

পদপাঠঃ। হিরণ্যগর্ভ। সম্। অবর্ত্তত। অগ্রে। ভূতস্য। জাতঃ। পতিঃ। এক আসীৎ। সঃ। দাধার। পৃথিবীম্। দ্যাম্। উত। ইমাং। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। "ভূতস্য" অস্য উৎপন্নস্য স্থাবর জঙ্গলস্য জগতঃ হিরণ্যগর্ভঃ এব "অগ্রে" প্রপঞ্চোৎপত্তেঃ প্রাক্ "সমবর্ত্তত" উৎপদ্যত। সজাতঃ সন্ ভূতস্য "এক" অদ্বিতীয়ঃ পতিঃ রক্ষিতা "আসীৎ"। "স পৃথিবী" অন্তরীক্ষম্ "প্রথে," যিবণ সম্প্রসারণং। প্রথতে পৃথিবী। "দ্যাং" দ্যুলোকম্ "ইমাং," পুরোবর্ত্তিনীমিমাং ভূমিং "দাধার" ধারয়তি। "কস্মৈ" কিংশব্দঃ অনির্জ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ প্রজাপতৌ বর্ত্ততে। যদ্বা স্রষ্ট্রার্থং কাময়তে ইতি কঃ। যদ্বাকং সুখং তদ্রূপত্বাৎ ক ইতি উচ্যতে "দেবায়" দানাদিগুণযুক্তায় "হবিষা বিধেম্" হবির্দম্নবিভক্তি ব্যত্যয়ঃ। হিরণ্যগর্ভঃ—হিরণ্যস্যাণ্ডস্য গর্ভভূতঃ প্রজাপতির্হিরণ্যগর্ভঃ। তদণ্ডমভবদ্ধৈম সহস্রাংশু সমপ্রভং। তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্ব লোক পিতামহঃ। ইতি মনুস্মৃতিঃ। হিরণ্যগর্ভঃ "হিরণ্ময়" 'বিজ্ঞানময়" গর্ভঃ ইতি নিরুক্তম্।

বঙ্গানুবাদ। অগ্রে কেবল হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। (মনুসংহিতায় লিখিত আছে স্বয়ম্ভু ভগবান্ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ জলসৃষ্টি করেন। তৎপরে তাহাতে শক্তিরূপ বীজ আরোপ করেন। ঐ বীজ হিরণ্ময় অণ্ড হইয়াছিল এবং ঐ অণ্ড হইতে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ। স্বয়ম্ভুব্রহ্মাই হিরণ্ময় অণ্ডে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বলে। অথবা হিরণ্যগর্ভ শব্দে বিজ্ঞানময় বুঝায়) তিন জাতমাত্র সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি অন্তরীক্ষ ('পৃথিবী (১)

(১ মন্ত্রের বক্তব্য বিষয়কে "দেবতা" মন্ত্র প্রণেতাকে 'ঋষি", এবং মন্ত্রের ছন্দকে "ছন্দ" বলা যায়। এই মন্ত্র প্রণেতা ঋষির নাম হিরণ্যগর্ভ এবং তিনি প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভের স্তুতি করিতেছেন।

(১) এই মন্ত্রে রমেশবাবু "পৃথিবী" শব্দের অনুবাদ "পৃথিবী"ই করিয়াছেন। বস্তুত পৃথিবী শব্দে মহীধরের মতে অন্তরীক্ষ, সায়নের মতে "পৃথিবীং দ্যা" অর্থে "বিস্তীর্ণ আকাশ" বা অন্তরীক্ষ ও আকাশ। নিরুক্তের

শব্দে অন্তরীক্ষ), দ্যুলোক এবং এই ভূমি (ইমাং) ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা এবম্ভূত "ক" নামধারী প্রজাপতিদেবকে হবিপ্রদান করি বা অর্চ্চনা করি বা পূজা করি। (কশব্দে, যিনি সৃষ্টির জন্য কামনা করেন বা কশব্দে সুখ বুঝায় ও সুখরূপহেতু প্রজাপতিকে বুঝায়, কিম্বা যাহার স্বরূপ জানা যায় না, এইজন্য কিং অর্থাৎ "কি" শব্দের দ্বারা সেই অবিজ্ঞাতস্বরূপ প্রজাপতিকে বুঝায়)।

এই শ্লোক ও যজুর্ব্বেদের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের দশম ও একবিংশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক এক।

মোক্ষমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ "কোন্ দেবতাকে পূজা করিব" এইরূপ প্রশ্নাত্মক অর্থ করিয়াছেন, রমেশবাবু তাঁহার ঋগ্বেদসংহিতার বঙ্গানুবাদে ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিং শব্দের অর্থ কোন্ অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বদাই প্রশ্নের বিষয় অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কেহই জানিতে পারে না, এজন্য "ক" শব্দে পরমাত্মা বুঝায়। নিরুক্ত এবং সায়ন ও মহীধরের ভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে, আমি তাহাদিগকে অনুসরণ করিলাম। তবে কস্মৈ শব্দের পূর্ব্বে "ত্বদস্য স্যাৎ" শব্দ উহ্য স্বীকার করিলেও "এবম্বিধ দেবতা ছাড়া আর কাহাকে হবিঃ দিব" এইরূপ অর্থ হইতে পারে। মহীধরও বলেন "তং বিহায় কস্মৈ" তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাহাকে হবি দিব।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ২॥

পদপাঠঃ। আত্মদাঃ। বলদাঃ। যস্য। বিশ্বে। উপাসতে। প্রশিষং। যস্য। দেবাঃ। যস্য। ছায়া। অমৃতং। যস্য। মৃত্যুঃ। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

ব্যাখ্যা। যঃ যে হিরণ্যগর্ভ। আত্মদাঃ—আত্মানং দদাতি আত্মদাঃ উপাসকানাং সাযুজ্যপ্রদঃ অর্থাৎ যিনি আত্মাকে প্রদান করেন বা উপাসকদিগকে সাযুজ্যপ্রদান করেন, মুক্তিপ্রদ। বলদাঃ—সামর্থ্যপ্রদ। বিশ্বে সর্ব্বে মনুষ্যাঃ সকল মনুষ্য। যস্য—যাহার। প্রশিষং—শাসন, আজ্ঞা। উপাসতে—অনুবর্ত্তী হয়। দেবাঃ—(যস্য প্রশিষমুপাসতে) দেবতারাও যাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়েন। যস্য—যাহার। ছায়া-আশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনা। অমৃতং মুক্তিহেতু। যস্য—যস্য অজ্ঞানমিতিশেষঃ, যাহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা। মৃত্যুঃ—সংসারহেতু। কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম্—এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে হবিঃপ্রদান করি।

এই শ্লোক যজুর্ব্বেদের ২৫।১৩।

এই শ্লোকের মর্ম্ম আগাগোড়াই রমেশবাবু ভুল বুঝিয়াছেন। ভট্টমোক্ষমূলারও তাহাই। এ ভ্রম দেখাইবার স্থান এ পত্রিকায় হয় না, কারণ এমন ভ্রম অনেক আছে।

বঙ্গানুবাদ। যিনি মুক্তিপ্রদ, বলপ্রদ, মনুষ্য ও দেবতারা যাহার শাসনানুবর্ত্তী, যাঁহাকে জ্ঞানের সহিত উপাসনা করিলে মুক্তি হয় এবং যাঁহাকে না জানিতে পারিলে পুনঃ পুনঃ ইহ-

---

[ম]তেও পৃথিবী শব্দে অন্তরীক্ষ। এই চারিপ্রকার কোন [ম]তেই "পৃথিবী" অর্থে "পৃথিবী নহে, কেবল ভট্ট [মো]ক্ষমূলার মহোদয় "পৃথিবী"কে "Arth" বলিয়া [বু]ঝিয়াছেন। এই মন্ত্রে "ইমাং" শব্দে ভূমি বুঝায়, ভট্ট [মো]ক্ষমূলার এই "ইমাং" টি "দ্যাং" এর বিশেষণ [ক]রিয়াছেন। রমেশবাবু উহাকে পৃথিবীর বিশেষণ [ক]রিয়াছেন।

পাঠকগণ হিন্দু পত্রিকার বেদের অনুবাদ ও রমেশ[বা]বুর বেদের অনুবাদ তুলনা করিয়া দেখিবেন, রমেশ[বা]বুর বেদের অনুবাদে ভাষ্য ও নিরুক্তের সহিত [অ]নেকস্থলে অনৈক্য দেখা যায় এবং অনেকস্থলে তাহার [অ]নুবাদ বিশদ বলিয়া বোধ হয় না।

সংসারে আসিতে হয়, এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি কিম্বা ইহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব ?

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ৩॥

পদপাঠঃ। যঃ। প্রাণতঃ। নিমিষতঃ মহিত্বা। একঃ। ইৎ। রাজা। জগতঃ। বভূব যঃ। ঈশে। অস্য। দ্বিপদঃ। চতুষ্পদঃ। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

ব্যাখ্যা।—যঃ—যে হিরণ্যগর্ভ। প্রাণতঃ—নিশ্বাস প্রশ্বাসকারীদিগের। নিমিষতঃ—নিমেষকারীদিগের অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কার্য্যকারীদিগের, জগতঃ—জঙ্গমস্য, প্রাণিজাতস্য, প্রাণিবর্গের। মহিত্বা—মাহাত্মেন অর্থাৎ মহিমাদ্বারা। এক ইৎ—অদ্বিতীয় এব সন্, অদ্বিতীয় হইয়া। রাজা বভূব—ঈশ্বরো ভবতি, রাজা হয়েন। যঃ—যে প্রজাপতি। অস্য—এই পরিদৃশ্যমান জগতের। দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ—দ্বিপদ এবং চতুষ্পদদিগকে। ইশে—ইষ্টে, আধিপত্য করেন। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্—এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গানুবাদ। যিনি মহিমাদ্বারা নিশ্বাসপ্রশ্বাসকারী ও নিমেষকারী প্রাণিবর্গের অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর আধিপত্য করিতেছেন, এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি। অথবা তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব। এই শ্লোক যজুর্ব্বেদের ২৩। ৩ ও ২৫। ১১। রমেশবাবু এ শ্লোকে "প্রাণতঃ" একবারেই বাদ দিয়াছেন।

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। যস্য। ইমে। হিমবন্তঃ। মহিত্বা। যস্য। সমুদ্রং। রসয়া। সহ। আহুঃ। যস্য ইমাঃ। প্রদিশঃ। যস্য। বাহূ। কস্মৈ। দেবায় হবিষা। বিধেম্।

ব্যাখ্যা। যস্য—যাহার। ইমে—এই সকল হিমবন্তঃ—তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত সমুদায় অর্থাৎ হিমালয়াদিপর্ব্বত সমুদায়। মহিত্বা—মহত্বম্ রসয়াসহ—নদীর সহিত। সমুদ্রং—সমুদ্র যস্য—যাহার মহিমা। আহুঃ—প্রকাশ করে যস্যেমাপ্রদিশো যস্য বাহূ—এই দিক্ সমুদা যাহার বাহূ। কস্মৈদেবায় ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গানুবাদ। হিমাচ্ছন্ন হিমালয় প্রভৃ এবং নদীসহ সমুদ্র যাহার মহিমা কীর্ত্তন করে এই সমুদায় দিক্ যাহার বাহুস্বরূপ এবম্বি প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি। কিম্বা তাহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব ?

এই শ্লোকটী যজুর্ব্বেদের ২৫। ১২।

এস্থলেও রমেশবাবুর ভ্রম লক্ষিত হয় "সমুদ্রং রসয়া সহ" হইতে তিন বুঝিয়াছে সসাগরা "ধরা" আর "আহু" শব্দে কি "উল্লিখি হইয়াছে" বুঝায় ? মোক্ষমূলার বটে "They say" বলিয়াছেন।

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্ব স্তভিতং যেন নাকঃ। যো অন্তরীক্ষে রজসে বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। যেন। দ্যৌঃ। উগ্রা। পৃথিবী চ। দৃঢ়া। যেন। স্বঃ। স্তম্ভিতং। যেন। নাকঃ যঃ। অন্তরীক্ষে। রজসঃ। বিমানঃ। কস্মৈ দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

ব্যাখ্যা। যেন—যে প্রজাপতিদ্বারা। দ্যৌঃ—অন্তরীক্ষ। উগ্রা—উদ্গূর্ণা, বৃষ্টিদাকৃতা, যি অন্তরীক্ষকে বারিদ করিয়াছেন। পৃথিবীদৃঢ়া—পৃথিবীদৃঢ়া করিয়াছেন। যেন স্বঃ স্তম্ভিতং—যাহাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল স্তম্ভিত হইয়াছে। যে

নাকঃ—যাহাদ্বারা স্বর্গ স্তম্ভিত হইয়াছে। যঃ অন্তরীক্ষে—যিনি অন্তরীক্ষে। রজসঃ বিমানঃ—জলের নির্ম্মাতা। কস্মৈদেবায় ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গানুবাদ। যাহাদ্বারা অন্তরীক্ষ বারিপ্রদ ও পৃথিবী দৃঢ়া হইয়াছে, যাহাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল স্তম্ভিত রহিয়াছে, যাহাদ্বারা নাক (স্বর্গ অর্থাৎ দুঃখশূন্য সুখ) নিয়মিত হইয়াছে, যিনি অন্তরীক্ষে জলের নির্ম্মাতা, এমন প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি।

এই শ্লোক যজুর্ব্বেদের ২৩।৬।

এ শ্লোকেও রমেশবাবুর ভুলিয়াছেন। এই দশটি শ্লোকে রমেশবাবু ভ্রম আগামীসংখ্যায় স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে বিশেষরূপ দেখাইয়া দিব।

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে। যত্রাধিসূরউদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৬॥

পদপাঠঃ। যং। ক্রন্দসী। অবসা। তস্তভানে। অভি। ঐক্ষেতান্। মনসা। রেজমানে। যত্র। অধি। সূরঃ। উদিতঃ। বিভাতি। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

যং—যাহাকে। ক্রন্দসী—আকাশ ও পৃথিবী। অবসা—রক্ষণেন হেতুনা, অন্নেন, বৃষ্টিজনকেন। রক্ষণদ্বারা,—পৃথিবী অন্নের দ্বারা এবং আকাশ বৃষ্টিদ্বারা। তস্তভানে—প্রাণিজাতং স্তম্ভয়ন্তৌ, প্রাণিবর্গকে স্তম্ভন অর্থাৎ দৃঢ় করিয়া, তাহাদিগকে পোষণ করিয়া। অভ্যৈক্ষেতাং আবর্গোমহত্ত্বমনেন ইতি অপশ্যতাম, আমাদিগের মহত্ত্ব ইঁহা হইতে এইরূপ জ্ঞান করা। মনসা—মনের দ্বারা। রেজমানে।—রাজমানে, শোভমানে, শোভমান। যত্রাধি—যাহা আশ্রয় করিয়া। সূর—সূর্য্য। উদিতঃ—উদিত হইয়া। বিভাতি—শোভা পায়। তৎপরে পূর্ব্ববৎ।

অন্বয়। অবসা তস্তভানে, রেজমানে ক্রন্দসী যং মনসা অভৈক্ষতাং যথাধিসূরঃ উদিতঃ সন্ বিভাতি—(তৎপর—পূর্ব্ববৎ)।

বঙ্গার্থ। শোভমান, অন্ন ও বৃষ্টিদ্বারা প্রাণিবর্গের রক্ষক দ্যাবা পৃথিবী যাহাঁকে তাহাদিগের মহত্ত্বের কারণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং যাহাঁকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদিত হইয়া শোভা পায়, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা কাহাকে অর্চ্চনা করিব অথবা এবম্বিধ "ক" বা প্রজাপতিদেবতাকে অর্চ্চনা করি।

এই শ্লোক যজুর্ব্বেদের ৩২। ৭ শ্লোক।

আপো হ যদ্বৃহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তী রগ্নিম্। ততোদেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৭॥

পদপাঠঃ। আপঃ। হ। যৎ। বৃহতীঃ। বিশ্বম্। আয়ন্। গর্ভম্। দধানাঃ। জনয়ন্তীঃ। অগ্নিম্। ততঃ। দেবানাম্। সম্। অবর্ত্ত। অসুঃ। একঃ। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

আপঃ—জল। যদা—যদা। বৃহতীঃ—অপরিমেয়। বিশ্বম—বিশ্বম্। আয়ন্—প্রাপ্ত হইয়াছিল। গর্ভং দধানাঃ—হিরণ্যগর্ভ লক্ষণ ধারণ করিয়াছিলেন। জনয়ন্তীঃ অগ্নিম্—অগ্নিম্ উপলক্ষণম্ অগ্নিরূপ ভূতজাতম্। অগ্নিরূপ হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিল। অগ্নিশব্দে উপলক্ষণমাত্র। তাবৎ ভূতজাত বুঝাইতেছে। ততঃ—তৎপর। দেবানাম্ অসুঃ—দেবতাদের প্রাণ অর্থাৎ প্রাণরূপ আত্মা, লিঙ্গশরীররূপ হিরণ্যগর্ভঃ। সমবর্ত্তত উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপর পূর্ব্ববৎ।

অন্বয়। গর্ভং দধানাঃ অগ্নিম্ জনয়ন্তী বৃহতীঃ আপঃ যৎ বিশ্বম্ আয়ন্ ততঃ দেবানাং একঃ অসুঃ সমবর্ত্তত। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্।

বঙ্গার্থ। অপরিমেয় জলরাশি গর্ভধারণ

করিয়া অগ্নিরূপ হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিয়া যখন বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল তখন দেবতা-দিগের প্রাণরূপ আত্মা অর্থাৎ লিঙ্গ শরীররূপ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব ?। কিম্বা এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি।

এই শ্লোক যজুর্ব্বেদের—৩২। ৭ ও ২৭। ১৫

যশ্চিদাপো মহিনাপর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তি যজ্ঞম্। যো দেবেষধিদেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৮॥

পদপাঠঃ। যঃ। চিৎ। আপঃ। মহিনা। পরি অপশ্যৎ। দক্ষম্। দধানাঃ। জনয়ন্তীঃ। যজ্ঞম্। যঃ। দেবেষু। অধি। দেবঃ। একঃ। আসীৎ কস্মৈ। দেবায়। হবিষা বিধেম্॥

ব্যাখ্যা। যঃ—যিনি। চিৎ—আর। আপঃ—বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ অপঃ, জল। মহিনা—মহিম্না—ছান্দসোমলোপঃ স্বীয় মহিমাদ্বারা—পর্য্যপশ্যৎ—সর্ব্বদিকে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। দক্ষং—প্রপঞ্চাত্মকং বর্দ্ধিষ্ণুং প্রজাপতিং—প্রপঞ্চাত্মকবর্দ্ধিষ্ণু প্রজাপতি। দক্ষ শব্দে—ক্ষমতা, কুশল বুঝায়, কিন্তু এস্থলে সৃষ্টিবীজ প্রজাপতি যিনি সৃষ্টি-বিষয়ে দক্ষ তাঁহাকে বুঝাইতেছে। দধানা—ধারণ করিয়া। জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্—যজ্ঞ উপলক্ষণ-মাত্র—ইহাদ্বারা তাবৎ সৃষ্টবস্তু বুঝাইতেছে। যজ্ঞ উৎপাদন করিয়া। যো দেবেষু অধিদেবঃ একঃ আসীৎ—যিনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান দেবতা।

অন্বয়। যঃ চিৎ মহিমা দক্ষং দধানাং যজ্ঞম-জনয়ন্তীঃ আপঃ পর্য্য পশ্যৎ যঃ দেবেষু অধিদেবঃ একঃ আসীৎ ইত্যাদি।

যিনি স্বীয় মহিমার প্রভাবে সৃষ্টিবীজ ধারণ কারী এবং বিশ্বোপাদনকারী জলরাশির সর্ব্ব-ভাগেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি সকল দেবতার মধ্যে এক অদ্বিতীয় দেবতা তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব ? অথবা এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি।

যজুর্ব্বেদ ২৭।২৬ ও ৩২।৭

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান। যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতী-র্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৯॥

মা। নঃ। হিংসীৎ। জনিতা। যঃ। পৃথিব্যাঃ। যঃ। বা। দিবম্। সত্যধর্ম্মা। জজান। যঃ। চ। অপঃ। চন্দ্রাঃ। বৃহতীঃ। জজান। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্। ৯

মানঃ হিংসীৎ আমাদিগকে যেন হিংসা না করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন। জনিতা যঃ পৃথিব্যাং—যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা, জনিতা—জন-য়িতা, মন্ত্র ইতি নিচোলোপঃ। যঃ বা দিবম্ জজান-যো দ্যুলোকম্ সৃজৎ, যিনি দ্যুলোকের স্রষ্টা। সত্যধর্ম্মা—সত্যস্য ধারয়িতা—সত্যের ধারণকারী। যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতী .জজান—যিনি—আনন্দদায়িনী (চন্দ্র) ও অপরিমেয় জলরাশির স্রষ্টা—তৎপর পূর্ব্ববৎ।

অন্বয়। যঃ পৃথিব্যাঃ জনিতা, যঃ দিবং জজান, যঃ চন্দ্রাঃ বৃহতীঃ অপঃ জজান, যঃ সত্যধর্ম্মা, স মা নঃ হিংসীৎ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্।

বঙ্গার্থ। যিনি পৃথিবী, দ্যুলোক ও আনন্দ-দায়িনী ও অপরিমেয় জলরাশির স্রষ্টা, যিনি সত্যের ধারয়িতা, তিনি যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন, তাহাকে ব্যতীত আমরা আর কাহার পূজা করিব কিম্বা আমরা এবম্বিধ প্রজাপতি দেবতার পূজা করিব।

যজুর্ব্বেদ ১২।১০২।

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাম্॥ ১০॥

পদপাঠঃ। প্রজাপতে। ন। ত্বৎ। এতানি

অন্যঃ। বিশ্বা। জাতানি। পরিতা। বভূব। যৎ। কামাঃ। তে। জুহুমঃ। তৎ। নঃ। অস্তু। বয়ং। স্যাম। পতয়ঃ। রয়ীনাম্।

প্রজাপতে—হে প্রজাপতি!। ন—না। ত্বৎ অন্যঃ—তুমি ব্যতীত। এতানি বিশ্বজাতানি—এই সমুদায় সৃষ্টপদার্থ। পরিতা বভূব—নানাজাতীয়ানি বর্ত্তমান ভূত. ভবিষ্যৎ কালবিষয়ানি ন পরিভবিতুং সমর্থঃ, এতানি ভূতানি স্রষ্টুং সংহর্ত্তুঞ্চাপ্যশক্তঃ, তুমি ভিন্ন এই সমুদায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকালের নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টিপালন ও সংহার করিতে কেহ পারে না। যৎকামাস্তে জুহুম—তোমার নিকট আমরা যাহা প্রার্থনা করি। তন্নো অস্তু—তাহা আমাদের হউক্। বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাম্। আমরা যেন ধনের পতি হই।

অন্বয়। হে প্রজাপতে! ত্বদন্যঃ এতানি বিশ্বাজাতানি ন পরিতা বভূব। যৎকামাঃ তে জুহুমঃ তৎনো অস্তু বয়ং রয়ীনাম্ পতয়ঃ স্যাম্।

হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেহই সৃষ্টিপালন এবং সংহার করিতে পারে না, তোমার নিকট আমরা যাহা প্রার্থনা করি, তাহা যেন প্রাপ্ত হই, আমরা যেন ধনপতি হই।

যজুর্ব্বেদ ১০।২০,২৩।৬৫।

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডল ১২১ সূক্ত সমাপ্ত।

---

# অথর্ব্ববেদ ৪।১৬।

(১) বরুণ-স্তোত্র।

বৃহন্নেষামধিষ্ঠাতান্তিকাদিব পশ্যতি। যঃ স্তায়ন্ মন্যতে চরন্ সর্ব্বং দেবা ইদং বিদুঃ ॥১॥

পদপাঠঃ। বৃহন্। এষাম্। অধিষ্ঠাতা। অন্তিকাৎ। ইব। পশ্যতি। যঃ। স্তায়ন্। মন্যতে। চরণ। সর্ব্বং। দেবাঃ। ইদং। বিদুঃ।

ইনি অপরিমেয় এবং এই পৃথিব্যাদিলোকের (এষাম্) অধিষ্ঠাতা। ইনি যেন নিকটে থাকিয়াই সকল বস্তু দেখিয়া থাকেন। যদি কেহ মনে করে যে, সে গোপানে (স্তায়ন্) কোন কার্য্য করিতেছে (চরন্), দেবতারা (এস্থলে বরুণদেব বুঝাইতেছে) তাহা সকলেই জানিতে পান।

যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্। দ্বৌ সন্নিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। যঃ। তিষ্ঠতি। চরতি। যঃ। চ। বঞ্চতি। যঃ। নিলায়ং। চরতি। যঃ। প্রতঙ্কম। দ্বৌ। সং। নিষদ্য। যৎ। মন্ত্রয়েতে। রাজা। তৎ। বেদ। বরুণঃ। তৃতীয়ঃ।

যদি কেহ দণ্ডায়মান থাকে, কিম্বা গমনাগমন করে, কিম্বা গোপনে ধীরে ধীরে গমন করে (বঞ্চতি), কিম্বা গুপ্তস্থানে (নিলায়ং) সভয়ে (প্রতঙ্কম্) গমন করে, বরুণ তাহা জানিতে পারেন কিম্বা যদি দুই জনে একত্রে বসিয়া মন্ত্রণা করেন, বরুণ রাজা সে স্থলে যেন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া সমুদায়ই শুনেন।

---

(১) বরুণ.—বৃণোতি সর্ব্বং, যিনি বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থকে আবৃত করিয়া আছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম। (বৃ×উনন্) এই স্তোত্র সম্বন্ধে প্রোফেসার রথ বলিয়াছেন যে সমগ্র বৈদিকসাহিত্য ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে এমন জোরের লেখা এরূপ আর দেখা যায় না। আমরা বলি যে বেদে এরূপ স্তোত্র অনেক আছে।

উতেয়ং ভূমির্ব্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরে অন্তা। উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। উত। ইয়ং। ভূমিঃ। বরুণস্য। রাজ্ঞঃ। উত। অসৌ। দ্যৌঃ। বৃহতী। দূরে। অন্তা। উত। উ। সমুদ্রৌ। বরুণস্য। কুক্ষী। উত। অস্মিন্। অল্পে। উদকে। নিলীনঃ।

এই ভূমি ও বরুণরাজার, ঐ বিস্তীর্ণ আকাশ যাহার সীমাদ্বয় পরস্পর হইতে বহুদূরে রহিয়াছে (দূরে অন্তা) তাহাও বরুণরাজার, ঐ সমুদ্রদ্বয়ও অর্থাৎ জলসমুদ্র ও বায়ুসমুদ্র তাহার কুক্ষি অর্থাৎ উদরের দুই পার্শ্বস্বরূপ, অথচ তিনি এই সামান্য জলাশয়েতেও আছেন।

উতো যো দ্যামতিসর্পৎপরস্তান্ন স মুচ্যতৈ বরুণস্য রাজ্ঞঃ। দিবঃ স্পশঃ প্রচরন্তীদমস্য সহস্রাক্ষা অতি পশ্যন্তি ভূমিম্ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। উত। উ। যঃ। দ্যাম্। অতিসর্পৎ। পরস্তাৎ। ন। স। মুচ্যতৈ। বরুণস্য। রাজ্ঞঃ। দিবঃ। স্পশঃ। প্রচরন্তি। ইদম্। অস্য। সহস্রাক্ষাঃ। অতি। পশ্যন্তি। ভূমিম্।

যদি কেহ আকাশের বহির্ভাগেও পলায়ন করে, তাহাহইলেও সে বরুণের নিকট মুক্তি পায় না। বরুণের দূতগণ (স্পশঃ) আকাশে বিচরণ করে এবং সহস্র চক্ষু হইয়া এই পৃথিবী দর্শন করে।

সর্ব্বং তদ্রাজা বরুণো বিচষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎপরস্তাৎ। সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব শ্বঘ্নী নিমিনতি তানি ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। সর্ব্বং। তৎ রাজা। বরুণঃ। বিচষ্টে। যৎ। অন্তরা। রোদসী। যৎ। পরস্তাৎ। সংখ্যাতাঃ। অস্য। নিমিষঃ। জনানাম্। অক্ষান্। ইব। শ্বঘ্নী। নিমিনোতি। তানি।

পৃথিবী এবং আকাশের (রোদসী) এই অর্থে ক্রন্দসী ও ব্যবহার হয়, হিরণ্যগর্ভ স্তোত্রে দ্রষ্টব্য। অন্তরে এবং বহির্ভাগে যাহা কিছু আছে, বরুণরাজা সকলই দৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহা কর্ত্তৃক মনুষ্যদিগের চক্ষুর নিমেষ পর্য্যন্ত গণিত হইয়া থাকে। নিপুন অক্ষক্রীড়ক (শ্বঘ্নী) যে ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া করে (শ্ব শব্দে কুকুর বুঝায়, কুকুর ঘাতক, কোনমতে "শ্বঘ্নী" এবং উহার অর্থ আত্মঘ্ন বা ধনঘ্ন) যেরূপ অক্ষ চালনা করে তিনি সেইরূপ এই সমুদায় বস্তু পরিচালনা (নিমিনোতি) করিয়া থাকেন।

যে তে পাশাবরুণ সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিষিতারুশন্তঃ। সিনন্তু সর্ব্বে অনৃতম্ বদন্তম্ যঃ সত্যবাদ্যতি তং সৃজন্তু ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। যে। তে। পাশাঃ। বরুণ। সপ্ত। সপ্ত। ত্রেধা। তিষ্ঠন্তি। বিষিতাঃ। রুশন্তঃ। সিনন্তু। সর্ব্বে। অনৃতম্। বদন্তম্। যঃ। সত্যবাদ্যতি। তং সৃজন্তু।

যে—যে সমুদায়, তে—তোমার, পাশাঃ—পাশ, রর্জ্জু। বরুণ—হে বরুণ। সপ্ত সপ্ত ত্রেধাঃ—সাত এবং তিনি ভাজে। তিষ্ঠন্তি—আছে। বিষিতাঃ—বিস্তৃতা। রুশন্তঃ—ক্রোধযুক্ত। সিনন্তু বন্ধন করুক। সর্ব্বে—সকল। অনৃতমবদন্তম্—মিথ্যাবাদীদিগকে। যঃ সত্যবদতি—যে সত্য বলে। তং সৃজন্তু—তাহাকে পরিত্যাগ করুক (সৃজ—বৈদিকভাষায় পরিত্যাগ করাও বুঝায়)

হে বরুণ! তোমার ক্রোধযুক্ত বিনাশকারী। পাশ যাহা সপ্ত সপ্ত এবং তিন তিনভাজে বিস্তৃত রহিয়াছে, উহা মিথ্যাবাদীদিগকে বন্ধন করুক কিন্তু সত্যবাদীদিগকে যেন পরিত্যাগ করে।

# সামবেদান্তর্গত বিবাহমন্ত্র ব্যাখ্যা।

বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া বড়ই গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। একালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের মধ্যে প্রায় কেহই বেদাভিজ্ঞ নহেন। সুতরাং বেদার্থের অজ্ঞতাবশতঃ পুস্তকে ভুলই হউক বা ঠিকই হউক যাহা লিখিত থাকে তাহাই পাঠ করিয়া থাকেন।

আমি ইতিমধ্যে কোন বিবাহে গিয়া দেখিলাম পুরোহিতদ্বয় অর্হণা পুত্রবাসয়া এবং অর্হণা পুত্রবায়সা এই লইয়া প্রবল বিরোধ বাধাইয়া বসিয়াছেন। ফলতঃ ওটী পুত্র বাসয়া বা পুত্রবায়সা এ দুইয়ের কিছুই নহে। ওটী পুত্রবাসসা।

আমি সেই দিবস স্থির করিলাম যে বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের মন্ত্র সমুদায়ের ব্যাখ্যা করিয়া জনসমাজে প্রকাশিত করিব, আজ সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে বসিলাম। ভরসা করি সহৃদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ আমার এই প্রবন্ধগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার পাঠ করিবেন।

ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেনুভবদ্‌যমে সানঃ পয়স্বতী দুহা মুত্তরা মুত্তরাং সমাং।

অন্বয়ঃ। মে অর্হণা পুত্রবাসসা য ধেনুঃ অভবৎ সা পয়স্বতী উত্তরামুত্তরাং সমাং নঃ দুহাং মনোরথান্ ইতি শেষঃ।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। মে মম অর্হণা পূজনীয়া পুত্রবাসসা দুগ্ধাধি দানেন পুত্রপালনকারিণী যা পূর্ব্বোল্লিখিত বিশেষনেন বিশেষিতা ইত্যর্থঃ ধেনুঃ গৌঃ অভবৎ প্রজাপালনার্থং পূর্ব্বমুৎপন্না ইত্যর্থঃ সা পূর্ব্বোক্ত যচ্ছব্দপ্রতিপাদ্যা পয়স্বতী বহুদুগ্ধসম্পন্না উত্তরা মুত্তরাং সমাং উত্তরোত্তরবৎসরান্ ব্যাপ্য নঃ অস্মাকং মনোরথান্ দুহাং তুপুরয়।

বঙ্গানুবাদ। আমার পূজনীয়া এবং দুগ্ধাদিদানদ্বারা পুত্রপালনকারিণী যে গাভী প্রজাপালনার্থ পূর্ব্বে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, বহুদুগ্ধ প্রসবিত্রী সেই গাভী উত্তরোত্তর বৎসর সমুদায়ে আমাদের মনোরথ সফল করুন।

১। অর্হণা অর্হ পূজাযাং কর্ম্মাণি অনঃ। ১। পুত্রবাসসা পুত্রবাসং সীদতি গচ্ছতি ইতি-গত্যর্থত্বাৎ সদ্‌ধাতোঃ ড প্রত্যয়ঃ। ততঃ টিলোপঃ। ৩। য—যচ্ছব্দস্য প্রথমান্ত প্রয়োগো-হয়ং স্ত্রীলিঙ্গবিহিতঃ। ছান্দসত্বাৎ হ্রস্বঃ। ৪। মে—মম কর্ত্তরি ষষ্ঠী। ৫। পয়স্বতী—ভূমার্থে বৎপ্রত্যয়ঃ। ৬। দুহাং—দুহতাং ছান্দসত্বাৎ তলোপঃ। ৭। উত্তরা উত্তরাং—সমামিত্যস্য বিশেষণ বিশেষণ পদদ্বয়ং, বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ।

ওঁ ইদ মহ মিমাং পদ্যাং বিরাজমন্না-দ্যায়াধিতিষ্ঠামি॥ ২॥

অন্বয়ঃ। অহং ইদং বিরাজং ইমাং পদ্যাং অন্নাদ্যায় অধিতিষ্ঠানি॥ ২॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। ইদং বিরাজং আসনং ইমাঞ্চ পদ্যাং পাদপদবীং অন্নাদ্যায় অন্নভোজনায় পশ্চাদুক্ত মধুপর্কাদি ভোজনায় ইত্যর্থঃ অধিতিষ্ঠামি আক্রমামি। ২।

বঙ্গানুবাদ। আমি মধুপর্কাদি ভোজনের নিমিত্ত এই আসনে এবং এই চিত্রিত পাদচিহ্ন সকলের উপর অধিষ্ঠিত হইলাম। ২।

১। বিরাজং—বিশেষেণ রাজতেহস্মিন্ ইতি অধিকরণে অপ্রত্যয়। ২। পদ্যাং—পদভ্যাং হিতাং ইতি য প্রত্যয়ঃ। ৩। অন্নাদ্যায়—অদ্ ভোজনে ইতি ধাতোর্ভাবে য প্রত্যয়েন অদ্যং। অন্নস্য অদ্যং ভোজনং তস্মৈ তাদর্থে ৪র্থী।

ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শত বিচক্ষণাস্তা মহ্য মস্মিন্নাসনেঽচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত। ৩।

অন্বয়ঃ। সোমরাজ্ঞীঃ বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ যাঃ ওষধী তাঃ অস্মিন্ আসনে অচ্ছিদ্রাঃ (সত্যঃ) মহ্যং শর্ম্ম যচ্ছত ॥ ৩॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। সোমরাজ্ঞীঃ চন্দ্রদেবতাকাঃ ওষধীশো নিশাপতি রিত্যমরঃ। বহ্বীঃ নানাপ্রকারাঃ শতবিচক্ষণাঃ শতমুখ্যঃ শতস্থানেন দীপ্তিস্ফুরণাৎ অস্যাঃ শতমুখত্বং ব্যজ্যতে। যা ওষধীঃ তাঃ অস্মিন্ মম আধাররূপে আসনে অচ্ছিদ্রাঃ নিরন্তরাঃ সত্যঃ সর্ব্বদা বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ মহ্যং শর্ম্ম সুখং যচ্ছত দদত।

বঙ্গানুবাদ। চন্দ্রদৈবত নানাপ্রকারে শতমুখী ওষধিবর্গ এই আসনে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া আমাকে সুখ প্রদান করুন। ৩।

১। সোমরাজ্ঞীঃ—সোমশ্চন্দ্রো রাজা যাসাং তাং। ২। শতবিচক্ষণাঃ—বিশেষণ আখ্যায়তেঽনেন ইতি বিচক্ষণং মুখ শতং বিচক্ষণং যাসাং তাঃ।

ওঁ যাঃ ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবী মনু তা মহ্য মস্মিন্ পাদয়োরচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ। যাঃ সোমরাজ্ঞীঃ পৃথিবী মনু বিষ্ঠিতাঃ তাঃ অস্মিন্ পাদয়োঃ অচ্ছিদ্রা শর্ম্ম যচ্ছত ॥ ৪ ॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। সোমরাজ্ঞীশ্চন্দ্রদৈবতাকাঃ পৃথিবী মনু পৃথিব্যাঃ বিষ্ঠিতাঃ বিশেষেণ স্থিতাঃ যা ওষধীঃ তাঃ অস্মিন্ আসনে পাদয়োঃ চরণয়োঃ অধস্তাৎ ইতিশেষ অচ্ছিদ্রাঃ নিরন্তরাঃ সত্যঃ শর্ম্ম সুখং যচ্ছত দদত মহ্যমিতি শেষ।৪।

বঙ্গানুবাদ। যে ওষধি সকল চন্দ্রদেবতাত্মক এবং সর্ব্বদা পৃথিবীর উপরিভাগে বর্ত্তমান সেই ওষধি সকল আসনোপরি পাদদ্বয়ের নিম্নদেশে অবস্থানপূর্ব্বক আমাকে সুখপ্রদান করুন। ৪।

১। পৃথিবীং—অনুশব্দ যোগে দ্বিতীয়া।

ওঁ যতো দেবাঃ প্রতি পশ্যাম্যাপস্ততো মাঋদ্ধিরাগচ্ছতু। ৫।

অন্বয়ঃ। হে আপঃ! যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যামি ততঃ ঋদ্ধিঃ মা আগচ্ছতু। ৫।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে আপঃ! ভোঃ জলানি যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ দেবীঃ যুষ্মান্ প্রতিপশ্যামি ভক্তিভাবেন সমীক্ষে ততঃ তস্মাৎ কারণাৎ ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ মা মাং আগচ্ছতু প্রাপ্নোতু। তপসা মনসা বাগ্‌ভিঃ পূজিতা বলিকর্ম্মভিঃ তুষ্যন্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ। সন্তুষ্টাশ্চ অভীপ্সিত ফলানি যচ্ছন্তি ইতি প্রসিদ্ধিঃ। ৫।

বঙ্গানুবাদ। হে জল সকল! যেহেতু আমি তোমাদিগকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেছি সেই হেতু আমাকে সমৃদ্ধি প্রদান কর।৫।

১। মা—মাং ইত্যস্যস্থানে মা আদেশঃ।

ওঁ সব্যং পাদমবনে নিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে। ৬।

অন্বয়ঃ। (অহং) সব্যং পাদং অবনে নিজে অস্মিন্ রাষ্টে শ্রিয়ং দধে। ৬।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং সব্যং পাদং বামং চরণং অবনে নিজে প্রক্ষালয়ামি অস্মিন্ রাষ্ট্রে রাজ্যে শ্রিয়ং লক্ষ্মীং দধে নিবেশয়ামি। ৬।

বঙ্গানুবাদ। আমি বামপাদ প্রক্ষালন করতঃ এই রাজ্যে লক্ষ্মীর নিবেশ করিলাম।৬।

১। অবনে নিজে—অবপূর্ব্বাৎ নিজধাতোঃ যঙ্‌লুগন্তাৎ লটঃ উত্তম পুরুষৈক বচনম্।

ওঁ দক্ষিণং পাদমবনে নিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি। ৭।

অন্বয়ঃ। (অহং) দক্ষিণং পাদং অবনেনিজে অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং আবেশয়ামি। ৭।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং দক্ষিণং পাদং চরণং

অবনে নিজে প্রক্ষালয়ামি তথা। অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং লক্ষ্মীং আবেশয়ামি আদধামি। ৭।

বাঙ্গানুবাদ। আমি দক্ষিণপাদ প্রক্ষালন করতঃ এই রাজ্যে লক্ষ্মীর নিবেশ করিলাম। ৭।

ওঁ পূর্ব্বমন্যমপরমন্য মুভৌপাদারবনেনিজে রাষ্ট্রস্যার্দ্ধ অভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ। ৮।

অন্বয়ঃ। রাষ্ট্রস্য ঋদ্ধ্যৈ (তথা) অভয়স্য অবরুদ্ধ্যৈ পূর্ব্বং অন্যং অপরং অন্যং (এতৌ) উভৌ পাদৌ অবনে নিজে। ৮।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং রাষ্ট্রস্য রাজ্যস্য ঋদ্ধ্যৈ সমৃদ্ধ্যর্থং তথা অভয়স্য ভীত্যভাবস্য অবরুদ্ধ্যৈ ময়ি অবরোধায় লাভায় ইতি যাবৎ পূর্ব্বং প্রথমং অন্যং বামং অপরং অন্যং দক্ষিণং এতৌ উভৌ পাদৌ অবনে নিজে প্রক্ষালয়ামি। ৮।

বঙ্গানুবাদ। আমি রাজ্যের মঙ্গলনিমিত্ত এবং নিজের অভয়লাভার্থ প্রথমে বাম এবং তদন্তর দক্ষিণ এই উভয়পাদ প্রক্ষালন করিলাম। ৮।

ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রীরসি রাষ্ট্রীস্তে ভূয়াসম্। ৯।

অন্বয়ঃ। (ত্বং) অন্নস্য রাষ্ট্রিঃ অসি তে (প্রসাদাৎ অহমপি) রাষ্ট্রিঃ ভূয়াসং। ৯।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা) ত্বং অন্নস্য রাষ্ট্রিঃ দীপ্তিকারণং অসি ভবসি। তে তব প্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ অহমপি রাষ্ট্রিঃ দীপ্তিসম্পন্ন ভূয়াসং ভবামি। ৯।

বঙ্গানুবাদ। তুমি অন্নের দীপ্তিকারণ আমিও তোমার অনুগ্রহে দীপ্তিসম্পন্ন হইব। ৯।

ওঁ যশোঽসি যশোময়ি ধেহি। ১০।

অন্বয়ঃ। (ত্বং) যশঃ অসি (অতঃ) ময়ি যশঃ ধেহি। ১০।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। ত্বং যশঃ কীর্ত্তিস্বরূপঃ অসি ভবসি। অতঃ কারণাৎ ময়ি যশো ধেহি অর্পয়। ১০।

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু তুমি যশঃ স্বরূপ সেই হেতু আমাতে যশ অর্পণ কর। ১০।

ওঁ যশসো যশোঽসি। ১১।

অন্বয়ঃ। (ত্বং) যশসঃ যশঃ অসি। ১১।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। ত্বং যশসঃ কীর্ত্তিসংযুক্তস্যেষু যশঃ কীর্ত্তিস্বরূপঃ অসি ভবসি। ১১।

বঙ্গানুবাদ। তুমি কীর্ত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কীর্ত্তিস্বরূপ। ১১।

১। যশসঃ—যশঃ শব্দাৎ অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ প্রত্যয়ঃ ততঃ সুপাং সুপ্ ইত্যনেন ষষ্ঠ্যন্তস্য প্রথমান্তথা।

ওঁ যশসো ভক্ষ্যোঽসি মহসো ভক্ষ্যোঽসি শ্রীর্ভক্ষ্যোঽসি শ্রিয়ং ময়ি ধেহি। ১২।

অন্বয়ঃ। (ত্বং) যশসঃ ভক্ষ্যঃ অসি মহসঃ ভক্ষ্যঃ অসি শ্রীঃ ভক্ষ্যঃ অসি ময়ি শ্রিয়ং ধেহি। ১২।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। ত্বং যশসঃ যশঃ কারণায় মমভক্ষ্যঃ অসি ভবসি তথা মহসঃ তেজোলাভার্থং মম ভক্ষ্যং অসি শ্রীঃ স ম্পত্তি প্রাপ্তৈ ভক্ষ্যঃ অসি ময়ি শ্রিয়ং লক্ষ্মীং ধেহি অর্পয়। ১২।

বঙ্গানুবাদ। হে মধুপর্ক! আমি তোমাকে কীর্ত্তিলাভের জন্য এবং প্রভূত তেজোলাভের নিমিত্ত এবং বিশিষ্ট সম্পত্তিলাভার্থ ভক্ষণ করিতেছি আমাতে লক্ষ্মী অর্পণ কর। ১২।

১। যশসঃ—সুপাং সুপ ইত্যনেন চতুর্থ ন্তস্য ষষ্ঠ্যন্ততা। ২। মহসঃ—সুপাং সুপ্ ইত্যনেন চতুর্থ্যন্তস্য ষষ্ঠ্যন্ততা। ৩। শ্রীং—চতুর্থ্যন্তস্য প্রথমান্ততা।

ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্দ্বিষন্তং মেহভিধেহি তং জহ্যমুষ্য চোভয়োরুৎসৃজ গা মত্তু তৃণানি পিবতূদকং। ১৩।

অন্বয়ঃ। বরুণপাশাৎ গাং মুঞ্চ (তথা) অভিধেহি ত্বং মে অমুষ্য চ উভয়োঃ দ্বিষন্তং জহি (ততঃ) গাং উৎসৃজ তৃণানি অত্তু উদকং পিবতু। ১৩।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে নাপিত! ত্বং বরুণ-

পাশাৎ বরুণদৈবতাৎ পাশাৎ গাং মুঞ্চ ত্যজ। তথা তাং অভিধেহি কথয় কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ হে গোঃ। ত্বং মে মম চ তথা অমুষ্য কন্যা সম্প্রদাতুঃ এতয়োঃ উভয়োঃ দ্বিষন্তং শত্রুং জহি বিনাশয়। ততঃ গাং উৎসৃজ যথেচ্ছং পর্য্যটিতুং বিসৃজ সা তৃণানি গ্রাসান্ অত্তু ভক্ষয়তু তথা উদকং জলং পিবতু। ১৩।

বঙ্গানুবাদ। হে নাপিত! তুমি বরুণদৈবত রজ্জু হইতে গরুকে মুক্ত কর। এবং তাহাকে বলিয়া দাও যে আমার এবং এই কন্যা সম্প্রদাতার শত্রুবর্গ বিনষ্ঠ করুন। পরে তাহাকে ইচ্ছানুসারে পর্য্যটন করিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। সে তৃণ ভক্ষণ এবং জলপান করুক।

১। জহি—হন্ ধাতোঃ লোট মধ্যম পুরুষৈক বচনম্।

ওঁ মাতারুদ্রাণাং দুহিতাবসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ প্রণুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট। ১৪।

অন্বয়ঃ। (অহং) প্রণুবোচং (যা ইয়ং) রুদ্রাণাং মাতা বসূনাং দুহিতা আদিত্যানাং স্বসা অমৃতস্য নাভিঃ (তাং ইমাং) অদিতিং অনাগাং গাং চিকিতুষে জনায় (মহ্যং) মা বধিষ্ট। ১৪।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং প্রণুবোচং প্রোক্তবানস্মি যৎ যা ইয়ং রুদ্রাণাং তদাখ্য দেবতা বিশেষণাং মাতা জননী বসূনাং দুহিতা কন্যা আদিত্যানাং স্বসা ভগিনী তথা অমৃতস্য ঘৃতস্য নাভিঃ উৎপত্তিকারণং ঘৃতস্য অমৃতত্বং শৃগাল কুক্কুর দংশিতস্য ভক্ষণাৎ প্রসিদ্ধং। তাং ইমাং ঈদৃশোপকার সাধিকাং পূজনীয়াং অদিতিং অখণ্ডিতাং অনাগাং অপরাধশূন্যাং গাং চিকিতুষে জ্ঞানসম্পন্নায় জনায় মহ্যং মদর্থ মিত্যর্থঃ মা বধিষ্ট ন হিং সীঃ। মধুপর্কদানার্থং গোবধঃ কলৌ নিষিদ্ধঃ। তথাচ মধুপর্কে পশোর্বধঃ। শূদ্রেষু দাস গোপালকুল মিত্রার্দ্ধসীরিণাং ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ ইত্যাদীন্যভিধায় এতানিলোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেদিতি নারদীয় পুরাণং। ১৪।

বঙ্গানুবাদ। আমি বলিতেছি যে যিনি রুদ্রদিগের মাতা বসুদিগের কন্যা আদিত্যবর্গের ভগিনী অমৃতের * উৎপত্তিকারণ তাঁহাকে তাদৃশ মহোপকারসাধিকা পূজনীয়া এবং অপরাধশূন্যা গরুকে জ্ঞান সম্পন্ন আমার জন্য বধ করিও না। ১৪।

১। অনাগাং—ছান্দসত্বাৎ সলোপঃ।

ইতি সামবেদিনাং সম্প্রদানবিধেঃ
বৈদিক মন্ত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।

ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

---

* শৃগাল কুকুরে দংশন করিলে তাহাকে যদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে ঘৃত খাওয়ান যায় তাহাহইলে তাহার বিষ বিনষ্ট হয়। এই ব্যবহার দ্বারা ঘৃতের যে অমৃতত্ব আছে তাহা স্পষ্টই অনুমিত হইতে পারে।

# আরুণি শ্বেতকেতু সংবাদ।

## ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

সকলেই জানে, ঈশ্বর জগতের কারণ: কিন্তু কিরূপ কারণ, তাহা অতি অল্প লোকে জানে। কুম্ভকার কলসের একরূপ কারণ, মৃত্তিকা কলসের অন্যরূপ কারণ; ইহার মধ্যে ঈশ্বর জগতের কোনরূপ কারণ? অথবা লূতা (মাকড়সা) যেমন স্বশরীরের দ্বারা স্ববিস্তৃত জালের সমবায়ী কারণ এবং স্বতঃ নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ঈশ্বর কি সমবায়ী কারণ এবং নিমিত্ত কারণ?—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ কি ছিল? কিরূপেই বা জগতের সৃষ্টি হইল? ইত্যাদি প্রশ্নের সুন্দর উত্তর ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ-প্রপাঠকে "আরুণি শ্বেতকেতুসংবাদে" যুক্তি-যোগে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাই এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

"শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস। তং হ পিতোবাচ। শ্বেতকেতো! বস ব্রহ্মচর্য্যম্। ন বৈ সোম্যাস্মৎ কুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি"।"

পদপাঠঃ। শ্বেতকেতুঃ। হ। আরুণেয়ঃ। আস। তং। হ। পিতা। উবাচ। শ্বেতকেতো। বস। ব্রহ্মচর্য্যং। ন। বৈ। সোম্য। অস্মৎ কুলীনঃ। অননূচ্য। ব্রহ্মবন্ধুঃ। ইব। ভবতি। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। শ্বেতকেতু—জনৈক বিদ্যার্থীর নাম। হ ঐতিহ্য পারম্পর্য্যোপদেশ—প্রসিদ্ধি আরুণেয়—আরুণির পুত্র। ব্রহ্মচর্য্যং অধ্যয়নের জন্য সোম্য সোমবৎ (চন্দ্রবৎ) প্রিয়দর্শন। স্নেহসূচক সম্বোধন। অস্মৎকুলীনঃ—আমাদের বংশজাত। জ্ঞাতি। অননূচ্য—নঞপূর্ব্বক—অনু-পূর্ব্বক-বচ্ ধাতোঃ সক্তাচ্ স্থানীয় যপ্। শিক্ষাদি ষড়ঙ্গসহিত বেদ অধ্যয়ন না করিয়া। ব্রহ্মবন্ধুঃ—ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণ) বন্ধুঃ (পিতা) যস্য সঃ। যাহার পিতা ব্রাহ্মণ; কিন্তু সে কখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহাকে ব্রহ্মবন্ধু বলে। দ্বিতীয় হ ও বৈ বাক্যালঙ্কারে। অনেক স্থলে হ বলিতে আনন্তর্য্য হইবে।

অনুবাদ। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে—(পূর্ব্বকালে) আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন। (একদা) তাঁহার পিতা আরুণি তাঁহাকে বলিলেন, শ্বেতকেতো! অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে বাস কর। হে সোম্য! আমাদের বংশে কেহ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন না করিয়া ব্রাহ্মণবন্ধু হন না, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব বিহীন হইয়া কেবল ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না।

সহ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনুচানমানীস্তব্ধ এয়ায়। তং হি পিতোবাচ শ্বেতকেতো! যন্নু! সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশম-প্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম-বিজ্ঞাতবিজ্ঞাতমিতি।

পদপাঠঃ। সঃ। হ। দ্বাদশবর্ষঃ। উপেত্য। চতুর্বিংশতিবর্ষঃ। সর্ব্বান্। বেদান্। অধীত্য। মহামনাঃ। অনূচানমানী। স্তব্ধঃ। এয়ায়। তং। হি। পিতা। উবাচ। শ্বেতকেতো। যৎ। নু। সোম্য। ইদং। মহামনাঃ। অনূচানমানী। স্তব্ধঃ। অসি। উত। তং আদেশং। অপ্রাক্ষ্যঃ। যেন। অশ্রুতং। শ্রুতং। ভবতি। অমতং। মতং। অবিজ্ঞাতং। বিজ্ঞাতং ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। মহামনাঃ—মহৎ (গম্ভীরং দুরবগাহমিতি যাবৎ) মনো যস্য সঃ। সহসা যাহার মনের ভাব বুঝা যায় না। অনূচান-

মানী—আত্মানমনূচানং পণ্ডিতং মন্যত ইত্যেবং শীলং যস্য সঃ। যে আপনাকে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যায়ী পণ্ডিত মনে করে। স্তব্ধঃ—উদ্ধত। এয়ায়—আ—ই—লিটোরূপং। আসিয়াছিলেন। নু—সম্বোধনে, হে। আদেশঃ—আদিশ্যতে (উপদিশ্যতে) অসৌ। উপদেশের বিষয়, উপদেষ্টব্য। অপ্রাক্ষ্যঃ—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। মতং—তর্কিত, মানা।

অনুবাদ। দ্বাদশবর্ষের শিশু শ্বেতকেতু গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক সমগ্র বেদধ্যয়ন করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সে গম্ভীর, পণ্ডিতম্মন্য ও উদ্ধত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর পিতা পুত্রকে বলিলেন, হে সোম্য! শ্বেতকেতো! তুমি (লেখাপড়া শিখিয়াও) গম্ভীর, পণ্ডিতাভিমানীও উদ্ধত হইয়াছে; তুমি কি গুরুর নিকট সে উপদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? যে উপদেশ শ্রুত হইলে অন্য অশ্রুত শ্রুত হয়, যে উপদেশ তর্কিত হইলে অন্য অতর্কিত তর্কিত হয় এবং যে উপদেশ জ্ঞাত হইলে যাবতীয় অজ্ঞাত জ্ঞাত হওয়া যায়!—অর্থাৎ যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার আবশ্যক হয় না। যাহা অনুমান বলে মানিলে আর কিছু মানিতে হয় না এবং যাহা জানিলে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না?

আভাষ। শ্বেতকেতু পিতার এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এরূপ কখন হইতে পারে না, যে এক বিষয় জানিলে অন্য বিষয় আর জানিতে হয় না। তাই আকুলহৃদয়ে বলিলেন।

"কথং নু ভগবঃ। স আদেশো ভবতীতি"?

হে ভগবন্! সে আদেশ কি রকম? আরুণি বলিলেন।

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্। যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণ বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্। এতং সোম্য! স আদেশো ভবতীতি॥

পদপাঠঃ। যথা। সোম্য। একেন। মৃৎপিণ্ডেন। সর্ব্বং। মৃণ্ময়ং। বিজ্ঞাতং। স্যাৎ। বাচা। আরম্ভণম্। বিকারঃ। নামধেয়ং। মৃত্তিকা। ইতি। এব। সত্যম্। যথা। সোম্য। একেন। লোহমণিনা। সর্ব্বং। লোহময়ং। বিজ্ঞাতং। স্যাৎ। বাচা। আরম্ভণম্। বিকারঃ। নামধেয়ং। লোহং। ইতি। এব। সত্যম্। যথা। সোম্য। একেন। নখ-নিকৃন্তনেন। সর্ব্বং। কার্ষ্ণায়সং। বিজ্ঞাতং। স্যাৎ। বাচারম্ভণম্। বিকারঃ। নামধেয়ম্। কৃষ্ণায়সং। ইতি। এব। সত্যম্। এতং। সোম্য। সঃ। আদেশঃ। ভবতি। ইতি।

ব্যাখ্যা। একেন—কেবল। মৃৎপিণ্ডেন—মৃত্তিকাসমূহদ্বারা। মৃণ্ময়ং—মৃত্তিকার বস্তু। বাচা—"বাচেতি তৃতীয়া ষষ্ঠ্যার্থে দ্রষ্টব্যা" ইতি আনন্দগিরি। বাক্যের। আরম্ভণম্—অবলম্বন। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বাগালম্বনম্"। কিন্তু শারীরকভাষ্যে লিখিয়াছেন, "বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকার" ইতি। ইহার ব্যাখ্যা স্থলে গোবিন্দানন্দ টীকায় লিখিয়াছেন, "বাগারভ্যং নাম মাত্রং বিকার" ইতি। এই মতে বাচারম্ভণং—এই বাক্যের অর্থ বাক্যের দ্বারা উৎপাদিত। বিকারঃ—প্রকৃতির অন্য আকারে পরিণতি। যেমন ঘট মৃত্তিকার বিকার; কেমন মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হয়। নামধেয়ম্—নাম। সত্যম্—"সত্যত্বঞ্চ ত্রিকালাবাধ্যত্বং" ইতি

বেদাস্তিনঃ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে যাহা অন্যথা হয় না। তাহার নাম সত্য। লোহমণিনা—সুবর্ণদ্বারা। নখনিকৃন্তনেন—"নখনিকৃন্তনেনোপলক্ষিতেন কৃষ্ণায়সপিণ্ডেন ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ নখনিকৃন্তন শব্দের অর্থ নখচ্ছেদক অস্ত্রবিশেষ ( নরুণ ) হইলেও এখানে লক্ষণা বলে লৌহ বুঝিতে হইবে। কর্ষায়সং—কৃষ্ণায়সের বিকার, লৌহের বস্তু।

অনুবাদ। হে সোম্য! যেমন কেবল মৃত্তিকা অবগত থাকিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু অবগত হওয়া যায়। মৃদ্বিকারের ( ঘটাদি ) নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। মৃদ্বিকারও মৃত্তিকা—এই টুকুই কেবল সত্য। হে সোম্য! যেমন কেবল সুবর্ণ চিনা থাকিলে সমস্ত ( কটক কুণ্ডলাদি ) সুবর্ণময় বলিয়া চিনা যায়। সুবর্ণবিকারের ( কটক ) ( কুণ্ডলাদি ) নাম ( লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির উপায় ভূত ) বাক্যাবলম্বন মাত্র। উহার সুবর্ণনামই কেবল সত্য। হে সোম্য! যেমন এক লৌহ জানা থাকিলে সমস্ত ( ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি ) লৌহময় বলিয়া জানা যায়। লৌহবিকারের ( ছুরি, কাঁচি প্রভৃভি ) নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। লৌহই কেবল সত্য। হে সোম্য! এইরূপ সে আদেশ অর্থাৎ এই প্রকার একমাত্র সত্য ভূতবস্তুর উপদেশ জানা থাকিলে মিথ্যা ভূত সমস্ত বিকৃত বস্তু জানা হয়।

তাৎপর্য্য—মৃত্তিকা সত্য, ঘট, পট মিথ্যা। ইহা বুঝিতে হইলে সত্য ও মিথ্যা শব্দের অর্থ বেশ করিয়া বোঝা উচিত! বিষমপদব্যাখ্যা স্থলে বলিয়াছি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে যাহার বাধ হয় না, তাহাই সত্য। আর এই কালত্রয়ে যাহার বাধ হয়, তাহা মিথ্যা। সত্য শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিশেষণেও ঐ অর্থ বোঝা যায়। অস্ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিয়া সৎ হায়। অস্ বিদ্ বৃৎ একপর্য্যায় ধাতু। বস্তুগত্যা সৎ, বিদ্যমান ও বর্ত্তমান এক পর্য্যায়। সদেব সত্যং স্বার্থিক তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন। অতএব সতের অর্থও যা, সত্যের অর্থও তাই। অর্থাৎ সত্য বলিতেও বিদ্যমান বা বর্ত্তমান। এ বিদ্যমান কোন কালে ?—অতীতে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে ? অবয়বশক্তির দ্বারা কোন কালে বিশেষের উপলব্ধি না হওয়ায় সকল কালেই যাহা বিদ্যমান, তাহাই সত্য বলিতে হইবে। সত্তা-বিশিষ্টই সৎ এবং সত্য ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত

সাধারণেও জানে যাহা কদাচ অন্যথা হয় না, তাহাই সত্য, আর যাহা ঠিক্ থাকে না, তাহাই মিথ্যা। এখন দেখ—অতীত কালে ( ঘটসৃষ্টির পূর্ব্বে ঘট থাকে না, ভবিষ্যৎ ধ্বংসকালেও ঘট থাকে না,—থাকে কেবল বর্ত্তমান কালে। কালদ্বয়ে উহার অস্তিত্ব বাধিত হওয়ায় ঘট অসত্য ভূতবস্তু। ঘট-সৃষ্টির পূর্ব্বেও ঘট মাটী, ঘট ধ্বংসের পরেও ঘট মাটী, এবং ঘটের সমকালেও, ঘট মাটী। মৃত্তিকায় অস্তিত্বের বাধ কোনকালে নাই, তাই ঘটের মৃত্তিকা সত্য, ঘটের ঘট মিথ্যা।

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়—যাহা কাল, দেশ কিম্বা বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (বিভক্ত) তাহাই মিথ্যা। ঘট সৃষ্টির পূর্ব্বে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না, ধ্বংসকালেও অস্তিত্ব থাকে না, থাকে কেবল দুই চারি দিন মধ্যকালে; এইরূপে কালের পরিচ্ছেদ থাকায় ঘটকে কাল পরিচ্ছিন্ন বলা যায়। মৃদ্বস্তু মাত্রই কোন না কোন দেশে থাকে, সকলদেশ তাহার অধিকরণ হয় না। ঘট যে দেশে থাকে সেই দেশই তাহার অধিকরণ। অতএব ঘটকে দেশ পরিচ্ছিন্নও বলা যাইতে পারে। স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়—এই ত্রিবিধভেদের নাম বস্তু পরিচ্ছেদ। উক্ত ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্টই বস্তু পরিচ্ছিন্ন। স্থূল কথা—আপনাতে যে আপনার ভেদ তাহাই

স্বগতভেদ। যেমন বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-ফল-গত ভেদ সমান জাতির মধ্যে যে পরস্পরের ভেদ তাহার নাম স্বগতভেদ। যেমন আম্র বৃক্ষ ও বৃক্ষ, পনস বৃক্ষ ও বৃক্ষ উভয়ে স্বজাতি। অথচ পরস্পরে পরস্পরের ভেদ আছে, সেই ভেদকে সজাতীয়ভেদ বলা যাইতে পারে। বিরুদ্ধ জাতি বস্তুদ্বয়ের যে পরস্পরে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। যেমন বৃক্ষের সহিত পর্ব্বতের ভেদ। কপাল ও কপালিকা—ঘটের অবয়ব বিশেষ। কপাল কপালিকা প্রভৃতির সংযোগ বিশেষের নাম ঘট, ইহাদের পরস্পরের ভেদ থাকায় ঘট স্বগত ভেদ-বিশিষ্ট। স্বজাতির মধ্যে এঘটে ও ঘটের ভেদ থাকায় প্রত্যেক ঘট সজাতীয়ভেদ-বিশিষ্ট। ঘট, পট পরস্পর বিজাতি। ঘটে পটের ভেদ থাকায় ঘট বিজাতীয়-ভেদ বিশিষ্ট। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ঘট স্বগত সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ বিশিষ্ট হওয়ায় ঘটকে বস্তু পরিচ্ছিন্ন বলা যাইতে পারে। অতএব কাল দেশ ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ঘট মিথ্যা।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য গীতার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, ঘট প্রত্যক্ষ গোচর হইলেও মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উহার উপলব্ধি হয় না; অতএব ঘট ও মৃত্তিকা একই পদার্থ এবং উহার মৃত্তিকাত্বই সত্য। মৃত্তিকার নানাবিধ বিকার, নানাবিধ নাম—কেবল লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য। আর একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি কর, আরুণি ঘটাপেক্ষা যে মৃত্তিকাকে সত্য বলিয়াছেন, উহাও উহার কারণাপেক্ষা মিথ্যা। মৃত্তিকাও আর কিছু নয়—পরমাণু সমষ্টি মাত্র। পরমাণু সমষ্টি হইতে মৃত্তিকার পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি না হওয়ায় মৃত্তিকা মিথ্যা। মৃত্তিকাপেক্ষা পরমাণু সমষ্টিই সত্য। এই প্রকার যত সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিয়া, দেখিতে পাইবা—কারণের অস্তিত্ব কালত্রয়ে অবাধিত, কার্য্যের অস্তিত্ব বাধিত অতএব কার্য্যমাত্রই মিথ্যা। কারণমাত্রই সত্য। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী, মন, ইন্দ্রিয়, চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির যাহা কারণ তাহাই সত্য, কেননা সেই অনির্ব্বচনীয় জগতের কারণই কালত্রয়ে অবাধিত এবং তিনি সকল কালে, সকল দেশ এবং সকল বস্তুর সকল অবয়বে আছেন বিধায় তিনিই একমাত্র কাল, দেশ ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। ক্ষিত্যাদি জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ নয়। ক্ষিত্যাদির ক্ষিত্যাদি নাম মিথ্যা; অতএব তাদৃশ জগতের কারণের কথা শুনিলে মানিলে ও জানিলে সমস্ত পদার্থ শুনা, মানা ও জানা হয়। ইহাই আরুণির মনের ভাব।

এক্ষণে দুইটী আপত্তি উঠিতে পারে। প্রথম আপত্তি—রূপভেদে পদার্থভেদ।—ঘট স্থালী, গ্লাসের যখন রূপ পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছি, তখন পদার্থও পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ বলিব। পৃথক্ পদার্থ হইলে পৃথক্ সত্যতা অনিবার্য্য। একটু অভিনিবিষ্ট হইল এ ব্যাপ্তির ভ্রান্তির উপলব্ধি হইব। একখানি বস্ত্র সঙ্কুচিত (গোট) কর, একবিধ রূপ হইবে, প্রসারিত কর, অন্যবিধ রূপ হইবে। কিন্তু পদার্থ একবিধ থাকিবে। মনুষ্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, পরস্পরের পৃথক্ রূপ হইলেও পরস্পর পৃথক্ পদার্থ নয়। অতএব রূপভেদে পদার্থের ভেদ স্বীকার যুক্তিযুক্ত নয়। বস্তুতঃ মৃত্তিকায় তাদৃশ ঘটাদির রূপ বিলীনভাবে না থাকিলে বীজে বৃক্ষের আকৃতি অদৃশ্য ভাবে না থাকিলে এবং পিতামাতায় পুত্রের আকৃতি ও প্রকৃতির নিদান না থাকিলে ঘট, বৃক্ষ ও ছত্র তাদৃশ রূপগুণ কোথা হইতে লাভ করিবে? "কারণ গুণাঃ

কার্য্যগুণমারভন্তে”—কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রান্ত হয়।

দ্বিতীয় আপত্তি—যাবৎ বিকার বস্তুর নাম-ভেদে পদার্থের ভেদ স্বীকার করা। এক মৃত্তিকার ঘট, স্থালী ইত্যাদি অনন্ত নাম সত্ত্বেও ঘট, স্থালী ইত্যাদিকে পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত নয়। বিকারের নাম ভেদে পদার্থের ভেদ হয় না। একবস্ত্রের রিপণপেড়ে, পাবনাপেড়ে, তসর, গরদ ইত্যাদি বহু উপাধি আছে। তবে এক মৃত্তিকার পৃথক্ পৃথক্ নাম হইল কেন? মনে কর, আমাদের ঘটের দরকার, কিন্তু যদি আমরা কাহাকেও নিরুপাধি মৃত্তিকা আনিতে বলি, তাহা হইলে সে সকলও আনিতে পারে, স্থালীও আনিতে পারে; কিন্তু তাহার দ্বারা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। তাই প্রয়োজনবশতঃ আকৃতিভেদে নামভেদের ব্যবহার আছে। অতএব এক উক্ত হইয়াছে, “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং”।

তখন শ্বেতকেতু বিনীতভাবে বলিলেন।

“ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবোদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেব মেতদ্ব্রবীত্বিতি।”

পদবিভাগ। ন। বৈ। নূনং। ভগবন্ত। তে। এতৎ। অবোদিষুঃ। যৎ। হ এতৎ। অবেদিষ্যন্। কথং। মে। ন। অবক্ষ্যন্। ইতি। ভগবান্। তু। এব। মে। তৎ। ব্রবীতু। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। বৈ—অনুনয়ে। নূনং—নিশ্চিত। ভগবন্তঃ—মাহাত্ম্যশালী। তে—অধ্যাপকগণ। প্রথম ইতি শব্দের অর্থ অতএব দ্বিতীয় ইতির অর্থ এই। ভগবান্—যত্নবান্—তথাচ “ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্য বীর্য্যযত্নার্ককীর্ত্তিষিত্যমরঃ। যৎ—যদি। হ—যস্মাৎ, কেন না।

অনুবাদ। মাহাত্ম্যশালী তাঁহারা এইরূপ উপদেশের কথা নিশ্চিত জানে না; কেন না যদি তাঁহারা ইহা জানিতেন, আমাকে না বলার কোন কারণ নাই। অতএব আপনিই যত্নবান্ হইয়া আমার নিকট তাহা বলুন।

“তথা সোম্যেতি হোবাচ। স দেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।”

পদবিভাগ। তথা সোম্য। ইতি। হ। উবাচ। সৎ। এব। সোম্য। ইদং। অগ্রে। আসীৎ। একং। এব। অদ্বিতীয়ং।

বিষমপদব্যাখ্যা। সৎ—দেশ, কাল, বস্তু-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ত্রিকালে অবাধিত সত্যস্বরূপ জগতের প্রকৃতিভূত পরমাত্মা। পূর্ব্বের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা দেখুন। এব—কেবল। এব শব্দের দ্বারা রূপ নাম বিশেষিত জগতের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। ইদং—দৃশ্যমানং জগৎ। অগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে। একং—স্বকার্য্য পতিত মন্যান্নাস্তীত্যেকমেবেত্যুচ্যতে। কার্য্যাধিকরণে সমবায়িকারণান্তর—রহিত। অদ্বিতীয়ং—মৃদ্ব্যতিরেকেন মৃদো যথাঽন্যদ্ঘটাদ্যাকারেণ পরিণময়িতৃকুলালাদি নিমিত্ত কারণং দৃষ্টং তথা সদ্ব্যতিরেকেন সতঃ সহকারিকারণং দ্বিতীয়ং বস্বন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে। নাস্য দ্বিতীয়ং বস্বন্তরং বিদ্যত ইত্যদ্বিতীয়ম্। যেমন মৃত্তিকাব্যতীত মৃত্তিকাখণ্ডের ঘটাদি-রূপ-কর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার সদ্বস্তু ব্যতীত সতের সহকারিগণ অন্য বস্তু সম্ভাবিত হইতে পারিত, তাহাই অদ্বিতীয় পদের উপাদানে ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। যাহার দ্বিতীয় নাই, সেই অদ্বিতীয়। .করোৎ।

অনুবাদ। অনন্তর আরুণি ·কাং। অক-সোম্য! তাই হইবে। হে ইমাঃ। তিস্রঃ। পূর্ব্বে জগৎ কেবল এ। একৈকা। ভবন্তি। পরমাত্মা ছিল। .। ইতি।

তাৎপর্য্য। .এ। সা—প্রস্তুতা। ইয়ং।

ইহা ঠিক। জগৎ দুই প্রকার সৌরও পার্থিব। গ্রহাদি সৌর জগৎ। ক্ষিত্যাদি পার্থিব জগৎ। স্থূল কথা—জগৎ বলিতে নাম ও রূপের সত্তা-বিশিষ্ট। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপ থাকে না। মনে কর, পূর্ব্ব দিন কুম্ভকার গৃহে রাশীকৃত মৃত্তিকা ছিল। পরদিন ঘটাদি প্রস্তুত দেখিয়া বলা যাইতে পারে, অগ্রে ইহা কেবল মৃত্তিকা ছিল, এখন সেই মৃত্তিকার বিবিধ প্রকার রূপ ও নাম হইয়াছে। নাম রূপ-সত্তা-বিশিষ্ট জগতের নাম ও রূপ বাদ দিলে কি থাকে? সত্তা-বিশিষ্ট অর্থাৎ সৎ থাকে। সত্তা-বিশিষ্ট ও সৎ একার্থক। ফল কথা, কার্য্যমাত্র কার্য্যের পূর্ব্বে কারণরূপে থাকে। জগৎও তাহাই ছিল।

"এক" অর্থাৎ স্বগতভেদরহিত, "এব" অর্থাৎ সজাতীয়ভেদবিহীন, অদ্বিতীয় অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদ শূন্য। স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয়ভেদরহিত পদার্থ সৎ—তিনিই কেবল সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন।

"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ। কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি? সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্।"

পদবিভাগ। তৎ। হ। একে। আহুঃ। অসৎ। এব। ইদং। অগ্রে। আসীৎ। একং। এব। অদ্বিতীয়ং। তস্মাৎ। অসতঃ। সৎ। জায়ত। কুতঃ। তু। খলু। সোম্য। এবং স্যাৎ। ইতি। হ। উবাচ। কথং। অসতঃ। সৎ। জায়েত। ইতি। সৎ। তু। এব। সোম্য। ইদং। অগ্রে। আসীৎ। একং। এবং। অদ্বিতীয়ং।

বিষমপদব্যাখ্যা। একে—কেহ। অসৎ—অভাব। জায়ত—অজায়ত জন্মিয়াছে। জন্মিয়াছে অড়ভাবশ্ছান্দসঃ।

অনুবাদ। কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না। পরে সেই অভাব হইতে এই ভাবময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আরুণি বলেন, হে সোম্য! ইহা সম্ভব পর নয়।—কখনই অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে পারে না। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কেবল এক অদ্বিতীয় সৎ ছিল।

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত। তত্তেজো ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্যত্র ক চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস স এব তদধ্যাপো জায়ন্তে। তা আপ ঐক্ষন্তঃ। বহ্বঃ স্যাম, প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত। তস্মাদ্যত্র ক চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি"।

পদবিভাগ। তৎ। ঐক্ষত। বহু। স্যাঃ। প্রজায়েয়। ইতি। তৎ। তেজঃ। অসৃজত। তৎ। তেজঃ। ঐক্ষত। বহু। স্যাং। প্রজায়েয়। ইতি। তৎ। অপঃ। অসৃজত। তস্মাৎ। যত্র। ক। চ। শোচতি। স্বেদতে। বা। পুরুষঃ। তেজসঃ। এব। তৎ। অধি। আপঃ। জায়ন্তে। তাঃ। আপঃ। ঐক্ষত। বহ্বঃ। স্যাম। প্রজায়েমহি। ইতি। তাঃ। অন্নং। অসৃজন্ত। তস্মাৎ। যত্র। ক। চ। বর্ষতি। তৎ। এব। ভূয়িষ্ঠং। অন্নং। ভবতি। অদ্ভ্যঃ। এব। তৎ। অধি। অন্নাদ্যং। জায়তে। তেষাং। খলু। এষাং। ভূতানাং। ত্রীণি। এব। বীজানি। ভবন্তি। আণ্ডজং। জীবজং। উদ্ভিজ্জং। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। তৎ—মায়োপাধিকং সৎ। ঐক্ষত—ঈক্ষা করিলেন। ঈক্ষা—সিসৃক্ষাবুদ্ধি, জগৎ—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাবিষয়ক সংকল্প, বহু স্যাং—বহু হই, প্রজায়েয়—প্রকর্ষেণ উৎপদ্যেয়। ভালরূপে জন্মায়। ইতি হেতৌ। তৎ মায়াময় ঈক্ষাশালী সৎ, তত্তেজঃ—বিশেষ্য বিশেষণ

ভাবাপন্নং পদদ্বয়ং। তেজোময় সৎ। শোচতি সন্তপ্ত হয়, স্বেদতে ঘর্ম্মাক্ত হয়। অধিজায়ন্তে—জন্মায়। অন্ন—পৃথিবী লক্ষণ। অন্ন বলাতেই পৃথিবীর কথা বলা হইল। অন্নাদ্যং—অন্নং চ আদ্যঞ্চ (ভোজ্যঞ্চ) অন্নাদ্যং ব্রীহিযবাদি তেষাং জীবাধিষ্ঠানাং। জীবিত। খলু—প্রসিদ্ধি। এষাং—পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি। বীজানি—কারণানি। আণ্ডজং—অণ্ডাজ্জাতঃ অণ্ডজঃ। স এবাণ্ডজঃ—পক্ষী প্রভৃতি। জীবজং জরায়ুজং মনুষ্য, পশু প্রভৃতি। উদ্ভিজ্জং—উদ্ভিৎ স্থাবরং। ততো জাতং—স্থাবর বীজ বৃক্ষাদি।

অনুবাদ। (মায়াময়) পরমাত্মা সঙ্কল্প করিলেন আমি (এক ছিলাম) বহু হই, দেহাদি কারণ তেজরূপে উৎপন্ন হই; এই হেতু সেই সৎ-স্বরূপ পরমাত্মা তেজ সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তেজোময় পরমাত্মা সঙ্কল্প করিলেন—আমি বহু হই, দেহাদিকারণ জলরূপে জন্মগ্রহণ করি; এই বিবেচনায় তেজ হইতে জলের সৃষ্টি করিলেন। তেজ হইতে জল জন্মিয়াছে বলিয়া লোকে সন্তপ্ত হইলে স্বিন্ন কলেবর হয়; অতএব তেজ হইতে জল জন্মায়। অবশেষে সেই জলময় পরমাত্মা সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হই, দেহাদি কারণ অন্নময় পৃথিবীরূপে জন্ম পরিগ্রহ করি; এই কারণে অন্নময় পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। অতএব যেখানে সুবৃষ্টি হয়, তথায় পৃথিবী অন্নময় হয় সুতরাং জল হইতে অন্নময় পৃথিবী জন্মায়। এই অন্নাদিময়-দেহধারী পক্ষি প্রভৃতি জীবের তিনটী মাত্র কারণ—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

তাৎপর্য্য। "বহুস্যাং" ও "প্রজায়েয়"—উভয়ের অর্থ এক। আমি তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অর্থ করিলাম। পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদ এ দুটী মত প্রসিদ্ধ আছে। "বহুস্যাং" আমি বহুরূপে পরিণত হই, এইটী পরিণাম বাদ। "প্রজায়েয়" অর্থাৎ ভ্রান্ত ব্যক্তির যেমন রজ্জুতে সর্প উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ক্ষিতি জল তেজোময় দেহ আমি উৎপন্ন হই। মহামায়ার মায়ার ঘোরে দেহে, প্রাণে ও ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। এইটী বিবর্ত্ত বাদ। মতদ্বয় লক্ষ্য করিয়া দ্বিবিধ উক্তি করিয়াছেন।

সৃষ্টিক্রম বলা এ শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। যা কিছু সমস্ত সতের কার্য্য বলাই উদ্দেশ্য; তাই আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টির কথা বলিলেন না। মৃত্তিকাদি-সৌসাদৃশ্যের সুখবোধের জন্য ক্ষিতি-অপ-তেজ এই তিনটী ভূতের উল্লেখ করিলেন।

"সেয়ং দেবতৈক্ষত। হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপ ব্যাকরবাণীতি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি,—সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ। যথানু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতা ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি।"

পদবিভাগ। সা। ইয়ং। দেবতা। ঐক্ষত। হন্ত। অহং। ইমাং। তিস্রঃ। দেবতাঃ। অনেন। জীবেন। অনুপ্রবিশ্য। নামরূপে। ব্যাকরবাণি। ইতি। তাসাং। ত্রিবৃতং। ত্রিবৃতং। একৈকাংশ করবাণি। ইতি। সা। ইয়ং। দেবতা ইমাঃ। তিস্রঃ। দেবতাঃ। অনেন। এব। জীবেন। অনুপ্রবিশ্য। নামরূপে। ব্যাকরোৎ। তাসাং। ত্রিবৃতং। ত্রিবৃতং। একৈকাং। অকরোৎ। যথা। নু। খলু। সোম্য। ইমাঃ। তিস্রঃ। দেবতাঃ। ত্রিবৃৎ। ত্রিবৃৎ। একৈকা। ভবতি। তৎ। মে। বিজানীহি। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। সা—প্রস্তুতা। ইয়ং।

তেজঃ অপং অন্নেব যোনি সৎ। দেবতা—দীব্যন্তীতি দেবঃ। ততঃ স্বার্থে তল্। যে পৃথক্‌ভাবে ক্রিড়া (অবস্থান) করে। তৎকালে সৎ ও তেজ, জল, ক্ষিতি পৃথক্‌ভাবে। অবস্থিত ছিল বলিয়া ঐ চারিটীই দেবতা পদের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। ইমাঃ—তেজ, জল ও ক্ষিতি। ব্যাকরবাণি—ব্যক্ত করি। ত্রিবৃৎ—একত্রিত তেজ, জল ও ক্ষিতি। মিশ্রিত দুভাগ তেজ, একভাগ জল ও একভাগ ক্ষিতি ত্রিবৎ কৃত তেজ হয়, দুইভাগ জল একভাগ ক্ষিতি ও একভাগ তেজ ত্রিবৃৎ-কৃত জল হয়। দুভাগ ক্ষিতি, একভাগ তেজ ও একভাগ জলে ত্রিবৃৎ কৃত ক্ষিতি হয়।

অনুবাদ: প্রক্রান্ত সৎস্বরূপ পরমাত্মা (বহুভাবের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য) পুনর্ব্বার সঙ্কল্প করিলেন—এক্ষণে আমি তেজ, জল ও পৃথিবীতে জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি এবং তাহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ (মিশ্রিত) করি। এই সঙ্কল্পানন্তর সেই পরমাত্মা তেজ, জল ও পৃথিবীতে জীবাত্মা-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম আর রূপ বক্ত করিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৎ করিলেন। হে সোম্য! যে প্রকারে তেজ, জল ও ক্ষিতি—প্রত্যেক ত্রিবৃৎ-কৃত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অবগত হও।

তাৎপর্য্য। কেহ যেন বিবেচনা না করেন, অসংসারী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দৈহিক সুখ দুঃখ ভোগ করেন। পরমেশ্বরের প্রতিবিম্ব দেহে প্রবেশ করে। প্রতিবিম্বে দোষে বিম্ব দুষ্ট হয় না। জলে প্রতিবিম্ব সূর্য্য তরঙ্গ সঞ্চলনে সঞ্চলিত হয়; কিন্তু বিম্বভূত আকাশগত সূর্য্য সঞ্চলিত হয় না।

"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং। যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকরো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং। যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং, তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাদিত্যাদিত্যস্যাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং। যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেযং ত্রীণি-রূপানীত্যেব সত্যং। যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাদ্ বিদ্যুতো বিদ্যুত্ত্বং। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং।

পদবিভাগ। যৎ। অগ্নে। রোহিতং রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। যৎ। শুক্লং। তৎ। অপাং। যৎ। কৃষ্ণং। তৎ। অন্নস্য। অপাগাৎ। অগ্নেঃ। অগ্নিত্বং। বাচা। আরম্ভণং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি। রূপাণি। ইতি। এব। সত্যম্। যৎ। আদিত্যস্য। রোহিতং। রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। যৎ। শুক্লং। তৎ। অপাং। যৎ। কৃষ্ণং। তৎ। অন্নস্য। অপাগাৎ। ইতি। আদিত্যস্য। আদিত্যত্বং। বাচা। আরম্ভণং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি। রূপাণি। ইতি। এব। সত্যং। যৎ। চন্দ্রমসঃ। রোহিতং। রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। যৎ। শুক্লং। তৎ। অপাং। যৎ। কৃষ্ণং। তৎ। অন্নস্য। অপাগাৎ। চন্দ্রাৎ। চন্দ্রত্বং। বাচা। আরম্ভণং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি। রূপাণি। ইতি। এব। সত্যম্। যৎ। বিদ্যুতঃ। রোহিতং। রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। অন্নস্য। অপাগাৎ। বিদ্যুতঃ। বিদ্যুত্ত্বং। বাচা। আরম্ভণং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি। রূপাণি। ইতি। এব। সত্যম্।

অনুবাদ। ত্রিবৃৎ কৃৎ অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত তেজের রূপ সেই

অগ্নির যে শুক্লরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃৎ জলের রূপ। আর সেই অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত পৃথিবীর রূপ! এইরূপে রূপ-বিশ্লেষণে অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইল। থাকিল কি ? অগ্নির অগ্নি নাম ; কিন্তু বিকারভূত নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র—মিথ্যা বস্তু। সমবেত লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই তিনটী রূপ কেবল সত্য। ত্রিবৃৎ-কৃত সূর্য্যের যে লোহিত রূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত তেজের রূপ। সেই সূর্য্যের যে শুক্লরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত জলের রূপ। সেই সূর্য্যের যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত পৃথিবীর রূপ। এই প্রকারে দেখ, সূর্য্যের সূর্য্যত্ব দূরীকৃত হইল। সূর্য্যের সূর্য্য নাম মিথ্যা। বিকারভূত নাম বাক্যের অবলম্বন-মাত্র। ঐ তিনটী রূপ কেবল সত্য। ত্রিবৃৎ-কৃত চন্দ্রের যে লোহিতরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত তেজের রূপ তাহার যে শুক্লরূপ তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত জলের বর্ণ তাহার যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ কৃত পৃথিবীর বর্ণ। অতএব চন্দ্রের চন্দ্রত্ব অপাস্ত হইল, চন্দ্রের চন্দ্র নাম মিথ্যা। বিকারগত নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। কেবলমাত্র রূপত্রয় সত্য। ত্রিবৃৎকৃত-বিদ্যুতের যে লোহিতরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ কৃত তেজের রূপ, যে শুক্লরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত জলের। যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত পৃথিবীর। অতএব বিদ্যুতের বিদ্যুত্ত্ব বিদায় প্রাপ্ত হইল। থাকিল বাক্যের অবলম্বনভূত বিদ্যুৎ নাম, কিন্তু নাম কিছুই নয়—মিথ্যা উহা রূপ তিনটী কেবল সত্য।

মন্তব্য। তেজোময় পদার্থত্রয়ের রূপত্রয় অসম্ভব নয় একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

এতদ্ধস্মবৈতদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়ানেনোঽদ্য কশ্চনাশ্রুত-মম তম-বিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ। যদু রোহিতমিবা ভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ। যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপ-মিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ। যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ। যদ্ব বিজ্ঞাতমেবা-ভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ।

পদবিভাগ। এতৎ। হ। স্ম। বৈ। তৎ। বিদ্বাংসঃ। আহুঃ। পূর্ব্বে। মহাশালাঃ। মহা-শ্রোত্রিয়াঃ। ন। নো। অদ্য। কশ্চন। অশ্রুতং। অমতং। অবিজ্ঞাতং। উদাহরিষ্যতি। ইতি হি। এভ্যঃ। বিদাঞ্চক্রুঃ। যৎ। উ। রোহিতং। ইব। অভূৎ। ইতি। তেজসঃ। তৎ। রূপং। ইতি। তৎ। বিদাঞ্চক্রুঃ। যৎ উ। শুক্লং। ইব। অভূৎ। ইতি। অপাং। রূপং। ইতি! তৎ। বিদাঞ্চক্রুঃ। যৎ। উ। কৃষ্ণং। ইব। অভূৎ। ইতি। অন্নস্য। রূপং। ইতি। তৎ। বিদাঞ্চক্রুঃ। যৎ। উ। অবিজ্ঞাতং। এব। অভূৎ। ইতি। এতাসাং। এব। দেবতানাং। সমাসঃ। ইতি। তৎ। বিদাঞ্চক্রুঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। স্ম—অতীত কালবোধক অব্যয়। তদেতৎ। ত্রিবৃৎ করণং। মহাশালাঃ—বৃহদ্‌গৃহস্থ, বহুগোষ্ঠী। মহাশ্রোত্রিয়াঃ—একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌-কর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিদি-ত্যুক্তাঃ। সাঙ্গোপাঙ্গবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। এভ্যঃ—বিজ্ঞাতেভ্যঃ স্ত্রিবৃৎকৃতেভ্য স্ত্রিভ্যো রোহিতাদি-রূপেভ্যঃ। যদ—উ—যদপীত্যর্থ। সমাসঃ—সমবায়ামিশ্রণ।

অনুবাদ। এই ত্রিবৃদভিজ্ঞ বহুগোষ্ঠী প্রাচীন মহাপণ্ডিতগণ বলিতেন, আমাদের বংশে এরূপ মূর্খ কেহ নাই, যে বলিবে—আমরা কখন আচার্য্যের নিকট অমুক বিষয় শুনি নাই--শাস্ত্রসঙ্গত তর্কের আশ্রয় করিয়া

*অমুক বিষয় আলোচনা করি নাই এবং প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করি নাই। তাঁহারা দৃষ্টান্তরূপে* প্রদর্শিত ত্রিবৃৎকৃত লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণের অভিজ্ঞানে অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন। যথা—যাহাতে লোহিতের মত বোধ হইত, তাহা তেজের বর্ণ বিবেচনা করিতেন। যাহা শুক্লের মত বোধ হইত তাহা জলের বর্ণ বিবেচনা করিতেন। এবং যাহা নীল বর্ণের মত হইত, তাহা পৃথিবীর রূপ বিবেচনা করিতেন। কিন্তু যাহা কোন বর্ণবিশেষ বলিয়া চিনিতে পারিতেন না, তাহা তেজ, জল ও পৃথিবীর বর্ণের সমবায় বিবেচনা করিতেন।

তাৎপর্য্য। এই সকল যুক্তি, তর্ক ও দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে কার্য্যকে বিশ্লেষ করিলে কারণ ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না। কার্য্যময় পঞ্চীকৃত জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিলে বেশ বুঝা যায় যে ইহা ইহার কারণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ জানা থাকিলে কার্য্য জানিতে পৃথক্ প্রয়াস করিতে হয় না; কিন্তু কার্য্যের রূপ, গুণ জানিলে কারণ জানা দূরের কথা, তৎসজাতি কার্য্যন্তরও জানা যায় না। প্রত্যেক কার্য্য জানিবার জন্য পৃথক্ ইচ্ছা, পৃথক্ কৃতি, পৃথক্ চেষ্টা ও পৃথক্ ক্রিয়া করিতে হয়। মনে কর, কোন ব্যক্তি গয়ার পেড়া মিষ্টান্ন, আমিষান্ন বা আমান্ন কিছুই জানে না তথাপি সে ইহার আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারে, ইহা আর কিছু নয়, ছানা, চিনি ইত্যাদি। কিন্তু যে কখন ছানা চিনি প্রভৃতি খায় নাই, সে ভাবে পেড়া একটী পদার্থ বিশেষ। সেইরূপ যে প্রকৃতিভূত পরমাত্মা চেনে, নামরূপে বিকৃত জগত তাহার পরিচিত; কিন্তু যে কেবল জগৎ চেনে, সে তাঁহাকে চিনিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাই বহু দূরে অবস্থিত থাকে।

*ষোড়শকলঃ সোম্য! পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ। কামমপঃ পিব।* আপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি। স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথহৈনমুপসসাদ। কিং ব্রবীমি ভো ইতি। ঋচঃ সোম্য। যজুংষি, সামানীতি। সহোবাচ। ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি। তং হোবাচ। যথা সোম্য! মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোত মাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাত্তেন ততোঽপি ন বহুদহেদেবং সোম্য! তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্যাত্তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবস্যশান? অথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি সহাশাথ হৈনমুপসসাদ। তং হ যৎকিঞ্চ পপ্রচ্ছ। সর্ব্বং হ প্রতিপেদে তং হোবাচ। যথা সোম্য! মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রজ্বালয়েৎ। তেন ততোঽপি বহুদহেদেবং সোম্য! ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ সান্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালীত্তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ং হি সোম্য! মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥

পদবিভাগ। ষোড়শকলঃ। সোম্য। পুরুষঃ। পঞ্চদশ। অহানি। মা। অশীঃ। কামং। অপঃ। পিব। আপোময়ঃ। প্রাণঃ। ন। পিবতঃ। বিচ্ছেৎস্যতে। ইতি। স। হ। পঞ্চদশ। অহানি। ন। আশ। অথ। হ। এনং। উপসসাদ। কিং। ব্রবীমি। ভোঃ। ইতি। ঋচঃ। সোম্য। যজুংষি। সামানি। ইতি। সঃ। হ। উবাচ। ন। বৈ। মা। প্রতিভান্তি। ভোঃ। ইতি। তং। হ। উবাচ। যথা। সোম্য। মহতঃ। অভ্যাহিতস্য। একঃ। অঙ্গারঃ। খদ্যোতমাত্রঃ। পরিশিষ্টঃ। স্যাৎ। তেন। ততঃ। অপি। ন। বহু। দহেৎ। এবং। সোম্য। তে। ষোড়শানাং। কলানাং। একা। কলা। অতিশিষ্টা। স্যাৎ। তয়া। এতর্হি। বেদান্। ন। অনুভবসি। অশান। অথ। মে। বিজ্ঞাস্যসি।

তি। সঃ। হ। আশ। অথ। হ। এনং। উপসসাদ। তং। হ। যৎ। কিঞ্চ। পপ্রচ্ছ। সর্ব্বং। হ। প্রতিপেদে। তং। হ। উবাচ। যথা। সোম্য। মহতঃ। অভ্যাহিতস্য। একং। অঙ্গারং। খদ্যোতমাত্রং। পরিশিষ্টং। তং। তৃণৈঃ। উপসমাধায়। প্রজ্বালয়েৎ। তেন। ততঃ। অপি। বহু। দহেৎ। এবং। সোম্য। ষোড়শানাং। কলানাং। একা। কলা। অতিশিষ্টা। সা। অন্নেন। উপসমাহিতা। প্রাজ্বালীৎ। তয়া। এতর্হি। বেদান্। অনুভবসি। অন্নময়ং। হি। সোম্য। মনঃ। আপোময়ঃ। প্রাণঃ। তেজোময়ী। বাক্। ইতি। তৎ। হ। অস্য। বিজজ্ঞৌ। ইতি। বিজজ্ঞৌ। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। ষোড়শকলঃ—ষোড়শটী মনের শক্তিরূপাকলা (অংশ) যার তিনি ষোড়শকল। ষোড়শদিনাপেক্ষায় অন্নের দ্বারা উপচিত মনের শক্তির অংশকে ষোড়শকলা বলা হইয়াছে।

২। কামং—যথেষ্টং। ৩। অভ্যাহিতস্য—প্রজ্বলিতস্য। ৪। অঙ্গার—প্রজ্বলিত কয়লা। ৫। বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি—দ্বিরভ্যাসস্ত্রিবৃৎকৃত প্রকরণ পরিসমাপ্ত্যর্থঃ।

অনুবাদ। আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন, হে সোম্য! অন্নের দ্বারা পরিরক্ষিত পুরুষের মানসিকশক্তি ষোড়শভাগে বিভক্ত। (যদি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও) তবে পঞ্চদশদিন অভুক্ত থাক। কেবল যথেষ্ট জলপান কর; কেন না জলময় প্রাণ। যে জলপান করে, তাহার প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয় না।

অনন্তর শ্বেতকেতু পঞ্চদশদিন ভোজন না করিয়া ষোড়শদিনে পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, পিতঃ! আপনার নিকট কি বলি—

পিতা বলিলেন, কেন ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের ব্যাখ্যা কর, অথবা আবৃত্তি কর।

পুত্র বলিলেন, পিতঃ! আমার কিছুই মনে পড়ে না। পিতা বলিলেন, (মনে না পড়ার কারণ বলি, শুন) প্রথমে কাষ্ঠাদিদ্বারা প্রজ্বলিত, অনন্তর নির্ব্বাণোন্মুখ সেই অগ্নির অঙ্গার খদ্যোতপ্রায় থাকিলে, তাহার দ্বারা তাবৎ পরিমিত দাহ্যবস্তু দগ্ধ হইতে পারে। তাহার অধিক দগ্ধ হইতে পারে না। হে সোম্য! অন্নোপচিত মানসিক শক্তিরূপা ষোড়শকলার মধ্যে পঞ্চদশদিনের অভোজনে পঞ্চদশটী কলা ক্ষীণ হইয়াছে, একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহার দ্বারা তাবৎ পরিমিত পদার্থ মনে পড়িতে পারে; ততোধিক বেদাদি মনে পড়িতে পারে না। এক্ষণে তুমি ভোজন কর, পরে আমার নিকট সমস্ত জানিতে পারিবে।

শ্বেতকেতু ভোজন করিয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন পিতা তাঁহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন, শ্বেতকেতু তাহারই উত্তর দেন।

পিতা বলিলেন, হে বৎস্য! সমিদ্ধ অগ্নি ইন্ধনাভাবে খদ্যোতপ্রায় অঙ্গারমাত্র অবশিষ্ট থাকে। তৃণ-কাষ্ঠসহযোগে প্রজ্বলিত করিলে তাহা কর্তৃক পূর্ব্বাপেক্ষা বহুদাহ্য বস্তু দগ্ধ হয়। হে সোম্য! এই প্রকার ষোড়শকলার একটীমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, ষোড়শদিনজাত ভোজনে সেই ক্ষীয়মাণ কলা পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হওয়ায় বেদার্থের ধারণা করিতে পারিতেছ। (এই অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা মনের অন্নময়ত্ব সিদ্ধ হইল।) অতএব অন্নময় মন, জলময় প্রাণ এবং তেজোময় বাক্য। শ্বেতকেতু পিতৃবাক্যের তাৎপর্য্য বেশ বুঝিয়াছিলেন।

আভাস। পরমাত্মা জীবাত্মারূপে মনে প্রবিষ্ট হন। মনস্থ হইয়া মননাদি করিয়া থাকেন। মনশ্চ্যুত হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হয়, তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ।

স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি। যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি। স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি॥

পদবিভাগ। উদ্দালকঃ। হ। আরুণিঃ। শ্বেতকেতুং। পুত্রং। উবাচ। স্বপ্নান্তং। মে। সোম্য॥ বিজানীহি। ইতি। যত্র। এতৎ। পুরুষঃ। স্বপিতি। নাম। সতা। সোম্য। তদা। সম্পন্নঃ। ভবতি। স্বং। অপীতঃ। ভবতি। তস্মাৎ। এনং। স্বপিতি। ইতি। আচক্ষতে। স্বং। হি। অপীতঃ। ভবতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। উদ্দালক—শ্বেতকেতুর পিতার ডাক নাম। আরুণি তাঁহার পৈতৃক উপাধি।

২। স্বপ্নান্ত—সুষুপ্তি, গাঢ়নিদ্রা। ৩। স্বপিতি—সুষুপ্ত হয়। ৪। সতা—পরমাত্মনা, পরমাত্মার সহিত। ৫। সম্পন্নো ভবতি,—একীভূতো ভবতি। ৬। অপীতঃ—লীনঃ।

অনুবাদ। উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! সুষুপ্তির কথা বলি, অবধান কর। যে সময়ে পুরুষ সুষুপ্ত হয়, সেই সময় জীবাত্মা সৎস্বরূপ পরমাত্মার সহিত এক হয়, অর্থাৎ জীবাত্মা সতে (পরমাত্মায়) লীন হয়। যেহেতু স্বতে অপীত (লীন) হয় সেইহেতু লোকে ইহাকে স্বপিতি (সুষুপ্ত) বলে।

আভাস। মনের সাথী জীব বিষয়ে বিচরণ করিয়া শ্রান্ত হইলে সুষুপ্ত হয়। স্বরূপে অবস্থান ব্যতীত শ্রমের অপনোদন হয় না, তাই তৎকালে জীব স্বরূপ (নিজের রূপ) পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়। এই কথা দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থন করিতেছেন।

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্রায়তনমলব্ধা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য! তন্মনো দিশং দিশং প[তিত্বা]ন্যত্রায়তনমলব্ধা প্রাণমেবোপশ্রয়তে। প্রা[ণ]বন্ধনং হি সোম্য! মন ইতি।

পদবিভাগ। সঃ। যথা। শকুনিঃ। সূত্রেণ। প্রবদ্ধঃ। দিশং। পতিত্বা। অন্যত্র। আয়তনং। অলব্ধা। বন্ধনং। এব। উপশ্রয়তে। এবং। এব। খলু। সোম্য। তৎ। মনঃ। দিশং। দিশং। পতিত্বা। অন্যত্র। আয়তনং। অলব্ধা। প্রাণং। এব। উপশ্রয়তে। প্রাণবন্ধনং। হি। সোম্য। মনঃ। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। শকুনিঃ—পক্ষী। ২। মনঃ—জীবাত্মা। ৩। প্রাণঃ—পরমাত্মা।

অনুবাদ। যেমন পক্ষী (পক্ষী-ঘাতকের হস্তগত) সূত্রের দ্বারা বদ্ধ হইলে (বন্ধন-মোক্ষার্থী হইয়া) ইতস্তত উড়িয়া বেড়ায়। পরিশেষে বন্ধন ব্যতীত বিশ্রামের স্থান দেখিতে না পাইয়া বন্ধন স্থান আশ্রয় করে। হে সোম্য! সেইরূপ জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ের চারিদিকে সুখে দুঃখের তরে বিচরণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে। অন্যত্র শ্রান্তিদূর করিতে না পারিয়া অবশেষে পরমাত্মাকে আশ্রয় করে। জীবের বন্ধন পরমাত্মা।

আভাস। অন্নাদি কার্য্যকারণ পরম্পরায় সৎ (পরমাত্মা) জগতের মূল, তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

অশনা পিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি তত্রৈতৎ পুরুষোঽশিশিষতি নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদ্যথা গীনায়োঽশ্বনায়োঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেঽশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য! বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি। তস্য ক মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ

মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

পদবিভাগ। অশনা পিপাসে। মে। সোম্য। বিজানীহি। ইতি। যত্র। এতৎ। পুরুষঃ। অশিশিষতি। নাম। অপঃ। এব। তৎ। অশিতং। নয়ন্তে। তৎ। যথা। গোনায়ঃ। অশ্বনায়ঃ। পুরুষনায়ঃ। ইতি। এবং। তৎ। অপঃ। আচক্ষতে। অশনায়। ইতি। তত্র। এতৎ। শুঙ্গং। উৎপতিতং। সোম্য। বিজানীহি। ন। ইদং। অমূলং। ভবিষ্যতি। ইতি। তস্য। ক। মূলং। স্যাৎ। অন্যত্র। অন্নাৎ। এবং। এব। খলু। সোম্য। অন্নেন। শুঙ্গেন। আপঃ। মূলং। অন্বিচ্ছ। অদ্ভিঃ। সোম্য। শুঙ্গেন। তেজঃ। মূলং। অন্বিচ্ছ। তেজসি। সোম্য। শুঙ্গেন। সৎ। মূলং। অন্বিচ্ছ। সন্মূলাঃ। সোম্য। ইমাঃ। সর্ব্বাঃ। প্রজাঃ। সদায়তনাঃ। সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। অশনা—অশনমিচ্ছতীতি অশনাদিস্বার্থে ক্যচ্। ততঃ ক্বিপ্। তস্য সর্ব্বাভাবঃ। অকার যকারয়োর্লোপশ্চ। ভোজনেচ্ছই অশনা, অশনায় ও অশনায়া—এই তিনটী এক পর্য্যায় শব্দ। অশন ও অশনায় শব্দদ্বয়ের একার্থ বিধায় অভেদ স্বীকার করিয়া অশনায়েতি পরবর্ত্তী সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন।

২। অশনায়েতি—অশনায়াঃ ইতি বিসর্গলোপশ্চান্দসঃ। অশং (ভুক্তদ্রব্যং) নয়ন্তীতি অপইত্যস্য বিশেষণতয়া স্ত্রীত্বাদাপ। বহুবচনঞ্চ।

৩। শুঙ্গ—বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ শুঙ্গং অর্থাৎ জন্য বস্তু। অথবা শুঙ্গশব্দের অর্থ বটবৃক্ষ। বটবৃক্ষ যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহ করে, সেইরূপ কারণ হইতে যাহার রূপান্তর হয় তাহাই শুঙ্গ নামে লক্ষিত। ৪। প্রজাঃ—প্রজায়ন্তে ইতি। জন্য পদার্থ বস্তু। ৫। সদায়তনাঃ—সদ্ আয়তনং আশ্রয়োবাসাং তাঃ। ৬। সৎপ্রতিষ্ঠাঃ—সৎপ্রতিষ্ঠালয়স্থানং যাসাং তথা।

অনুবাদ। (সংপ্রতি) অশনাও পিপাসার তত্ত্ব আমার নিকট অবগত হও। যে সময়ে পুরুষের বুভুক্ষা হয় তৎকালে পীতজল ভুক্তদ্রব্য দ্রবীকৃত করিয়া রসাদিরূপে পরিপাক করে। সেই হেতু যেমন গোপাল গোনয়ন (চারণ) করে বলিয়া গোনায়, অশ্বপাল অশ্বচারণ করে, বলিয়া অশ্বনায়, সেনাপতি সৈন্য পুরুষ চালনা করেন বলিয়া পুরুষনায় নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ জল অশিত অন্ন নয়ন অর্থাৎ পরিপাক করে বলিয়া অশনায়। (অতএব অশনায় শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ জল, গৌণার্থ ভোজনেচ্ছা। জলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয়। পরিপাকাবস্থায় বুভুক্ষা উপস্থিত হয় এই গুণ যোগে যোগার্থসহকৃত অশনায় শব্দের ভোজনেচ্ছারূপ নিরূঢ় অর্থ ব্যবহৃত আছে।)

হে সোম্য! সেই অন্নে এই বিপুল দেহশুঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে জানিও। এ দেহশুঙ্গ মূলরহিত নয়। যদি বল, ইহার মূল কি? অন্নই ইহার মূল। (কেননা ভুক্ত অন্ন জলের দ্বারা দ্রবীকৃত হইয়া জঠরাগ্নি কর্তৃক পচ্যমান রসরূপে পরিণত হয়। সেই রস হইতে শোণিত হইতে মাংস। মাংস হইতে মেদ। মেদ হইতে অস্থি। অস্থি হইতে মজ্জা। মজ্জা হইতে শুক্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে মজ্জা হইতে আর্ত্তব শোণিত উৎপন্ন হয়। জরায়ুকোষে মিলিত সেই শুক্রশোণিত দেহের বীজ। পরে ভুক্তবস্তুর দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বটবৃক্ষের ন্যায় এই বিপুল দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব দেহ অন্নমূল) হে সোম্য! আবার জলকে অন্নশুঙ্গের মূল বলিয়া জান। হে সোম্য! তেজকে জলশুঙ্গের মূল বলিয়া জান। হে সোম্য! সৎ (পরমাত্মা) তেজশুঙ্গের মূল বলিয়া জান। সৎ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রজার মূল। সতের সহিত কেবল অতীতকালের

সম্বন্ধ নয়, বর্ত্তমানেও সৎই সকলের আশ্রয়। ভবিষ্যতেও সৎ লয়ের স্থান।

আভাস। এক্ষণে জলশুঙ্গের দ্বারা সৎই মূল ইহা প্রমাণ করিতেছেন।

অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম। তেজ এব তৎপীতং নয়তে। যদ্‌যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ আচষ্ট উদন্যেতি। তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি। তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রাদ্ভ্যোঽদ্ভিঃ। সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ। তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে। মনঃ প্রাণে। প্রাণস্তেজসি। তেজঃ পরমাস্যাং দেবতায়াং। স য এষোঽণিমা। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং। তৎসত্যং। স আত্মা। তত্ত্বমসি। শ্বেতকেতো।

বিষম পদব্যাখ্যা। প্রয়তঃ—ম্রিয়মাণস্য, মুমূর্ষোর।

অনুবাদ। অনন্তর যখন পুরুষের পিপাসা হয়। তখন তেজ সেই পীতজ লোহিত ও প্রাণরূপে পরিণমিত করে। যেমন গোনেতা গোনায়, অশ্বনেতা অশ্বনায় পুরুষনেতা পুরুষনায় সেইরূপ উদকনেতা (পরিপাচয়িতা) তেজ উদন্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। (পীতজল তেজের সহায়তার রক্তাদিরূপে পরিণত হওয়ায় জলের আবশ্যক হয় বলিয়া এবং প্রকৃতি প্রত্যয় তাদৃশ অর্থ বোঝায় বলিয়া পিপাসার নামও উদন্যা হইয়াছে) হে সোম্য! এই প্রকারে এই দেহ উৎপন্ন। এদেহ মূলরহিত নয়। যদি বল মূল কি? জলই তাহার মূল। জল ও শুঙ্গ, তাহার মূল তেজ জানিও। তেজ ও শুঙ্গ তাহার মূল সৎ জানিও। হে সোম্য! এই সমস্ত জন্য বস্তু সন্মূলক, বর্ত্তমানকালেও সৎ অবলম্বন করিয়া আছে। ভবিষ্যৎ সৎ বস্তুতে বিলীন হইবে।

তেজ, জল ও ক্ষিতি প্রত্যেকে ত্রিবৃৎকৃত (মিলিত) যেরূপে দেহের সম্পাদন হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে ব্যুৎক্রমে স্বকারণে কার্য্যের লয় প্রদর্শন করাইয়া দেহ সন্মূল ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন। হে সোম্য! ম্রিয়মাণ পুরুষের বাক্য মনে বিলীন হয়। (তাই মৃত্যুকালে মনের অগ্রে বাগ্‌রোধ হয়) অনন্তর সুষুপ্তিকালের ন্যায় মন প্রাণে বিলীন হয়। (তাই শ্বাসরোধের পূর্ব্বে জ্ঞান নষ্ট হয়) প্রাণ উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী হইয়া ইন্দ্রিয় সমষ্টির সহিত তেজে বিলীন হয়। (তাই প্রাণ নির্গমের পূর্ব্বে হস্ত পদাদি আকর্ষণ করে। সকলেই দেখিয়াছেন, মরিবার সময় হস্তপদাদি আক্ষেপের পরই শরীর নিস্পন্দ হয়। কিন্তু তখনও তেজ থাকায় গাত্রে উত্তাপ বোধ হয়) চরমে তেজ পরম দেবতায় লীন হয়। যিনি পরম দেবতা তিনিই সৎ—সূক্ষ্মরূপে জগতের কারণ। এই সমস্ত বস্তু সেই আত্মায় আত্মময়। অর্থাৎ তিনি ভিন্ন জগতে সংসারী নাই, তিনি ভিন্ন জগতে আর দ্রষ্টা নাই; তিনি ভিন্ন জগতে আর শ্রোতা নাই তিনি একমাত্র পরমার্থ সত্য। তিনি জীবাত্মা হে শ্বেতকেতো! তাই (সৎ) তুমি।

ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথ সোম্যেতি হোবাচ।

যথা সোম্য! মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি। তে যথা যত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বা প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো

বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো মশকো বা যদ্যদ্ ভবন্তি, তদা ভবন্তি। য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং আত্মা। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় ।মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি বাচ।

। অনুবাদ শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্! ার নিকট এ বিষয় পুনর্ব্বার উপদেশ াতে আজ্ঞা হউক্। পিতা আরুণি বলি- া, সোম্য! তাহাই হইবে।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। মধুকৃতঃ—ভ্রমরাঃ। নিস্তিষ্ঠন্তি—সম্পাদয়ন্তি। ৩। সমবহারং— হৃত্য। ৪। সম্পদ্য—লীনো ভূত্বা।

অনুবাদ। হে সোম্য! যেমন ভ্রমর নানা- নর নানাবৃক্ষের রসসংগ্রহ করিয়া মধুর ারে পরিণত করে, কিন্তু মধুরূপে পরি- সেই রস সকল বিবেচনা করিতে পারে যে আমি অমুক বৃক্ষের রস। হে সোম্য! প্রকার এই সকল প্রজা সুষুপ্তি প্রলয় ও কালে সৎবস্তুতে (পরমাত্মায়) লীন হইয়া তে পারে না যে, আমরা সতে লীন হই- ।। সেই সকল প্রজাবৃন্দ সৎ সম্পন্ন হইলেও ৎ কর্ম্মজ্ঞানজনিত বাসনার প্রণোদনে তত্তৎ জনিত ফলভোগের উপযুক্ত শরীর ধারণ । তাই তাহারা সুষুপ্তির অনন্তর প্রবুদ্ধা- য় প্রলয়ের পর সৃষ্টিদশায় ও মরণের পর ন্তরে ব্যাঘ্র অথবা সিংহ, অথবা বৃক, অথবা হ, অথবা কীট, অথবা পতঙ্গ, অথবা দংশ, া মশক—যা' যা' হইতে পারে, সৎ হইতে ই হইয়া তা'ই হয়। যুগসহস্র অতীত ও সংসারীর পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনা অন্তর্হিত া) বাসনা, বলেই পুনঃ শরীর সম্বন্ধ হয়। সৎ সূক্ষ্মরূপে জগতের কারণ, এই সমস্ত —সেই আত্মায় আত্মময়। তিনি একমাত্র পরমার্থ সত্য—তিনি আত্মা হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি। (সুষুপ্তি অনন্তর লোকে "সৎ হইতে আসিলাম—" এই বুঝিতে পারে না কেন? এই সন্দেহে সন্দিগ্ধ হইয়া) শ্বেত- কেতু বলিলেন, হে ভগবন্! আমার নিকট এ বিষয় পুনর্ব্বার উপদেশ করুন্। আরুণি বলিলেন, হে সোম্য! বলিতেছি শ্রবণ কর।

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপি যান্তি সমুদ্র এব ভবন্তি। তা যথা তত্র ন বিদুরিয়- মহমাস্মীয়মহমস্মীতি। এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগত্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা সম্পদ্য ভবন্তি, তদা ভবন্তি। স এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সম্যেতি হোবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। প্রাচ্যঃ—প্রাগঞ্চনাঃ পূর্ব্ববাহিন্যঃ। ২। প্রতীচ্যঃ—প্রতীচীমঞ্চতীতি প্রতীচ্যঃ। পশ্চিমবাহিন্যঃ।

অনুবাদ। হে সোম্য! সমুদ্র হইতে নদী উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের জল মেঘের আকর্ষণে মেঘ ভাবাপন্ন হয়। অনন্তর পর্ব্বতে তাহার বর্ষণে নদী হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এই সকল পূর্ব্ববাহিনী গঙ্গাদি নদী পূর্ব্বদিক্ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্রের সহিত অভেদা- বস্থায় অবস্থান করে। আর পশ্চিমবাহিনী সিন্ধু প্রভৃতি নদী পশ্চিমদিক্ দিয়া গঙ্গাদির সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্র হয়। তথায় যেমন এই আমি গঙ্গা, এই আমি যমুনা বলিয়া বুঝিতে পারে না। হে সোম্য! এই প্রকার এই সমস্ত প্রজামণ্ডলী সৎ হইতে

আগত হইয়া বুঝিতে পাবে না যে সৎ হইতে আসিলাম। সতে বিলয়াবস্থাও বুঝিতে পারে না যে আমি অমুক ছিলাম। (যেমন সমুদ্রে বিলীন নদীর জল আবার নদী হয়। সেইরূপ) তাহারা যেমন ছিল, তদ্রূপ ব্যাঘ্র, অথবা সিংহ, অথবা বৃক, অথবা বরাহ, অথবা কীট, অথবা পতঙ্গ, অথবা দংশ, অথবা মশক হয়। সেই সৎ সূক্ষ্মরূপে জগৎ কারণ, এই সমস্ত বস্তু সেই আত্মার আত্মময় তিনিই একমাত্র পরমার্থ সত্য। তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, আমার নিকট পুনর্ব্বার উপদেশ করুন্। আরুণি তাই হবে” বলিয়া বলিতে লাগিলেন।

অস্য সোম্য! মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ, যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ, যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ, স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভূতঃ পেপীযমানো মোদমানস্তিষ্ঠতি। তস্য তদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি, তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি। সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যত্যেবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ। জীবাপেতং বাচকিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি। স এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ।

পদবিভাগ। অস্য। সোম্য। মহতঃ। বৃক্ষস্য। যঃ। মূলে। অভ্যাহন্যাৎ। জীবন্। স্রবেৎ। যঃ। মধ্যে। অভ্যাহন্যাৎ। জীবন্। স্রবেৎ। যঃ। অগ্রে। অভ্যাহন্যাৎ জীবন্। স্রবেৎ। সঃ। এষঃ। জীবেন। আত্মনা। অনুপ্রভূতঃ। পেপীয়মানঃ। মোদমানঃ। তিষ্ঠন্তি। তস্য। যৎ। একাং। শাখাং। জীবঃ। জহাতি। অথ সা। শুষ্যতি। দ্বিতীয়াং। জহাতি। অথ। সা শুষ্যতি। তৃতীয়া[ং।] জহাতি। অথ। সা। শুষ্যতি। সর্ব্বং। জহা[তি।] সর্ব্বং। শুষ্যতি। এবং। এব। খলু। সোম্য বিদ্ধি। ইতি। হ। উবাচ। জীবাপেতং। বা[চ]কিল। ইদং। ম্রিয়তে। ন। জীবঃ। ম্রিয়তে ইতি। সঃ। যঃ। এষঃ। অনিমা। এতদাত্ম্য[ং।] ইদং। সর্ব্বং। তৎ। সত্যং। সঃ। আত্মা। ত[ৎ।] ত্বং। অসি। শ্বেতকেতো। ইতি। ভূয়ঃ। এ[ব।] সা। ভগবান্। বিজ্ঞাপয়তু। ইতি। ত[থা।] সোম্য। ইতি। হ। উবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। অনুপ্রভূতঃ—ব্যা[প্তঃ।] ২। পেপীয়মানঃ—পুনঃ পুনরতিশযেন পিবতি রসান্ আকর্ষতীতি। ৩। মোদমানঃ

অনুবাদ। হে সোম্য! যদি কোন ব[্যক্তি] অনেক শাখাদিসংযুক্ত বৃক্ষে পরশুর আ[ঘাত] করে, সেই সকৃদাঘাতে বৃক্ষ জীবিত থা[কিয়া] রসস্রাব করে। প্রকাণ্ড আঘাত কবি[লেও] বৃক্ষ জীবিত থাকিয়া রসস্রাব করে, শাখা[চ্ছেদ] করিলেও বৃক্ষ জীবিত থাকিয়া রসস্রাব [করে] (বৃক্ষের জীবন তাদৃশ আঘাতে নষ্ট হয়[না] কেননা সেই বৃক্ষ জীবাত্মায় অনুব্যাপ্ত। [মূলা]ঙ্কুরের দ্বারা পার্থিব রস আকর্ষণ ক[রিয়া] শারীর অভাব দূব করে তাই বৃক্ষ হৃষ্ট পুষ্ট[ভাবে] অবস্থান করে। এই বৃক্ষ জীব যদি একটী শ[াখা] ত্যাগ করে তবে সেটী শুষ্ক হয়। (কে[ননা] সে শাখা জীব হইতে পৃথগ্‌ভূত) যদি দ্বি[তীয়] শাখা ত্যাগ করে তবে তা’ও শুষ্ক হয়। তৃতীয় শাখা ত্যাগ করে, তবে তাহাও শুষ্ক[।] যদি সকল শাখা ত্যাগ করে তবে সে সকল[ই শুষ্ক] হয়। হে সোম্য! এই প্রকার জীবমাত্রই। শ[রীর] জীববিমুক্ত হইলে মৃত হয়, জীবের মৃত্যু ন[াই।] সেই জীব সূক্ষ্মরূপে জগৎ কারণ এই স[মস্ত] বস্তু সেই আত্মায় আত্মবান্। তিনিই এক[মাত্র] পরমার্থ সত্য। তিনি আত্মা। হে শ্বেতকে[তো!]

নিই তুমি। শ্বেতকেতু বলিলেন, পুনর্ব্বার দেশ করুন্। আরুণি তাই হ'বে বলিয়া লিতে লাগিলেন।

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি। ন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি। কিমত্র পশ্যসী- ন্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি। কিমত্র পশ্যসীতি। ঞ্চন ন ভগব ইতি। তং হোবাচ। যং বৈ ম্যৈতমনিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ মোযোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি। দ্ধৎস্ব সোম্যেতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা ম্যেতি হোবাচ।

পদবিভাগ। ন্যগ্রোধফলং। অতঃ। আহর। । ইদং। ভগবঃ। ইতি। ভিন্ধি। ইতি। ঃ। ভগবঃ। ইতি। কিং। অত্র। পশ্যসি। । অণ্ব্যঃ। ইবঃ। ইমাঃ। ধানাঃ। ভগবঃ। । আসাং। অঙ্গ। একাং। ভিন্ধি। ইতি। াঃ। ভগবঃ। ইতি। কিং। অত্র। পশ্যসি। । কিঞ্চন। ন। ভগব। ইতি। তং। হ। চ। যং। বৈ। সোম্য। এতং। অনিমানং। নিভালয়সে। এতস্য। ইব। সোম্য। এবঃ। ম্নঃ। এবং। মহান্যগ্রোধঃ। তিষ্ঠতি। শ্রদ্ধৎ সোম্য। ইতি। সঃ। যঃ। এষঃ। অণিমা। দাত্ম্যং। ইদং। সর্ব্বং। তৎ। সত্যং। সঃ। ত্মা। তৎ। ত্বং। অসি। শ্বেতকেতো। ইতি। ঃ। এব। মা। ভগবান্। বিজ্ঞাপয়তু। ইতি। । সোম্যে। ইতি। হ। উবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। ন্যগ্রোধ—বটবৃক্ষ। বঃ—ভগবন্। ২। ধানাঃ—বীজানি। অণিমা—অত্যন্ত অণু, অতি সূক্ষ্ম। তিষ্ঠতি—উত্তিষ্ঠতি, উৎপন্নঃ সন্ আস্তে র্থঃ।

অনুবাদ। আরুণি বলিলেন,—একটী বটের ফল আনয়ন কর।

শ্বেতকেতু—হে ভগবন্! এই আনিলাম।

আরুণি—ফলটী ভঙ্গ কর।

শ্বেতকেতু—ভগবন্! ভঙ্গ করিলাম।

আরুণি—ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ?

শ্বেতকেতু—ভগবন্! সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজের মত।

আরুণি—ইহার মধ্যে একটী ভঙ্গ কর।

শ্বেতকেতু—ভগবন্! ভঙ্গ করিলাম।

আরুণি—এই ভগ্নবীজে কি দেখিতেছ?

শ্বেতকেতু—ভগবন্! কিছুই নয়।

আরুণি। হে সোম্য! তুমি বটবীজের যে অণিমা দেখিতে পাইতেছ না; এই (নামরূপ-বর্জ্জিত অদৃশ্যমান বীজভূত) অণিমা হইতে (শাখাস্কন্ধ ফলপলাশ-সম্পন্ন) বিশাল বটবৃক্ষ সমুৎপন্ন হয়। হে সোম্য! আমার কথা সত্য বলিয়া শ্রদ্ধা কর। সেইরূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বস্তু (পরমাত্মা) তাহাহইতে এই নাম রূপবান্ বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। তাই সেই আত্মায় জগৎ আত্মময়। তিনি পরমার্থ সত্য বস্তু। তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু—হে ভগবন্! পুনর্ব্বার আমার নিকট এই বিষয় উপদেশ করিতে আজ্ঞা হইবে।

আরুণি—হে সোম্য! তা'ই হ'বে।

লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স হ তথা চকার তং হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ যথা বিলীনমেবাঙ্গ। অস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি অন্তাদাচামেতি কথমিতি লবণ-মিত্যভিপ্রাস্যৈনদথমোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার। তচ্ছশ্বৎ সম্বর্ত্ততে তং হোবাচাত্র বাব-কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

পদবিভাগ। লবণং। এতৎ। উদকে। অবাধায়। অথ। মা। প্রাতঃ। উপসীদথাঃ। ইতি। সঃ। হ। তথা। চকার। তং। হ। উবাচ। যৎ। দোষা। লবণং। উদকে। অবাধাঃ। অঙ্গ। তৎ। ইতি। তৎ। হ। অবমৃশ্য। ন। বিবেদ। যথা। বিলীনং। এব। অঙ্গ। অস্য। অন্তাৎ। আচাম। ইতি। কথং। ইতি। লবণং। ইতি। মধ্যাৎ। আচাম। ইতি। কথং। ইতি। লবণং। ইতি। অন্তাৎ। আচাম। ইতি। কথং। ইতি। লবণং। ইতি। অভিপ্রাস্য। এনৎ। অথঃ। মা। উপসীদথাঃ। ইতি। তৎ। হ। তথা। চকার। তৎ। শশ্বৎ। সংবর্ত্ততে। তং। হ। উবাচ। বাব। কিল। ইতি। সঃ। যঃ। এষং। অণিমা। ঐত্যদাত্মং। ইদং। সর্ব্বং। তৎ। সত্যং। সং। আত্মা। তৎ। ত্বং। অসি। শ্বেতকেতো। ইতি। ভূয়। এব। মা। ভগবান্। বিজ্ঞাপয়তু। ইতি। তথা সোম্য। ইতি। হ। উবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অবধায় স্থাপয়িত্বা। মা—মাং। ২। দোষা—রাত্রৌ। ৩। অভিপ্রাস্য—পরিত্যজ্য। ৪। অঙ্গ—সম্বোধনসূচক অব্যয়। ৫। বাবকিল—আচার্য্যোপদেশ স্মরণসূচক অব্যয়।

অনুবাদ। আরুণি—জলে একখণ্ড লবণ রাখিয়া প্রভাতে আমার নিকট আসিও।

শ্বেতকেতু পিতার আজ্ঞাপালন করিতে উপস্থিত হইলেন।

আরুণি—রাত্রিতে যে লবণ জলে রাখিয়াছ, তাহা লইয়া এস। শ্বেতকেতু জল দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন না যে ইহাতে লবণ আছে।

আরুণি—লবণ জলে বিলীন হইয়াছে, উপর হইতে একটু জল লইয়া আচমন করি[য়া] দেখ কিরূপ তার?

শ্বেতকেতু—(আচমনান্তে) লবণ (লোনতা)

আরুণি—মধ্য হইতে জল লইয়া আচমন করিয়া দেখ, কিরূপ তার?

শ্বেতকেতু—(আচমনান্তে) লবণ।

আরুণি—তলা হইতে জল লইয়া আচমন করিয়া দেখ, কিরূপ তার?

শ্বেতকেতু—(আচমনান্তে) লবণ।

আরুণি—উহা পরিত্যাগ করিয়া আমা[র] নিকট এস। শ্বেতকেতু পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিলেন।

আরুণি—হে সোম্য! যেমন তুমি জলে লবণ দেখিতে পাইতেছ না, অথচ এই জলে সেই লবণ আছে। প্রকারান্তরে উপলব্ধি করিতে হইতেছে। সেইরূপ সৎ দেখিতে পাইতেছ না, তিনি নিরন্তরই এখানে আছেন। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। তাঁহার দ্বারা জগৎ আত্মময়। তিনিই একমাত্র সত্য, তিনি জীবাত্মা। হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু—পুনর্ব্বার আমার নিকট উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক্।

আরুণি—হে সোম্য! তা'ই হ'বে।

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্‌বোদঙ্‌বাধরাঙ্‌বা প্রধ্মায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ। তস্য যথাভিবন্ধনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাদ্‌গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতোমেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব

ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ম্বিতি তথা সোম্যেতি হাবাচ।

পদবিভাগ। যথা। সোম্য। পুরুষং। গন্ধারেভ্যঃ। অভিনদ্ধাক্ষং। আনীয়। তং। ততঃ। অতিজনে। বিসৃজেৎ। সঃ। যথা। তত্র। প্রাঙ্। বা। উদঙ্। বা। অধরাঙ্। বা। প্রধ্মায়ীত। অভিনদ্ধাক্ষঃ। আনীতঃ। অভিনদ্ধাক্ষঃ। বিসৃষ্টঃ। তস্য। যথাভিবন্ধনং। প্রমুচ্য। প্রব্রূয়াৎ। এতাং। দিশং। গন্ধারাঃ। এতাং। দিশং। ব্রজ। ইতি। সঃ। গ্রামাৎ। গ্রামং। পৃচ্ছন্। পণ্ডিতঃ। মেধাবী। গন্ধরান্। এব। উপসম্পদ্যেত। এবং। এব। ইহ। আচার্য্যবান্। পুরুষঃ। বেদ। তস্য। তাবৎ। এব। চিরং। যাবৎ। ন। বিমোক্ষ্যে। অথ সম্পৎস্যতে। ইতি। শেষং প্রাগ্বৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। গন্ধারেভ্যঃ জনপদবিশেষেভ্যঃ। ২। অভিনদ্ধাক্ষং—বদ্ধচক্ষুষং। ৩। অতিজনে—বিজনে। ৪। সঃ—দিগ্‌ভ্রান্তো জনঃ। ৫। প্রাক্—প্রাঙ্মুখঃ। ৬। উদঙ্—উত্তর মুখঃ। ৭। অধরাঙ্—পশ্চিমমুখঃ। ৮। পণ্ডিতঃ—উপদেশবান্। ৯। মেধাবী—গুরুপদেশস্মরণ সমর্থঃ।

অনুবাদ। হে সোম্য! যদি কোন তস্কর গন্ধার নামক জনপদ হইতে কোন গন্ধারবাসীকে চক্ষুর্দ্বয়বন্ধন করত আনয়ন করিয়া (সর্ব্বস্বাপহরণপূর্ব্বক) বিজনবনে পরিত্যাগ করিয়া যায় তাহাহইলে দিগ্‌ভ্রান্ত সেই বদ্ধচক্ষু কখন বা পূর্ব্বমুখ হইয়া কখন বা উত্তর মুখ হইয়া, কখন বা পশ্চিমমুখ হইয়া (হে বনবাসিগণ! তস্করেরা চক্ষুবন্ধনপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বিজনবনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আপনারা দয়াপূর্ব্বক বন্ধনমোচন করিয়া পথ দেখাইয়া দেন বলিয়া) চীৎকার করে। (সেই চীৎকার শুনিয়া) কোন কারুণিক ব্যক্তি বন্ধনমোচন করিয়া "এই দিকে গান্ধার দেশ, এই দিকে (অমুক অমুক) পথ দিয়া) যাও, এই কথা বলেন। যদি গান্ধারবাসী তাঁহার উপদেশ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে সে মুক্তচক্ষু হইয়া এ গ্রাম হইতে ও গ্রামে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গন্তব্যস্থানে গমন করিতে পারে। সেইরূপ মেধাবী মুমুক্ষু আচার্য্যের উপদেশে পণ্ডিত হইয়া পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়া নির্বৃত হয়। (অর্থাৎ যদি সে মূঢ়মতি ও দেশান্তর দর্শন পিপাসু না হয়, তবে সেই বদ্ধচক্ষু তস্করানীত ব্যক্তি ভ্রান্তভাবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া ব্যাঘ্র তস্কর প্রভৃতি অনর্থ পরম্পরায় ভয়ঙ্কর অরণ্যে দুঃখিতান্তঃকরণে করুণ রবে কে আছ, আমাকে রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করে। যদি সেই দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার (গান্ধারবাসীর) বন্ধনমোচনপূর্ব্বক গন্তব্যপথ এবং পথিসুলভ বিপদের উপায় উপদেশ করিয়া বিদায় দেন। তাহাহইলে উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি উপদেশানুরূপ কার্য্য করে, তবে সে যেমন স্বদেশপ্রাপ্ত হইয়া নির্বৃতি লাভ করে সেইরূপ পুণ্যাপুণ্য তস্করগণ স্বদেশভূত পরমাত্মার সমীপ হইতে আনয়নপূর্ব্বক মোহপট বদ্ধচক্ষু করিয়া পাঞ্চভৌতিক বাত-পিত্ত-কফ রুধির-মেদ-মাংসাস্থি-মজ্জা-শুক্র-কৃমি-মূত্র পুরীষময় শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বদুঃখের আধার এই দেহারণ্যে প্রবেশ করায়। অনন্তর প্রাণিগণ বিষয়তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এইরূপ আক্রোশ করে,—হায়! আমি এত বড় লোকের পুত্র, ইহারা আমার সম্পদে বান্ধব ছিল, একদিন আমি সুখী ছিলাম একণে ঘোর নারকী, আমি অতি মূঢ় অপণ্ডিত অধার্ম্মিক, বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, তথাপি চৈতন্যের উদয় হইল না, পরিণামের কিছুই করিলাম না, হা হতোস্মি, একণে আমি কি করি

আমার [illegible]লাভের উপায় কি? ইত্যাদি। যদি তাহার পুণ্যবলে ব্রহ্মবিৎ গুরু তাহার কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্র হইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং "হে বৎস! তুমি এই প্রকারে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান্ কর। ইত্যাদি গুরুগম্য উপদেশ দিয়া তাহার মোহপট অপনোদন করেন তবে সেই সাধক গন্ধারদেশবাসীর ন্যায় স্বধাম ব্রহ্মধামে গিয়া শান্তিলাভ করে। অতএব গুরু সহায় না হইলে পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ না করিলে পরমাত্মা লাভ হয় না।) পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম। তাঁহার দ্বারা জগৎ আত্মময়। তিনি একমাত্র সত্যস্বরূপ। তিনিই জীবাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, পুনর্ব্বার আমার নিকট উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক্।

আরুণি—হে সোম্য! তাই হবে।

মন্তব্য। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ—ইহার তাৎপর্য্য পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ভোগের জন্য দেহ হইয়া থাকে। সে ভোগ এ দেহেও হয় এবং পারলৌকিক বা জন্মান্তরীণ ভোগ দেহেও হয়। ভোগ সমাপ্ত হইলে মুক্তি। আমরা এমনি মূঢ়,—এক কর্ম্মের ফলভোগ করিতে না করিতে অন্য ফলভোগের বীজ পুণ্যাপুণ্য সঞ্চিত করি। তা'ই জন্মজন্মান্তরেও আমাদের ফলভোগ সমাপ্ত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কর্ম্মক্ষীণ হয়, বস্তু সত্যা ভোগও করিতে হয় না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" ইতি। কিন্তু যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে, জ্ঞানাগ্নি তাহা দগ্ধ করিতে পারে না, জ্ঞানারব্ধ ফল কর্ম্মই ভোগের পূর্ব্বে দগ্ধ হইয়া থাকে। যতক্ষণ ধন্বীর তীর ধনুকে থাকে, ততক্ষণ লক্ষ্যবেধে ও অবেধে তাহার কামচার; কিন্তু লক্ষ্যবেধের কার্য্য আরব্ধ হইলে অর্থাৎ বাণ ধনু হইতে চ্যুত হইলে অনভিপ্রেত লক্ষ্যবেধও সম্পন্ন হয়। সেইরূপ আরব্ধ ফল জ্ঞানী ও অনভিপ্রেত হইলেও, সে ফল অনিবার্য্য। অনারব্ধ ফলে তাঁহার কামচার আছে, যখন শরীর হইয়াছে, তখন শরীরজনক কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে ভোগে সে শরীর ক্ষয় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তাই শ্রুতি বলেন, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্য।"

পুরুষং সোম্যোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে জানাসি মাং জানাসি মামিতি তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি অথ যদাস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

পদবিভাগ। পুরুষং। সোম্য। উপতাপিনং। জ্ঞাতয়ঃ। পর্য্যুপাসতে। জানাসি। মাং। জানাসি। মাং। ইতি। তস্য। যাবৎ। ন। বাক্। মনসি। মনঃ। প্রাণে। প্রাণঃ। তেজসি। তেজঃ। পরস্যাং। দেবতায়াং। তাবৎ। জানাতি। অথ। যদা। অস্য। বাক্। মনসি। মনঃ। প্রাণে। প্রাণঃ। তেজসি। তেজঃ। পরস্যাং। দেবতায়াং। অথ। ন। জানাতি। শেষঃ প্রাগ্বৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। উপতাপিনং—জ্বর-যুক্তং। ২। পরস্যাং দেবতায়াং পরমাত্মনি।

অনুবাদ। হে সোম্য! জ্ঞাতিবর্গ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া বলিয়া থাকে—আমাকে চিনিতে পার, আমাকে চিনিতে পার? যাবৎ তাহার বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে ও

তেজ পরমাত্মায় লীন না হয়, তাবৎ মুমূর্ষু চিনিতে পারে, কিন্তু যখন ইহার বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরমাত্মায় বিলীন হয়, তখন আর কিছুই বুঝিতে পারে না। (বিলয়ের স্থান) সেই পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম। তাঁহার দ্বারা জগৎ আত্মময়। তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই জীবাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন—আমাকে পুনর্ব্বার উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক্।

আরুণি বলিলেন—হে সোম্য! তা'ই হ'বে।

আভাস। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মরণক্রম সমান; বিশেষ এই—জ্ঞানী সংসারী পুনরাবর্ত্তন করেন না, অজ্ঞানী করেন। ইহার কারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ স্তেয়মকার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মান-মন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স দহ্যতেঽথ হন্যতে। অথ যদি তস্যাকর্ত্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতি গৃহ্ণাতি স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে। স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎসু ষষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ॥

পদবিভাগ। পুরুষং। সোম্য। উত। হস্তগৃহীতং। আনয়ন্তি। অপহার্ষীৎ। স্তেয়ং। অকার্ষীৎ। পরশুং। অস্মৈ। তপত। ইতি। সঃ। যদি। তস্য। কর্ত্তা। ভবতি। ততঃ। এব। অনৃতং। আত্মানং। কুরুতে। সঃ অনৃতাভিসন্ধঃ। অনৃতেন। আত্মানং। অন্তর্দ্ধায়। পরশুং। তপ্তং। প্রতিগৃহ্ণাতি। সঃ। দহ্যতে। অথ। হন্যতে। অথ। যদি। তস্য। অকর্ত্তা। ভবতি। ততঃ। এব। সত্যং। আত্মানং। কুরুতে। সঃ। সত্যাভিসন্ধঃ। সত্যেন। আত্মানং। অন্তর্দ্ধায়। পরশুং। তপ্তং। প্রতিগৃহ্ণাতি। সঃ। ন। দহ্যতে। অথ। মুচ্যতে। সঃ। যথা। তত্র। ন। অদাহ্যেত। ঐতদাত্ম্য। ইদং। সর্ব্বং। তৎ। সত্যং। সঃ। আত্মা। তৎ। ত্বং। অসি। শ্বেতকেতো। ইতি। তৎ। হ। অস্য। বিজজ্ঞৌ। ইতি। বিজজ্ঞৌ। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—অনৃতাভিসন্ধঃ—মিথ্যায় অভিসন্ধা (অভিসন্ধিঃ) যাহার।

অনুবাদ। রাজপুরুষেরা (চৌর্য্যাপবাদে অভিযুক্ত) পুরুষকে হাতে হাতকোড়ি দিয়া (বিচারার্থ রাজদরবারে) আনয়ন করে এবং বলে, এ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, অর্থাৎ চুরি করিয়াছে। যদি চোর চুরি অস্বীকার করে এবং বিশিষ্ট প্রমাণ যদি না পাওয়া যায় তখন অগত্যা বিচারক বলেন তপ্ত পরশু ইহার হস্তে দাও, (যদি চুরি করিয়া থাকে, তবে দগ্ধ হইবে) সেই ব্যক্তি যদি প্রকৃত চোর হয়, অথচ চুরি অপলাপ করে, তবে সেই মিথ্যা ব্যবহারকারী মোহবশতঃ মিথ্যাদ্বারা আত্মাকে (আপনাকে) আবৃত করিয়া তপ্ত পরশু প্রতিগ্রহ করে, দগ্ধ হয়, অবশেষে পঞ্চত্ব লাভ করে। আর যদি বস্তুতঃ চোর না হয়, আপনাকে সত্যপথে রাখে, সেই সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি সত্যে আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া যদি পরশু গ্রহণ করে, তবে সে দগ্ধ হয় না, প্রত্যুত চৌর্য্যাপবাদ হইতে মুক্ত হয়। যে (সত্যাভিসন্ধ) যেমন তাহাতে সত্যব্যবস্থিত হস্ত হেতু দগ্ধ হয় না। (সেইরূপ ব্রহ্মসত্যাভিসন্ধ ও বিকার সত্যাভিসন্ধে। মরণকালে পরমাত্মলাভ সমান হইলেও ব্রহ্মসত্যাভিসন্ধ জন্মান্তরাভাব বশতঃ সংসারক্লেশে দগ্ধ হয় না, বিকারসত্যাভি

সন্ধ, প্রতিজন্মে সংসার স্থূলভক্লেশে দগ্ধ হয়। আত্মাভিসন্ধি-কৃত মুক্তি, আত্মানভিসন্ধিকৃত বন্ধন। সেই পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। তাহার দ্বারা জগৎ আত্মাময়। তিনিই একমাত্র সত্য। তিনি জীবাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি। শ্বেতকেতু পিতৃবাক্যের তাৎপর্য্য বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মন্তব্য। সত্যযুগে রাজগণ ঠিক্ বিচার করিতেন। সাক্ষীরাও প্রায় মিথ্যা বলিত না। যদি বিচারক বাহ্যপ্রমাণে সন্দিহান হইতেন, অগত্যা অগ্নি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যোগশক্তির ক্ষয়ের আশঙ্কায় সহসা অগ্নি পরীক্ষা করিতে চাহিতেন না। সীতাদেবী অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎকালের রাজাগণ ধার্ম্মিক ন্যায়পর ও বাক্সিদ্ধ যোগী ছিলেন; তাঁহাদের বাক্যবলে সত্যের নিকট অগ্নির এহেন দাহিকাশক্তি অন্তর্হিত হইত। তাই তাঁহাদের কথামত চোরের হাত দগ্ধ হইত, সাধুর হস্ত অক্ষত থাকিত। এখনও অনেকে যোগী আছেন, তাঁহাদের বাক্যে অঘটন ঘটে। ফলতঃ অগ্নি পরীক্ষা পরম যোগী রাজর্ষিগণের যোগবিভূতি।

ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

---

## ঋগ্বেদ—

### বরুণস্তোত্র ৫ম মণ্ডল ৮৫ সূক্ত।

অত্রিঃ। ত্রিষ্টুপ। বরুণ।

প্র সম্রাজে বৃহদর্চ্চা গভীরং ব্রহ্মপ্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায়। বিয়োজঘান শমিতেব চর্ম্মোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্য্যায় ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। প্র। সম্রাজো। বৃহৎ। অর্চ। গভীরম্। ব্রহ্ম। প্রিয়ং। বরুণায়। শ্রুতায়। বি। যঃ। জঘান। শমিতা। ইব। চর্ম্ম। উপ স্তিরে। পৃথিবীম্। সূর্য্যায়।

ব্যাখ্যা। অত্রি ঋষি আপনাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে অত্রে। ত্বং সম্রাজে—সম্যগ্রাজমানায়। ঈশ্বরায়—সম্যক্ দীপ্তিশালী ঈশ্বর। শ্রুতায়—সর্ব্বত্র শ্রূয়মানায়—প্রসিদ্ধ। বরুণায়—বৃণোতি সর্ব্বং যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে আবৃত করিয়া আছেন তাঁহাকে। গভীরং—গভীর। প্রিয়ং—প্রিয়। বৃহৎ—বৃহৎ। ব্রহ্ম—স্তোত্রং। প্র-অর্চ্চ—প্রোচ্চারয়। উচ্চারণ কর। যো বরুণঃ -যে বরুণ। শমিতেব—পশুহন্তার ন্যায়। চর্ম্মঃ—চর্ম্ম। পৃথিবীং বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষং—বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ। সূর্য্যায়—সূর্য্যস্য উপস্থিবে—আস্তরণায় বিজঘান বিস্তারয়ামাস—আস্তরণের জন্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। হে অত্রি! তুমি, সুপ্রসিদ্ধ ও সম্যক্ দীপ্তিশালী বরুণ অর্থাৎ—পরমেশ্বরের প্রিয়, বৃহৎ ও গভীর স্তোত্র উচ্চারণ কর। পশুহন্তা যেরূপ নিহত পশুর চর্ম্ম বিস্তৃত করে, তিনি সূর্য্যের আস্তরণার্থ সেইরূপ অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত করিয়াছেন।

বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎসু পয়ঃ উস্রিয়াসু। হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্স্বগ্নিং দিবিসূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। বনেষু। বি। অন্তরিক্ষং। ততান। বাজম্। অর্ব্বৎসু। পয়ঃ। উস্রিয়াসু।

ংসু। ক্রতুম্। বরুণঃ। অপ্সু। অগ্নিম্। বি। সূর্য্যম্। অদধাৎ। সোমম্। অদ্রৌ।

ব্যাখ্যা। অয়ং বরুণঃ—এই বরুণ। বনেষু—বৃক্ষাদির উপরিভাগে। অন্তরিক্ষং ততান—অন্তরিক্ষ বিস্তারিত করিয়াছেন। বাজম্—বল। অর্ব্বৎসু—অশ্বদিগকে। পয়ঃ—দুগ্ধ। উস্রিয়াসু—গোষু। হৃৎসু—হৃদয়ে। ক্রতুং—কর্ম্মসঙ্কল্পং—সঙ্কল্প। অপ্সু—জলে। অগ্নিং—ঔর্ব্বং—বাড়বানল। দিবি—অন্তরিক্ষে। সূর্য্যম্—সূর্য্য। অদধাৎ—স্থাপন করিয়াছেন। সোমম্—সোমলতা। অদ্রৌ—পর্ব্বতে।

বঙ্গার্থ। এই বরুণ বৃক্ষের উপরিভাগে অন্তরিক্ষে বিস্তারিত করিয়াছেন, অশ্বকে বল, গাভিকে দুগ্ধ, হৃদয়ে সঙ্কল্প, জলে বাড়বানল দিয়াছেন। তিনি আকাশে সূর্য্য ও পর্ব্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।

নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ্জ রোদসী অন্তরিক্ষং। তেন বিশ্বভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম॥ ৩॥

পদপাঠঃ। নীচীনবারং। বরুণঃ। কবন্ধং। সসর্জ্জ। রোদসী। অন্তরিক্ষং। তেন। বিশ্বস্য। ভুবনস্য। রাজা। যবং। ন। বৃষ্টিঃ। বি। উনত্তি। ভূম।

ব্যাখ্যা। নীচীনবারং—অধোমুখছিদ্র। বরুণঃ—বরুণ। কবন্ধং—মেঘ। প্রসসর্জ্জ—করিয়াছেন। রোদসী—স্বর্গ ও পৃথিবী। অন্তরিক্ষং—অন্তরিক্ষ। অর্থাৎ লোকত্রয়ের হিতের জন্য। তেন ঐ জলের দ্বারা বিশ্বস্য—ভুবনস্য রাজা। বিশ্বভুবনের রাজা। যবং ন—যবমিব যবের ন্যায়। ব্যুনত্তিসিক্ত করেন। ভূম—ভূমিং, ভূমি।

বঙ্গার্থ। অখিল ভুবনের অধিপতি বরুণ স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের হিতার্থে মেঘে নিম্নভাগে ছিদ্র করিয়া দিয়াছেন। বৃষ্টি যেরূপ যবসিক্ত করে, তিনি তদ্রূপ সমগ্র ভূমিকে সিক্ত করেন।

উনত্তিভূমিং পৃথিবীমুত দ্যাং যদা দুগ্ধং বরুণো বষ্ট্যাদিৎ। সমভ্রেণ বসত পর্ব্বতাসস্তবিষীয়ন্তঃ শ্রথয়ন্তঃ বীরাঃ॥ ৪॥

পদপাঠঃ। উনত্তি। ভূমিং। পৃথিবীম্। উৎ। দ্যাং। যদা। দুগ্ধম্। বরুণঃ। বষ্টি। আৎ। ইৎ। সম্। অভ্রেণ। বসত। পর্ব্বতাসঃ। তবিষীয়ন্তং। শ্রথয়ন্তঃ। বীরাঃ।

ব্যাখ্যা। বরুণঃ—বরুণ। ভূমিং—পৃথিবী। পৃথিবীং—অন্তরিক্ষ। দ্যাং—দ্যুলোক। উনত্তি—আর্দ্র করেন। যদা—যখন। দুগ্ধং—উদকম্, জল। বষ্টি—কামনা করে। আদিৎ—অনন্তর। পর্ব্বতাসঃ—পর্ব্বতসমূহ। অভ্রেণ—মেঘের দ্বারা। সংবসন্ত—আবৃত করে। বিষীয়ন্তঃ—বলমিচ্ছন্তঃ, বল ইচ্ছা করিয়া। বীরা বিশেষেণ বৃষ্টিঃ প্রেরয়িতারো—বিশেষরূপ বৃষ্টি প্রেরণকারী মরুতঃ—মরুৎগণ। শ্রথয়ন্ত—মেঘ শিথিল করে।

বঙ্গানুবাদ। বরুণ যখন বৃষ্টি কামনা করেন, অর্থাৎ ওষধিবর্গ বৃদ্ধি হউক, এই ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং স্বর্গলোক আর্দ্র করেন। অনন্তর পর্ব্বত সকল মেঘের দ্বারা আবৃত হয় এবং বৃষ্টিপ্রদানকারী মরুৎগণ মেঘবৃন্দকে শিথিল করিয়া দেয়।

ইমামুষ্বাসুরস্য শ্রুতস্য মহীং মায়াং বরুণস্য প্রবোচম। মানেনেব তস্থিবাঁ অন্তরিক্ষে বিয়োমমে পৃথিবীং সূর্য্যেণ॥ ৫॥

পদপাঠ। ইমাং। উ। সু। আসুরস্য। শ্রুতস্য। মহীম্। মায়াম্। বরুণস্য। প্র। বোচম্। মানেন। ইব। তস্থিবান্। অন্তরিক্ষে। বি। যঃ। মমে। পৃথিবীম্। সূর্য্যেণ।

ব্যাখ্যা। অসুরস্য—অসুর সম্বন্ধিনঃ—শরীরে বসতি ইত্যেসুঃ প্রাণঃ—প্রাণবানের। শ্রুতস্য—প্রসিদ্ধের। মহীম—মহতী। ইমাং মায়াম—এই প্রজ্ঞা। প্রবোচম্—ঘোষণা করিতেছি। যো বরুণ অন্তরিক্ষে তস্থিবান—যে বরুণ অন্তরিক্ষে

থাকিয়া মানেনেব—মানদণ্ডের ন্যায়। সূর্য্যেন সূর্য্যের দ্বারা। পৃথিবীং—অন্তরিক্ষ। বিমমে—পরিমাণ করিয়াছেন।

বঙ্গার্থ। আমি প্রসিদ্ধ প্রাণবান বরুণের এই মহতী প্রজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি যে তিনি অন্তরিক্ষে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের দ্বারা মানদণ্ডের ন্যায় অন্তরিক্ষের পরিমাণ করিয়াছেন।

ইমামুন্নকবিতমস্য মায়াং মহীং দেবস্য নকিরা দধর্ষ। একং যদুদ্না ন পৃণন্ত্যেণীরাসিঞ্চন্তীরবনয়ঃ সমুদ্রং ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। ইমাম্। উ। নু। কবিতম্। অস্য। মায়াং। মহীং। দেবস্য। নকিঃ। আ। দধর্ষ। একম্। যৎ। উদ্না। ন। পৃণন্তি। এনীঃ। আসিঞ্চন্তীঃ। অবনয়ঃ। সমুদ্রম্।

ব্যাখ্যা। কবিতমস্য—প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞস্য—প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্নের। দেবস্য—দ্যোতমানস্য জ্যোতির্ম্ময় মহতীং মায়াং মহতী প্রজ্ঞা। নকি কেহই না। আদধর্ষ—খণ্ডন করা। উনু—পাদপুরণে। যৎ—যেহেতু। একং সমুদ্রম—এক সমুদ্র। এনীঃ—এন্যঃ শুভ্রাঃ—শুভ্র। আসিঞ্চন্তীঃ—বারীমোক্ষণকারী। অবনয়ঃ—নদী। উদ্না—জলের দ্বারা। ন পৃণন্তি—ন পূরয়ন্তি—পূরণ করিতে পারে না।

বঙ্গার্থ। প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাসম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় বরুণদেবের সুমহতী প্রজ্ঞা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। বরুণের সেই প্রজ্ঞাবশতঃ বারি মোক্ষণকারী নদীসমুহ একমাত্র সমুদ্রকেও পূরণ করিতে পারে না।

অর্য্যম্যং বরুণমিত্রং বা সখায়ং বা সদমিদ্ ভ্রাতরং বা। বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎ সীমাগশ্চ কৃমা শিশ্রথস্তৎ ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। অর্য্যম্যং। বরুণ। মিত্রং। বা। সখায়ং। বা। সদম্। ইত্। ভ্রাতরম্। বা। বেশম্। বা। নিত্যম্। বরুণ। অরণম্। বা। যৎ। সীম। আগঃ। চকৃম। শিশ্রথঃ। তৎ।

ব্যাখ্যা। অর্য্যম্যং—দাতা বা গুরু। অর্য্যম স্বার্থে যৎ প্রত্যয। বরুণ—হে বরুণ! মিত্র্যং—মিত্র। সখায়ং—সখা। সদম্ ইত্—সর্ব্বদাই। ভ্রাতরং—ভ্রাতা। বেশং—প্রতিবেশী। নিত্যং—নিরন্তর। অরণং—অশব্দ, মূক। আগঃ—অপরাধ। চকৃম—করিয়া থাকি শিশ্রথঃ তৎ—তাহা নষ্ট কর।

বঙ্গার্থ। হে বরুণ! আমরা গুরু, মিত্র সখা, ভ্রাতা, প্রতিবেশী বা মূকের নিকট যদি অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা নষ্ট কর।

কিতবাসো যদ্রিরিপুর্ন দীবি যদ্বা ঘ সত্যমুতযং ন বিদ্ম। সর্ব্বাতাবিষ্য শিথিরেব দেবাথ তে স্যামবরুণপ্রিয়াসঃ ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। কিতবাসঃ। যৎ। রি। রিপুঃ। ন দীবি। যৎ। বা। ঘ। সত্যম্। উৎ। যৎ। ন বিদ্ম। সর্ব্বা। তা। বি। স্য। শিথিরা। ইব দেব। অথ। তে। স্যাম। বরুণ। প্রিয়াসঃ।

ব্যাখ্যা। কিতবাসঃ—কিতবাদ্যূত কৃৎ কিন্তবাস্তি সর্ব্বং ময়া জিতমিতি বদতীতি কিতবঃ—তোমার আর কি আছে আমি সকল জয় করিয়াছি এইরূপ বলে যে—পাশক্রীড়ক শিথিরা—শিথিল। বিষ্য—মোচন কর।

বঙ্গানুবাদ। হে বরুণ! দ্যূতক্রীড়ার পাশ ক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কিছু করিয়া থাকি, তুমি তৎসমুদায় হইতে শিথিল বন্ধনের ন্যায় মুক্ত কর, তাহাহইলে আমরা তোমার প্রিয় হইবে।

# আমিত্বের প্রসার।

সংসারের গণ্ডগোল কি লইয়া? চীন, জাপানে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, উহার প্রকৃত কারণ কি? চীন মনে করে, জাপান আমা হইতে স্বতন্ত্র, জাপান মনে করে চীন আমা হইতে স্বতন্ত্র। জাপান যদি চীনকে জাপান জ্ঞান করিতে পারিত, চীন যদি জাপানকে চীন জ্ঞান করিতে পারিত, তাহাহইলে কি এত নররক্তপাত হইত? কখনই না। যদি আমি "তোমাকে" "আমি" জ্ঞান করিতে পারিতাম, তাহাহইলে আমি কি তোমাকে ঘৃণা করিতে পারিতাম? কখনই না। "তোমাকে" "আমা" হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি বলিয়াই আমি তোমাকে ভালবাসি না। আমিত্বের সঙ্কোচই অশান্তির কারণ, উহার প্রসারই সুখশান্তির মূল। প্রতিবেশী ধনবান হইলেন, আমি দরিদ্র রহিয়া গেলাম; মনে দ্বেষ জন্মিল, কেননা, প্রতিবেশীর সম্পদ আমি আত্ম সম্পদ জ্ঞান করি না। প্রতিবেশীকে আমি আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি বলিয়াই, তাহার সুখ, দুঃখ, আমার সুখ, দুঃখ হয় না। ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষে অনেক লোক দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিল, কিন্তু আমার প্রাণ কান্দিল না। কোথাকার ফরিদপুরের লোক? আমার সহিত সম্বন্ধ কি? আমি স্বতন্ত্র, আমার হৃদয়ে তাহাদের কষ্ট প্রতিভাত হইল না। আমি আমাকে ভাল বাসি, জগতে আমি ছাড়া আর কিছুই আমাকে প্রীতি দিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, আমিত্বের ধ্বংস কর, তবেই শান্তি। কথাটা ফিরাইয়া বলিলে বলা যায়, আমিত্বের প্রসার কর, তবেই শান্তি। আমিত্বের ধ্বংস হইলে, তোমাতে আমাতে কোন ভেদ থাকিল না, আমিত্বের প্রসার হইলেও, তাহাই হইল। আমিত্বের ধ্বংস এবং আমিত্বের প্রসার একই কথা। শাস্ত্র বলেন, সর্ব্বভূতে যিনি আত্মা দৃষ্টি করেন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতে দৃষ্টি করেন, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন। বস্তুতঃ আমাতে, তোমাতে এবং অন্যেতে কোন প্রভেদ নাই, অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ ভেদ দর্শন করিয়া থাকি। উচ্চ দার্শনিক মীমাংসা, যাহার বিবরণ ক্রমশঃ দেওয়া যাইবে, তাহা ছাড়িয়া দিয়া যদি স্থূল দৃষ্টিতেও দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাহইলে দেখিবে যে তোমার এবং আমার জীবন এত সংসৃষ্ট যে যে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার সুখের আসা দুরাশা। তুমি বড় মানুষ, তোমার কলেরা হইল, ডাক্তার আনিলে ব্যারাম আরোগ্য হইল। আমি গরিব, ব্যারাম হইল, ডাক্তার আসিল না, কলেরা রোগে মরিলাম, কেহই খবর লইল না। আমার মৃতদেহে কলেরা বিষ চারিদিক ব্যাপ্ত করিল, তুমি আমাকে এড়াইলে বটে, কিন্তু দূষিত বায়ু এড়াইতে পারিলে না, কলেরা তোমাকে এবং গ্রামস্থ তাবৎ লোককে আক্রমণ করিল, গ্রাম ছারখার গেল। আমাকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া চিকিৎসা করিলে, ইহা হইত না। তুমি নিজে সুস্থ থাকিবার উপায় করিলে সুস্থ থাকিতে পারিবে না, আমাকেও সুস্থ রাখা চাই। তোমার আমিত্বের বিস্তার কর, তাহা হইলেই সুখে থাকিতে পারিবা। যাহা প্রতিবেশীদিগের মধ্যে হইয়া থাকে, তাহা গ্রাম দেশ, মহাদেশের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে। ইয়ুরোপ বা আমেরিকা বা আসিয়া খণ্ডে অদ্য একটী নূতন ব্যারাম

আবির্ভাব হইলে, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই, দেখিবা উহা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং শান্তিকাম ব্যক্তির সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি চাই। কেবল নিজের দিকে চাইলে হইবে না, পরের দিকে দৃষ্টিপাত করা চাই। ইহাকে আমিত্বের বিস্তার বলে, ইহাকে পাশ্চাত্য বৈদান্তিকেরা "altruism" বলিয়া থাকেন। নিজে যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিলে. কিন্তু দরিদ্র জগৎ সে ধনে বঞ্চিত। শত শত প্রতিবেশী অন্নবস্ত্রে ক্লিষ্ট, তোমার দৃকপাত নাই। শতশত প্রতিবেশী অজ্ঞানবশতঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তুমি তোমার ধনেই মত্ত। কিন্তু দুই দিনও না যেতে, দস্যু তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল; তোমার ধন কোথায় গেল? দোষ কাহার? তোমার। তুমি বলিবা দস্যুর; কখনই না। তুমি দেশে দস্যু হতে দেও কেন? যাহারা দস্যু হইয়াছে, তুমি তোমার ধনের সদ্ব্যবহার করিলে, তাহারা যে আদৌ দস্যু হইত না। তুমি শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া জ্ঞানামৃত পান করিয়া, দেবতা হইয়া ঘরে বসিয়া দেবকার্য্যে নিরত থাকিলে; জ্ঞানামৃত আর কাহাকেও দান করিলে না; আর সকলে রাক্ষস হইয়া তোমার দেবকার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। তুমি তখন তাহাদের বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলে। কেন এত গণ্ডোগোলের দরকার কি? তাহাদিগকেও জ্ঞানামৃত দিয়া রাক্ষস না হইতে-দিলেই হইত। দেখ, দেশে যে এত রাক্ষস সে তোমারই দোষ। নিজের ছেলেটি বেশ লেখা-পড়া শিখেছে,—শান্ত, ধার্ম্মিক, কিন্তু প্রতিবেশীগণের পুত্রগুলি সকলই ষণ্ডামার্ক, তোমার ছেলেটিও, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া ষণ্ডামার্ক হইয়া গেল। সুতরাং কেবল নিজের ছেলেকে লেখা পড়া শিখালে চলিবে না, পরের ছেলেকেও লেখা পড়া শিখান চাই। জগৎ ব্রহ্মময়, সুতরাং কেহ কাহারও ছাড়া নহে, ক্ষুদ্র পিপীলিকাটীর সহিতও তোমার ঘনিষ্ট সম্বন্ধে রহিয়াছে। জ্ঞান বিকাশের সহিত, "আমিতে" যে ভালবাসা যখন উহার ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে তখন সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয়, তখন সকল গণ্ডগোল ঘুচিয়া যায়। ঐ যে তোমার পুত্রটী তোমার ক্রোড়ে মূত্র ত্যাগ করিল, কই তুমি ত শিহরিয়া উঠিলে না, কই তুমি নাসিকা কুঞ্চিত করিলে না; কিন্তু ঐ তোমার ভৃত্যের পুত্র তোমার বিছানায় আসিয়া মূত্র ত্যাগ করিল, তুমি চিৎকার করিলে, নে-নে, ভৃত্য অপ্রস্তুত, বালককে দুইটী চপটাঘাত করিয়া স্থানান্তরিত করিল। এইরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের মূল কোথা? আমি, তুমি। তুমি ভৃত্যের বালককে স্বীয় বালক হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা কর, তাই এত গণ্ডগোল। বালকের মূত্র ত্যাগ এ গণ্ডগোলের কারণ না। তোমার পুত্র পীড়িত, উত্থানশক্তি রহিত, মলমূত্রত্যাগ করিতেছে, তুমি বিনা ক্লেশে তাহা পরিষ্কার করিতেছ, বরং আনন্দ অনুভব করিতেছ। কিন্তু আমার পুত্রের জন্য ওরূপ করিতে পার না কেন? আমার পুত্রের মল মূত্র, তাহার কারণ নহে। দুর্গন্ধ উভয়েতেই সমান। কারণ, আমার পুত্রকে স্বীয় পুত্র সদৃশ জ্ঞান কর না বলিয়া। তোমার আমিত্ব নেহায়েত সঙ্কুচিত বলিয়া পার না। আমিত্ব বিস্তার করিতে পারিলে, আমার পুত্রের মল মূত্র পরিষ্কার করাতেও তোমার আনন্দ হইত। মেথরকে স্পর্শ কর না কেন? ভেবে দেখ। মেথর মূর্খ সেই জন্য কি? তবে দেখ, অমুক সে মেথরের ন্যায় মূর্খ, কিন্তু তাহাকে তুমি স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হও না। মেথর কৃষ্ণবর্ণ, মেথর অধার্ম্মিক ইত্যাদি যে সমুদায় কারণ তুমি মেথরকে স্পর্শ না করিবার কারণ দেখাইবা তাহা সমুদায়ই অমুকের থাকা সত্বেও তুমি

তাহাকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হও না। তবে মেথর তোমার মল স্পর্শ করে, এই জন্য তুমি তাহাকে ঘৃণা কর। অঙ্গ ধৌত করিয়া আসিলে কি তাহাকে স্পর্শ কর? না, তাহাও কর না। তুমিও কিন্তু প্রত্যহ মল স্পর্শ কর, হস্ত পদ ধৌত করিলে, তুমি শুচি হইলে; মেথর কিন্তু হইল না! মেথরের আত্মা কি মল স্পর্শ করিতে পারে? শরীর মলসংযুক্ত হইলে, উহা ধৌত করিলে, তাহার অঙ্গ তোমার ন্যায় পরিশুদ্ধ কেন হইবে না? এখন দেখ মল তুমিও স্পর্শ কর, সুতরাং মল স্পর্শ করা বলিয়া মেথর তোমার নিকট হেয় নহে। মেথরকে তুমি স্বতন্ত্র বিবেচনা কর, বলিয়াই হেয় বিবেচনা কর। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইল, তোমার অসহ্য উদ্বেগ হইল। কিন্তু তোমার নিজের গাত্রে কুষ্ঠ হইলে, কি কর? সুতরাং কুষ্ঠরোগের জন্যই যে তুমি কুষ্ঠাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা কর, তাহা নহে। তুমি তাহাকে স্বতন্ত্র মনে কর বলিয়াই এইরূপ ঘৃণা কর। নিজের অঙ্গে একটি ক্ষত হইলে, তখন তাহার চিকিৎসাই কর, যাহাতে উহা আরোগ্য হয় তাহার চেষ্টা কর। পরকে যদি আপন জ্ঞান করিতে পারিতে, তাহাহইলে পরের অঙ্গে ক্ষত হইলেও উহা আপনার অঙ্গের ক্ষতের ন্যায় আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিতে। তুমি সুস্থ, তুমি বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, ধনী। অন্যান্যকেও তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক বিদ্বান কর। পাপী, রোগী, মূর্খ, দরিদ্রকে ঘৃণা করিও না, তাহাদিগকে তোমার উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত করানের চেষ্টা কর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহা না করিলে, তোমার নিজের যাহা কিছু আছে, তাহাও বৃথা। তুমি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয়, বিলাসশূন্য, বেদজ্ঞ ইত্যাদি, কিন্তু তুমি যদি একা ব্রাহ্মণ মাত্র থাকিলে, আর দেশের অধিকাংশ লোক যদি শূদ্র, অর্থাৎ অনক্ষর, অধার্ম্মিক ইত্যাদি রহিয়া গেল, তাহা হইলে শূদ্র সংস্রবে, তোমার ব্রাহ্মণত্ব থাকিতে পারে না। আমিত্বের বিস্তার ভিন্ন কিছুতেই রক্ষা নাই। শাস্ত্রে আদেশ আছে শূদ্রকে বেদ পড়াইবে না। আদেশ যুক্তিসঙ্গত কিন্তু অনাবশ্যক শূদ্র অনক্ষর সে বেদ পড়িবে কেমন করে? যে 'ক' 'খ' না জানে সে ঋষি হৃদয় প্রসূত উচ্চভাব কিরূপে অধিকার করিবে? কিন্তু শূদ্রকেও ত উন্নত করিতে হইবে। সংসারে যাহারা চোর, ডাকাইত, মিথ্যাবাদী, মূর্খ আছে, তাহাদিগকে চিরকাল সেই সেই অবস্থায় রাখিয়া দিতে হইবে, না তাহাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে? শূদ্র লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিল, শূদ্র আহার বিহার ইত্যাদিতে সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার শূদ্রত্ব থাকিল না; তখন তাহাকে বেদ কেন পড়াইবে না? অতি নীচ এবং অতি মহৎ ব্যক্তির জীবনের পরিণাম আদর্শ একই ব্রহ্ম দর্শন বা মোক্ষপ্রাপ্তি, তাহা হইতে কেহই বঞ্চিত হইবে না। উচ্চাধিকারীদিগের নিম্ন অধিকারীদিগকে পথ প্রদর্শন করাইয়া গন্তব্য স্থানে লইতে হইবে, না তাহাদিগকে চিরকালই অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরিতে দিয়া ব্রহ্ম হইতে বঞ্চিত রাখিতে হইবে? তুমি সমাজে যাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বল, বেশ করে চক্ষু মেলিয়া দেখ, তাঁহার মধ্যে অনেক শূদ্র দেখিতে পারিবা, আর যাহাদিগকে শূদ্র বল তাহাদিগের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণ দেখিতে পারিবে। তুমি ব্রাহ্মণ নামধারী শূদ্রদিগকে বেদ পড়াইতে চাও, কিন্তু শূদ্র নামধারী ব্রাহ্মণদিগকে উহা হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাও। এটী ঘোর অবিদ্যাজনিত কার্য্য। ব্রাহ্মণ শূদ্র, দুইটী পারিভাষিক শব্দমাত্র, নতুবা ঐ দুইটী কথার মধ্যে আর কিছুই নাই। এই

এই গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়, এই এই গুণ থাকিলে তাহাকে শূদ্র বলা যায়। ইহা ভিন্ন উহার মধ্যে আর কিছুই নাই। তোমরা কেবল কথা লইয়া মারামারি কর, বস্তুর মূলে যাও না। শব্দ বস্তুর পরিচারক। এক খণ্ড লৌহকে তুমি যত উচ্চৈস্বরেই স্বর্ণ বলিয়া পরিচয় দেওনা কেন, সে কি কখন সুবর্ণ হইতে পারে? আর যথার্থ সুবর্ণকে যদি তুমি রাজাজ্ঞা প্রচারেও লৌহ করিয়া তুলিতে চাও, তাহার সুবর্ণত্ব কিছুতেই যাইবে না। যথার্থ ব্রাহ্মণকে তুমি শূদ্রই বল আর যাই বল, সে ব্রাহ্মণই রহিবে, আর যথার্থ শূদ্রকে তুমি যতই কেন ব্রাহ্মণ বলিতে থাক না, তাহার শূদ্রত্ব জাজ্বল্যমান রহিবেই রহিবে। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ কখন যথার্থ শূদ্রকে ঘৃণা করিবে না। সে তাহাকে আস্তে আস্তে উচ্চপ্রদেশে লইয়া যাইবে। তাহার অধিকার অনুসারে শিক্ষাদান করিবে। শিক্ষা প্রদানে ক্রমশঃ অধিকারে বৃদ্ধি হইতে হইতে সেও তোমার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। শূদ্রকে বেদ পাঠ করাইবে না, এই আদেশটী সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শূদ্র আদৌ বেদ পাঠ করিতে চাহিবে না। সে বেদের বুঝিবে কি? তুমি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও সে বুঝিবে না। যদি বল যে এক বৎসরের শিশুকে যুদ্ধে যাইতে দিও না, উহা ঠিক্ "শূদ্রকে বেদ পাঠ করিতে দিও না," এই আদেশের তুল্য আদেশ হয়। কিন্তু শিশু কি আর বাড়িবে না? সে যখন যুদ্ধের উপযোগী হইবে, তখন তাহাকে যুদ্ধে যাইতে কেন দিবা না? তাহাকে তুমি চিরকাল আর শিশু করিয়া রাখিবে না? যখন সে যুদ্ধের উপযোগী হইল, তখন আর শিশু রহিল না, সুতরাং শিশুকে যুদ্ধে পাঠাইবা না, এ আদেশ অনাবশ্যক। সংসারে যাহা উৎকৃষ্ট তাহারই বৃদ্ধি করা আবশ্যক, যাহা অপকৃষ্ট তাহার হ্রাস করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণত্ব যদি উৎকৃষ্ট হও, তবে উহার বৃদ্ধিই আবশ্যক; শূদ্রত্ব যদি অপকৃষ্ট হয়, তাহাহইলে উহার হ্রাসই আবশ্যক। প্রত্যেকের নিজের "আমি" পরব্রহ্মের "আমির" দিক্ লওয়া চাই, আর নিম্নের "আমি" গুলি উপরের "আমির" দিকে আনা চাই। ক্রমশঃ নিম্ন উপাধিগ্রস্থ "আমি" উচ্চ উপাধিগ্রস্থ "আমি" করিতে হইবে। উচ্চ উপাধিগ্রস্থ "আমি" দিগকে নিরুপাধি পরমব্রহ্মের "আমি" করিতে হইবে। এই "আমি" ত্বের প্রসার এবং সঙ্কোচই জগতের মঙ্গল এবং অমঙ্গলের কারণ।

সংসারে যে কিছু গণ্ডগোল দেখিবে, উহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, উহার মূলে আমিত্বের সঙ্কোচ রহিয়াছে। কি পারিবারিক, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক সর্ব্ববিষয়ক অশান্তিই আমিত্বে সঙ্কোচজনিত। রাম শ্যাম দুই সহোদর ভ্রাতা, কিন্তু রাম শ্যামের মুখদর্শন করেন না, শ্যাম রামের মুখদর্শন করেন না। ব্যবহার দেখিলে একই পিতা মাতার সন্তান বলিয়া কিছুতেই বোধ হয় না। ঠিক্ যেন, একজন সর্প আর একজন নকুল। পরস্পরের আপদ বিপদে রক্ষা করা দূরে থাকুক, দেবাসুরের ন্যায় পরস্পরের সংহার চেষ্টা দিবারাত্রি অন্তঃকরণে জাগরূক। একজনের সুখে আর একজন মহা দুঃখিত, একজনের দুঃখে আর একজন মহাসুখী। রাম জ্যেষ্ঠ। পৈতৃকসম্পত্তির কতকাংশ হইতে শ্যামকে বঞ্চিত করাই বিবাদের মূল। রাম, শ্যামকে আমির বাহিরে ফেলিয়া দিয়া, আমিত্বটুকু নিজেতেই সঙ্কোচ করিয়া ফেলিলেন, সর্ব্বস্ব নিজেই উদরস্থ করিলেন। শ্যামও নিজের আমি ছাড়া আর কোন আমি জানেন না, রামের আমির সকল ধন হইল, তাহার আমি

ক্ষিত হইল, সুতরাং তাহার সঙ্কীর্ণ আমি নতান্ত ক্ষুদ্ধ হইল। রাম শ্যাম সকল অবস্থার াকের মধ্যেই দেখিতে পারিবে। যাহারা মাজে মান্য, গণ্য, ধনী, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক িয়া পরিচয় দেন, যাহারা বড়লোক বলিয়া েশ পরিচিত, জীবনী লেখকেরা যাহাদের ানের উচ্চ আদর্শ সমাজের অনুন্নত ব্যক্তি- েগর আদর্শস্বরূপ করিতে চাহেন, তাহাদের েধ্যও রাম শ্যাম দেখিতে পারিবে, অপর- ক্ষে অনক্ষর অজ্ঞানী, নির্দ্ধন, নগণ্য ব্যক্তি- েগর মধ্যেও রাম শ্যাম দেখিতে পারিবে। িদার রাম শ্যাম হয়ত জমিদারি লইয়া বম্পরের বিনাশে সমুদ্যত, আর কৃষক রাম াম হয়ত পৈতৃক ভূমিখণ্ডের একহস্ত প্রমাণ ামা লইয়া বিবাদে পরস্পরের মস্তকে লগুড় াঘাত করিতেছে। সমাজের কৃত্রিম উচ্চ াদর্শ পরিত্যাগ করিলে, জমিদার রাম শ্যাম যক রাম শ্যাম হইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ েহন। বৃক্ষোপরে ঐ যে দুইটি চিল একটুক্রা ংস লইয়া বিবাদ করিতেছে, রাম শ্যাম উহা- েগের অপেক্ষা কোন্ অংশে ভাল? মানুষ ম শ্যাম কেবল মানুষের আকার ধারণ করিয়া েন, চিল রাম শ্যাম পক্ষীর আকার ধারণ িয়াছে। উভয়ের মধ্যে এই আকারগত ভদমাত্র, প্রকৃতিগত ভেদ কোথায়? সুন্দর- ন ব্যাঘ্র আছে,—বলবান, নৃশংস, স্বীয় উদর র্ণ করিবার জন্য কতশত দুর্ব্বল প্রাণীসংহার িরিতেছে, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ ামার সমাজেও কতশত ব্যাঘ্র দেখিতে ারিবে? সুন্দর বনের ব্যাঘ্র অনেক সময়ে থেম উদ্যমেই শিকারের প্রাণসংহার করে, ন্তু তোমার ভ্রাতা ব্যাঘ্রেরা হয়ত আস্তে াস্তে স্বীয় শিকারের বিনাশ সাধন করিয়া ধিকতর নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করে। ভেদ যাহা তাহা আকৃতিগত, প্রকৃতিগত কোন ভেদই নাই। তোমার যদি দূর দৃষ্টি থাকে, তাহাহইলে দেখিতে পারিবে, যে আকৃতিগত ভেদও নাই, দেখিতে পারিবে যে ব্যাঘ্র প্রকৃতি মনুষ্য যথার্থই ব্যাঘ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। শৃগাল, কুকুর, বিড়াল, সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, কাক, শকুনি প্রভৃতির ন্যায় আমরা সকলেই আমিত্ব লইয়াই ব্যস্ত। স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইলেই যথেষ্ট। বলি, যদি ইতর প্রাণীর ন্যায় মানুষও একটুক্রা মাংসই জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিয়া ফেলিল, তাহাহইলে মানুষ আর মানুষ থাকিল কোথায়? বস্তুতঃ দিব্যনেত্র দিয়া দেখিলে, সমাজে যাহাদিগকে মানুষ মনে কর, তাহাদিগের মধ্যে মানুষ বড় দেখিতে পারিবে না, প্রায়ই শৃগাল, কুকুর, বানর আদি রাজ সিংহাসন, বিচারাসন, ধর্ম্ম-মন্দির আদি পবিত্র স্থান অধিকার করিয়া আছে দেখিতে পাইবে। আর যাহাদিগকে তুমি শৃগাল কুকুর জ্ঞান করিয়া সদা সর্ব্বদা দূর দূর করিতেছ, ছায়া- মাত্র স্পর্শ করিলে, স্নানদ্বারা দেহ শুচি করি- তেছ, হয়ত তাহাদের মধ্যে অনেক প্রকৃত মানুষ দেখিতে পারিবে। প্রকৃত মানুষকে পদতলে দলিত করিতেছ, আর প্রকৃত শৃগাল ও কুকুরের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছ। সর্পকে রজ্জু জ্ঞান করিয়া নির্ভয়ে রহিয়াছে, আর রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করিয়া ভয়ে ভীত হইতেছ। অবিদ্যা-জনিত অধ্যাস তোমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে। জ্ঞানশূন্য হইয়া তুমি বস্তুকে অবস্তু ও অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করিতেছ। আমিত্বের চরিতার্থই জীবনের প্রধান কার্য্য মনে করিতেছ এবং যাহাদের আমিত্বের সঙ্কোচ অধিক তাহাদিগকেই তুমি প্রধান মনে করি- তেছ। এই আমিত্বের সঙ্কোচই সংসারের তাবৎ অশান্তির মূল। এই আমিত্বের সঙ্কোচ

হেতুই মানুষ পশুরূপে পরিণত হয়। আমিত্বের সঙ্কোচ পরিত্যাগ কর, নিজে দেবতা হও সকলকে দেবতা করিতে চেষ্টা কর, তাহাহইলে সর্ব্বত্রই শান্তি দেখিতে পারিবে।

সমাজবিশেষে ব্যক্তিবিশেষ অপর ব্যক্তিকে যেরূপ স্বতন্ত্র বিবেচনা না করিলে, সেই সমাজ দেবসমাজে পরিণত হইত, সেইরূপ দেশ-বিশেষ অপর দেশকে স্বতন্ত্র বিবেচনা না করিলে, সমগ্র পৃথিবী স্বর্গ রাজ্য হইত। ইংলণ্ড যে ভারতের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমিত্বের সঙ্কোচই তাহার কারণ। গবর্ণমেণ্ট যে ম্যানচেষ্টারের অনুরোধে দেশীয় বস্ত্রের উপরও শুল্ক বসাইলেন, উহাও ঐ আমিত্বের সঙ্কোচহেতু। উপযুক্ত ভারত-বাসীরা যে স্বীয় দেশেও উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েন না, সেও ইংলণ্ডের আমিত্বের সঙ্কোচহেতু। মান্দ্রাজ ন্যাসানাল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টওয়েব-সাহেব বলিয়াছেন যে সমগ্র পৃথিবী তাহার স্বদেশ, এবং সমগ্র মনুষ্যজাতি তাহার স্বদেশ-বাসী। যদি ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকের এইরূপ আমিত্বের প্রসার থাকিত, তাহাহইলে ভারতের এত দুর্দ্দশা হইত না! কিন্তু ইংল-ণ্ডেরও আমিত্বের সঙ্কোচহেতু পরিণামে বিষময় ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে। বিধাতার রাজ্যে আমিত্বের সঙ্কোচ লইয়া কেহই কুশল-ভাগী হইতে পারে না, এটি অকাট্য সত্য। আমিত্বের সঙ্কোচহেতুই যে এই সংসারের সকল অশান্তি তাহার সহস্র উদাহরণ বুদ্ধিমান পাঠক নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন, এইজন্য উহার সবিশেষ আলোচনায় প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ এই আমিত্বের প্রসার বৃদ্ধি করার জন্য বহুবিধ উৎকৃষ্ট উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। হিন্দুর একটি সংস্কার লও—বিবাহ। বিবাহের উদ্দেশ্য আমিত্বের প্রসার। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিও না, বেশ নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখ, বিবাহ বিধান কি জন্য হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু বিবাহ হিন্দুর পক্ষে একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রাচীন ঋষিদিগের জীবনী পাঠ কর, দেখিতে পারিবে যে ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য আদি মহাপুরুষগণ সকলেই দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বেদপাঠ কর, দেখিতে পারিবে যে ঋষিদিগের পুত্র, পৌত্রাদি-রাও পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় আধ্যাত্মিক ক্ষমতা-প্রভাবে ঋষিপদ অধিকার করিয়াছেন। হিন্দু-মাত্রে বিবাহ একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান। অন্যান্য জাতি-দিগের মধ্যে যেরূপ bachelor অবিবাহিত থাকায় দোষ নাই, হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা নহে; অবশ্য যাহারা চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাহাদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ; উহার বিবরণ সবিশেষ পরে বলিতেছি। এখন বিবেচনা কর বিবাহের উদ্দেশ্য কি? যদি বল, ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যাই বিবাহের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে ত বিবাহ না করিয়াও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা যায়। শত শত লোক প্রত্যহ ঐরূপ প্রণালীতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেছে। এই স্থানে একটা গল্প মনে পড়িল, গল্পটায় কিছু অশ্লীলতা দোষ থাকে বিবেচনা করিলেও পাঠক মাপ করিবেন। পঞ্জাবদেশ পরিভ্রমণকালে ঐ কথাটি বিশ্বস্তসূত্রে শুনি। গল্পটি এই—পঞ্জাবের একজন বড় সিভি-লিয়ান, যিনি পরে উচ্চ রাজকীয়পদে উন্নীত হয়েন এবং পরে নানাবিধ গণ্ডোগোলহেতু লাঞ্ছনাও ভোগ করেন, তিনি অবিবাহিত ছিলেন। নাম বলিব না, কারণ প্রয়োজন নাই। অবিবাহিত সাহেবের সহিত একজন বৃদ্ধ দেশীয় বড়লোক সাক্ষাৎ করিতে যান। নানাবিধ আলাপ আপ্যায়িতের পর, বৃদ্ধ দেশী-

াগে সাহেবকে বলিলেন; "সাহেব তুমি দিব্য
শ্রী পুরুষ, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ধনবান্, এ অবস্থায়
বাহ কর না কেন।" সাহেব বলিলেন, "বিবাহ
বিব কেন;" বৃদ্ধ বলিলেন—"পুত্রকন্যা না
কিলে কি সংসারে সুখ হয়?" সাহেব
ৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া অন্য একটি কুঠরি হইতে
কখানি এলবাম আনিয়া বৃদ্ধকে তিন চারিটি
লক বালিকার ফটো দেখাইলেন এবং বলি-
ন, "এইটি প্রথম, এইটি দ্বিতীয়, এইটি তৃতীয়,
ইটি চতুর্থ সন্তান, সুতরাং পুত্রোৎপাদনই যদি
বাহের উদ্দেশ্য হয়, তাহাত আমার হইয়া
যাছে; আর বিবাহের দরকার কি?" বৃদ্ধ
বাক্। বস্তুতঃ বিবাহ না করিয়াও যেরূপ
ন্দ্রিয় চরিতার্থ করা যায়, সেইরূপ বিবাহ না
রিয়াও সন্তানোৎপাদন করা যায়। ইতর
াণীরা বিবাহ সংস্কার সম্পাদন না করিয়াও
ানোৎপাদন করিতেছে। সুতরাং কেবল
ানোৎপাদনের জন্য বিবাহের প্রয়োজন হয়
। বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইহার উদ্দেশ্য আমি-
র প্রসার। অবিদ্যাহেতু মানুষ অহংকারে
আমিত্বে পরিপূর্ণ। আমি ভিন্ন সে আর কিছুই
বে না। যাহাতে আমি দেখে, বা যাহাকে
মি জ্ঞান করে, তাহাতেই প্রীতি পায়,
মি ভিন্ন কিছুতেই প্রীতি নাই। শিক্ষা
ধকার ভেদে হয়। নিতান্ত অজ্ঞানকে একে-
র অত্যুচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়া যায় না, এইরূপ
ন দিলে, সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না।
খানে পূর্ব্বে ছিল, সেইখানেই থাকিয়া যায়।
তরাং তাহাকে আস্তে আস্তে উচ্চদিকে লইয়া
তে হয়। এখন চিন্তা করিয়া দেখ। বিবাহ
লে, স্ত্রী পাইলাম, ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যা হইবে,
ারিক নানাবিধ সুবিধা হইবে, পুত্র পৌত্রে
নন্দে কালযাপন করিবে, ইত্যাদি কত আশা
াহের প্রাক্কালে মানবের হৃদয়ে উত্থিত
হয়। বিবাহ হইল, দুই দিন পরেই পূর্ব্বের
অযথা সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। মহা বিপদ।
একা ছিলাম, বেশ ছিলাম, আজ মান্দ্রাজ,
কাল বোম্বাই, পরশ্ব লাহোর, তারপর দিন
কাশ্মীর, তারপর দিন তিব্বত ইত্যাদি যাইতে
পারিতাম। এক পেট, যেরূপ হয় চলিয়া
যাইত। চাই শ্রম করি, বা নাই করি, দিন
একরূপ কাটিয়াই যাইত। একি বিপদ। খাট,
খাট, সকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত খাট,
খাট। বিশ্রাম নাই। নিজের সুখ কোথায়।
ভার্য্যা হয় ত চিররোগিণী, নিজের এই শ্রম
তাহাতে আবার তাহার শুশ্রূষা। ক্রমে পুত্র,
কন্যা, তাহাদের বিবাহ শিক্ষা ইত্যাদি ঘাড়ে
চাপিল। তাহাদের ব্যারাম, পীড়া, সুখ, দুঃখ
আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।
বিবাহের পূর্ব্বের সেই সুখের স্বপ্ন এখন
কোথায়? সব গিয়াছে, দীন, হীন, মলিন,
চিন্তাজ্বরে অহরহ জ্বরিত, ঐ দেখ বিবাহিত
পুরুষ নিজ সুখের চিন্তামাত্র না করিয়া কিসে
পুত্র পরিবার প্রতিপালন করিবে, কিসে তাহা-
দের সুখ হইবে, কিসে তাহাদের সুশিক্ষা
হইবে, কিসে তাহাদের শরীর সুস্থ থাকিবে,
কিসে কন্যাগণ উত্তম পাত্রস্থ হইবে, ইত্যাদি
চিন্তায় আত্মসুখ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। বিবা-
হের উদ্দেশ্যও সাধিত হইয়াছে। বিবাহের
উদ্দেশ্য, সুখ নহে। বিবাহের উদ্দেশ্য আমিত্বের
প্রসার। বিবাহের উদ্দেশ্য স্বীয় সঙ্কুচিত "আমি"
কে আস্তে আস্তে পরের "আমি"কে নিজ "আমি"
জ্ঞান করান। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ কি একেবারে
অসংস্পৃষ্ট ব্যক্তিতে নিজের আমি বিসর্জ্জন
দিতে পারে? কখনই না, এই জন্যই বিবা-
হের বিধান। যাই বিবাহ হইল, অমনি তোমার
আমি যাহা কেবল তোমাতে ছিল, তাহা অন্য
একজনে যাইয়া বিস্তৃত হইল। আর একজনের

সুখ দুঃখের সহিত তোমার সুখ দুঃখ মিশিয়া গেল। যাহা একে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা যাইয়া দুয়ে বিস্তৃত হইল। তুমি তোমার আমি ছাড়া অন্ততঃ আর একজনকে আমি মনে করিতে লাগিলে। কেবল নিজে ভাল কাপড় পরিলে চলিবে না, ভার্য্যাকেও দিতে হইবে। কেবল নিজে ঘড়ির চেইন ঝুলাইলে হইবে না, ভার্য্যাকেও হ্যামিলটনের বাড়ীর মণিমুক্তাখচিত বলয়, কুণ্ডলাদি অলঙ্কার দিতে হইবে। নিজের অসুখ হইলে কেবল চিকিৎসক আনিলে চলিল না, ভার্য্যার জন্যেও চিকিৎসা ও সুশ্রূষা করার দরকার হইল। তোমার অসংযত আমি সংযত হইল, তোমার অশৃঙ্খল আমি শৃঙ্খলে পড়িল, তোমার সঙ্কুচিত আমি একটু বিস্তৃত হইল। তুমি আপনার দেহাতিরিক্ত দেহীকেও আপন জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলে। যে কাল্পনিক সুখের আশাতে তুমি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলে, দেখিলে সে কিছু নহে। তোমার চিত্ত উন্নত হইতে আরম্ভ করিল, তোমার হৃদয় প্রশস্ত হইতে আরম্ভ করিল, তুমি স্বার্থত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, তোমার আমিত্ব দিন দিন শুক্ল-পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। যখন বিবাহ না হইয়াছিল, তখন তুমি যাহা উপার্জ্জন করিতে বিলাসের জন্য, সমুদায় ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতে না। যখন বিবাহ হইল, অমনি তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা আরম্ভ হইল, আর একটি প্রাণীর সমস্ত ভার তুমি গ্রহণ করিলে, তোমার দায়িত্ব বোধ হইল। বিবাহের উদ্দেশ্য সাধিত হইল। ক্রমে পুত্র কন্যাদি জন্মিলে তখন তোমার ঐ দায়িত্ব জ্ঞান আর বাড়িতে লাগিল। তোমার একা আমি এখন অনেক আমি হইয়া দাঁড়াইল। নিজে না খাইয়া না পরিয়া ছেলেদিগকে কালেজে পড়াইতে আরম্ভ করিলে, নিজে কষ্ট সহ্য করিয়াও কন্যাকে সুপাত্রস্থ করিলে। পুত্র, পৌত্র, দৌহি[ত্র] আদিতে ক্রমে তুমি বৃহৎ একটি আমি হই[য়া] বসিলে। ভেবে দেখ, তখন তোমার নিজে[র] আমির কোন চিন্তাই নাই, সব চিন্তাই "[ঐ] ছোঁড়াদের" জন্য, কেমন তাই না? তবে বিবাহে তোমার আমিত্বের প্রসার করিয়া দিল। যখন গুরুগৃহে বাস করিতাম, তখন একদি[ন] নিজ মঙ্গল সংবাদ না লিখিলে, পিতা মা[তা] কতই চিন্তিত হইয়া পত্র লিখিতেন, ভাবিতা[ম] এ আবার কি? একদিন পত্র লিখি নাই তাহাতে ইহাঁদের এত চিন্তা কেন? ত[খন] আমি বড় সঙ্কুচিত ছিল। পুত্রের উপর পি[তা] মাতার যে কি স্নেহ, তাহা বুঝিতে পারিতা[ম] না। কিন্তু বিবাহ হইল, পুত্র জন্মিল। ত[খন] পুত্রটী চক্ষুর অন্তরালে গেলেই চিন্তা। ত[খন] পূর্ব্বকথা মনে পড়িল। বটে, বটে, এই কারণ। এই জন্যই পিতা মাতার "এত চি[ন্তা] হইত। নিজের পুত্র না হইলে, পুত্রের প্র[তি] পিতামাতার যে কি স্নেহ তাহা বোধগম্য ক[রা] যায় না। নিজের পুত্র হইলেই, পিতামাত[ার] প্রতি অচলাভক্তি আসিয়া উপস্থিত হ[য়।] তখনই পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম আদি কথার য[থা]-তাৎপর্য্য বোধ করা যায়। অজ্ঞানীরা ঠেকি[য়া] শিখে। শুকদেবাদি পরমযোগীর ন্যায় দুই এ[ক] মহাত্মা ব্যতীত সংসারের অধিকাংশ লো[ক] কিঞ্চিদধিক বা ন্যূন তমসাচ্ছন্ন। নির্ম্মল বিবে[ক] অতি অল্প মানুষের আছে। তাহাদের আ[মি] অতি সঙ্কুচিত। এই জন্য সাধারণ ব্যক্তিদি[গের] পক্ষে সনাতন শাস্ত্রানুসারে আমিত্বের প্রসা[রের] জন্য বিবাহ একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। য[খন] তোমার নিজের ছেলেকে আদর করি[তে] শিখিলে, নিজের ছেলের জন্য প্রাণদিতে শিখি[লে] তখনই তুমি বুঝিতে পারিলে, যে অপ[রে] ছেলের প্রতিও অপরের ছেলের ঐরূপ ভা[ব]

তামার সঙ্কুচিত আমি প্রথমতঃ তোমার নজের পুত্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। আত্মপুত্র হইতে উহা অন্যের পুত্রেতেও যাইয়া বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল। "আহা ঐ ছেলেটী খায় নাই, উহাকে একটু খাবার দেও না কেন," এই যে কথা তোমাকে মাঝে মাঝে বলিতে শুনি, উহার কারণ তোমার পুত্র। তোমার পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ পরের পুত্রের কষ্ট ও তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে পারিল। উহা না হইলে, অজ্ঞানাবচ্ছন্ন তোমার ঐরূপ হইত কি না সন্দেহ। ইংরাজেরা "bachelor" বা অবিবাহিতদিগকে "Unsocial boor" "অসমাজিক শূকর" আখ্যা সাধারণতঃ দিয়া থাকে, তাহার কারণ ঐরূপ অবিবাহিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়া থাকে, তাহারা নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা ভিন্ন আর কিছুই জানে না। তাহাদের আমিত্ব অত্যন্ত সঙ্কুচিত।

তবে যদি তুমি শুকদেবের বা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিবেকী পুরুষ হও, তাহাহইলে তোমার বিবাহের প্রয়োজন নাই। কারণ যে উদ্দেশ্যে বিবাহ তোমার পূর্ব্বেই সাধিত হইয়াছে; তুমি যদি বিবাহের পূর্ব্বেই বিশ্বকে আমি বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখিয়া থাক, তাহাহইলে বিবাহ সংসারে তোমাকে আবার কি শিখাইবে। যখন তুমি বিশ্বজগৎকে মিত্রভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়া থাক, তখন আর তোমাকে বিবাহে কি শিক্ষা দিবে, বেদজ্ঞ ব্যক্তির আর 'ক' 'খ' পড়িতে হইবে কেন? সনাতন শাস্ত্রও এইজন্য ঐরূপ ব্যক্তিদিগের জন্য বিবাহ অনাবশ্যক বলিয়া গিয়াছেন। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়ই যদি ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান অথবা আমিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ বা প্রসার হইয়া যায়, তাহা হইলে আর দারপরিগ্রহের আবশ্যক থাকে না। তখন আর সম্বন্ধ সংস্থাপনপূর্ব্বক আমিত্বের প্রসারের আবশ্যক হয় না। যদি ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় ঐ আমিত্বের ঐরূপ প্রসার না হয়, তাহাহইলে ব্রহ্মচর্য্যান্তেই দারপরিগ্রহ আবশ্যক। সনাতন শাস্ত্রেরও ঐরূপ বিধান। বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলাতে ইংরাজি শিক্ষিত পাঠকেরা বিলায়তি নানামত স্মরণ করিয়া লেখককে হয় ত মূর্খ বা বাতুলজ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ হইয়া চলিল বলিয়া, ঐ বিষয় ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ—

---

# সর্ব্বমেধ প্রকরণ।

## যজুর্ব্বেদ।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদুচন্দ্রমাঃ; তদেব শুক্রন্তদব্রহ্ম ত আপঃ স প্রজাপতিঃ॥ ১॥

পদপাঠঃ। তৎ। এব। অগ্নিঃ। তৎ। আদিত্যঃ। তৎ। বায়ুঃ। তৎ। উ। চন্দ্রমাঃ। তৎ। এব। শুক্রং। তৎ। ব্রহ্ম। তাঃ। আপঃ। সঃ। প্রজাপতিঃ।

বঙ্গার্থ। তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জল, তিনিই প্রজাপতি।

এই সমুদায় অর্থাৎ অগ্নি আদি শব্দের ধাত্বর্থ লইলে ব্রহ্ম বুঝায়, এবং এই সমুদায় শব্দের দ্বারা তৎ তৎ নাম প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থও বুঝায়। সকল পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তিই ব্রহ্ম। বৈদিক ঋষিগণের সেই অন্তর্নিহিত শক্তির দিকেই

ৃষ্টিপাত ছিল। পরব্রহ্মে তাহাদের হৃদয় এতই পরিপূর্ণ ছিল, যে তাঁহারা সর্ব্বাধারে তাঁহাকেই দেখিতে পাইতেন। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই সেই পরব্রহ্মের বিকাশ, ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল।

হিন্দু-পত্রিকা ১ম, ২য়, ৩য় ও চতুর্থ সংখ্যার অগ্নিস্তোত্র দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।
নৈনমূর্দ্ধ্বন্নতির্য্যঞ্চ ন্ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। সর্ব্বে। নিমেষাঃ। জজ্ঞিরে। বিদ্যুতঃ। পুরুষাৎ। অধি। ন। এনম্। উর্দ্ধং। ন। তির্য্যঞ্চং। ন। মধ্যে। পরিজগ্রভৎ।

ব্যাখ্যা। নিমেষাঃ—কালবিশেষাঃ, কালবিশেষ। জজ্ঞিরে—উৎপন্ন ইহয়াছিল। বিদ্যুতঃ পুরুষাৎ—জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ হইতে। পরিজগ্রভৎ—পরিগৃহ্ণাদি—গ্রহণ করে।

বঙ্গার্থ। এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ হইতে নিমেষাদি কাল উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাঁর উর্দ্ধ, তির্য্যক্ বা মধ্য কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ ইনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো ন হি গৃহ্যত ইতি শ্রুতঃ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ॥ ৩ (ক) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (ক) ন। তস্য। প্রতিমা। অস্তি যস্য। নাম। মহৎ। যশঃ।

ব্যাখ্যা। তস্য পুরুষস্য প্রতিমা প্রতিমানমুপমানং কিঞ্চিদ্বস্তু নাস্তি, যস্য নাম প্রসিদ্ধং মহৎ যশঃ অস্তি।

বঙ্গার্থ। সেই পরমপুরুষের প্রতিমা নাই, তাহার কেবলমাত্র মহৎ যশ প্রসিদ্ধ আছে।

হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীদ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (খ) ॥

য প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রজা জগতো বভূব। য ইশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (গ) ॥

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (ঘ) ॥

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (ঙ) ॥

৩ (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) এর ব্যাখ্যা হিন্দু পত্রিকায় ৫ম, ৬ষ্ঠ, সংখ্যার হিরণ্যগর্ভ স্তোত্রে দ্রষ্টব্য। এস্থলে কেবলমাত্র অনুবাদ দেওয়া গেল।

বঙ্গার্থ। ৩ (খ), (গ), (ঘ), (ঙ)—অগ্রে কেবল হিরণ্যগর্ভাখ্য বিজ্ঞানময় পুরুষ ছিলেন তিনি জাতমাত্র সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক এবং এই ভূমিধারণ করিয়াছিলেন। আমরা এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

যিনি মহিমাদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাসকারী ও নিমেষকারী প্রাণিবর্গের অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর আধিপত্য করিতেছেন, আমরা এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

এই হিমাচ্ছন্ন হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত এবং নদীসহ সমুদ্র যাহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, এই সমুদায় দিক যাঁহার ভুজস্বরূপ, আমরা এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

যিনি মুক্তিপ্রদ, বলপ্রদ, মনুষ্য ও দেবতারা যাহার শাসনানুবর্ত্তী যাহাকে জ্ঞানের সহিত উপাসনা করিলে মুক্তি হয় এবং যাহাকে জানিতে না পারিলে, পুনঃ পুনঃ ইহসংসারে

আসিতে হয়, আমরা এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

মামা হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মব্যানট্। যশ্চাপশ্চন্দ্রাঃ প্রথমো জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (চ) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (চ)—মা। মা। হিংসীৎ। জনিতা। যঃ। পৃথিব্যাঃ। যঃ। বা। দিবং। সত্যধর্ম্মা। ব্যানট্। যঃ। চ। আপঃ। চন্দ্রাঃ। প্রথমঃ। জজান। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম।

ব্যাখ্যা। যঃ প্রজাপতি পৃথিব্যা ভূমের্জ্জনিতা—যে প্রজাপতি পৃথিবীর জনয়িতা, যশ্চ দিবং ব্যনট্ দ্যুলোকমসৃজৎ—যিনি দ্যুলোকসৃজন করিয়াছেন, যশ্চাপশ্চন্দ্রাঃ জজান—আহ্লাদিকা জলানি উৎপাদিতবান্—যিনি আনন্দদায়ী জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যঃ প্রথম সত্যধর্ম্মা চ আদিভূতঃ সত্যস্য ধারয়িতা—যিনি সকলের আদি ও সত্যের ধারয়িতা। স প্রজাপতির্মাং মা হিংসীৎ—সেই প্রজাপতি আমাকে যেন বিনাশ না করেন। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্—এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহার অর্চ্চনা করিব।

বঙ্গার্থ। যিনি সকলের আদি, সত্যের ধারয়িতা, যিনি এই পৃথিবী, দ্যুলোক ও আনন্দদায়িনী জল সৃজন করিয়াছেন, তিনি যেন আমাকে বিনাশ না করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন। তাঁহাকে ব্যতীত আমরা আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

( হিরণ্যগর্ভস্তোত্র, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা হিন্দু-পত্রিকা ৯ম শ্লোক দেখ—কিছু পাঠভেদ আছে।

যস্মান্নজাতঃ পরো অন্যো অস্তি য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণস্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী ॥ ৩ (ছ) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (ছ) যস্মাৎ। ন। জাতঃ। পরঃ। অন্যঃ। অস্তিঃ। যঃ। আবিবেশ। ভুবনানি। বিশ্বা। প্রজাপতিঃ। প্রজয়া। সংররাণঃ। ত্রীণি। জ্যোতীংষি। সচতে। স ষোড়শী।

ব্যাখ্যা। যস্মাৎ—যস্মাৎ পুরুষাৎ—যে পুরুষ হইতে। অন্যঃ—ব্যতিরিক্ত। পরঃ—উৎকৃষ্ট ন জাতঃ অস্তি—নাই। য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। যিনি ভূতজাত তাবৎ বস্তুতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। স প্রজাপতিঃ ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে—সেই প্রজাপতি নিজের তেজদ্বারা—অগ্নি, সূর্য্য ও বিদ্যুৎ এই তিন পদার্থকে তেজোময় করেন। স ষোড়শী—তিনি ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গশরীরী পুরুষ। কিম্ভূতঃ প্রজাপতিঃ—প্রজয়া সংররাণঃ—যিনি প্রজারূপে সম্যক্‌রূপে রমণ করিতেছেন।

বঙ্গার্থ। যে পুরুষ হইতে আর উৎকৃষ্ট পুরুষ কেহ নাই, যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেই অনুপ্রবিষ্ট আছেন, যিনি কারণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য শরীর ধারণ করিয়া প্রজারূপে সম্যক্‌রূপে রমণ করিতেছেন, যিনি বিদ্যুৎ, অগ্নি ও সূর্য্যকে স্বীয় জ্যোতিঃদ্বারা জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছেন, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গশরীরী পুরুষ।

ইন্দ্রশ্চ সম্রাড্‌বরুণশ্চ রাজা তৌ তে ভক্ষঞ্চক্রতুরগ্র এতম্। তয়োরহমনুভক্ষম্ভক্ষয়ামি বাগ্‌দেবী জুষাণা সোমস্য তৃপ্যতু স প্রাণেন স্বাহা ॥ ৩ (জ) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (জ) ইন্দ্রঃ। চ। সম্রাট্। বরুণঃ। চ। রাজা। তৌ। তে। ভক্ষঞ্চক্রতুঃ। অগ্রে। এতম্। তয়োঃ। অহম্। অনুভক্ষং। ভক্ষয়ামি। বাগ্দেবী। জুষাণা। সোমস্য। তৃপ্যতু। সহ। প্রাণেন স্বাহা।

ব্যাখ্যা। সোমস্য—সোমেন তৃপ্যর্থানাং করণে ষষ্ঠি। জুষাণা—ভক্ষেণ সেবমানা। বাগ্দেবী—রসনা।

বঙ্গার্থ। সম্রাট্ ইন্দ্র এবং বরুণ রাজা অগ্রে তোমার সোমরস পান করিয়াছিলেন, তাহাদের পানানন্তর আমি ঐ সোমরস পান করি। সোমরসদ্বারা সেব্য হইবা রসনা প্রাণের সহিত তৃপ্তিলাভ করুক্। আমার যজ্ঞ উত্তমরূপে হুত হউক্। ইন্দ্র বরুণের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখ, তাবৎ বস্তুই ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহজাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখ ॥৪॥

পদপাঠঃ। এষঃ। হ। দেবঃ। প্রদিশঃ। অনুসর্ব্বাঃ। পূর্ব্বঃ। হ। জাতঃ। সঃ। উ। গর্ভে। অন্তঃ। সঃ। এব। জাতঃ। সঃ। জনিষ্যমানঃ। প্রত্যঙ। জনাঃ। তিষ্ঠতি। সর্ব্বতোমুখঃ।

বঙ্গার্থ। ইনি সকল দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। হে মনুষ্যসকল! (জনাঃ) ইনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন (পূর্ব্বোহ জাতঃ), ইনিই গর্ভে থাকেন, ইনিই জন্মিয়া থাকেন, যাহা ভবিষ্যতে জন্মিবে তাহাও ইনি ইনিই প্রতি পদার্থে আছেন, (প্রত্যঙ-প্রতি পদার্থমঞ্চতি) ইনি অনন্তমুখ।

যস্মান্নজাতঃ পুরা কিঞ্চনৈব য আবভূব ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণস্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ও অনুবাদ। ৩ (ছ) দেখ। কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, (যাহার পূর্ব্বে আর কিছু ছিল না। যিনিই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ হইয়াছিলেন)।

যেন দৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্তম্ভিত যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

(হিন্দুপত্রিকা ৫ম, ৬ষ্ঠ, সংখ্যা ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বঙ্গার্থ। যাহাদ্বারা অন্তরীক্ষ বারিপ্রদ ও পৃথিবী দৃঢ়া হইয়াছে, যাহাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল স্তম্ভিত রহিয়াছে, যাহাদ্বারা নাক (স্বর্গ অর্থাৎ দুঃখশূন্য সুখ) নিয়মিত হইয়াছে, যিনি অন্তরীক্ষের জলের নির্ম্মাতা, এমন প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমারা আর কাহার অর্চ্চনা করিব।

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভৈক্ষেতাম্ মনসা রেজমানে। যত্রাধিসূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৭ (ক)

হিন্দুপত্রিকা ৫ম,৬ষ্ঠ সংখ্যার ৫৬,৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শোভমান, অন্ন ও বৃষ্টির দ্বারা প্রাণবর্গের রক্ষক, দ্যাবা পৃথিবী যাঁহাকে তাহাদের মহত্ত্বের কারণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদিত হইয়া শোভা পায়, সেই প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

আপোহ যদ্বৃহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্। ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ (খ)

হিন্দুপত্রিকা ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গার্থ। অপারিমেয় জলরাশি গর্ভধারণ করিয়া অগ্নিরূপ হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিয়া যখন বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন দেবতাদিগের প্রাণরূপ আত্মা উৎপন্ন হইয়াছিল। এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহাকে উপাসনা করিব।

যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তী যজ্ঞম্। যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ (গ)

হিন্দুপত্রিকা ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গার্থ। যিনি স্বীয় মহিমার প্রভাবে সৃষ্টি বীজধারণকারী এবং বিশ্ব উৎপাদনকারী জলরাশির সর্ব্বভাগেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি সকল দেবতার মধ্যে এক অদ্বিতীয় দেবতা, এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদাত্র বিশ্বম্ভবত্যেকনীড়ম্। তস্মিন্নিদং সঞ্চবিচৈতি সর্ব্বং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভুঃ প্রজাসু ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। বেনঃ। তৎ। পশ্যৎ। নিহিতং। গুহা। সৎ। যত্র। বিশ্বম্। ভবতি। একনীড়ম্। তস্মিন্। ইদং। সঞ্চবিচৈতি। সর্ব্বং। সঃ। ওতঃ। প্রোতঃ। বিভুঃ। প্রজাসু।

ব্যাখ্যা। বেনঃ, পণ্ডিত। তৎ সেই ব্রহ্মকে। পশ্যৎ পশ্যতি দেখিয়া থাকেন। কীদৃশ ব্রহ্ম গুহা গুহায়াং গুহাতে। নিহিতং স্থাপিত। গুহা শব্দে বুদ্ধি বা হৃদয়। সৎ নিত্য। যত্র যে ব্রহ্মে। বিশ্বং বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, একনীড়ম্ একাশ্রয়। তস্মিন্ সেই ব্রহ্মে। ইদং এই সমস্ত বিশ্ব। সঞ্চবিচৈতি সং+বি+চ+এতি—সমেতি ব্যেতিচ। সংগচ্ছতে সংহারকালে ব্যেতি নির্গচ্ছতি সৃষ্টিকালে—সংহারকালে তাহাতে গমন করে এবং সৃষ্টি সময় তাহা হইতে নির্গত হয়। সঃ সেই পরমাত্মা প্রজাসু সৃষ্টিপদার্থে। ওতঃ প্রোতঃ শরীর ও শরীরী উর্দ্ধতন্তু শরীরভাবে ওতঃ, এবং তির্য্যক্ তন্তু শরীরীভাবে প্রোতঃ ভাবে আছেন। বিভুঃ কার্য্যকারণ রূপেণ বিবিধং ভবতি ইতি বিভুঃ কার্য্যকারণরূপে যিনি বহুবিধ রূপ ধারণ করেন।

বঙ্গার্থ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সেই পরমাত্মাকে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ে দেখিয়া থাকেন, তিনি নিত্য, এই বিশ্বভুবন তাঁহাকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, সংহারকালে তাহাতেই সমুদায় গমন করিতেছে এবং সৃষ্টিকালে তাহা হইতেই সমস্ত বহির্গত হইতেছে, তিনি বস্ত্রের উর্দ্ধ ও তির্য্যকতন্তুর ন্যায় বিশ্বস্থ তাবৎ সৃষ্টিপদার্থে শরীর ও শরীরীরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি কার্য্যকারণরূপে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

প্রতদ্বোচেদমৃতন্নু বিদ্বান্ গন্ধর্ব্বো ধামবিভৃতন্নুহাসৎ। ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য যস্তানি বেদ স পিতুঃ পিতাসৎ ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। প্র। তৎ। বোচেৎ। অমৃতং। নু বিদ্বান্। গন্ধর্ব্বাঃ। ধাম। বিভৃতং। গুহাসৎ। ত্রীণি। পদানি। নিহিতা। গুহা। অস্য। যঃ। তানি। বেদ। স। পিতুঃ। পিতা। অসৎ।

ব্যাখ্যা। প্রবোচেৎ—বলেন। তৎ—সেই ব্রহ্মাকে। অমৃতম্—মৃত্যুরহিত। বিদ্বান্—পণ্ডিত। গন্ধর্ব্বঃ—গাং বেদবাচং ধারয়তি বিচারয়তি—বেদান্তবেত্তা। গুহাসৎ—হৃদয়ে বিদ্যমানম্। ধাম-স্বরূপং—স্বরূপ। বিভৃতং—বিভক্তং, স্বর্গ, স্থিতি প্রলয়রূপে বা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তরূপে। ত্রীণি পদানি—ব্রহ্মের উপরোক্ত তিনপ্রকার স্বরূপ। যঃ তানি—পদানি বেদ—যিনি সেই তিন স্বরূপ জ্ঞাত আছেন। স পিতুঃ পিতা অসৎ—তিনি পিতার পিতা পিতামহ অর্থাৎ পরব্রহ্ম হয়েন।

বঙ্গার্থ। বেদবিৎ পণ্ডিত তাহাকে অমৃত বলিয়া বর্ণনা করেন। একমাত্র হৃদয়ে অবস্থিত সেই ব্রহ্মের স্বরূপ বিভক্ত হইয়াছে। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় বা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তাদি তিন অবস্থা কেবল হৃদয়েই নিহিত আছে। যিনি ইহা অবগত আছেন, তিনিও স্বয়ং ব্রহ্ম।

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। সঃ। নঃ। বন্ধুঃ। জনিতা। সঃ। বিধাতা। ধামানি। বেদ। ভুবনানি। বিশ্বা। যত্র। দেবাঃ অমৃতম্। আনশানঃ। তৃতীয়ে। ধামন্। অধ্যৈরয়ন্ত।

ব্যাখ্যা। সঃ—সেই পরমাত্মা। নঃ বন্ধুঃ জনিতা, বিধাতা—তিনি আমাদিগের বন্ধু, জনয়িতা এবং ধারয়িতা। স ধামানি বেদ বিশ্বভুবনানি—তিনি সকল ভূতজাত এবং সকল

স্থান অবগত আছেন। দেবাঃ—দ্যুতিমান পদার্থ সমুদায়। তৃতীয়ে ধামন্ (ধামনি)—তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ সৃষ্টিরূপে অবস্থিত থাকিয়া। অধ্যৈরয়ন্ত—স্বেচ্ছয়াবর্ত্তন্তে। কীদৃশাদেবাঃ—অমৃতং—মোক্ষ প্রাপ্তিরূপ জ্ঞান, যত্র—যে ব্রহ্মে আনশানাঃ—ব্যাপ্নুবানাঃ অশ্নুবতে—বহুলং ছান্দসীতি—যে ব্রহ্ম হইতে অমৃতত্ব গ্রহণ করিয়া।

বঙ্গার্থ। তিনি আমাদের বন্ধু জনয়িতা এবং ধারয়িতা। তিনি ভূতজাতমাত্রে এবং ধামমাত্র অবগত আছেন। দ্যুতিমান্ পদার্থ (পদার্থ মাত্রেই দ্যুতিমান্) সমুদায় সেই পরমাত্মা হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ সৃষ্টিরূপে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। (যেমন সূর্য্য কিরণ দিতেছে, মেঘ বৃষ্টি দিতেছে ইত্যাদি)।

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্ব্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্মনাত্মানমভিসংবিবেশ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। পরীত্য। ভূতানি। পরীত্য। লোকান্। পরীত্য। সর্ব্বাঃ। প্রদিশঃ। দিশ। চ। উপস্থায়। প্রথমজাং। ঋতস্য। আত্মনা। আত্মানঃ। অভিসংবিবেশ।

ব্যাখ্যা। পরীত্য—ব্রহ্মরূপ জানিয়া। উপস্থায়—সেবা করিয়া প্রথমজাং—জ্ঞান বা বেদরূপ বাক্য, যাহাব সর্ব্ব প্রথম সৃষ্টি এবং যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম পাওয়া যায়। ঋতস্য—সত্যের।

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানবান সর্ব্বমেধ যাজী ব্যক্তি সর্ব্বভূতকে, সর্ব্বলোককে, সমুদায় দিক্ বিদিককে ব্রহ্মস্বরূপ জানিযা, অনন্তজ্ঞানস্বরূপ বেদের সেবা করিয়া (আত্মনা) স্বীয় জীবাত্মার দ্বারা সত্যস্বরূপের আত্মার প্রবেশ করেন।

পরিদ্যাবা পৃথিবী সদ্য ইত্বা পরিলোকান্ পরিদিশঃ পরিস্বঃ। ঋতস্য তন্তুং বিততং বিচৃত্য তদপশ্যৎ তদভবৎ তদাসীৎ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। পরি। দ্যাবা। পৃথিবী। সদ্যঃ। ইত্যা। পরি। লোকান্। পরি। দিশ। পরি। স্বঃ। ঋতস্য। তন্তুং। বিততং। বিচৃত্য। তৎ। অপশ্যৎ। তৎ। অভবৎ। তৎ। আসীৎ।

ব্যাখ্যা। দ্যাবা পৃথিবী সদ্যঃ পরিত্য—দ্যাবা পৃথিবীকে সদ্য ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া। লোকান্ দিশঃ স্বঃ পরিত্য—লোক সকল, দিক্ সকল এবং আকাশকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া। ঋতস্য বিততং তন্তুং বিচৃত্য—যজ্ঞের বিস্তৃত তন্তু অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন করিয়া। তদপশ্যৎ—তাহাকে দেখেন, তদভবৎ—তাহাকে লাভ করেন, তদাসীৎ—তাহাই হয়েন।

বঙ্গার্থ। জ্ঞানবান সর্ব্বমেধ যাজী ব্যক্তি দ্যাবা পৃথিবী, দিক এবং আকাশকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া—যজ্ঞের বিস্তৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপনান্তে ব্রহ্মকে দেখিতে পান, ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন্ এবং নিজেও ব্রহ্ম হন্।

সদসস্পতিমদ্ভূতম্প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধামযাসিষং স্বাহা ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। সদসঃ। পতিং। অদ্ভুতং প্রিয়ম্। ইন্দ্রস্য। কাম্যম্। সনিং। মেধাং। অযাসিষং। স্বাহা।

ব্যাখ্যা। সদসঃ—যজ্ঞ গৃহেব। পতিং—পালক। অদ্ভুতং—অদ্ভুত। ইন্দ্রস্য প্রিয়ম্ কাম্যম্—ইন্দ্রের প্রিয় ও কাম্য। সনিং—দ্রব্যদান। মেধাং—বুদ্ধিং। অযাসিষং—প্রার্থনা করি।

বঙ্গার্থ। যজ্ঞগৃহের পালক, অদ্ভুত ইন্দ্রের প্রিয় ও কাম্য অগ্নির নিকট বল ও মেধা প্রার্থনা করি। আমার যজ্ঞ সুহুত হউক্।

যাম্মেধান্দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে। তয়া মামদ্য মেধয়া মেধাবিনঙ্কুরু স্বাহা ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। যাং। মেধাং। দেবগণাঃ পিতরঃ। চ। উপাসতে। তয়া। মাং। অদ্য। মেধয়া। মেধাবিনং। কুরু। স্বাহা।

বঙ্গার্থ। যে মেধা দেবগণ ও পিতৃগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, মোক্ষদায়িনী সেই মেধাদ্বারা আমাকে অদ্য মেধাবী কর। আমার যজ্ঞ সুহুত হউক্।

মেধাম্মে বরুণো দদাতু মেধামগ্নিঃ প্রজাপতিঃ। মেধামিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মেধান্ধাতা দদাতু মে স্বাহা॥ ১৫ ॥

পদপাঠঃ। মেধাং। মে। বরুণঃ। দদাতু। মেধাং। অগ্নিঃ। প্রজাপতিঃ। মেধাং। ইন্দ্রঃ। চ। বায়ুঃ। চ। মেধাং। ধাতা। দদাতু। মে। স্বাহা।

বঙ্গার্থ। বরুণ আমাকে মেধা দান করুন, অগ্নি, প্রজাপতি, ইন্দ্র, বায়ু আমাকে মেধা দান করুন; ধাতা আমাকে মেধা দান করুন। আমার যজ্ঞ সুহুত হউক্।

ইদম্মে ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চোমে শ্রিয়মশ্নুতাম্।
ময়ি দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমাস্তস্মৈ তে স্বাহা॥১৬॥

পদপাঠঃ। ইদং। মে। ব্রহ্ম। ক্ষত্রং। চ। উভে। শ্রিয়ম্। অশ্নুতাম্। ময়ি। দেবাঃ। দধতু। শ্রিয়ম্। উত্তমাং। তস্মৈ। তে। স্বাহা।

বঙ্গার্থ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্বন্ধীয় শ্রী, অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক ও সাংসারিক বিষয়ক উভয়বিধ শ্রী আমি যেন প্রাপ্ত হই। দেবগণ আমাকে উত্তম শ্রী প্রদান করুন। আমার এই যজ্ঞ সুহুত হউক্।

---

# ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণ।

## যজুর্ব্বেদ।

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমঞ্জ্যোতিষাঞ্জ্যোতিরেকন্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। যৎ। জাগ্রতঃ। দূরম্। উদৈতি। দৈবং। তৎ। উ। সুপ্তস্য। তথা। এব। এতি। দূরঙ্গমম্। জ্যোতিষাম্। জ্যোতিঃ। একম্। তৎ। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম। অস্তু।

ব্যাখ্যা। যৎ দৈবং—দীব্যতি প্রকাশতে দেবো বিজ্ঞানাত্মা তত্র ভবং দৈবম্ আত্মগ্রাহকমিত্যর্থঃ—বিজ্ঞানাত্মক, যাহাদ্বারা আত্মজ্ঞান উপলব্ধি হয়। মনঃ—মন। জাগ্রতঃ—জাগ্রত ব্যক্তির। দূরম উদৈতি—দূর উদয় হয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বহু দূরে গমন করিতে পারে না, মন তাহা পারে। তৎ উ সুপ্তস্য তথা এব এতি—সুপ্তব্যক্তির পক্ষেও ঐরূপ দূরে গমন করে এবং পুনর্ব্বার আগমন করে। যৎ স্থলে তৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। দূরঙ্গমম্—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। জ্যোতিষাং একং জ্যোতিঃ—জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ানামেকমেব জ্যোতিঃ প্রকাশকং প্রবর্ত্তকং—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দিগের একমাত্র প্রকাশক বা চালক। তৎ মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু—শিবঃ কল্যাণকারী ধর্ম্মবিষয়ঃ—সেই আমার মনের কল্যাণকারী ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্কল্প হউক, পাপবিষয়ে যেন হয় না।

বঙ্গার্থ। আত্মজ্ঞানের সহায় যে মন জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে দূরে উদয় হয়, এবং সুপ্ত ব্যক্তির পক্ষেও তদ্রূপ দূরে গমন করে এবং আগমন করে, যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদায় বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে, যে মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গের চালক, এতাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক্।

যেন কর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণী যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ। যদপূর্ব্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানান্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ২॥

পাদপাঠঃ। যেন। কর্ম্মাণি। অপসঃ। মনীষিণঃ। যজ্ঞে। কৃণ্বন্তি। বিদথেষু। ধীরাঃ। যৎ। অপূর্ব্বং। যক্ষম্। অন্তঃ। প্রজানাম্। তৎ। মে। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্তু।

ব্যাখ্যা। যেন—যে মনের দ্বারা। অপসঃ—অপ (কর্ম্ম) অপো বিদ্যতে যেষাং তে কর্ম্মবন্তঃ। ধীরাঃ—ধীর। মনীষিণঃ—মনীষী ব্যক্তি। যজ্ঞে—তাবৎ কর্ত্তব্য কার্য্যে কর্ম্মকাণ্ডে বিদথেষু—বিজ্ঞানবিষয়ে কর্ম্মাণি কৃণ্বন্তি—কার্য্য করেন। যৎ—যাহা। অপূর্ব্বং—যাহা শরীরের পূর্ব্বে সৃষ্ট কিম্বা যাহার বাহ্যরূপ নাই। যক্ষম্—যক্ষং যষ্টুং শক্তং যক্ষম্—যজ্ঞ করিতে সমর্থ। প্রজানাম্ অন্তঃ—যাহা প্রাণিমাত্রের অন্তরে অর্থাৎ শরীর মধ্যে অবস্থিতি করে। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। ধীর এবং কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্নকারী মনীষী ব্যক্তিরা যে মনের দ্বারা কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যে মনের দ্বারা কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করা যায়, এবং যেমন প্রাণিমাত্রের শরীরে অবস্থিতি করে, এতাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক্।

যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যোজ্যোতিরন্তরমৃতম্প্রজাসু। যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥৩॥

পদপাঠঃ। যৎ। প্রজ্ঞানম্। উৎ। চেতঃ। ধৃতিঃ। চ। যৎ। জ্যোতিঃ। অন্তরঃ। অমৃতম্। প্রজাসু। যস্মাৎ। ন। ঋতে। কিঞ্চন কর্ম্ম। ক্রিয়তে। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

ব্যাখ্যা। যৎ—যাহা। প্রজ্ঞানম্—বিশেষেণ জ্ঞান জনকম্, যাহা হইতে বিশেষরূপ জ্ঞান জন্মে। উত—এবং। চেতঃ—চেতয়তি, সম্যক্ [illegible] জ্ঞান জন্মে। ধৃতিঃ—ধৈর্য্য। প্রজাসু অন্তঃ—প্রাণিমাত্রের শরীর মধ্যে থাকে। অমৃতম্—মৃত্যুরহিত, অর্থাৎ শরীরের সহিত যাহার ধ্বংস হয় না। মন মৃৎ নশ্বর পদার্থ হইলেও শরীরাদির সহিত ধ্বংস হয় না। জ্যোতিঃ—ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক বা চালক। যস্মাৎ ঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ন ক্রিয়তে—যে মন ব্যতীত কেহই কোন কার্য্য করিতে পারে না। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। যে মন জ্ঞানজনক, যে মনই চিত্ত ও ধৃতি, যাহা প্রজামাত্রের শরীর মধ্যে থাকিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের নেতাস্বরূপ হইয়াছে, যাহা শরীরের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যাহা ব্যতীত কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না। এতাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক্।

যেনেদম্ভূতম্ভুবনম্ভবিষ্যৎপরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্। যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ৪॥

পদপাঠঃ। যেন। ইদম্। ভূতম্। ভুবনম্। ভবিষ্যৎ। পরিগৃহীতম্। অমৃতেন। সর্ব্বম্। যেন। যজ্ঞঃ। তায়তে। সপ্তহোতা। তৎ। মে। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্তু।

ব্যাখ্যা। যেন—যে মনের দ্বারা। অমৃতেন—অবিনশ্বর। ইদম্ ভূতম্ ভুবনম্ ভবিষ্যৎ সর্ব্বম্—এই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদায় পদার্থ। পরিগৃহীতম্—জ্ঞাত। যেন সপ্তহোতা যজ্ঞস্তায়তে—যাহাদ্বারা সপ্তহোতাবিশিষ্ট যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হয়। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। যে অবিনশ্বর মনের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানাদি সমস্ত পদার্থ পরিগৃহীত হয়, যে মনের দ্বারা সপ্তহোতাবিশিষ্ট যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হয়। তদ্রূপ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক্।

যস্মিন্নৃচঃ সামযজুংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ। যস্মিংশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানান্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ৫॥

পদপাঠঃ। যস্মিন্। ঋচঃ। সাম। যজূংষি। যস্মিন্। প্রতিষ্ঠিতা। রথনাভৌ। ইব। অরাঃ। যস্মিন্। চিত্তং। সর্ব্বম্। ওতম্। প্রজানাং। তৎ। মে। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্তু।

ব্যাখ্যা। যস্মিন্—যে মনে। ঋচঃ সাম যজূংষি—ঋক্, সাম ও যজু সমুদায়—রথে নাভৌ ইব অরাঃ—রথ নাভিতে অরার অর্থাৎ চক্র-মধ্যস্থিত কাষ্ঠখণ্ড গুলির ন্যায়। প্রতিষ্ঠিতা—প্রতিষ্ঠিত। যস্মিন্—যে মনে প্রজানাং—প্রাণী-সমূহের। সর্ব্বং চিত্তং—সর্ব্বপদার্থ বিষয়ক-জ্ঞান। ওতং—নিক্ষিপ্তম্। তন্মে মনঃ—পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। রথচক্রের মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ-খণ্ডগুলি যেরূপ রথচক্রের কেন্দ্রস্থ নাভিস্থলে সংবদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে, তদ্রূপ ঋক্, সাম, যজু যে মনে প্রতিষ্ঠিত আছে যে মনে প্রজা-বর্গের সর্ব্বপদার্থ বিষয়ক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক্।

সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভী-শুভির্ব্বাজিন ইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরঞ্জ-বিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। সু। সারথিঃ। অশ্বান্। ইব। যৎ। মনুষ্যান্। নেনীয়তে। অভিশুভিঃ। বাজিনঃ। ইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠং। যৎ। অজিরং। জবিষ্ঠম্। তৎ। মে। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্তু।

ব্যাখ্যা। সুষারথিঃ—নিপুণ সারথি। অশ্বান্ ইব। নেনীয়তে—অশ্বদিগকে যেরূপ পরিচালন করে। অভিশুভিঃ বাজিনঃ ইব—বল্‌গাদ্বারা যেরূপ অশ্বদিগকে পরিচালন করে। দুইবার উপমার উদ্দেশ্য এই প্রথমতঃ সাধারণ-ভাবে অশকে লয়, দ্বিতীয়তঃ উহাকে বিশেষ-রূপে নিয়মিত করা হয়। যন্মনুষ্যান্ নেনীয়তে—যেমন মনুষ্যদিগকে কার্য্যে পরিচালন করে এবং সংযত করে হৃৎপ্রতিষ্ঠিতং—যে মন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। যৎ অজিরং জবিষ্ঠং—যাহা জরারহিত এবং অত্যন্ত বেগবান। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। নিপুণ সারথি যেরূপ অশ্বকে চালনা করে এবং বল্‌গাদ্বারা সংযত করে। যে মনও মনুষ্যদিগকে তদ্রূপ পরিচালনা করে, যে মন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ হৃদয়দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয়, যে মন জরাশূন্য এবং অত্যন্ত বেগবান এতাদৃশ মদীয় মনে শিব-সঙ্কল্প হউক্।

---

# দেবতা ও অসুরদিগের ব্রহ্মজ্ঞান।

একদা দেবগণ ও অসুরগণ শুনিলেন যে প্রজাপতি বলিতেছেন;—

"য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-র্ব্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্‌-স্তমাত্মানমনুবিদ্যবিজানাতীতি ॥

অর্থাৎ যিনি পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আদি শূন্য, যিনি সত্যসঙ্কল্প এবং সত্যকাম, তাঁহাকে শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদেশের সাহায্যে অন্বেষণ করা এবং বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য, যেহেতু যে ব্যক্তি আত্মাকে জানেন, তিনি সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হন।

দেবগণ ও অসুরগণ উহা শ্রবণ করিয়া আত্ম-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য স্বীয় স্বীয় রাজা ইন্দ্র ও বিরোচনকে প্রজাপতির নিকট প্রেরণ করি-

লেন। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রচলিত রীত্যনুসারে সমিৎপাণি হইয়া আত্মতত্ত্ব শিক্ষার্থ প্রজাপতি সমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ না করিলে, শিক্ষা দিবার বিধান না থাকায়, তাহারা উভয়ে প্রজাপতি সন্নিধানে বত্রিশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত থাকার পর, প্রজাপতি তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাহারা প্রজাপতি যাহা বলিয়াছিলেন এবং দেবাসুরেরা তাহা শুনিয়া তাহার কথিত সেই আত্মার তত্ত্ব তাহার নিকট জানিতে পাঠাইয়াছেন ইত্যাদি বলিলেন।

তখন প্রজাপতি বলিলেন,—

য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি ॥

অর্থাৎ যে পুরুষকে চক্ষুর মধ্যে দেখা যায়, তিনিই আত্মা। ইনি মৃত্যু ও ভয়রহিত ইনিই ব্রহ্ম।

যে পুরুষকে চক্ষুর মধ্যে দেখা যায়, তিনিই আত্মা, ইহাদ্বারা প্রজাপতি বুঝাইলেন যে পুরুষকে যোগীগণ চক্ষু মুদিত করিয়া সমাধিনিমগ্ন হইয়া অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা দেখেন। তিনিই আত্মা, তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা; চক্ষু কেবল দৃষ্টির উপকরণমাত্র। শিষ্যদ্বয় ইন্দ্র ও বিরোচন কিন্তু তাহার উপদেশের যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া ভাবিলেন, যে চক্ষুর মধ্যে যে প্রতিবিম্ব পড়ে সেই বুঝি আত্মা, তাই তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, জলে যাহাকে দেখা যায়, দর্পণে যাহাকে দেখা যায়, তিনি কে? প্রজাপতি দেখিলেন যে শিষ্যেরা তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই, তাহারা দর্পণে, জলে, চক্ষুতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাকেই আত্মা সাব্যস্ত করিয়া লইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, হা তিনিই বটে, তিনি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হন অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই ব্রহ্মময়। কিন্তু পাছে শরীরের প্রতিবিম্বকে শিষ্যগণ আত্মজ্ঞান করে, তাই তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"জলপাত্রে মুখ দর্শন কর এবং তদনন্তর আত্মার বিষয় যাহা কিছু না বুঝ, আমাকে বলিও।" তদনুসারে তাহারা জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রজাপতি তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি, কেশ নখপর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। প্রজাপতি বলিলেন, তোমরা লোম নখ ইত্যাদি ফেলিয়া দেও, শরীর অলঙ্কারে ভূষিত কর, সুন্দর বসন পরিধান কর এবং তাহার পর জলের দিক্ দৃষ্টিপাত করিয়া বল কি দেখিতেছ। তাঁহারা বলিলেন, আমরা আমাদিগের উভয়কে সালঙ্কৃত, পরিষ্কৃত এবং সুবসনাবৃত দেখিতে পাইতেছি।

তখন প্রজাপতি বলিলেন, উনিই আত্মা উনিই, মৃত্যু ও ভয়রহিত, উনিই ব্রহ্ম।

প্রজাপতির উদ্দেশ্য এই যে প্রথম সলোম নখ শরীরের প্রতিবিম্ব, তৎপরে লোম নখবিবর্জ্জিত অলঙ্কৃত ও বসনাবৃত শরীরের প্রতিবিম্ব জলে দেখিলে, ইহাদের শরীরের আগমাপায়িত্ব অর্থাৎ অনিত্যতার উপলব্ধি হইবে এবং যখন তিনি পূর্ব্বে পাপ, জরা, মৃত্যুরহিত আদি আত্মার যে লক্ষণ বলিয়াছেন এবং তৎপরে নেত্রমধ্যে যাহাকে দৃষ্ট হয় এবং যিনি মৃত্যুরহিত ভয়রহিত ইত্যাদি বলিয়াছেন তখন ইহাদ্বারা শিষ্যদিগের আত্মার বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। বিরোচন ভাবিলেন যে গুরু প্রজাপতি যখন জলে শরীরে প্রতিবিম্ব দেখাইলেন, তখন শরীরই আত্মা। ইন্দ্র ভাবিলেন শরীরের ছায়াই আত্মা।

উভয়ে এবম্বিধ সংস্কার লইয়া প্রজাপতির নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন। প্রজাপতি কিন্তু তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন না।

রণ ব্রহ্মজ্ঞান স্বীয় যত্নে যত হয়, পরকীয় ক্ষায় তত হয় না। তিনি ভাবিলেন যখন হারা আত্মার যে লক্ষণ প্রথমে বলা হইয়াছে, হা চিন্তা করিবে এবং তৎপরে শরীরের রিবর্ত্তনের সহিত জলে তাহার প্রতিবিম্বের রিবর্ত্তন চিন্তা করিবে, তখন ইহাদের আত্ম-ান আপনা হইতেই হইবে।

বিরোচন সন্তুষ্টচিত্তে অসুরদিগের নিকট ত্যাগমন করিলেন এবং শরীরই আত্মা এবং রীরেরই সেবা করিতে হইবে এবং এই শরী-র সেবা করিলেই সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বকাম প্তি হয়, ইত্যাদি তাহাদিগকে উপদেশ বিলেন। অসুরগণ তদবধি শরীরকে যথা-র্বস্ব জ্ঞান করিয়া, মৃত্যুর পরেও শরীরকে লঙ্কার পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করে। দবাব যাহারা শরীরকে যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়া কার্য্যাদি হইতে বিরত হয়, লোকে তাহা-গকে অসুর আখ্যা দেয়।

ইন্দ্র ও দেবগণের নিকট প্রত্যাগমন করিতে লেন, কিন্তু সহসা তাহার মনে সন্দেহ হইল। হার সংস্কার ছিল শরীরের প্রতিবিম্বই ত্মা। আত্মা শরীরের প্রতিবিম্ব হইলে, রীর অলঙ্কৃত হইলে আত্মা অলঙ্কৃত হইল, রীর পরিষ্কৃত হইলে আত্মা তাহাই হইল, অন্ধ ইলে আত্মা অন্ধ হইল, শরীর হস্তপদ বিরহিত ইলে, আত্মা বিরহিত হস্তপদ হইল। সুতরাং ত্মা শরীরের ন্যায় নশ্বর হইয়া উঠিল, অথচ জাপতি বলিয়াছেন, আত্মা অজর, অমর ত্যাদি। সুতরাং তিনি বলিয়া উঠিলেন াহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি।" আমি আত্মার থা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে কোন ফল খিতেছি না। তখন তিনি পুনর্ব্বার সমিৎ ণপূর্ব্বক প্রজাপতি সমীপে উপনীত হই-েন। প্রজাপতি বলিলেন, "কি ইন্দ্র! তুমি রোচনের সহিত শান্তহৃদয়ে চলিয়া গিয়া-লে, পুনর্ব্বার কি জন্য আসিয়াছ" তখন ইন্দ্র জাপতিকে স্বীয় সংশয়ের বিষয় জানাইলেন।

তখন প্রজাপতি বলিলেন যে তুমি আর ত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমার কট অবস্থান কর, আমি তোমাকে আত্মার ষয়ে পুনর্ব্বার উপদেশ দিব।

বত্রিশ বৎসর পরে প্রজাপতি বলিলেন ;—

"য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি ॥

অর্থাৎ যিনি স্বপ্নে মহীয়মান অর্থাৎ পূজ্য-মান হইয়া বিচরণ করেন, ইনি মৃত্যুরহিত, ভয়রহিত ইনি ব্রহ্ম।

বিশ্ব ব্রহ্মময়, উপাধিভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দৃষ্ট হন। তাহার জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত আদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। প্রজা-পতি যাহা উচ্চভাবে বলিতেছেন, ইন্দ্র তাহা নিম্নভাবে লইতেছেন। ইন্দ্র কিছু দূর গিয়া ভাবিলেন যে এটি যদি ঠিক হয়, যে শরীর অন্ধ হইলেও আত্মা অন্ধ হয় না এবং শরীরের কোন দোষে আত্মা দূষিত হয় না এবং শরীরের সুখ দুঃখ যখন আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাহইলে স্বপ্নাবস্থায়ও যখন সুখদুঃখাদি প্রাপ্তি হয় তখন স্বপ্ন-পুরুষকে কিরূপে আত্মা বলি। তখন ইন্দ্র পুনর্ব্বার প্রজাপতি সন্নিধানে আগমন করিয়া স্বীয় সংশয় জানাইলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন যে পুনর্ব্বার বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া আমার নিকট অবস্থান কর, ঐ সময়ের পর আমি তোমাকে আত্মার তত্ত্ব অবগত করাইব।

বত্রিশ বৎসরান্তে প্রজাপতি বলিলেন :—

"তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজা-নাত্যেষ আত্মেতি এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি।

যখন মনুষ্য নিদ্রিত অবস্থায় থাকে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে, এবং স্বপ্ন দৃষ্টি না করে, তাহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে, তিনি মৃত্যু ও ভয়রহিত, তিনিই ব্রহ্ম।

প্রজাপতি প্রথম বলিয়াছেন যে যোগিগণ সমাধি মগ্ন হইয়া অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা যাহাকে দর্শন করে, যিনি স্বপ্নে বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা এবং এক্ষণে এ কথা পরিস্ফুট করার জন্য বলিতেছেন, যিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নাদিদর্শন করেন না তিনিই আত্মা ও ব্রহ্ম। প্রজাপতির উদ্দেশ্য যে পরিবর্ত্তনশীল উপাধির মধ্যে অপরিবর্ত্তনশীল যে উত্তম পুরুষ তিনিই আত্মা। ইন্দ্র কিন্তু একদেশ মাত্র দৃষ্টি করিতেছেন। যখন যে উপদেশটি হইতেছে, তাহার সহিত অন্য উপদেশের যোজনা না

করিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছেন। ইন্দ্র কিছু দূর গমন করিয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতির নিকট আগমন করিলেন, এবং বলিলেন, গুরো, যদি সুষুপ্ত পুরুষই আত্মা হয়, তাহা হইলে ত সে আপনাকেও আপনি জানে না, অপরকেও জানে না, তাহা হইলে সে ত বিনাশ ভাবপ্রাপ্ত হইল, অথচ আত্মা বিনাশরহিত, কারণ আপনিই বলিয়াছেন আত্মা অমৃত।

প্রজাপতি দেখিলেন যে ইন্দ্র ক্রমে উচ্চদিকে গমন করিতেছে, তিনি অন্বয় ব্যতিরে কাথ্য ন্যায় দ্বারা আত্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ পাপক্ষয় না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, এইজন্য পূর্ব্বে ইন্দ্রকে ছিয়ানব্বই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন ইন্দ্রের উন্নত অবস্থা হইয়া আসিয়াছে, তখন আর পাঁচ বৎসরমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই যথেষ্ট হইবে, এই বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি বলিলেন ইন্দ্র তুমি আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া আমার নিকট অবস্থান কর। ঐ পাঁচবৎরান্তে আমি তোমাকে আত্মার বিষয়ে আর উপদেশ দিব। পাঁচ বৎসর শেষে প্রজাপতি পুনর্ব্বার ইন্দ্রকে আত্মতত্ত্ব বলিলেন। ইন্দ্র মোট একশত এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বেন প্রজাপতির সন্নিধানে বাস করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরান্তে প্রজাপতি বলিলেন :—

মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মানোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়যোরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥

হে মঘবন্! এই শরীর মরণ ধর্ম্মশীল, ইহা মৃত্যুর অধীন। ইহা অমৃত ও অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র। যখন অবিবেকহেতু আমি এই শরীর কিম্বা এই শরীর আমি ইত্যাদি ভ্রম জ্ঞান থাকে, তখন আত্মা সশরীর অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া—প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অধীন হয়। যতক্ষণপর্য্যন্ত ঐরূপ ভ্রমজ্ঞান থাকে, ততক্ষণপর্য্যন্ত আত্মাকে সশরীর অর্থাৎ শরীরবিশিষ্ট বলা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হয় না। বিবেক উদ্রেক হইলে, অর্থাৎ শরীর আত্মা নয় এবং আত্মা শরীর নয়, অর্থাৎ যখন আত্মাকে শরীর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন আত্মা অশরীর হন্ এবং সেই অশরীর আত্মাকে সুখদুঃখাদি স্পর্শ করিতে পারে না।

প্রজাপতি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে একই আত্মা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত অবস্থায় বিচরণ করেন। ইন্দ্র তাহাতে দোষ দৃষ্টি করিলেন। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার জ্ঞান থাকে না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে প্রজাপতি বলিয়াছেন আত্মা সর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়, আত্মা সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। তাহা কিরূপ হইল। ইন্দ্র দ্বৈতভাবে চলিতেছেন, প্রজাপতি অদ্বৈতভাবে চলিতেছেন, সুতরাং ইন্দ্র প্রজাপতির কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। ইন্দ্র ভাবিতেছেন সর্ব্বভূত, সর্ব্বলোক, সর্ব্বকাম, স্বতন্ত্র, আমি স্বতন্ত্র সুতরাং সুষুপ্তি অবস্থায় যখন আমার জ্ঞান না থাকিল, তখন আত্মা সর্ব্বকাম কিরূপে ভোগ করিল। প্রজাপতির উদ্দেশ্য যে আত্মত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলেই সকল প্রাপ্তি হইল। আমিই আত্মা, বিশ্বই আত্মা, সুতরাং আত্মার বাহিরে কিছুই থাকিল না। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন :—"কং কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি। ইন্দ্রের ঐরূপ সন্দেহ নিবারণের জন্য প্রজাপতি বলিতেছেন আত্মা সচ্চিদানন্দমাত্র। উপাধিবিশিষ্ট হইলেই সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞানে উপাধি নাশ হইলে সচ্চিদানন্দ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না।

প্রজাপতি পুনর্ব্বার বলিতেছেন :—

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুঃ শরীরাণি তদ্‌যথৈতান্যমুষ্যাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে। এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরেন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ॥

অর্থাৎ বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি ইত্যাদি অশরীর হইয়াও যেরূপ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্য্যসংযোগে আকাশ

ারণ করে, তদ্রূপ এই নির্ম্মল পুরুষ এই শরীর ইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপ ধারণ করেন, াহাকেই উত্তম পুরুষ বলা যায়। ইনিই কারণ বস্থা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাবস্থায় পরিণত ইলে যে শরীরেই থাকুন না কেন, আহার, ীড়া, রমণীগণের সহিত বিহার, যানাদি ারোহণ বা জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদ রিয়া থাকেন। অশ্ব যেরূপ শকটে আবদ্ধ য়, সেইরূপ এই প্রাণ অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মা এই রীরে সংযুক্ত হন।

প্রজাপতি আরও বলিলেন,—

অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ ুরুষদর্শনায় চক্ষুরথ যে বেদেদং জিঘ্রাণেতি আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহ- াণীতি স আত্মাভিব্যাহরায় বাগথ যো বেদেদং ৃনানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রং অথ যো দেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং ক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মন- তান্ পশ্যন্ কামান্ রমতে॥

অর্থাৎ চক্ষু দর্শনের উপকরণমাত্র, আত্মাই দর্শন করেন, ঐরূপ নাসিকা, জিহ্বা ও কর্ণ ঘ্রাণ, কথন এবং শ্রবণের উপকরণমাত্র, আত্মাই ঘ্রাণ লয়েন, কথা বলেন এবং শ্রবণ করেন।

মনও এই আত্মার দৈবচক্ষু, তিনি মনের দ্বারা এই সমুদায় আনন্দভোগ করিয়া আনন্দিত হন।

এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাত্তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতিহ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাতিরুবাচ॥

প্রজাপতি ইন্দ্রকে আত্মার বিষয় যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রহ্মলোকে দেবগণ সেইরূপ তাহার চিন্তা করেন সেইহেতু তাহাদের সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বকাম প্রাপ্তি হয়। যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হন ইহাই প্রজাপতির উপদেশ, ইহাই প্রজাপতির উপদেশ।

---

# বিষ্ণুভক্ত কাহাকে বলা যায়?

## বিষ্ণুপুরাণ।

ন চ চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাত্ম ুহৃদ্ বিপক্ষপক্ষে। ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চি- ুচ্চৈঃ সিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ১॥

যে বিষয়ে স্বীয় অধিকার নাই, এরূপ কার্য্য রিত্যাগ করিয়া যিনি স্বীয় স্বভাবানুযায়ী ুণানুসারে কর্ত্তব্যপরায়ণ থাকেন, যিনি পরদ্রব্য পহরণ করেন না কিম্বা কোন জীবহিংসা রেন না, যাহার মন অত্যন্ত নির্ম্মল, তাহাকে ষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে॥ ১॥

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা বিমলমতের্ ালিনীকৃতোঽস্তমোহে। মনসি কৃতজনার্দ্দনং ুষ্যং সততমবেহি হরেরতীবভক্তম্॥ ২॥

এইরূপ বিমলমতি ভক্তের আত্মা কলি কলুষল মলিন করিতে পারে না। যাহার বিগত- াহ মনে জনার্দ্দন সদাই বিরাজ করেন, াহাকে হরির অত্যন্ত ভক্ত বলিয়া জানিবে॥২॥

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা তৃণমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরস্বম্। ভবতি চ ভগবত্যনন্য- চেতাঃ পুরুষবরং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ৩॥

যিনি নির্জ্জনে পরস্ব স্বর্ণ দেখিয়া তাহাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন, তিনি ভগবানে অনন্যচেতা হইয়া থাকেন, সেই পুরুষবরকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে॥ ৩॥

স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক বিষ্ণুর্ম্মনসি নৃণাং ক চ মৎসরাদিদোষঃ। নহি তুহিনময়ূখরশ্মি- পুঞ্জে ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ॥ ৪॥

স্ফটিকগিরি শিলার ন্যায় নির্ম্মল বিষ্ণুই বা কি, আর মনুষ্যের মনে মৎসরাদি দোষই বা কি? অর্থাৎ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব বলিয়া একত্র থাকিতে পারে না। সে কিরূপ? না— সিতাংশু চন্দ্রের রশ্মি-পুঞ্জে কখন হুতাশনদীপ্তি- জনিত তেজ থাকিতে পারে না॥ ৪॥

...নমতির্বিমৎসরঃ প্রশান্তঃ শুচিচরিতোঽ-
...মিত্রভূতঃ। প্রিয়হিতবচনোঽস্তমান-
...সতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ॥ ৫॥

...দেব বিমলমতি, বিমৎসর, প্রশান্ত, শুদ্ধ-
..., অখিল-জগতের মিত্রস্বরূপ, প্রিয় ও
...চনবাদী এবং নিরস্ত গর্ব্ব ও মায়াশূন্য
...ক্তির হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করেন॥ ৫॥

...সতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্ ভবতি
... জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ। ক্ষিতি রস-
...নোঽস্তঃ কথয়তি চারুতরেব শাল
...॥ ৬॥

... ভগবান হৃদয়ে বাস করিলে, মনুষ্য সৌম্য-
... হইয়া থাকে। অর্থাৎ সৌম্যাকৃতি মনুষ্য
...লে তাহার হৃদয়ে ভগবান বাস করিতেছে
... বুঝিবে। সে কিরূপ? না—চির বালতরু-
...বৃক্ষের শ্রেষ্ঠতা যেমন তাহার অন্তরে
...বীর রস আছে ইহা বলিয়া দেয়। (অর্থাৎ
...বৃক্ষ যেমন কখনও শুষ্ক হয় না এবং উহা
...টিলেই সকল সময়ই সরস দেখা যায়, ঐ
...সত্বের কারণ যেরূপ ক্ষিতিরস, সেইরূপ
...ষ্যের সৌম্যাকৃতির কারণ তাহার হৃদয়ে
...বানের বাস)॥ ৬॥

যমনিয়মবিধূতকল্মষাণাম্ অনুদিনমচ্যুত-
...মানসানাম্। অপগতমদমানমৎসরাণাং
...ভট! দূরতরেণ মানবানাম্॥ ৭॥

হে ধর্ম্মবীর! যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়,
ব্রহ্মচর্য্য) ও নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপ,
...ধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান) দ্বারা যাহাদের পাপ
ধৌত হইয়াছে, সদা সর্ব্বদা ভগবানে যাহাদের
... আসক্ত, যাহারা মদ, মান ও মৎসর শূন্য
(মদ—ঐশ্বর্য্যজনিত উল্লাস, মান—নিজেই
পূজ্য এই বুদ্ধি, মৎসর—পরশ্রীকাতরতা) এরূপ
যে সমুদায় মহাত্মা তাহারা দূরে অবস্থিত
হইলেও তাহাদিগের নিকট গমন কর বা তাহা-
দের আশ্রয় গ্রহণ কর, অর্থাৎ তাহাদের আদর্শ
...চ্চ হইলেও তুমি বীরের ন্যায় তাহা স্বীয়
...ত্ত করিবার চেষ্টা কর॥ ৭॥

যদি যদি ভগবানাদিরান্তে হরিরসিশঙ্খগদা-
...রো ব্যবস্থা। ভবতমঘবিঘাতকর্ত্তৃ ভিন্নঃ ভবতি
কথং সতি চান্ধকারমর্কে॥ ৮॥

যদি তোমার হৃদয়ে শঙ্খ-গদাধর ভগবান্
হরি থাকেন, তাহাহইলে তুমি নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ-
চিত্ত হইবে, পাপবিনাশক কর্ত্তৃক পাপ নষ্ট
হইলে, পাপ কিরূপে থাকিতে পারে? সূর্য্য
থাকিতে কি অন্ধকার থাকিতে পারে॥ ৮॥

হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তূন্ বদতি তথা
নৃতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ। অশুভজনিতদুর্ম্মদস্য পুংসঃ
কলুষমতে হৃদি তস্য নাস্ত্যনন্তঃ॥ ৯॥

যে ব্যক্তি পরধন অপহরণ করে, জীবহিংসা
করে, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা বাক্য বলে, অশুভকার্য্য
হেতু যাহার হৃদয় মদান্বিত হইয়াছে, সেই কলু...
ব্যক্তির হৃদয়ে কখন ভগবান্ বাস করেন না॥৯॥

ন সহসি পরসম্পদং বিনিন্দাং কলুষমতিঃ
কুরুতে সতামসাধুঃ। ন যজতি ন দদাতি য...
সন্তং মনসি ন তস্য জনার্দ্দনোঽধমস্য॥ ১০॥

যে কলুষমতি অসাধু ব্যক্তি পরশ্রীকাতর,
সাধুদিগের নিন্দা করে, ধর্ম্মক্রিয়া সম্পাদন কর...
না এবং সাধু ব্যক্তিদিগকে দান করে না, সেই
অধমের মনে কখন ভগবান্ থাকেন না॥ ১০...

পরমসুহৃদি বান্ধবে কলত্রে সুততনয়া পিতৃ-
মাতৃ-ভৃত্যবর্গে। শঠমতি রূপযাতি যোঽর্থ-
তৃষ্ণাং তমধমচেষ্টমবেহি নাস্য ভক্তম্॥ ১১॥

যে ব্যক্তি শঠমতি লইয়া সুহৃদ্, বান্ধব,
কলত্র, পুত্র, কন্যা, পিতা মাতা ও ভৃত্যবর্গ
পরিপালনের জন্য অন্যায় উপায়ে ধন উপার্জ্জন
করে, তাহাকে অধম চেষ্ট বলিয়া জানিবে, সে
কখন বিষ্ণুভক্ত নহে॥ ১১॥

অশুভমতিরসৎ প্রবৃত্তিসক্তঃ সততমনার্য্য-
বিশালসঙ্গমত্তঃ। অনুদিনকৃতপাপবন্ধযত্নঃ পুরুষ-
পশুর্ন হি বাসুদেবভক্তঃ॥ ১২॥

যে ব্যক্তি অশুভমতি, যে অসৎ প্রবৃত্তিতে
আসক্ত, যে সতত অনার্য্য অর্থাৎ নীচ ব্যক্তি-
দিগের সহিত দীর্ঘকাল সঙ্গের জন্য মত্ত, যে
সদা সর্ব্বদা পাপরূপ বন্ধনে আগ্রহাতিশয্য
দেখায়, সেই পুরুষ পশু কখন বিষ্ণুভক্ত নয়॥১২॥

ক্রমশঃ—

# ১৩০১ সালের হিন্দু-পত্রিকার সূচীপত্র।



১৩০১ সালের সূচীপত্র সমাপ্ত।

# হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যা। | ১৩০২ সাল ১৮১৬ শকাব্দা। | বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

## সূচনা।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

বিঘ্নবিনাশন গণপতির কৃপায় ও আর্য্যঋষিগণের আশীর্ব্বাদে বৎসরাবধি নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হিন্দু-পত্রিকা নূতন বর্ষে নূতন উৎসাহের সহিত পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত হইতেছেন। সহৃদয় পাঠকগণ হিন্দু-পত্রিকাকে আশীর্ব্বাদ করুন যে হিন্দু-পত্রিকা দীর্ঘজীবিনী হইয়া সমগ্র হিন্দু-সমাজের মঙ্গলসাধনার্থ সমর্থা হয়। আর্য্যঋষিগণের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হিন্দু-পত্রিকায় হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী প্রবন্ধ থাকিবে। বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধারণকে অবগত করাইবার জন্যই হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ ভাল করিয়া বুঝিতে না পারায়, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে সে অশ্রদ্ধাটুকু থাকে না। আমি বেশ জানি যে, আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তবে এই অপার জলধির পারে যাইবার জন্য আর্য্যঋষিগণের পদপল্লবই আমার একমাত্র অবলম্বন। আজকাল বাজে বিষয়ের পত্রিকার অভাব নাই, কিন্তু যে সমুদায় বিষয়ের আন্দোলনের উপর সমাজের যথার্থ মঙ্গল নির্ভর করে, সে সমুদায় বিষয়ে নব্যসমাজ অবিমৃষ্য-কারিতা এবং প্রাচীন সমাজ ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। নব্যসমাজ, ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইংলণ্ড করিতে চান, প্রাচীন সমাজ অচল অটল। হিন্দু-সমাজ পাশ্চাত্য প্রণালীতে গঠিত হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তানুযায়ী দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সমাজের মঙ্গলার্থ বর্ত্তমান অনেক সামাজিক প্রথা কিয়দংশ পরিবর্ত্তন না করিলেও হিন্দু-সমাজের স্থায়িত্বের সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। এই অভাব দূরীকরণার্থ সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মসমাজ ও হিন্দু-পত্রিকা যত্ন করিতেছেন। হিন্দু-পত্রিকা শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে দেশকাল-পাত্রোপযোগী সামাজিক রীতিনীতির ক্রমিক উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মূল শ্লোক সমুদয় উদ্ধৃত হইতেছে এবং তাহার যথার্থ মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইতেছে। বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার

চতুর্ব্বিধ আশ্রম, সাকার ও নিরাকার উপাসনা এবং সংক্ষেপতঃ প্রত্যেক মানবের ধর্ম্ম জীবনের যাহা যাহা অত্যাবশ্যক, শাস্ত্র এবং যুক্তিসহকারে সাধ্যানুসারে তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহা নাটক নভেলের ন্যায় আপাততঃ মনোরঞ্জন না করিলেও যাহাতে ভিষকের তিক্ত ঔষধের ন্যায় পরিণামে অমৃতময় ফলপ্রদ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টার ক্রুটি করা যাইবে না। এই পত্রিকা সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর পাঠোপযোগী নহে, কিন্তু আশা করি, তাঁহারা যেন পত্রিকা দৃষ্টি করিয়া আমাকে মধ্যে মধ্যে আমার ভুল দেখাইয়া দেন, তাহাহইলে হিন্দু-সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। সাধারণের সুবিধার্থে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা ধার্য্য হইয়াছে। এই টাকার উপর হিন্দু-পত্রিকার জীবন নির্ভর করে; যাহারা মূল্য পাঠান নাই, পত্রিকা পাইবামাত্র যেন স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য প্রেরণ করেন। পুনঃ পুনঃ তাগাদা করা ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য। প্রত্যেক গ্রাহক যেন হিন্দু-পত্রিকাকে নিজের পত্রিকা বিবেচনা করিয়া হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। গড়ে যদি প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ পাঁচজন করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় বর্ষে হিন্দু-পত্রিকার দশসহস্র গ্রাহক হইতে পারে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহবাহাদুর হিন্দু-পত্রিকার অধিনেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়া হিন্দু-পত্রিকাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। ভাওয়ালের রাজা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর ও তাহার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভার পক্ষ হইতে পঞ্চাশ খণ্ড করিয়া হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ করাতে হিন্দু-পত্রিকা যথেষ্ট উপকৃতা হইয়াছেন। ঢাকার শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজমোহন সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র রায়চৌধুরী, পাবনার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত শ্যামলাল ঘোষ, জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু, পূর্ণিয়ার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়, দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত নিত্যাচরণ সেন, বগুড়ার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, রংপুরের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার, হুগলীর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ঝিনাইদহের শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, নড়াইলের শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভট্টাচার্য্য, খুলনিয়ার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, আলিপুরের শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, বনগ্রামের শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বরিশালের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, চন্দ্রনাথের শ্রীযুক্ত কিশোরলাল পরিব্রাজক, উলার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ শিরোরত্ন এবং রাঁচির শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব, সিলংএর শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাস ইত্যাদি অন্যান্য অনেক মহোদয় হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকাদি সংগ্রহ করিয়া যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য হিন্দু-পত্রিকা তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত ঋণী। মহেশপুরের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, সাতক্ষীরার উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ হিন্দুপত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইহার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরিশেষে সহোদরোপম কলিকাতার কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন হিন্দু-পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতি কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও কলিকাতা হইতে যশোহর পত্রিকা প্রেরণ প্রভৃতি নানাবিধ যে সমুদায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহা না করিলে হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। ইণ্ডিয়ানমিরার, অমৃতবাজার-পত্রিকা,

হিন্দুপেট্রিয়ট, বঙ্গনিবাসী, ঢাকাগেজেট, এডুকেশনগেজেট, হিন্দুরঞ্জিকা, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সম্বাদপত্র এবং যে সমুদায় মহাত্মা হিন্দু-পত্রিকাকে উৎসাহ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, হিন্দু পত্রিকা তাহাদের নিকটও বিশেষ ঋণী এবং হিন্দু-পত্রিকা এতদ্দ্বারা উপরোক্ত সকলের নিকটই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।

পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সর্ব্বপ্রথমেই হিন্দু-পত্রিকাকে উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করিয়া এবং গ্রাহকবর্গের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে মূল্য প্রদান করিয়া হিন্দু-পত্রিকার নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

---

# নিশীথ স্বপ্ন-সংবাদ।

মধুমাসঃ, দ্বিপ্রহরা যামিনী। শান্তিময়ী প্রকৃতিঃ। চন্দ্রস্তাবকাবাজিবিরাজিতো বিকিরতি সুধাময়ং কিরণ-জালং। চন্দ্রালোকেন পুলকিতহৃদয়ঃ কোকিলো মুকুলিতাম্রতরুশাখায়ামুপবিষ্ট উচ্চারয়তি কুহুরবমস্তবান্তরা। গোলাপ-কুসুমেন বিকাশতোদ্যানং সুশোভিতং সুরভিতঞ্চ ক্রিয়তে। ইদৃক্ শান্তিপূর্ণায়ামপি প্রকৃতৌ, জ্বলতি মে হৃদি ঘোরাশান্তিঃ। তাস্তু বোধয়িতুং শক্যতে নাপরঃ। যস্তেবম্বিধয়া দশয়া সমালিঙ্গিতস্তেনৈব সা সাধূপলব্ধা। কথমপি নায়াতি নিদ্রা। অতীতেষু ক্ষণেষু মন্যেঽস্মি নিদ্রিতঃ। তদাপশ্যম্বিম্বাধরামলক্তকাভকপোলাং শিরসি সমুপবিষ্টাং কামপি ষোড়শীং রমণীং। বিস্ময়েন শরীরং কণ্টকিতমজায়ত। বক্তুমবসরমপ্রদয়ৈব তয়োক্তং—

মাভৈঃ। নাহং মানুষী, নেদং ভৌতিকং শরীরং পরন্ত্বাধ্যাত্মিকং।

পরিব্রাজকঃ—মাতঃ! ব্রুহি করুণয়া কাসি। কিমর্থং বা আগতাসি ঘোরনিশীথ সময়ে।

দেবী—নেত্রে উন্মীল্য বিলোকয়, অহমস্মিতে উদ্যানস্থগোলাপকুসুমাত্মিকা দেবী। দুঃখেন ত দুঃখিতাগতাস্মি তে সন্নিধিম্।

পঃ—জড়ময়ী তু ভবতীতি মে মতিঃ, ন মন্যে ভবত্যাং চৈতন্যশক্তিরস্তীতি কদাপি।

দেঃ—ইতঃ প্রভৃতি নিবোধ চৈতন্যসম্পন্নাস্বহমিতি।

পঃ—অপি জানাতি ভবতী যদস্তি মে দুঃখং।

দেঃ—জানামি তাবৎ, তেনৈব আগতাস্মি। ঔষধমপি ব্রবীমি দুঃখবারকং। উক্তমপি ময়া প্রত্যহং, নোপলভ্যতে ত্বয়াজ্ঞানেন।

পঃ—আঃ পুনর্জীবিতমাত্মানং মন্যে। শাধি মাং বিপন্নং।

দেঃ—বিকশিতো ভব।

পঃ—কিং পুনঃ।

দেঃ—বিকশিতো ভব।

পঃ—কিং পুনঃ।

দেঃ—বিকশিতো ভব।

পঃ—কিং পুনঃ।'

নাতঃপরমপশ্যং কিমপি, অন্তর্হিতা তু সা দেবী, হৃদি বর্ত্ততে ঘোরমন্ধকারম্। হা কিমপশ্যম্, কিমশৃণবম্, কোঽয়ং ব্যাপারঃ। বেত্তি ভগবানন্তর্যামী প্রবুদ্ধো বা নিদ্রিতো বাপ্যহম্ নেত্রযুগলমনর্গলমশ্রুবিসসর্জ। অকস্মাদবলোকিতা আনন্দমূর্ত্তিঃ সৌবভপূর্ণা পীতবসনা 'পি

ারকন্যা। এষাপি বিবক্ষুমপি মাং নিবার্য্যা-বীৎ।

দেবকন্যা—নোপলভসে? মানবস্তাবদ্ বিশ্বং ড়ময়ং বিভাব্যাত্মানং বহুমন্যমানঃ শ্লাঘতে, রিজহাতি ন তু স্বকীয়াং জড়বুদ্ধিম্।

পঃ—মা পুনর্বিড়ম্বয়মাং, বদ তাবৎ কাসি াতঃ।

দেঃ কঃ—ন জানাসি জড়মতি যদস্মিতে দ্যানস্থাম্রমুকুলাত্মিকা দেবী।

পঃ—মহাপ্রলয়স্তাবৎ কিমদ্য, যত্তু পশ্যামি াড়ময়ং বিশ্বং চৈতন্যত্বেন পরিণতমিতি।

দেঃ কঃ—শান্তং মূর্খ! তব রোদনেন ব্যথিত-দয়া যা প্রাকপ্রাদুর্ভূতা গোলাপাত্মিকাদেবী, য়া প্রেষিতাগতাহন্তব সন্নিধিম্।

পঃ—বদ তাবদ্ যদস্তি বক্তব্যম্।

দেঃ কঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম।

পঃ—কিং পুনঃ।

দেঃ কঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম।

পঃ—কিং পুনঃ।

দেঃ কঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম।

পঃ—কিং পুনঃ।

নাতঃ পরমপশ্যং কিমপি। অন্তর্হিতা তু সা দেবকন্যা। গতোহম্ পুনঃ পূর্ব্বদশাম্। অক-স্মাদপশ্যং চন্দ্রতারকাসনন্বিতমাকাশম্ শিরো-ভাগে নিপতিতম্।

পঃ—অদ্য নূনং মহাপ্রলয়ং।

চন্দ্রঃ—মাভৈঃ ব্যথিতা রোদনেন তব সন্নি-ধিমাগতা বয়ম্। জহীহি জড়বুদ্ধিং, শৃণু তাবৎ যদুচ্যতে।

পঃ—অবহিতোহস্মি।

চঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম, বিতরামৃতম্।

পঃ—কিং পুনঃ।

অকস্মাদন্তর্হিতং সচন্দ্রতারকমাকাশং শিরস্তঃ। অতঃপরমশ্রৃয়ত কর্ণান্তিকে কোকিলস্য কুহুরবঃ।

পঃ—কোকিল! দুর্দিনে মম ত্বমপি কিমা-গতোহসি বিড়ম্বয়িতুং মাং।

কোকিলঃ—কুহু, কুহু, কুহু, কুহু।

পঃ—কিং পুনঃ।

কোঃ—কুহু, কুহু, কুহু, কুহু।

পঃ—কিং পুনঃ।

কোঃ—কুহু বিকশিতো ভব, কুহু ফলত্বেন পরিণম, কুহু বিতরামৃতম্, কুহু কুহুরবেনোন্মা-দয় জগৎ।

পঃ—কিং পুনঃ।

অকস্মাদন্তর্হিতঃ কোকিলঃ। গতোহহম্ পুনঃ পূর্ব্বদশাম্। অতঃপরমপশ্যং সৌম্যমূর্ত্তিমমিত তেজসং শিরোভাগে স্থিতমেকং ব্রহ্মচারিণম্। অহমপৃচ্ছং কো ভবানিতি। সোহব্রবীৎ সত্য-কামজাবালোহহম্। রোদনেন ব্যথিতস্তব সন্নিধিমাগতঃ। ময়োক্তং সত্যকথনেন ভবান্ জগতঃ শীর্ষস্থানীয়ঃ, সত্যং বদতু কেন মে দুঃখমপনীতং স্যাৎ। সঃ দক্ষিণতোহঙ্গুল্যা নির্দ্দিদেশ ঋষভমেকম্। ঋষভস্ত্ববদৎ সত্যং যদুক্তং গোলাপাদিভিঃ। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুমেনম্, সনির্দ্দিদেশাঙ্গুল্যা দক্ষিণতঃ পাবকম্। পাবকস্ত্বাবভূবাচ সত্যং যদুক্তং ঋষভেন। সমু-দ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুমেনম্, স নির্দ্দিদেশ দক্ষিণতো হংসমেকম্। হংসস্তাবদুবাচ সত্যং যদুক্তং পাবকেন। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুং হংসং, স নির্দ্দিদেশ দক্ষিণতো মদ্গুমেকম্। মদ্গু-স্তাবদুবাচ সত্যং যদুক্তং হংসেন। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুং মদ্গুং, অন্তর্হিতাস্তাবৎ ব্রহ্ম-চারিপ্রভৃতয়ঃ। তদা প্রভৃতি ভ্রজাম্যহমুন্মত্ত-বৎ দেশাৎ দেশান্তরং। অসমর্থোহহং, বিস্ত

পাঠক! সমর্থশ্চেৎ, গোলাপকুসুমিব বিকাশয় শক্তিমন্তর্নিহিতাম্, আম্রমুকুলমিব ফলত্বেন পরিণম, চন্দ্রইব বিতরামৃতম্, কোকিল ইব কুহুরবেনোন্মাদয় জগৎ জগতোহিতায়।

কস্যচিদপরিব্রাজকস্য।

---

# ঋগ্বেদ।

৮ম অষ্টক ১০ম মণ্ডল, ৮১শ সূক্ত।

বিশ্বকর্ম্মাভৌবনঃ অর্থাৎ ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা ঋষি, বিশ্বকর্ম্মা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌।

**য ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতান্যসীদৎ পিতা নঃ। স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আবিবেশ ॥ ১ ॥**

পদপাঠঃ। যঃ। ইমা। বিশ্বা। ভুবনানি। জুহ্বৎ। ঋষিঃ। হোতা। নি। অসীদৎ। পিতা। নঃ। সঃ। আশিষা। দ্রবিণম্। ইচ্ছমানঃ। প্রথম। ছৎ। অবরাণ্‌। আ বিবেশ।

ব্যাখ্যা। বিশ্বকর্ম্মা, পরমেশ্বর। ভুবনানি—ভূতজাতানি, তাবৎ সৃষ্ট জগৎ। জুহ্বৎ—প্রলয়কালে স্বাত্মান্যাহুতি প্রেক্ষপবৎ সংহরণ্‌। প্রলয়কালে স্বীয় আত্মাতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ ধ্বংস করিয়াছিলেন। ঋষিঃ—অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, ঋষতি জ্ঞানেন পশ্যতি সংসার পারং। হোতা—সংসার রূপস্য হোমস্য কর্ত্তা, সংসাররূপ হোমের কর্ত্তা। নঃ—আমাদিগের। পিতা—জনক। ন্যসীদৎ—স্থিতবান্, ছিলেন। অর্থাৎ প্রলয়কালে পরমেশ্বর সমুদায় সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টির পূর্ব্বে একই পরমেশ্বর ছিলেন। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। সঃ—পরমেশ্বর। আশিষা, আমি বহু হইব এইরূপ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির ইচ্ছাদ্বারা। দ্রবিণম্—ধন, ধন উপলক্ষণা, জগদ্ভোগের স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইচ্ছমানঃ ইচ্ছা করিয়া। প্রথমং মুখ্যং পারমার্থিকং রূপমাবৃন্বন্, স্বীয় পারমার্থিকরূপ অর্থাৎ স্বরূপ আবরণ করিয়া। অবরান্—সৃষ্টপদার্থ সমূহ। আবিবেশ—প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। সর্ব্বজ্ঞ পরমপিতা পরমেশ্বর হোতার ন্যায় বিশ্বজগতকে স্বীয় আত্মায় আহুতি প্রদানপূর্ব্বক প্রলয়কালে একাকীমাত্র ছিলেন, তৎপরে তিনি বিশ্বভোগের বাসনাহেতু পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া স্বরূপ আবৃত রাখিয়া সৃষ্টপদার্থে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

**কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎ স্বিৎ কথাসীৎ। যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥ ২ ॥**

পদপাঠঃ। কিম্। স্বিৎ। আসীৎ। অধিষ্ঠানম্। আরম্ভণম্। কতমৎ। স্বিৎ। কথা। আসীৎ। যতঃ। ভূমিম্। জনয়ন্‌। বিশ্বকর্ম্মা। বি। দ্যাম্। ঔর্ণোৎ। মহিনা। বিশ্বচক্ষাঃ।

ব্যাখ্যা। স্বিৎ—প্রশ্নে। কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানং—সৃষ্টিকালে তিনি কোন্ স্থান আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন অর্থাৎ কোন আশ্রয় স্থান ছিল না। কতমৎস্বিৎ আরম্ভণং—সৃষ্টির উপাদান কারণ কি ছিল—অর্থাৎ কিছুই না। কথাসীৎ—সৃষ্টি কিরূপে আরম্ভ হইয়াছিল। যতঃ—যে অধিষ্ঠান ও আরম্ভণ হইতে। বিশ্বচক্ষাঃ—সর্ব্বদ্রষ্টা। ভূমিং জনয়ন্—পৃথিবী নির্ম্মাণ-

র্ব্বক। দ্যাং—আকাশ। ঔর্ণোৎ—ব্যাবৃণোৎ ।স্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়া- :লেন। মহিনা—স্বীয় মহিমাদ্বারা।

বঙ্গার্থ। কুম্ভকার যেরূপ গৃহাদি আশ্রয় রিয়া, মৃৎরূপ উপাদান ও চক্রাদি উপ- রণদ্বারা ঘট প্রস্তুত করিয়া থাকে, ঐরূপ র্ব্বদ্রষ্টা পরমেশ্বর কি আশ্রয় করিয়া, কি পাদান এবং কি উপকরণদ্বারা এই পৃথিবী ষ্টি করিয়া তাহার উপর আকাশ বিস্তার করিয়াছিলেন? তিনি ইহা স্বীয় মহিমাদ্বারা করিয়াছিলেন, কুলালের ন্যায় উপাদানদির আবশ্যক হয় নাই।

**বিশ্বতশ্চক্ষুরুতবিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুতবিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥ ২॥**

পদপাঠঃ। বিশ্বতঃ। চক্ষুঃ। উত। বিশ্বতঃ। মুখঃ। বিশ্বতঃ। বাহুঃ। উত। বিশ্বতঃ। পাৎ। সং। বাহুভ্যাম্। ধমতি। সং। পতত্রৈঃ দ্যাবা ভূমী। জনয়ন্। দেবঃ। একঃ।

ব্যাখ্যা। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ অনন্তচক্ষু। বিশ্বতো- মুখঃ—অনন্ত মুখ। বিশ্বতবাহুঃ—অনন্ত বাহু। বিশ্বতস্পাৎ-অনন্তপাদ। উত-আরও। বাহুভ্যাং— বাহুদ্বারা। পতত্রৈঃ—গমনশীল পাদদ্বারা। দ্যাবা- ভূমী—আকাশ ও ভূমি। সংধমতি—সম্যক্। প্রেরয়তি—সম্যক্ প্রেরণ করেন। বাহুসঞ্চালন- দ্বারা আকাশ সৃষ্টি ও পাদসঞ্চার দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ আকাশ তাহার বাহুস্বরূপ ও পৃথিবী তাহার পাদস্বরূপ। জনয়ন্—আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া। দেবঃ একঃ (বর্ত্ততে)— নিজে দ্যোতমান স্বয়ং প্রকাশ ও অদ্বিতীয়স্বরূপ আছেন।

বঙ্গার্থ। অনন্তচক্ষু, অনন্তমুখ, অনন্তবাহু, অনন্তপাদ পরমেশ্বর বাহু ও পদসঞ্চালনপূর্ব্বক আকাশ ও ভূমি সৃষ্টি করিয়া নিজে স্বপ্রকাশ ও অদ্বিতীয় অবস্থায় অবস্থিত আছেন।

**কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদুতদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুব- নানি ধারয়ন্॥ ৪॥**

পদপাঠঃ। কিং। স্বিৎ। বনম্। কঃ। উ সঃ। বৃক্ষঃ। আস। যতঃ। দ্যাবাপৃথিবী। নিষ্ট তক্ষুঃ। মনীষিণঃ। মনসা। পৃচ্ছত। ইৎ। উ তৎ। যৎ। অধি। অতিষ্ঠৎ। ভুবনানি। ধারয়ন্।

ব্যাখ্যা। কিং স্বিৎবনম্—সে কোন বন ক উ সঃ বৃক্ষ আস—সে কোন বৃক্ষ। যতঃ দ্যাবা পৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ—যাহা হইতে তক্ষণ অর্থাৎ ছুতারের কার্য্যের দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মনষিণঃ—হে মনীষিগণ। মনসা পৃচ্ছত—স্বীয় স্বীয় মনে জিজ্ঞাসা কর। যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্—বিশ্বভুবন ধারণে তিনি যাহা আশ্রয় করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। গৃহাদিনির্ম্মাণকালে মনুষ্যেরা যেরূপ কোন বন হইতে বৃক্ষাদি আনয়ন করিয়া তাহার কাষ্ঠদ্বারা গৃহাদি প্রস্তুত করে, ঐরূপ পরমেশ্বর কোন বন হইতে, কোন বৃক্ষদ্বারা এই দ্যাবা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হে মনষিগণ তিনি কি আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বভুবন ধারণ করেন, তোমরা স্বীয় স্বীয় মনে জিজ্ঞাসা কর। অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মই এক উপকরণ অন্য উপকরণের সাহায্য আবশ্যক হয় না।

**যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্ম্মন্নুতেমা। শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধা বঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ॥ ৫॥**

পদপাঠঃ। যা। তে। ধামানি। পরমাণি। যা। অবমা। যা। মধ্যমা। বিশ্বকর্ম্মন্। উত। ইমা। শিক্ষ। সখিভ্যঃ। হবিষি। স্বধাবঃ। স্বয়ম্। যজস্ব। তন্বম্। বৃধানঃ।

ব্যাখ্যা। হে বিশ্বকর্ম্মন্—হে বিশ্বকর্ম্মা। যা তে পরমানি ধামানি—তোমার যে পরম ধাম, উত্তম শরীর, দেবাদি শরীর। অবমাধামানি—কৃমিকীটাদি শরীর। মধ্যমধামানি—মনুষ্যাদি শরীর। সখিভ্যঃ—সখাদিগকে অর্থাৎ আমাদিগকে। হবিষি—যজ্ঞে, যজ্ঞ সম্পাদনে শিক্ষ-শিক্ষাদেও। হে স্বধাবঃ—স্বধা গ্রহণকারী। স্বয়ং তন্বং বৃধানঃ—স্বীয় শরীর পুষ্টি করিয়া অর্থাৎ দেব, মনুষ্য ও তির্য্যক্ শরীর আদি পুষ্টি করিয়া। যজস্ব—যজ্ঞ কর।

বঙ্গার্থ। হে বিশ্বকর্ম্মন্! তোমার সখা অর্থাৎ উপাসকদিগকে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ, তোমার উত্তম, মধ্যম ও অধম শরীর কি তাহা শিক্ষা দেও। হে স্বধা গ্রহণকারী, তুমি স্বীয় শরীর বৃদ্ধি করিয়া স্বয়ংই যজ্ঞ অর্থাৎ সৃষ্টিযজ্ঞ সমাপন কর।

**विश्वकर्म्मन् हविषा वव्रधान: स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम् । मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकंमघवा सूरीरस्तु ॥ ২ ॥**

পদপাঠঃ। বিশ্বকর্ম্মন্। হবিষা। বব্রধানঃ। স্বয়ং। যজস্ব। পৃথিবীং। উত। দ্যাম্। মুহ্যন্তু। অন্যে। অভিতঃ। জনাসঃ। ইহ। অস্মাকম্। মঘবা। সূরিঃ। অস্তু।

ব্যাখ্যা। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হবিষা—অন্নেন, অন্নের দ্বারা। বব্রধানঃ—বর্দ্ধিত হইয়া। স্বয়ং পৃথিবীম্ উতদ্যাম্ যজস্ব—স্বয়ং পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ সঙ্গচ্ছস্ব ব্যাপ্নুহি সর্ব্বব্যাপী হও। অভিতঃ—সর্ব্বতঃ-চতুর্দ্দিকে। অন্যে ত্বদুপাসনাপরাঙ্মুখাঃ—যাহারা তোমার উপাসনা করে না মুহ্যন্তু মুগ্ধভবন্তু—মোহ প্রাপ্ত হউক। সঃ—বিশ্বকর্ম্মা। ইহ—আমাদিগের যজ্ঞে। অস্মাকম্—আমাদিগের। মঘবান্ মঘম্—"মংহতি দানকর্ম্মা" ধনম্। মঘবা—সর্ব্বধনেশানঃ সকল ধনের কর্ত্তা ও সূরিঃ—সূ প্রেরণে স্বর্গাদি ফলের প্রেরক। অস্তু—হউন।

বঙ্গার্থ। হে বিশ্বকর্ম্মন্! অন্নের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তুমি পৃথিবী ও স্বর্গ সকল স্থানকেই ব্যাপ্ত কর। যাহারা তোমার উপাসনা না করে, তাহারা মোহপ্রাপ্ত হউক্। আমাদিগের এই আরব্ধ যজ্ঞে তুমি আমাদের পক্ষে ধন ও স্বর্গাদি ফলের প্রেরক হও।

**वाचस्पतिं विश्वकर्म्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्याहुवेम । स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशंभूरवसे साधुकर्म्मा ॥ ৩ ॥**

পদপাঠঃ। বাচস্পতিং। বিশ্বকর্ম্মাণম্। উতয়ে। মনোজুবম্। বাজে। অদ্য। হুবেম। সঃ। নঃ। বিশ্বানি। হবনানি। জোষৎ। বিশ্বশম্ভু। অবসে। সাধুকর্ম্মা।

ব্যাখ্যা। বাচস্পতিং বাক্যের স্বামী বা বেদের অধিপতিকে। বিশ্বকর্ম্মাণম্ বিশ্বকর্ম্মাকে। মনোজুবং মনের ন্যায় দ্রুতগামীকে। বাজে যজ্ঞে। উতয়ে—রক্ষার জন্য। অদ্য হুবেম আহ্বান করিতেছি। সঃ তিনি নো আমাদিগের বিশ্বানি হবনানি তাবৎ হব্যবস্তু। জোষৎ ভোগ করুন। অবসে রক্ষার জন্য। বিশ্বশম্ভু তাবৎ মঙ্গলের আকর। সাধুকর্ম্মা বিচিত্রকর্ম্মা।

বাক্যের অধিপতি, মনসদৃশ বেগবান বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি। সেই বিশ্বমঙ্গলের আকর, বিচিত্রকর্ম্মা আমাদের প্রদত্ত তাবৎ হব্যবস্তু আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গ্রহণ করেন। সমাপ্ত।

# অথর্ব্ববেদ।

## (১) স্কম্ভস্তোত্র।

### দশম অধ্যায়।

**কস্মিন্নঙ্গে তপো অস্যাধিতিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গ ঋতমস্যাধ্যাহিতম্। ক্ব ব্রতং ক্ব শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥**

পদপাঠঃ। কস্মিন্। অঙ্গে। তপঃ। অস্য। অধিতিষ্ঠতি। কস্মিন্। অঙ্গে। ঋতম্। অস্য। অধ্যাহিতম্। ক্ব। ব্রতং। ক্ব। শ্রদ্ধা। অস্য। তিষ্ঠতি। কস্মিন্। অঙ্গে। সত্যম্। অস্য। প্রতিষ্ঠিতম্।

বঙ্গার্থ। তাঁহার কোন্ অঙ্গে তপ অধিষ্ঠান করিতেছে, তাঁহার কোন্ অঙ্গে যজ্ঞ অধিষ্ঠান করিতেছে। তাঁহার কোন্ অঙ্গে ব্রত ও শ্রদ্ধা এবং কোন্ অঙ্গে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

**কস্মাদঙ্গাদ্দীপ্যতে অগ্নিরস্য কস্মাদঙ্গাত্ পবতে মাতরিশ্বা। কস্মাদঙ্গাদ্বিমিমীতেঽধিচন্দ্রমা মহস্কম্ভস্য মিমানো অঙ্গম্ ॥ ২ ॥**

পদপাঠঃ। কস্মাৎ। অঙ্গাৎ। দীপ্যতে। অগ্নিঃ। অস্য। কস্মাৎ। অঙ্গাৎ। পবতে। মাতরিশ্বা। কস্মাৎ। অঙ্গাৎ। বিমিমীতে। অধি। চন্দ্রমা। মহস্কম্ভস্য। মিমানঃ। অঙ্গম্।

বঙ্গার্থ। তাঁহার কোন্ অঙ্গ হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, কোন্ অঙ্গ হইতে মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোন্ অঙ্গ হইতে চন্দ্রমা মহান্ স্কম্ভের অঙ্গ পরিমাণ করিয়া স্বীয় পথে গমন করিতেছে।

**কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিরস্য কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যন্তরিক্ষম্। কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যাহিতা দ্যৌঃ কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যুত্তরং দিবঃ ॥ ৩ ॥**

পদপাঠঃ। কস্মিন্। অঙ্গে। তিষ্ঠতি। ভূমি। অস্য। কস্মিন্। অঙ্গে। তিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষং। কস্মিন্। অঙ্গে। তিষ্ঠতি। আহিতা। দ্যৌঃ। কস্মিন্। অঙ্গে। তিষ্ঠতি। উত্তরং। দিবঃ।

বঙ্গার্থ। তাহার কোন্ অঙ্গে ভূমি কোন্ অঙ্গে অন্তরীক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন্ অঙ্গে আকাশ স্থাপিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন্ অঙ্গে আকাশের উর্দ্ধতর (উৎ-তর-উত্তর) প্রদে[শ] প্রতিষ্ঠিত আছে।

**ক্ব প্রেপ্সন্দীপ্যত ঊর্দ্ধো অগ্নিঃ ক্ব প্রেপ্সন্ পবতে মাতরিশ্বা। যত্র প্রেপ্সন্তীরভিযন্ত্যাবৃতঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ৪ ॥**

পদপাঠঃ। ক। প্রেপ্সন্। দীপ্যতে। ঊর্দ্ধ। অগ্নিঃ। ক। প্রেপসন্ পবতে। মাতরিশ্বা। য[ত্র]। প্রেপ্সন্তীঃ। অভিযন্তি। আবৃতঃ। স্কম্ভং। ত[ং]। ব্রূহি। কতমঃ। স্বিৎ। এব। সঃ।

বঙ্গার্থ। কাহাকে পাইবার ইচ্ছা করি[য়া] উর্দ্ধমুখ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, কাহাকে পাইব[ার] ইচ্ছা করিয়া মাতরিশ্বা প্রবাহিত হয়, কস্মে[?] গতি সকল যে স্কম্ভকে পাইতে ইচ্ছা করে এ[বং] যাহাতে গমন করে, সেই স্কম্ভ কে তা[হা] আমাকে বল। (স্বিৎ প্রশ্নে)

**ক্বার্দ্ধমাসাঃ ক্ব যন্তি মাসাঃ সংবৎ[সরেণ]**

(১) স্তম্ভ ও স্কম্ভ একই কথা। পরমাত্মা বিশ্বের স্তম্ভ বা স্কম্ভস্বরূপ। তিনি বিশ্বজগতকে ধারণ করিয়া আছেন, এইজন্য তাঁহার নাম স্কম্ভ।

**রেণ সহ সংবিদানাঃ। যত্র যন্ত্যৃতবো যত্রার্তবা স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥ ৫॥**

পদপাঠঃ। ক। অর্দ্ধমাসাঃ। ক। যন্তি। মাসাঃ সংবৎসরেণ সহ। সংবিদানাঃ। যত্র। যন্তি। ঋতবঃ। যত্র। আর্ত্তবাঃ। পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। অর্দ্ধমাস অর্থাৎ পক্ষ এবং মাস বৎসরের সহিত মিত্রতা করিয়া কোথায় গমন করে, যে স্কম্ভে ঋতু সকল এবং ঋতুসম্বন্ধীয় অন্যান্য কালবিভাগ গমন করে, সেই স্কম্ভকে তাহা আমাকে বল।

**ক্ব প্রেপ্সন্তী যুবতীবিরূপে অহোরাত্রে দ্রবতঃ সংবিদানে। যত্র প্রেপ্সন্তীরভিযন্ত্যাপস্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥ ৬॥**

পদপাঠঃ। ক। প্রেপ্সন্তী। যুবতী। বিরূপে। অহোরাত্রে। দ্রবতঃ। সংবিদানে। যত্র। প্রেপ্সন্তীঃ। অভিযন্তি। আপঃ। পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। বিভিন্নরূপা যুবতীদ্বয় দিবা ও রাত্রি কাহাকে পাইবার ইচ্ছায় মিত্রভাবে গমন করিতেছে। যে স্কম্ভকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া জলসমূহ গমন করিতেছে, তিনি কে তাহা আমাকে বল।

**যস্মিন্ স্তব্ধ্বা প্রজাপতির্লোকান্ সর্ব্বা-নধারয়ৎ। স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥ ৭॥**

পদপাঠঃ। যস্মিন্। স্তব্ধ্বা প্রজাপতিঃ। লোকান্। সর্ব্বান্। অধারয়ৎ। পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। স্কম্ভকে আশ্রয় করিয়া প্রজাপতি পৃথিব্যাদি সমুদায় লোক ধারণ করিয়াছেন, তিনি কে তাহা আমাকে বল।

**যৎ পরমবমং যচ্চ মধ্যমং প্রজাপতি সসৃজে বিশ্বরূপম্। কিয়তা স্কম্ভঃ প্রবিবেশ তত্র যন্ন প্রাবিশৎ কিয়ত্তদ্বভূব॥ ৮॥**

পদপাঠঃ। যৎ। পরমং। অবমং। যৎ। চ। মধ্যমং। প্রজাপতি। সসৃজে বিশ্বরূপম্। কিয়তা। স্কম্ভঃ। প্রবিবেশ। তত্র। যৎ। ন। প্রাবিশৎ। কিয়ৎ। তৎ। বভূব।

বঙ্গার্থ। প্রজাপতি যে উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যম অর্থাৎ দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্কম্ভ তাহার কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কতদূর প্রবেশ করেন নাই? অর্থাৎ সৃষ্টবস্তু সমুদায়েতেই চৈতন্যশক্তি আছে কি কোন অংশে নাই?

---

# বিষ্ণু-ভক্ত কাহাকে বলা যায়?

সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজতান্ বিহায় দূরাৎ॥ ১৩॥

ভগবান হৃদয়স্থ হইলে, আমি এবং বিশ্বস্থ সকলই এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষ পরমেশ্বর বাসুদেব, এইরূপ মতি অচলা হইয়া থাকে। হে বীর! তুমি পূর্ব্বোক্ত পুরুষ পশুদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হও॥ ১৩॥

কমল-নয়ন! বাসুদেব! বিষ্ণো!
ধরণীধরাচ্যুত! শঙ্খ-চক্র পাণে!
ভবশরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট! দূরতরেণ তানপাপান॥ ১৪॥

হে কমল-নয়ন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণু! হে [ধ]রণীধর! হে অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণি! তুমি [আ]মার আশ্রয় হও সদাসর্ব্বদা যাহাদের মুখে [এ]ইরূপ বাণী, হে ধর্ম্মবীর! তুমি সেই উচ্চা-[দ]র্শস্বরূপ পুণ্যাত্মাদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর॥ ১৪॥

বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহত বীর্য্যবলস্য সোঽন্যলোক্যঃ॥ ১৫॥

টীকা। দৃষ্টিপাতে—দৃষ্টিপাতমনাদৃত্য ইত্যর্থঃ। অনাদরে সপ্তমী।

ভগবান, বৈকুণ্ঠলোকে অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত আছেন, তিনি সাধারণ মনুষ্যদিগের অপ্রাপ্য। এইহেতু সেই ভগবান যে মহাত্মার অন্তঃকরণে বাস করিতেছেন, তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ভগবানের মায়া-চক্রদ্বারা প্রতিহত বল-বীর্য্য তোমার ও আমার অন্য গতি নাই। অর্থাৎ সাধারণ লোকের পক্ষে সাধুসেবাই শ্রেয়ঃ, তাঁহা-দের করুণা ভিন্ন ভগবানকে পাওয়া যায় না॥১৫॥

---

# শঙ্করাচার্য্য-কৃত বিষ্ণুস্তোত্র।

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো! দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণান্। ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসার-সাগরতঃ॥ ১॥

দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমল-পরিভোগ সচ্চিদা-নন্দে। শ্রীপতি-পদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥ ২॥

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মাম-কীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচনসমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ৩॥

উদ্ধৃতনগনগভিদনুজ! দনুজকুলামিত্র! মিত্রশশিদৃষ্টে। দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভব তিরস্করঃ॥ ৪॥

মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাঽবতা সদা বসুধাম্। পরমেশ্বর! পরিপাল্যো ভবতা ভবতাপ-ভীতোঽহম্॥ ৫॥

দামোদরগুণমন্দিরসুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ। ভবজলধিমথনমন্দরপরমং দরমপনয়ত্বং মে॥ ৬॥

নারায়ণ! করুণাময়! শরণং করবাণি তাবকৌচরণৌ। ইতি ষট্পদী মদীয়ে বদন-সরোজে সদাবসতু॥ ৭॥

হে বিষ্ণো! (আমার) অবিনয় অপনয়ন কর, মনকে দমন কর, বিষয়-মৃগতৃষ্ণা উপশমিত কর, সকল জীবের প্রতি দয়াবৃত্তির বিস্তার করিয়া দাও, সংসার-সমুদ্র হইতে (আমাকে) ত্রাণ কর॥ ১॥

আমি পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের ক্লেশবিমোচনের জন্য, মন্দাকিনী যাহার মকরন্দ, (অর্থাৎ যে পাদপদ্মযুগল হইতে গঙ্গা প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন) সচ্চিদানন্দস্বরূপই যাহার পূর্ণসৌরভ, (যে পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপতা অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়) লক্ষ্মীকান্তের সেই পাদপদ্মযুগলের বন্দনা করি॥ ২॥

হে প্রভো! বিশ্বরূপ তুমি, অতএব যদিও তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই তথাপি আমি তোমার, তুমি আমার নহ। যদিও সমুদ্র ও তরঙ্গ একই পদার্থ তথাপি তরঙ্গ সমুদ্রের, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের নহে॥ ৩॥

হে গোবর্দ্ধনধারি! দানবকুলনিসূদন চন্দ্র-সূর্য্যস্বরূপনেত্র উপেন্দ্র, সর্ব্বোপরি প্রভুত্বসম্পন্ন

তুমি দৃষ্টিগোচর হইলে ভববন্ধনমোচনের আর কি বাকি থাকে ॥ ৪ ॥

হে পরমেশ্বর! তুমি মৎস্য-কূর্ম্মাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছ; আমি জন্মমরণাদি ক্লেশে ভীত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

হে গুণাধার দামোদর! হে সুন্দর বদনারবিন্দ গোবিন্দ! হে সংসার-সমুদ্রমন্থনের মন্দরাচল! (অর্থাৎ এসংসারে যে কিছু সাররত্ন তাহা তোমারই প্রসাদ লভ্য) তুমি আমার প্রবল-ভবভয় দূরীভূত কর ॥ ৬ ॥

হে করুণাময় নারায়ণ! আমি তোমার চরণ-যুগলের আশ্রয়গ্রহণ করিতেছি। ভ্রমর যেমন পদ্মে লীন থাকে এই ষট্‌পদবিশিষ্ট শ্লোকার্দ্ধ (নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ-চরণৌ) নিরন্তর আমার মুখে বিরাজমান থাকুক্ ॥ ৭ ॥

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং ষট্‌পদীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

---

# শঙ্করকৃত চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র।

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। কালক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ১ ॥

ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে। ধ্রুবপদম্। অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানুর্ব্বাত্রৌ চুবুকসমর্পিত জানুঃ। করতলভিক্ষা তরুতলবাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ। ভজগোবিন্দং ইত্যাদি ॥ ২ ॥

যাবদ্ বিত্তোপার্জ্জনসক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ। পশ্চাদ্ ধাবতি জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে। ভজ—॥ ৩ ॥

জটিলী মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ। পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ় উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ। ভজ—॥ ৪ ॥

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা। সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চা। ভজ—॥ ৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্। বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম্। ভজ—॥ ৬ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ। ভজ—॥ ৭ ॥

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্। ইহসংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়াপারে পাহি মুরারে। ভজ—॥ ৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ। পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্। ভজ—॥ ৯ ॥

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ। নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ। ভজ—॥ ১০ ॥

নারীস্তনভরনাভিনিবেশং মিথ্যামায়ামোহাবেশম্। এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারংবারম্। ভজ—॥ ১১ ॥

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ কা মে জননী কো মে তাতঃ। ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্। ভজ—॥ ১২ ॥

গেয়ং গীতানামসহস্রং ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্। নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্। ভজ—॥ ১৩ ॥

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে। গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে। ভজ—॥ ১৪ ॥

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চাদ্ধন্তশরীরে রোগঃ। যদ্যপি লোকে মরণং শরণং তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্। ভজ—॥ ১৫ ॥

রথ্যাচর্পটবিরচিতকন্থঃ পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিত পন্থঃ। নাহং নত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ। ভজ—॥ ১৬ ॥

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানম্। জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন। ভজ—॥ ১৭ ॥

দিন যায়, রাত্রি যায়, সায়ং, প্রাত, শিশির, বসন্ত এ সমস্তই চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে ;কাল এইরূপে যেন খেলা করিতেছে কিন্তু মানুষের আয়ু এই সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে সে আর ফিরিয়া আসিবে না। মানুষ আজবাদে কাল মরিয়া যাইবে তথাপি আশার কুহক এড়াইতে পারে না। হে মূঢ়মতি মানব! সময থাকিতে গোবিন্দকে ভজনা কর, মৃত্যু নিকটেই রহিয়াছে যখন সে আক্রমণ করিবে, তখন কোন পাণ্ডিত্যই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥১॥

শীত নিবারণের বস্ত্রটুকু পর্য্যন্ত যে ত্যাগ করিয়াছে, ভিক্ষার পাত্রটা পর্য্যন্ত যে রাখে নাই, বৃক্ষের তলায় যে বাস করে এরূপ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীও আশার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অতএব হে মূঢ়মতি মানব!—পারিবে না ॥ ২ ॥

মানুষ যতদিন অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় ততদিন পরিবারবর্গের মধ্যে সকলেই তাহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখায়। পরে দেহ জরা জীর্ণ হইলে আর কেহই তাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। হে মূঢ়মতি মানব!—পারিবে না ॥ ৩ ॥

লোকে উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া ধর্ম্মের নানাপ্রকার কৃত্রিম পরিচ্ছদ ধারণ করে; কেহ জটাধারী, কেহ মুণ্ডিত মস্তক, কেহ বা রক্তবস্ত্র পরিধান করে। ইহারা ধর্ম্মপথে উঠিতে গিয়াও আসক্তির হাত এড়াতেই পারে না। হে মূঢ়মতি মানব!—পারিবে না ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি ভগবদ্গীতা কিছু পাঠ করিয়াছে, গঙ্গাজলের কণিকামাত্র পান করিয়াছে এবং একটীবারমাত্র হরি কথার আলোচনা করিয়াছে। তাহার আর শমনের ভয় থাকে না। হে মূঢ়মতি!—পারিবে না ॥ ৫ ॥

শরীরের চর্ম্ম ও মাংস শিথিল, কেশ পক্ব ও দন্তগুলি স্খলিত হইয়াছে, যষ্টি ভর করিয়া যাহাকে চলিতে হয়, এমন যে বৃদ্ধ সেও প্রবল আশা ছাড়িতে পারে না। হে মূঢ়—পারিবে না ॥ ৬ ॥

বাল্যকালে খেলাতে, যৌবনে ভোগবিলাসে বার্দ্ধক্যে নানাপ্রকার চিন্তায় মানুষ ডুবিয়া থাকে, পরমেশ্বরের চিন্তা কেহই করে না। হে মূঢ়!—পারিবে না ॥ ৭ ॥

এই জন্মে মরিলেই ফুরাইল না, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার জননীর জঠরে বাস করিতে হইবে। এ সংসার হইতে মুক্তিলাভ বড়ই কঠিন, হে মুরারি! কৃপা করিয়া জীবকে ত্রাণ কর। হে মূঢ়!—পারিবে না ॥ ৮ ॥

রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর কত চলিয়া গেল আবার কত নূতন আসিল, কালে কত পরিবর্ত্তন ঘটিল তথাপি মানুষ তাহার সেই দুঃখের নিদান আশাকে ছাড়িতে পারিল না। হে মূঢ়!—পারিবে না ॥ ৯ ॥

যৌবন গেলে যেমন কামবিকার থাকে না, পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া গেলে তাহার যেমন আর পুষ্করিণীত্ব থাকে না, ধনশালী ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া পড়িলে তাহার যেমন আর পূর্ব্বের ম

নুচর থাকে না সেইরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে মায়াময় সংসার উঠিয়া যায়, সংসারের মিথ্যাজ্ঞান আর থাকে না। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১০॥

মানুষ মিথ্যা মায়া ও মোহের আবেশে রক্ত-মাংস ও বসাপ্রভৃতির বিকারমাত্র রমণীর দেহকে বিলাসের সামগ্রী মনে করিয়া কি বীভৎস-ব্যাপারেই লিপ্ত থাকে, বারংবার এই বিষয়টীর চিন্তা কর দেখি। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১১॥

তুমি কে আমিই বা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কেই বা আমার মাতা, কেই বা আমার পিতা; স্বপ্নের মত অসার এই সংসারকে ছাড়িয়া ভাল করিয়া এই বিষয়টী ভাবিয়া দেখ দেখি। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১২॥

গীতার নাম সহস্র গান করিবে, ভগবানের রূপ নিরন্তর ধ্যান করিবে, সাধুসঙ্গে বাস করিবে, দরিদ্রকে ধনদান করিবে, ইহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১৩॥

যতক্ষণ দেহে জীবাত্মা বাস করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত লোকে তাহার তত্ত্বাবধান লয়। প্রাণ বাহির হইয়া গেলে শরীরটা এমন বীভৎস ও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে যে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা যে পত্নী সেও তাহা দেখিয়া ভয় পায়। এ শরীরের এইরূপই দুঃখজনক পরিণাম। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১৪॥

হায়! হায়! মানুষ আপাততঃ সুখের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া পরিশেষে রুগ্ন হইয়া কত ক্লেশ সহ্য করে। চিরদিন কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না, মৃত্যুই এ জীবনের পরিণাম, তথাপি মানুষ পাপাচরণ পরিত্যাগ করে না। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১৫॥

পথে প্রাপ্ত তৃণপত্রাদিরচিতকন্থাদ্বারা শীত-নিবারণ কর, পাপ ও পুণ্যের অতীত মুক্তির পথে অগ্রসর হও। আমি, তুমি এবং অপর যাহা কিছু দেখিতে পাও, এ সমস্তই অনিত্য তবে আর কিসের জন্য শোক করিবে? হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১৬॥

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। বিষয়াসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তি গঙ্গাসাগরে গমন করুক্ আর নানাপ্রকার ব্রতনিয়ম পালন করুক্, দীনদুঃখী-দিগকে প্রচুর ধনদান করুক্, এইরূপে শতজন্ম কাটিয়া যাইবে, তবুও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। হে মূঢ়মতি মানব!—পারিবে না॥ ৪॥

ইতি শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

---

## শঙ্কর-কৃত দ্বাদশপঞ্জরিকা স্তোত্র।

মূঢ়! জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু সদ্বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্। যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখ-লেশঃ সত্যম্। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ॥ ২॥

কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ। কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ ৩॥

মা-কুরু ধনজনযৌবন গর্ব্বংহরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্। মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্ম-পদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা॥ ৪॥

কামং ক্রোধং মোহং লোভং ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোঽহম্। আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥ ৫॥

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ। সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥ ৬॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহ-সন্ধৌ। ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥ ৭॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি সর্ব্বসহিষ্ণুঃ। সর্ব্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥ ৮॥

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং নিত্যানিত্যবিবেক বিচারম্। জাপ্যসমেতসমাধিবিধানং কুর্ব্ববধানং মহদবধানম্॥ ৯॥

নলিনীদলগতসলিলং তরলং তদ্বজ্জীবিত-মতিশয়চপলম্। বিদ্ধিব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥ ১০॥

কাতেঽষ্টাদশদেশে চিন্তা বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা। যস্যাং হস্তে সুদৃঢ়ং নিবন্ধং বোধয়তি প্রভবাদি বিরুদ্ধম্॥ ১১॥

গুরুচরণাম্বুজনির্ভরভক্তঃ সংসারাদচিরাদ্ ভবমুক্তঃ। সেন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেব দ্রক্ষ্যসি নিজ হৃদয়স্থং দেবম্॥ ১২॥

দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষ শিষ্যাণাং কথিতোহ্যু-পদেশঃ। যেষাং চিত্তে নৈব বিবেকস্তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্॥ ১৩॥

হে মোহান্ধ জীব! অর্থোপার্জ্জনের বাসনা পরিত্যাগ কর, বুদ্ধিকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত কর, মনে নিস্পৃহভাব অবলম্বন কর। নিজের যথা-বিহিত কর্ম্মদ্বারা যে কিছু ধনলাভ কর, তাহাতেই মনকে সন্তুষ্ট রাখ॥ ১॥

অর্থকে সর্ব্বদা অনর্থের মূল বলিয়া চিন্তা কর। বাস্তবিক অর্থ হইতে সুখের কণিকা-মাত্রও লাভ হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায় পুত্রেরাও লোভী হইয়া ধনশালী পিতার বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিয়া থাকে॥ ২॥

এ সংসারের বিষয় চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কে তুমি, কার তুমি, কোথা হইতে আসিয়াছ, কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার পুত্র এ সকল বিষয় নিবিষ্টমনে একটু চিন্তা কর দেখি॥ ৩॥

ধন, জন ও যৌবন লইয়া গর্ব্ব করিও না, এ সকল এই আছে, এই নাই। এ সংসার মায়াময়, ইহাতে লিপ্ত না হইয়া ব্রহ্মের ধ্যানে নিরত হও॥ ৪॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এ গুলিকে পরিত্যাগ কর। আত্মা বিশুদ্ধ পদার্থ, এই সকল প্রবৃত্তি গুলিতেই ইহার বিকার ঘটায়। এই সকল প্রবৃত্তি হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া দেখিলেই ইহার প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারিবে। আত্মার বিষয় যাহারা জানে না, তাহারাই নরকভোগ করে॥ ৫॥

সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কে সুখী না হয়। আমরা সুখের উপকরণ সংগ্রহের জন্য কত ক্লেশই না সহ্য করি। বিষয়বিরাগী ব্যক্তি যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত দেবালয় বা বৃক্ষতলই বাসস্থান মৃত্তিকাই শয্যা, অজিন বল্কল প্রভৃতিই পরিধেয়, উপভোগের বস্তু সমস্তই পরিত্যাজ্য ইহাতে নিত্য শান্তি, দুঃখের লেশমাত্রও নাই॥ ৬॥

অচিরেই যদি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর তবে শত্রু, মিত্র, পুত্র প্রভৃতি কোন দিকেই দৃষ্টি রাখিও না। সকল জীবের প্রতি সমদর্শী হও॥ ৭॥

সর্ব্ব জীবে এক ঈশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন কেন তুমি অপরের প্রতি ক্রোধ করিবে? সর্ব্ব জীবে আত্মাকে দর্শন কর, ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর॥ ৮॥

প্রাণায়াম কর, ইন্দ্রিয়সংযম কর, নিত্য-স্তব প্রতি আস্থা, অনিত্যের প্রতি উপেক্ষা কর। পরমেশ্বরের নাম জপ, তাঁহার ধ্যান ও সমাধিতে রত হও ॥ ৯ ॥

পদ্মপত্রের জল যেরূপ অস্থির টলমল করিতে থাকে, আমাদের জীবনটীও ঠিক্ সেইরূপ, এই আছে, এই নাই। জগতের সমস্ত লোকগুলিই বৃথা অভিমানরূপ রোগে আক্রান্ত, তাই নিরন্তর শোকে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

হে বাতুল! কেন তুমি নানাচিন্তায় ব্যাকুল হইতেছ, তোমার উপরে সুবিবেচক পরিচালক কি তোমার কেহ নাই? তুমি নিত্য, তোমার জন্মমৃত্যু নাই তথাপি যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তোমার নড়িবারও শক্তি নাই, সেই পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর ॥ ১১ ॥

গুরুর পাদপদ্মে ভক্তি কর, তাঁহারই প্রসাদে সংসার হইতে অচিরে মুক্তিলাভ করিবে। মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া একাগ্রতার সহিত ধ্যান কর, নিজের হৃদয়স্থিত পরমদেবকে দেখিতে পাইবে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশটী শ্লোকে সম্পূর্ণ এই উপদেশ বাক্যগুলি শিষ্যদিগের নিকটে কথিত হইয়াছে, ইহাতে যাহাদের বৈরাগ্য না জন্মে তাহারা বারংবার নরকযন্ত্রণা ভোগ করে ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দ্বাদশ-পঞ্জরিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

---

# সপ্তপদী গমন।

সকলেই জানেন সপ্তপদী গমন বিবাহ ক্রিয়ার একটী অঙ্গ এবং উহার পূর্ব্বে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্। তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ॥ সপ্তপদী গমন হইলে বিবাহ বন্ধন আর ভঙ্গ করা যায় না। বিধিবৎ প্রতিগৃহ্যাপি ত্যজেৎ কন্যাং বিগর্হিতাম্। ব্যাধিতাং বিপ্রদুষ্টাং বা ছদ্মনাচোপপাদিতাম্ ॥ কুল্লুকভট্টের টীকায় ঐরূপ দোষযুক্তা কন্যাকে "সপ্তপদী করণাৎ প্রাক্ জ্ঞাতাং ত্যজেৎ" এইরূপ অর্থ করা আছে। অর্থাৎ সপ্তপদী গমন হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইল, ঐ বন্ধন কিছুতেই ভঙ্গ করা যাইবে না। কিন্তু সপ্তপদী গমন জিনিষটা কি, তাহা বরবধূ দূরে থাকুক, পুরোহিত মহাশয়দিগের মধ্যে শতকরা একজনে উহা জানেন কি না সন্দেহ। সমাজের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সপ্তপদী গমন কি তাহা সপ্তপদী গমনের সময় বরকন্যার পরস্পরের প্রতি উক্তি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

বর। (একম্) ইষে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।

বধূ। "ধনং ধান্যঞ্চ মিষ্টান্নং ব্যঞ্জনাদ্যঞ্চ যদ্গৃহে। মদধীনঞ্চ কর্ত্তব্যং" বধূরাদ্যে পদে বদেৎ ॥

বর। (দ্বি) উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।

বধূ। "কুটুম্বং প্রথয়িষ্যামি তে সদা মঞ্জুভাষিণী। দুঃখে ধীরা সুখে হৃষ্টা" দ্বিতীয়ে সা ব্রবীদ্বরম্ ॥

বর। (ত্রীণি) রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।

বধূ। ঋতৌ কালে শুচিঃ স্নাতা ক্রীড়য়ামি ত্বয়া সহ। নাহং পরপতিং যায়ান্ তৃতীয়ে সা ব্রবীদ্বরম্ ॥

বর। (চত্বারি) ময়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।

বধূ। লালয়ামি চ কেশান্তং গন্ধমাল্যানু-

লেপনৈঃ। কাঞ্চনৈভূষণৈস্তভ্যং তুরীয়ে সা ব্রবীদ্বরম্॥

বর। (পঞ্চ) পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয় তু।

বধূ। সখীপরিবৃতা নিত্যং গৌর্য্যারাধনতৎ-পরা। ত্বয়ি ভক্তা ভবিষ্যামি পঞ্চমে সা ব্রবীদ্বরম্॥

বর। (ষট্) ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয় তু।

বধূ। যজ্ঞে হোমে চ দানাদৌ ভবেয়ং তব বামতঃ। যত্রত্বং তত্র তিষ্ঠামি পদে ষষ্ঠেহ-ব্রবীদ্বরম্॥

বর। সখে সপ্তপদা ভব সাসামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয় তু।

বধূ। সর্ব্বেহত্র সাক্ষিণস্ত্বং হি মম ভর্ত্তৃত্বমাগত। কৃতেন ব্রহ্মণা পূর্ব্বং বিধানেন কুলো-ত্তমেতি॥

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপন আবশ্যক। সপ্তপদী গমন সেই মিত্রত্ব প্রাপ্তিসূচক ক্রিয়া। "মৈত্রী সপ্তপদীপ্রোক্তা সপ্তবাক্যাথবা ভবেৎ।" মিত্রত্বার্জ্জনের হেতু এই যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ-কালে মিত্র না থাকিলে পাপনিবারণ এবং পুণ্যার্জ্জন বড়ই কষ্টকর, "পাপান্নিবারয়তি যোজয়তে হিতায় গুহ্যং নিগূহ্য চ গুণান্ প্রকটী-করোতি। আপদ্গতং ন বিজহাতি দদাতি বিত্তং সন্মিত্রলক্ষণমিদং প্রবদন্তি সন্তঃ॥" ইতি পরস্পর পাপনিবারণ হিতায়—যোজনাদ্যর্থং মিত্রত্বার্জ্জনং।

১ম পাদ।

বর। বিষ্ণুরূপ আমি (ইষে-অন্নায়, সর্ব্বেষা-স্বীয়ান্নাদীনামধিষ্ঠাত্রীকরণায।)

তোমাকে আমার তাবৎ আহার্য্য বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী করিব বলিয়া তোমাকে প্রথমপাদ গমন করাইলাম।

বধূ। বরের এই কথা শুনিয়া বধূ তখন আহ্লাদিতান্তঃকরণে বলিতেছেন,—"ধন ধান্যমিষ্টান্নব্যঞ্জনাদি যাহাই কিছু থাকু না কেন, সকলই আমার অধীন হইবে।"

২য় পাদ।

বর। বিষ্ণুরূপ আমি তোমাকে বলাধিক্যহে দ্বিতীয়পাদ গমন করাইলাম (উর্জ্জে বল)

বধূ। আমার ভর্ত্তা আমাকে পাইয়া অধি বলান্বিত হইবেন, ইহা জানিয়া হৃষ্টচি বধূ বলিতেছেন—"দুঃখে ধৈর্য্যাবলম্ব করিয়া, এবং সুখে হৃষ্টচিত্ত হইয়া, আ সর্ব্বদা মঞ্জুভাষিণী হইয়া তোমার কুটু দিগকে পোষণ করিব।

৩য় পাদ।

বর। বিষ্ণুরূপ আমি ধনবৃদ্ধির জন্য আ তোমাকে তৃতীয়পাদ গমন করাইলা (রায়স্পোষায়—ধনপুষ্ট্যৈ। অর্থা তোমাকে ধনের অধ্যক্ষতাও দিলাম।

বধূ। বধূ তখন স্বামীর ধনের অধ্যক্ষতা পাইলেন ইহা জানিয়া হৃষ্টচিত্তে ব তেছেন,—"আমি ঋতুকালে স্নানপূর্ব্ব শুচি হইয়া তোমারই সহিত বিহ করিব, কখন পরপুরুষ গমন করিব না"

৪র্থ পাদ।

বর। সুখের জন্য আমি তোমাকে চতুর্থপা গমন করাইলাম। অর্থাৎ আমার সক সুখই তোমার অধীন হইল।

(ময়োভব-সুখ)

বধূ। বধূস্বামীর সকল সুখই তাহার অধী শুনিয়া বলিতেছেন। আমি তোমার জন্য গন্ধমাল্যানুলেপন ও কাঞ্চনভূষণদ্বার কেশের শোভাবৃদ্ধি করিব।

৫ম পাদ।

বর। পশ্বাদি হইতে সুখের জন্য অর্থাৎ গো মহিষ প্রভৃতির দুগ্ধ পান আশ্বাদি আরো হণ ইত্যাদি নানাবিধ সুখের জ

তোমাকে পঞ্চমপাদ গমন করাইলাম। আমার পশ্বাদিও তোমার অধীন হইল। স্বামী সকলই আমার অধীন করিলেন, আমি ঈশ্বরের অনুগত না হইলে আমা-কর্ত্তৃক স্বামীর কোন সুখের বৃদ্ধি হইবে না, ইহা চিন্তা করিয়া বধূ বলিতেছেন, "আমি সখীপরিবৃতা হইয়া নিত্য গৌরী আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া তোমাতে অচলাভক্তি সংস্থাপন করিব।"

৬ষ্ঠ পাদ।

আমি ষড়ঋতুর ষড়্‌বিধ সুখের জন্য তোমায় ষড়পদ গমন করাইলাম, অর্থাৎ তোমার অধীন করিলাম।

স্বামী আমাকে সকল সুখই দিতে উদ্যত হইয়াছেন, পুণ্য ভিন্ন সুখ হয় না, ধর্ম্ম কার্য্যদ্বারাই সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা চিন্তা করিয়া বধূ বলিতেছেনঃ—"যজ্ঞে হোম এবং দানাদিকার্য্যে আমি তোমার বামপার্শ্বে থাকিব, তুমি যেরূপ কার্য্য করিবা, আমিও তদ্রূপ কার্য্য করিব।"

৭ম পাদ।

হে সখি! (মূলে সখে আছে, উহা আর্ষ-প্রয়োগ) তুমি সপ্তপদা হও অর্থাৎ ইহা-মূত্র ভূরাদিসপ্তলোকে যে পদ অর্থাৎ সুখ আছে তাহা তোমার হউক। তাদৃশ তুমি আমার অনুবর্ত্তিনী হও, বিষ্ণুরূপ আমি তোমাকে সপ্তপাদ গমন করাইলাম।

বধূ। বধূ তখন ভর্ত্তার সম্পূর্ণ প্রসাদ লাভ করিয়াছেন জানিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতেছেন—"সকলই সাক্ষি রহিল, শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে তুমি আমার ভর্ত্তা হইলে"—

পাঠক এইস্থলে মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে—
"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রাস্ত্রী সংযুজ্যেৎ যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥"

যেরূপ স্বাদুজলবিশিষ্টা নদী ক্ষারজলবিশিষ্ট সমুদ্রের সহিত মিলিয়া ক্ষারজলবিশিষ্টা হয়, তদ্রূপ ভর্ত্তার যে গুণই থাকুক না কেন, স্ত্রী সেই গুণপ্রাপ্ত হয়।"

সপ্তপদী গমন স্বামীর "আমি" স্ত্রীর "আমি" পর্য্যন্ত বিস্তার করার সূচকমাত্র, অর্থাৎ ধন, জন, গো, অশ্ব প্রভৃতি যাহা কিছু ভর্ত্তার তাহাতে স্ত্রীর সমান অধিকার জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য।

# পঞ্চদশী।

তত্ত্বনিরূপণের জন্য অতি পুরাকাল হইতে মাদিগের আর্য্য-সমাজে বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি যে সকল দর্শন ও তত্ত্ব-হাদি প্রচলিত আছে, পঞ্চদশী গ্রন্থ তাহার সংগ্রহস্বরূপ। বিশেষতঃ উহা বেদান্তদর্শনের খানি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় ঐ গ্রন্থে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের আভাস আছে, বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা ও ব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসাই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। বোধ হয় মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের মহামুনি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের পর অনেক প্রিয় শিষ্যদ্বারা উক্ত বেদান্তদর্শনকে সংক্ষেপে পঞ্চদশভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহার তত্ত্বমীমাংসা ও স্থূলমর্ম্ম জনসমাজে প্রচারিত করাইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যার যতদূর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, হিন্দুদিগের প্রচলিত কোন দর্শনশাস্ত্রেই ততদূর গুপ্ত তত্ত্বজ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু

উক্ত গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকারক, অনুবাদক ও প্রচারকগণ কর্ত্তৃক টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ যতগুলি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন পুস্তকে আধ্যাত্মিক প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ সরলভাষায় আদৌ অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত হয় নাই, প্রত্যুত উক্ত গ্রন্থোল্লিখিত গুপ্ততত্ত্বসকল পরিস্কৃত ও সুব্যবস্থিতভাবে মীমাংসিত হওয়া দূরে থাকুক ব্যাখ্যাকারক ও অনুবাদকগণ অনেক স্থানে ঐ সকল কূটতত্ত্ব মীমাংসায় আদৌ হস্তক্ষেপ করেন নাই; এইজন্য উক্ত গ্রন্থ সাধারণ জনগণের এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও পাঠ্য বা বোধগম্য নহে। উক্ত গ্রন্থ এতাধিক কঠিন ও বিশাল যে, উহার আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত বঙ্গানুবাদ করিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন তত্ত্বসমূহ বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা অতীব কঠিন, বহুযত্ন ও সময় সাপেক্ষ। ঐরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমাদের ন্যায় বিষয়লিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব, তবে ঐ গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত গ্রন্থ পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেক অধ্যায়ের স্থূল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ও তাহার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটনের নিমিত্ত সেই সেই অধ্যায়োল্লিখিত কতিপয় শ্লোকের গূঢ়তত্ত্ব মীমাংসা আবশ্যক, এইজন্য প্রথমতঃ উক্ত গ্রন্থেব সাধারণ তাৎপর্য্য তদনন্তর পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ তত্ত্বমীমাংসা, তাহার গূঢ়তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। যদি এই ব্যাখ্যা পাঠকগণের পাঠ্য ও বোধগম্য হয় ও তজ্জন্য তাঁহারা কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করেন তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রথমতঃ পঞ্চদশী গ্রন্থের স্থূল উদ্দেশ্য জীবব্রহ্মে ঐক্যজ্ঞান; কিন্তু ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব বিশদভাবে মীমাংসা ব্যতীত উহার ঐক্যজ্ঞান কখনই হইতে পারে না। আবার সাধারণ জাগতিক তত্ত্ব সমষ্টিভাবে এবং বিশেষ বিশেষ বস্তুতত্ত্ব ব্যষ্টিভাবে মীমাংসা ব্যতীত ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব কখনই বোধগম্য হইতে পারে না। ঐ সমষ্টি ব্রহ্ম ও ব্যষ্টিজীবতত্ত্ব সুমীমাংসিতরূপে বোধগম্য হইলেও উভয়ের একত্ব সাধনের নিমিত্ত জীববিশেষের অর্থাৎ মানবের যে সকল ভাবের বিকাশ আবশ্যক এবং সেই সকল ভাব যে সকল গুপ্ততত্ত্বোদ্ভূত ও গুপ্তবিদ্যা ও জ্ঞান হইতে বিকাশিত হয়, সেই সকল ভাবের সহিত গুপ্ততত্ত্ব ও গুপ্তবিদ্যা মীমাংসা আবশ্যক। উপরোক্ত গূঢ়বিষয়গুলি মীমাংসার নিমিত্তই পঞ্চদশী গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব বা সমষ্টি জাগতিকতত্ত্ব ও ব্যষ্টি বস্তুতত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপে মীমাংসিত হয় নাই; একই অধ্যায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে ঐ উভয় তত্ত্বই মীমাংসিত হইয়াছে। ঐ মীমাংসার সার মর্ম্ম এই যে, এক অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় মূলতত্ত্ব জ্ঞাতা ও জ্ঞাত স্বরূপে বিকাশিত হইয়া সাক্ষী কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতে পরিণত হইয়াছেন। ঐ জ্ঞাতাই সত্য—জ্ঞানানন্দ বা সচ্চিদানন্দ, উহাই সাক্ষী এবং জ্ঞাতই তাঁহাব শক্তি বা মায়া, উহাই জ্ঞাতার স্বভাব বা প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতি তাঁহার সাক্ষী চৈতন্যের আভাসে সজীব ও স্বয়ং ত্রিগুণান্বিতা * হইয়া কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ বিকাশ করিয়া ঐ ত্রিবিধ জগতে পরিণত হইয়া উদ্দেশ্য সাধনান্তে যাঁহার প্রকৃতি তাঁহাতেই মিলিত হন। ঐ উদ্দেশ্যও ক্রমে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণই বিকাশিনীশক্তি, রজ গুণই প্রবৃত্তি

* স্বয়ং ত্রিগুণান্বিতা হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ন্দীপনী ও ক্রিয়োৎপাদিনীশক্তি এবং তম গুণই আবরণীশক্তি। সাক্ষী অর্থে দ্রষ্টা, ঐ সাক্ষী বা দ্রষ্টাই স্বরূপ এবং শক্তি বা প্রকৃতিই তাঁহার ভাব। জ্ঞাতাই দৃষ্টি করেন বলিয়া দ্রষ্টা, জ্ঞানই তাঁহার সাক্ষীস্বরূপ, সমস্ত জ্ঞাতবস্তু পরিত্যাগ করিলে ঐ একমাত্র জ্ঞানই জ্ঞাতা বা একমাত্র জ্ঞাতাই জ্ঞানময়। বাহ্য বা অন্তর্জগৎ, যাহা অনুভবের বিষয় তৎসমুদয়ই জ্ঞাতপদার্থ-স্থূল-গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, পার্থিব বিষয়, দেহ ও ইন্দ্রিয়; সূক্ষ্ম-পদার্থশক্তি, মানসশক্তি, ধীশক্তি সমস্তই জ্ঞাত বিষয় সুতরাং জ্ঞাতাই জ্ঞানময়। এই জ্ঞান বা জ্ঞাতাই সত্য যেহেতু সমস্ত জ্ঞাত পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু জ্ঞান এক পদার্থ। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, পুত্রজ্ঞান, বন্ধুজ্ঞান, শত্রুজ্ঞান সমস্তই জ্ঞাতপদার্থাশ্রিত, ঐ পদার্থের ধর্ম্মানুরূপ জ্ঞান বিভিন্নপ্রকারে বিকাশিত হয়, কিন্তু মূলজ্ঞান চিরকালই এক। এই যে সম্মুখে বস্ত্রখানি রহিয়াছে উহা দৃষ্টিমাত্রেই তোমার বস্ত্র জ্ঞান হইল; কিন্তু তুমি তত্ত্বদর্শী, তুমি দেখিলে যে, বস্ত্রখানি প্রকৃত বস্ত্র নহে উহা সূত্রের বিকার মাত্র, পরক্ষণেই তুমি বুঝিলে যে, সূত্রও প্রকৃত নহে উহা কার্পাসের বিকার, কার্পাসও প্রকৃত নহে উহা মৃত্তিকার বিকার, মৃত্তিকাও প্রকৃত নহে উহা জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় প্রভৃতি তত্ত্বসংযুক্ত গন্ধগুণাক্রান্ত কাঠিন্য বা ক্ষিতিজাতীয় ভূতের বিকার; ঐ ভূতচতুষ্টয় আকাশজাত, ঐ আকাশ শূন্য, অবশেষে ঐ শূন্যজ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট রহিল; ঐ জ্ঞানের অভাব হইলে তোমার তুমিত্ব বা জ্ঞাতৃত্বেরও অভাব হয়। অতএব জ্ঞান ও জ্ঞাতা একই পদার্থ। এস্থলে তোমার বিষয় সাপেক্ষ জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া মূলজ্ঞানের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, অদ্য কারও যে জ্ঞান, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প পূর্ব্বের বা পরেরও সেই একই জ্ঞান; উহা স্থান, কাল ও বিষয়ের আশ্রয়ে সেই সেই বিভিন্ন স্থান, কাল ও বিষয় ধর্ম্মানুযায়ী বিভিন্নভাবে বিকাশিত হয় কিন্তু বিষয় ছাড়িয়া দিলে জ্ঞান একই পদার্থ। যদি বল যে, বিষয় ছাড়িয়া দিলে জ্ঞানও অবিকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না, যেহেতু স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয় থাকে না কিন্তু স্বপ্নকালেও মানসপ্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে, আবার সুষুপ্তিকালে মন বুদ্ধির সাময়িক লয় হইলেও সুষুপ্তির অজ্ঞানতার উপলব্ধি ও ঐ অচেতনকালের সুখানুভূতি বা সুখস্মৃতি বিলুপ্ত হয় না অর্থাৎ জাগ্রতমাত্র যখন ঐ জ্ঞান তোমার মন বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় তখন তোমার ঐ সুখ জ্ঞান ( নিদ্রাকালের সুখ ) তোমার বুদ্ধি ও মানস প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ তোমার ঐ নিদ্রাই সুখ বা তুমি সুখে নিদ্রিত ছিলে এইরূপ অনুভব হয়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞান এক এবং অদ্বিতীয় ও তাহা সর্ব্বকালে এবং সকল অবস্থায়ই সমান। উক্ত পঞ্চদশী গ্রন্থোক্ত সমষ্টি জ্ঞানই ব্রহ্ম, ব্যষ্টিজ্ঞানই আত্মা; ঐ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম বা আত্মা তাহা উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভেই প্রকাশ আছে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় তত্ত্ববিবেকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে প্রকাশ যে, জ্ঞানানন্দময় আত্মাই গুরুস্বরূপ। যে গুরু চিন্তনদ্বারা মহামোহরূপ দম্ভাহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সেই গুরুপদ সেবাদ্বারা যাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞান সমুৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে এই তত্ত্ববিবেক নিরূপিত হইতেছে। গ্রন্থকার এই বাক্যদ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিয়া ঐ তত্ত্ববিবেকের তৃতীয় শ্লোক হইতে সপ্তম শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানই যে “একমেবাদ্বিতীয়ং” ( এক অদ্বিতীয় ) উহা অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালে এবং কারণ

সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্রিজগতে বা ত্রিবিধ অবস্থায় অভিন্ন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া অষ্টম ও নবম শ্লোকে ঐ জ্ঞানই আত্মা এবং উহাই পরমানন্দ এবং দশম শ্লোকে আত্মা উপরোক্ত অষ্টম ও নবম শ্লোকোল্লিখিত যুক্তিদ্বারা সচ্চিৎপরানন্দ সাব্যস্ত করিয়াছেন; তদনন্তর আত্মাই ব্রহ্ম সাব্যস্ত হওয়ায় ব্রহ্মসত্বাই সচ্চিদানন্দ সাব্যস্ত হইতেছেন। অতএব উভয়ই যে এক ইহা বেদান্তানুমোদিত।

---

# গ্রন্থারম্ভ।

## প্রথম অধ্যায়।

### তত্ত্ববিবেক।

যথা—

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দ গুরুপাদাম্বুজন্মনে।
সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মনে॥ ১॥

(টীকা) শং সুখং করোতীতি শঙ্করঃ সকল জগদানন্দকরঃ পরমাত্মা, এযহ্যেবানন্দয়তীতি শ্রুতেঃ, আনন্দঃ নিরতিশয় প্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দরূপঃ প্রত্যগাত্মা শঙ্করশ্চাসাবানন্দশ্চেতি শঙ্করানন্দঃ প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মা স এব গুরু, তস্য গুরোঃ পাদাবেবাম্বুজন্মকমলং তস্মৈ নমঃ কিং বিধায় সবিলাসমহামোহ গ্রাহগ্রাসৈক কর্ম্মনে বিলাসকার্য্যবর্গঃ তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সবিলাসঃ এবংবিধো যো মহামোহো মূলাজ্ঞানং স এব গ্রাহোমকরাদিবৎ স বশং প্রাপ্তস্যাতীব দুঃখহেতুত্বাৎ তস্য গ্রাসোগ্রসনং নিবর্ত্তনং স এব একং মোক্ষং কর্ম্মব্যাপারো যস্য তত্তথা তস্মৈ ইত্যর্থঃ। অত্র চ শঙ্করানন্দপদদ্বয়সামাধিকরণ্যেন জীবব্রহ্মণোরেকত্ব লক্ষণো বিষয়স্সূচিতঃ। সবিলাসেত্যাদিনা নিঃশেষানর্থ নিবৃত্তিলক্ষণং প্রয়োজনং সূথত এবাভিহিতং।

বঙ্গার্থ। যেমন বিকট আকার ভয়ঙ্কর মকর কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তুগণ স্বাধীন প্রাণিবর্গকে দুঃসহ ক্লেশে নিপাতিত করে, সেইরূপ মহামোহ এবং তৎকার্য্যরূপী দম্ভ অহঙ্কারাদি মনুষ্যগণকে স্ববশীভূত করিয়া নিরন্তর যন্ত্রণাজালে জড়িত করিয়া রাখে, কিন্তু শ্রীগুরুর চরণচিন্তনে ঐ যন্ত্রণা দূরীভূত হয়। আমি সেই মহামোহ বিনাশ মানসে শ্রীশঙ্করানন্দগুরুদেবকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া তাঁহার সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ চরণকমলে প্রণাম করি॥ ১॥

তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবা নির্ম্মলচেতসাম্।
সুখবোধায় তত্ত্বস্য বিবেকোঽয়ং বিধীয়তে॥২॥

বঙ্গার্থ। সেই শ্রীগুরুর চরণকমলযুগলে দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে সেবা ও স্তুতিবন্দনাদি করিয়া যাহাদিগের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, আমি তাহাদিগের মানসক্ষেত্রে জ্ঞান সমুৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে তত্ত্ববিবেক নিরূপণ করিতেছি অর্থাৎ এই অনিত্য জগৎ হইতে সেই নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব কি প্রকারে নির্ণীত হইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে সবিস্তর প্রদর্শিত হইবে॥ ২॥

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎসংবিদৈকরূপ্যান্নভিদ্যতে॥৩॥

বঙ্গার্থ। প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐক্য জ্ঞান সাধিত হইয়া থাকে। যেমন পরব্রহ্ম নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, সেই প্রকার জীবাত্মা ও নিত্য জ্ঞানানন্দস্বরূপ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে

প্রথমতঃ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থে যে জ্ঞান হয়, তাহার অভিন্নরূপ সাধনদ্বারা জ্ঞানের অভিন্নত্ব ও নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। চরাচর সমস্ত বস্তুর প্রকৃততত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার উপযুক্ত সময় যে জাগ্রতাবস্থা, (যে সময়ে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করে) অর্থাৎ চক্ষু রূপাদি দর্শন করে, কর্ণ শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা স্বাদগ্রহণ করে এবং ত্বক্ শীত উষ্ণ স্পর্শানুভব করে, সেই সময়ে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের আধার যে অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল ও বায়ু, তাহারা গো, অশ্বাদির ন্যায় পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, পৃথক্ পৃথক্-রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেও প্রকৃততত্ত্ববিষয় জ্ঞানদ্বারা সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান একটী ভিন্ন অনেক বা বিভিন্ন জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয় না। আমি অতি আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিলাম, ইহাও যে জ্ঞান; আমি অতি মধুর শব্দ শ্রবণ করিলাম, ইহাও সেই জ্ঞান। কেবল রূপ ও শব্দ পৃথক্। কিন্তু যে জ্ঞানদ্বারা এই সকল পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর অনুভব করা যায়, সেই জ্ঞান কখনই পৃথক্ নহে। সুতরাং সকল জ্ঞানই এক এবং নিত্য ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩ ॥

তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্।
তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সংবিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥৪॥

বঙ্গার্থ। জাগরণ কালের জ্ঞানের বস্তু প্রত্যক্ষীভূত, কিন্তু স্বপ্নকালের জ্ঞানের বস্তু সকল সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকে না, উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ থাকিলেও মূলজ্ঞান ভিন্ন নহে অর্থাৎ জ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না ॥ ৪ ॥

সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদাততঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ। যেমন জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল সেইরূপ সুষুপ্তিকালেও যে জ্ঞান থাকে সেই জ্ঞান পৃথক্ ও বিভিন্ন নহে। সুষুপ্তিকালেও জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। যেহেতু সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি ঐ সুষুপ্তিকালে যে অজ্ঞান অবস্থায় সুখে নিদ্রা যাইতেছিল এই বোধই তাহার সুষুপ্তির স্মৃতি। অতএব সুষুপ্তি-কালের অজ্ঞানবোধক জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের সত্ত্বা স্বীকার করিতে হইবে। এতাবতায় জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকালের জ্ঞানের একত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৫ ॥

সবোধোবিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সংবিত্তদ্বদ্দিনান্তরে ॥ ৬ ॥
মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষাস্বয়ম্প্রভা ॥৭॥

বঙ্গার্থ। যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হইলেও জ্ঞান এক প্রতিপন্ন হইয়াছে সেইরূপ অদ্যকার জ্ঞানের সহিত দিনান্তরের জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হইলেও মূলজ্ঞান এক। অর্থাৎ অদ্য কোন একটী বস্তু দর্শন করিলে যেরূপ জ্ঞান হয় অন্য দিবসেও সেই বস্তুটী দেখিলে সেইরূপ জ্ঞান হইবে এইরূপ মাস, বৎসর, যুগ, কল্পভেদেও জ্ঞানের একত্ব অনুভূত হয়। একমাসে, এক বৎসরে বা এক যুগে যে প্রকার জ্ঞান হয় অন্য মাসে, অন্য বৎসরে বা অন্য যুগেও সেই প্রকার জ্ঞান হয়। ফল জ্ঞানের বিষয় বিভিন্ন হইলেও জ্ঞান চিরকালই এক ও অভিন্ন ॥ ৬—৭ ॥

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মানভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষতে ॥৮॥

বঙ্গার্থ। ইতিপূর্ব্বে যে স্বয়ং প্রকাশমান নিত্যজ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে সেই জ্ঞানই আত্মা; সেই আত্মাই পরমানন্দময় ও পরম-প্রেমের আধার। আত্মাতে নিরতিশয় সুখই অনুভূত হইয়া থাকে, যদি কোন ব্যক্তির উৎকট দুঃখ উপস্থিত হয় তথাচ আমি অসুখী হই- ইহা কেহই ইচ্ছা করে না এই নিমিত্ত আত্মাই স্বয়ং

সুখস্বরূপ অতএব আত্মাই পরমানন্দ ও পরমপ্রেমের আধার প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈব মন্যার্থমাত্মনি।
অতস্তৎ পরমস্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ। লোকে যে পুত্র, কলত্র ও বন্ধুবর্গের প্রতি স্নেহ ও প্রেম করিয়া থাকে সেই স্নেহ পুত্রাদির কোন উপকার সাধনার্থ নহে, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্ত; অতএব আত্মাতে যে প্রীতি হয় তাহাই পরম প্রীতি, সেই কারণপ্রযুক্ত আত্মাই যে, পরমানন্দস্বরূপ ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৯ ॥

ইত্থং সচ্চিৎপরানন্দ আত্মাযুক্ত্যা তথা বিধম্।
পরংব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে ॥১০॥

বঙ্গার্থ। উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা জীবাত্মা নিত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ প্রতিপন্ন হইল এবং পরংব্রহ্ম যে নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় তাহা স্বতঃসিদ্ধ; যেহেতু সমুদায় বেদ আত্মা ও ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তদ্বিষয় পরে বিবৃত হইবে ॥ ১০ ॥

ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# সামবেদান্তর্গত।

## বিবাহাঙ্গ হোমমন্ত্রব্যাখ্যা।

### দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেব্যোঽন্তানভিতোঽততন্ত তাস্ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয়ন্ত্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ। যাঃ দেব্যঃ অকৃন্তন্ অবয়ন্ যা অতন্বত যাঃ চ অন্তান্ অভিতঃ অততন্ত তাঃ দেব্যঃ ত্বা জরসা সংব্যয়ন্ত আয়ুষ্মতি! ইদং বাসঃ পরিধৎস্ব ॥ ১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। দেব্যঃ দেবনাদিগুণযুক্তাঃ যাঃ অকৃন্তন্ কর্ত্তিতবত্যঃ সূত্রাণি ইতি শেষঃ। তথা যা অবয়ন্ তন্তুসন্তানং কৃতবত্যঃ। তথা যা অতন্বত প্রসারিতবত্যঃ। তথা যাঃ অন্তান্ অভিতঃ বস্ত্রসম্বন্ধিদশানাং উভয়পার্শ্বে অততন্ত তব মম চ বস্ত্রান্তয়োঃ সম্মেলনং কৃতবত্যঃ। তা দেব্যঃ ত্বা ত্বাং জরসা বার্দ্ধক্যেন সংব্যয়ন্ত বার্দ্ধক্যপর্য্যন্তং ত্বাং বস্ত্রং পরিধাপয়ন্তু। হে আয়ুষ্মতি! প্রশস্তায়ুঃ সম্পন্নে! ইদং তাভিঃ সম্পাদিতং বাসঃ বস্ত্রং পরিধৎস্ব অঙ্গাবরণং কুরু ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা প্রথমতঃ এই বস্ত্রের সূত্রচ্ছেদ করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই বস্ত্র প্রসারিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা উভয় বস্ত্রে (তোমার এবং আমার কাপড়ে) গ্রন্থি নিবদ্ধ করিয়াছেন সেই বস্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতারা তোমাকে বার্দ্ধক্যপর্য্যন্ত বস্ত্রপরিধান করাইবেন। হে আয়ুষ্মতি! এই বস্ত্র পরিধান কর ॥ ১ ॥

১। অতন্বত—তিষ্ঠৌঽপি তিষ্ঠমিচ্ছন্তি ইতি সূত্রেণ বহুবচনান্তস্য একবচনান্ততা। ২। অন্তান্ অভিতঃ—পর্য্যভিয় সর্ব্বাভিতসা ইত্যনেন অভিতো যোগাৎ অন্তানিতি ষষ্ঠন্তস্য দ্বিতীয়ান্ততা। ৩। আয়ুষ্মতি!—ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নো সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুপাদয়ঃ ইত্যনেন প্রশস্তার্থে মতুপ্ প্রত্যয়ঃ।

ওঁ পরিধত্ত ধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণুত

দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীবশরদঃ সুবর্চ্চাঃ সুবসূনিচার্য্যে বিভূজাসি জীবন্॥ ২॥

অন্বয়ঃ। শতায়ুষীং এনাং পরিধত্ত (তথা) বাসসা ধত্ত (তথা) দীর্ঘং আয়ুঃ কৃণুতঃ। শতঞ্চ শরদঃ জীব আর্য্যে! সুবর্চ্চাঃ (সতী) জীবন্ সুবসূনি বিভূজাসি চ॥ ২॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। শতায়ুষীং শতবর্ষজীবিনীং শতায়ু র্বৈ পুরুষঃ শতায়ুষী বৈ নারী ইতি শ্রুতিঃ। এনাং পরিধত্ত বস্ত্রং পরিধাপয়ত। তথা এনাং ধত্ত উত্তরীয়বস্ত্রেণ আচ্ছাদয়ত। তথা দীর্ঘং আয়ুঃ কৃণুত কুরুত। এবং দেবতা সমীপে সংপ্রার্থ্য সংপ্রতি তামেবাহ। হে আর্য্যে! শতং শরদঃ শতবর্ষং ব্যাপ্য জীব। তথা সুবর্চ্চাঃ তেজস্বিনী সতী তথা জীবন্ জীবন্তী সুবসূনি উত্তমধনানি বিভূজাসি উপভোগং কুরু॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। হে বস্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ! তোমরা শতায়ুষী ইহাকে বস্ত্র পরিধান করাও। এবং উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা ইহাকে আচ্ছাদন কর। এবং ইহাকে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রদান কর। হে আর্য্যে! তুমি শতবর্ষ যাবৎ বাঁচিয়া থাক। এবং তেজস্বিনী হইয়া উত্তমোত্তম ধন সমুদায় উপভোগ কর॥ ২॥

১। পরিধত্ত—তিষ্ঠোঽপি তিষ্ঠমিচ্ছন্তি ইত্যনেন বহুবচনান্তস্য একবচনান্ততা। ২। জীবন্—লিঙ্গব্যত্যয়েন পুংস্ত্বং।

ওঁ সোমোঽদদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদগ্নয়ে। রৈঞ্চ পুত্রাংশ্চাদদদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং॥ ৩॥

অন্বয়ঃ। সোমঃ ইমাং গন্ধর্ব্বায় অদদৎ গন্ধর্ব্বঃ অগ্নয়ে অদদৎ অথো অগ্নিঃ মহ্যং রৈং চ পুত্রান্ চ অদদৎ॥ ৩॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। সোমঃ চন্দ্রঃ ইমাং মৎপরিণীতাং কন্যকাং গন্ধর্ব্বায় অদদৎ। গর্ভস্থাবস্থায়ামেব দত্তবান্। চন্দ্রঃ কন্যকানাং সবিতেতি শ্রুতিঃ। গন্ধর্ব্বঃ সূতিমারুতঃ প্রসবকারকো বায়ুবিশেষঃ ইত্যর্থঃ জাতমাত্রামেব ইমাং অগ্নয়ে অদদৎ। গন্ধর্ব্বঃ সূতিমারুতঃ ইতি রত্নমালা। নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ। নিঃসার্য্যতে বাণ ইব জন্তুশ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ ইতি আয়ুর্ব্বেদঃ। অথো অনন্তরং অগ্নিঃ মহ্যং ইমাং অদদৎ। চ তথা রৈং ধনং দদাতি এবং পুত্রাংশ্চ দাস্যতি॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ চন্দ্র ইহাকে গর্ভস্থাবস্থাতেই সূতিমারুতের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রসবকারক বায়ু বিশেষ ইহাকে মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব করাইয়া অগ্নিকে দান করেন। অনন্তর অগ্নি ইহাকে আমাকে দান করিয়াছেন। ঐ অগ্নিদেব আমাকে ধনদান এবং পরিণামে পুত্র প্রদান করিবেন॥ ৩॥

১। অথো অগ্নিঃ—ওদন্তাব্যয়স্য সন্ধ্যভাবঃ। ২। অদদৎ—একশেষেণ অতীতকাল প্রত্যয়ান্তস্য অদদদিত্যস্য বর্ত্তমানার্থত্বং ভবিষ্যদর্থতা চ।

ওঁ প্রমেপতির্যানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং॥ ৪॥

অন্বয়ঃ। মে পতিঃ নঃ পন্থাঃ প্রকল্পতাং যা শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং॥ ৪॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। মে মম পতিঃ স্বামী নঃ অস্মাকং পন্থাঃ পন্থানং প্রকল্পতাং করোতু। যা যেন পথা ইত্যর্থঃ অহং শিবা সুখাবহা তথা অরিষ্টা অহিংসিতা সতী পতিলোকং ভর্ত্তৃগৃহং গমেয়ং গচ্ছামি॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ। আমার স্বামী আমাদের জন্য পথ প্রস্তুত করুন্। যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক আমি সুখে পতিগৃহে যাইতে পারি॥ ৪॥

১। পন্থাঃ—সুপাং সুপ ইত্যনেন দ্বিতীয়ান্তস্য প্রথমান্ততা। ২। প্রকল্পতাং—ব্যবহিতোঽপি প্রশব্দঃ কল্পতামিত্যনেন যোজ্যঃ। ৩। যা—সুপাং সুপ ইত্যনেন দ্বিতীয়ান্তস্য

প্রথমান্ততা ছান্দসত্বাৎ স্ত্রীলিঙ্গত্বং। ৪। গমেয়ং—প্রার্থনায়াং লিঙ্।

ওঁ প্রাস্থাঃ পতির্যানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ। অস্যাঃ পতিঃ নঃ পন্থাঃ কল্পতাং যা শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ। ইয়মিতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। অস্যাঃ পতিঃ নববিবাহিতায়াঃ স্বামী নঃ অস্মাকং পন্থাঃ প্রকল্পতাং যা যেন পথা ইয়ং শিবা সুখাবহা তথা অরিষ্টা অহিংসিতা সতী ইয়ং পতিলোকং ভর্তৃগৃহং গম্যাঃ গন্তুং শক্নোতি ইত্যর্থঃ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহার স্বামী আমাদের জন্য পথ প্রস্তুত করুন্। যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ইনি সুখে পতিগৃহে যাইতে সমর্থা হয়েন ॥ ৫ ॥

ওঁ অগ্নিরেতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চা তু মৃত্যুপাশাত্তদয়ং রাজাবরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী-পৌত্রমঘং ন রোদাৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ। প্রথমঃ অগ্নিঃ দেবতাভ্যঃ এতু সঃ অস্যৈ প্রজাং মৃত্যুপাশাৎমুঞ্চাতু অয়ং রাজা বরুণঃ তৎ অনুমন্যতাং যথা ইয়ং স্ত্রীপৌত্রং অঘং (উদ্দিশ্য) ন রোদাৎ।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। প্রথমঃ দক্ষিণাখ্যঃ দক্ষিণদিগ্বর্ত্তিশিখাসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ অগ্নিঃ দেবতাভ্যঃ ইন্দ্রাদীনাং সকাশাৎ এতু আগচ্ছ তু। দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্যাহবনীয়াস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। ইত্যমরঃ। দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি শিখাসম্পন্নাগ্নের্দক্ষিণাখ্যত্বং নিগমাভিধানে দৃশ্যতে। তথাচ পূর্ব্বেণাহবনীয়োঽগ্নির্দক্ষিণাগ্নিস্ত দক্ষিণঃ। উত্তরে গার্হপত্যস্ত ত্রেতাগ্নিরিতি কথ্যতে। দক্ষিণদিগ্বর্ত্তিশিখাবদগ্নেঃ শুভসূচকত্বমাহ জৈমিনিঃ। অর্চ্চিষ্মান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃ কাঞ্চনসন্নিভঃ। স্থূলঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃ স্যাৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে। সঃ অগ্নিঃ অস্যৈ অস্যাঃ প্রজাং ভাবিনীং সন্ততিং মৃত্যুপাশাৎ যমপাশবন্ধনাৎ মুঞ্চাতু মোচয় তু। অয়ং রাজাবরুণঃ তৎ অনুমন্যতাং তথা করো তু যথা ইয়ং মৎপরিণীতা স্ত্রীপৌত্রং পুত্রসম্বন্ধি অঘং ব্যসনং বিপদমিত্যর্থঃ উদ্দিশ্য ন রোদাৎ রোদনং মা কুর্য্যাৎ। অংহোদুঃখব্যসনেষ্বঘং ব্যসনং বিপদিভ্রংশে দোষে কামজকোপজে ইতি চ অমরঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। দক্ষিণাখ্য অগ্নিবিশেষ এখানে আগমন করুন্। এবং তিনি ইহার ভাবিসন্ততিবর্গকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করুন্। রাজা বরুণ তাহা করুন যাহাতে ইনি পুত্রাদির বিপদ উদ্দেশ করিয়া রোদন না করেন ॥ ৬ ॥

১। অস্যৈ—সুপাংসুপ্ ইত্যনেন ষষ্ঠ্যন্তস্য চতুর্থ্যন্ততা।২। মুঞ্চাতু—অন্তর্হিতোঽয়ং নির্জর্থঃ। ছান্দসত্বাৎ দীর্ঘঃ।

ওঁ ইমা মগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু অশূন্যো পন্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবুধ্যতামিয়ং ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ। ইমাং গার্হপত্যঃ অগ্নিঃ ত্রায়তাং অস্যৈ প্রজাং জরদষ্টিং কৃণোতু পন্থাঃ অশূন্যঃ (অস্তু) জীবতাং মাতা অস্তু ইয়ং পৌত্রং আনন্দং অভিবুধ্যতাং ॥ ৭ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। গার্হপত্য তদাখ্যঃ অগ্নিবিশেষঃ ইমাং কন্যকাং ত্রায়তাং রক্ষতু। তথা অস্যৈ অস্যাঃ প্রজাং সন্ততিং জরদষ্টিং বার্দ্ধক্যপর্য্যন্তং চিরায়ুষীং কৃণোতু। তথা অস্যাঃ পন্থাঃ অশূন্যঃ অস্তু ভবতু অস্যাঃ সর্ব্বএব অবলম্বনীয়বিষয়াঃ সফলীভবন্তু ইত্যর্থঃ। তথা ইয়ং জীবতাং পুত্রাণাং মাতা অস্তু ভবতু অস্যাং যানি যানি অপত্যানি সঞ্জাতানি ভবিষ্যন্তি তান্যকালে মা ম্রিয়ন্তাম্ ইত্যর্থঃ। অতএব ইয়ং পৌত্রং পুত্রসম্বন্ধিনং আনন্দং সন্তোষং অভিবুধ্যতাং অনুভবতু ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। গার্হপত্যনামক অগ্নি ইহাকে

রক্ষা করুন্ এবং ইহার সন্তান সমুদায়কে বার্দ্ধক্যপর্য্যন্ত জীবিত করিয়া রাখুন। ইনি যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহা যেন সফল হয় এবং ইহার পুত্রবর্গ যেন অকালে কালকবলিত না হয়। ইনিও পুত্রসম্বন্ধি আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন ॥ ৭ ॥

ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরূরূ অশ্বিনৌ চ স্তনন্ধয়স্তে পুত্রান্ সবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানাদ্বৃহস্পতির্ব্বিশ্বেদেবাশ্চাভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ ॥৮॥

অন্বয়ঃ। দ্যৌঃ তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুঃ উরূ চ অশ্বিনৌ তে স্তনন্ধয়ঃ পুত্রান্ আবাসসঃ সবিতা অভিরক্ষতু বৃহস্পতিঃ পরিধানাৎ চ বিশ্বেদেবাঃ পশ্চাৎ অভিরক্ষন্তু ॥ ৮ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তে তব পৃষ্ঠং দ্যৌঃ দ্যুলোকঃ লক্ষণয়া দ্যুলোকনিবাসিদেবতাঃ রক্ষতু। বায়ুঃ তে উরূ রক্ষতু। চ তথা অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ তে তব স্তনন্ধয়ঃ স্তন্যপায়িনঃ পুত্রান্ রক্ষতাং। আবাসসঃ উত্তরীয়বস্ত্রাদারভ্য শরীরস্য ঊর্দ্ধভাগং সবিতা সূর্য্যঃ অভিরক্ষতু বৃহস্পতিঃ সুরগুরুঃ পরিধানাৎ পরিধানপরবস্ত্রপর্য্যন্তং শরীরস্য অধোভাগং ইত্যর্থঃ রক্ষতু। চ তথা বিশ্বেদেবাঃ পশ্চাৎ শরীরস্য উত্তরভাগং অভিরক্ষন্তু।

বঙ্গানুবাদ। স্বর্গবাসি দেবগণ তোমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন্। বায়ু তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন্। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার স্তন্যপায়ী শিশুসন্তানবর্গকে, তোমার উত্তরীয়বস্ত্রের ঊর্দ্ধদেশ সূর্য্যদেব, তোমার পরিধেয়বস্ত্র হইতে অধোভাগ বৃহস্পতি এবং তোমার শরীরের উত্তরভাগ বিশ্বদেববর্গ রক্ষা করুন্ ॥ ৮ ॥

১। উরু অশ্বিনৌ—ঈদূদেতোঃ দ্বিবচনস্য ইত্যনেন সন্ধিনিষেধঃ ॥ ২ ॥ স্তনন্ধয়ঃ—স্তনং ধয়তি ইতি খশপ্রত্যয়ঃ। সুপাংসুপ্ ইত্যনেন দ্বিতীয়াবহুবচনান্তস্য প্রথমৈকবচনান্ততা ॥ ৩ ॥ আবাসসঃ—ইত্যসমস্তং পদং ॥ ৪ ॥ বৃহস্পতিঃ—বৃহতাং বাচাং পতিঃ বৃহস্পতিঃ সুরগুরৌ ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ।

ওঁ মা তে গৃহেষু নিশিঘোষ উত্থাদন্যত্রত্বদ্রুদত্যঃ সংবিশন্তু মা ত্বং রুদত্যুরং মাবধিষ্ঠা জীবপত্নীপতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমানাং ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ। তে গৃহেষু নিশিঘোষঃ মা উত্থাৎ ত্বৎ অন্যত্র রুদত্যঃ সংবিশন্তু ত্বং রুদতী উরং মা বধিষ্ঠাঃ জীবপত্নী সুমনস্যমানাং প্রজাং পশ্যন্তী পতিলোকে বিরাজ ॥ ৯ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তে তব গৃহেষু নিশিরাত্রৌ ঘোষঃ আক্রন্দরূপঃ শব্দঃ মা উত্থাৎ উত্তিষ্ঠতু। ত্বৎ ত্বত্তঃ অন্যত্র অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শত্রুবনিতাঃ ইত্যর্থঃ রুদত্যঃ ক্রন্দন্ত্যঃ সত্যঃ সংবিশন্তু নিদ্রাং যান্তু। ত্বং রুদতী উরং বক্ষস্থলং মা বধিষ্ঠাঃ মা ত্বং উরোঘাতং রোদিষ্ঠসি ইত্যর্থঃ। তথা জীবপত্নী জীবদ্‌ভর্ত্তৃকা সুমনস্যমানাং হৃষ্টচিত্তাং প্রজাং পশ্যন্তী সতী পতিলোকে ভর্ত্তৃগৃহে বিরাজ-শোভস্ব ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। তোমার গৃহাভ্যন্তরে রাত্রিতে যেন আক্রন্দরূপ শব্দ সমুত্থিত না হয়। তোমার শত্রুবনিতা সমুদায় যেন রোদন করিতে করিতে নিদ্রা যায়। যেন তোমাকে বক্ষঃস্থল আঘাতপূর্ব্বক কখনও যেন রোদন করিতে না হয়। এবং সধবাবস্থায় যেন হৃষ্টচিত্ত সন্তান সমুদায় দর্শন করিতে করিতে পতিগৃহে সুখে বাস কর ॥ ৯ ॥

১। উত্থাৎ—উৎপূর্ব্বাৎ স্থাধাতোঃ লিঙঃ প্রথমপুরুষৈকবচনম্। ছান্দসত্বাৎ যলোপঃ। ২। অন্যত্র—প্রথমাবহুবচনান্ত প্রয়োগোঽয়ং। ৩। ত্বৎ—অন্য শব্দযোগাৎ পঞ্চমী। ৪। উরং—সর্ব্বে সান্তাঃ অদন্তাঃ ইতি উরস্ শব্দস্য উরাদেশঃ। ৫। জীবপত্নী—জীবঃ জীবিতঃ পতির্যস্যাং সা।

ওঁ অপ্রজস্থং পৌত্র মর্ত্ত্যং পাপ্মানমুত বা অঘং শীর্ষ্ণঃ স্রজমিবোন্মুচ্যদ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং॥ ১০॥

অন্বয়ঃ। (তে) অপ্রজস্থং পৌত্রমর্ত্ত্যং পাপ্মানং উত বা অঘং শীর্ষ্ণঃ স্রজং ইব উন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ পাশং প্রতিমুঞ্চামি॥ ১০॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তব অপ্রজস্থং বন্ধ্যাত্বং পৌত্রমর্ত্ত্যং পুত্রসম্বন্ধিমরণং পাপ্মানং পাপং উত বা অথবা অঘং বিপদং উন্মুচ্যত্বত্তঃ অপকৃষ্য শীর্ষ্ণঃ মস্তকাৎ স্রজং মালাং উন্মুচ্য পাশং ইব দ্বিষদ্ভ্যঃ তব শক্রভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি দদামিত্যর্থঃ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। বন্ধ্যাত্ব পুত্রাদি মরণ পাপ এবং বিপদ সমুদায় মস্তক হইতে মালার ন্যায় তোমা হইতে আকর্ষণ করিয়া তোমার শত্রু স্ত্রীর উপর নিক্ষেপ করিলাম॥ ১০॥

ওঁ পরৈতু মৃত্যুরমৃতং মেঽগাদ্বৈবস্বতো নোঽভয়ং কৃণোতু পরং মৃত্যোঽনুপরেহি পন্থা যত্র নোঽন্য ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মানঃ প্রজাং বীরিষো মোত-বীরান্॥ ১১॥

অন্বয়ঃ। (মত্তঃ) মৃত্যুঃ পরৈতু মে অমৃতং আগাৎ বৈবস্বতঃ নঃ অভয়ং কৃণোতু হে মৃত্যো! পরং অনুপরেহি যত্র নঃ অন্যঃ পন্থাঃ দেবযানাৎ ইতরঃ চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি নঃ প্রজা মা বীরিষঃ উত বীরান্ মা॥ ১১॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। মত্তঃ সকাশাৎ মৃত্যুঃ মরঃ পরৈতু পরাঙ্মুখো ভবতু। মে মম অমৃত আগাৎ আগচ্ছতু বৈবস্বতঃ যমঃ নঃ অস্মাক অভয়ং ভয়াভাবং কৃণোতু করোতু। হে মৃত্যো! পরং অন্যং পন্থানং অনুপরেহি অনুগচ্ছ। যত্র স্থানে নঃ অস্মাকং অন্যঃ পন্থাঃ তথা যত্র স্থানে দেবযানাৎ ইতরঃ অপরঃ পন্থাঃ। চক্ষুষ্মতে দর্শন-শক্তিসম্পন্নায় শৃণ্বতে শ্রবণশক্তিবিশিষ্টায় তে তুভ্যং ব্রবীমি প্রার্থয়ে নঃ অস্মাকং প্রজাং মা বীরিষঃ হিংসীঃ উতঃ তথা বীরান্ বিক্রান্তান্ মা বীরিষঃ মা হিংসীঃ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। আমার নিকট হইতে মৃত্যু পরাঙ্মুখ হউক্। আমার সর্ব্বদা অমৃত আগমন করুক্। যম আমাকে অভয়দান করুন্। হে যম! তুমি আমাদিগের এবং আমাদের পিতৃ লোকের নিকট যাইও না। দর্শনশক্তিবিশিষ্ট এবং শ্রবণশক্তিসম্পন্ন তোমাকে বলিতেছি যে আমাদের সন্ততিবর্গ হিংসা করিও না। এবং বীরসমুদায়ের হিংসা করিও না॥ ১১॥

ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ

---

# ব্রাহ্মণ।

একদা ভরদ্বাজ মুনি ভগবান ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'কো ব্রাহ্মণঃ' (ব্রাহ্মণ কে?) ইহার উত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ' (যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ) মহাভারতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ইদমার্ষং প্রমাণঞ্চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যেতত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ মানবগণের মধ্যে যাঁহারা পুণ্যব্রতে দীক্ষিত, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং অতি পবিত্র আচরণই ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

"ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥১॥
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥২॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৩॥
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৪॥
যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্বা যাজয়েত বা।
দদ্যাদপি যথাশক্তিং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৫॥
ব্রহ্মচারী চ বেদান্ যোঽপ্যধীয়াদ্ দ্বিজপুঙ্গবঃ।
স্বাধ্যায়ে চাপ্রমত্তো বৈ তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৬॥
যদ্ ব্রাহ্মণানাং কুশলং তদেষাং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
সত্যং তথা ব্যাহরতাং নানৃতে রমতে মনঃ॥ ৭॥
ধর্ম্মং তু ব্রাহ্মণস্যাহুঃ স্বাধ্যায়ং দমমার্জ্জবম্।
ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহঞ্চ শাশ্বতং দ্বিজসত্তম॥ ৮॥
মহাভারতম্।

অর্থাৎ ক্রোধ মানবের পরম শত্রু, যিনি ক্রোধ মোহ ত্যাগ করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (১)। যিনি সদাই সত্য কথা বলেন, গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন এবং কেহ অপকার করিলেও প্রতি হিংসা করেন না দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (২)। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, পবিত্র শাস্ত্র পাঠে অনুরক্ত যাঁহার বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচি এবং যিনি কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য করিয়াছেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৩)। যিনি সমস্ত লোককে আত্মবৎ দর্শন করেন, যিনি ধর্ম্মজ্ঞ, মনস্বী ও সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন (৪)। যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও শক্ত্যনুসারে দান করিয়া থাকেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন (৫)। যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্তভাবে বেদাধ্যয়ন করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৬)। ব্রাহ্মণগণ সদাই সত্য কথা বলিয়া থাকেন, কথনও তাঁহাদের মন মিথ্যার দিকে ধাবমান হয় না (৭)। পবিত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন ইন্দ্রিয়সংযম, আর্জ্জব, সত্যতা এই সকলই সুধিগণ ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্যের উপরই শাশ্বত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত (৮)।

"যেন পূর্ণমিবাকাশং ভবত্যেকেন সর্ব্বদা।
শূন্যং যেন জনাকীর্ণং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ১॥
অহেরিব গণাদ্ভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব।
কুনপাদিব চ স্ত্রীভ্যস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ২॥
যেন কেনচিদচ্ছিন্নো যেন কেন চিদাশিতঃ।
যত্র কচন শায়ী চ তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৩॥
ন ক্রুধ্যেন্ন প্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোঽমানিতশ্চ যঃ।
সর্ব্বভূতেস্বভয়দস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৪॥
বিমুক্তং সর্ব্বভূতেভ্যো মুনিমাকাশবৎ স্থিতম্।
অস্বমেকচরং শান্তং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৫॥
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মোঽর্থার্থমেব চ।
অহোরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৬॥
নিরাশিষমনারম্ভং নির্ণমস্কারমস্তুতিম্।
নির্ম্মুক্তং বন্ধনৈঃ সর্ব্বৈস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৭॥
মহাভারতম্।

অর্থাৎ যাঁহার নিকটে শূন্যাকাশ ও পূর্ণ এবং বহুজনসমাকীর্ণস্থান ও শূন্য, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (১)। যিনি এই বহুজনসমাকীর্ণ সংসারকে সর্পবৎ, মিষ্টান্নজনিত সুখকে নিরয়বৎ, স্ত্রীসঙ্গকে শল্যবৎ জ্ঞান করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (২)। যিনি অতি সামান্য আহারেও তৃপ্তি বোধ করেন, অতি সামান্য বসনেই তৃপ্ত হন্ এবং যথা তথা শয়ন করিয়াই সুখ বোধ করেন, দেবতারা

তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৩)। যিনি সম্মানে আনন্দিত ও অপমানে ক্রুদ্ধ না হন এবং যিনি জীবগণকে অভয়দান করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৪)। যিনি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, যাঁহার আপন পর ভেদ নাই, যিনি শান্ত ও একাকী সর্ব্বত্র বিচরণক্ষম দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৫)। ধর্ম্মার্থেই যাঁহার জীবন, ঈশ্বরার্থেই যাঁহার ধর্ম্ম এবং যিনি অহোরাত্র পুণ্যার্থেই অতিক্রম করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৬)। যাঁহার কোনও বিষয়ে উদ্যোগ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি স্তুতি-বাক্য বা নমস্কারে সুখানুভব করেন না এবং যিনি সমুদায় বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন (৭)।

মহারাজ যুধিষ্ঠির অজগর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণের যে লক্ষণ বলিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অজগর। ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির। সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। বলা বাহুল্য যে যুধিষ্ঠিরের কথিত ব্রাহ্মণের লক্ষণ পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যাহারা পবিত্র সত্ত্বগুণপ্রভাবে সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত জ্ঞান শীল ও শৌচ পালন করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে ব্যক্তি রজোগুণ-প্রভাবে কামভোগাসক্ত, তীক্ষ্ণ, ক্রোধী ও সাহসী হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহারাই ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত। যাহারা রজোগুণ ও আংশিক তমোগুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া বণিক্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাই বৈশ্য নামে পরিচিত। আর যে নীচাশয়েরা সম্পূর্ণ তমোগুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, হিংসা পরতন্ত্র, লুব্ধস্বভাব, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী মিথ্যাবাদী ও শৌচপরিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারাই শূদ্র নামে পরিচিত। যে সমস্ত ব্রহ্মসন্তান পরমার্থ ব্রহ্ম-পদার্থ অবগত হইতে না পারে, তাহারাই ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানভ্রষ্ট, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং চরিত্রের উৎকর্ষই ব্রাহ্মণের লক্ষণ ও অপকর্ষই শূদ্রের লক্ষণ। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তমোগুণসম্পন্ন শূদ্রের ন্যায় ভ্রষ্টাচারী হইলেই সে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ,—

"শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষং দ্বিজেতচ্চ ন বিদ্যতে।"

ইত্যাদি মহাভারতম্।

অর্থাৎ যদি কেহ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া শূদ্রের ন্যায় লক্ষণসম্পন্ন হয়, তবে তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে।

এখন দেখা যাউক যে ব্রাহ্মণ কি কি কদাচার সম্পন্ন হইলে সে পবিত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে আছে,

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

অর্থাৎ জন্মকালে সকলেই শূদ্র থাকে, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে তাঁহাদিগকে দ্বিজ বলা যায়, বেদাভ্যাস করিলে তাঁহাদিগকে বিপ্র বলা যায় এবং ব্রহ্মকে জানিলে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়।

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

মনুসংহিতা।

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদিলাভে যত্নবান্ হয়, তাহারা জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

"অগ্নিকার্য্যাৎ পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ।
বেদঞ্চৈবানধীয়ানাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ স্মৃতাঃ॥
তস্মাদ্বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অধ্যেতব্যোঽপ্যেকদেশো যদি সর্ব্বং ন শক্যতে॥
পরাশর।

অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, যাহারা সন্ধ্যা উপাসনাদি করে না এবং যাহারা বেদপাঠে বিরত, তাঁহাদিগকে বৃষল বলা যায়। অতএব যাঁহাদের বৃষল হইবার আশঙ্কা আছে তাঁহাদের উচিত যে সমগ্রবেদ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলেও তাহার একাংশ মাত্রও অধ্যয়ন করেন।

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেন গর্ব্বিতঃ।
তে নৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"
অত্রিসংহিতা।

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত না হইয়া ব্রহ্মসূত্রধারণ জন্য গর্ব্বিত, সেই ব্রাহ্মণ সেই পাপের নিমিত্ত বিপ্র পশু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পবিত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ, আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও কি কি কদাচার প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মবর্জ্জিত হন, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ সংক্ষেপে লিখিত হইল। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বস্তুত এখন যে প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাবেই হিন্দুজাতিরও হিন্দু-ধর্ম্মের এতদূর অবনতি হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ব্রাহ্মণগণ যাহাতে শাস্ত্রমত সুব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীরাজকুমার কাব্যরঞ্জন।

---

# বিজয়ারহস্য।

শরদের স্বচ্ছসলিলে মঙ্গলময়ীর মৃণ্ময়মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিলাম; অতল-জলে অতুল-মূর্ত্তি মগ্ন হইল, যে চণ্ডীমণ্ডপ আনন্দময়ীর প্রতিমূর্ত্তির সৌন্দর্য্যচ্ছটায় পূর্ব্বক্ষণে হাসিতেছিল; এইক্ষণ তাহা অবসাদে ম্লানমুখ। বৎসরাবধি যে বাসনা ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া তিনদিন পূর্ণপ্রভায় প্রফুল্ল হইয়াছিল; আজ্ তাহা জগজ্জননীর সলিললীলার সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। তথাপি হাসিতেছি, গাইতেছি ও হর্ষালিঙ্গন করিতেছি কেন? আজ্ নিঃস্তব্ধভাবে বিরলে বসিয়া বিলাপ করি না কেন? আজ্ মহালক্ষ্মীর মন্দির দর্শন করিয়া শবাসনার অধিষ্ঠান ভূমিকে মনে করি না কেন? শোকের সমুদায় উপকরণই সজ্জিত; কিন্তু আমরা শোকবর্জ্জিত; প্রত্যুত আনন্দে উন্মত্ত। কারণ কি? কারণ, আজ্ বিজয়া। শক্তিসঞ্চয়ের নিমিত্ত এতদিন যে সঙ্কল্পসঞ্জাত হইয়াছিল, অদ্য আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা অবসানে তাহা পূর্ণ হইয়া বিজয়বাসনায় পর্য্যবসিত হইল। সেই চিরসঞ্চিত বাসনা বিলীন নহে; কিন্তু রূপান্তরে পরিণতমাত্র।

ভাবিয়া দেখিতেছি যে, শক্তিসঞ্চয়ের জন্য আদ্যাশক্তির আরাধনা; শক্তিসম্পন্ন হইলেই বৈরিবিজয়ে বাসনা জন্মে; সেই জন্য দুর্গোৎসবের অবসানে বিজয়োৎসব বা বৈরিবিজয়ার্থ

উদ্যোগ। দুর্গোৎসবের সহিত বিজয়োৎসবের অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ; এই জন্য দুর্গোৎসবই অগ্রে আলোচ্য।

এই সংসার প্রকৃতি বা পরম শক্তিকর্ত্তৃক পরিচালিত। পুরুষ বা শিব পদ্মপলাশবৎ নির্লিপ্ত বা যোগযুক্ত উদাসীন হউন্; তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সমুদায় বিধানের নিদান। এই কারণ সেই শক্তিকে বিশ্বজননী বা জগদম্বা বলে। যে শক্তির শত-কোটি অংশের অণুমাত্র অংশ পাইয়া বিদ্যুদ্বহ্নি প্রভৃতি ১টী ১টী পরিদৃশ্যমান পদার্থ—প্রকটশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সেই সর্ব্বশক্তির আধার মহাশক্তির স্বরূপ যে কিরূপ, তাহা বাক্য বুদ্ধির অগম্য। তবে যখন জগন্ময়ী পবিত্র ভক্ত-বৃন্দের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সমষ্টিরূপে আকৃষ্টা বা আবির্ভূ্তা হইয়াছেন; তখন ১টী ১টী তদীয় মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। যথা—মার্কণ্ডেয়-পুরাণে।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাম্ মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

সেই আদ্যাশক্তি জগন্ময়ী; অর্থাৎ জগতের স্তরে স্তরে বিরাজমানা; তদ্ভিন্ন জগৎ শূন্যাকারে পরিণত; তিনি নিত্যা অর্থাৎ জন্মমৃত্যুবর্জ্জিতা সমভাবে অনন্তকালস্থায়িনী। তাহাহইলেও বৈরিবিজয়বাসনাবিশিষ্ট দেবগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত আবির্ভূ্তা হইয়া উৎপন্না বলিয়া পরি-গণিতা হইয়াছেন।

যখন সুরপতি ইন্দ্র ও মহিষাসুরে পরস্পর যুদ্ধ হয়; তখন মহিষাসুর-কর্ত্তৃক দেবগণ নির্য্যা-তিত হইয়া ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া শিব ও বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মহিষের অত্যাচার নিবেদন করেন। তাহা শুনিতে শুনিতে দেব-মণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া উঠেন; তাহাতে তাঁহা-দিগের শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জ বহির্গত হয়; তাহাই মহাশক্তির মূর্ত্তিরূপে পরিণত।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥
সপ্তশতী।

অনুপম, ত্রিলোকব্যাপী, সর্ব্বদেবশরীরনিঃসৃত সেই তেজঃ মিলিত হইয়া নারীরূপ ধারণ করেন। এইক্ষণ বায়বীয় শক্তিসমূহ মিলিত হইয়া ঋদ্ধা-কারে দাঁড়াইল।

প্রকৃতি পুরুষে সংসৃষ্টা হইলে স্থাবর জঙ্গম রূপী জগতের সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রাদি প্রত্যেক দেবের স্ব স্ব শক্তি স্ব স্ব দেবে আকৃষ্টা হইয়া সমষ্টিভাবে একমাত্র নারীরূপে পরিণত হইলেন।

বৈরিবিধ্বংসের জন্য নারী হইলেন বটে কিন্তু নারীজাতির ও সমর সুলভ উপকরণ চাই দেবগণ তাহা দিলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে—

শূলং শূলাদ্ বিনিকৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিণাকধৃক্
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ॥—
অন্যৈরপি সুরৈর্দ্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ॥

শিব স্বীয় শূল হইতে শূল ও বিষ্ণু স্বকীয় চ[ক্র] হইতে চক্র নির্ম্মিত করিয়া দেবীকে দিলেন এ[বং] অন্যান্য দেবগণ বিবিধ অস্ত্রাভরণ দিয়া পূ[জা] করিলেন। মা এখন ভুবনবিপ্লবকারী দানবধ্ব[ংসের] জন্য বিবিধ অস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া সিংহনা[দ] দ্বারা মহিষাসুরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে[ন]। সসৈন্য মহিষ সমরসজ্জায় উপস্থিত হইয়া [যুদ্ধ] করিয়া নিহত হইল বটে; কিন্তু তদীয় [দেহ] জগন্মাতার পদস্পর্শে পবিত্র হইয়া জগতের পূ[জ্য] হইল। মা বলিলেন;—

এতাসু মূর্ত্তিষু তথা পাদলগ্নো নৃণাং সদা।
পূজ্যো ভবিষ্যাসি ত্বং বৈ দেবানামপি রক্ষসাম্॥
কালিকাপুরাণে।

মহিষ, তুমি আমার এই সকল মূর্ত্তিতে চরণ লগ্ন থাকিয়া জগতের পূজ্য হইবে। পাপাচারী পুত্রই বিবেকিনী মাতার অপ্রিয় হয়; কিন্তু পাপ প্রক্ষালিত হইলে সে মাতার স্নেহভাজন কেন না হইবে? দেবগণ জগদম্বার লোকরক্ষা ও শিক্ষার পরিচায়ক সদভিসন্ধির উল্লেখ করিয়া নানা স্তব করিলেন।

সপ্তশতী—

এভির্হতৈর্জ্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে, কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্। সংগ্রামমৃত্যু অধিগম্যদিবং প্রয়াস্ত মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥

এই সকল পাপী নিহত হইলে জগৎ নিরুপদ্রব হয়, এবং সমরে শরীর পাত করিয়া অক্ষয় স্বর্গধামে যাউক, আর কখন নরক গমনের জন্য পাপ না করুক; এইরূপ বিবেচনা করিয়া মা তুমি শত্রুগণকে বধ করিয়া থাক। মা, তোমার উদ্দেশ্য ধন্য।

এইরূপে বৈরিবিনাশ জন্য আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা হইয়া শত্রুসংহার অন্তে দেবগণের স্তবে তুষ্টা হইলেন। সুরগণ বলিলেন, আবার আপদ্ উপস্থিত হইলে স্মরণ করিলে মা তুমি দেখা দিয়া বৈরিবিনাশ করিবে। দেবী তথাস্তু বলিয়া আকাশে লীনা হইলেন। আবার ঝঞ্ঝাবাত সামান্য সমীরণাকারে পরিণত হইল। তৎপর জগৎ শম্ভু ও নিশুম্ভ নামক অসুর-কর্ত্তৃক পুনরাক্রান্ত হয় ও সুরগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাহারা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে স্তবাদিদ্বারা অপরাজিতা মাতাকে স্মরণ করেন। ভগবতী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ পারিবারিকশক্তি সৃষ্টি করিয়া সসৈন্য শম্ভু ও নিশুম্ভকে সমরে শ্মশানশায়ী করেন। দেবগণ পরমেশ্বরীর স্তব করিয়া পরিশেষে বর প্রার্থনা করেন।

সপ্তশতী।

প্রণতানাং প্রসীদত্বং দেবী বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্য বাসিনামপি লোকানাং বরদাভব॥

হে বিশ্ববিঘ্নবারিণি মাতঃ! তুমি এই প্রণত ভক্তগণের প্রতি প্রসন্না হও এবং ত্রিলোকবাসী জনগণকে বরদান কর। মা বলিলেন—

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥
সপ্তশতী।

হে সুরগণ! তোমরা জগতের উপকারক যে বর চাও, তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

সুরগণ বলিলেন—

সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যাখ্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্য অস্মদ্ বৈরিবিনাশনম্॥
সপ্তশতী।

হে পরমেশ্বরি! যাহাতে সমগ্র ত্রিলোকের দুঃখ দূর হয়, আমাদিগের এইরূপ বৈরি বিনাশ সাধন করিবেন, এই প্রার্থনীয়।

দেবী বলিলেন——

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবাদ্যা ভবিষ্যতি।
তদা তদা চ তীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥
সপ্তশতী।

দানবগণ যখন এই প্রকার অত্যাচার করিবে, তখন আমি অবতীর্ণ হইয়া বৈরি বিনাশ করিব। ইহা বলিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা হইলেন। এই দ্বিতীয় বৈরি বিজয়ের জন্য দুঃখহারিণী দুর্গাদেবীর আবির্ভাব।

একদা বৈরি বিপর্য্যস্ত, রাজভ্রষ্ট সুরথ রাজা এবং দুরাচার পুত্র কলত্র কর্ত্তৃক বিতাড়িত সমাধিনামক বৈশ্য নির্ব্বিঘ্নচিত্তে অরণ্যে কালাতিপাত করেন, দৈবাৎ মেধস্ নামক মহামুনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। মুনি তাঁহাদিগের দুর-

বস্থা শুনিয়া তাহা অপনয়নের জন্য মহাশক্তির শরণ লইতে উপদেশ দেন।

তামুপৈহি মহারাজশরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতাসৈব নৃণাং ভোগঃ স্বর্গাপবর্গদা॥
সপ্তশতী।

হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর আশ্রয় লও। তিনি আরাধনাদ্বারা প্রসন্না হইলে ভোগ অর্থাৎ ঐহিক সুখ, স্বর্গ অর্থাৎ পারলৌকিকে সুখ এবং মুক্তি পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন।

সর্ব্বশক্তিমতী মাতা কেবল বাহ্য বৈরি নির্য্যাতন করিয়া অর্থ ও কাম বিতরণ করিতে পারেন, এমন নহে; তিনি অধিকারি বিশেষে আভ্যন্তরিক রিপুনাশপূর্ব্বক স্বর্গ ও মুক্তি পর্য্যন্ত দিতে পারেন। যে যাহা চাহিবে, তাহা দিবেন। কালিকাপুরাণে—

বলে——

কৃত্বৈবং পরমামাপুর্নির্বৃতিং ত্রিদিবৌকসঃ।
এবমন্যৈরপি সদা কার্য্যং দেব্যাঃ প্রপূজনম্।
বিভূতি মতুলাং লব্ধং চতুর্বর্গফলপ্রদাম্॥

দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া দেবগণ বৈরি বিনাশদ্বারা পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। অন্য লোকেও চতুর্বর্গ ফললাভের জন্য জগজ্জননীর পূজা করিবেক।

যাহা হউক্, মহামুনি মেধসের কথাক্রমে সুরথ ও সমাধি দুর্গাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥
সপ্তশতী।

সুরথ ও সমাধি নদীর চড়ায় দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সংযমী, উপবাসী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া পুষ্প, ধূপ, হোম ও তর্পণদ্বারা পূজা ও স্বীয় শরীরের শোণিত পর্য্যন্ত বলিদান করিয়াছিলেন। দেবগণের স্তব জপাদিদ্বারা কেবল সাত্ত্বিকী পূজা হইয়াছিল। সুরথ ও সমাধির বলিদান সম্বলিত রাজসী পূজা হইয়াছিল। জগজ্জননী পূজায় পরিতুষ্টা হইয়া বর দিতে চাহিলে ভক্তদ্বয় বলিলেন :—

ততো বব্রে নৃপোরাজ্যমবিভ্রংশ্যন্য জন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ॥
সোঽপি বৈশ্যস্ততোজ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্নমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতি কারকম্॥
সপ্তশতী।

রাজা বাহ্য বৈরি বিনাশ ও রাজ্যলাভ ও ভাবি জন্মের জন্য অক্ষয় রাজপদ প্রার্থনা করেন এবং বিবেকী বৈশ্য আভ্যন্তরীন অন্তরায় অহঙ্কার ও মমতার অবসান অন্তে মুক্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞান চাহেন।

দেবী বলিলেন—

স্বল্পৈরহোর্ভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্যতে ভবান্।
হত্বারিপুনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি॥
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্মদেবাদ্ বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি॥
বৈশ্য বর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তবজ্ঞানং ভবিষ্যতি।
সপ্তশতী।

মহারাজ, তুমি অল্পদিনের মধ্যে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া নিজ রাজ্যলাভ করিবে এবং তাহার কখনও স্খলন হইবে না এবং মানবদেহ অবসানে দিবাকর দেব হইতে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণিক নামে মনু হইবে। বৈশ্যকুল শ্রেষ্ঠ, তোমার প্রার্থিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে। মা ইহা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

জগন্মাতার মহিমা অপার। সুরথকে তিনি প্রার্থনাতিরিক্ত দেব দুর্ল্লভ মনুত্ব পদ দিলেন বৈশ্য ত মুক্তি পাইলই। ক্রমশঃ—

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

# হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা। | ১৩০২ সাল ১৮১৭ শকাব্দা। | আষাঢ় ও শ্রাবণ।

## আমিত্বের প্রসার।

### তৃতীয় প্রবন্ধ।

#### পঞ্চ-যজ্ঞ।

আমিত্বের প্রসারই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমিত্বের সঙ্কোচই সকল অশান্তির মূল। কিন্তু এই আমিত্বের প্রসার তদুপযোগী কার্য্যেই সুসিদ্ধ হয়। তুমি আপনার "আমি" টুকু কে যত ক্ষুদ্র করিয়া তুলিতে ইচ্ছা কর তাহা করিতে পার, আবার উহাকে যত বৃহৎ করিতে ইচ্ছা কর তাহাও করিতে পার। তুমিই তোমার নিয়ন্তা, তোমার আত্মাই তোমার আত্মার বন্ধু ও রিপু। তুমি তোমার স্বীয় কার্য্যে তোমাকে দেবতায় বা পশুতে পরিণত করিতে পার। যদি ঊর্দ্ধদিকে গমন করিতে চাও, যদি "আমি" কে প্রসার করিতে চাও, যদি দেবতা হইতে চাও, তাহা হইলে নিয়মের অধীন হও, আত্মসংযম শিক্ষা কর; আর যদি নিম্নদিকে গমন করিতে চাও, যদি "আমি" কে সঙ্কোচ করিতে চাও, যদি পশুত্বে পরিণত হইতে চাও, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচার বৃত্তি অবলম্বন কর। নিয়মই উৎকর্ষের এবং স্বেচ্ছাচারই অপকর্ষের সোপান। নিয়মবিহীন জীবন কখনও উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এইজন্য বিবিধ নিয়মের বিধান করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বিবাহ কিরূপে আমিত্বের প্রসারোপযোগী হয়, তাহা সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈববলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥
(মনু ৩।৭০)

অধ্যাপনকে ব্রহ্ম বা ঋষিযজ্ঞ, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেবযজ্ঞ, বলিকে ভূত যজ্ঞ, অতিথি সেবাকে নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ বলে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে কর্ত্তব্যমাত্রই সনাতন শাস্ত্রকারেরা যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেন। মানব জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য। সাধারণতঃ অনেকে যে মনে করেন আহার বিহার প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সেটী ভ্রমপূর্ণ। আমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সহিতই আমার নিজের ও অপরের হিতাহিতের

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি কয়েকটী কার্য্য, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি, তাহাই যে কেবল ধর্ম্ম কার্য্য তাহা নহে। মানবের প্রত্যেক কর্ত্তব্যই ধর্ম্মকার্য্য। বস্তুতঃ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একই কথা। যাহা মানবের অনুষ্ঠেয় তাহাই যজ্ঞ। এইজন্য অধ্যাপনা, তর্পণ, হোম, বলি, অতিথিসৎকার সমুদায়ই যজ্ঞ।

ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়:—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥

সংশিতব্রত যতিগণ দানযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষসে॥

এইপ্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বেদে বিহিত আছে, তৎসমস্তই কর্ম্মজ বলিয়া জানিবে, এই জ্ঞান লাভে তুমি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। জীবনে আমরা যে সমুদায় কার্য্য করি, তাহার প্রত্যেকের সহিত যে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। উন্নত জীবন এমনিভাবে নিয়মিত হয় যে উহার প্রত্যেক কার্য্যকেই যজ্ঞ অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যে কার্য্যে আত্মার হিত হয়, তাহাতেই জগতের হিত হয়, যাহাতে জগতের হিত হয়, তাহাতেই আত্মার হিত হয়, যাহা স্বার্থ তাহাই পরার্থ, যাহা পরার্থ তাহাই স্বার্থ, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই যজ্ঞ। শাস্ত্রোক্ত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে মানবের জড়বুদ্ধি নষ্ট হয়, আত্মার বিকাশ হয়, বিশ্বজগতের হিতের সহিত স্বীয় হিতের বিরোধ তিরোহিত হয়।

হিন্দুর জীবন চারিভাগে বিভক্ত, এক একটি বিভাগ এক একটি আশ্রম নামে অভিহিত হইয়া থাকে; ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও ভিক্ষু আশ্রম। মানব জীবনের আয়ু শতবর্ষ ধরিয়া প্রত্যেক আশ্রমকাল পঁচিশ বৎসর লওয়া যাইতে পারে। জগতের হিত যাহার জীবনের ব্রত, আত্মহিতসাধনই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বে স্বীয় শরীর বলিষ্ঠ না হইলে, চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন না হইলে, ইন্দ্রিয়াদি সংযমের ক্ষমতা না জন্মিলে, সংক্ষেপতঃ বিবিধ শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত না হইলে, কোন ব্যক্তিই সংসারে প্রবেশ করিয়া জগতের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারেন না। অসংযতচরিত্র, দুর্ব্বলকায়, দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদ্বারা কোন কালে কোন কার্য্য হয় নাই, হইবেও না। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্যের বিধান। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় অনেক কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে ও গুরুগৃহে বাস করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইত। গুরুর আজ্ঞায় ব্রহ্মচারী কেবল অধর্ম্মাচরণ করিতে বাধ্য ছিলেন না, নতুবা সমুদায় বিষয়েই গুরুর আদেশ বিনা তর্কে তাহার শিরোধার্য্য করিতে হইত। ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি কেবল আত্মোন্নতির প্রতি, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ করিলেই তাহার কার্য্যক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হইল। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় যে দৃষ্টি কেবল আত্মোন্নতিতে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা গৃহস্থাশ্রমে স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিজনে অন্য তিন আশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগেতেও অতিথি, দীন, দুঃখী দরিদ্রাদিতে প্রসারিত হইল। যখন কেশ পলিত হইল বা পুত্রের পুত্র বা পৌত্রের মুখ দৃষ্ট হয়, তখন সনাতন শাস্ত্রানুসারে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। তখন সস্ত্রীক বা একাকী অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অরণ্য বলিলে সিংহ, ব্যাঘ্র

প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সমাকুল কানন বুঝিতে হইবে না। নৈমিষারণ্য প্রভৃতি যে সমুদায় স্থানের উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, উহাতে জনাকীর্ণ নগরের বিলাস ছিল না বটে, তাহা প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু উহা এত নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যেপূর্ণ ছিল যে উহা ফলপুষ্প সুশোভিত সুশীতল নিভৃত নিকুঞ্জসদৃশ হইত। কোন স্থানে ময়ুর নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে কোকিল কুহুরবে অমৃতবর্ষণ করিতেছে, কোন স্থানে মৃগাদি আশ্রমপশু চরিতেছে, কোন স্থানে পদ্ম-সুশোভিত সরোবরে নানাবিধ জলচর পক্ষীরা ক্রীড়া করিতেছে। এই নিভৃত স্থানে আশ্রমবাসীরা সর্ব্বপ্রকার বিলাস পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের সর্ব্বপ্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানের আলোচনা করিতেন এবং বিশ্বের হিতকর কার্য্যের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেন। বেদের আরণ্যকাংশ যাহার সাধারণ নাম উপনিষৎ এবং যাহা পাঠে সংস্কৃতানভিজ্ঞ সোপেনহপার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং উহা জগতের মধ্যে একমাত্র উপাদেয় পদার্থ, জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র শান্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই সমুদায় গ্রন্থ এই সমুদায় অরণ্যে রচিত হইত। স্ত্রীপুত্র অতিথি আদি প্রতিপালন করিয়া আত্মাকে অধিকতর উন্নত করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমী এইরূপ এই সমুদায় অরণ্যে বাস করিয়া কেবল বিশ্বের মঙ্গল চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতাগ্রণী মক্ষোমূলার সাহেব লিখিয়াছেন যে গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য সভ্যতাভিমানী ইউরোপের জনাকীর্ণ নগরাপেক্ষা ভারতের অরণ্য সমূহ অধিকতর উপযোগী ছিল। বানপ্রস্থাশ্রম শেষ হইলে ভিক্ষু নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লীন হইতেন। ব্রহ্মচারীর উপাধিবিশিষ্ট মলিন "আমি" ক্রমে বিবিধ যজ্ঞ বা কর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধতালাভ করিয়া এইরূপ পরব্রহ্মের "আমিতে" পরিণত হইতে চলিল।

আমিত্বের প্রসারের জন্য চতুর্ব্বিধ আশ্রমেই সনাতন শাস্ত্র বিবিধ অনুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমের পক্ষে পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান ঐ বহুবিধ বিধানের মধ্যে একটি বিধান। কেবল নিজে বিদ্বান হইলে চলিবে না। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরুকৃপায় যে বিদ্যালাভ করিয়াছে, তাহা অন্যকেও বিতরণ করা চাই। জ্ঞানের বৃদ্ধি করা চাই। ঋষিগণের প্রণীত গ্রন্থ সমুদায় পাঠ করিয়া তুমি তাহাদিগের নিকট যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছ, ঋষিগণ ঐ ঋণের জন্য আর কিছু চাহেন না, কেবল চাহেন যে তুমি যাহা নিজে অধিকার করিয়াছ, তাহা অপরকেও দেও। আমিত্বের প্রসারেই মঙ্গল, পরোপকারেই আত্মার মঙ্গল ইহাই ভগবানের বিধান। যে মুহূর্ত্তে তুমি পরোপকারব্রত হইতে পরাঙ্মুখ হইলে, সেই মুহূর্ত্তেই কল্যাণ তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিল। যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবিধক্লেশ ও বহুযত্ন লভ্য শাস্ত্র হইতে অপরকে বঞ্চিত করিলে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি নিজে ও তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে, আলোচনাভাবে তুমি ও জ্ঞান বিজ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে। অজ্ঞানবশতই স্বার্থে ও পরার্থে বিরোধ দৃষ্ট হয়, জ্ঞানের বিকাশ হইলে উহা আর থাকে না। এই অধ্যাপনাকে ব্রহ্মযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞাদি বিবিধ নামে বুধগণ অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু যে দেশে অধ্যয়ন নাই, সে দেশে অধ্যাপন কোথা হইতে আসিবে। যে দেশ সুবর্ণোপম ব্রাহ্মণত্ব পদতলে দলিত করিয়া গিলটিরূপ অনুকরণেই সন্তুষ্ট এবং উহাই যথার্থ

স্ববর্ণ বলিয়া বৃথাভিমানে মত্ত, যে দেশ বহুকাল হইতে স্বাধ্যায় বিস্মৃত হইয়া তমপূর্ণ স্বার্থ প্রণোদিত আচারকেই বেদাদির স্থান অধিকার করিতে দিয়াছে, সে দেশে ব্রহ্মযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ বা স্বাধ্যায় যজ্ঞের কথা উল্লেখ যে অরণ্যে রোদন মাত্র তাহা বেশ বুঝিতে পারি, তবুও যে রোদন করি, তাহার কারণ এই যে রোদন না করিয়া থাকিতে পারি না। হৃদয়ে এক দুর্দ্দমনীয় বেগ, যে বেগ প্রকাশ করা যায় না, কেবল হৃদয়েই অনুভব করা যায়, তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই মধ্যে মধ্যে রোদন করি। উহা শ্রবণে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি কি কাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না ?

কেবল নিজে উদরপূর্ণ করিলে চলিবে না, অভুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই গৃহে উপস্থিত হইলে নিজে অনাহারী থাকিয়াও তাহাকে আহার করাইতে হইবে। সনাতন শাস্ত্রেব এই সুন্দর আদেশ এইক্ষণ এদেশে অতি অল্পলোকেই মান্য করিয়া থাকেন। কালের যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় আর কিছু দিন পরে অতিথিসেবা ব্যাপারটি কি তাহা হিন্দু-সন্তানদিগকে বৈদিকভাষার ন্যায় নানাবিধ ভাষ্য টীকা দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। আজ কালকার বাবুরা ভিক্ষাপ্রদানে দেশের অলসতা বৃদ্ধি করা হয় বলিয়া মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছেন। তাহাদের মত উপার্জ্জনক্ষম অথচ ভিক্ষা ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের একথা কিছু অযুক্তিকর নহে, কিন্তু উহাই ব্যপদেশ করিয়া কি যথার্থ দয়ার পাত্রকেও মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া অকর্ত্তব্য ? যাহাদিগকে উক্তরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে দেখা যায়, তাহাদিগের দ্বারে দীন দুঃখীকেও মুষ্টিভিক্ষা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। গৃহে আহারীয় বস্তু থাকিলে অতিথিকে তাহা দিতেই হইবে, গৃহে অন্ন না থাকিলে—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাংগেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

ধার্ম্মিকের গৃহে উপবেশন বা শয়নের আসন, বিশ্রাম স্থান, উদক এবং প্রিয় বচনের কখনও অভাব হয় না। অন্ন থাকিলে তাহা অবশ্যই দিতে হইবে। এক উপার্জ্জনক্ষম গৃহস্থ অন্য গৃহস্থের গৃহে প্রতিদিন যে আহার করিবে, এরূপ বিধান সনাতন শাস্ত্রেও নাই, এবং পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী যাহারা আলস্য প্রশ্রয়ের আশঙ্কায় ভিক্ষাদি দেওয়া রহিত করিয়াছেন, তাহা তাহাদের নূতন আবিষ্কার নহে। অতিথি শব্দের অর্থেই উহা স্ফুট রহিয়াছে। "অনিত্যাবস্থানান্ন বিদ্যতে দ্বিতীয়া তিথিরস্যেতি অতিথিরুচ্যতে" অনিত্যাবস্থানহেতু যাহাব পক্ষে দ্বিতীয় তিথি নাই, তিনি অতিথি। কিন্তু অভুক্ত ব্যক্তি, চাই তিনিই ধনীই হন বা দরিদ্রই হন, তিনি আহাবের সময় তোমার গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহাকে আহার করাইতেই হইবে। প্রত্যেক মানবজীবন যে অন্য মানব জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ এবং প্রত্যেক মানব যে মানবসমাজ সমষ্টির একাংশমাত্র। অতিথিসৎকার বিধি তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। এই শরীরটি রক্ষার জন্য যেরূপ তোমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টি চাই, সেইরূপ মানবসমাজ রক্ষার জন্যও তোমার প্রত্যেক মানবের হিতের প্রতি দৃষ্টি চাই। একাঙ্গের বিনাশ বা বিকৃত অবস্থা হইলে যেরূপ তাবৎ অঙ্গের অনিষ্ট সংঘটিত হয়, মনুষ্য সমাজেও তদ্রূপ ব্যক্তিবিশেষের অহিত হইলে, সমগ্র সমাজের অনিষ্ট হয়। প্রত্যেক জীবনই অপর জীবনের দ্বারা রক্ষিত। তোমার "আমি" যদি কেবল তোমার "আমি" লইয়া থাকে, তাহাহইলে কালে তোমার "আমি" ও অমঙ্গলে

ভিত না হইয়া পারে না। অতিথি সেবাদ্বারা রের ক্ষুধা তৃষ্ণাকেও নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় ন করিতে শিক্ষা দেয়, আত্মপর ভেদ জ্ঞান করিয়া দেয়, আমিত্বের প্রসার করিয়া দেয়। এই বিশ্বজগত ব্রহ্মসূত্রে মণির ন্যায় গ্রথিত। ব্রস্থ কোন একটি পদার্থ স্থানচ্যুত হইলে, অন্যান্য পদার্থও স্থানচ্যুত হইবে। মানব যতই বিশ্বের গূঢ় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাকে নিয়মিত করিতে পারে, ততই সে অভ্যুদয়ভাগী হয়। গায়ক স্বীয় স্বর নিয়মিত করিবার জন্য সপ্ত রে সম্বলিত কোন যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং উহার ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ প্রভৃতির সহিত স্বীয় কণ্ঠের ষড়্জাদির বিভিন্নতা যত কম করিতে পারেন ততই তিনি উৎকৃষ্ট গায়ক হন। মানবও সেই-রূপ বিশ্বজীবনের সহিত স্বীয় জীবনের বিরোধ ত কম করিতে পারেন, ততই তিনি অভ্যুদয়-ভাগী হন। মানবের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত মানবসমাজ-জীবনের বিরোধ দূর করা যেরূপ প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য, মানবজীবন-সমষ্টিও সেইরূপ বিশ্বজীবনের সহিত এত সংশ্লিষ্ট যে মানবজীবনের হিতের সহিত বিশ্বজীবনের হিতের বিরোধ দূর করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্য মানবের পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতির প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক মনুষ্য যেরূপ মনুষ্য সমাজের একাঙ্গমাত্র, তদ্রূপ মনুষ্যও বিশ্বের একাংশমাত্র। এই বিশ্বের কোন এক অঙ্গের অহিত হইলে, অপরাপর অঙ্গের অহিত না হইয়া পারে না। বিষয়টি বড় দুরূহ, আমার সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা ইহার বিশদ ব্যাখ্যা অসম্ভব, তবে গুরুর অনুগ্রহে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। প্রত্যেক মানবের যেরূপ অপর মানবের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, সেইরূপ বিশ্বস্থ যাবৎ পদার্থের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। মানব জীবন-রক্ষার জন্য আমাদের বহুবিধ পদার্থের আবশ্যক। আহার চাই, রোগগ্রস্ত হইলে ঔষধ চাই, বাস-স্থান চাই, পরিধেয় বস্ত্র চাই, নানাবিধ সুগন্ধ চাই, নানাবিধ দুর্গন্ধ দূর করা চাই, ঐরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য বিবিধ পদার্থ চাই এবং ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্তিকর বিবিধ অন্তরায় দূর করা চাই, গমনাগমনের জন্য যান চাই ইত্যাদি। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে প্রতীয়-মান হইবে যে তোমার জীবন বিশ্বস্থ অন্যান্য যাবৎ জীবনের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সংবদ্ধ। যে মুহূর্ত্তে তুমি সেই সম্বন্ধের বিরোধী কোন কার্য্য করিলে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি অকল্যাণভাগী হইলে, যে মুহূর্ত্তে তুমি বিশ্বজীবনের সহিত স্বীয় জীবন মিলাইয়া না চলিলে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি বিনাশ আহ্বান করিলে, যে মুহূর্ত্তে তুমি আদর্শ যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তান ছাড়িলে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার স্বর আর কর্ণ তৃপ্ত করিতে পারিল না। যদি বল যে বিশ্বের অনেক জন্তু বা উদ্ভিদের জীবনের সহিত মানব জীবনের বিরোধ ভিন্ন সমন্বয় হইতেই পারে না, সে তোমার ভ্রম, জ্ঞানের অভাব। যতই বিজ্ঞানের বিস্তার হইবে, যতই মানব বিশ্বের মূলতত্ত্ব অবগত হইবে, ততই বিরোধ নাই দৃষ্ট হইবে, ততই মানব দেখিতে পারিবে যে তাহার জীবন বিশ্বজীবনের একাংশমাত্র। ভূতযজ্ঞ বা বলি মানবজীবন যে বিশ্বজীবনের একাঙ্গ তাহাই বুঝাইয়া দিতেছে। যিনি সর্ব্বভূতে আত্মা দেখেন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দেখেন তিনিই সনাতন শাস্ত্রানুসারে পণ্ডিত। এই ভূতযজ্ঞ নিম্নলিখিত প্রকারে সম্পাদন করিতে হইত।

অথ বলীন্ হরেৎ, বাহ্যতোবাস্তর্ব্বা সভূমিং কৃত্বা।

গোভিলগৃহ্যসূত্র।

অর্থাৎ দেবযজ্ঞের পর, বাহ্যতঃ অগ্নিগৃহের

বাহিরে, অন্তঃ, বা অগ্নিগৃহের মধ্যে, সভূমিং কৃত্বা মার্জ্জনাদিদ্বারা ভূমি পরিস্কার করত বলীন্ হরেৎ পশুপক্ষী পিপীলিকাদির আহার দানরূপ বলি-কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।

---

# পঞ্চদশী।

পূর্ব্বপ্রবন্ধ ২০ পৃষ্ঠার পর।

এই স্থানে পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সত্যজ্ঞানই জ্ঞাতা সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় এক এবং অদ্বিতীয় স্বীকার করিলেও ঐ জ্ঞান বা জ্ঞাতাকে আনন্দময় বলিব কেন? ইহার উত্তর উক্ত নবম ও দশমশ্লোকে যাহা আছে তদপেক্ষা বিশদভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে পাঠক-গণের একটু গভীর চিন্তা করিতে হইবে। ঐ নবম ও দশমশ্লোকে যাহা আছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে; আমরা আত্মীয়, স্ত্রীপুত্র, পিতা মাতা বন্ধুবর্গের প্রণয়, স্নেহ ও ভক্তজনিত যে সুখানু-ভব করি, সে সুখ সেই আত্মীয়বর্গের সুখের নিমিত্ত নহে; উহার মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মসুখ এমন কি ঐ স্ত্রীপুত্রাদিকে সুখী দেখিলেও যে সুখানুভব করি তাহাও নিজের আত্মার সুখের জন্য। আত্মা সুখ ভিন্ন কখনই দুঃখ চাহে না; ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুখই আত্মার স্বরূপ ধর্ম্ম; ভাষান্তরে বলিতে হইলে আত্মাই সুখময়। বাহ্যবিষয় সংস্পর্শেও আত্মা স্বরূপ অব-স্থায় (সুখী) থাকিতে চাহেন। বাহ্যবিষয় কস্তাত্মার আবরণ হইলেও ঐ আবরণের মধ্যে কর নহে;ও. তাহাতেই আত্মা সুখী থাকিতে যথার্থ দয়ার পাত্রেপদার্থজনিত সুখ চাহেন, অকর্ত্তব্য? যাহাদিগকে ঐ বিষয়জনিত জ্ঞানানু-পরিচয় প্রদান করিতে দেখন্ত বিষয়ের আবরণই দ্বারে দীন দুঃখীকেও মুষ্টিভি, পটজ্ঞান, পুত্রজ্ঞান, দেখা যায় না। গৃহে আহার

অজ্ঞানতা, ঐ অজ্ঞানতারূপ আবরণের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও ঐ বিষয়জনিত জ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞান অনুভব করেন; সেইরূপ আত্মা সুখময় কিন্তু বিষয়েব আবরণই দুঃখ, ঐ দুঃখরূপ আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও দুঃখ সংমিশ্রিত (অর্থাৎ বিষয় সংস্পর্শজনিত) সুখানু-ভব কবিতে চাহেন দুঃখানুভব করিতে চাহেন না, তবে বাহ্যবিষয় আত্মাকে যেরূপে অজ্ঞানতা আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ দুঃখেও আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তৎসত্ত্বেও আত্মা বিষয়জনিত জ্ঞান ও সুখানুভব করিতে চাহেন যেমন বিষয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয় ছাড়িয়া দিলে আত্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপ, সেইরূপ বিষয়াশ্রিত সুখের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও আত্মা আনন্দস্বরূপ। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, জ্ঞাতবস্তুর অভাবে জ্ঞানের অভাব হয় না। যেহেতু নিদ্রাকালেও অজ্ঞানাবস্থায় সুখে নিদ্রা যাইতে ছিলাম এই অজ্ঞান অবস্থার সুখস্মৃতিমাত্র থাকে। নিদ্রাকালে বিষয়জনিত আবরণ না থাকায় আত্মা স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, এতাবতা জ্ঞাতবস্তুর অভাবে জ্ঞানই যে আনন্দে পর্য্য-বসিত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। মন কর তুমি একটী ঘোর বিপদে পড়িয়াছ কিম্বা কোন গুরুতর শোক দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়াছ, সেই বিপদ বা শোক দুঃখ যে বিষয়াবলম্বনে উৎপন্ন হয় তাহা দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহ

নসক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং উহাই শোক দুঃখ-
। মনের ভাব বিশেষে পরিণত হয়; ইহার
কৃত তাৎপর্য্য চতুর্থাধ্যায়ে দ্বৈতবিবেক
খ্যাকালে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।
যা হউক ঐ মনোভাবই জ্ঞাত বিষয়, ঐ
নাভাবকে জ্ঞাতা অনুভব করেন বা, ঐ মনো
ব জ্ঞাতাকে আচ্ছন্ন করে কিন্তু নিদ্রাকালে
জ্ঞাত বিষয়ের অভাব হইলে জ্ঞাতা ঐ শোক
খ হইতে মুক্ত হন এবং কিয়ৎকাল স্বরূপ
াস্থায় অবস্থান করেন, ঐ স্বরূপ অবস্থাই
। বা ব্রহ্মানন্দ। এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ একটী
কৃতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, যদি বিষয়ই
জ্ঞানের আবরণ বা অজ্ঞানতার কারণ
ব সেই বিষয়ের অভাবে আত্মার জ্ঞানের
কাশ হয় কেন? অর্থাৎ আত্মা সুষুপ্তিকালে
জ্ঞানাবরণে আচ্ছন্ন হয়েন কেন? আবার
ুপ্তির ঐ অজ্ঞানাবরণের মধ্যে কেবল নিদ্রার
স্পষ্ট সুখস্মৃতি ব্যতীত স্বরূপানন্দ অনুভব হয়
কেন? যদি সুষুপ্তির আবরণে স্পষ্ট জ্ঞানানন্দ
নুভবই না হয় তবে নিদ্রাকালে উক্ত ব্রহ্মা-
াপেক্ষা বিষয় সুখই বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়টীর
কৃত মীমাংসা আমাদিগের ন্যায় বিষয়-কীট
বের ধারণা করা অতীব কঠিন। যে বিষয় অব-
নে আমাদের বাহ্যজ্ঞানের বিকাশ হয় সে বিষয়
থ্যা এবং নিদ্রাকালে যে জ্ঞানানন্দ আমরা
ভব করিতে পারি না তাহাই সত্য। ইহা
থমতঃ আকাশ কুসুমের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু
স্তবিক উহা আকাশ কুসুম নহে। আজকাল
ক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই ভগবদ্গীতার
ত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন এবং উহা অতি
গর্ভ উপদেশপূর্ণ পুস্তক বলিয়া স্বীকার
রেন, ঐ গীতার ২য় অধ্যায়ে, ৬৯, শ্লোকে
ক্ত আছে :—

নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানাং সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

বঙ্গার্থ। যাহা সাধারণ লোকের রাত্রি বা নিদ্রাস্বরূপ সংযমীগণ তাহাতেই জাগরিত থাকেন এবং যাহাতে সাধারণ জনগণ জাগরিত থাকেন তাহাই সংযমীগণের নিশাস্বরূপ।

ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বিষয় জ্ঞানই জাগরিত ও স্বপ্নাবস্থা, ঐ বিষয় জ্ঞানের অভাবই আমাদের নিদ্রা, ঐ নিদ্রাকালে আমরা অচেতন থাকি, নিদ্রাকালে আত্মা যে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন তাহা আমাদের মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির অতীত। ঐ মনবুদ্ধি তাহা অনুভব করিতে পারে না এইজন্য স্মৃতিতে তাহার ছাপ অঙ্কিত হয় না। কিন্তু সংযমী বা যোগীগণ ইচ্ছামত বাহ্যবিষয় হইতে মনবুদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যখন তূরীয় বা সমাধি অবস্থার আত্ম-ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মানন্দ বা স্বরূপ জ্ঞানানন্দ উপভোগ করেন তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মনবুদ্ধিই বাহ্যবিষয় হইতে অপসৃত ও আত্মভাবাপন্ন হইয়া ঐ আত্মব্রহ্মৈক্য জ্ঞান অনুভব করিতে শক্ত হন ও আত্মা যে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, মনবুদ্ধি তাহা অনুভব করিয়া স্থূল মস্তিষ্কজাত স্মৃতিপটে তাহা অঙ্কিত করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে বিষয়জ্ঞানের সম্বন্ধে সুষুপ্তি ও সমাধি একই পদার্থ, তবে সমাধিস্থলে মন ও বুদ্ধির সহিত আত্মা বাহ্যবিষয় হইতে অপসৃত হইয়া পরম কারণে লীন হয়েন; কিন্তু নিদ্রাকালে আত্মা স্থূল সূক্ষ্মদেহাভিমান পরি-ত্যাগ করিয়া স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হন, সুতরাং মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহান্তর্গত বিধায় উহারা তৎকালে আত্ম-জ্যোতি প্রাপ্ত না হওয়ায় জড়বৎ হইয়া পড়ে। এইজন্য ঐ অবস্থা স্থূল মস্তিষ্কজাত স্মৃতিতে আসিতে পারে না। যোগসিদ্ধ হইলে মনের জড়ত্ব দূরীভূত হয় তখন

মনবুদ্ধি বিরাট মনের অন্তর্ভূত অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়। যোগীগণের সমাধি ভঙ্গ হইলেও উক্ত অনুভব সেই জ্যোতির্ম্ময় নির্ম্মল মনবুদ্ধির সহিত স্থূল মস্তিষ্কে আসিয়া পৌঁছে অর্থাৎ স্মৃতিতে তাহার ছাপ অঙ্কিত হয়, এইজন্য তাহা স্মৃতি বহির্ভূত হয় না। ঐ সমাধিকালেও পূর্ব্ব-সংস্কার বশাৎ পার্থিব আমির অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না, তবে ব্রহ্মানন্দের সহিত উহা একীভূত হয় অর্থাৎ জলবিন্দু স্বয়ং সমুদ্রত্বে পরিণত হয়, সমুদ্রে জলবিন্দুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। এই বিষয়টী পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্তরে হঠাৎ প্রবিষ্ট হওয়া কঠিন, যেহেতু তাঁহারা মস্তিষ্কজাত মনের ( Brain Mind ) অতীত কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বা ঐ ক্ষুদ্র মন ব্যতীত বিরাট মনের অংশস্বরূপ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি-মানস যে প্রচ্ছন্নভাবে আছে তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। এই স্থানে বিরাট মন শব্দটী শুনিয়া অনেকে হাস্য করিবেন এবং প্রবন্ধ লেখককে নিতান্তই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিবেন। যদিও এই পঞ্চদশীর পরবর্ত্তী অধ্যায়ের শ্লোক ব্যাখ্যার সময়ে ঐ বিরাট মনের বিশদ ব্যাখ্যা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে তথাচ আশু তাঁহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয় এইজন্য ঐ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী বিষয় বলা আবশ্যক। পাঠকগণ এই অনন্ত বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টি করিবেন সেই দিকে প্রকৃতির সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন ( অর্থাৎ একটী অনন্ত নিয়মের অধীনে গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মানব পরস্পর সামঞ্জস্য ও অবিরোধভাবে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত আছে ; পরস্পর পরস্পরের নিকট আবশ্যক মত সাহায্য লইয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে এবং এই জগতের মধ্যে যে স্থানে বা যে অবস্থায় যেরূপ হওয়া আবশ্যক ঠিক্ সেইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে )। উহা যে শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে ঐ শক্তি কি অন্ধশক্তি না জ্ঞানময় মহদ্ধীশক্তি বলিয়া বোধ হয় ? পাঠকগণ আপনাদিগকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করি যে প্রকৃতির উপরোক্ত কার্য্যগুলি দৃষ্টি করিলে প্রকৃতির অন্তর-তমস্তলে বুদ্ধিবিশিষ্ট-শক্তির ( Intellectual force ) অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কি কোন সন্দেহ হয় ? যদি ইহাদ্বারাও সন্দেহ হয় এবং বিজ্ঞান ন্যায় ও যুক্তিমূলক প্রমাণ ব্যতীত সন্দেহ দূরীভূত না হয় তবে কিয়ৎকাল ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, এই গ্রন্থ ব্যাখ্যার যথাস্থানে ঐ বিজ্ঞান, ন্যায় ও যুক্তিমূলক প্রমাণ পাইবেন। যাহা হউক ঐ প্রজ্ঞা বা বিশুদ্ধ বুদ্ধিমানস সংযুক্ত আত্মাই বেদান্তোক্ত বা এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যগাত্মা বা প্রাজ্ঞ। ঐ প্রাজ্ঞ জীবাত্মাই ব্রহ্মের মানসপুত্র, ঐ মানসপুত্র মানবের সূক্ষ্মদেহে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার আভাস দ্বারা মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির বিকাশ হয়, এই ভৌতিক দেহ সংযুক্ত মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধিই পার্থিব মানব এবং পূর্ব্বোক্ত প্রাজ্ঞ জীবাত্মা বা মানসপুত্রই প্রকৃত মানব, ঐ মানসপুত্রের আভাসদ্বারা পার্থিব মানব বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন হয়। ঐ স্থূল মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির সহিত ইহ জগতের অর্থাৎ স্থূলবিষয়ের সম্বন্ধ এবং প্রাজ্ঞ মানসপুত্রের সহিত পর জগতের অর্থাৎ কারণ জগতের সম্বন্ধ। যখন প্রাজ্ঞাত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া যান তখন পার্থিব মানবের ( অর্থাৎ মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির ) সার গন্ধমাত্র লইয়া যান এবং জন্মান্তরগ্রহণের সময় তাহাই সঙ্গে লইয়া আসেন, এইজন্য পূর্ব্বজন্মের শ্যামচন্দ্র নামক পার্থিব মানবের স্মৃতি পরজন্মের রামচন্দ্র নামক পার্থিব মানবের স্মৃতি এক নহে ; যেহেতু শ্যাম ও রাম ভিন্ন ভিন্ন উপাদানদ্বারা নির্ম্মিত সুতরাং

্যাম ও রাম পৃথক্ ব্যক্তি তবে প্রাজ্ঞ আত্মা ্যামের যে গন্ধমাত্র লইয়া গিয়াছিলেন তাহাই ্াহার রশ্মিযোগে রাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমিক ্রত্যগাত্মার বহুজন্মের পার্থিব মানবরূপ সম্পত্তির ্াব অভিজ্ঞতা এক একটী স্তররূপে আত্মায় ্ঞ্চিত হইলে * আত্মভাসদ্বারা ক্রমে ঐ স্তর পরি- ্তও নির্ম্মল হয়, অন্য কথায় বলিতে হইলে ্ার্থিব মানবের অভিজ্ঞতা মানসপুত্রের সংসর্গে ্াত্মভাবাপন্ন হইলে ঐ পার্থিব জীবের বিষয়- ্ান ও আত্মার স্বরূপজ্ঞান এক হইয়া যায়, ্খন আত্মা পার্থিব অহঙ্কার-মূলক আমিত্ব ্ন্ধনরূপ স্তরকে স্বীয় ভাবাপন্ন করিয়া মহা ্ানন্দরূপে পরিণত হন, ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ্ পার্থিব মানব ইহজগতেই ইচ্ছামত আত্মার ্হিত একীভূত হইতে পারেন; আত্মাও বন্ধন- ্ক্ত হইয়া যে পরমানন্দ উপভোগ করেন ্ার্থিব মনবুদ্ধিরূপ মানব আত্মার সহিত সজ্ঞানে ্াহা উপভোগ করিয়া স্থূলজগতে প্রবিষ্ট হই- ্লেও তাহার ছাপ তাঁহাতে থাকে অর্থাৎ স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না। অতএব যে রাম সশরীর কারণ- ্ক্ষেত্রে স্বর্গভোগ করিতে সক্ষম তাঁহার নিকট ্বর্গ, মর্ত্ত্য আর প্রভেদ থাকে না, ঐ রামের দেহ ্বংস হইলে প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হও- ্ায় জন্মান্তরে আর প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু ্খন সাধারণ পার্থিব জীবের হিতার্থে তিনি ্ন্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন তখন তাঁহার ্র্ব্ব পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিও বিলুপ্ত হয় না; ইহাঁরাই জাতিস্মর। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, আমার পূর্ব্বজন্মের বিষয় সকলই স্মরণ আছে তোমার নাই। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মস্তিষ্কজাত মন বুদ্ধিরূপ পার্থিব মানব, জড়দেহ ও ঐ দেহজাত কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর অধীন। সুতরাং উহাই আত্মার বন্ধনস্বরূপ। এইজন্য আত্মা আনন্দ-ময় হইলেও ষড়রিপু সংযুক্ত মস্তিষ্কজাত মনের বিষয়-স্পৃহাহেতু আত্মার আনন্দ স্পষ্ট অনুভূত হয় না, অর্থাৎ আত্মানন্দের বিকাশ হইলে বিষয়-স্পৃহা থাকিতে পারে না, আবার বিষয়-স্পৃহার বিকাশ হইলে আত্মার স্বরূপা-নন্দের বিকাশ হইতে পারে না এইজন্য বিরোধী পদার্থদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে গ্রন্থকার ঐ প্রথমা-ধ্যায়ের ১১। ১২। ১৩। ১৪ শ্লোক সন্নিবেশ করিয়া ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথাঃ—

অভানে ন পরং প্রেমভানে ন বিষয়-স্পৃহা।
অতোভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ॥১১॥
অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থ পুত্রাধ্যয়ন শব্দবৎ।
ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে॥১২॥
প্রতিবন্ধোঽস্তি ভাতীতি ব্যবহারার্হবস্তুনি।
তং নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্যোৎপাদনমুচ্যতে॥১৩॥
তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈক নিবন্ধনম্॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমুদায় দ্বারা জীবাত্মা যে পরমানন্দময় তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু জীবাত্মাতে সেই পরমা-নন্দরূপ সর্ব্বদা অনুভূত হয় কি না?—তাহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতে পারে, যদি বল জীবাত্মাতে সর্ব্বদা পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না, কখন কখন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মাতে জীবাত্মার পরম প্রীতি হইতে পারে না, কারণ কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যাদি গুণের প্রত্যক্ষ না হইলে, তাহার প্রতি স্নেহ ও প্রীতি জন্মে না।

* এস্থলে আত্মা অর্থে এই গ্রন্থোক্ত কূটস্থ চৈতন্য বা ্ারমাত্মা নহে ইহা আনন্দময় কোষ বা কারণ দেহ ্অভিমানী আত্মা ইহাই জীবাত্মা বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ্ীবাত্মা শব্দটী বড় বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়, নিজদেহাভি-্ানী তৈজস ও স্থূলদেহাভিমানী জীবকেও জীবাত্মা ্লে, কিন্তু এস্থলে কারণ দেহাভিমানী প্রাজ্ঞ বা ্বিজ্ঞাতাই আমাদের উল্লিখিত আত্মা।

আর যদি বল, জীবাত্মার সর্ব্বদাই আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তথাপি জীবাত্মা যে পরম প্রীতির আধার এই কথা বলা যায় না। কারণ যাহাতে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ হইয়া থাকে তাহার কখনও পরমানন্দের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্তি জন্মে না, অর্থাৎ জীবাত্মাই সর্ব্বদা পরমানন্দের ভোগের অভিলাষ করিয়া থাকে, এইনিমিত্ত ইহাকে পরমানন্দের আধার বলা যায় না, সুতরাং আত্মাতে যে জীবাত্মার সর্ব্বদা স্বভাবতঃ পরমানন্দের অনুভব হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই, কারণ যে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ করে তাহার কখনও বৈষয়িক সুখভোগের অভিলাষ জন্মে না। যেহেতু জীবাত্মা সর্ব্বদাই বিষয়সম্ভোগের অভিলাষ করিতেছে, অতএব জীবাত্মা যে স্বভাবতই পরমানন্দ সম্ভোগ করে তাহা অসম্ভব হইল, এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে জীবাত্মার আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও উপরি উক্ত বৈষয়িক সুখাভিলাষের কারণ বা প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্য জীবাত্মাতে স্বয়ং পরম প্রীতির উৎপত্তি হয় না॥ ১১॥

যেমন বালকগণ সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিলে তন্মধ্যগত স্বীয় নির্দ্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথক্‌রূপে শ্রুত হয় না। কেবল অব্যক্ত কোলাহলধ্বনি মাত্র শুনা যায়। সেই-শব্দের শ্রবণ ও অশ্রবণ উভয়ই তুল্য। কারণ তাহাতে কোন সুস্পষ্ট অর্থ বোধ হয় না। সেই-রূপ স্বয়ং আত্মা পরমানন্দস্বরূপ কোন প্রতি-বন্ধকসত্ত্বে তাঁহাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় কি না হয় তাহার কিছুই অনুভব করা যায় না। অতএব একদা এক বিষয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই হইতে পারে কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকিলে তাহার কিছুই বোধ হয় না এবং যদ্যপি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে॥ ১২॥

যে প্রতিবন্ধকদ্বারা জীবাত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতিবন্ধক কি? তাহাই বিবৃত হইতেছে, কোন বস্তু সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলে যে কারণে তাহা অবিদ্যমান বলিয়া বোধ হয় সেই কারণের নামই প্রতিবন্ধক। আত্মাতে সর্ব্বদাই পরমানন্দ বিদ্যমান আছে। কিন্তু তথাপি মনুষ্যগণ বিষয় বিষপানে অন্ধ হইয়া আত্মার সেই পরমানন্দকে অবিদ্যমান জ্ঞান করে। এই স্থলে উক্ত বিষয়ানুরাগই পরমানন্দ বোধের প্রতিবন্ধক এই প্রতিবন্ধকহেতু আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অপ্রত্যক্ষবৎ বোধ হয়। উক্তরূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ হইলেই তাহা প্রত্যক্ষবৎ হয় অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ হইলেই আত্মাতে সর্ব্বদা পরমানন্দের অনুভব হইতে থাকে॥ ১৩॥

যে প্রতিবন্ধক আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ নিবারণ করে সেই প্রতিবন্ধকের কারণ কি ইহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। যেমন কোন স্থানে বহু বালক একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিলে তন্মধ্যগত কোন নির্দ্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথক্‌রূপে শ্রুত হয় না এবং একত্র পাঠ যেরূপ তাহার প্রতিবন্ধকের কারণ সেইরূপ অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাই (বিষয় বাসনা ও কামনা ইত্যাদি) আত্মার পরমানন্দের প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক। যতকাল আত্মাতে অবিদ্যার অধিকার থাকে, ততকাল আত্মার পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না॥ ১৪॥

শ্রীশশীভূষণ বন্দোপাধ্যায়।

# মহিম্নস্তোত্র।

## পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বিয়দ্ব্যাপী-তারাগণ-গুণিত-ফেণোদ্গমরুচিঃ প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসিতে। জগদ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমিত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিমদিব্যং তব বপুঃ॥ ১৭॥

পদবিভাগ। বিয়দ্ব্যাপী। তারাগণগুণিতফেণোদ্গমরুচিঃ। প্রবাহঃ। বারাং। যঃ। পৃষতলঘুদৃষ্টঃ। শিরসি তে। জগৎ। দ্বীপাকারং। জলধিবলয়ং। তেন। কৃতং ইতি। অনেন। এব। উন্নেয়ং। ধৃতমহিম। দিব্যং। তব। বপুঃ।

পদের অর্থ। বিয়দ্ব্যাপী—আকাশব্যাপক। তারাগণগুণিতফেণোদ্গমরুচিঃ—নক্ষত্র-পুঞ্জসদৃশ অসংখ্য ফেণকান্তি যাহার। প্রবাহঃ—স্রোত। বারাং—গঙ্গারূপকারণ বারির। যঃ—যে। পৃষতলঘুদৃষ্টঃ—বিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত। শিরসি—মস্তক। তে (বিরাটশরীরধারী) তোমার। জগৎ—ভুবন। দ্বীপাকারং—দ্বীপের মত। জলধিবলয়ং—বলয়াকার জলধিবেষ্টিত। তেন—প্রবাহে। ইত্যনেনৈব—ইহাতেই। উন্নেয়ং নিশ্চয়। ধৃতমহিম—ধৃত হইয়াছে মহিমা যৎ কর্ত্তৃক। দিব্যং স্বর্গীয় তব—তোমার। বপুঃ—শরীর।

অনুবাদ। (হে গঙ্গাধর! কারণবারিরূপ যে গঙ্গাপ্রবাহ ভূতল হইতে আকাশতলপর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল, যাহার অসংখ্য ফেণকান্তিনক্ষত্রপুঞ্জ সদৃশ, যাহা অতিবিপুল তোমার বিরাট শরীরের শিরঃস্থানে বিন্দুর ন্যায় অতি ক্ষুদ্র দৃষ্ট হইত, সেই প্রবাহে এই জলধিবেষ্টিত জগদ্দ্বীপের ন্যায় সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতেই তোমার দিব্য মূর্ত্তির মহিমা (বিশালতা) নিশ্চয় করা যাইতে পারে।

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি। দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধির্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ॥ ১৮॥

পদবিভাগ। রথঃ। ক্ষৌণী। যন্তা। শতধৃতিঃ। অগেন্দ্রঃ। ধনুঃ। অথো। রথাঙ্গে। চন্দ্রার্কৌ। রথচরণপাণিঃ। শরঃ। ইতি। দিধক্ষোঃ। তে। কঃ। অয়ং। ত্রিপুরতৃণং। আড়ম্বরবিধিঃ। বিধেয়ৈঃ। ক্রীড়ন্ত্যঃ। ন। খলু। পরতন্ত্রাঃ। প্রভুধিয়ঃ।

বিষমপদের অর্থ। ক্ষৌণী—পৃথিবী। যন্তা—সারথি। শতধৃতিঃ—ব্রহ্মা। অগেন্দ্রঃ—সুমেরু। অথো—অনন্তর রথাঙ্গে দুটী চক্র। রথচরণপাণি—চক্রপাণি বিষ্ণুঃ। শরঃ—বাণ। ইতি—এই এত। দিধক্ষোঃ—দগ্ধ করিতে ইচ্ছু। তে—তোমার। কঃ—কি। অয়ং—এই। আড়ম্বর বিধি—বহ্বারম্ভ। বিধেয়ৈঃ—কর্ত্তব্যে ক্রীড়ন্ত্যঃ—ক্রীড়া করে। ন—না। খলু—নিশ্চয়ে। পরতন্ত্রাঃ—অধীন। প্রভুধিয়ঃ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ প্রভুর সঙ্কল্প।

অনুবাদ। তৃণতুল্য অতি ক্ষুদ্র ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে পৃথিবী রথ, ব্রহ্মা সারথি, সুমেরু ধনু, চন্দ্রসূর্য্য দুটী রথচক্র, (স্বয়ং) বিষ্ণু শর হইয়াছিলেন (কিন্তু প্রভো!) এত আড়ম্বর কেন? নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সঙ্কল্প স্বতঃই কর্ত্তব্য কার্য্যের সাধন হইতে পারে।

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়োর্যদেকোনে তস্মিন্নিজমুদহরন্নেত্রকমলং। গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্ত্তি জগতাং॥ ১৯॥

পদবিভাগ। হরিঃ। তে। সাহস্রং। কমলবলিং। আধায়। পদয়োঃ। যৎ। একোনে। তস্মিন্। নিজং। উদহরৎ। নেত্রকমলং। গতঃ। ভক্ত্যু-

দ্রেকঃ। পরিণতিঃ। অসৌ। চক্রবপুষা। ত্রয়াণাং। রক্ষাঁয়ৈ। ত্রিপুরহর। জগর্ত্তি। জগতাং।

বিষমপদের অর্থ। তে—তোমার উদ্দেশে। সাহস্রং—সহস্রপরিমিত। কমলবলিং—পদ্মরূপ উপহার দ্রব্য। আধায় মনসি আধায়—সঙ্কল্প করিয়া। যৎ—যে একোণে—সহস্রের একটী কম হইলে। তস্মিন্—সেই সহস্র নেত্রকমল। নিজং—স্বীয়। উদহরৎ—দান করিয়াছিলেন। নেত্র-কমল—পদ্মচক্ষু। গতঃ—প্রাপ্ত। ভক্ত্যুদ্রেকঃ—ভক্তির আধিক্য। পরিণতি—পরিপাক অর্থাৎ ফল। অসৌ—এই। চক্রবপুষা—সুদর্শনচক্ররূপে ত্রয়াণাং—ত্রিজগতের। রক্ষাঁয়ৈ—রক্ষার জন্য। হে ত্রিপুরহর!—ত্রিপুরারি। জগর্ত্তি—জাগরিত আছে।

অনুবাদ। (প্রত্যহ) সহস্রপদ্ম দিয়া শিব পূজা করিব, এই সঙ্কল্প করার পর (একদিন) সহস্রপদ্মের একটী ন্যূন হওয়ায় (পদ্মলোচন) হরি নিজের পদ্মচক্ষু (উৎপাটন করিয়া) তোমার চরণযুগলে উপহার দিলেন। তাঁহার (হরির) ভক্তির আধিক্য সুদর্শনচক্ররূপ ফললাভ করিল। হে ত্রিপুরারি! ঐ সুদর্শনচক্র ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য জাগরিত আছে।

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং ক কর্ম্মপ্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে অতস্ত্বাং সম্প্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ॥ ২০॥

পদবিভাগ। ক্রতৌ। সুপ্তে। জাগ্রৎ। ত্বং। অসি। ফলযোগে। ক্রতুমতাং। ক। কর্ম্ম। প্রধ্বস্তং। ফলতি। পুরুষ। আরাধনং। ঋতে। অতঃ। ত্বাং। সংপ্রেক্ষ্য। ক্রতুষু। ফলদানপ্রতি-ভুবং। শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং। বদ্ধা। দৃঢ়পরিকরঃ। কর্ম্মসু জনঃ।

পদের অর্থ। ক্রতু—যজ্ঞ এখানে বৈধকর্ম্ম-মাত্রেরউপলক্ষণ। সুপ্তে—সমাপ্তে। জাগ্রৎ—সাব-ধান। ত্বং—তুমি অসি হও। ফলযোগে—ফল-দানসম্বন্ধে। ক্রতুমতাং—যাজ্ঞিকদিগের এখানে বৈধকর্ম্মানুষ্ঠায়িগণের। ক—কোথায়। কর্ম্ম—কার্য্য। প্রধ্বস্তং—চিরধ্বস্তং যাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ফলতি—ফলে। পুরুষ—শিরের সম্বোধন পদ। আরাধনা—উপাসনা। ঋতে—বিনা। অতঃ—এই হেতু। ত্বাং তোমাকে। সংপ্রেক্ষ্য—জানিয়া। ফলদানপ্রতিভুবং—ফলদানে—প্রতিভূ (জামিন) শ্রুতৌ—কর্ম্মকাণ্ডে বেদবাক্য। শ্রদ্ধাং বদ্ধা—শ্রদ্ধাবান্ হইয়া। দৃঢ়পরিকরঃ—দৃঢ়ঃ পরিকরঃ (প্রবৃত্তি) যাহার অর্থাৎ প্রবৃত্তিমান্। কর্ম্মসু—বেদোক্তকর্ম্মে। জনঃ—মনুষ্য।

অনুবাদ। হে পুরুষ! বৈধকর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইলে বৈধকর্ম্মানুষ্ঠায়িগণের ফলদান সম্বন্ধে তুমি (সর্ব্বদা) জাগরিত থাক। তোমার আরাধনা ব্যতীত কর্ম্ম চিরনষ্ট হয় ও ফলদান করিতে সমর্থ হয় না। এইহেতু মনুষ্য বৈধকর্ম্মে তোমাকে ফলদান বিষয়ে প্রতিভূ (জামিন) জানিয়া বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৈধকর্ম্মে প্রবৃত্তিমান্ হয়।

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদসদস্যাঃ সুরগণাঃ। ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধান ব্যসনিনো ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ॥ ২১॥

পদবিভাগ। ক্রিয়াদক্ষঃ। দক্ষঃ। ক্রতুপতিঃ। অধীশঃ। তনুভৃতাং। ঋষিণাং। আর্ত্বিজ্যং। শরণদ। সদস্যাঃ। সুরগণাঃ। ক্রতুভ্রংশঃ। ত্বত্তঃ। ক্রতুফলবিধানব্যসনিনঃ। ধ্রুবং। কর্ত্তুঃ। শ্রদ্ধা-বিধুরং। অভিচারায়। হি। মখাঃ।

পদার্থ। ক্রিয়াদক্ষঃ বৈধকর্ম্মে, নিপুণঃ দক্ষঃ—প্রজাপতি। ক্রতুপতিঃ—যজ্ঞেশ্বর, অধীশ-স্তনুভৃতাং—প্রজার ঈশ্বর, ব্রহ্মা। ঋষীণাং—ভৃগুপ্রভৃতি সপ্তর্ষির। আর্ত্বিজ্যং—পৌরোহিত্য শরণদ—ফলের আশ্রয়দাতা। সদস্যাঃ—যজ্ঞ

বিধিদর্শী। সুরগণ—বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ। ক্রতু-ভ্রংশঃ—যজ্ঞধ্বংস। ত্বত্তঃ—তোমা হইতে। ক্রতু ফলবিধান ব্যসনিনঃ—যজ্ঞ ফলদানে অত্যন্ত ব্যাসক্ত। ধ্রুবং—নিশ্চয়। কর্ত্তুঃ—যজ্ঞকর্ত্তার শ্রদ্ধাবিধুরং—অশ্রদ্ধায় প্রবৃত্ত। অভিচারায়—ধ্বংসের জন্য। হি—নিশ্চিত মখাঃ—যজ্ঞ।

অনুবাদ। যজ্ঞকুশল দক্ষপ্রজাপতি স্বয়ং যে যজ্ঞের যজমান, ব্রহ্মা যে যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর। ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডল যে যজ্ঞের পুরোহিত, বিষ্ণু প্রভৃতি যে যজ্ঞের সদস্য, যজ্ঞফলদানে অত্যন্ত ব্যাসক্ত তোমা হইতে সে যজ্ঞের ধ্বংস হইল। বস্তুতঃ অশ্রদ্ধায় প্রবৃত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মকর্ত্তার ধ্বংসের জন্য (অনুষ্ঠিত) হয়।

প্রজানাথং নাথপ্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষু মৃষ্যস্যবপুষা। ধনুষ্পানের্যাতং দিবমপি স পত্রাকৃতমমুং ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ॥ ২২॥

পদবিভাগ। প্রজানাথং। নাথ। প্রসভং। অভিকং। স্বাং। দুহিতরং। গতং। রোহিদ্ভূতাং। রিরময়িষুং। ঋষ্যস্য। বপুষা। ধনুষ্পাণে। যাতং। দিবং। অপি। স পত্রাকৃতং। অমুং। ত্রসন্তং। তে। অদ্য। অপি। ত্যজতি। ন। মৃগব্যাধরভসঃ।

পদার্থ। প্রজানাথং—ব্রহ্মাকে। নাথ—হে জগদীশ! প্রসভং—বলপূর্ব্বক। অভিকং—কামুক। স্বাং—স্বকীয়। দুহিতরং—কন্যা। গতং—ধাবিত। রোহিদ্ভূতাং—মৃগীরূপধারিণী। রিরময়িষুং—সঙ্গমে ইচ্ছু। ঋষ্যস্য—মৃগবিশেষের। বপুষা—শরীরের দ্বারা। ধনুষ্পাণেঃ—ধনুর্দ্ধারী। যাতং—পলায়িতং। দিবং—স্বর্গে। অপি অবধারণে (ও) স পত্রাকৃতং—বাণপীড়িত। অমুং—ব্রহ্মাকে। ত্রসন্তং—ভয়যুক্ত। তে—তোমার। অদ্যাপি—আজিও। ত্যজতি—ত্যাগ করিতেছে। ন—না। মৃগব্যাধরভসঃ—রভস শব্দের অর্থ—পৌর্ব্বাপর্য্যবিচার—মৃগব্যাধচিন্তা ইত্যর্থ।

অনুবাদ। হে নাথ! কামুক ব্রহ্মা যখন মৃগরূপধারণ করিয়া মৃগীরূপধারিণী (সন্ধ্যা নাম্নী) স্বকন্যায় বলপূর্ব্বক রমণেচ্ছায় ধাবিত হন, তখন তুমি ধনুর্ব্বাণ লইয়া ব্যাধরূপধারণ করিয়া তাঁহার (ব্রহ্মার) পশ্চাৎ ধাবিত হও। ব্রহ্মা তোমার বাণ পীড়িত হইয়া ভয়ে স্বর্গে পলায়ন করিয়াছেন, তথাপি অদ্যাপি মৃগব্যাধ চিন্তা তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছে না।

স্বলাবণ্যাশংসা ধৃতধনুষমহ্নায়তৃণবৎ পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন! পুষ্পায়ুধমপি। যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিয়ত দেহার্দ্ধঘটনা দবৈতিত্বামদ্ধাবত বরদ! মুগ্ধা যুবতয়ঃ॥ ২৩॥

পদবিভাগ। স্বলাবণ্যাশংসা। ধৃতধনুষং। অহ্নায়। তৃণবৎ। পুরঃ। প্লুষ্টং। দৃষ্ট্বা। পুরমথন। পুষ্পায়ুধং। অপি। যদি। স্ত্রৈণং। দেবী। যমনিয়তদেহার্দ্ধঘটনাৎ। অবৈতি। ত্বাং। অদ্ধা। বত। বরদ। মুগ্ধা। যুবতয়ঃ।

পদার্থ। স্বলাবণ্যাশংসা ধৃতধনুষং—পার্ব্বতীর লাবণ্যের সহকারিতায় মহাদেবকে জয় করা যাইতে পারে এই প্রত্যাশায় ধনুর্দ্ধারী। অহ্নায়—তৎক্ষণাৎ। তৃণবৎ—তৃণের মত। পুরঃ—সম্মুখে। প্লুষ্টং—দগ্ধ। দৃষ্ট্বা—দেখিয়া পুরমথন—হে ত্রিপুরারি!। পুষ্পায়ুধং—কন্দর্প। অপি—ও। স্ত্রৈণ—স্ত্রী-জিত। দেবী—পার্ব্বতী। যম—নিয়ত দেহার্দ্ধঘটনাৎ—যম ও নিয়মের দ্বারা হরগৌরীরূপে এক শরীরধারণ হেতু। অবৈতি—বিবেচনা করে। ত্বাং—তোমাকে। অদ্ধা—নিশ্চয়। বত—খেদে। বরদ—হে অভীষ্টপ্রদ! মুগ্ধাঃ—মূঢ়া। যুবতয়ঃ—যুবতিগণ।

অনুবাদ। হে ত্রিপুরারি! পার্ব্বতী স্বীয় লাবণ্যের দ্বারা মহাদেব জিত হইবেন এই

প্রত্যাশায় ধনুর্দ্ধারী কন্দর্পকে আপনার সম্মুখে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইতে দেখিয়া যম ও নিয়মাদি তপস্যার দ্বারা হরগৌরীরূপে তোমার দেহার্দ্ধ-ভাগিনী হইয়া যদি তোমাকে স্ত্রী-জিত বিবেচনা করেন, তবে নিশ্চয় যুবতিগণ নিতান্ত মূঢ়।

শ্মশানে স্বা ক্রীড়া স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ। অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং তথাপি স্মর্তৄণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি॥ ২৪॥

পদবিভাগ। শ্মশানে। স্বা। ক্রীড়া। স্মরহর। পিশাচাঃ। সহচরাঃ। চিতাভস্ম। আলেপঃ। স্রক্। অপি নৃকরোটীপরিকরঃ। অমঙ্গল্যং। শীলং। তব। ভবতু। নাম। এবং। অখিলং। তথাপি। স্মর্তৄণাং। বরদ। পরমং। মঙ্গলং। অসি।

পদার্থ। শ্মশানে—শবদাহের স্থান। স্বা—স্বকীয়। ক্রীড়া—খেলা। স্মরহর—হে স্মরজিৎ!। পিশাচা—ভূতগণ। সহচরাঃ—সাথী। চিতাভস্ম—চিতার ছাই। আলেপঃ—অনুলেপনের দ্রব্য। স্রক্—মালা। অপি—এবং। নৃকরোটীপরিকরঃ—নরমুণ্ডাস্থিসমূহ। অমঙ্গলং—অশুভিভাবশীলং—স্বভাব। তব—তোমার। ভবতু—হউক্। নাম—শিবএই মঙ্গলবাচক নাম। এবং—এই প্রকার। অখিলং—সম্পূর্ণ। স্মর্ত্তৄণাং—স্মরণ কর্ত্তাদিগের। বরদ—হে অভীষ্টদ! পরমং—উৎকৃষ্ট। মঙ্গলং—পবিত্রতার কারণ। অসি—হও।

অনুবাদ। হে স্মরজিৎ! শ্মশান তোমার ক্রীড়াভূমি ভূতগণ সহচর, চিতাভস্ম আলেপন ও নরমুণ্ড মালা।—(এইপ্রকার) অমঙ্গলাচরণ তোমার স্বভাবিক হউক, কিন্তু হে বরপ্রদ! যাহারা শিব—এই মঙ্গলময় নাম স্মরণ করে, তাহাদের সম্বন্ধে তুমি মঙ্গলস্বরূপ হও।

মনঃ প্রত্যক্ চিত্তে সবিধমভিধায়াত্তমরুতঃ প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎ সঙ্গিতদৃশঃ। যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিলভবান্॥২৫॥

পদবিভাগ। মনঃ। প্রত্যক্‌চিত্তে। সবিধং। অবিধায়। আত্তমরুতঃ। প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ। প্রমদসলিলোৎ সঙ্গিতদৃশঃ। যৎ। আলোক্য। আহ্লাদং হ্রদে। ইব। নিমজ্য। অমৃতময়ে। দধতি। অন্তঃ। তত্ত্বং। কিং। অপি। যমিনঃ। তৎ। কিল। ভবান্।

পদার্থ। মন—অন্তঃকরণ। প্রত্যেক চিত্তে—আত্মায়। সবিধং—যথাবিধি। অভিধায়—নিধায়। আত্তমরুতঃ—কুম্ভকে দ্বারা বায়ু নিরোধকারী। প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ—আহ্লাদে লোমাঞ্চিত। প্রমদসলিলোৎ সঙ্গিতদৃশঃ—আনন্দাশ্রু পরিব্যাপ্ত চক্ষু। যৎ—যে। আলোক্য—দেখিয়া। আহ্লাদং—হর্ষ। হ্রদে—জলাশয়ে। নিমজ্য—মগ্ন হইয়া। অমৃতময়ে—অমৃতপূর্ণ দধতি—লাভ করেন। অন্তঃ—অন্তরে। তত্ত্বং—ব্রহ্ম। কিমপি—অনির্ব্বচনীয়। যমিনঃ—যোগিগণ। তৎ—সে বস্তু। কিল—প্রবাদে। ভবান্—তুমি।

অনুবাদ। (হে দেবদেব!) যোগিগণ আত্মায় মন যথাবিধি সমাহিত করিয়া কুম্ভকের দ্বারা বায়ুনিরোধ করিয়া (চিত্তের স্থিরত্ব সম্পাদন করেন, সেই অবস্থায়) অন্তরে যে ব্রহ্মবস্তু দর্শন করিয়া লোমাঞ্চিত, আনন্দাশ্রু পরিব্যাপ্তলোচন এবং অমৃতময় হ্রদে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ লাভ করেন শাস্ত্রের প্রবাদে সেই অনির্ব্বচনীয় বস্তুই তুমি।

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহস্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোমত্বম্ ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ। পরিচ্ছিন্না মেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং ন বিদ্মস্তত্ত্বং বয়মিহ হি যত্ত্বং ন ভবসি॥ ২৬॥

পদবিভাগ। ত্বং। অর্কঃ। ত্বং। সোম-

ং। অসি। পবনঃ। ত্বং। হুতবহঃ। ত্বং।
াপঃ। ত্বং। ব্যোম। ত্বং। উ। ধরণিঃ। আত্মা।
ং। ইতি। চ। পরিচ্ছিন্নাং। এবং। ত্বয়িং।
রিণতাঃ। বিভ্রতি। গিরং। ন। বিদ্মঃ। তৎ।
ত্বং। বয়ং। ইহ। হি। যং। ত্বং। ন। ভবসি।

পদার্থ। ত্বং—তুমি। অর্কঃ—পূর্ব্ব। সোম—
ন্দ্র। অসি—হও। হুতবহঃ—অগ্নি। আপঃ—
ল। ব্যোম—আকাশ। উ—ভোঃ। ধরণিঃ—
থিবী। ইতি। পরিচ্ছিন্না—সীমাবদ্ধ। ত্বয়ি—
তামাতে। পরিণতাঃ—প্রাচীন ঋষিগণ।
বভ্রতি—ধারণ করেন—অর্থাৎ বলেন।
রং—বাক্য। ন—না। বিদ্ম—বুঝি। তৎ—
াই। তত্ত্বং—বিষয়। বয়ং—আমরা। ইহ—
সারে। হি—নিশ্চয়ে। যং—যে। ত্বং—তুমি।
—না। ভবসি—হও।

অনুবাদ। ভোঃ (অষ্টমূর্ত্তিধব) তুমি সূর্য্য,
মি চন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি অগ্নি, তুমি জল, তুমি
াকাশ, তুমি ক্ষিতি, তুমি আত্মা—অর্থাৎ
জমান—এই অষ্টমূর্ত্তিরূপ সীমাবদ্ধ বাক্য
াচীন ঋষিগণ তোমার সম্বন্ধে বলিয়া
াকেন। কিন্তু এ সংসারে তাদৃশ তত্ত্ব নাই,
াহা তুমি নও।

ত্রয়ীং তিস্রোবৃত্তী ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি
রানকারাদ্যৈর্বর্ণৈ স্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতি।
রীয়ং তে ধামধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ সমস্তং
স্তং ত্বাং শরণদ! গৃণাত্যোমিতিপদং॥ ২৭॥

পদবিভাগ। ত্রয়ীং। তিস্রঃ। বৃত্তীঃ।
িভুবনং। অথো। ত্রীন্। অপি। সুরান্।
কারাদ্যৈঃ। বর্ণৈঃ। ত্রিভিঃ। অভিদধৎ।
ীর্ণবিকৃতি। তুরীয়ং। তে। ধাম। ধ্বনিভিঃ।
বরুন্ধানং। অণুভিঃ। সমস্তং। ব্যস্তং। ত্বাং।
রণদ। গৃণাতি। ওঁ। ইতি। পদং।

পদার্থ। ত্রয়ীং—ঋক্ যজুঃ সামরূপ বেদ-
। তিস্রোবৃত্তিঃ—জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তিরূপ বৃত্তি-
ত্রয়। ত্রিভুবনং—স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালরূপ ত্রিজগৎ।
অথো—অনন্তর অথবা এবং। ত্রীন্—তিন।
অপি—ও। সুরান্—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপ
ত্রিদেব। অকারাদ্যৈঃ—অকার, উকার ও
মকার। বর্ণৈঃ—অক্ষরের দ্বারা। ত্রিভিঃ—
তিন। অভিদধৎ—প্রতিপাদক, বুঝায়। তীর্ণ-
বিকৃতি—বিকারশূন্য। তুরীয়ং—চতুর্থ। তে—
তোমার। ধাম—পদ বা স্থান অর্থাৎ কূটস্থ
ব্রহ্মপদ। ধ্বনিভিঃ—নাদবিন্দুরূপ যোগিগম্য
শব্দবিশেষ দ্বারা অবরুন্ধানং ব্যাপ্ত অথবা
বোধক। অণুভিঃ—সূক্ষ্ম। সমস্ত—সমাস করা।
ব্যস্ত—অসমাস করা। ত্বাং—তোমাকে।
শরণদ—হে আশ্রয়দ!। গৃণাতি—বুঝাইতেছে।
ওঁ—প্রণব। ইতি—এই। পদং—শব্দ।

অনুবাদ। অকার-উকার-মকারাত্মক অস-
মস্ত ওঁকার শব্দ, (অবয়বস্বরূপ) অকার,-
উকার, মকাররূপ তিনটী বর্ণের দ্বারা ঋক্, যজুঃ
সামরূপ বেদত্রয়, জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ বৃত্তি-
ত্রয়, স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালরূপ ভুবনত্রয় এবং ব্রহ্মা-
বিষ্ণু মহেশ্বররূপ দেবত্রয়েব প্রতিপাদক। এবং
বিকারশূন্য সমস্ত ওঁকার শব্দ নাদবিন্দুরূপ
ধ্বনির দ্বারা (অবশিষ্ট) তোমার তৃতীয় পদের
অববোধক। (অতএব) হে আশ্রয়দাতা!
সমস্ত ও অসমস্ত—এ উভয়বিধ ওঁকার তোমার
বাচক।

ভবঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহ-
মহাংস্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিতানাষ্টকমিদং।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেবশ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ ধম্নে প্রণিহিত নমস্যোঽস্মি
ভবতে॥ ২৮॥

পদবিভাগ। ভবঃ। সর্ব্বঃ। রুদ্রঃ। পশু-
পতিঃ। অথ। উগ্রঃ। সহমহান্। তথা ভীমে-
শানৌ। ইতি। যং। অভিধানাষ্টকং। ইদং।
অমুষ্মিন্। প্রত্যেকং। প্রবিচরতি। দেবশ্রুতিঃ।

অপি। প্রিয়ায়। অস্মৈ। ধম্নে। প্রণিহিতনমস্থ। অস্মি। ভবতে।

পদার্থ। ভব আদি ঈশান পর্য্যন্ত অষ্টমূর্ত্তির অধিষ্ঠাতা মহাদেবের অষ্ট নাম। অথ—অনন্তর। সহমহান্—মহৎ শব্দের সহিত বর্ত্তমান দেব অর্থাৎ মহাদেব। অভিধানাষ্টকং—অষ্ট নাম। ইদং—এই। অমুষ্মিন্—এই। প্রত্যেকং—প্রত্যেক অষ্ট নামে। প্রবিচরতি—আছে। দেব—হে দেব!। শ্রুতিঃ—বেদ। অপি—ও। প্রিয়ায়—মোক্ষের জন্য। অস্মৈ—এই। ধম্নে—তেজস্বরূপ। প্রণিহিতনমস্থ প্রণিহিতা—প্রদত্তা, নমস্থা—প্রণাম। যৎকৃত—কৃত প্রণাম। অস্মি—হই। ভবতে—তোমার উদ্দেশে।

অনুবাদ। অনন্তর ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম, ঈশান—এই অষ্টটী (অষ্টমূর্ত্তির অধিষ্ঠাতা) তোমার নাম, হে মহাদেব! প্রত্যেক এই অষ্ট নামের প্রমাণ বেদেও আছে। আমি মুক্তির জন্য তেজস্বরূপ এই (প্রত্যক্ষ অনুভূয়মান) তোমার উদ্দেশে প্রণাম করি।

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায়স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমতি সর্ব্বায় চ নমঃ॥২৯॥

পদবিভাগ। নমঃ। নেদিষ্ঠায়। প্রিয়দব। দবিষ্ঠায়। চ। নমঃ। বর্ষিষ্ঠায়। ত্রিনয়ন। যবিষ্ঠায়। চ। নমঃ। ক্ষোদিষ্ঠায়। স্মরহর। মহিষ্ঠায়। চ। নমঃ। নমঃ। সর্ব্বস্মৈ। তে। তদিদমতি সর্ব্বায়। চ। নমঃ।

পদার্থ। নমঃ—নমস্কার। নেদিষ্ঠায়—অতি নিকটস্থ। প্রিয়দব—হে তপোবন প্রিয়! দবিষ্ঠায়—দূরস্থ। চ—সমুচ্চয়ে। বর্ষিষ্ঠায়—বৃদ্ধতম। ত্রিনয়ন—ত্র্যম্বক। যবিষ্ঠায়—যুবতম। ক্ষোদিষ্ঠায়—ক্ষুদ্রতম। স্মরহর—স্মরজিৎ। মহিষ্ঠায়—মহত্তর। সর্ব্বস্মৈ—সর্ব্বময়। তে-তোমার উদ্দেশে। তদিদমতি সর্ব্বায়—এ সমস্তের অতিক্রমকারী অর্থাৎ সর্ব্বাতিরিক্ত।

অনুবাদ। হে তপোবন প্রিয়! (ভক্তের অতি নিকটস্থ (তোমাকে) নমস্কার (অভক্তে অতি দূরস্থ (তোমাকে) নমস্কার। (বিশ্বে কারণ অতএব) বৃদ্ধতম! তোমাকে নমস্কা হে ত্র্যম্বক! (জীর্ণ না হওয়ায়) তরুণ তোমাকে নমস্কার, (অদৃশ্যবশতঃ) ক্ষুদ্র তোমাকে নমস্কার। হে স্মরজিৎ! (সর্ব্বব্যাপ হেতু) মহত্তম তোমাকে নমস্কার, সর্ব্ব তোমাকে নমস্কার। সর্ব্বাতিরিক্ত তোমা নমস্কার করি।

বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো ন
জনসুখকৃতে সত্ত্বস্থিত্যৈ মৃড়ায় নমো নম
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ
হসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ॥৩০

পদবিভাগ। বহুলরজসে। বিশ্বোৎপত্তে ভবায়। নমঃ। নমঃ। জনসুখকৃতে। সত্ত্বস্থিত্যৈ মৃড়ায়। নমঃ। নমঃ। প্রবলতমসে। তৎসংহারে হরায়। নমঃ। নমঃ। প্রমহসি। পদে। নি গুণ্যে। শিবায়। নমঃ। নমঃ।

পদার্থ। বহুলরজসে—রজোগুণবহু বিশ্বোৎপত্তৌ—জগতের উৎপত্তি বিষ ভবায়—ভবতি অস্মাৎ—সৃষ্টির কারণ ব্রহ্মর মহাদেবের নামান্তর। নমো নমঃ—পুনঃ নমস্কার। জনসুখকৃতে—জনের সুখকর প নের জন্য। সত্ত্বস্থিত্যৈ—সত্ত্বগুণাবলম্বী। মৃড়া মৃড়য়তি সুখয়তি (পালনেন) যিনি স রাখেন। বিষ্ণুরূপী মহাদেবের নামা প্রবলতমসে—তমোগুণ বহুল। তৎসংহারে বিশ্বনাশে। হরায়—হরতি রুদ্ররূপী মহাদে

ম হরে। প্রেমহসি—পরমজ্যোতিঃস্বরূপ। :দে—ব্রহ্মপদে। নিস্ত্রৈগুণ্যে—ত্রিগুণাতীত। াবায়—মহাদেবের নামান্তর।

অনুবাদ। জগৎসৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণা-লম্বী ভব (ব্রহ্মা) রূপী তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। জীবের সুখকর পালন বিষয়ে সত্ত্ব-গুণাবলম্বী মৃড় (বিষ্ণু) রূপী তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। জগৎসংহার বিষয়ে তমোগুণা-লম্বী হর (রুদ্র) রূপী তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ত্রিগুণাতীত পরমজ্যোতির্ম্ময় (ব্রহ্ম) পদে বর্ত্তমান শিবরূপী তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক চেদং কচ চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘনী শশ্বদৃদ্ধিঃ। ইতি চকিতম-মন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্ বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্॥ ৩১॥

পদবিভাগ। কৃশপরিণতি। চেতঃ। ক্লেশ-বশ্যং। ক। চ। ইদং। ক। চ। তব। গুণসীমো-ল্লঙ্ঘনী। শশ্বৎ। ঋদ্ধিঃ। ইতি। চকিতং। অমন্দী-কৃত্য। মাং। ভক্তিঃ। আধাৎ। বরদ। চরণয়োঃ। তে। বাক্যপুষ্পোপহারং।

পদার্থ। কৃশপরিণতি—অপরিপক্ক অর্থাৎ ধারণাশক্তি-শূন্য। চেতঃ—অন্তঃকরণ। ক্লেশ-বশ্যং—ক্লেশের অধীন অর্থাৎ ক্লেশানুভবে পটু। ক—কোথায়। চ—বা। ইদং—এই। ক—কোথায়। চ—বা। গুণোসীমোল্লঙ্ঘনী—গুণের সীমার লঙ্ঘনকারিণী, অর্থাৎ অলৌকিক গুণ-সম্পন্ন। শশ্বদৃদ্ধিঃ—নিত্যৈশ্বর্য্য। ইতি—এই-হেতু। চকিতং—ভীতং। অমন্দীকৃত্য—প্রব-র্ত্তিত করিয়া। মাং—আমাকে। ভক্তিঃ—ঐশ্বরিক ভক্তি। আধাৎ—অর্পণ করিল। বরদ—অভীষ্ট-প্রদ। চরণয়োঃ—পাদযুগলে। তে—তোমার। বাক্যপুষ্পোপহারং—স্তবরূপবাক্য পুষ্পের উপ-হার।

অনুবাদ। হে অভীষ্টপ্রদ! কেবল ক্লেশানু-ভবে পটু ধারণাশক্তিশূন্য অন্তঃকরণই বা কোথায়? আর অলৌকিক-গুণসম্পন্ন তোমার নিত্যৈশ্বর্য্যই বা কোথায়? (এ উভয়ের মিলন অসম্ভব) এই বিবেচনায় ভীত হইলেও ভক্তি আমাকে প্রবর্ত্তিত করিয়া তোমার চরণযুগলে বাক্য-পুষ্পোহার অর্পণ করিল।

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥৩২॥

পদবিভাগ। অসিতগিরিসমং। স্যাৎ। কজ্জলং। সিন্ধুপাত্রং। সুরতরুবরশাখা। লেখনী। পত্রং। উর্ব্বী। লিখতি। যদি। গৃহীত্বা। সারদা। সর্ব্বকালং। তৎ। অপি। তব। গুণানাং। ঈশ। পারং। ন। যাতি।

পদার্থ। অসিতগিরিসমং—নীলগিরিতুল্যং। স্যাৎ—হয়। কজ্জলং—মসী, কালী। সিন্ধুপাত্রং—সিন্ধু—সমুদ্র, পাত্রং—মস্যাধার, দোয়াত। সুর-তরুবরশাখা—কল্পদ্রুমের বৃহৎ শাখা। লেখনী—কলম। পত্রং—কাগজ। উর্ব্বী—পৃথিবী। লিখতি—লেখেন। গৃহীত্বা—গ্রহণ করিয়া। সারদা—সরস্বতী দেবী। সর্ব্বকালং—প্রলয়কাল পর্য্যন্ত। তদপি—তথাপি। তব—তোমার। গুণানাং—মাহাত্ম্যের। ঈশ—হে ঈশ্বর! পারং—সীমা। ন—না। যাতি—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ। যদি সমুদ্রমস্যাধার হয়, নীলগিরি মসী হয়, যদি কল্পবৃক্ষের বৃহৎ শাখা লেখনী হয়, যদি পৃথিবী কাগচ হয়, আর যদি স্বয়ং দেবী সরস্বতী তাদৃশমসী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত লিখিতে থাকেন, তাহা হইলেও হে ঈশ্বর! তোমার গুণের সীমাপ্রাপ্ত হন না।

কুসুমদশন নামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ শিশুশশধর-

মৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ। স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ ॥ ৩৩ ॥

পদবিভাগ। কুসুমদশন নামা। সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ। শিশুশশধরমৌলেঃ। দেবদেবস্য। দাসঃ। সঃ। খলু। নিজমহিম্নঃ। ভ্রষ্ট। এব। অস্য। রোষাৎ। স্তবনং। ইদং। অকার্ষীৎ। দিব্যদিব্যং। মহিম্নঃ।

পদার্থ। কুসুমদশন নামা—কুসুমদশন—পুষ্পদন্ত নাম যাহার। সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ—সমস্ত গন্ধর্ব্বের রাজা। শিশুশশধরমৌলেঃ—শিশুশশধর-চন্দ্রকলা মৌলিতে—মস্তকে যাহার। দেবদেবস্য—মহাদেবের। দাসঃ—ভৃত্য। স খলু—সেই। নিজ মহিম্নঃ—স্বীয় মাহাত্ম্য অর্থাৎ রাজত্বপদ হইতে। ভ্রষ্ট—চ্যুত। অস্য—মহাদেবের। রোষাৎ—ক্রোধবশতঃ। স্তবনং—স্তব। ইদং—এই। অকার্ষীৎ—করিয়াছিলেন। দিব্যদিব্যং—অতিদিব্য। মহিম্নঃ—মহিমার।

অনুবাদ। পুষ্পদন্ত নামা গন্ধর্ব্বরাজ চন্দ্রশেখর মহাদেবের ভক্ত। একদা তিনি মহাদেবের ক্রোধবশতঃ রাজত্ব হইতে স্খলিত হইয়া তাঁহার মহিমা বিষয়ক অতিদিব্য এই স্তব করিয়াছিলেন।

সুরগুরুমভিপূজ্য স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ। ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ॥ ৩৪ ॥

পদবিভাগ। সুরগুরুং। অভিপূজ্য। স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং। পঠতি। যদি। মনুষ্যঃ। প্রাঞ্জলিঃ। নান্যচেতাঃ। ব্রজতি। শিবসমীপং। কিন্নরৈঃ। স্তূয়মানঃ। স্তবনং। ইদং। অমোঘং। পুষ্পদন্তপ্রণীতম্।

পদার্থ। সুরগুরুং—মহাদেব। অভিপূজ্য—পূজা করিয়া। স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং—অদ্বিতীয় স্বর্গ ও মোক্ষের কারণ। পঠতি—পাঠ করে। প্রাঞ্জলিঃ—কৃতাঞ্জলি। নান্যচেতাঃ—অনন্যচিত্ত। ব্রজতি—প্রাপ্ত হয়। শিবসমীপ—শিবের সামীপ্য রূপ মুক্তি। কিন্নরৈঃ—স্বর্গগায়ক। স্তূয়মানঃ—যাহাকে স্তব করা যায়, স্তবের পাত্র। অমোঘং—(ফলদানে) অব্যর্থ। পুষ্পদন্তপ্রণীতং—পুষ্পদন্ত নামা গন্ধর্ব্বরাজের প্রস্তুত।

অনুবাদ। যদি মনুষ্য কৃতাঞ্জলি এবং অনন্যচিত্ত হইয়া স্বর্গ ও মুক্তির অদ্বিতীয়হেতু মহাদেবকে পূজা করিয়া অব্যর্থ পুষ্পদন্তপ্রণীত এই স্তব পাঠ করে তাহা হইলে কিন্নর কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শিবসামীপ্য প্রাপ্ত হয়।

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ। কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন গৃহস্থিতেন সম্প্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ।

পদবিভাগ। সুবোধ।

পদার্থ। শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন—পুষ্পদন্তনামক গন্ধর্ব্বরাজের মুখপদ্ম হইতে বহির্গত। স্তোত্রেণ—স্তবের দ্বারা। কিল্বিষহরেণ—পাপনাশক। হরপ্রিয়েণ—মহাদেবের প্রীতিকর। কণ্ঠস্থিতেন—কণ্ঠগত। সম্প্রীণিতঃ—মহাসন্তোষযুক্ত। ভূতপতিঃ—পশুপতি। মহেশ—মহেশ শিবের নামান্তর।

অনুবাদ। শ্রীপুষ্পদন্তগন্ধর্ব্বরাজের মুখপদ্ম বিনির্গত এই স্তব মহাদেবের প্রীতিকর অতএব পাপনাশক। ইহা (কবচরূপে) কণ্ঠে ধারণ করিলে, প্রত্যহ পাঠ করিলে অথবা (পুস্তকাকারে) গৃহে রাখিলে পশুপতি মহেশ্বর মহাসন্তুষ্ট হন।

মন্তব্য।—এই স্তোত্রে সূর্য্য ও বিষ্ণু ব্যাখ্যাও হইতে পারে। কিন্তু সে অর্থদ্বয় করা হইল না।

সমাপ্ত।

# প্রকৃতিবিবেকঃ।

## ( ভগবান্ কপিলদেবকর্ত্তৃক মাতা দেবহূতির নিকট কথিত। )

অম্বোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং, ধূলীলবঃ শৈলতাং শৈলো মৃৎকণতাং, তৃণং কুলিশতাং বজ্রং তৃণক্ষীণতাং, বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং দহনতা-মায়াতি যস্যেচ্ছয়া, লীলাদুর্ল্ললিতাদ্ভুত-ব্যসনিনে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদকর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ।
স এষ যর্হি প্রকৃতেগুর্ণেষ্বভি সজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ১ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে মাতঃ! পরমাত্মা পুরুষ নির্গুণহেতু অকর্ত্তা ও অবিকার। সূর্য্য প্রতিবিম্ব জলমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া বায়ু-বেগে জলকম্পনে কম্পিত হইলেও সে যেমন সেই জলধর্ম্মাক্রান্ত হয় না; সেইরূপ ঐ আত্মা দেহস্থ হইলেও প্রাকৃতিক সুখদুঃখাদিতে লিপ্ত হয় না। কিন্তু যখন প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ সুখদুঃখাদিতে আসক্ত হয়, তখন আত্মা অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া আমি কর্ত্তা এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে।

তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥ ২ ॥

তজ্জন্য অবশ্য, এবং অনির্বৃত হইয়া প্রকৃতি-সঙ্গকৃত কর্ম্মদোষে দেব, তির্য্যক্ ও নরাদি জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পদবী প্রাপ্ত হয়।

অর্থেহ্য বিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥ ৩ ॥

স্বপ্নে অনর্থাগমের ন্যায় এ সংসার মিথ্যা হইলেও তখন কর্ত্তৃত্বাভিমানী পুরুষের বিষয় চিন্তাতে সংসার নিবৃত্তি হয় না।

অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশং॥ ৪ ॥

বিষয় চিন্তাই অনর্থের মূল, অতএব ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়মার্গে প্রসক্ত চিত্তকে দৃঢ়াভক্তি, বলিষ্ঠ যোগ এবং তীব্র বৈরাগ্যদ্বারা অল্পে অল্পে বশে আনয়ন করিবে।

যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথা শ্রবণেন চ॥ ৫ ॥
সর্ব্বভূতসমত্বেন নির্ব্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেন মৌনেন স্বধর্ম্মেন মহীয়সা॥ ৬ ॥
যদৃচ্ছয়োপস্থিতেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্মুনিঃ।
বিবিক্তশরণঃ শান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্॥ ৭ ॥
সানুবন্ধে চ দেহেঽস্মিন্ন কুর্ব্বন্ সদাগ্রহং।
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ॥ ৮ ॥
নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানো দূরীভূতান্যদর্শনঃ।
উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষে বার্কমাত্মদৃক্॥ ৯ ॥
মুক্তলিঙ্গং সদা ভাসমসতি প্রতিপদ্যতে।
সতোবন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ং॥ ১০ ॥

যমাদি ছয়টী যোগপথ অভ্যাসদ্বারা চিত্তের একাগ্রতাকরতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাতে ভক্তি, যথার্থ ব্যবহার, আমার কথা শ্রবণদ্বারা, সর্ব্ব-ভূতে সমত্ব, শত্রুশূন্য হইয়া সঙ্গপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য, মৌনব্রতালম্বন অথবা ঈশ্বরার্পণপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এবং অযত্নসম্ভূত বস্তুতে সন্তুষ্ট, পরিমিতাহারী, মননশীল, নির্জ্জনবাসী, শান্ত, সর্ব্বপ্রাণিসুহৃৎ, দয়াবান্, ধৃতিযুক্ত হইলে, পুত্রাদি সহিত এই দেহে আমি আমার এইরূপ জ্ঞান না করিয়া, প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব দৃষ্ট হইয়াছে যে জ্ঞানদ্বারা তাদৃশ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব-দর্শী জ্ঞানদ্বারা যখন বুদ্ধির অবস্থা বিশেষ নিবৃত্তি

এবং বিষয়চিন্তা দূরীভূত হয়; তখন ঐ পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া যেমন নেত্রাবচ্ছিন্ন সূর্য্যদ্বারা আকাশস্থ সূর্য্য দর্শন করে, সেইরূপ অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন আত্মাদ্বারা বিশুদ্ধাত্মাকে সম্যক্‌রূপে লাভ করিয়া উপাধি স্পর্শশূন্য, ঔপাধিক অহঙ্কারে সম্যক্ ভাসমান কারণের অধিষ্ঠান কার্য্যের প্রকাশক এবং কার্য্যকারণে পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন যথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবিস্থিতঃ॥১১॥
এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্॥১২॥

যে প্রকার জলস্থিত সূর্য্য প্রতিবিম্ব গৃহান্তর্ব্বর্ত্তি স্বচ্ছভিত্ত্যাদিতে প্রকাশ পাইলে, সেই গৃহ কোণস্থ পুরুষ-কর্তৃক ঐ স্থলস্থিত প্রতিবিম্ব অথবা জলস্থ প্রতিবিম্বদ্বারা আকাশস্থ সূর্য্য দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ এই ত্রয়াবচ্ছিন্ন আত্ম-প্রতিবিম্বদ্বারা অহঙ্কারোপাধিক জীবাত্মা পরমাত্মার কিরণরূপ লক্ষিত হয় এবং সেই জীবাত্মাদ্বারা সত্যজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম উপলব্ধ হয়।

ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয় মনো বুদ্ধ্যাদিম্বিহনিদ্রয়া।
লীনেষ্ব সতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহং ক্রিয়ঃ॥১৩॥
মন্যমানস্তদাত্মান মনষ্টো নষ্টবন্ম্ৃষা।
নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ॥ ১৪॥
এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে।
সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোঽবস্থানমনুগ্রহঃ॥ ১৫॥

যখন সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি নিদ্রাদ্বারা অসতুল্য অব্যাকৃত প্রকৃতিতে লীন হয়, তখন ঐ আত্মা বিনিদ্র অহঙ্কারশূন্য হইয়া আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত দ্রষ্টারূপ হয়। লোকে যেরূপ বিত্তনাশে আপনাকে নষ্টপ্রায় জ্ঞান করে, সেইরূপ ঔপাধিক অহঙ্কার নষ্ট হওয়াতে নিজে নষ্ট না হইলেও আপনাকে নষ্টতুল্য জ্ঞান করে। এখন এরূপ আপত্তি হইতে পারে, যে নিদ্রাবস্থায় যখন কিছুই অনুভব হয় না তখন আত্মার দ্রষ্টারূপে থাকা কিরূপে সম্ভব হয়? কিন্তু তাহা ভ্রম, যেহেতু গাঢ় নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যখন এইরূপ বলিয়া থাকে যে আজ আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম কিছুই জানিতে পারি নাই। তখন আত্মাই দ্রষ্টারূপে থাকে স্বীকার কবিতে হইবে; নতুবা তাহার ঐরূপ স্মরণ থাকিত না। এই আত্মাই কার্য্যকারণ সংঘাতের প্রকাশক এবং তাহার অবস্থান।

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মন্ ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ।
অন্যোন্যাপশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাচ্ছানয়োঃ প্রভো॥১৬
যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ।
অপাং রসস্য চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ॥ ১৭॥
অকর্ত্তু কর্ম্মবন্ধোঽয়ং পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
গুণেষু সৎসু প্রকৃতেঃ কৈবল্যং তেষ্বতঃ কথং॥১৮
কচিত্তত্ত্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুল্বণং।
অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে॥ ১৯॥

মাতা দেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে প্রভো! ভক্তি এবং বৈরাগ্য হইতে বিবেক হইতে পারে, কিন্তু ভূমির সহিত গন্ধ এবং জলের সহিত রস সমবায় সম্বন্ধ থাকাতে ইহারা যেরূপ পরস্পর একের ব্যতিরেকে অন্যে থাকিতে পারে না সেইরূপ পুরুষের সহিত প্রকৃতির নিত্যাশ্রয়ে পরস্পর ত্যাগাভাবহেতু মুক্তি কিরূপে সম্ভবে? অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর বিয়োগ হইলে তো মুক্তি হইবে। পরন্তু পুরুষ অকর্ত্তা সত্য, কিন্তু প্রকৃতির গুণ সকলকে আশ্রয় করিয়া তাহার যে এই কর্ম্ম বন্ধ হইয়াছে, তাহার বর্ত্তমানে মুক্তি কিরূপে হইতে পারে?

এই জন্যই কখন কখন তত্ত্ববিচার দ্বারা কোন কোন পুরুষের ঘোর সংসার-ভয় নিবৃত্ত হইলেও তাহার নিমিত্ত নিবৃত্তি না হওয়া

সংসার ভয়ের পুনরুদ্ভব দেখা যায়। অতএব এ বিষয় যথার্থরূপে আমাকে বল।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়িভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়াচিরং ॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেনাত্মসমাধিনা ॥২০॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানাত্বহর্নিশং।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥ ২১ ॥
ভুক্তভোগপরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ।
নেশ্বরস্যা শুভং ধত্তে স্বে মহিম্নিস্থিতস্য চ ॥ ২২ ॥

ভগবান্ কপিলদেব মাতার এতাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণান্তর তৎপ্রত্যুত্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে মাতঃ! নিষ্কাম ধর্ম্ম, শুদ্ধান্তঃকরণ এবং আমার কথা শ্রবণদ্বারা আমাতে দৃঢ়াভক্তি, তত্বদর্শিজ্ঞান, বলিষ্ঠ বৈরাগ্য, শমদমাদিতপোযুক্ত যোগ ও তীব্র আত্মসমাধি এই সকল সাধনদ্বারা অহর্নিশ পুরুষের প্রকৃতি অভিভূয়মানা হইয়া অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তিরোহিতা হয় অর্থাৎ অগ্নি যেমন কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাকেই দগ্ধ করে, সেইরূপ পুরুষের লিঙ্গ শরীর হইতে জ্ঞানোত্থিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করে। এইরূপে লিঙ্গ দেহরূপপ্রকৃতি তিরোহিতা হইলে, যখন পুরুষ ভুক্তভোগ সকল পরিত্যাগকরতঃ সর্ব্বদা নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি করিয়া গুরূপদিষ্ট সৎপথ প্রাপ্ত হয়, তখন প্রকৃতি তাহার আর কোনরূপ অশুভ জন্মাইতে পারে না।

যথাহ্ প্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপোবহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে ॥
এবং বিদিততত্বস্য প্রকৃতির্ময়িমানসং।
যুঞ্জতোনাপ কুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥ ২৩ ॥

নিদ্রিত পুরুষের স্বপ্নে নানা অনর্থ ঘটে কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সংস্কার বশে ঐ স্বপ্ন তাহার মনে থাকিলেও তাহা যেমন সেই পুরুষের মোহ জন্মাইতে পারে না। সেইরূপ পুরুষ আমাতে মনঃসংযোগ করিয়া তত্বজ্ঞ আত্মারাম হইলে প্রকৃতি কখনই তাহার অপকার করিতে পারে না।

যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা।
সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আব্রহ্ম ভবনান্মুনিঃ ॥ ২৪ ॥
মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ং ॥২৫॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশাচ্ছিন্ন সংশয়ঃ।
যদা স্বা ন নিবর্ত্ততে যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥ ২৬ ॥

পুরুষ বহুকাল এবং বহুজন্মদ্বারা এইরূপে অধ্যাত্মরত, ব্রহ্মলোক হইতে সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য এবং মননশীল ও আমার ভক্ত হইয়া আমার অনুগ্রহাতিশয্যে যখন আত্ম-তত্ববিদিত হইতে পারে, তখন আত্মজ্ঞানদ্বারা শীঘ্র ছিন্ন সংশয় ধীর হওতঃ, লিঙ্গদেহ নাশে যোগী যে স্থানে গমন করিলে পুনরাবৃত্ত হয় না,—এই শরীরেই সে,—সেই মুক্তিস্থান দেহাদিব্যতিরিক্ত স্বরূপ মদাশ্রয় নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্ত হয়।

যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো মায়াসু সিদ্ধস্য বিসজ্জতেঽঙ্গ। অনন্য হেতুষ্বথ মে গতিস্যা দাত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ ॥ ২৭ ॥

হে অঙ্গ! (মাতঃ) তখন সেই সিদ্ধপুরুষের চিত্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিদ্বারা সমৃদ্ধ এবং যোগ ভিন্ন যাহার অন্যহেতু নাই এরূপ বিবিধ ভোগ্যবস্তুতে আসক্ত হয় না। কেবল এই ইচ্ছা করে যে, যাহাতে মৃত্যু হাস্য করিতে না পারে। আমার এইরূপ আত্যন্তিকী গতি অর্থাৎ (মুক্তি) হউক্।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কাপিলেয়ে
প্রকৃতিবিবেকঃ সমাপ্তঃ।
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

# বিজয়ারহস্য।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তিনি প্রসন্ন হইলে সকলই দিতে পারেন; সুরথ ও সমাধি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই ত গেল, সাধারণ দুর্গাপূজা। তৎপর আবার শারদীয় দুর্গোৎসবের সৃষ্টি। এদিকে ভূভারহরণের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু ত্রেতাযুগে রামরূপে মেদিনীমণ্ডলে অবতীর্ণ। রাবণ দুর্দ্ধর্ষ বৈরী, কারণ সে মহাশক্তির আশ্রিত ও ত্বদীয় বলে বলীয়ান্। ভগবান্ বিপন্ন, অবশেষে শক্তিসাধনের জন্য শরৎকালে ত্বদীয় পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য ভগবান্ বোধন করিলেন; শক্তি রামের পক্ষে জাগিয়া উঠিলেন; পাপাচার রাবণের শক্তি আকৃষ্ট হইয়া রামের পক্ষপাতিনী হইলেন। মা ভক্তবৎসলা বটে; কিন্তু পাপীর চিরপক্ষপাতিনী নহে। পাপীর ভক্তি ভঙ্গুর। উৎসব সহকারে শ্রীরাম কর্ত্তৃক দুর্গাপূজন সমাহিত হইল; সেই জন্য ইহা দুর্গোৎসব নামে অভিহিত।

এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে প্রথমতঃ মহিষাসুরমর্দ্দন, দ্বিতীয়তঃ শম্ভুসংহার, তৃতীয়তঃ সুরথ ও সমাধির বাহ্য ও আন্তরিক রিপুনাশ এবং চতুর্থতঃ রাবণবধের জন্য দুর্গাপূজার প্রচার। সর্ব্বত্রই বৈরিবিনাশশক্তিপূজার মুখ্যলক্ষ। মন্ত্রলিঙ্গ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—দেবীপুরাণে—

রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণাবোধো দেব্যাস্ত্বয়িকৃতঃ পুরা॥ অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ। শক্রেনাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে। তস্মাদহন্ত ত্বাং প্রতিবোধয়ামি, বিভূতিরাজে প্রতিপত্তি হেতোঃ। যথৈব রামেণহতোদশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥

দেবি, রাবণের বধ ও রামের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত পূর্ব্বকালে অকালে ব্রহ্মা আপনার বোধন করেন। আমিও তদ্রূপ আশ্বিনমাসে সায়ংকালীন ষষ্ঠিতে আপনার বোধন করিতেছি, ইন্দ্রও স্বর্গে আপনার বোধন করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, আমিও রাজলক্ষ্মীলাভের জন্য আপনার চৈতন্য সংযোজন করিতেছি। যেরূপ রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও শত্রুসমূহ বধ করিতে বাঞ্ছা করি।

আবার আবাহনে বলেঃ—

এহ্যেহি ভগবদ্ দুর্গে শত্রুক্ষয়জয়প্রদে।

শত্রুক্ষয়কারিণী ও বিজয়দায়িনী দুর্গে তুমি আগমন কর।

ধ্যানের উপসংহারে—

অভিঃ শক্তিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।—
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্॥

এই সকল অষ্টশক্তিকর্ত্তৃক চিরপরিবেষ্টিতা, শত্রুক্ষয়করী, এবং দৈত্যদানবদর্পদলনী জগদম্বাকে চিন্তা করিবেক।

অবশেষে মহাপূজার অন্তিম মহানবমী দিনে মহিষ বলিদানে—

তথা মম রিপূন্ হিংস শুভং বহুলাপক। শত্রুবনিতে বিলয়ং যান্তুতে সর্ব্বে যে মাং হিংসন্তি জন্তবঃ। মৃত্যুরোগভয়ক্লেশাঃ পতন্তু শত্রুমস্তকে॥

এইরূপ করিয়া সমুদায় হৃদয়াবেগের পর্য্যবসান হইল না। পুনর্ব্বার দশমী দিনে মাকে বিসর্জ্জন দিবার সময়ে ও গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং দত্বা মে বিজয়ং শ্রিয়ম্। এই প্রকার বারংবার বৈরিবিজয় প্রার্থনা। তবেই শত্রুসংহারের জন্য যে শক্তিপূজার প্রচার বা দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান

ইতিবৃত্ত অর্চ্চনামন্ত্র, জগদম্বার মূর্ত্তি এবং শত্রু-বলিদান প্রভৃতি তাহার প্রধান প্রমাণ। শক্তি-সম্পন্ন হইলে বৈরিবিজয়ের উপযোগী হওয়া যায়; এইজন্য শ্রীরামচন্দ্র পূজাঅন্তে শারদীয় দশমীদিনে বৈরিবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেইদিনে বিজয়োৎসবের নবাবির্ভাব। অদ্যাপি রামনগর রাজধানীতে রামলীলা নামে বিজয়োৎ-সবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

ইহা কেবল পৌরাণিক ইতিবৃত্তের উপর নির্ভর নহে; শাস্ত্রীয় শাসন (বিধিবাক্য) দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। শাস্ত্রে বলে—

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে, দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা॥

অভিযান অকরণে দোষ আছে—দশমীং যঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপঃ। তস্য সংবৎসরং যাবৎ ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ॥

যে রাজা শারদীয় দশমী উল্লঙ্ঘন করিয়া যাত্রা বা অভিযান করেন, তাহার বৎসর মধ্যে আর বিজয় হইবে না।

কোন বাধাবশতঃ একান্ত অশক্ত হইলে অস্ত্রযাত্রা করাইয়া রাখিবেন।

কার্য্য বশাৎ স্বয়মগমে ভূভর্ত্তুঃ কেচিদাহুরা-চার্য্যাঃ। ছত্রায়ুধাদ্যমিষ্টং বৈজয়িকং নির্গমে কুর্য্যাৎ॥

নৈমিত্তিক যুদ্ধ যখন উপস্থিত হইবে, তখনই করিবে, কিন্তু এতদ্দেশে কাম্যযুদ্ধের উপযুক্ত কাল শীতঋতু। রঘু প্রভৃতি আর্য্যরাজগণ সেই শীতের পূর্ব্বে শরৎ সময়ে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইতেন। মহাকবি কালিদাস কারণ নির্দ্দেশ করিয়া রঘুরাজের অভিযানের সময় বলিয়া শরৎঋতুকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রঘুবংশে—

সরিতঃ কুর্ব্বতীগাধাঃ পথশ্চাশ্যান্ কর্দ্দমান্।
যাত্রায়ৈনোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ॥

শরৎকালে সরিৎসমূহ উত্তরণের উপযোগী ও পথপঙ্কশূন্য হইল; তাহা দেখিয়া রঘু উৎ-সাহশক্তিসম্পন্ন হইয়া যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন।

ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষগণ জগন্মাতার পূজা করিয়া ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া বিজয়বাসনায় যাত্রা এবং তদঙ্গনৃত্য, গীত, বাদ্য, বিজয়দায়িনী বিজয়া (সিদ্ধি) সেবন, হর্ষালিঙ্গন প্রভৃতি উৎসবাচরণ করিতেন। বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে সেই অভ্যস্ত আচার অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে আচরিত হইতেছে। তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, আর্য্যগণের শক্তি অসিতে ও বিজয় বৈরীতে এবং আমাদিগের শক্তিমসীতে ও বিজয়বৈষয়িক ব্যাপারে প্রার্থ-নীয় হইয়াছে। এইক্ষণ আমাদিগের ধর্ম্মের আভ্যাসিক আচার আছে; কিন্তু উদ্দেশ্য নাই, পদে পদে আমরা দিগ্‌বিভ্রান্ত। মা দুর্গে সকলই তোমার লীলা। কিন্তু মা তুমি ত অমা-নিশার অবসানে ইন্দু দেখাইয়া থাক; তুমি ত পরিবর্ত্তন শক্তিশালিনী প্রকৃতি! তাহাতেই বলি —

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্ততে॥

আরও বলি—এবমেবত্বয়া কার্য্য অস্মদ্‌বৈরি বিনাশনম্॥ ইতি

# অথর্ব্ববেদ।

## স্কম্ভস্তোত্র।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

কিয়তাস্কম্ভঃ প্রবিবেশভূতং কিয়দ্ভবিষ্যদ-ন্বাশয়েহস্য। একং যদঙ্গমকৃণোৎ সহস্রধা কিয়তাস্কম্ভঃ প্রবিবেশ তত্র ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। কিয়তা। স্কম্ভঃ। প্রবিবেশ। ভূতং। কিয়ৎ। ভবিষ্যৎ। অনু। আশয়ে। অস্য। একং। যৎ। অঙ্গম্। অকৃণোৎ। সহস্রধা। কিয়তা। স্কম্ভঃ। প্রবিবেশ। তত্র।

বঙ্গার্থ। স্কম্ভ অতীতকালের কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের কত অংশ তাহার উদরে আছে, যে এক অঙ্গ তিন সহস্র ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ সমুদায়ই তাহার অধীন এবং বিরাট বিশ্বসমষ্টি যখন ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইল, তাহার শক্তি সকলের অন্তরেই থাকিল।

যত্র লোকাংশ্চ কোশাংশ্চাপো ব্রহ্মজনা বিদুঃ। অসচ্চ যত্র সচ্চান্তস্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। লোকান্। চ। কোশান্। চ। আপঃ। ব্রহ্ম। জনাঃ। বিদুঃ। অসৎ। চ। যত্র। সৎ। চ। অন্ত। স্কম্ভং। তং। ব্রূহি। স্বিৎ। এব। সঃ।

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভকেই মানবগণ বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন কোশ, বিভিন্ন কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বলিয়া জানে, যিনিই নিত্য ও অনিত্য বস্তু, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল। ( লোক—পৃথিব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন লোক, কোশ—আনন্দ, বিজ্ঞানাদি ভিন্ন ভিন্ন কোশ, আপ—সাধারণ অর্থ জল, কিন্তু দেবতা ও কর্ম্ম বুঝায় সৎ—যাহার পরিবর্ত্তন নাই, অসৎ—সতের বিকার, সৎ অসৎ আপেক্ষিক শব্দ, যাহা এক বস্তুর সহিত তুলনায় সৎ, তাহা অপর বস্তুর সহিত তুলনায় অসৎ, ব্রহ্মের সহিত তুলনা করিলে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই অসৎ, ব্রহ্ম শব্দে জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞান বুঝায়।)

যত্র তপঃ পরাক্রম্য ব্রতং ধারয়ত্যুত্তরম্। ঋতং চ যত্র শ্রদ্ধা চাপো ব্রহ্মসমাহিতা স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। তপঃ। পরাক্রম্য। ব্রতম্। ধারয়তি। উত্তরম্। ঋতম্। চ। যত্র। শ্রদ্ধা। চ। আপঃ। ব্রহ্ম। সমাহিতা। পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভে তপ—পরাক্রমের সহিত সর্ব্বোচ্চ ব্রতধারণ করিয়াছে, যে স্কম্ভে যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, কর্ম্ম ও জ্ঞান সমাহিত আছে, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

যস্মিন্ ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌর্যস্মিন্নধ্যাহিতা। যত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমাঃ সূর্য্যো বাতস্তিষ্ঠন্ত্যার্পিতা স্কম্ভতং ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। যস্মিন্। ভূমিঃ। অন্তরিক্ষং। দ্যোঃ। যস্মিন্। অধ্যাহিতা। যত্র। অগ্নিঃ। চন্দ্রমাঃ। বাতঃ। তিষ্ঠন্তি। আর্পিতা। স্কম্ভং।

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভে ভূমি, অন্তরীক্ষ, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু অধিষ্ঠিত আছেন, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল। ( অন্তরীক্ষ, অন্তরিক্ষ—দুই এক, বৈদিক ভাষায় অন্তরিক্ষই ব্যবহার, অন্তর্—ঈক্ষ অন্তরীক্ষ, অন্তরি (সপ্তমী) ক্ষ, অন্তরিক্ষ ক্ষধাতু হইতে সিদ্ধ। আর্পিতা—অর্পিতা, ছন্দানুরোধে দীর্ঘ।

যত্র ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে সর্ব্বে
সমাহিতাঃ স্কম্ভং তং ॥ ১৩॥

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভের অঙ্গে তেত্রিশ দেবতা সমাহিত আছেন, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বলুন। (বৈদিকদেবতা তেত্রিশটিমাত্র—৮ বসু, ১২ আদিত্য, ১১ রুদ্র, ২ অশ্বিন্; অন্যান্য সমুদায় দেবতাই, ইহাদের কোনটি না কোনটির অন্তর্গত।)

যত্র ঋষয়ঃ প্রথমজা ঋচং সামযজুর্মহী।
একর্ষি যস্মিন্নার্পিতস্কম্ভং তং ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভে প্রথমজাত ঋষিগণ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, মহী ও একর্ষি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান মহর্ষি অবস্থান করিতেছেন, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

যত্রামৃতং মৃত্যুশ্চ পুরুষেঽধি সমাহিতে সমুদ্রো
যস্য নাড্যঃ পুরুষেঽধি সমাহিতা স্কম্ভং তং॥১৫॥

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভ পুরুষে অমৃত ও মৃত্যু উভয়ই বিদ্যমান আছে এবং সমুদ্র যে পুরুষের শিরস্বরূপ অবস্থান করিতেছে, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

যস্য চতস্রঃ প্রদিশো নাড্যঃ তিষ্ঠন্তি প্রথমাঃ।
যজ্ঞো যত্র পরাক্রান্ত স্কম্ভং তং ব্রূহি ॥ ১৬ ॥

যে স্কম্ভে দিক্ সকল প্রধান ধমনীস্বরূপ অবস্থান করিতেছে এবং যাহাতে অবস্থান করিয়া যজ্ঞ স্বীয় পরাক্রম দেখায়, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

যে পুরুষে ব্রহ্মবিদুঃ স্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্।
যো বেদপরমেষ্ঠিনং যশ্চ বেদপ্রজাপতিম্॥
জ্যেষ্ঠং যে ব্রাহ্মণং বিদুস্তে স্কম্ভমনুসংবিদুঃ॥১৭॥

যাহারা পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হয়েন, তাহারা প্রজাপতি পুত্র পরমেষ্ঠিকে অবগত হইতে পারেন, যাহারা প্রজাপতি পুত্র পরমেষ্ঠিকে অবগত হইতে পারেন, তাহারা প্রজাপতিকে অবগত হইতে পারেন, যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান অবগত আছেন, তাহারা স্কম্ভ কে জানেন।

যস্য শিরো বৈশ্বানরশ্চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন্।
অঙ্গানি যস্য যাতব স্কম্ভং তং ব্রূহি ॥ ১৮ ॥

বৈশ্বানর যে স্কম্ভের শির, অঙ্গিরস যাহার চক্ষু, যাতু সকল যাহার অঙ্গ, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

যস্য ব্রহ্মঃ মুখমাহুর্জিহ্বাং মধুকশামুত।
বিরাজমূধো যস্যাহু স্কম্ভং তং ব্রূহি ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই যাহার মুখ, (মধুকশা যজুর্ব্বেদ ৭ম অধ্যায় ১১শ শ্লোকে কশাশব্দের বাক্ অর্থ দেখা যায় এবং মধুশব্দের ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থ দেখা যায়; নিঘণ্টু একাদশ অধ্যায়েও ঐরূপ কশা অর্থে শব্দ দেখা যায়। মুখাৎ কাশতে শব্দায়তে; ঋগ্বেদসংহিতায়ও "যা বাং কশা মধুমতী" দৃষ্ট হয়; এই মধুকশাই মধুকশা নাম্নী দেবী বলিয়া অথর্ব্ববেদের নবম অধ্যায়ে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন, মধুকশা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাক্য,) ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাক্যই যাহার জিহ্বা, বিরাট যাহার ঊধ অর্থাৎ পালানস্বরূপ, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

যস্মাদ্ ঋচো অপাতক্ষান্ যজুর্যস্মাদপাকষন্।
সমানি যস্য লোমান্যথর্ব্বাঙ্গিরসো মুখং স্কম্ভং তং॥

যাহা হইতে ঋক্ ও যজু সকল কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে, সাম যাহার লোম, অথর্ব্বাঙ্গিরস অর্থাৎ অথর্ব্ববেদ যাহার মুখ সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল। ক্রমশঃ—

# পঞ্চমকার।

তন্ত্রোক্ত মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চবিধ উপাসনার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকেন, কিন্তু অল্পলোকেই উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত আছেন। এই পঞ্চবিধ উপাসনার দ্বারা শাস্ত্রে মদ্যাদিপানের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকে যে মনে করেন, সেটি বিশেষ ভ্রম। আগমসারতন্ত্র পাঠ করিলেই পাঠক পঞ্চমকারের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন।

সোমধারাক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃত ক্ষরিত হয়, তাহা যে পান করে তাহাকে মদ্য-সাধক বলে।

ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অমৃতধারা ক্ষরিত হওয়া সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে যাহা উল্লেখ আছে, তাহা পরে বর্ণনা করা যাইবে। এই স্থলে পাঠক এই-মাত্র দেখিবেন যে মদ্যোপাসনা একটি যোগ ক্রিয়ামাত্র। উহার সহিত মদ্যের কোন সংস্রব নাই। ঐরূপ অন্যান্য মকারও যে যোগের অঙ্গ-মাত্র, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ হইতে দৃষ্ট হইবে।

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবী স এব মাংসসাধকঃ।

অর্থাৎ রসনার নাম মা, তাহার অংশ অর্থাৎ বাক্যকে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করেন, তিনি মাংসসাধক। ইহার সহিত ছাগাদির মাংসের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মৎস্যসাধনও ঐরূপ।

গঙ্গা যমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ॥

গঙ্গা যমুনার মধ্যে যে মৎস্য নিরন্তর চরিতেছে, তাহাকে যে ব্যক্তি আহার করে, তাহাকে মৎস্যসাধক বলে। গঙ্গা ও যমুনা শব্দে ইড়া ও পিঙ্গলা বুঝায়, এই ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস গমনাগমন করে, উহাদিগকে মৎস্যদ্বয় বলে অর্থাৎ পূরক ও রেচক, রেচক ও পূরক নিরোধ করিয়া যিনি কুম্ভকে অবস্থিত থাকিয়া প্রাণায়ামসাধন করেন, তিনিই মৎস্যোপসাক। তৎপরে মুদ্রাসাধনও ঐরূপ।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মাতত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে।

শিরস্থিতসহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে পারদের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্মার অবস্থিতি। কোটিসূর্য্যের ন্যায় তাহার প্রকাশ এবং তিনি কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। তিনি অতীব কমনীয় এবং মহাকুণ্ডলিনীশক্তিসংযুত। যাহার এই আত্মা বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি মুদ্রাসাধক। যোগে যাহাদের কিঞ্চিৎ অধিকার আছে, তাহারা ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাহারা যোগসম্বন্ধে কিছু জানে না, তাহাদের নিকট ইহা কতকগুলি শব্দমাত্র প্রতীয়মান হইবে। এস্থলে পঞ্চমকার যে যোগক্রিয়া তাহাই দেখান হইতেছে, যোগের গূঢ়রহস্য এবং উহার উপায় ভবিষ্যৎ কোন সংখ্যক হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। তৎপর মৈথুন উপাসনা কি তাহা দেখুন ঃ—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং।
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাস কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং।
মকারশ্চ বিন্দুরূপ মহাযোগৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।

অকারোহংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং ॥
আত্মনিরমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতং ॥
মৃত্যুকালে মহেশানি—স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ং ভবেৎ।
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং।
সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদং।
ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবী সর্ব্বমন্ত্রং প্রসীদতি ॥
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতং।
আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্যমনুলেপনং ॥
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃ পাতঞ্চ দক্ষিণাং।
সর্ব্বমেব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে ॥

অর্থাৎ মৈথুন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণস্বরূপ পরমতত্ত্ব। মৈথুন হইতে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। যেরূপ স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে সাধারণ মৈথুনক্রিয়া হয়, তদ্রূপ যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হয় তখন যোগরূপ মৈথুন হয় এবং উহা হইতে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মে। জীবাত্মায় রমণ করেন বলিয়া পরব্রহ্মকে আত্মারাম বা রাম বলা যাইতে পারে। "রাম" অর্থাৎ র+অ+ম তিন অক্ষর বিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুরুষের যেরূপ পুরুষের সাহায্যে মিলন হয়, তদ্রূপ হংসরূপ অকার সাহায্যে "র ও ম" এর মিলন হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে রাম নাম স্মরণ করেন, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হন। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই মৈথুন তত্ত্ব বলিলাম ইহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ এবং জপাদির ন্যায় ফলপ্রদ। ষড়ঙ্গদ্বারা পূজা করিলে সকলমাত্র প্রসন্ন হন। আলিঙ্গনকে ন্যাস, চুম্বনকে ধ্যান, শীতকারকে আবাহন, অঙ্গবিলেপনকে নৈবেদ্য রমণকে জপ এবং রেতঃপাতকে দক্ষিণা বলা যায়।

শ্লোকগুলি বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে অশ্লীলতা আসিয়া পড়ে বলিয়া, তাহা করা হইল না।

ফলকথা এই যোগমার্গাবলম্বীদিগের প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, বৈষ্ণবদিগের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এবং শাক্তদিগের মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন ও মুদ্রা একই জিনিষ।

ধন, স্ত্রী, মদ্য, মাংস ও মৎস্য ইত্যাদি তামসিক ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত প্রিয় পদার্থ। তন্ত্র তাহাদিগকে উর্দ্ধদিকে লইয়া যাইবেন, কিন্তু বিষম জাতীয় উপকরণদ্বারা পদার্থবিশেষে বিশেষরূপে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে অন্যদিকে লওয়া বড় সহজ নহে। বালক মিষ্ট পদার্থ ভাল বাসে, এইজন্য উহাকে সুমিষ্ট ঔষধ দেওয়া হয়। ইহা খাও, ইহা যে তুমি ঔষধ ভাবিতেছ, তাহা নহে; ইহা তোমারই প্রিয় মিষ্ট পদার্থ। বালক ঔষধ খাইল, কেননা সে দেখিতে পাইল সে যাহা চায়, তাহা উহাতে আছে। তন্ত্র বলেন, হে তামসিক ব্যক্তি! এই যে ন্যাস তোমাকে করিতে বলিতেছি, ইহা তোমার প্রিয় যুবতী-শরীরালিঙ্গনসদৃশ, তুমি যুবতী শরীর আলিঙ্গনদ্বারা যে সুখ পাইতে, ইহাতেও তাহা পাইবে, যুবতীর অঙ্গে চন্দনাদিবিলেপন দ্বারা, যবতী গাত্রস্পর্শ এবং যুবতী সম্ভোগাদিতে তুমি যে সুখ পাইয়া থাক, যাহাকে আমি ধ্যানাদি বলি, তাহা দ্বারাও তুমি ঐ সুখ পাইবে; ধ্যানাদি রমণাদি হইতে বিষম পদার্থ নহে, তুমি উহা করিলেই বুঝিতে পারিবে, তুমি মাংস আহার করিয়া যে সুখ পাও, তুমি মৎস্যাহার করিয়া যে সুখ পাও, মুদ্রাসংগ্রহে যে সুখ পাও, মদ্যপানে যে সুখ পাও; আমার কথিত প্রাণায়াম, প্রত্যাহারাদিতেও সেই সুখ পাইবে, এবং তাহারা একই জাতীয়। আমার

প্রিয় পদার্থের সদৃশ পদার্থের প্রতি চিত্ত অনায়াসে আকৃষ্ট হয়। তন্ত্র সাদৃশ্যতা অঙ্গীকার করিলেন, তামসিক ব্যক্তি ঐ কথায় নির্ভর করিয়া তাহার বহুবিধ কদাচারের মধ্যেও উহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল। যখন একবার আরম্ভ করিল, তখন কার্য্যতও সে দেখিল যে ইতর মৈথুনাদি অপেক্ষা তন্ত্রোক্ত মৈথুন অধিক সুখপ্রদ। আধ্যাত্মিক নূতন রস একবার আস্বাদন করিলে, পুরাতন জড়ীয় রসে কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। তন্ত্রাদি মদ্যাদিপানের প্রশ্রয় দেন না; যাহারা মদ্যাদিপানে মত্ত, তাহাদিগকে বলেন যে, তোমরা যে মদ খাও, উহা অপেক্ষা ভাল মদ আমার নিকট আছে, একবার খাইয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। এ কেবল বালককে প্রলোভন দিয়া ঔষধ খাওয়ান মাত্র। তামসিক ব্যক্তিরা ত সংসারে নানাবিধ কদাচার করিবেই করিবে, মদ্য মৈথুনাদি তাহাদের একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য হইবেই হইবে। তন্ত্র তাহা বুঝিতে পারিয়া যোগেও ঐ সমস্ত সুখ দেখাইলেন। লোভেতে ফাঁদ পাতিলে তাহা অল্পলোকেই এড়াইতে পারে। তন্ত্র ইচ্ছা করিয়া পবিত্র যোগধর্ম্মে অশ্লীলভাব সংবদ্ধ করেন নাই, তামসিক ব্যক্তিদিগের হৃদয় আকর্ষণ করাই উহার একমাত্র কারণ। সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের পক্ষে তন্ত্রের প্রলোভন অনাবশ্যক, এবং তাহাদের জন্য তন্ত্রাদিগ্রন্থ রচিতও হয় নাই।

---

## ~~উপনিষৎ~~। ভূমিকা।

বেদ তিনভাগে বিভক্তঃ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। ছন্দময় স্তোত্রকে সংহিতা বলে, যজ্ঞাদি কি প্রণালীতে সম্পাদন করিতে হয়, তদ্বিষয়ক গদ্যময় নিয়মাবলীকে ব্রাহ্মণ বলে, এবং গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগান্তে যাহারা অরণ্যবাসী হন, তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগী উপদেশ অংশকে আরণ্যক বলে। উপনিষৎ এই আরণ্যকের অন্তর্গত। প্রত্যেক বেদ অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজু এবং অথর্ব্ববেদ ঐরূপ তিনভাগে বিভক্ত যথা,—ঋগ্বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ; যজুর্ব্বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ; সামবেদ ব্রাহ্মণ সংহিতা ও উপনিষৎ; অথর্ব্ববেদ ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও উপনিষৎ। সাধারণতঃ যাহা বেদ বলিয়া পরিচিত, উহা বেদের সংহিতা অংশ। যজ্ঞাদি অপ্রচলিত হওয়ায় ব্রাহ্মণের অংশ অনেক লুপ্ত হইয়াছে, এবং যাহা আছে তাহারও প্রায় অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হয় না। যাহারা বেদের ব্রাহ্মণ অংশ দেখিয়াছেন, এবং তন্ত্রশাস্ত্রও অবগত আছেন, তাঁহারা দেখিতে পারিবেন তন্ত্রোক্ত অনেক ক্রিয়া ব্রাহ্মণ অংশ হইতে গৃহীত; অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুলি তন্ত্রে অবিকল লওয়া হইয়াছে বস্তুতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত বেদের কোন সংস্রব নাই বলিয়া আধুনিক যে সংস্কার তাহা ভ্রমপূর্ণ। পূর্ব্বে সামবেদের সহস্র, অথর্ব্ববেদের পঞ্চাশৎ, যজুর্ব্বেদ নবাধিকশত এবং ঋগ্বেদের একবিংশতি উপনিষৎ মোট একসহস্র একশত অশীতি উপনিষৎ ছিল, এইক্ষণ উহা সমুদায় পাওয়া যায় না। মুক্তিকোপনিষদে অষ্টাধিকশত উপনিষদের উল্লেখ আছে, এবং উহা এখনও পাওয়া যায়। ~~উহার মধ্যে কতকগুলি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে এবং কতগুলি অদ্যাপিও মুদ্রাঙ্কিত~~

১

হয় নাই। যে গুলি মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই তাহা বোম্বাই নগরের শ্রীযুক্ত তুকারাম তাঁতিয়া মুদ্রাঙ্কণ করিতেছেন বলিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, আজও মুদ্রাঙ্কণ শেষ হয় নাই। বোম্বাই নগরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত চিমনাজিমহাদেব অপটে প্রতিষ্ঠিত আনন্দাশ্রম হইতে কয়েকখানি উপনিষদের উত্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কলিকাতায় স্বদেশ ও ধর্ম্মবৎসল পরোপকারী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় অনেকগুলি উপনিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ যোগ্য। ঐ একশত আটখানি উপনিষদের মধ্যে সামবেদান্তর্গত ষোলখানি উপনিষদের নামঃ—অব্যক্ত, আরুণি, কুণ্ডিকা, কেন, ছান্দোগ্য, জাবালদর্শন, জাবালী, মহৎ, মৈত্রায়ণী, মৈত্রেয়ী, যোগচূড়ামণি, রুদ্রাক্ষ, বজ্রসূচিক, বাসুদেব, সন্ন্যাস, সাবিত্রী।

শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত ১৯ খানি উপনিষদের নাম অতীতাধ্যাত্ম, ঈশাবাস্য, জাবাল, তারসার তুরীয়, ত্রিশিখী, নিরালম্ব, পরমহংস, পৈঙ্গল, ব্রাহ্মণমণ্ডল, ব্রাহ্মণদ্বয় তারক, ভিক্ষু, মন্ত্রিকা, মুক্তিকা, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহদারণ্যক, শাট্যায়ণী, সুবাল, হংস।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত ৩২ খানি উপনিষদের নাম :—

অক্ষি, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, অবধূত, একাক্ষর, কঠরুদ্র, কঠবল্লী, কলিসন্তরণ, কালাগ্নিরুদ্র, কৈবল্য, ক্ষুরিকা, গর্ভ, তেজোবিন্দু, তৈত্তিরীয়, দক্ষিণামূর্ত্তি, ধ্যানবিন্দু, নারায়ণ, পঞ্চব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগকুণ্ডলিনী, যোগতত্ত্ব, যোগশিখা, বরাহ, শারীরক, শুকরহস্য, শ্বেতাশ্বতর, সর্ব্বসার, স্কন্দ, সরস্বতীরহস্য, হৃদয়।

ঋগ্বেদান্তর্গত ১০ খানি উপনিষদের নাম :—অক্ষমালিকা, আত্মপ্রবোধ, ঐতরেয়, কৌষিতকী, ত্রিপুরা, নাদবিন্দু, নির্ব্বাণ, মুদ্গলা, বহ্বৃচ, সৌভাগ্য।

অথর্ব্ববেদান্তর্গত ৩১ খানি উপনিষদের নামঃ—

অথর্ব্বশিখা, অথর্ব্বশির, গণপতি, গাড়ুর, গোপাল তাপনী, জাবাল, ত্রিপুরাতপনি, দত্তাত্রেয়, দেবীনারদপরিব্রাজক, নৃসিংহ তাপনী, পরব্রহ্ম, পরিব্রাজকান্নপূর্ণা, পরমহংস পাশুপত, প্রশ্ন, ভস্ম, ভাবনা, মহানারায়ণ, মহাবাক্য, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, রামতাপনী, রামরহস্য, বৃহজ্জাবাল, শরভ, শাণ্ডিল্য, সূর্য্যাত্ম, হয়গ্রীব।

উপনিষৎ শব্দের ধাত্বর্থ এই যে উপনিষদ্যতে প্রাপ্যতে ব্রহ্মবিদ্যা অনয়া ইতি, অর্থাৎ যাহাদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়। (উপ—নি—সদ্—কিপ্) উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন এই উপনিষদের উপর স্থাপিত। বেদান্তশব্দের অর্থ বেদের অন্ত। ইহা দ্বারা বেদের শেষ অংশও বুঝায় বা বেদের চরম উদ্দেশ্য যাহা পাঠে সাধিত হয় তাহাও বুঝায়। বেদশব্দের ধাত্বর্থ অনন্তজ্ঞান। যোগরূঢ়ার্থে ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব এবং উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক বুঝায়; কিন্তু সমস্ত জ্ঞানই যে বেদের অন্তর্গত করা হইয়াছে, তাহা অষ্টাদশবিদ্যার কথা চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে। স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস আদি সমুদায়ই বেদমূলক। শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দ, নিরুক্ত, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি, সমুদায়ই বেদের অন্তর্গত। বেদ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং বেদশব্দের যোগরূঢ় অর্থ লইলেও বিশ্বস্থ তাবৎ জ্ঞান উহার অন্তর্ভূত হয়। শঙ্করাচার্য্য উপনিষৎ শব্দের অর্থ করেন যে উপনিষচ্ছব্দেন ব্যাচিখ্যাসিতগ্রন্থপ্রতিপাদ্যবস্তু

বিষয়া বিদ্যোচ্যতে। তাদর্থাৎ গ্রন্থোঽপি উপনিষৎ। উপনিষদতি উপনি-পূর্ব্বস্য সদের্বিশরণ গত্যবসাদনার্থস্য রূপমাচক্ষতে। সংসারবীজস্য বিশরণাৎ বিনাশাৎ পরব্রহ্ম গময়িতৃত্বাদ্গর্ভজন্মজরামরণাদ্যপ্রবৃত্তস্যাবসাদয়িতৃত্বাদুপনিষৎ সমাখ্যাত্মাপ্যন্যক্ততাং পরং শ্রেয় ইতি ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদুচ্যতে। উহার মর্ম্ম এই, গ্রন্থে যে বিদ্যার বর্ণন করা যাইবে তাহাকে এবং ঐ গ্রন্থকেও উপনিষৎ বলা যায়। উপ—নি—সদ ধাতুর অর্থ বিশরণ, গতি ও অবসাদন। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সংসারবীজের বিশরণ বা বিনাশ করে, পরব্রহ্ম প্রাপ্তি করায়, এবং গর্ভ জন্ম মরণাদির অবসাদন করে বলিয়া ইহার নাম উপনিষৎ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সদ্ উপবেশন অর্থ হইতে উপনিষৎ পদ সিদ্ধ করেন। তাহারা বলেন যে উপনিষদের মধ্যেই গুরুর নিকট শিষ্যের উপবেশন সম্বন্ধে উপসদ উপসন্ন ইত্যাদি পদপ্রয়োগ দেখা যায়, সুতরাং যে সমুদায় বিদ্যা গুরুর নিকট শিষ্য উপবেশনকরিয়া শুনিতেন,তাহাকে উপনিষদ বলে এবং ঐ সমুদায় সাধারণতঃ অরণ্যে কথিত হইত বলিয়া, উহাকে আরণ্যকও বলে। উপনিষৎ শব্দের ধাত্বর্থ যাহাই হউক, ফল উহাদ্বারা এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাই বুঝায়। এই উপনিষদের এক নাম পরা বিদ্যা, শাস্ত্রে বেদাদির সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ অপেক্ষা উপনিষৎকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে।

তত্রা পরা ঋগ্বেদো, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণং, নিরুক্তং, ছন্দো-জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ ইহারা অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিদ্যা, যদ্দ্বারা অর্থাৎ যে উপনিষদাদিদ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাকে পরা—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলা যায়। ( মুণ্ডকোপনিষৎ )

এস্থলে ঋগ্বেদাদির দ্বারা সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশমাত্র বুঝাইতেছে।

ভারতবর্ষে এমন এক কাল ছিল যে সময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য লোক লালায়িত ছিল ; অন্য কোন জ্ঞানেই তাহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। ধন, স্ত্রী, পুত্রাদি তাহাদিগকে সুখ দিতে পারিত না। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জীবন বিফল জ্ঞান হইত।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহা বেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

কেনোপনিষৎ।

মানব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই তাহার জীবন সফল হইল, উহাকে না জানিতে পারিলে তাহার মহান্ বিনাশ হইল, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি ক্লেশ তাহার সহ্য করিতে হইল। এইজন্য ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ভারতে এমন এক সময় ছিল যে সময় পত্নী পতিকে বলিতেন,—

"যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ বেদ তদেব মে ব্রুহীহি॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

অর্থাৎ যাহাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না তাহা লইয়া কি করিব, যদি অমৃতত্ব প্রাপ্তির বিষয় কিছু জানেন তাহা বলুন।

তস্মাদেবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরতিস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বাত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং

তপতি বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েন প্রাপিতোঽসীতি।

আত্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মা দৃষ্টি করেন। পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সকল পাপকে অতিক্রম করেন। পাপ তাহাকে উত্তপ্ত করিতে পারে না, তিনি পাপকে ভস্মীভূত করেন। নিষ্পাপ নিষ্কাম ও সন্দেহ বর্জ্জিত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণ হয়েন।

উপনিষদের বক্তব্য বিষয় ব্রহ্ম, কিন্তু কালপরিবর্ত্তনের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি আর মানবের লক্ষ্য নাই। যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, অন্য কোন জ্ঞানের আর অভাব থাকে না, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূল সেই ব্রহ্মজ্ঞান এইক্ষণ অনাবশ্যক জ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্" অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন, শাস্ত্র এবং আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মার বিষয় শ্রবণ, ন্যায়োপেত তর্কাদিদ্বারা আত্মার বিষয় আলোচনা, এবং নিবিষ্টচিত্তে তদ্বিষয়ে ধ্যান করা কর্ত্তব্য, হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন,শ্রবণ, অনুভূতি ও সম্যক্ অবগমন হইলেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ বিদিত হওয়া যায়" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যে সত্য-ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহা আধুনিক হিন্দু বিকৃতমস্তিষ্কোদ্ভূত প্রলাপ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন সময় ছিল যে সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ও মূলজ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইত এবং উহা প্রাপ্ত হইবার জন্য হিন্দু প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন। অধুনা যে বিদ্যালাভ করিলে, ধনাগমের সম্ভাবনা নাই, তাহা অবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার সুমধুর রস একবার গ্রহণ করিয়াছেন, অনিত্যধন, যশ, মানাদি তাহাকে কিছুতেই শান্তিপ্রদান করিতে পারে না।

উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বা জীব-ব্রহ্মের একত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবব্রহ্মৈব না পরঃ" ব্রহ্মই, সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে; যল্লাভান্নাপরো লাভঃ যৎ সুখান্নাপরং সুখং। যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ, অর্থাৎ যাহা লাভ করিলে, আর কিছু লাভের প্রয়োজন নাই, যাহা প্রাপ্তি সুখ ভিন্ন অপর কোন সুখের প্রয়োজন নাই, তদ্বিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে "ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞান উপনিষদের বক্তব্য বিষয়।

উপনিষৎ দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই উভয়-বিধ শাস্ত্রের সম্মিলন ক্ষেত্র। উপনিষৎ শ্রুতি, অনাদি অনন্ত; উহাতে যে সত্য প্রচারিত হইয়াছে, শঙ্করস্বামী শারীরক মীমাংসাদ্বারা উহা যে যুক্তিপূর্ণ তাহাও দেখাইয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তর্কশাস্ত্রের বিরোধ কেন থাকিবে? সত্য-প্রতিপাদন করাই যদি উভয়ের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ কেন থাকিবে? অন্যান্য দেশে দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের বহির্ভূত; একের সহিত অপরের সম্বন্ধ নাই, একটী সত্য বলিয়া মানিলে অপরটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ। ভারতে যুক্তি ও আপ্তবাক্য বা ঋষিবাক্য পরস্পরের প্রতিকূলতা না করিয়া

অনুকুলতা সম্পাদন করিয়া আসিতেছে. যাহাদের জ্ঞান বিকাশিত হইয়াছে, তাহারা দেখিবেন যে ভারতের কোন শাস্ত্রের সহিত কোন শাস্ত্রের বিরোধ নাই। যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সে অজ্ঞানবশতঃ। যাহা লোক হিতকর, তাহাই যুক্তিকর, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই বেদ, তাহাই ঋষিবাক্য। যাহারা সনাতন শাস্ত্রের বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া উহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, তাহারা দেখিতে পারিবেন যে উহার মধ্যে বিরোধ নাই; যে বিরোধ দৃষ্ট হয় সে কেবল স্বার্থপ্রণোদিত ব্যাখ্যার গুণে।

উপনিষদের মূলমন্ত্র বৃহদারণ্যকোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে, যথা ;—

ত্রয়োঃ প্রজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্য মূর্ষুদেবা মনুষ্যা অসুরা, উষিত্বা ব্রহ্মচর্যং, দেবা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি- তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা, ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্মেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

দেব, মনুষ্য, অসুর প্রজাপতির এই তিন সন্তানপ্রজাপতিসন্নিধানে ব্রহ্মচারীব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যান্তে দেবতারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, তিনি তাহাদিগকে "দ" অক্ষর বলিয়া বলিলেন, বুঝিয়াছ? তাহারা বলিলেন বুঝিয়াছি। আপনি দাম্যত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া আমাদিগকে দান্তস্বভাব হইতে উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, ওঁ অর্থাৎ তাহাই, তোমরা সম্যগ্‌রূপে বুঝিয়াছে।

উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে প্রজাপতির প্রথম উপদেশ অসংযত প্রবৃত্তিকে দমন করা।

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিত তেভ্যো হৈ তদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাশিষ্টা ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্মেত্যোমিতি ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

মনুষ্যেরা শিক্ষা প্রার্থনা করিলে, প্রজাপতি পুনর্ব্বার "দ" এই অক্ষর বলিয়া বলিলেন, "তোমরা বুঝিয়াছ," তাহারা বলিলেন বুঝিয়াছি, আপনি আমাদিগকে "দ" দ্বারা "দত্ত" অর্থাৎ লোভ স্বভাব পরিত্যাগ কর, একাকী সমুদায় ধন ভোগ করিও না অন্যকেও ধনদান কর এই উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, হা তোমরা সম্যগ্‌রূপে বুঝিয়াছ।

অথ হৈনমসুরা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্মেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

অসুরেরা ঐরূপ উপদেশ প্রার্থনা করিলে, প্রজাপতি "দ" এই অক্ষর বলিয়া—তাহাদিগকে "দয়ধ্বম", অর্থাৎ ক্রূরবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দয়ালু হইতে উপদেশ দিলেন।

তদেতদে বৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি।

অদ্যাপিও বজ্র ঐ দৈবীবাক্য "দ দ দ" শব্দের দ্বারা উচ্চারণ করিয়া থাকে। দ, দাম্যত ইন্দ্রিয়সংযম কর, দ দত্ত, দান কর, দ দয়ধ্বম, দয়ালু হও এই তিন "দ" এই তিনটী শিক্ষা প্রদান করে। বজ্রধ্বনিতে "দ দ দ" করিয়া তিনবার শব্দ হয় বলিয়া যে লোক প্রসিদ্ধি আছে তাহার সহিত আধ্যাত্মিকভাব সংযোজিত করা হইয়াছে। পাঠক এই স্থলে গীতার

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামং ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

স্মরণ করিবেন।

আত্মনাশোপযোগী নরকের দ্বারা তিনটী ;—

কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

ভাষান্তরে বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঐ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। কাম পরিত্যাগ কর, জিতেন্দ্রিয় হও, দাম্যত; ক্রোধ পরিত্যাগ কর, ক্রূরস্বভাব পরিত্যাগ কর, জীবের প্রতি দয়া দেখাও, দয়ধ্বম; লোভ পরিত্যাগ কর, নিজে সকলই আত্মসাৎ করিও না, পরকেও দেও, "দত্ত," এই উপনিষদের মূলমন্ত্র। যাহারা এই মূলমন্ত্র পালন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহাদের উপনিষদ বা বেদান্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন পণ্ডশ্রমমাত্র। উপনিষদের ঐ "দ দ দ" উপদেশ অদ্যাপিও বজ্রদ্বারা নিনাদিত হয়, কিন্তু জড়বুদ্ধি মানব সকল বস্তুতেই জড়ভাব গ্রহণ করে, উহার আধ্যাত্মিকভাব গ্রহণ করিতে পারে না সুতরাং "দ দ দ" করিয়া যে বজ্রধ্বনি হয়, তাহাতে বৈদিক সত্যের সত্বা অনুভব করিতে পারে না। সম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি, শ্রদ্ধাদির অনুশীলন চেষ্টা ব্যতীত উপনিষৎ পাঠে কোন ফল নাই। কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে পণ্ডিত হওয়া যায় না। প্রেমিক তুলসীদাস যে বলিয়াছেন, "পুস্তক পড়িয়া মানুষ কেবল তোতাপাখী হয়, পণ্ডিত হইতে পারে না, প্রেমের এক অক্ষর পড়িলেই পণ্ডিত হওয়া যায়," তাহা প্রত্যহ উপলব্ধি করা যায়। যে পর্য্যন্ত চরিত্রসংযত না হইবে, যে পর্য্যন্ত দয়ালু হইতে না শিখিবে, যে পর্য্যন্ত লোভ পরিত্যাগ করিতে না শিখিবে, সে পর্য্যন্ত উপনিষৎ পড়া বিফল। উপনিষদের গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চরিত্র উন্নত করা চাই। উপনিষৎ বৃক্ষের ফলভোগের বাসনা থাকিলে, সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় চরিত্রসংযত কর।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারাই বুঝিতে হইবে যে ব্যক্তি ক্রূর, লোভী বা কামী তাহার উপনিষৎ পাঠের অধিকার নাই। যাহারা যমনিয়মাদিদ্বারা চরিত্রসংযত করিয়া সত্বগুণবিশিষ্ট হইয়াছেন, অর্থাৎ যাহাদের সাত্বিকবৃত্তি রাজসিক বা তামসিকবৃত্তি হইতে প্রবল তাহারাই উপনিষৎ পাঠের অধিকারী। সুতরাং উহাদ্বারা ইহাও সাব্যস্ত হইল যে উপনিষৎ ত্রিগুণভিত্তি প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরোধী নহে। সত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির উপাধি ব্রাহ্মণ, তিনিই কেবল উপনিষৎ পাঠে অধিকারী। বর্ত্তমান ~~সামাজিক প্রথা ছাড়িয়া দিলে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কাহাকে বলা যায়, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইলে, হিন্দু-পত্রিকার ১ম খণ্ড ৪৫-৫১, ৭২-৭৪ ৭৬-৮০, ১০৫ পৃষ্ঠা পাঠ করুন~~।

উপনিষৎ যদিও জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত, তথাপি কর্ম্মমার্গের বিরোধী নহে। কর্ম্মদ্বারা যাহাদের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহারাই উপনিষৎ পাঠে অধিকারী। ভগবদ্গীতোল্লিখিত নিষ্কামধর্ম্মই উপনিষদের ধর্ম্ম। ঋগাদিবেদের বক্তব্য বিষয় সকামধর্ম্ম, বেদের অন্ত বা উপনিষদের বক্তব্য বিষয় নিষ্কামধর্ম্ম; এইজন্য বেদ অপরা ও উপনিষৎ পরাবিদ্যা। ভগবদ্গীতাগ্রন্থ যে উপনিষৎসমূহ হইতে সঙ্কলিত, তাহা কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি দুই চারিখানি উপনিষৎ পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তৎপর গীতামাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়:—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থ বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষৎ সকল গাভীস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, সুধীগণ তাহা পান করেন।

উপনিষৎ জ্ঞানীর জিনিষ, বালকের জিনিষ নহে। অধিকারভেদে শিক্ষা সনাতনশাস্ত্রে যেরূপ প্রকৃষ্টভাবে প্রচলিত আছে, তাহা আর কোন দেশে লক্ষিত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান, জীবব্রহ্ম

এক, ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সকল বস্তুই সেই ব্রহ্মের বিকারমাত্র, ইত্যাদি দুরূহজ্ঞান সকলের বুদ্ধিগম্য নহে। এইজন্য সনাতনশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমস্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার বিধান করিয়াছেন। যে জিনিষে বালকের শরীর বর্দ্ধিত হয়, যুবা বা বৃদ্ধের তাহাতে হয় না। আধ্যাত্মিক বিষয়েও ঐরূপ নিয়ম। সাকারাদি উপাসনা, যজ্ঞাদিক্রিয়ার যে সমুদায় বিভিন্ন ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ ঐ। বালক যতদিন নিজে হাঠিতে না পারে, ততদিন তাহার হাত ধরিয়া হাঠাইতে হয়; যখন নিজে হাঠিতে পারে, তখন আর হাত ধরিতে হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ইত্যাদি আশ্রম বিভাগ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি বর্ণবিভাগ, কেবল এই অধিকারভেদে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া হইয়াছে। সকলেরই চরম উদ্দেশ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি, কিন্তু যাহার যতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাহাকে সেই প্রকার জ্ঞান দিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতে হইবে।

উপনিষৎ এই শিক্ষা দেন যে বিশ্বে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ এই:— বৃহত্বাৎ অপরিচ্ছিন্নরূপ ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ বেদাদীনাং কারণত্বাৎ আবির্ভাবকর্ত্তৃত্বাদিতি যাবৎ। বৃহৎ অর্থাৎ দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এবং বৃংহণ অর্থাৎ বেদাদি তাবৎ বস্তুর কারণ ইহাকেই ব্রহ্ম বলে।

এই ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। ইহার সাধারণ অর্থ বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে এই করা হয় যে ঈশ্বর এক দুই নহে, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্বে দ্বিতীয় পদার্থ নাই। ব্রহ্ম শব্দের যে অর্থ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এরও সেই অর্থ। ভেদ তিনপ্রকার স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। একজন মানুষের স্বগতভেদ এই যে তাহার হস্তপদ, মুখাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আছে, উহার একটি অপরটির ন্যায় নহে। উহাই তাহার স্বগতভেদ। অন্য একটি মনুষ্যের সহিত তাহার যে ভেদ, উহা তাহার স্বজাতীয়ভেদ; মনুষ্যেতর অর্থাৎ পশ্বাদি যাহা কিছু আছে, তাহার সহিত মনুষ্যের ভেদ বিজাতীয়ভেদ। এক শব্দের অর্থ যে ইনি স্বগতভেদরহিত, এব শব্দের অর্থ যে ইনি স্বজাতীয়ভেদরহিত, অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ যে ইনি বিজাতীয়ভেদরহিত। নাম রূপাত্মক বিশ্বোদ্ভবের পূর্ব্বে এই একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন, একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভিন্ন, আর কিছুই ছিল না। ঘট ও মৃত্তিকা গ্রহণ কর। ঘট মৃত্তিকার বিকারমাত্র; উভয়েই এক পদার্থ, কিন্তু ঘট অস্থায়ী, আজ আছে কাল নাই, এখানে আছে সেখানে নাই, কিন্তু মৃত্তিকা অধিকতর স্থায়ী। ঘট হইতে যেমন মৃত্তিকায় উঠিলে, সেইরূপ মৃত্তিকা হইতে মৃত্তিকার কারণে যাও, দেখিবে কারণ কার্য্যাপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী বা সত্য। ক্রমে জগতের মূলকারণে উপস্থিত হও, উহাই একমাত্র সত্য এবং উহাই একমেবাদ্বিতীয়ম্। উহাই এই বিশ্বের সমবায়ী ও নিমিত্তকারণ।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

যেমন ঊর্ণনাভ স্বীয় শরীর হইতে তন্তু বাহির করে ও গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, তেমনি অক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো-
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব৷

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
বায়ুর্যথৈক ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
সূর্য্য যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু-
র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্য দোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥

কঠোপনিষৎ।

এক অগ্নি যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছে, তদ্রূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছেন এবং ঐ সমুদায় বস্তুর বাহিরেও আছেন।

বায়ু যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুভেদে তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে তত্তদবস্তুরূপ হইয়াছেন এবং উহাদের বাহিরেও আছেন।

সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা জাগতিক দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না।

বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। ইত্যাদি।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

মৃদ্বিকারের অর্থাৎ ঘটের নাম বাক্যের অবলম্বনমাত্র। মৃত্তিকা কেবল সত্য। তদ্রূপ এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ কেবল বাক্যের অবলম্বনমাত্র; বিশ্বের কারণ সেই পরব্রহ্মই কেবল সত্য।

উপনিষদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইল, যখন দ্বৈতভাব তিরোহিত হইল, জীব যখন ব্রহ্ম হইল, তখন আর ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ থাকিবে? জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের কিছুই পার্থক্য থাকিল না। পরব্রহ্ম হওয়া যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম জানা যায় না।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতির ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত তৎকেনকং জিঘ্রেৎ, কেনকং পশ্যেৎ, কেনকং শৃণুয়াৎ, কেনকমভিবদেৎ, কেনকং মন্বীৎ, কেনকং বিজানীয়াৎ, যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতরমরে কেন বিজানীয়াৎ।

যে স্থানে দ্বৈতভাব থাকে, সেই স্থানেই একজনে অন্যের ঘ্রাণ লয়, একজন অন্যকে দর্শন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, জানে, যে স্থানে দ্বৈতভাব না থাকে, অর্থাৎ বিশ্বই ব্রহ্মময় জ্ঞান হয়, সে স্থলে কে কাহার ঘ্রাণ লয়, কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে শ্রবণ বা মনন করে, কে জানে? যাহাদ্বারা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ জানা যায়, সেই পরব্রহ্মকে কিসের দ্বারা জানা যাইবে, যিনিই বিজ্ঞাতা তাহাকে আর কিরূপে জানিবে।

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।)

শঙ্করস্বামী বলেন যে বিষয় আর বিষয়ী বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন, এক অন্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। বিষয় কখন বিষয়ী হইতে পারে না, কিম্বা বিষয়ী কখন বিষয় হইতে পারে না। একটি পদের কর্ত্তা কখন কর্ম্ম হইতে পারে না, কিম্বা কর্ম্ম কখন কর্ত্তা হইতে পারে না; কর্ত্তা চিরকালই কর্ত্তা, কর্ম্ম চিরকালই কর্ম্ম। এক কখন অন্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। এই শরীর এবং নামরূপধারী তাবৎ বিশ্ব আমার বহির্ভাগে, আমি উহা নহি। তাহারা বিষয়, আমি বিষয়ী, তাহারা কর্ম্ম, আমি কর্ত্তা,

তাহারা জ্ঞাত, আমি জ্ঞাতা, তাহারা "তুমি", আমি "আমি"; "আমি", "আমি" ভিন্ন তাবৎ নামরূপধারী বিশ্বকে জানিতে পারে, বিষয়ী, বিষয়কে জানিতে পারে, জ্ঞাতা জ্ঞাতকে জানিতে পারে, কিন্তু "আমি" "আমি"কে কিরূপ জানিবে? বিষয়ী বিষয়, আমি তুমি, জ্ঞাতা জ্ঞাত বা অস্মৎ যুস্মৎ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এই বিষয়ী চিদাত্মাতে বিষয় ধর্ম্ম আরোপকে অধ্যাস বলে। একজন পূর্ব্বে রৌপ্য দেখিয়াছে, রৌপ্যের কতকগুলি গুণ তাহার স্মৃতিপটে আছে, সে ব্যক্তি পরে শুক্তিকা দেখিয়া উহা রৌপ্য জ্ঞান করিল অর্থাৎ রৌপ্যের গুণ শুক্তিকায় আরোপ করিল, ইহাকেই অধ্যাস বলে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বা অবিদ্যা বা মায়াহেতু এইরূপ ভ্রম হয়। এই ভ্রমহেতুই বিষয়ী বা শরীরীকে বিষয় বা শরীর বলিয়া জ্ঞান হয়, সাক্ষী বা জ্ঞাতাস্বরূপ বিষয়ী বা আত্মাকে বিষয় বলিয়া জ্ঞান হয়। বস্তুতঃ "আমি" কেবল "আমি" হইতে পারে। "আমি" কেবল "আমির" সত্বা বুঝিতে পারে, "আমি" "আমি" কে জানিতে পারে না। "আমি" কেবল "আমি" ইতর তাবৎ বস্তু জানিতে পারে, কিন্তু "আমি" কে জানিতে পারে না। "আমি" "আমি" কে জানিলেই, "আমি" "আমি" থাকিল না, উহা "তুমি" বা "যুস্মৎ" হইয়া গেল, বিষয়ী বিষয় হইয়া গেল, কর্ত্তা কর্ম্ম হইয়া গেল, সুতরাং অনুপপত্তি হইল। কিন্তু যদি চ বিষয়ী কখন বিষয় ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না, তথাপি ভ্রমবশতঃ আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, অহমিদং মমেদং, আমি এইরূপ ইহা আমার ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞানের কথা সংসারে শুনা যায়। উহা মায়া বা অবিদ্যাহেতু হয়। ঐ অবিদ্যাহেতু যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলা হয়। এই অধ্যাস দূর করাই বেদান্তের উদ্দেশ্য।

এই যে আমি তোমাকে দেখিতেছি, আমি তোমার কি দেখিতেছি? তোমার হস্ত পদ মুখ ইত্যাদি, তোমার শরীর, বিষয়মাত্র দেখিতেছি। তোমার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি দেখিতেছি, উহাও বিষয়। ইহার একটিও বিষয়ী নহে। তোমার প্রকৃত "আমি" কে আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যাহা কিছু উপলব্ধি করিতেছি উহা স্বগুণ, মায়া বা উপাধিবিশিষ্ট "আমি"। তোমার প্রকৃত বা নির্গুণ "আমি" ও আমার প্রকৃত বা নির্গুণ "আমি" একই, উহাতে স্বগত, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় কোন ভেদ নাই। একই সূর্য্য যেমন বারিধিপৃষ্ঠে তরঙ্গসংযোগে বিবিধ দৃষ্ট হয়, তেমনি একই "আমি" একই বিষয়ী, মায়া সংযোগে বিভিন্ন "আমি" প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। আমার "আমি," তোমার "আমি," তাহার "আমি," সকলের "আমিই" এক, ঐ তরঙ্গের ও এই তরঙ্গের এবং সকল তরঙ্গের সূর্য্যই যে এক তাহাই উপনিষৎ বা বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। যে "আমি কে" দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছিন্ন মনে করা হয় সেই আমি যে দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছিন্ন নয়, তাহাই উপনিষদে নানাবিধ যুক্তি ও উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "আমিত্বের" প্রসারই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য। তোমার স্বগুণ "আমি" ও আমার স্বগুণ "আমি" র মধ্যে স্বজাতীয় ভেদ আছে। কিন্তু তোমার নির্গুণ "আমি" ও আমার নির্গুণ আমিতে উহা নাই।

সূর্য্য যেরূপ স্বীয় কিরণদ্বারাই প্রকাশমান, তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্য বাহ্য কিরণের আবশ্যক নাই, তদ্রূপ "আমি" ও "আমি দ্বারা" প্রকাশমান। আমরা "আমি" হইতে পারি কিন্তু জানিতে পারি না। যাহা জানি তাহা স্বগুণ "আমি"। ঐ গুণের অভ্যন্তরে

যে "আমি" তাহা হওয়া যায়, জানা যায় না, ইহাই উপনিষদের মর্ম্ম। ঐ "আমি" কে কেবল ইহা নয় ইহা নয়, "অতদ্ব্যাবৃত্তা," এইরূপ বর্ণনা করা যায়। বিষয়ান্তর্গত তাবৎ বস্তু "আমি" নহে, এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে।

স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্য নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাঽসি।

বৃহদারণ্যক।

তাহাকে কেবল "না" "না" বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, তিনি অগ্রাহ্য অক্ষয়, অসঙ্গ, বর্ণ এবং বেদনারহিত। জ্ঞাতাকে কিরূপ জানা যাইতে পারে? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাহার পত্নীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ~~ক্রমশঃ~~

~~কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য~~।

---

# মধুবিদ্যা।

মধুবিদ্যা কি তাহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়ঃ—

আথর্ব্বনায়াশ্বিনাদধীচে শ্ব্যং শিরঃ প্রেত্যৈরয়তম্।
স বাং মধুপ্রবোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপিকক্ষং বাং॥
১।১১৭।২২।

ঐ বেদে আর দৃষ্ট হয়ঃ—

তদ্বাং নরা সনয়েদংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমিতন্যতুর্নবৃষ্টিং। দধ্যঙ হ যন্মধাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্রযদীমুবাচ॥ ১।১১৬।১২।

এই দুইটি ঋক্দ্বারা ইহা পাওয়া যাইতেছে যে ইন্দ্র অথর্ব্বের পুত্র দধীচিকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উহা অন্য কাহাকে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং বলিলে তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন বলিয়াছিলেন। অশ্বিদয়-দধীচি মুনির নিকট মধুবিদ্যা শিক্ষা করিতে গেলে, দধীচি আনুপূর্ব্বিক ঐ সমুদায় কথা তাহাদিগকে বলিলেন। অশ্বিদ্বয় তখন দধীচিকে একটি অশ্বমস্তক পরাইয়া দিয়া তাহার নিকট মধুবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। ইন্দ্র এই বিষয় জানিতে পারিয়া দধীচির মস্তক ছেদন করিলেন। উহার পর অশ্বিদ্বয় দধীচিকে তাহার নিজের মস্তক পরাইয়া দিলেন।

উপরোক্ত দুই ঋকের অর্থ এই:—

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অথর্ব্ব ঋষির পুত্র দধীচিকে অশ্বের মস্তক পরাইয়া দিয়াছিলে, তিনি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে সত্যরক্ষার জন্য তোমাদিগকে ইন্দ্রলব্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, হে দস্র! অর্থাৎ দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়, তিনি তোমাদিগকে গুপ্ত মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

হে অশ্বিদ্বয়! মেঘ গর্জ্জন যেমন বৃষ্টিকে প্রকটিত করে, আমি ধনলাভার্থে অন্যের অসাধ্য তোমাদের কর্ম্ম প্রকটিত করিতেছি। তোমাদের সেই কর্ম্ম কি? না, দধীচিমুনিকে অশ্বমস্তক ধারণ করান, যাহা ধারণ করিয়া তিনি তোমাদিগকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এই মধুবিদ্যা কি?

যজুর্ব্বেদের ৭ম অধ্যায় একাদশ কণ্ডিকায় দৃষ্ট হয়:—

"যা বাঙ্কশা মধুমত্যশ্বিনাসূনৃতাবতী তয়া যজ্ঞমিমিক্ষতম্।

মহীধর উহার অর্থ করেন (হে অশ্বিদ্বয়) তোমাদের যে মধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণোপনিষৎ সংযুতা এবং প্রিয় ও সত্যসংযুক্ত বাক্য (কশা,) তাহাদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন কর।

আমরা নিরুক্তে মধু শব্দের অনেক অর্থ

পাই। (১) মেঘের অন্তর্ব্বর্ত্তী সলিল কিম্বা রস, রসোবৈমধ্বিতিশ্রুতিঃ। (২) মদতৃপ্তৌ, যাহা পান করিলে প্রাণীদিগের তৃপ্তি হয়। (৩) মধু, যথা, পুষ্পাদির। (৪) মন, জ্ঞানে। প্রথম অর্থটী ধম ধাতু হইতে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অর্থ টি মদ্ ধাতু, চতুর্থ অর্থ টি মন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইযাছে। এস্থলে ব্যাকরণ বক্তব্য বিষয় নহে বলিয়া, উহারা কিরূপে নিষ্পন্ন হইল তাহা দেখান হইল না।

এইক্ষণ গুরুর নিকট মধুবিদ্যার যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, তাহা বলিতেছি।

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ন্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতি মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

(যজুর্ব্বেদ ১৩-২৭।২৮।২৯)

উহার সাধারণ অর্থ এই ঃ—

যজমানের জন্য বায়ু মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক্, নদী সকল মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক্, ওষধি সকলও মধুময় হউক্, রাত্রি মধুময় হউক্, দিবাও মধুময় হউক্, মাতৃরূপা পৃথিবী মধুময়ী হউন্, পিতৃরূপ দ্যুলোকও মধুময় হউন্, বনস্পতি সকল মধুময় হউক্, সূর্য্য মধুময় হইয়া উদয় হউক্, গো সকলও মধুময় হউক্।

মধুমক্ষিকা যেরূপ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তর গমন করিয়া মধুগ্রহণ করিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ সর্ব্বাধার হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। মধু যেরূপ পুষ্পের সারাংশ, ব্রহ্মই তদ্রূপ জগতের সারাংশ। মধুপানে যেরূপ রসনার তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে সেইরূপ আত্মা চরিতার্থ হয়। মধুপানে মধুকর যেরূপ মত্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মরূপ মধুপানে তদ্রূপ মত্ত হন। ঐ যে পুষ্পের মধু, উহা ঐ পুষ্পের রস; মধুতে পরিণত হইয়াছে। ঐ রস না থাকিলে মধুর অভাব হইত। ঐ যে তরুবর নেত্রতৃপ্তিকর হইয়াছে, উহার কারণ পৃথিবীর রস; উহার মূল ছেদন কর, অমনি তরুবর শুষ্কতাপ্রাপ্ত হইল, নয়নের আর তৃপ্তিকর হইবে না। ব্রহ্মও এই জগতের রসস্বরূপ। ব্রহ্মরস না থাকিলে বিশ্বস্থ কিছুই সজীব থাকিতে পারিত না।

ইন্দ্র ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মধুচিন্তনে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছিলেন। এইজন্য বিশ্বের সারাংশ ব্রহ্মের নাম মধু রাখিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বা বিদ্যার নাম মধুবিদ্যা হইল। তিনি উপযুক্ত অধিকারী প্রাজ্ঞ দধীচিকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু অনধিকারী বালক অশ্বিদ্বয়কে শিক্ষা দেওয়াতে কুপিত হইয়াছিলেন। বৈদিক কিম্বদন্তীর এই মূল তাৎপর্য্য। ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করেন। অনিল, সলিল, দিবস, যামিনী, চন্দ্র, সূর্য্য, বনস্পতি, পৃথিবী, আকাশ, গো, অশ্ব, সকলই তাহার নিকট ব্রহ্মময়। লোকানন্দদায়ী বিশ্বচক্ষুরূপ সূর্য্য উদয় হইল, তিনি তাহার মূলে ব্রহ্মের কার্য্য দেখিলেন; মানবের জীবনস্বরূপ অনিল প্রবাহিত হইতেছে, তিনি তাহাতেও ব্রহ্মের কার্য্য দেখিতেছেন। তিনি জগৎ ব্রহ্মময় বা মধুময় দেখেন। মধু ভিন্ন অন্য কথা তাহার মুখে নাই, অন্য চিন্তা তাহার মনে নাই, অন্য বস্তু তাহার নয়নপথে পতিত হয় না, অন্য শব্দ তাহার কর্ণগোচর হয় না, নাসিকা অন্য ঘ্রাণ লয় না, রসনা অন্য রস পান করে না, ত্বক্ অন্য স্পর্শ অনুভব করে না। নিজেও মধু, অন্যান্য সকলেও মধু। একমেবাদ্বিতীয়ম্, স্বগত, স্বজাতীয়, বা বিজাতীয় কোন ভেদ নাই। সর্ব্বত্রই মধু; মধু, মধু, মধু; মধু ভিন্ন আর কিছুই নাই।

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতি মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

আর একটু দেখুনঃ—

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধুযশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ১॥

ইমাঃ আপঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়ধ্যাত্মং রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ২॥

অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাস্যাগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৩॥

অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৪॥

অয়মাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৫॥

ইমাঃ দিশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাষাং দিশাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাসু দিক্ষু তেজোমায়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাধ্যাত্মং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৬॥

অয়ং চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব য যোঽয়মাত্মেদমমৃতং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৭॥

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তৈজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৮॥

অয়ং স্তনয়িত্নুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায় মধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৯॥

অয়মাকাশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাস্যাকাশস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ১০॥

অয়ং ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ)॥ ১১॥

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ)॥ ১২॥

ইদং মানুষং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ)॥ ১৩॥

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ)॥ ১৪॥

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ

সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্‌যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্না-ত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বএত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥ ১৫ ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ মধুব্রাহ্মণ।

উহার অর্থ এই ;—

সর্ব্বভূতের পক্ষে এই পৃথিবী মধু, এই পৃথিবীর পক্ষেও সর্ব্বভূত ও মধু। এই পৃথিবীর অন্তর্ব্বর্ত্তী যে তেজময় অমৃতময় পুরুষ আছেন এবং এই শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী তেজময়, অমৃতময় অধ্যাত্ম পুরুষ আছেন, তিনি সকল ভূতের পক্ষে মধু এবং সকল ভূতই তাহার পক্ষে মধু। তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সকল ॥ ১ ॥

সর্ব্বভূতের পক্ষে এই জল মধু, এই জলের পক্ষে সর্ব্বভূতও মধু ( পূর্ব্ববৎ )॥ ২ ॥

সর্ব্বভূতের পক্ষ এই অগ্নি মধু, এই অগ্নির পক্ষে সর্ব্বভূতও মধু ( পূর্ব্ববৎ ) ॥ ৩ ॥

বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বজ্র, আকাশ, ধর্ম্ম, সত্য, মনুষ্য, আত্মা, সকলই অন্যান্য সকলের পক্ষে মধু এবং বিশ্বস্থ অন্যান্য সকলও তাহাদের পক্ষে মধু॥ ৪—১৪ ॥

এই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাই সকল ভূতের অধিপতি, সকল ভূতের রাজা। অরা যেরূপ রথের নেমী ও রথের নাভিদ্বারা আবদ্ধ, সেইরূপ সর্ব্বভূত সর্ব্বদেব এবং সর্ব্বলোক সকল ইন্দ্রিয় এবং সকল আত্মাই এই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার সংবদ্ধ। ১৫।

উহাদ্বারা জগৎ ব্রহ্মময় তাহা সূচিত হইল এবং বিশ্ব জীবনের প্রত্যেক অংশের সহিত অপরাং-শের সহিত যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাও সূচিত হইল। সকলেই সকলের পক্ষে মধু, বিশ্বের কোন এক বস্তুর অভাব হইলে, অন্যান্য বস্তু মধুবিহীন পুষ্পের, রসবিহীন তরুর ন্যায় হয়। "যস্মাৎ পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভূতং জগৎ সর্ব্বং পৃথিব্যাদি" শঙ্করস্বামী। পৃথিবী আদি বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুই অন্যান্য বস্তুর দ্বারা উপকৃত এবং অন্যান্য বস্তুর উপকারী। এই মধুবিদ্যাকে হিন্দু-পত্রিকায় আমিত্বের প্রসার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ altruism আদি বিবিধ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। হিন্দু-পত্রিকায় আমিত্বের প্রসার নামক যে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, পাঠক তাহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।

---

# সম্পাদকের নিবেদন।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ঢাকাকলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্ন-চন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয় ঢাকায় হিন্দু-পত্রিকার বহুল-প্রচারে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন।

যে সমুদায় গ্রাহকবর্গ বর্ত্তমান অর্থাৎ ১৩০২ সালের মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য প্রেরণ করেন। এক টাকা আদায় করিবার জন্য স্বতন্ত্র পত্র লেখা বিশেষ অসুবিধাজনক। যে তিন-শত মহোদয় ১৩০১ সালের সমগ্র পত্রিকা গ্রহণ করিয়া দরিদ্র পত্রিকাকে প্রাপ্য ১৲ এক মুদ্রা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের এক মুদ্রা লইয়া সুখে অবস্থান করুন; তাঁহাদের নিকট হিন্দু-পত্রিকা আর প্রেরিত হইবে না, কিন্তু তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা যেন প্রাপ্ত পত্রিকাখণ্ড অন্ততঃ একবার পাঠ করেন, তাহা হইলে ব্যয় ও পরিশ্রমের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

[ ১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত। ]

# হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ১৩০২ সাল, ১৮১৭ শকাব্দা। | ভাদ্র ও আশ্বিন

## মানবজীবনের উদ্দেশ্য। *

বিকাশই মানবজীবনের মূলমন্ত্র। এই জীবন-কুসুমকে যিনি বিকশিত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। অধিকাংশ জীবন কিন্তু প্রস্ফুটিত হইতে পারে না; নানাবিধ অন্তরায় উপস্থিত হইয়া প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই উহার বিনাশ সাধন করে। ঐ অন্তরায় স্বীয় স্বীয় কর্ম্মোদ্ভূত। জীবন ...ক্ষিত করিতে পারিলে, উহা কালে প্রস্ফু- পরি... চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিবেই তুমিও আ... প্রকৃতি আবহমানকাল এই শিক্ষা কো... ঐ যে উদ্যানে গোলাপপুষ্প রহি- প। জীবনের মূলমন্ত্র কি? প্রস্ফুটিত কোকি..., দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ কেহই পরিণত হ... সুগন্ধ হইতে বঞ্চিত নহে। গন্ধ- রবে জগ... উহার সুগন্ধ সকলকেই সমানভাবে প...রিতেছে। আম্রমুকুল জগতের উপ- ...র্থ ফলে পরিণত হইতেছে। কোকিল ...স্বরে মানবের কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ ...তেছে। নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র সুধাবর্ষণ ...রিয়া মানবের হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্লাবিত করিতেছে। কেহই উহা হইতে বঞ্চিত নহে। প্রকৃতির আত্মপর জ্ঞান নাই, শত্রু মিত্র ভেদ নাই। তাবৎ বিশ্বই বিকাশের দিকে ধাবমান, এবং কেহই উহার ফল হইতে বঞ্চিত নহে। জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইল না, ইহা সাগরবক্ষে কাণ্ডারী বিহীন তরণীসদৃশ হইল, এই চিন্তায় চিন্তিত হইয়া পরিব্রাজক অর্দ্ধজাগ্রত অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাই নিশীথ-স্বপ্ন সংবাদ নামক প্রবন্ধ হইয়াছে। উহা কোন গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। জাগ্রত অবস্থায় যে যে বিষয়ের চিন্তা করা যায়, স্বপ্নে তাহাই দৃষ্ট হয়। গোলাপ ষোড়শী রমণীবেশে, আম্রমুকুল বালিকাবেশে, কোকিল ও চন্দ্র ক্রমে ক্রমে পরিব্রাজককে স্বপ্নাবস্থায় জীবনের মূলমন্ত্র শিক্ষা দিলেন। কিন্তু উপদেশ স্ফুট হইল না। সত্যকাম প্রকৃতির নিকট হইতে যে দুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক চিন্তাহেতু সত্যকামও স্বপ্নে দেখা দিলেন। অগ্নি, ঋষভ, হংস, মদ্গু (হিন্দুপত্রিকা ১ম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা, সত্যকাম জাবাল সংবাদ) ক্রমে স্মৃতিপটে উদয় হইল। তাহারা সকলেই এক বাক্যে বিকশিত হইতে উপদেশ দিল। মূল প্রবন্ধের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

* গত বৈশাখের হিন্দু-পত্রিকায় নিশীথস্বপ্নসংবাদ প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক গ্রাহক কোন কোন প্রশ্ন করায়, এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

মধুমাস, যামিনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে। প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তারকা-রাজি বেষ্টিত চন্দ্র সুধাময় কিরণ বর্ষণ করি-তেছেন। কোকিল চন্দ্রালোকে পুলকিত হৃদয় হইয়া মুকুলিত আম্রশাখায় উপবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে কুহুরব করিতেছেন। গোলাপ কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ায় উদ্যান সুরভিত ও মনোহর হইয়াছে। প্রকৃতি শান্তিময়ী, কিন্তু হৃদয়ে শান্তি নাই। এই অবস্থা অপরকে বুঝান যায় না, যিনি ঠেকিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। কিছুকাল পরে বোধ হইল নিদ্রিত হইলাম। তখন দেখিলাম বিম্বাধরা অলক্তাভ-কপোলা এক ষোড়শী রমণী শির-প্রদেশে উপবিষ্টা আছেন। বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কথা বলার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন :—

ভয় নাই, আমি মানুষী নহে, এই শরীরও ভৌতিক নহে, উহা আধ্যাত্মিক।

পরিব্রাজক। মাতঃ, আপনি কে, কি জন্যই বা এই নিশীথকালে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।

দেবী। নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, আমি তোমার উদ্যানস্থ গোলাপ কুসুমাত্মিকা দেবী। তোমার দুঃখে কাতর হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।

প। আপনি জড়ময়ী আমার এই বিশ্বাস ছিল, আপনাতে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, আমি তাহা কখন ভাবি নাই।

দে। এইক্ষণ হইতে জেনে রাখ যে আমাতেও চৈতন্য আছে।

প। আমার দুঃখ কি তাহা আপনি জানেন?

দে। জানি, ঔষধও বলিয়া দিতেছি। প্রত্যহই তোমাকে বলিয়া থাকি, কিন্তু অজ্ঞান-বশতঃ উহা তুমি বুঝিতে পার না।

প। আঃ, আমি এতদিন পরে জীবন পাইলাম। আমি বিপন্ন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

দে। বিকশিত হও।

প। আর কি?

দে। বিকশিত হও।

প। আর কি?

দে। বিকশিত হও।

প। আর কি?

আর কিছু দেখিতে পারিলাম না। হৃদয় পুনর্ব্বার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, ব্যাপারটি কি? আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত, তাহা ভগবানই জানেন। নেত্র-যুগল হইতে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। হঠাৎ আনন্দমূর্ত্তি, পীতবসনা, সৌরভপূর্ণা—একটী দেবকন্যা দেখিতে পাইলাম। কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন।

দেবকন্যা। বুঝিতে পারিতেছ না? মানুষ তাবৎ বিশ্বকে জড়ময় ভাবিয়া অনাত্মক মনে থাকে, কিন্তু নিজের জড়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারে না।

প। আমাকে আর বিড়ম্বনা কেন? মাতঃ! আপনি কে?

দেঃ কঃ। আমাকে চিনিলে না? তোমার উদ্যানের আম্রমুকুলাত্মিকা।

প। অদ্য কি মহাপ্রলয়, সকলই তিন-দেখিতেছি চৈতন্যে পরিণত হইল! গ্রহণ

দেঃ কঃ। মূর্খ! শান্ত হও, গোলাপ আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। দর

প। আপনার যাহা বক্তব্য আছে, বলুন।

দেঃ কঃ। বিকশিত হও, ফলে পরিণত হও।

প। আর কি?

দেঃ কঃ। বিকশিত হও, ফলে পরিণত হও।

প। আর কি?

দেঃ কঃ। বিকশিত হও, ফলে, পরিণত হও।

প। আর কি?

আর কিছু দেখিতে পাইলাম, আমি পূর্ব্ব-দশা প্রাপ্ত হইলাম। হঠাৎ দেখি চন্দ্র শিরোভাগে অবস্থিত।

প। আজ নিশ্চয়ই মহাপ্রলয়।

চ। তোমার রোদনে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছি, জড়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যাহা বলি শুন।

প। বলুন, শুনিতেছি।

চ। বিকশিত হও, ফলে পরিণত হও, অমৃত বিতরণ কর।

প। আর কি?

আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। অকস্মাৎ কোকিল কর্ণের নিকট কুহু কুহু রবে করিতে লাগিল।

পরিব্রাজক। হে কোকিল! দুর্দ্দিন পাইয়া তুমিও আমাকে বিড়ম্বিত করিতে আসিয়াছ।

কোকিল। কুহু, কুহু, কুহু, কুহু,।

প। কি?

কোকিল। কুহু বিকশিত হও, কুহু ফলে পরিণত হও, কুহু অমৃত বিতরণ কর, কুহু কুহু-রবে জগৎ উন্মত্ত কর।

প। কি?

আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। পরে দেখি শিরোভাগে অমিততেজ সৌম্যমূর্ত্তি একব্রহ্মচারী শিরোভাগে উপবিষ্ট আছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি সত্যকাম জাবাল, আমার রোদনে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, সত্যকথনের জন্য আপনি জগতের শীর্ষস্থানীয়, আমার দুঃখ কিসে অপনীত হইবে, তাহা বলুন। তিনি অঙ্গুলিদ্বারা একটী ঋষভ দেখাইয়া ছিলেন। ঋষভ বলিলেন গোলাপাদি যাহা বলিয়াছে, তাহা ঠিক্। পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, ঋষভ অঙ্গুলিদ্বারা পাবক দেখাইয়া দিলেন। পাবক বলিলেন, ঋষভ যাহা বলিলেন তাহা ঠিক্। পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, তিনি একটী হংস দেখাইয়া দিলেন। হংস বলিলেন, পাবক ঠিক্ বলিয়াছেন। পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, তিনি একটী মদ্গু দেখাইলেন। মদ্গু বলিলেন, হংস যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক্ বলিয়াছে, পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তদবধি আমি উন্মত্ত হইয়া দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছি।

হে বিজ্ঞ পাঠক! আমি পারিলাম না, তুমি যদি পার, তাহাহইলে জগতের হিতের জন্য গোলাপকুসুমের ন্যায় অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকাশ কর, আম্রমুকুলের ন্যায় ফলে পরিণত হও, চন্দ্রের ন্যায় অমৃত বিতরণ কর, কোকিলের ন্যায় কুহুরবে জগৎ উন্মত্ত কর।

---

# সামবেদান্তর্গত বিবাহাঙ্গ হোমমন্ত্র ব্যাখ্যা।

ওঁ ইম মশ্মান মারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরাভব।
দ্বিষন্তমপবাধস্বমাচত্বং দ্বিষতামধঃ॥ ১॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যে!) ত্বং ইমং অশ্মানং আরোহ (তথা) অশ্মা ইব স্থিরাভব। দ্বিষন্তং অপবাধস্ব ত্বং দ্বিষতাং অধঃ চ মা (ভব।)

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যে! ত্বং ইমং সমক্ষোপস্থিতং অশ্মানং প্রস্তরং আরোহ আক্রাম। প্রস্তরমারুহ্য তিষ্ঠেত্যর্থঃ। তথা অশ্মা ইব প্রস্তরবৎ স্থিরা নিশ্চলা ভব। ভর্ত্তৃ-পরিজনৈস্তাড়িতাপি কলহং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ।

এতৎ বিবৃতং শাকুন্তলে যথা কুরুপ্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নী জনে। ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণ তয়া মাস্মপ্রতীপং গমঃ। দ্বিষন্তং শত্রুং অপবাধস্ব পীড়য়। চ তথা ত্বং দ্বিষতাং শত্রূণাং অধঃ মা ভব যথা শত্রবস্ত্বাং অধো ন করোতি তথা কুরু॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি এই প্রস্তর-খণ্ডে অধিরোহণ কর। ইহার ন্যায় স্থির হও। শত্রুদিগের পীড়া জন্মাও এবং যাহাতে তাহারা তোমাকে অধস্থ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে যত্নবতী হও॥ ১॥

ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতেঽগ্নৌ লাজানাবপন্তী দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ। শতং বর্ষাণি জীবত্বে ধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম॥ ২॥

অন্বয়ঃ। ইয়ং নারী অগ্নৌ লাজান (এতৎ) উপব্রূতে (যৎ) মে পতিঃ দীর্ঘায়ুঃ অস্তু শতং বর্ষাণি জীবতু (তথা) মম জ্ঞাতয়ঃ এধন্তাং॥২॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। ইয়ং নারী মৎ পরিণীতা স্ত্রী অগ্নৌ বহ্নিকুণ্ডে লাজান্ আবপন্তী নিক্ষিপন্তী সতী এতৎ উপব্রূতে কথয়তি যৎ মে মম পতিঃ স্বামী দীর্ঘায়ুঃ অস্তু ভবতু। পত্যুরায়ুসংখ্যাং স্পষ্টীকৃত্যাহ শতং বর্ষাণি ব্যাপ্যজীবতু। তথা মম জ্ঞাতয়ঃ স্বকুলজাতাঃ এধন্তাং বর্দ্ধন্তাং॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। অগ্নিকুণ্ডে লাজসমূহ (খই) নিক্ষেপকরতঃ এই নারী বলিতেছেন যে আমার পতি শতবর্ষকাল জীবিত থাকুন। এবং আমার জ্ঞাতিবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হউক॥ ২॥

১। শতং—বিংশত্যাদেবেকত্ব মনাবৃত্তৌ ইত্যনেনঃ একবচনম্। ২। বর্ষাণি—কালাধ্বনো রত্যন্তসংযোগে ইত্যনেন ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া।

ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়-মপদীক্ষামযষ্ট কন্যা উতত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাভিগাহেমহি দ্বিষঃ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ। ইয়ং কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী অপদীক্ষাং অযষ্ট। উতকন্যা বয়ং ত্বয়া ধারা উদন্যাঃ ইব দ্বিষঃ অভিগাহেমহি॥ ৩॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। ইয়ং কন্যলা কন্যা পিতৃভ্যঃ পিতৃলোকাৎ যতী গচ্ছন্তী অপদীক্ষাং দীক্ষাং ক্ষারলবণান্নাশনাদি সংস্কারং অপবর্জ্জয়িত্বা অযষ্ট অগ্নিং পূজিতবতী। উতকন্যা হে কন্যে! বয়ং ত্বয়া হেতুভূতয়া ধারা জলধারয়া উদন্যাঃ পিপাসা ইব দ্বিষঃ শত্রূন্ অভিগাহেমহি অতি-ক্রমেমহি যথা শৈত্যাদিগুণৈঃ জলধারয়া পিপাসা শাম্যতে তথা আর্জ্জবাদিগুণৈঃ ত্বয়াপি শত্রবো নে শাম্যন্তামিত্যর্থঃ অতঃপরং ত্রিরাত্রমক্ষার-লবণান্নাশিনৌ দম্পতী অধঃ শয্যায়াং শায়ী-যাতাং ইতি শ্রুতিঃ। তথা চ কুমারসম্ভবে অথ বিবুধগণাংস্তা নিন্দুমৌলির্বিসৃজ্য ক্ষিতিধরপতি কন্যামাদদানঃ করেণ। কনককলসযুক্তং ভক্তি-শোভাসনাথং ক্ষিতিবিরচিতশয্যং কৌতুকা-গারমাগাৎ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। এই কন্যা পিতৃকুল হইতে যাইবার সময় ক্ষারলবণাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নির আরাধনা করিয়াছেন। হে কন্যকে! লোকে যেরূপ জলধারাদ্বারা পিপাসা শান্তি করিয়া থাকে আমিও তদ্রূপ তোমার দ্বারা শত্রুবর্গকে বশীভূত করিব॥ ৩॥

১। অপদীক্ষাং—ইতি পদং অসমস্তং অপ-পরিভ্যাং বর্জ্জনে ইতি দ্বিতীয়া। ২। কন্যলা—স্বার্থেলপ্রত্যয়ঃ। ৩। উতকন্যা—ইতি সম্বো-ধনং ছান্দসত্বাৎ আতো একারাভাবঃ। ৪। ধারা—ইতি তৃতীয়ান্তং পদং ছান্দসত্বাৎ অয়া-ভাবঃ। ৫। উদন্যাঃ—উদকমিচ্ছা ইতি বাক্যে ক্যচ্ প্রত্যয়ঃ। অশনায়োদন্যধনায়া বুভুক্ষা পিপাসা গর্দ্ধেষু ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ।

ওঁ অর্য্যমনং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবোঽর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ। কন্যা অর্য্যমনং দেবং নু অগ্নিং অযক্ষত স দেবঃ অর্য্যমা ইতঃ প্রমুঞ্চাতু মা অমুতঃ॥ ৪॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। কন্যা মৎপরিণীতা স্ত্রী অর্য্যমনং দেবং সূর্য্যং নু তথা অগ্নিং অযক্ষত পূজিতবতী। স দেবঃ অগ্নিঃ অর্য্যমা চ ইতঃ পিতৃকুলাৎ মুঞ্চা তু মোচয় তু। অস্মাৎ পতিকুলে গময় তু অমুতঃ পতিকুলাৎ মা মোচয় তু। যথা ইয়ং সর্ব্বদা পতিকুলে বসেৎ তথা করো তু॥ ৪॥

১। প্রেতো মুঞ্চা তু—ইত্যর্থ ব্যবহিতো হপি প্রশব্দঃ মুঞ্চাত্বিত্যনেন যোজ্যঃ।

সপ্তপদীগমন মন্ত্রব্যাখ্যা সম্পাদক মহাশয় হিন্দু-পত্রিকার দ্বিতীয়ভাগের প্রথমখণ্ডে লিখিয়াছেন একারণ আমার প্রয়াস নিরর্থক বিবেচনা করিয়া ঐ মন্ত্রব্যাখ্যা বিষয়ে বিরত হইলাম।

ওং সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যথাস্তং বিপরেতন॥ ৫॥

অন্বয়ঃ। ইয়ং বধূঃ সুমঙ্গলীঃ ইমাং সমেত (তথা) পশ্যতঃ অস্যৈ সৌভাগ্যং দত্ত্বা যথাস্তং বিপরেতন॥ ৫॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে সমাগতাঃ স্ত্রিয়ঃ! ইয়ং বধূঃ মৎপরিণীতা স্ত্রী সুমঙ্গলীঃ প্রশস্ত মঙ্গলসম্পন্না ইমাং সমেত অস্যাঃ সমীপে সমাগচ্ছতঃ যূয়মিতি শেষঃ তথা অস্যৈ সৌভাগ্যং দত্ত্বা বিতীর্য্য যথাস্তং অস্তং গৃহং অনতিক্রম্য স্বগৃহমিত্যর্থঃ বিপরেতন প্রতিনিবৃত্তা ভবত॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ। এই মৎপরিণীতা স্ত্রী প্রশস্ত মঙ্গলসম্পন্না। তোমরা ইহার নিকট সমাগত হও। এবং ইহাকে দেখিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও॥ ৫॥

১। যথাস্তং অস্তং গৃহং অনতিক্রম্য অব্যয়ীভাব সমাসঃ। অস্তি তিষ্ঠতি অত্র ইত্যধিকরণতঃ।

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥৬॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) নৌ হৃদয়ানি বিশ্বেদেবাঃ সমাপঃ সমঞ্জন্তু। (তথা) সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা উদেষ্ট্রী নৌ সন্দধাতু॥ ৬॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! নৌ আবয়োঃ হৃদয়ানি হৃদয়ে বিশ্বেদেবাঃ তথা আপো জলানি সমঞ্জন্তু শোধয়ন্তু। মাতরিশ্বা বায়ুঃ ধাতা প্রজাপতিঃ উদেষ্ট্রী উপদেষ্ট্রী দেবতা চ নৌ আবাং সন্দধাতু একীকরো তু। সমাপঃ সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা ইত্যত্র সমিত্যুপসর্গত্রয়ং পাদপূরণে॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! বিশ্বদেব সমুদায় এবং জলসকল তোমার এবং আমার হৃদয় বিশোধিত করুন্। বায়ু প্রজাপতি এবং উপদেশদাত্রী দেবতা তোমাকে এবং আমাকে একত্র সংযোজিত করুন্॥ ৬॥

১। নৌ—ষষ্ঠ্যন্তস্য দ্বিতীয়ান্তস্য চ অস্মৎ শব্দস্য নৌ আদেশঃ।

ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

---

# দিনচর্য্যা।

বর্ত্তমান সময়ে নব্যদিগের চক্ষু বিলাতীভাব ধারণ করিয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রকে আদর করেন না। দুঃখের কথা বলিব কি মৃতমহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও চারুপাঠ তৃতীয়ভাগে লিখিয়াছেন যে, "বামপার্শ্বে যে বৃক্ষ দেখিতেছ, উহা স্বভাবতঃই

অসার ও রন্ধ্রপরিপূর্ণ, উহার নাম স্মৃতি"। স্মৃতিশাস্ত্র যে অসার নহে, তাহা ক্রমশঃ দেখাইব।

## প্রাতরুত্থান।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্বস্থ্যরক্ষার্থ মায়ুষঃ।
তত্র সর্ব্বাঘশান্ত্যর্থং স্মরেচ্চ মধুসূদনং।
আয়ুষ্য মুষসি প্রোক্তং মলাদীনাং বিসর্জ্জনং।
তদন্ত্রকূজনাধ্মানোদর গৌরববারণং।
(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড।)

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবে। এবং পাপশান্তির জন্য মধুসূদনের স্মরণ করিবে। প্রত্যুষে মলমূত্রাদি বিসর্জ্জন আয়ুষ্কর। তাহা হইলে অন্ত্রের কূজন, (পেটডাকা) আধ্মান (পেটফাঁপা) এবং উদরের গুরুত্ব থাকে না।

এ বিষয়ে বামনপুরাণে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দেখান যাইতেছে,—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরন্ দেববরান্ ঋষীন্।
ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহুকেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং।

দেবগণ ও ঋষিগণকে স্মরণ করতঃ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু ইঁহারা সকলে আমার সুপ্রভাত করুন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের লক্ষণ অহ্নিকাচারতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে,—

রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে॥
পশ্চিমে যামে শেষার্দ্ধপ্রহরে। শেষার্দ্ধপ্রহরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ইতি মদন পারিজাতাৎ।
তত্রাপি সূর্য্যোদয়াৎ প্রাগর্দ্ধপ্রহরে দ্বৌ মুহূর্ত্তে তত্রাদ্যো ব্রাহ্মঃ দ্বিতীয়ো রৌদ্রঃ।

রাত্রির শেষ চারি দণ্ডকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলে। স্মৃতিনিবন্ধা রঘুনন্দন ঐ চারিদণ্ড কালকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত এবং অপর ভাগকে রৌদ্রমুহূর্ত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে পাওয়া গেল যে সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা স্মৃতিশাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রসম্মত।

এস্থলে আয়ুর্ব্বেদকার কেবল মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু স্মৃতিকার তাহা অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রাতঃশিরসি শুক্লেঽব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তং নামপূর্ব্বকং।
নমোঽস্তু গুরবে তস্মা ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসজ্ঞকং।
অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্।
লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃসমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে।
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

প্রাতঃকালে মস্তকস্থিত শুক্লাব্জাসীন দ্বিনেত্র দ্বিভুজ প্রসন্নমুখ শান্তস্বভাব গুরুকে নমোচ্চারণপূর্ব্বক স্মরণ করিবে। ইষ্টদেবস্বরূপ সেই গুরুদেবকে নমস্কার। যাঁহার বাক্যরূপ অমৃতসংসার নামক বিষ বিনষ্ট করে। আমি স্বয়ং ব্রহ্ম, আমার সুখ দুঃখ কিছুই নাই। আমি নিত্যমুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ। হে লোকেশ! হে চৈতন্যময়! হে অধিদেব! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণো! আমি তোমার আজ্ঞানু-

সারে তোমার প্রীতির জন্য সংসারযাত্রা সম্পাদন করিব। হে হৃষীকেশ! আমি ধর্ম্ম জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। এবং আমি অধর্ম্মও জানি, কিন্তু আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না। হে ইন্দ্রিয়াধীশ্বর! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত কর আমি তাহাই করি।

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যানলস্য চ
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥
(মহাভারত।)

কর্কোটক নাগ দময়ন্তী নল এবং ঋতুপর্ণ রাজার নাম কীর্ত্তন করিলে কলিদোষ বিনষ্ট হয় *।

দর্শনং স্পর্শনং কার্য্যং প্রবুদ্ধেন শুভাবহং।
দধ্যাজ্যাদর্শসিদ্ধার্থ বিল্বগোরচনস্রজাং।
স্বমাননং ঘৃতে পশ্যেৎ যদীচ্ছেৎ চিরজীবিতং।
(ভাবপ্রকাশ।)

দধি, ঘৃত, আদর্শ, (আয়না) শ্বেতসর্ষপ, বিল্বপত্র, গোরোচনা এবং পুষ্পমাল্য দর্শন ও স্পর্শন করিলে মঙ্গল হয়। দীর্ঘজীবন ইচ্ছা করিলে গাত্রোত্থান করিয়া ঘৃতে আপনার মুখ দর্শন করিবে।

শ্রোত্রিয়ং সুভগামগ্নিং গাং চৈবাগ্নিচিতং তথা।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ আপদভ্যঃ স বিমুচ্যতে।
(ছন্দোগপরিশিষ্ট।)

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, সুভগানারী, গরু, অগ্নিচিৎ ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রাতঃকালে উঠিয়া যে দর্শন করে, সে সমুদায় আপৎ হইতে বিমুক্ত হয়।

* সাধু মহাত্মা দর্শন ও স্মরণ করিলে, অন্তরে সত্ত্বগুণাধিক্যপ্রযুক্ত পাপ-প্রবৃত্তি সকল উপশান্ত হয়। গুণত্রয় বিভাগে ইহা বিস্তারিতরূপে বুঝান যাইবে।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে গুলি দর্শন ও স্পর্শন করিতে উক্ত হইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রে সে গুলির একটাও উল্লিখিত হইল না। এ ক্ষেত্রে কিরূপে স্মৃতিশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সম্মত হইল? ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, ঐ সমুদায় দ্রব্যের দর্শন স্পর্শন ও স্মরণ মাঙ্গল্য দ্রব্যমাত্রেরই উপলক্ষণ। অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্যাদি দর্শন করিলে অন্তরে সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হয় তাহাই বুঝিয়া লইতে হইবে।

## বিণ্মূত্রোৎসর্গবিধি।

আটোপশূলৌ পারকর্ত্তিক চ সঙ্গঃ পুরীষস্য
তথোর্দ্ধবাতঃ।
পুরীষমার্গাদথবা নিরেতি পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য।
(ভাবপ্রকাশ।)

পুরীষের বেগধারণ করিলে কোষ্ঠবদ্ধ শূল এবং গুহ্যদেশে পারিকর্ত্তনবৎ পীড়া জন্মে। মুহুর্মুহুঃ উদ্গার উঠিতে থাকে। অথবা বায়ু নিঃসরণ হয়।

বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গোঽধ্মানাং ক্লমোরুজা।
জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্ব্বাতনিগ্রহাৎ
বস্তিমেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা।
বিনামো বঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে।
নবেগিতোঽন্য কার্য্যঃ স্যাৎ ন বেগান্
ধারয়েৎ বলাৎ।
কামশোকভয়ক্রোধান্ মনোবেগান্ বিধারয়েৎ
গুহ্যাদিমলমার্গাণাং শৌচং কান্তিবলপ্রদং।
পবিত্রকরমায়ুষ্য মলশ্রীকলিপাপহৃৎ।
প্রক্ষালনং মতং পাণ্যোঃ পাদয়োঃ শুদ্ধিকারণং
মলশ্রমহরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং রাজসাপহং॥
ভাবপ্রকাশ ও চরক।

বাতনিগ্রহে বাত মূত্র পুরীষের নিরোধ উদরাধ্মান (পেটফোলা) ক্লান্তি প্রভৃতি বাতজ

ও অন্যান্য রোগ জন্মে। মূত্রনিগ্রহে বস্তি ও মেঢ্রের শূল মূত্রকৃচ্ছ্র শিরঃপীড়া বিনাম (শরীরের নম্রতা) বঙ্ক্ষণের আনাহ (টেনে ধরা) প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। কাম ক্রোধ ভয় শোক প্রভৃতি মনোবেগ ধারণ করিবে। কিন্তু মলমূত্রাদির বেগ বলপূর্ব্বক ধারণ বা অন্যথা-করণ করিবে না। গুহ্যাদিমলমার্গ শুচি থাকিলে শরীর কান্তিযুক্ত ও বলিষ্ঠ হয়। অলক্ষ্মী ও কলির পাপ দূরীভূত হয়। হস্ত ও পদপ্রক্ষালন করিলে শরীর শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়। শ্রান্তি বিদূরিত হইয়া থাকে। এবং শরীর সুস্থ হয়।

আয়ুর্ব্বেদকার যাহা অনেক কথায় বলিলেন স্মৃতিকার তাহা এক কথায় শেষ করিলেন।

ন চাপি ধারয়েদ্ধীমান্ বেগং মূত্রপুরীষয়োঃ
আপস্তম্বসংহিতা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মূত্র এবং পুরীষের বেগ কখনই ধারণ করিবে না।

প্রাতরুত্থায় বিন্মূত্রে দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
চরকসংহিতা।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দূরে বিন্মূত্রোৎসর্গ করিবে। এস্থলে স্মৃতিকার একটু অগ্রসর হইয়াছেন।

মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্তু শরত্রয়ং।
হস্তানাস্তু শতে সার্দ্ধে লক্ষং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
মৈত্রং কুর্য্যাৎ ততো গত্বা ইষুপাতস্থলাৎ বহিঃ
দক্ষসংহিতা।

১৫০ হস্ত অন্তরিত স্থান লক্ষ্য করিয়া মধ্যম ধনুদ্বারা তিনটী বাণ নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই বাণ নিক্ষেপ স্থানের বাহিরে গিয়া পুরীষোৎসর্গ করিবে।

এখানে আর একটী কথা উঠিল। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেক প্রকার গুণ লিখিত হইয়াছে। স্মৃতিকার দূরে বিণ্মূত্রোৎসর্গ করিবার ছলে ব্যায়াম করারও অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যায়াম সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং বিদগ্ধঘনগাত্রতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নি বৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে।
ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন।
বিদগ্ধং বা বিরুদ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে।
ভবন্তি শীঘ্রং নৈতস্য দেহে শিথিলতাদয়ঃ।
ন চৈনং সমধিক্রম্য জরা সমধিরোহতি।
ন চাস্তি সদৃশস্তেন কিঞ্চিৎ স্থৌল্যাপকর্ষণং।
স সদা গুণমাধত্তে বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং।
বসন্তে শীতসময়ে সুতরাং স হিতো মতঃ।
অন্যদাপি চ কর্ত্তব্যো বলার্দ্ধেন যথাবলং।
হৃদয়স্থো যদা বায়ুর্বক্ত্রং শীঘ্রং প্রপদ্যতে।
মুখস্য শোষং কুরুতে তৎবলার্দ্ধস্য লক্ষণং।
কিম্বা ললাটে নাসায়াং গাত্রসন্ধিষু কক্ষয়োঃ।
যদা সঞ্জায়তে স্বেদো বলার্দ্ধন্তু তদা দিশেৎ।
ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসীশ্বাসী কৃশঃক্ষয়ী।
রক্তপিত্তী ক্ষতী-শোষীতং ন কুর্য্যাৎ কদাচন।
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিঃ শ্রমঃ ক্লমঃ।
তৃষ্ণাক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তঞ্চ জায়তে॥
ভাবপ্রকাশ।

শরীর রক্ষার্থ ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। ব্যায়াম করিলে শরীর লঘু হয়। কর্ম্মে সামর্থ্য জন্মে। দেহ দৃঢ় ও সুবিভক্ত হয়। দোষের ক্ষয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামদ্বারা শরীর দৃঢ় হইলে কখনও কোন প্রকার ব্যাধি জন্মে না। বিদগ্ধ বা বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিলে তাহা শীঘ্র জীর্ণ হয়। জরাক্রান্ত হইলে শরীর দুর্ব্বল বা শিথিল হয় না। স্থূলতাপ্রযুক্ত যে যে দোষ ঘটে ব্যায়ামই তন্নিবারণের প্রধান উপায়। ব্যায়ামশীল ব্যক্তি স্নিগ্ধভোজী বলিষ্ঠ ব্যক্তির গুণ ধারণ করে। শীত ও বসন্তকালে ব্যায়াম

হিতকারী। অন্যান্য কালে ব্যায়াম করিতে হইলে শক্তি অনুসারে করিবে। শরীরে যত ক্ষণ বলার্দ্ধের লক্ষণ দৃষ্ট না হইবে ততক্ষণ ব্যায়াম অনুমোদনীয়। হৃদয়স্থ বায়ু মুখ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইতে থাকিলে অর্থাৎ হাঁপ ধরিলে এবং মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিলে বলার্দ্ধ বলা যায়। ললাটে নাসাতে গাত্র সন্ধিতে ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলে বলার্দ্ধ বলা যায়। ভোজন ও স্ত্রীসম্ভোগের পর ব্যায়াম করা নিষিদ্ধ। শ্বাস কাস, রক্তপিত্তরোগাক্রান্ত ও শোষরোগগ্রস্ত এবং কৃশব্যক্তি ব্যায়াম করিবে না। অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে শ্বাস কাস ছর্দ্দিশ্রম ক্লান্তি তৃষ্ণা ক্ষয় প্রতমক ও রক্তপিত্তরোগ জন্মে।

প্রাতঃকালে বিন্মূত্রোৎসর্গ করিবার কারণ এই যে সে সময়ে শরীর বায়ু প্রধান ও স্নিগ্ধ থাকে। অতএব ঐ সময় শরীর হইতে যেরূপ সহজে মলাদি নির্গত হয় অপর সময়ে সেরূপ হয় না।

## দন্তধাবনবিধি।

ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তং *।
কনিষ্ঠিকাগ্রবৎ স্থূলমৃজ্বগ্রন্থি তথায়তং॥
একৈকং ঘর্ষয়েদ্দন্তং মৃদুনা কূর্চ্চকেন তু।
দন্তধাবনচূর্ণেন দন্তমাংসান্য বাধয়ন্॥
ক্ষৌদ্র ত্রিকটুকাক্তেন তৈলসিন্ধুভবেন বা।
চূর্ণেন তেজোবত্যাশ্চ দন্তান্ নিত্যং বিশোধয়েৎ॥
মধুকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা।
নিম্বঃস্যাত্তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদিরস্তথা॥
সময়ন্ত সমালোক্য দোষঞ্চ প্রকৃতিং তথা।
যথোচিতৈরসৈর্বীর্য্যৈর্যুক্তং দ্রব্যং প্রযোজয়েৎ॥
তেনাস্য মুখবৈরস্য দন্তজিহ্বাস্যজা গদাঃ।
রুচিবৈশদ্য লঘুতা ন ভবন্তি ভবন্তি চ॥

ভাবপ্রকাশ।

দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল সরল গ্রন্থিশূন্য নরম দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্ত-ধাবন করিবে। কোমল কূর্চ্চক (দলিত অগ্র) দ্বারা এক একটী করিয়া সমস্ত দন্ত ঘর্ষণ করিবে। এবং দন্তশোধন চূর্ণদ্বারা যাহাতে দন্তমাংসে বেদনা না লাগে এরূপ ভাবে দন্ত ঘর্ষণ করিবে। মধু, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ, তেজো-বল্কলচূর্ণ (তেজপত্রের গুঁড়া) দ্বারা অথবা তৈল ও সৈন্ধব একত্র করিয়া তাহাদ্বারা প্রত্যহ দন্তধাবন করিবে। মধুর কাষ্ঠের মধ্যে মধুক কটুর মধ্যে করঞ্জ, তিক্তের মধ্যে নিম্ব, কষায়ের মধ্যে খদিরকাষ্ঠ দন্তধাবন পক্ষে প্রশস্ত। সময় দোষ এবং প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া যথোচিত রস ও বীর্য্যযুক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করা উচিত। তাহাহইলে মুখের বিরসভাব জিহ্বা ও দন্তের মল দূরীভূত হয়। দন্ত শুভ্রবর্ণ ও লঘু হয়। এবং সুন্দর দেখায়।

স্মৃতিকার বৃদ্ধ শাতাতপ লিখিয়াছেন—
মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়তো নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

মুখ পর্য্যুষিত হইলে মনুষ্য সংযমচ্যুত হয়। একারণ যত্নসহকারে প্রত্যহ দন্তধাবন করিবে।

বিষ্ণুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।
কনিষ্ঠাগ্রসমস্থৌল্যং স কূর্চ্চং দ্বাদশাঙ্গুলং।
প্রাতর্ভুক্ত্বা চ যতবাক্ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির সমান স্থূল দলিতাগ্র দ্বাদশা-ঙ্গুলপ্রমাণ দন্তকাষ্ঠদ্বারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—
তিক্তঃ কষায়ং কটুকং সুগন্ধিকণ্টকান্বিতং।
ক্ষীরিণো গুল্মবৃক্ষাণাং দন্তকাষ্ঠং প্রশস্যতে॥

* দন্তাঃ পূয়ন্তে অনেন ইতি দন্তপবনং। করণে অনট প্রত্যয়ঃ। যাহাদ্বারা দন্ত পবিত্র অর্থাৎ পরিষ্কার করা যায় তাহাকে দন্তপবন অর্থাৎ দন্তধাবন কহে।

কিম্বা আঠাযুক্ত গুল্মবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ প্রশস্ত। উহা তিক্ত অথবা কষায় কটু সুগন্ধসম্পন্ন হইলে ভাল হয়।

মৈত্রং কৃত্বা তু পূর্ব্বাহ্নে ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং।
চরকসংহিতা।

পুরীষোৎসর্গ করিয়া পূর্ব্বাহ্নে দন্তধাবন করিবে।

আপস্তম্বসংহিতাতে উহা ভঙ্গ্যন্তরে লিখিত হইয়াছে।

মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনং।
পূর্ব্বাহ্নে এব কুর্ব্বীতনাপরাহ্নে কদাচন॥

পুরীষোৎসর্গ অলঙ্কার ধারণ দন্তধাবন ও কজ্জল সেবন পূর্ব্বাহ্নেই করিবে। অপরাহ্নে কদাচ করিবে না।

দিবামানকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমভাগকে পূর্ব্বাহ্ন মধ্যভাগকে মধ্যাহ্ন শেষ-ভাগকে অপরাহ্ন করিবে।

এস্থলে আর একটু বক্তব্য এই যে দন্তধাবন করিতে হইলে নিষ্ঠীবনাদির সহিত অনেক প্রকার শারীরিক ক্লেদ নির্গত হয়। শারীরিক ক্লেদ নির্গত করাই মুখ প্রক্ষালনের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাতঃকালে শরীর শ্লেষ্মপ্রধান থাকে। ইহার বিশেষ প্রমাণ এই যে মনুষ্যের মৃত্যু প্রায়ই ১০ দণ্ডের মধ্যেই হয়। শ্লেষ্ম বৃদ্ধি না হইলে প্রায় মৃত্যুও হয় না।

প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে কফপিত্তসমীরণাঃ
বর্দ্ধন্তে নৃশরীরেষু নিশায়াঞ্চ তথৈব হি।
বাহ্বটসংহিতা।

দিবসের প্রথমভাগে মধ্যভাগে ও শেষ-ভাগে মনুষ্যের শরীরে শ্লেষ্ম পিত্ত ও বায়ু বৰ্দ্ধিত হয়। রাত্রিতেও এইরূপ জানিবে।

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে প্রাতঃকালে মুখ ধুইলে যেরূপ ক্লেদ নির্গত হয় মধ্যাহ্নে বা সায়াহ্নে মুখ ধুইলে সেরূপ ক্লেদ নির্গত হয় না। ঐ ক্লেদ শরীরে থাকিয়া যায়। তাহাতে অপ-কার ভিন্ন উপকার হয় না। কালত্রয়দর্শী আর্য্য-ঋষিগণ ঐ সমুদায় বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বাহ্নে মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

## তৈলমর্দ্দনবিধি।

অভ্যঙ্গং কারয়েন্নিত্যং সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু পুষ্টিদং।
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥
সার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।
অন্যদ্রব্যযুতং তৈলং ন দুষ্যতি কদাচন॥
অভ্যঙ্গোবাতকফহৃৎ শ্রমশান্তিং বলং সুখং।
নিদ্রাবর্ণ মৃদুত্বায়ুঃ কুরুতে দেহপুষ্টিকৃৎ॥
অভ্যঙ্গঃ শীলিতো মূর্দ্ধি সকলেন্দ্রিয়তর্পণঃ।
দৃষ্টিপুষ্টিকরোহন্তি শিরো ভূমিগতান্ গদান্॥
কেশানাং বহুতাং দার্ঢ্যং মৃদুতাং দীর্ঘতাং তথা।
কৃষ্ণতাং কুরুতে তদ্বৎ শিরসঃ পূর্ণতামপি॥
ভাবপ্রকাশ।

সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তক কর্ণ ও পাদে প্রত্যহ অভ্যঙ্গ (তৈলমর্দ্দন) করিলে শরীর পুষ্ট হয়। তৈলের মধ্যে সার্ষপতৈল, গন্ধতৈল, পুষ্পবাসিততৈল, (ফুলেলতৈল) অথবা অন্যান্য দ্রব্যমিশ্রিত তৈল দোষজনক নহে। (অগ্নি-যোগে অগুরুচন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য হইতে নিষ্কাশিত তৈলকে গন্ধতৈল বলা যায়।) তৈলাভ্যঙ্গদ্বারা কফবাত ও শ্রমের শান্তি হয়। এবং শরীরের বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয়। শরীর দৃঢ় হয়, উহা আয়ুষ্কর সুখজনক ও পুষ্টিবর্দ্ধক। অভ্যঙ্গ মস্তকে শীলিত হইলে সকল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা জন্মে, শরীর পুষ্ট হয়। কেশ সকল দৃঢ়, মৃদু, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। মস্তক পরিপূর্ণ থাকে এবং শিরোগত পীড়ার শান্তি হয়।

স্মৃতিকার দক্ষ এস্থলে বলিয়াছেন—

তুরীয়ে চ তথাভাগে কৃত্বাভ্যঙ্গং সমাহিতঃ।
নিত্যং সমাচরেৎ স্নানং মৌনব্রতপরো নরঃ॥

দিবসের চতুর্থভাগে সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিয়া মৌনব্রতালম্বনপূর্ব্বক প্রত্যহ স্নান করিবে।

দিবসকে আটভাগে বিভক্ত করিলে দিবসের চতুর্থভাগ শব্দে দেড়প্রহরের পর চারিদণ্ড বুঝাইবে।

অতৈলং সার্ষপং তৈলং যতৈলং পুষ্পবাসিতং।
অদুষ্টং পক্বতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেষু নিত্যশঃ॥
ছন্দোগপরিশিষ্ট।

সরিষার তৈল পুষ্পবাসিততৈল পক্বতৈল প্রত্যাহিক অভ্যঙ্গ কার্য্যে দোষাবহ হয় না।

যেমন মাস এই কথা বলিলে 'মাসা চন্দ্রেণমিতঃ কালঃ' এইরূপে চান্দ্রমাসই বুঝায়, সেইরূপ 'তিলস্য ইদং' একরূপে তিলতৈলই বুঝাইয়া থাকে

অতএব রবিবারাদি নিষিদ্ধ দিনে তিলতৈলাভ্যঙ্গই নিষিদ্ধ। জ্যোতিষে উক্ত হইয়াছে।

তৈলস্নানাত্তনয়মরণং দৃশ্যতে সূর্য্যবারে।
ভৌমে মৃর্ত্যুর্ভবতি নিয়তং ভার্গবে বিত্তনাশঃ।

রবিবারে তৈলভ্যঙ্গ করিলে পুত্রমরণ মঙ্গলবারে তৈলমর্দ্দনে মরণ ও শুক্রবারে অভ্যঙ্গ করিলে ধনহানি হয়।

প্রতিক্ষণ পরিণামিনো হি সর্ব্বএব ভাবাসতে চিতিশক্তেঃ। সাংখ্যদর্শন।

চৈতন্য (অর্থাৎ আত্মা) ব্যতীত সমুদায় পদার্থেরই প্রতিক্ষণে পরিণাম অর্থাৎ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

প্রতিপদাদি পঞ্চদশতিথিতে যদি শরীরের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়, যদি একদিনের মধ্যে শরীরে অবস্থা ভিন্ন প্রকার হইতে পারে তাহা হইলে সাতটী বারেও শারীরিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। ঠিক্ বলিতে পারি না, বোধহয় রবিবার মঙ্গলবার ও শুক্রবারে শরীর যে অবস্থাপন্ন হ[য়] তাহাতে তৈল ঘোরতর অপকারী।

বৃদ্ধ জাবাল বলিয়াছেন—

প্রাতঃস্নানে মদ্যলেপ সমং তৈলবিবর্জ্জয়েৎ।

প্রাতঃস্নান সময়ে তৈল মদ্যলেপের সমান অতএব ঐ সময়ে উহা ব্যবহার করিবে না।

তৈল শব্দে যে তিলতৈল বুঝাইবে তাহ[া] পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। তিলতৈল অত্যন্ত শ্লে[ষ্ম] বৃদ্ধিকর। উন্মত্তাবস্থায় তিলতৈল প্রয়োগ[ই] ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত।

প্রাতঃকালে শরীর যে শ্লেষ্মপ্রধান থাকে[,] তাহা দন্তধাবন প্রকরণে বুঝাইয়াছি। একে ত[ো] শরীর শ্লেষ্মপ্রধান তাহাতে আবার কফবৃদ্ধিক[র] তিলতৈল মাখিলে অপকারের সম্ভাবনা।

নদীং গত্বা ততোমূর্দ্ধ্নি জলং কিঞ্চিৎ নিধাপয়েৎ
ছন্দোগপরিশিষ্ট।

নদীতীরে গিয়া প্রথমে মস্তকে কিঞ্চিৎ জ[ল] প্রদান করিবে। মস্তকে শীতল জল সেচ[ন] করিলে শ্লেষ্মারসরক্তাদি উর্দ্ধগত হইতে পারে না। চিকিৎসকেরা বিকারগ্রস্ত রোগীর মস্তকে যে জলপটী বসাইয়া থাকেন তাহার কারণ এই

নাভেরূর্দ্ধং হরেদায়ু রধোনাভেস্তপঃ ক্ষয়ঃ।
নাভেঃ সমজলং কৃত্বা স্নানং তর্পণমাচরেৎ॥
প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব গঙ্গামাহাত্ম্য

নাভির উর্দ্ধজলে স্নান করিলে আয়ুর্হানি নাভির অধোজলে স্নান করিলে তপঃক্ষয় হয়। অতএব নাভির সমান জলে দাঁড়াইয়া স্নান এবং তর্পণ করিবে।

এইরূপ অবস্থায় স্নান সুবিধাদায়ক। তৎপরে সাধারণের প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য স্তুতি এবং নিন্দাবাদ প্রযুক্ত হয়।

ভোজনাৎ পরতঃ স্নানং ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
ছন্দোগপরিশিষ্ট।

ভোজনের পর কদাচ স্নান করিবে না।

স্নানং জ্বরাতিসারে চ নেত্রকর্ণানিলার্ত্তিষু।
আধ্মানপীনসাজীর্ণ ভুক্তবৎসু চ গর্হিতং॥
ভাবপ্রকাশ।

জ্বর, অতীসার, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, বায়ুরোগ, উদরাধ্মান, পীনসরোগ ও অজীর্ণরোগে এবং ভোজনের পর স্নান করা উচিত নহে।

ভোজনের পরে স্নান করিলে যে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাও স্বীকার করেন।

দেড়প্রহরের পর স্নান করিবার কারণ এই যে প্রাতঃকালে শরীর শ্লেষ্মপ্রধান থাকে, অতএব সে সময় কফবর্দ্ধক স্নান উপযুক্ত নয়।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শরীর বাতপ্রধান থাকে বলিয়া সে সময়ে তৈলাদিমর্দ্দন না করিয়া স্নান করিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে উপযোগী নহে।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা বালকদিগকে প্রাতঃকালে কখনই স্নান করিতে দিতেন না, তাহারা বলিতেন যে দেড়প্রহরের মধ্যে স্নান করিলে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বকালে এদেশীয় স্ত্রীলোকেরাও এ বিষয় ভালরূপে জানিতেন।

এদেশে স্নানের পর সন্ধ্যা আহ্নিক করা প্রচলিত আছে। স্নানের অব্যবহিত পরে একদণ্ড পর্য্যন্ত শরীর শ্লেষ্মপ্রধান হয়। ঐ সময় অতিক্রম করিয়া আহারাদি করা কর্ত্তব্য।

স্নানাদূত্তরতো নাড়ী শ্লেষ্মবৃদ্ধিকরী মতা।
চরকসংহিতা।

## ভোজনবিধি।

দক্ষসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চমে চ তথা ভাগে সংবিভাগো যথার্হিতঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে।
সম্বিভাগং ততঃ কৃত্বা গৃহস্থঃ শেষভুক্ ভবেৎ॥

দিবসের পঞ্চমভাগে (অর্থাৎ দুই প্রহরের পর আড়াই প্রহরের মধ্যে) অন্নাদি বিভাগ করিয়া পিতৃলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক এবং কীট প্রভৃতিকে দিয়া গৃহস্থ শেষভাগ ভোজন করিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দশদণ্ডের কুড়িদণ্ড পর্য্যন্ত শরীর পিত্ত প্রধান থাকে। লালা প্রভৃতি পাচকরসের পিত্তরসই পরিপাকক্রিয়া বিষয়ে প্রধান। ঐ সময়ে শরীর পিত্ত প্রধান থাকে বলিয়া উহাই ভোজনকালের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আজ কাল পূর্ব্বাহ্নভোজীর দল ক্রমশই রুগ্ন এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, অনুপযুক্ত সময়ে ভোজন করা তাহার একটী প্রধান কারণ। অপরাপর কারণও অনেক আছে কিন্তু তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

বর্ত্তমানসময়ে আমরা এরূপ অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছি যে বেলা ১০ টার সময় ভাত না পাইলে একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া পড়ি। কিন্তু তাহাতে আমাদের অপকার কি উপকার হয় তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখি না। বিবেচনা করিবার ক্ষমতাও বোধহয় নাই।

দেবল বলিয়াছেন—

ন ভুঞ্জীতা ঘৃতং নিত্যং গৃহস্থো ভোজনদ্বয়ং।
পাবিত্রমথহৃদ্যঞ্চ সর্পিরাহুরঘাবহং॥

গৃহস্থ ঘৃতশূন্য ভোজন করিবে না। দুইবার ভোজন করিবে না। ঘৃত পবিত্র সুস্বাদু ও পাপক্ষয় কারক।

ঘৃতের এক নাম অমৃত। সচরাচর দেখা যায় যে শৃগাল কুক্কুরে দংশন করিলে যদি তাহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃত খাওয়ান যায়, তাহা হইলে ঐ বিষে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয় না। ইহা দেখা গিয়াছে যে যাহাকে জন্মাবধি ঘৃত খাওয়ান যায় বড় গোখুরা

সাপের বিষও তাহার মৃত্যু হয় না। তবে কিছুকাল সে অচৈতন্য থাকে। সাপে কামড়াইবামাত্র ঘৃত খাওয়াইলে কোন উপকার হয় না। কারণ ঘৃত পরিপাক হইয়া রক্তে পরিণত না হইলে কি প্রকারে বিষ বিনষ্ট করিবে। আর্য্য ঋষিগণ এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়াই ঘৃতের এতদূর প্রশংসা করিয়াছেন।

এ দেশে গণ্ডুষ করিবার প্রথা সর্ব্বত্রই প্রচলিত। ইহার কারণ এই যে আড়াইপ্রহরের সময় একেবারে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ তালু হইয়া ভোজন করিতে বসিতে হয়। শুধুমুখে ব্যস্ত হইয়া একগ্রাস ভাত মুখে নিক্ষেপপূর্ব্বক কোঁৎ করিয়া গিলিলে বুকে ধরিয়া বিষম কষ্ট জন্মাইতে পারে। একারণ প্রথমে মুখে একটু জল দিবার ব্যবস্থা আছে।

অনেক শিক্ষিত লোকে বলিয়া থাকেন, যে বেলা দুই প্রহরের সময় কোন স্থান হইতে পরিশ্রম করিয়া শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ তালু হইয়া আসিলাম। কিন্তু তখন পা ধুইতে হইবে। বিশ্রাম করিয়া স্নান করিতে হইবে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে হইবে তবে জল খাইতে পাইব। এ আবার কি বিপদ?

ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে কোন স্থান হইতে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ তালু হইয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল খাইলে পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইতে পারে। বিশ্রামের পর জল খাইলে আর সেরূপ হয় না।

ছন্দোগপরিশিষ্টে উল্লিখিত হইয়াছে—

অপক্বং লবণং ভুক্ত্বা স্থূলবুদ্ধির্ভবেন্নরঃ।

অপক্ব লবণ ভোজন করিলে বুদ্ধি স্থূল হয়।

পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে ক্ষারপদার্থে অম্ল নাশ করে। ইহার উদাহরণ এই যে অতিরিক্ত টক্ তেঁতুলে লবণসংযোগ করিলে তাহার টক্ কমিয়া যায়। অম্লরস পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যকারী। দৈহিক অম্লরসের অল্পতা ঘটিলে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে শরীরে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হওয়াতে রজোগুণের আধিক্যবশতঃ বুদ্ধি স্থূল হইয়া থাকে।

শঙ্খসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

মোহাৎ ভুঞ্জীত যঃ পংক্ত্যা মুচ্ছিষ্টসহভোজনং।
প্রাজাপত্যং চরেৎ বিপ্রঃ ক্ষত্রঃ সান্তপনং চরেৎ॥

যে ব্যক্তি পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া মোহপ্রযুক্তও ভোজন করে সে ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে প্রাজাপত্যব্রত করিবে। ক্ষত্রিয় হইলে সান্তপনব্রত করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

আহার নির্হার বিহারযোগাঃ
সদৈবসদ্ভির্বিজনে বিধেয়াঃ।

ভোজন বিণ্মূত্রোৎসর্গ এবং স্ত্রীসঙ্গ সাধুব্যক্তিরা নির্জ্জনে করিবেন।

তিথিতত্ত্বের আমাবস্যা প্রকরণে লিখিত হইয়াছে—

উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে।
স্নানভোজনকালে চ ষটসু মৌনং সমাচরেৎ॥

বিণ্মূত্রোৎসর্গ স্ত্রীসংসর্গ প্রস্রাব দন্তধাবন স্নানভোজনকালে মৌনাবলম্বন বিধেয়।

সচরাচর দেখা যায় যে প্রবৃত্তিপূর্ব্বক ভোজন করিলে ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হয়। আর অপ্রবৃত্তিপূর্ব্বক ভোজন করিলে তাহা সহজে পরিপাক হয় না। পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে নানাকারণে অপ্রবৃত্তি হইতে পারে। একারণ অন্নাদিতে অপ্রবৃত্তি হইতে পারে। সুতরাং পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন এবং ভোজনকালে কথাবার্ত্তা বলা আর্য্যশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তিক্তান্নং প্রথমং ভোজ্যং মধ্যে ভোজ্যং কষায়কং
অম্লন্তু তৎপরং ভোজ্যং মধুরেণ সমাপয়েৎ ॥
অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাহ্বটসংহিতা।

প্রথমে তিক্ত মধ্যে কষায় (কাল) তদনন্তর অম্লভোজন করিয়া মধুর রসদ্বারা আহার সমাপন করিবে।

শ্বশৃগালাদিভিদৃষ্টং অন্নং পর্য্যুষিতং ত্যজেৎ।
সুশ্রুত-সংহিতা।

শৃগাল কুক্কুরাদি কর্তৃক দৃষ্ট অন্ন এবং পর্য্যুষিত (বাসি) অন্ন পরিত্যাগ করিবে।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ
সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারারাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আয়ুঃ সত্ত্বগুণ বল আরোগ্য সুখ এবং প্রীতির বিবর্দ্ধন রসযুক্ত কোমল স্থির সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু সাত্বিক ব্যক্তিদিগের প্রিয়। কটু অম্ল লবণ অতিশয় উষ্ণ তীক্ষ্ণ (গুরুপাক) রুক্ষ বিদাহি (যাহা খাইলে বুকজ্বালা করে) এবং যাহাদ্বারা দুঃখ শোক এবং পীড়া জন্মায় এরূপ বস্তু সকল রাজসিক ব্যক্তিদিগের প্রিয়। পুরাতন রসশূন্য দুর্গন্ধ পর্য্যুষিত (বাসি) উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র দ্রব্য সকল তামসিক ব্যক্তিদিগের প্রিয়।

আহার্য্য দ্রব্যসম্বন্ধে বাহুল্য খাদ্য গুণ বিচারে বিবৃত করা যাইবে। ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

# গৌতমী, সর্প, কাল ও মৃত্যুসংবাদ।

মানব স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ফলভোগ করে এবং সেই কর্ম্মফল এক জন্মে ভোগ না হইলে জন্মজন্মান্তরে ভোগ হয়, ইহা হিন্দুদিগের একটী মর্জ্জাগত বিশ্বাস। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মই ইহ জন্মে অদৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ জাতিস্মর ভিন্ন উহা কেহ দেখিতে পান না। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্ম কিরূপে ইহজীবনের উপর আধিপত্য করে এবং ইহজন্মার্জ্জিত কর্ম্মদ্বারা কিরূপে ঐ আধিপত্য নষ্ট বা বৃদ্ধি করা যায় তাহা হিন্দু-পত্রিকার ১ম খণ্ডে ৫০ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আগামী কোন এক সংখ্যায় এই বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা আছে। অদ্য এই বিষয়ে মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে গৌতমী সর্পকাল ও মৃত্যুসংবাদ নামে যে উপাখ্যান আছে তাহা পাঠককে উপহার দিলাম। সংস্কৃতশাস্ত্রাদি পাশ্চাত্য আবরণে আসিলেই ভারতবাসীদিগের আদরের জিনিষ হয়। উপরোক্ত উপাখ্যানটীও আর্নল্ড সাহেবের অনুবাদের অনুগ্রহে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনুবাদ যখন এত আদরণীয় হইয়াছে তখন মূল তদপেক্ষা অধিক আদরণীয় হইবে বিবেচনায় মহাভারতের শ্লোকগুলি নিম্নে দিলাম।

পুরাকালে গৌতমী নামে এক ব্রাহ্মণীর একটী মাত্র পুত্র ছিল। সর্পাঘাতে ঐ পুত্রের মৃত্যু হয়। এক ব্যাধ ঐ সর্পকে ধরিয়া আনিয়া গৌতমীর নিকটে উহাকে বধ করিবার অনু

প্রতি প্রার্থনা করে। সর্পকে বধ করিলে পুত্র পাওয়া যাইবে না এবং ক্রোধপ্রদর্শন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে ইত্যাদি বলিয়া গৌতমী সর্প বধ হইতে ব্যাধকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু ব্যাধ তাহাতে সম্মত না হইয়া সর্পবিনাশে কৃত-সঙ্কল্প হইল। তখন সর্পে ও ব্যাধে বালকের মৃত্যুর কারণ কি তদ্বিষয় লইয়া তর্ক হইতে লাগিল। সর্প বলিল যে মৃত্যু তাহাকে প্রেরণ করাতেই সে বালককে বিনাশ করিয়াছে। এই সময়ে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া বলিল যে সে কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সর্পকে প্রেরণ করিয়াছে। সে কিম্বা সর্প কেহই শিশুর বিনাশের কারণ নহে। এই সময়ে কাল উপ-স্থিত হইয়া বলিল—

নহ্যহং নাপ্যয়ং মৃত্যুর্নায়ং লুব্ধকপন্নগঃ।
কিল্বিষী জন্তুমরণে ন বয়ং হি প্রযোজকাঃ॥
অকরোদ্যদয়ং কর্ম্ম তন্নোঽর্জ্জুনকচোদকং।
বিনাশহেতুর্নান্যোঽস্য বধ্যতেয়ং স্বকর্ম্মণা॥
যদনেন কৃতং কর্ম্ম তেনায়ং নিধনং গতঃ।
বিনাশহেতুঃ কর্ম্মাস্য সর্ব্বে কর্ম্ম বশাবয়ং॥
কর্ম্মদায়াদবল্লোকঃ কর্ম্ম সম্বন্ধলক্ষণঃ।
কর্ম্মাণি চোদয়ন্তীহ যথান্যোন্যং তথাবয়ং॥
যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্মমানবঃ প্রতিপদ্যতে॥
যথাচ্ছায়াতপৌ নিত্যং সুসম্বদ্ধৌ নিরন্তরং।
তথা কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ সম্বদ্ধা বাত্মকর্ম্মভিঃ॥
এবং নাহং ন বৈ মৃত্যুর্ন সর্পো ন তথা ভবান্।
ন চেয়ং ব্রাহ্মণী বৃদ্ধা শিশুরে বাত্র কারণম্॥
তস্মিং তথা ব্রুবাণে তু ব্রাহ্মণী গৌতমীনৃপ।
স্বকর্ম্ম প্রত্যয়াংল্লোকান্মত্বার্জ্জুনকমব্রবীৎ॥

গৌতম্যুবাচ।

নৈব কালো ন ভুজগো ন মৃত্যুরিহকারণম্।
স্বকর্ম্মভিরয়ং বালঃ কালেন নিধনং গতঃ॥
ময়া চ তৎকৃতং কর্ম্ম যেনায়ং মে মৃতঃ সুতঃ।
যাতু কালস্তথা মৃত্যুর্মুঞ্চার্জ্জুনকপন্নগম্॥

বঙ্গার্থ। নিষাদ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, আমরা কেহই এই বালক বিনাশ বিষয়ে অপরাধি নহি। উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলত এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতই অকালে কালকবলে নিপতিত হই-য়াছে, অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এবং কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন মনুষ্য কর্ম্ম সমুদায়ের বশীভূত; কর্ম্ম সমুদায়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভ-কার যেমন মৃৎপিণ্ডদ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘট-শরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানু-সারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্মকর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বদ্ধ রহি-য়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী আমাদিগের মধ্যে কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।

কাল এই কথা বলিলে বৃদ্ধা গৌতমী লোক সমুদায়কে কর্ম্মের বশবর্ত্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, অর্জ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম্ম দোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্ম্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন্ এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর।

# আমিত্বের প্রসার।

## চতুর্থ প্রবন্ধ।

### পঞ্চ যজ্ঞ।

অন্যান্য কতকগুলি জীবনের সহিত মনুষ্যজীবনের আপাততঃ যত বিরোধ দৃষ্ট হয়, ফলতঃ তত নহে, ইহা উপলব্ধি করিয়া সকল জীবের প্রতিই করুণাপ্রকাশ শিক্ষা করা উন্নতজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মহাভারতে কোন একস্থানে আছে যে ব্যাঘ্র যেরূপ বনের দ্বারা রক্ষিত, বনও তদ্রূপ ব্যাঘ্রের দ্বারা রক্ষিত। শিংশপা শালপ্রভৃতি যে সমুদায় বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা মানবগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, উহা ব্যাঘ্রাদির সাহায্যেই প্রাপ্ত হয়েন। সুন্দর বনে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু না থাকিলে, মহিষ, মৃগাদি ঐ সমুদায় তরুর শৈশবস্থাতেই উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। ব্যাঘ্রের হিংসাবৃত্তিহেতু উহাদিগের ভক্ষক মৃগাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে না পারায়, মানব বনের মূল্যবানতরু প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে আলোচনা করিয়া থাকিলে দৃষ্ট হইবে যে ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশলে বিশ্বে বিরোধমাত্র নাই; যাহা দৃষ্ট হয় তাহা মানবের অজ্ঞানবশতঃ। ঋষিগণ বিশ্বের মূলতত্ত্ব অবগত হইয়াই সর্ব্বজীবে করুণা প্রকাশ করা মানবের যে কর্ত্তব্য ও স্বার্থ তাহা বোধগম্য করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই প্রত্যহ ভূতযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পিতৃযজ্ঞের নাম তর্পণ। তর্পণে কিরূপে আমিত্বের প্রসার হয়, তাহা পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। মানবের আত্মা যতই প্রশস্ত হয়, ততই মানব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একসূত্রে গ্রথিত দেখে। ব্যাস-বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আদি মহাপুরুষগণ কবে শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আমি এইক্ষণ তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও গবেষণার ফলভোগ করিতেছি। আমার হৃদয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ না হইলে আমি তাঁহাদিগকে ভুলিয়া যাইতে পারি না, আমি নিতান্ত পাষণ্ড না হইলে তাহাদের পরোপকার বৃত্তি স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতি অচলা ভক্তিরসে আবিষ্ট না হইয়া পারি না, তাহাদের চরণপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া থাকিতে পারি না। আমিত্বের প্রসারের জন্য পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি হৃদয়পটে সমুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করা অতীব প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বপুরুষগণ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে ইহসংসারে পুনঃ পুনঃ আগমন করিতেছেন। তাহারা যে তোমার প্রদত্ত জলাঞ্জলি পান করেন না, ইহা অতি জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারে, সুতরাং ঋষিগণ যে তাহা বুঝিতেন না ইহা সিদ্ধান্ত করা স্বীয় মূর্খতার পরিচয় প্রদান করা মাত্র। নাস্তিক দার্শনিক চার্ব্বাক পিণ্ডতর্পণাদির বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা যে স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়াও ঋষিদিগের বুদ্ধির অগম্য ছিল, ইহা সিদ্ধান্ত করা কতদূর সঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান পাঠককে বলা অনাবশ্যক। কে না জানে যে তোমার স্থূলদেহ থাকাতেও কোন দূরপ্রদেশস্থিত খাদ্যদ্রব্য তুমি যখন গ্রহণ করিতে পার না, তখন স্থূলদেহবিহীন পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ তোমার প্রদত্ত জল বা পিণ্ডগ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বপুরুষগণ জলপিণ্ড

গ্রহণ না করিলেও উহা প্রদান করা অত্যাবশ্যক।

এইক্ষণ দেখা যাউক তর্পণ কি? দেব, ঋষি, পিতৃদিগের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দানদ্বারা তৃপ্তিসম্পাদনকে তর্পণ বলে। আলোচ্য বিষয়ে কেবল পিতৃতর্পণের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের উদ্দেশ্যেই তর্পণের বিধি শাস্ত্রে আছে।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বে পিতরো মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥

পিতৃতর্পণদ্বারা পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি দেখানের ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশবিশেষে ভক্তিপ্রদর্শনের বিভিন্ন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। শেক্ষপীর, বার্ণস প্রভৃতি কবিদিগের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ তাহাদের স্বদেশবাসীরা এনিভারসারি বা বৎসরান্তে সভা করিয়া তাহাদের গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশে তদনুকরণে রামমোহন রায়, হেয়ার সাহেব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের এনিভারসারি প্রথা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতে স্বীয় স্বীয় পিতৃপুরুষ এবং দেব, ঋষি ও মহাত্মা মানবদিগের প্রতি প্রত্যহ ভক্তি দেখানের ব্যবস্থাও হইয়াছে। মহজ্জীবনের অপূর্ব্বকাহিনী সমুদায় দিনের মধ্যে একবার মাত্রও হৃদয়ে উদয় হইলে, পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি দিনের মধ্যে একবার কৃতজ্ঞ হইতে পারিলেও যে হৃদয়ের মলিনতা দূর হয়, উহার ক্ষুদ্রত্ব দূরীভূত হইয়া যায়, তাহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারেন? পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদের স্বীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীন হইয়া কেবল তোমার ভোগের জন্য কতশত তালবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। হে মানব! তুমিও স্বীয় স্বার্থে মুগ্ধ না হইয়া, কেবল অলাবু আদি আশুফলপ্রদ লতা রোপণ না করিয়া, ভবিষ্যৎ বংশাবলীর উপকারার্থে তালবৃক্ষাদিও রোপণ কর। তোমার দৃষ্টি কেবল বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ করিও না, পূর্ব্বপুরুষদিগের কার্য্যকলাপও স্মরণ কর, তাহাহইলে তোমার সঙ্কীর্ণ "আমি" প্রশস্ততা লাভ করিয়া তোমার পুত্রপৌত্রের জন্য তালবৃক্ষাদি রোপণ করিতে অতুল আনন্দ সম্ভোগ করিবে। দেবতা ঋষিদিগের পরোপকারবৃত্তি প্রত্যহ স্মরণ কর, তুমিও তাহাদের ন্যায় আমিত্বের সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে পারিবে। তুমি যে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, উহা তাহারা পান করিবেন না সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রতি ভক্তিমান হওয়াতে, তাহাদের বিশুদ্ধ চরিত্র চিন্তা করাতে, তাহাদের বিশ্বজনীন প্রেম আলোচনা করাতে, তুমি নিজে অভ্যুদয়ভাগী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি যে তোমার প্রিয়তম বন্ধুদিগকে দূরদেশ হইতে প্রীতিসূচক উপহার প্রদান করিয়া থাক, উহা কি তোমার বন্ধুর আর্থিক সাহায্য হেতুকর, তোমার বন্ধু কোন উপকার পাইবেন তজ্জন্য কর, না তোমার বন্ধুর প্রতি আন্তরিক প্রীতি-শ্রদ্ধা হেতুকর? পিতৃগণের এবং ঋষিগণের সম্বন্ধেও ঐ কথা। তাহাদের প্রতি যদি তোমার আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, তাহাদের কার্য্যকলাপ যদি তোমার জীবনের আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহাহইলে তুমি ভক্তি শ্রদ্ধা না দেখাইয়া পার না, দেশভেদে আচারভেদে চাই উহা তর্পণের আকারই ধারণ করুক্, চাই উহা anniversary বা commemoration meetingই হউক। একই উদ্দেশ্য বিবিধ উপায়দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু প্রচলিত বিধি কোনরূপ অনিষ্টদায়ক না হইলে, উহা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই।

পৈতৃক পুষ্করিণীতে পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও নূতন পুষ্করিণী খনন অনাবশ্যক। ভারতে জলাঞ্জলিদ্বারাই প্রত্যহ দেব, ঋষি, মানব ও পিতৃগণের প্রতি ভক্তি দেখানের ব্যবস্থা হইয়াছে, উহার কোন দোষ দৃষ্ট হয় নাই। উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। দৈনিক ভক্তি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের সহিত বৎসরান্তে মহাপুরুষদিগের চরিত্র কীর্ত্তন ব্যবস্থাও অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে। জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতির ব্যবস্থার মূলমন্ত্র একই। মহাপুরুষদিগের উন্নত জীবন স্বীয় জীবনের সহিত সম্মিলিত করাই তর্পণের উদ্দেশ্য। ঐ দেখ মহাত্মা দ্বৈপায়নের একটি আদর্শ মহজ্জীবন, মধ্যাহ্ন তপনসম সমুজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় শান্তনুতনয়কে ঋষিগণ তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তোমার তর্পণের পাত্র করিয়াছেন।

ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদীজিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥

ঐ দেখ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি চিন্তা করিয়া তুমি পাপ বিমুক্ত হইয়া স্বীয় জীবন উন্নত করিতে পারিবে বলিয়া ঋষিগণ ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে তোমার দৈনিক তর্পণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অনাহ্নিকস্তু যদ্ভুক্তং পাপাদ্ যচ্চ প্রতিগ্রহম্।
দুষ্কৃতং যচ্চ মে কিঞ্চিদ্বাত্মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ॥
পুনাতু মে তদিন্দ্রস্তু বরুণঃ স বৃহস্পতিঃ।
সবিতা চ ভগশ্চৈব মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ॥

ঐ দেখ বিশ্বস্থ সমুদায় পদার্থের সহিত বিরোধ ধ্বংস করিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি সংস্থাপনপূর্ব্বক তোমার আমিত্বের প্রসারের জন্য ঋষিগণ সর্ব্বভূতের তর্পণ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং।
দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ॥
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্ভকাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ॥
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চয়ে।
তেষামপ্যানায়িতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের সহিত তুমি মিত্রতা সংস্থাপন কর, আমিত্বের সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলের মঙ্গল চিন্তা কর, সর্ব্বভূতে আত্মা দৃষ্টি কর, এই তর্পণের মূলমন্ত্র।

ওং ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাং সস্তনুভিঃ
ব্যশেমদেবহিতং যদায়ুঃ॥

এই তর্পণের মূলমন্ত্র। যাহারা তর্পণের এই মূলমন্ত্র চিন্তায় ও কার্য্যে বিস্মৃত হইয়া কেবল জলাঞ্জলি প্রদান করেন, তাহাদের জলাঞ্জলি জলাঞ্জলিমাত্রে পরিণত হয়।

রাজর্ষি জনকের সভায় বিদগ্ধ ঋষি মহর্ষি জনককে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, দেবতা কয়টি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ৩৩০৬ তিন সহস্র তিন শত ছয়টি? বিদগ্ধ দেবতা কয়টি বলিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তেত্রিশটি। ঐপ্রকার পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলে বলিলেন ছয়টি। ঐরূপ, তিন, দুই, অধ্যর্দ্ধ, এক বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য দেবতার সংখ্যা বলিলেন। কারণাত্মক পরব্রহ্ম যখন কার্য্যাত্মক বিশ্বে পরিণত হন, তখন তাহার বহুবিধ শক্তি দৃষ্ট হয়। এই জগতে, সৃজন, পালন ও সংহার শক্তির কার্য্য আমরা প্রত্যহই উপলব্ধি করিতেছি। এই ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত অপর কতকগুলি শক্তি, তাহাদের অন্তর্গত অপর কতকগুলি শক্তি, এইরূপ বিশ্বে অনন্তশক্তির কার্য্য দেখিয়া থাকি। সমষ্টি ভাবে দেখিলে একই শক্তিদ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি হইবে,

ব্যষ্টিভাবে দেখিলে ঐ একস্থলে অনন্তশক্তি দৃষ্ট হইবে। ভক্ত অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তোমাকে কিরূপে পূজা করিব, তুমি যে সকল শক্তিদ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই সমুদায় শক্তি বা বিভূতি আমাকে বল। ভগবান্ বলিলেন যে আমার শক্তির ইয়ত্তা নাই, তবে আমি তোমাকে প্রধান প্রধান কয়েকটী বলিতেছি :—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রানামহং শশী॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মিবাসবঃ।
ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মিচেতনা॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মিসাগরঃ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকাক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বথঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমাশ্বানাং বিদ্ধিমামমৃতোদ্ভবন্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামহমস্মিকামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মিকন্দর্পঃ সর্পনামস্মিবাসুকিঃ॥
অনন্তশ্চাস্মিনাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমাচাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মিদৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগানাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাপি স্রোতসামস্মিজাহ্নবী॥
সর্গানামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মিদ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক চ নারীণাং স্মৃতির্মেধাধৃতিঃ ক্ষমা॥
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ॥
দ্যূতং ছলযতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্যং সত্যবতামহম্॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥
দণ্ডোদময়তামাস্মি নীতিরস্মিজিগীষিণাম্।
মৌনং চৈবাস্মিগুহ্যনাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥

যে যে প্রধান শক্তিদ্বারা ভগবান চিন্তনীয় তাহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ;—

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
নতদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়াভূতং চরাচরম্॥
নান্তোঽস্তি মমদিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপঃ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমি ভূতসমূহের বীজ, এমন চরাচর কোন পদার্থ নাই, যাহা আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, সেই বিস্তর বিভূতি আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

বিশ্ব ঐশীশক্তিদ্বারা চালিত, ঐ ঐশীশক্তি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলেই বহু দৃষ্ট হয়, আর পৃথক্ করিয়া না দেখিলে উহা একই দৃষ্ট হয়। মানবদিগের মধ্যে ঐশীশক্তির আধিক্য থাকিলে, তাহারা দেব, ঋষি বা অবতার বাচ্য হইয়া থাকেন। প্রত্যহ এই ঐশীশক্তির চিন্তনাবশ্যক, এই ঐশীশক্তি বা দৈবশক্তি বিশ্বের মঙ্গলেই নিয়োজিত রহিয়াছে। উপাসকের ক্ষুদ্রশক্তিও ঐশীশক্তিতে বিরোধ না

থাকে, স্বোপাধিক "আমি" ক্রমে নির্গুণ "আমিতে" পরিণত হইতে পারে, এইজন্য ঐশীশক্তির প্রত্যহ চিন্তনাবশ্যক।

ভক্ত কবিকালিদাস ঐ মহাশক্তির এইরূপ চিন্তন করিয়াছিলেন :—

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী। যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্যবিশ্বম্। যামাহুঃ সর্ব্ববীজ প্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ। প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

একই ঐশীশক্তি বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া বিশ্বের হিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য পৃথিবী, আকাশ, অনল, অনিল, সলিল ইত্যাদি সকলেই ঐশীশক্তি, দেবতা; সকলেই জগতের হিতে নিয়োজিত রহিয়াছে। ঐ সমুদায় শক্তির বিশ্বোপকারকবৃত্তি চিন্তা কর, তাহাদের ন্যায় জগতের উপকার করিতে শিক্ষা কর। ঘৃতরূপ স্বীয় ক্ষুদ্র "আমি"ত্ব ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে (ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি) ভস্মসাৎ কর, তবেই তোমার প্রকৃত হোম হইবে। ঘৃত যেরূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ আমিত্ব ঐশীশক্তির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইলে, আত্মা বিশুদ্ধতা লাভ করে। সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

যখন "আমি"র মলিনত্ব দূর হইল, তখন—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

প্রকৃত হোম যে আত্মসংযম করা, স্বার্থকে আহুতি প্রদান করা তাহা সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। গীতায় দৃষ্ট হয় :—

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিযাণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥

অর্থাৎ কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে আর কেহ কেহ শব্দাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ সকলকে জ্ঞানপ্রজ্জলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন।

হে পাঠক! বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতিকে জড় বলিয়া উপেক্ষা করিও না, উহারা সকলেই কারণাত্মক পরব্রহ্মের স্বোপাধিক কার্য্যাত্মক বিভিন্ন শক্তি। ঐ সমুদায় শক্তি যেরূপ তোমার বাহিরে আছে, সেইরূপ তোমার শরীরের মধ্যেও আছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বৃহস্পতি প্রভৃতি তোমার হস্ত, মন, ত্বক্, জিহ্বা, বুদ্ধি আদির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তোমার ক্ষুদ্র শক্তিসমূহ ঐ সমুদায় শক্তির সহিত মিলিত করিতে পারিলে তুমি কৃতার্থ হইবে। অঙ্গিরা ঋষি প্রবর্ত্তিত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের প্রতিনিধিস্বরূপ বিশুদ্ধ পাবক সমক্ষে সেই পরব্রহ্মের বিশ্বহিতকরী ভিন্ন ভিন্ন শক্তি চিন্তা করিয়া স্বার্থকে আহুতি প্রদান করিয়া ঐ সমুদায় শক্তির ন্যায় বিশ্বের হিতে নিযুক্ত হইয়া আমিত্বের প্রসার কর। ইহাকেই যথার্থ হোম বলে। নিন্দাশ্রুতি ও প্রশংসাশ্রুতি নিম্নাধিকারী মনুষ্যকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উহা তর্পণাদি সম্বন্ধেও অনেক দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।

# স্কম্ভস্তোত্র।

## অথর্ব্ববেদ।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীং পরমিব জনাবিদুঃ।
উতে সন্মন্যন্তেঽবরে যে তে শাখামুপাসতে॥

পদপাঠঃ। অসৎ। শাখাং। প্রতিষ্ঠন্তিং। পরং। ইব। জনা। বিদুঃ। উত। উ। সৎ। মন্যন্তে। অবরে। যে। তে। শাখাং। উপাসতে।

তত্ত্বজ্ঞানবিহীন নিম্নাধিকারী ব্যক্তিরা তোমার প্রকাশমান অসৎ, অনিত্য অর্থাৎ কার্য্যাত্মকশাখাকেই শ্রেষ্ঠ ও নিত্যজ্ঞান করে ও তাহারই উপাসনা করে।

(১) যত্রাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সমাহিতাঃ।
ভূতং চ যত্র ভব্যং চ সর্ব্বে লোকাপ্রতিষ্ঠিতা
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥ ২২॥

পদপাঠঃ। যত্র। আদিত্যাঃ। চ। রুদ্রাঃ। চ। বসবঃ। চ। সমাহিতাঃ। ভূতং। চ। যত্র। ভব্যং। চ। সর্ব্বে। লোকা। প্রতিষ্ঠিতা।

যাহাতে আদিত্য, রুদ্র ও বসু সকল, ভূত ও ভবিষ্যৎ এবং লোক সমুদায় অধিষ্ঠিত আছে সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

(২) যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা নিধিং রক্ষন্তি সর্ব্বদা।
নিধিং তমদ্য কো বেদ যং দেবা অভিরক্ষয়॥২৩

পদপাঠঃ। যস্য। ত্রয়স্ত্রিংশৎ। দেবাঃ। নিধিং রক্ষন্তি। সর্ব্বদা। নিধিং। তং। অদ্য। কঃ। বেদ। যং। দেবা। অভিরক্ষয়।

তেত্রিশ সংখ্যক দেবতারা স্কম্ভের নিধি রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ স্কম্ভের শক্তির প্রকাশক। হে দেবগণ! তোমরা যে নিধি রক্ষা করিয়া থাক, তাহার গূঢ়মর্ম্ম এইক্ষণ কে জানে?

যত্র দেবা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মজ্যেষ্ঠমুপাসতে।
যো বৈ তান্ বিদ্যাৎ প্রত্যক্ষং স ব্রহ্মবেদিতা স্যাৎ॥ ২৪॥

পদপাঠঃ। যত্র। দেবাঃ। ব্রহ্মবিদঃ। ব্রহ্ম। জ্যেষ্ঠম্। উপাসতে। যঃ। বৈ। তান্। বিদ্যাৎ। প্রত্যক্ষং। স। ব্রহ্ম বেদিতা। স্যাৎ।

ব্রহ্মবিৎ দেবতারা স্কম্ভে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যে মানব ঐ দেবতাদিগের তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী।

বৃহন্তো নাম তে দেবা যেঽসতঃ পরিজজ্ঞিরে। একং তদঙ্গং স্কম্ভস্যাসদাহুঃ পরো জনাঃ॥ ২৫॥

পদপাঠঃ। বৃহন্তঃ। নাম। তে। দেবাঃ। যে। অসতঃ। পরিজজ্ঞিরে। একং। তৎ। অঙ্গং। স্কম্ভস্য। অসৎ। আহুঃ। পরঃ। জনাঃ।

স্কম্ভের অসৎ অংশ অর্থাৎ কার্য্যাত্মক অংশ হইতে প্রধান প্রধান দেবতারা উৎপন্ন হইয়াছেন। মনুষ্যেরা স্কম্ভের সেই অসৎ অঙ্গকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করে (কারণাত্মক ব্রহ্ম সৎ

---

(১) (২) অগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং। চাদিত্যশ্চ দৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং সর্ব্বং হিতমিতি তস্মাদ্বসব ইতি।

দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকদশস্তে যদা স্মাচ্ছরীরা মর্ত্ত্যাদুৎক্রামান্ত্যথ রোদয়ন্তি তদ্যদ্রোদয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রা ইতি।

দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈব আদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বমাদদানা যান্তি তে যদিদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি।

অষ্টৌ বসবঃ একাদশরুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশ দিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।

বা নিত্য, কার্য্যাত্মক অসৎ বা অনিত্য, দেবাদি সকলেই এই অসৎ অংশ হইতে উৎপন্ন, অজ্ঞান-বশতঃ মানব এই অসৎ অংশ ব্যতীত, সৎ অংশের বিষয় অবগত নহে।)

যত্র স্কম্ভঃ প্রজনয়ন্ পুরাণং ব্যবর্ত্তয়ৎ।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্য পুরাণমনুসং বিদুঃ॥ ২৬॥

পদপাঠঃ। যত্র। স্কম্ভঃ। প্রজনয়ন্। পুরাণং। ব্যবর্ত্তয়ৎ। একং। তৎ। অঙ্গং। স্কম্ভস্য। পুরাণন্। অনুসং বিদুঃ।

বিবর্ত্তনদ্বারা (এই স্থলে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ স্মরণ করুন্) স্কম্ভ যে পুরাণ অর্থাৎ বিরাটপুরুষকে সৃজন করিয়াছিলেন, মনুষ্যেরা তাহাকেই স্কম্ভের প্রধান অঙ্গ বলিয়া থাকে। (পূর্ব্ব শ্লোকের যে ভাব এই শ্লোকেও তাহাই।)

যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে গাত্রা বিভেজিরে। তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥ ২৭॥

পদপাঠঃ। যস্য। ত্রয়স্ত্রিংশৎ। দেবাঃ। অঙ্গে। গাত্রা। বিভেজিরে। তান্। বৈ। ত্রয়স্ত্রিংশৎ। দেবান্। একে। ব্রহ্মবিদঃ। বিদুঃ।

সেই বিরাটপুরুষের অঙ্গই তেত্রিশ দেবতাদিগের স্বীয় স্বীয় অঙ্গ হইয়াছিল। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরাই এই তেত্রিশ দেবতার মূলতত্ত্ব অবগত আছেন।

হিরণ্যগর্ভং পরমনত্যুদ্যং জনাবিদুঃ।
স্কম্ভস্তদগ্রে প্রাসিঞ্চদ্ধিরণ্যং লোকে অন্তরা॥২৮॥

পদপাঠঃ। হিরণ্যগর্ভং। পরমম্। অনত্যুদ্যং। জনাঃ। বিদুঃ। স্কম্ভঃ। তৎ। অগ্রে। প্রাসিঞ্চৎ। হিরণ্যং। লোকে। অন্তরা।

মনুষ্যেরা হিরণ্যগর্ভ পুরুষকেই পরম ও অবিনশ্বর বলিয়া জানে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। স্কম্ভে যে হিরণ্য অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক্ বীজ সিঞ্চন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ উৎপন্ন হয়েন। (হিন্দু-পত্রিকা প্রথম খণ্ড, প্রথম বর্ষ ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

স্কম্ভেলোকা স্কম্ভে তপস্কম্ভেঽধ্যৃতমাহিতম্।
স্কম্ভং ত্বাবেদ প্রত্যক্ষমিন্দ্রে সর্ব্বং সমাহিতম্॥২৯॥

পদপাঠঃ। স্কম্ভে। লোকাঃ। স্কম্ভে। তপঃ। স্কম্ভে। অধি। ঋতম্। আহিতম্। স্কম্ভং। ত্বা। বেদ। প্রত্যক্ষম্। ইন্দ্রে। সর্ব্ব। সমাহিতম্।

পৃথিব্যাদি লোকসমূহ, তপ, যজ্ঞ সমুদায়ই স্কম্ভে রহিয়াছে। হে স্কম্ভ! আমি প্রত্যক্ষ জানি তুমি ইন্দ্রে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ। (ঐন্দ্রী কোন শক্তির আরাধনার সময় উহাতেই সমগ্র শক্তি দৃষ্ট হয়।)

ইন্দ্রে লোকা ইন্দ্রে তপ ইন্দ্রেঽধ্যৃতমাহিতম্। ইন্দ্রং ত্বা বেদপ্রত্যক্ষং স্কম্ভে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৩০॥

পদপাঠঃ। ইন্দ্রে। লোকাঃ। ইন্দ্রে। তপঃ ইন্দ্রে। অধি। ঋতম্। আহিতম্। ইন্দ্রং। ত্বা। বেদ। প্রত্যক্ষং। স্কম্ভে। সর্ব্ব। প্রতিষ্ঠিতম্।

পৃথিব্যাদি লোকসমূহ তপ যজ্ঞ সমুদায়ই ইন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে ইন্দ্র! আমি প্রত্যক্ষ জানি তুমি স্কম্ভে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ। (পাছে, কারণাত্মক ও কার্য্যাত্মক ব্রহ্মে ভ্রম হয়, তাই ইন্দ্রস্কম্ভের অংশ তাহা পুনর্ব্বার বলা হইল।)

নাম নাম্না জোহবীতি পুরা সূর্য্যাৎ পুরোষসঃ। যদজঃ প্রথমং সংবভূবসহ তৎস্বরাজ্যমিয়ায় যস্মান্নান্যৎ পরমস্তিভূতম্॥ ৩১॥

পদপাঠঃ। নাম। নাম্না। জোহবীতি পুরাঃ। সূর্য্যাৎ। পুরা। উষসঃ। যৎ। অজঃ প্রথমং। সংবভূব। স। হ। তৎ। স্বরাজ্যম্ ইয়ায়। যস্মাৎ। ন। অন্যৎ। পরম্। অস্তি ভূতম্।

উপাসক সূর্য্যের সমক্ষে বা উষার সমক্ষে সেই স্কম্ভেরই স্মরণ করেন, যদিচ বাহত

ইন্দ্রাদির নাম ব্যবহার করেন। সেই অজ যখন কার্য্যাত্মকরূপে প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিলেন, তখন তিনি যে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে আর কোন সৃষ্টপদার্থ উপরে যাইতে পারে নাই।

যস্য ভূমিঃ প্রমান্তরিক্ষমুতোদরম্। দিবং যশ্চক্রে মূর্ধানং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥৩২॥

পদপাঠঃ। যস্য। ভূমিঃ। প্রমা। অন্তরিক্ষম্। উত। উদরম্। দিবং। যঃ। চক্রে। মূর্ধানং। তস্মৈ। জ্যেষ্ঠায়। ব্রহ্মণে। নমঃ॥

ভূমি যাহার প্রমা, অন্তরিক্ষ যাহার উদর, আকাশ যাহার মস্তক, এরূপ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

যস্য সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পুনর্ণব। অগ্নিং যশ্চক্র আস্যং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৩৩॥

পদপাঠঃ। যস্য। সূর্য্যঃ। চক্ষুঃ। চন্দ্রমাঃ। চ। পুনর্ণব। অগ্নিং। যঃ। চক্রে। আস্যং। তস্মৈ। জ্যেষ্ঠায়। ব্রাহ্মণে। নমঃ॥

সূর্য্য এবং পুনর্ণব (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নূতন হইতেছেন) চন্দ্রমা যাহার চক্ষু, অগ্নি যাহার মুখস্বরূপ, এরূপ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

যস্য বাতঃ প্রাণাপানৌ চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন। দিশো যশ্চক্রে প্রজ্ঞানীস্তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৩৪॥

পদপাঠঃ। যস্য। বাতঃ। প্রাণাপানৌ। চক্ষুঃ। অঙ্গিরসঃ। অভবন। দিশঃ। যঃ। চক্রে। প্রজ্ঞানীঃ। তস্মৈ। জ্যেষ্ঠায়। ব্রহ্মণে। নমঃ।

বায়ু যাহার প্রাণাপানবায়ু, অঙ্গিরস যাহার চক্ষু, দিক্‌সমূহ যাহার ইন্দ্রিয় এরূপ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

স্কম্ভোদাধার দ্যাবা পৃথিবী উভে ইমে স্কম্ভোদাধার উর্ব্ব অন্তরিক্ষম্। স্কম্ভোদাধার প্রদিশঃ ষড়ুর্ব্বী স্কম্ভ ইদং বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ॥ ৩৫॥

পদপাঠঃ। স্কম্ভঃ। দাধার। দ্যাবা পৃথিবী। উভে। ইমে। স্কম্ভঃ। দাধার। উর্ব্ব। অন্তরিক্ষম্। স্কম্ভঃ। দাধার। প্রদিশঃ। ষড়্। উর্ব্বী। স্কম্ভ। ইদং। বিশ্বং। ভুবনং। আবিবেশ।

স্কম্ভ এই পৃথিবী ও দ্যুলোক ধারণ করিয়াছেন, স্কম্ভ এই বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ ধারণ করিয়াছেন, স্কম্ভ এই বিস্তীর্ণ ষড়্‌দিক্ ধারণ করিয়াছেন, স্কম্ভ এই বিশ্বভুবন প্রবেশ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ—

---

# পঞ্চদশী।

(পূর্ব্বপ্রবন্ধ ৪৬ পৃষ্ঠার পর।)

চিদানন্দময়ব্রহ্ম প্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥১৫॥
সত্ত্বশুদ্ধ্যাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বোবশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর॥১৬॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্য স্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণ শরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥১৭
তমপ্রধানপ্রকৃতে স্তদ্ভোগায়েশ্বরে জ্ঞয়া।
বিয়ৎ পবন তেজোঽম্বু ভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে॥১৮॥

অনুবাদ। ১৫। চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্তা এবং সত্ব রজ ও তমগুণবিশিষ্টা প্রকৃতি দ্বিবিধা। ১৬। সত্বগুণের বিশুদ্ধতা এবং অবিশুদ্ধতা অনুসারে মায়া ও অবিদ্যা নামে অভিহিতা হইয়া থাকে, ঐ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মায়াকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। ১৭। আর অবিদ্যার বশীভূত প্রতিবিম্ব বৈচিত্র্যহেতু অনেক প্রকার, ঐ অবিদ্যাই কারণ শরীর এবং তত্রাভিমানী চিদ্বিম্বই প্রাজ্ঞ। ১৮। ঐ প্রাজ্ঞের ভোগের নিমিত্ত

ঈশ্বরাজ্ঞায় তম প্রধানা প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানানন্দময় আত্মার প্রতিবন্ধকের হেতুই অবিদ্যা এবং উহার মূল কারণ (অর্থাৎ কারণের কারণ) অব্যক্ত মূল। প্রকৃতি ঐ অব্যক্ত মূল। প্রকৃতি সত্ত্ব রজ ও তমগুণের বীজস্বরূপ। সৃষ্টিকালে চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমন্বিতা ত্রিগুণা প্রকৃতির বিকাশ হইলে ঐ প্রকৃতি সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধতা অবিশুদ্ধতাহেতু দ্বিবিধা হন। ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতির নাম মায়া ও অবিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। ঐ মায়াস্থ চিদ্বিম্ব মায়াকে বশীভূত করিয়া মায়ায় সাহায্যে সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করায় ঐ চিদ্বিম্বই সর্ব্বত্র ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। এবং অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব অবিদ্যার বশতাপন্ন হওয়ায় দেব, মানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নানা উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা নামে খ্যাত হন। যথা দৈবাত্মা, মানবাত্মা, পাশবাত্মা ইত্যাদি। ঐ অবিদ্যাই জীবের কারণ শরীর। সেই কারণ শরীর অভিমানী চৈতন্য প্রাজ্ঞ-নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ প্রাজ্ঞের ভোগের নিমিত্ত ঈশ্বরের আজ্ঞায় তম প্রধান প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি এই পঞ্চভূতের বিকাশ হয়। দৃষ্টান্ত যথা—

আলোক ব্যতীত এক স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণই হউক বা বিসদৃশ বহুরূপ অস্বচ্ছ, নীল, লোহিত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণই হউক কোন বর্ণেরই বিকাশ হয় না। কিন্তু শুভ্রবর্ণের নির্ম্মল স্বচ্ছ স্ফটিকা-বরিত আলোকের শুভ্র জ্যোতিঃ বা প্রতি-বিম্বের যেরূপ বিকাশ হয়, অস্বচ্ছ, কৃষ্ণ, নীল ও লোহিতবর্ণের আবরিত আলোকের সেরূপ শুভ্র জ্যোতির বিকাশ হয় না। ঐ শুভ্র স্বচ্ছ স্ফটিক বা কাচ, আলোর আবরণ হইলেও উহার মধ্য হইতে জ্যোতিঃ বা উজ্জ্বলতার বিকাশের প্রতি বন্ধক হয় না। বরং ঐ শুভ্র নির্ম্মল স্বচ্ছ কাচ পাত্রের মধ্যস্থ আলোকবিম্ব বাহিরে অধিক-তর উজ্জ্বল হয়। অর্থাৎ ঐ আলো, শুভ্র নির্ম্মল স্বচ্ছ কাচ মধ্যে আবরিত না হইয় অনাবরিত থাকিলে যেরূপ উজ্জ্বলভাবে বিকাশিত হইত, ঐ শুভ্র নির্ম্মল স্বচ্ছ স্ফটিক বা কাচাবরিত আলো সেইরূপ উজ্জ্বলভাবে বিকা-শিত হয়। অতএব উক্ত শুভ্র স্বচ্ছ নির্ম্মল স্ফটিক বা কাচের আচ্ছাদন উক্ত আলোর সম্পূর্ণ অনু-গত ও অধীন উহা আলোর আবরক নহে বরং বিকাশক। ঐ শুভ্র নির্ম্মল স্ফটিক বা কাচাচ্ছাদনের মধ্য হইতে আলোর শুভ্র জ্যোতির বিকাশ হয়। পক্ষান্তরে পীত, নীল বা কৃষ্ণবর্ণের কলঙ্কযুক্ত মলিন কাচপাত্রাবরিত শুভ্র আলোকের প্রতিবিম্ব বাহিরে ঐ নীল, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত হইয়া মলিনভাবে বিকাশিত হয়। মৃৎপাত্রাবরিত (অর্থাৎ হাঁড়ির আবরণের মধ্যে) আলোকের আদৌ বিকাশ হয় না। অতএব উক্ত আলোক মলিন নীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের আচ্ছাদনের সম্পূর্ণ অধীন তাহাদের বর্ণানুযায়ী আলোকের বর্ণের বিকাশ হয় এবং তাহাদের অল্প স্বচ্ছতার ও গাঢ় অস্বচ্ছতার পরিমাণানুযায়ী আলোকের মলিনভাবে বিকাশ বা অবিকাশ হয়। এস্থলে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত নির্ম্মল স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণের নির্ম্মল স্ফটিক বা কাচপাত্র ও মলিন সত্ত্বগুণের সহিত নীল, লোহিত বা কৃষ্ণবর্ণের মলিন কাচপাত্র তুলনীয়, এবং তমগুণের সহিত মৃত-পাত্র তুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ শুভ্র স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় স্ফটিকের বা কাচপাত্রের ন্যায় এবং রজ তমগুণ—যথাক্রমে রক্তবর্ণ দ্রববারি ও কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার ন্যায়ই ঐ দ্রবীভূত রক্তবর্ণের

সহিত কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকা বা ধূলিকণা স্ফটিক-বা কাচপাত্রের গাত্রে রঞ্জিত ও সংমিশ্রিত হইলে উহা অস্বচ্ছ ও মলিন হয় এবং ঐ রঞ্জিত মলিন পাত্রাবরিত আলোকজ্যোতি ও বিভিন্ন বর্ণে মলিন বিকাশ হয়, অতএব ঐ মলিন সত্বগুণের সহিত ঐ রক্ত কৃষ্ণরঞ্জিত বা সংমিশ্রিত মলিন আলোকাধার তুলনীয়, ঐ বিভিন্ন বর্ণের প্রতিবিম্বই ভিন্ন ভিন্ন জীব, উহার অল্পাধিক স্বচ্ছতার ও অস্বচ্ছতার তারতম্য বা ন্যূনাতিরেকানুসারে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিতে জ্ঞানের বা চৈতন্যের বিকাশ হয়, এবং মৃতপর্ব্বতাদিতে আদৌ বিকাশ হয় না। যেমন আলোক কর্ত্তৃক শুভ্র, রক্ত, নীল ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি ও সূক্ষ্ম গাঢ় উজ্জ্বল ও মলিনতা প্রভৃতি সমস্তই বিকাশিত হয়, কিন্তু শুভ্র স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় স্ফটিক পাত্রাচ্ছাদিত আলোক প্রতিবিম্বের যেরূপ বিকাশ হয়, মলিন পাত্রাচ্ছাদিত আলোক প্রতিবিম্বের সেরূপ বিকাশ হয় না বা আদৌ বিকাশ হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য কর্ত্তৃক ত্রিগুণান্বিতা প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জীব জন্তু উদ্ভিদ জড়পদার্থ সকলেরই বিকাশ হয় কিন্তু ঐ জীবভেদে জীব দেহাশ্রিত জ্ঞান বা চৈতন্যের ন্যূনাতিরেক বিকাশ হইয়া থাকে, জড়পদার্থে চৈতন্যের আদৌ বিকাশ হয় না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—যেমন সমুদ্র মধ্যে এক একটী দ্বীপের উৎপত্তি হয়, আবার ঐ দ্বীপস্থ ভূমির মধ্যে ঐ ভূমিস্থিত নদী, পুষ্করিণী, কূপ ও গর্ত্তেও ন্যূনাতিরেক বারি প্রাপ্ত হওয়া যায়; উহার মধ্যে নদীর সহিত সাগর বা উপ-সাগরের ও ঐ সাগরের সহিত মহাসমুদ্রের সাক্ষাৎভাবে সংস্রব আছে। পুষ্করিণী ও কূপের সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব নাই, পরোক্ষভাবে আছে, তদ্ভিন্ন উচ্চ মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও বারি গুহ্যভাবে আছে কিন্তু তাহা বিকাশ নাই সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য মহাসমুদ্রে ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাদ্বীপ আছে, ঐ মহাদ্বীপ সাগর বা উপ-সাগর বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে বিভক্ত, ঐ মহাসমুদ্রই ব্রহ্মচৈতন্য, মহাদ্বীপই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, শাখাসাগর বা উপসাগর গ্রহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ গ্রহ পৃথিব্যাদি, ঐ পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পশু পক্ষীরূপ পুষ্করিণী, কীটপতঙ্গরূপ কূপ, এবং কঠিন মৃত্তিকারূপ জড়পদার্থ আছে, ঐ মৃত্তিকারূপ জড়পদার্থে চৈতন্যরূপ গুহ্যবারি লুক্কায়িত আছে, কিন্তু বিকাশ নাই। ফলিতার্থ উপরোক্ত দৃষ্টান্তের সহিত দ্রাষ্টান্তিক বিষয়ে সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য নাই, তবে মহাসমুদ্রের মধ্যে যেরূপ দ্বীপ আছে ব্রহ্মচৈতন্যরূপ সমুদ্রে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান আছে অর্থাৎ দ্বীপরূপ ব্রহ্মাণ্ডের আধারই মহাসমুদ্ররূপ ব্রহ্ম। আবার ঐ দ্বীপের মধ্যে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পুষ্করিণী ও কূপাদিতে জলের বিকাশ হয়, সেইরূপ জড়জগতে জীবচৈতন্যের বিকাশ হয় অর্থাৎ নদী পুষ্করিণীরূপ জীবজন্তুর আধারই মৃত্তিকারূপ জড়জগৎ। তন্মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সহিত সাগরের কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ সংস্রব আছে, সেইরূপ মানববুদ্ধির সহিত মহামানসাংশরূপ গ্রহদেবতার এক-ভাবে কথঞ্চিৎ সাক্ষাৎ সংস্রব বলা যাইতে পারে, যেহেতু মহৎ বুদ্ধির সারাংশভূত মনোময় প্রজাপতির মানস প্রতিবিম্বই মানববুদ্ধি * ঐ ক্ষুদ্র নদী জলপ্লাবিত হইয়া যেরূপ সাগরের সহিত একাকার হইতে পারে, মানবচৈতন্য সাধনদ্বারা সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত একা-

* উপরোক্ত বর্ণনার সহিত ফলিতজ্যোতিষের বিশেষ সংস্রব আছে, সময়ান্তরে ব্যাখ্যা হইবে।

কার হইতে পারে, যথা "ভাসে নদী জলধিতে হয় একাকার" এইজন্য কূপাদি হইতে নদীর সহিত সাগরের অপেক্ষাকৃত নিকট সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে, যাহা হউক্ দৃষ্টান্ত বিষয়ের সহিত দ্রাষ্টান্তিক বিষয়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভিন্ন সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য নাই ও হইতেও পারে না। ক্রমশঃ—

---

# ভাষা পরিচ্ছেদ।

## ভূমিকা।

আজকাল সংস্কৃতশাস্ত্রের ভূয়োনুবাদ হইতেছে। ইহা উপকারক কি অনুপকারক, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার বিষয়। আমার মতে উপকারও আছে, অপকারও আছে। উপকার—জটিল আর্য্য চিন্তা সাধারণের মনে উদিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত স্বধর্ম্মে অনুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারে। অপকারও ততোধিক—অনেকেই অনুবাদে তৃপ্ত হইয়া মূলের প্রতি বীতস্পৃহ হইতে পারেন। আজকাল পদ্যে গীতার অনেক অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। অনুবাদে বেদব্যাসের সমস্ত অভিমত সুব্যক্ত হইতে পারে না। অধিক কি, গীতা যে গুণে গুণবান্, তাহার শতাংশের একাংশও প্রস্ফুটিত হইতে পারে, আমার এরূপ ধারণা নাই।

এই অনুবাদ তরঙ্গ দর্শন করিয়া আশঙ্কা হয়, পাছে, সত্যনারায়ণের কথার ন্যায় স্বকপোলকল্পিত অনুবাদ আপন আপন পিতৃশ্রাদ্ধে পঠিত হয়। সত্যনারায়ণের সংস্কৃত পুঁথি আছে, অনেকেই তাহা জানেন না। অধিকাংশ লোক নিজকৃত কথা স্বগৃহে পাঠ করেন। গীতার অদৃষ্টে তাহা না ঘটিলেই মঙ্গল।

কালমাহাত্ম্যে অনুবাদ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। লোকে আর কষ্ট করিয়া কিছু করিতে চায় না, দন্তের দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া ইক্ষুরসে রসনা তৃপ্ত করিতে চায় না, সুখচর্ব্য কাটা ইক্ষুখণ্ডে যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভ করে। অতএব অনুবাদ কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইলেও এরূপ অনুবাদ করা উচিত, যাহাতে দুর্গম সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার হয়। হিন্দু-পত্রিকা সেই পন্থার অনুঃসরণ করিতে শনৈঃ শনৈঃ কার্য্যক্ষেপে অবতীর্ণ হইতেছেন। অদ্য ভাষাপরিচ্ছদের তাদৃশ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। কালধর্ম্মে স্বীয় শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম না। সংস্কৃত নৈয়ায়িক পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট সবিনয় নিবেদন তাঁহারা যেন এই উদ্যম দেখিয়া নাসিকা আকুঞ্চিত না করেন।—"জানন্তি তে তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।"

নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥

ব্যাখ্যা। নূতন জলধররুচয়ে—সদ্যঃ সংভূত সলিল জলধরের ন্যায় রুচি (কান্তি) যাহার। গোপবধূটীদুকূলচৌরায়—গোপবধূটী, ছোট ছোট গোপবধূদিগের দুকূলচৌরায়—বস্ত্রাপহারী। তস্মৈ—শ্রুতি স্মৃতিপুরাণ প্রসিদ্ধ। নমঃ—প্রণাম করি। কৃষ্ণায়—কৃষ্ণরূপী ভগবান্। সংসারমহীরুহস্য—সংসাররূপ বৃক্ষের। বীজায়—কারণ।

অনুবাদ। যিনি অভিনব-সম্ভূত সলিলজলধরের সদৃশ প্রভাধারণ করেন, যিনি গোপবালার বস্ত্রহরণ করিতেন এবং যিনি সংসার বৃক্ষের বীজ তাদৃশ শ্রুতি স্মৃতিপুরাণ প্রসিদ্ধ

ভগবান্ কৃষ্ণকে ( বিঘ্নপরিহার কামনায় ) প্রণাম করি।

দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।
সমবায়স্তথা ভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ॥

পদবিভাগ। দ্রব্যং। গুণাঃ। তথা। কর্ম্ম। সামান্যং। সবিশেষকং। সমবায়ঃ। তথা। অভাবঃ। পদার্থাঃ। সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।

বিষমব্যাখ্যা। সবিশেষকং—বিশেষের সহিত বর্ত্তমান হইয়া। অর্থাৎ বিশেষ।

অনুবাদ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব—এই সাতটী পদার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য। পদের অর্থের নাম পদার্থ। সংসারে শত শত পদ আছে, কিন্তু অর্থ এই সাতটী বই আর নাই। যাবতীয় অর্থ এই সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এই সপ্তপদার্থের সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ সৃষ্টি চিকীর্ষাকালে এই সাতটী পদার্থ ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বিষয় হইয়াছিল। জ্ঞানের বিষয় পদার্থ, এরূপ লক্ষণেও উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত নাই। দ্রব্যাদি ভিন্ন আমাদের জ্ঞানের বিষয় আর কিছু নাই। এই সপ্তপদার্থ বৈশেষিক দর্শন-সম্মত। নৈয়ায়িকগণেরও অনুমোদিত।

অনন্তর দ্রব্যাদির বিবরণ করিতেছেন—

ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্‌ব্যোম কালদিক্ দেহিনো মনঃ দ্রব্যাণ্যথ।

সন্ধিবিচ্ছেদ। ক্ষিতি—অপ্—তেজঃ—মরুৎ—ব্যোম—কাল-দিক্—দেহিনঃ—মনঃ—দ্রব্যাণি—অথ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ক্ষিতি—পৃথিবী। অপ্—জল। তেজঃ—অগ্নি। মরুৎ—বায়ু। ব্যোম—আকাশ। দেহিনঃ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনঃ—অন্তঃকরণ। দ্রব্যাণি—মূল বস্তু। দ্রব্য শব্দের লক্ষণ—ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়িকারণমিতি। অর্থাৎ যাহা সমবায়সম্বন্ধে গুণেরও ক্রিয়ার আশ্রয় এবং যাহা কোন না কোন বস্তুর সমবায়ি কারণ তাহার নাম দ্রব্য, যে কারণ কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহার নাম সমবায়ি কারণ। যেমন সূত্র বস্ত্রের সমবায়ি-কারণ। অথ—অনন্তর। এই অথ শব্দটী পরের সহিত অন্বয় হইবে। সন্ধিবিচ্ছেদের জন্য এখানে ধরা হইল।

অনুবাদ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা ও মন—এই নয়টী দ্রব্য শব্দের বাচ্য।

তাৎপর্য্য। দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত, ইহার গুণ ও ক্রিয়া সাধারণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ। অপর সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব এই পদার্থচতুষ্টয় অপ্রত্যক্ষ কল্পিত পদার্থ। সামান্য শব্দের অর্থ জাতি। বহু গো, বহু মহিষাদি এক করিবার জন্য গোত্ব, মহিষত্ব প্রভৃতি বহুবিধ জাতি স্বীকার করিতে হয়। এই গোত্ব জাতি ও গরুতে, মহিষাদিত্ব জাতি ও মহিষাদিতে যে সম্বন্ধে থাকে, সেই সম্বন্ধের নাম সমবায়। এইরূপ যুক্তিযোগে বিশেষাদি পদার্থ নিচয় স্বীকৃত হইয়াছে। সমবায়াদির লক্ষণ পরে ক্রমশঃ বিস্পষ্ট হইবে।

কেহ কেহ অন্ধকারকে দ্রব্য বলিয়াছেন। কেননা দ্রব্যের সমবেত রূপ ও ক্রিয়া অন্ধকারে থাকে; তবে ক্ষিতি প্রভৃতিতে যে বিশেষ গুণ আছে, অন্ধকারে তাহা নাই, অতএব অন্ধকার ক্ষিত্যাদি হইতে অতিরিক্ত দ্রব্য। একটু প্রণিধান করিলে এমতের ভ্রান্তি প্রতীত হইবে। পাঠকবর্গ হিন্দু-পত্রিকার "বৈধকাল" শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিলে অন্ধকারের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। প্রবন্ধ-

গৌরব ভয়ে পুনরুক্তি হইতে ক্ষান্ত হইলাম। অন্ধকার অভাব পদার্থ।

গুণাশ্রূপং রসো গন্ধস্ততঃ পরং।
স্পর্শসঙ্খ্যা পরিমিতিঃ পৃথকত্বঞ্চ ততঃ পরং॥
সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বঞ্চাপরত্বকং।
বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো যত্নো গুরুত্বকং।
দ্রব্যং স্নেহসংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব চ॥

বিষমপদব্যাখ্যা। অদৃষ্ট দুইটী—ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম—রূপাদির বিবরণ পরে প্রদর্শনীয়।

অনুবাদ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সঙ্খ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ—এই চতুর্ব্বিংশতিটী গুণ।

তাৎপর্য্য। যাহা দ্রব্যে অবস্থান করে, নিজে অগুণবান্ এবং সংযোগ ও বিভাগের কারণ নয়, তাহাই গুণশব্দের বাচ্য। "দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগ বিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষো গুণঃ" ইতি। রূপাদির বিবরণ পরে প্রদর্শনীয়।

ধর্ম্মের অভাবের নাম অধর্ম্ম নয়। অর্থাৎ অধর্ম্ম অভাব পদার্থ নয়। উহা গুণবিশেষ ভাবপদার্থ।

উৎক্ষেপণং তথাবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ।
ভ্রমণং রেচনং স্যন্দনোর্দ্ধজ্বলনমেব চ।
তীর্য্যগ্গমনমপ্যত্র গমনাদেব লভ্যতে॥

পদবিভাগ। উৎক্ষেপণং। তথা। অবক্ষেপণং। আকুঞ্চনং। তথা। প্রসারণং। চ। গমনং। কর্ম্মাণি। এতানি। পঞ্চ। চ। ভ্রমণং। রেচনং। স্যন্দনোর্দ্ধজ্বলনং। এব। চ। তীর্য্যগ্গমনং। অপি। অত্র। গমনাৎ। এব। লভ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। উৎক্ষেপণং—উর্দ্ধ সংযোগানুকূলক্রিয়া উর্দ্ধে সংযোগ জন্মাইতে পারে, এমন কর্ম্ম। অর্থাৎ উর্দ্ধে ক্ষেপ।

২। অবক্ষেপণং—অধঃসংযোগানুকূলক্রিয়া অর্থাৎ অধঃক্ষেপ।

৩। আকুঞ্চনং—প্রসারিতস্য সংক্ষিপ্ত সম্পাদনক্রিয়াভেদঃ অর্থাৎ সঙ্কোচন করা।

৪। প্রসারণ—বিস্তারকরণ।

৫। গমনং—উত্তরদেশ সংযোগানুকূল ব্যাপার। যে ক্রিয়া উত্তরদেশের সহিত সংযোগ জন্মায় তাহার নাম গমন। অর্থাৎ গমন করিতে হইলে পূর্ব্বদেশের সহিত সংযোগের ধ্বংস এবং উত্তরদেশের সহিত সংযোগ হইয়া থাকে। যে ব্যাপার তাদৃশ সংযোগ জন্মায়, সেই ব্যাপারর নাম গমন।

৬। কর্ম্মাণি—স্থূল কথায়, যাহা করা যায়, তাহার নাম কর্ম্ম। সূক্ষ্ম কথায়, যে বস্তু সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়ি কারণ এবং যাহার অসমবায়ি কারণ বেগ, তাহার নাম কর্ম্ম।

ভ্রমণং ইত্যাদি

৭। ভ্রমণং—এদিকে ওদিকে ঘোরা।

৮। রেচনং—নিঃসরণ।

৯। স্যন্দন—ক্ষরণ।

১০। উর্দ্ধজ্বলনং—উর্দ্ধে জ্বলা।

১১। তির্য্যগ্গমন—কুটিল গমন।

১২। গমনাদেব লভ্যতে—গমন শব্দের দ্বারা ইহাদের লাভ হয়। অর্থাৎ রেচনাদি গমনেরই প্রকারান্তর মাত্র।

অনুবাদ। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন—এই পাঁচটী কর্ম্ম। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্গমন, এই পাঁচটী গমনের প্রকারান্তর মাত্র। ক্রমশঃ—

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

# ন্যায় পরিভাষা।

বাঙ্গলাভাষায় অনেকগুলি শব্দ এবং তাদৃশ শব্দের উদ্বোধক চিন্তা নিতান্ত অপ্রতুল। সেই অপ্রতুলতাবশতঃ সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুবাদ তত বিশদ হয় না। বিশদ হইলেও বিশদ বলিয়া বোধ হয় না। আজকাল বাঙ্গালাভাষার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। দিন দিন ভাষার যেরূপ পরিপুষ্টি হইতেছে, তাহাতে সে অভাব থাকা উচিত নয়। আমি সেই অভাব পূরণবাসনায় পরিভাষাপ্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। অগ্রে লক্ষণের বিষয় বলি।

ইতরভেদানুমাপকধর্ম্মের নাম লক্ষণ। অর্থাৎ যে ধর্ম্ম অপর কোন বস্তু হইতে প্রভেদ করিয়া দেয়, সেই প্রভেদকর্ম্মই লক্ষণ। যেমন করচরণাদিমত্ত্ব মনুষের লক্ষণ। কেননা করচরণাদি ধর্ম্ম মনুষ্যকে অপর জীব ও বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া দিতেছে, অতএব করচরণাদিমত্ত্ব মনুষ্যের লক্ষণ। সেইরূপ গলকম্বলাদিমত্ত্বই গোত্ব—অর্থাৎ গলকম্বলাদি ধর্ম্ম গরুর লক্ষণ। যাহার গলে কম্বল (কম্বলাকার লম্বমান চর্ম্ম) আছে, সেই গরু। গোমাত্রেরই গলে কম্বল আছে; গো ভিন্ন অন্য জন্তুর গলে কম্বল থাকে না। গলকম্বলাদিধর্ম্মের দ্বারা গো জাতি অশ্ব প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে ভিন্ন হইয়াছে; অতএব গলকম্বলাদি গো-জাতির লক্ষণ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। লক্ষণের স্থলে ভাববোধকত্ব দিয়া লক্ষণ করা ভাল—এ কথা পরে বলিব। যেমন গলকম্বলাদিমত্ত্ব গোত্ব দুটী ত্ব বাদ দিয়া বুঝিতে হইবে, গলকম্বলাদিমান গো।

অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি, অসম্ভব ও অন্যোন্যাশ্রয় প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণ দোষ আছে। লক্ষণ করিবার সময় সে দিকে দৃষ্টি আবশ্যক।

## অতিব্যাপ্তি।

অতিব্যাপ্তির প্রকৃতি প্রত্যয় ব্যুৎপাদিত অর্থ অত্যন্ত ব্যাপন। সেই অর্থ লক্ষণে পরিস্ফুট হইয়াছে; যথা—অলক্ষ্যে লক্ষণগমনমতিব্যাপ্তিঃ—অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন অতিব্যাপ্তি। অর্থাৎ যে যাহার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ছাড়াইয়া তাহাতে যদি লক্ষণ যায়, তবে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যেমন চেতনাবান্ মনুষ্য--এইরূপ মনুষ্যের লক্ষণ করিলে, লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়; কেননা যেমন মনুষ্যের চেতনা আছে, সেইরূপ মনুষ্য ভিন্ন গবাদিপ্রাণীবৃন্দেও ঐ চেতনাধর্ম্ম আছে। সুতরাং চেতনাবান্ মনুষ্য—এই লক্ষণ লক্ষ্য মনুষ্য ও মনুষ্য ভিন্ন অলক্ষ্য গবাদিতে গমন করিতেছে, অতএব এ লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেছে। এরূপ লক্ষণ করা উচিত, যাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ না ঘটে।

## অব্যাপ্তি।

অব্যাপ্তির যৌগিক অর্থ—অব্যাপন, ব্যাপ্তির অভাব, তাই লক্ষণ করিতেছেন—লক্ষ্যে লক্ষণাগমনম্ ব্যাপ্তিঃ। যদি লক্ষণ লক্ষ্যে গমন না করিয়া অলক্ষ্যে গমন করে তাহাহইলে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যদি বলি—যাহা প্রীতিকর, তাহাই কর্ত্তব্য। তাহাহইলে কর্ত্তব্যের লক্ষণে অব্যাপ্তির দোষ ঘটে; কেননা, অসুস্থব্যক্তির উপবাস কর্ত্তব্য, কিন্তু অসুস্থেরও উপবাস প্রীতিকর নয়। অতএব এরূপ লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

## অসম্ভব।

অসম্ভব শব্দের অবয়বশক্তিলভ্য অর্থ—সম্ভাবনার অভাব। সেই অর্থ লক্ষণে পরি-

স্ফুট করিতেছেন—লক্ষ্যালক্ষ্যয়োর্লক্ষণাগমনম সম্ভবঃ। অর্থাৎ কি লক্ষ্য, কি অলক্ষ্য উভয়েতে যদি লক্ষণ গমন করিতে না পারে, তাহাহইলে অসম্ভব দোষ ঘটে। যেমন পাপক্ষয়মাত্রজনক কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত—এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ করিলে লক্ষণ অসম্ভব দোষে দুষ্ট হয়। এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত বা অন্য কর্ম্ম নাই, যাহাতে কেবলমাত্র পাপক্ষয় জন্মায়। প্রায়শ্চিত্ত যেমন পাপক্ষয় জন্মায়, সেইরূপ স্বধ্বংস জন্মায়। আপনার ধ্বংসের প্রতি আপনি কারণ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ, আপনি না থাকিলে আপনার ধ্বংস হয় না। "যেন বিনা যন্ন ভবতি, তত্তস্য কারণং"—যাহা ব্যতীত, যাহা না হয়, তাহাই তাহার কারণ, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তকে কেবল পাপক্ষয়মাত্র জনক বলা যায় না। পাপক্ষয়মাত্র জনকের অর্থ—কেবল পাপক্ষয়ের জনক। অন্যের জনক নয় প্রায়শ্চিত্ত যেমন স্বধ্বংসের জনক, সেইরূপ স্বপ্রত্যক্ষেরও জনক। কেননা স্ব না থাকিলে তো প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব পাপক্ষয়মাত্র জনক—এই লক্ষণ প্রায়শ্চিত্তেও যায় না অন্য কোন কর্ম্মেও যায় না, কার্য্যতঃ লক্ষণ অসম্ভব দোষে দুষ্ট হইল।

যদি বলি চতুর্হস্তবিশিষ্ট প্রাণী মনুষ্য, তাহাহইলে লক্ষণ অসম্ভব দোষ অর্শায়; কেননা জগতে কি লক্ষ্যস্থলে কি অলক্ষ্যস্থলে চতুর্হস্তশালী প্রাণী অসম্ভব। অতএব লক্ষণ করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে যাহাতে অসম্ভব দোষ না ঘটে।

## অন্যোন্যাশ্রয়।

যে দোষ অন্যোন্যকে (পরস্পরকে) আশ্রয় করে, তাহার নাম অন্যোন্যাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয় বা পরস্পরাশ্রয়। তাহার লক্ষণ যথা—স্বগ্রহসাপেক্ষ গ্রহসাপেক্ষ গ্রহকত্বং অন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্। স্বগ্রহঃ (স্বজ্ঞানং) তস্য সাপেক্ষঃ (অপেক্ষাকারী) যো গ্রহঃ (জ্ঞানং) তস্য সাপেক্ষঃ (অপেক্ষাকারী) গ্রহো যস্য তস্য ভাবঃ। অর্থাৎ স্বজ্ঞানের প্রতি যে জ্ঞান অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানের প্রতি পুনর্ব্বার যদি স্বজ্ঞান অপেক্ষা করে, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। যদি বলি—মহিষ ভিন্নত্ব গোত্ব এবং গো ভিন্নত্ব মহিষত্ব, তাহাহইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। কারণ গো-জ্ঞান করিতে হইলে মহিষ জ্ঞান আবশ্যক এবং মহিষ জ্ঞান করিতে হইলে পুনর্ব্বার গো-জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছে। যদি কেহ গো, মহিষ উভয় না চেনে, তাহাহইলে এ লক্ষণ তাহার কিছুই উপলব্ধি হয় না। কেননা গো-মহিষ জ্ঞান পরস্পরকে আশ্রয় করিতেছে। সেইরূপ যদি বলি যে পিতার জন্য সেই পুত্র এবং যে পুত্রের জনক, সেই পিতা; তাহাহইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে, কেননা পিতৃজ্ঞান সাপেক্ষ পুত্রজ্ঞান হইয়াছে এবং পুত্রজ্ঞান সাপেক্ষ পিতৃজ্ঞান হইয়াছে। অতএব এরূপ স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। অন্যোন্যাশ্রয় দোষ লক্ষণ স্থলেও তর্কিত হইতে পারে বিধায় এই খানেই তাহার উল্লেখ করিলাম। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ প্রসঙ্গে আত্মাশ্রয়নামক তর্কেরও প্রসঙ্গ হইতে পারে অতএব তাহার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলি।

## আত্মাশ্রয়।

যাহা আপনাকে আশ্রয় করে, তাহার নাম আত্মাশ্রয় তাহার লক্ষণ যথা—স্বাপেক্ষাপাদক প্রসঙ্গত্বং আত্মাশ্রয়ত্বং। অর্থাৎ যে দোষ স্বর অপেক্ষার আপাদক (জনক) তাহার নাম আত্মাশ্রয়। যদি বলি জ্বরঘটিত উপসর্গযুক্ত রোগের নাম জ্বর। তাহাইলে এই লক্ষণ আত্মাশ্রয় দোষে দুষ্ট হয়। কারণ জ্বর না চিনিলে জ্বরের উপসর্গ চেনা হয় না, অতএব জ্বরজ্ঞান সাপেক্ষ জ্বরজ্ঞান হওয়ায় লক্ষণ দোষ আত্মা

শ্রয় অর্থাৎ আপনাকে আশ্রয় করিতেছে। লক্ষণ করিতে হইলে এইরূপ দৃষ্টি না থাকিলে লক্ষণ দুষ্ট হইয়া পড়ে। যদি পূর্ব্বোক্ত দোষ নিচয়ের অগ্নি শুদ্ধিতে লক্ষণ পরীক্ষিত হয়, তাহাহইলে খাঁটি হয়, লক্ষণ করিবার ক্ষমতা নৈয়ায়িকের ন্যায় কাহারও নাই। অতঃপর সম্বন্ধের কথা বলি।

পৃথিবীতে বহুবিধ বস্তু আছে। সকল বস্তুই পরস্পর সাক্ষাৎ অথবা পরস্পরা কোন না কোন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সমবায় সংযোগ প্রভৃতি বহু সম্বন্ধ আছে। তাহার মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ সমধিক অন্তরঙ্গ। তাই আদৌ তাহার পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম।

## সমবায়।

অযুতাসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি—যুতং পৃথকাভূতং সৎ সিদ্ধং ন ভবতীতি অযুতসিদ্ধং। অযুতসিদ্ধয়োঃ অপৃথকাসিদ্ধয়োঃ পদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূত হইয়া যাহার উৎপত্তি বা উপলব্ধি হয় না, সেই পদার্থদ্বয়ের যে সম্বন্ধ তাহার নাম সমবায়। যেমন কপালের সহিত ঘটের সমবায় সম্বন্ধ। (কপাল শব্দের অর্থ ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বস্থিত ঘটের অবয়ব) ঘট কপাল হইতে পৃথগ্‌ভাবে উৎপন্ন বা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তাই ঘট ও কপাল অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়। অতএব উহাদের সম্বন্ধের নাম সমবায়। বায়ু দ্রব্য পদার্থ। স্পর্শ গুণ পদার্থ। বায়ু ও স্পর্শ অযুতসিদ্ধ উহারা পৃথক্ হইয়া উপলব্ধ বা উৎপন্ন হইতে পারে না, অতএব উহাদের সম্বন্ধের নাম সমবায়। সেইরূপ আকাশের সহিত শব্দের, পৃথিবীর সহিত গন্ধের, জলের সহিত আস্বাদের, অগ্নির সহিত রূপের এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যত্বের সমবায় সম্বন্ধ। কেননা পূর্ব্বোক্ত দুটী দুটী অযুতসিদ্ধ। কিন্তু ঐ শব্দ বায়ুতে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে, সমবায় সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। কারণ শব্দ বায়ুর গুণ নয়, সুতরাং শব্দ ও বায়ু অযুতসিদ্ধ পদার্থ নয়, পূর্ব্বেই বলিয়া অযুতসিদ্ধ না হইলে সমবায় সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ গন্ধ পুষ্পে সমবায় এবং বায়ুতে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে। ক্রিয়া ক্রিয়াবানের সমবায় সম্বন্ধ। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। ভাষপরিচ্ছেদে সমবায় সম্বন্ধে পরিচয় যথা—

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণঃ।
তেষু জাতেশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ কপালাদি অবয়বে ঘটাদি অবয়বীর যে সম্বন্ধ ক্ষিতি প্রভৃতি দ্রব্যনিচয়ে গন্ধাদি গুণেরও ক্রিয়ার সে সম্বন্ধ, ঘটাদিতে জাতির (ঘটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতির) যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে।

সমবায় সম্বন্ধে সমবেত গুণ দ্রব্যে অভেদাবস্থায় থাকে। সমবায় সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান সমবেত গুণ বা জাতি স্বাশ্রয় পরিত্যাগ করে না। শব্দ আকাশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না। মনুষ্যত্ব মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া গবাদি আশ্রয় করে না।

সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে চলে না। বিনা সম্বন্ধে কাহারও সহিত সংস্রব থাকে না। গুণের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ না থাকিলে দ্রব্যকে গুণবান্ বলা যায় না। আমার সহিত গৃহের স্বামিত্ব সম্বন্ধ না স্বীকার না করিলে আমার গৃহ বলিতে পারি না। আমার যখন গৃহে স্বামিত্ব আছে, তখন স্বামিত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করাই উচিত। সেইরূপ আমার গুণ যখন আমাতেই সমবেত, তখন তাহার সহিত সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার না করি কেন? শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য সমবায় সম্বন্ধের স্বীকার করেন নাই। তিনি শারীরভাষ্যে লিখিয়াছেন "ন

সমবায়েঽস্তি প্রমাণা ভাবাং। সে সব কথা লিখিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে বিধায় ক্ষান্ত থাকিলাম।

## কালিকসম্বন্ধ।

কালকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া উভয়ের যে সম্বন্ধ বিন্যাস করা যায়, তাহার নাম কালিকসম্বন্ধ। যেমন কালিকসম্বন্ধে আমি কাশী আছি। কারণ, কাশী যে সময়ে বিদ্যমান আছে, আমিও সেই সময়ে বিদ্যমান আছি।

## পরম্পরাসম্বন্ধ।

কোন একটী পদার্থকে দ্বার করিয়া যে সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় তাহাকে পরম্পরাসম্বন্ধ বলা যায়। যেমন কালিকসম্বন্ধে কালকে দ্বার করিতে হয়, সেইরূপ কাল ভিন্ন অপর বস্তুকে দ্বার করিলে পরম্পরা সম্বন্ধ হয়। কালিক সম্বন্ধ পরম্পরা সম্বন্ধের অপবাদক। এক কথায় পরে পরে যে, সম্বন্ধ হয়, তাহাকে পরম্পরা-সম্বন্ধ বলে। আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও পরম্পরাসম্বন্ধ আছে। কেননা তুমিও যে দেশে বাস কর, আমিও সেই দেশে বাস করি। অতএব এক দেশবাসীত্ব সম্বন্ধে তুমি আমার অর্থাৎ তুমি আমার এই বাক্যের অর্থ তুমি স্বদেশবাসী। সেইরূপ এক কুলোৎপন্নত্ব সম্বন্ধে রঘুবামে আছেন। প্রবন্ধ পাঠকতাসম্বন্ধে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে। এইরূপ পরম্পরাসম্বন্ধ অন্যান্য সম্বন্ধের কথা পরে লিখিব।

ক্রমশঃ—

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

---

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ

গোপালতাপনী

# উপনিষৎ।

## পূর্ব্বভাগ।

ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥১॥

গ্রন্থারম্ভে শ্রীকৃষ্ণনমস্কারেণ শ্রোতৃণাং বিঘ্নবিনাশায় মঙ্গলাচরণমিতি। পাপকর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ। তথাচ কৃষ্ণ শব্দঃ সচ্চিদ্বাচকঃ ইত্যভি-প্রায়ঃ। অক্লিষ্টকারিণে—যো ভক্তজনং অবিদ্যাস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশলক্ষণক্লেশপঞ্চক রহিতং করোতি তস্মায়। বেদান্তবেদ্যায়—উপনিষদ্পুরুষায়। গুরবে—সর্ব্বহিতোপদেষ্ট্রে। বুদ্ধিসাক্ষিণে—সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়াং সাক্ষিণে।

শ্রোতৃবর্গের বিঘ্নবিনাশার্থ শ্রীকৃষ্ণ নমস্কার দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইতেছে।

বেদান্তবেদ্য, সর্ব্বহিতোপদেষ্টা, ইন্দ্রিয় মনাদির সাক্ষিস্বরূপ, ক্লেশাপহারক, পাপ-বিনাশক সচ্চিদানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

ওঁ মুনয়ো হবৈব্রহ্মাণমূচুঃ, কঃ পরমোদেবঃ কুতো মৃত্যুঃ বিভেতি, কস্যবিজ্ঞানেন অখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতি ইতি ॥ ২ ॥

মুনয়ঃ তত্ত্বমননশীলাঃ সনকাদয়ঃ ব্রহ্মাণং প্রতি উচুঃ। কঃ পরমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ দেবঃ। কুতঃ কস্মাৎ মৃত্যুঃ ত্রস্যতি। কস্যজ্ঞানেন জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতি। কেনেদং বিশ্বং সংসরতি উৎপদ্যতে।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু সনকাদিমুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেব কে? মৃত্যু কাহা হইতে ভয় পায়? কাহাকে জানিলে সমস্ত পদার্থই জানা যায়? কাহা হইতে এই সংসার উৎপন্ন হইয়াছে?

তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণঃ ছান্দসত্বাৎ, ব্রহ্মা তান্ প্রতি উবাচ। শ্রীকৃষ্ণঃ বৈ পরমো দেবঃ। কৃশশব্দসচ্চিদ্বাচকঃ ন শব্দশ্চানন্দবাচকঃ। যদ্বা ভক্তপাপকর্ষণাৎ কৃষ্ণ হি পরমো দেবঃ।

বঙ্গার্থ। ব্রহ্মা সনকাদিমুনিগণকে বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেব, যেহেতু তিনি ভক্তগণের পাপকর্ষণ করেন, এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ (কৃষ শব্দ সৎ ও চিৎ বাচক, ন শব্দ আনন্দবাচক; পাপকর্ষণ করেন বলিয়াও তাহাকে কৃষ্ণ বলা যায়)।

কৃষ্ণ শব্দের অন্যরূপ অর্থও আছে। (১) কৃষ—উৎকৃষ্ট, নি—নিষ্পত্তি, সুতরাং যাহা হইতে উৎকৃষ্ট নিষ্পত্তি হয়, তিনিই সর্ব্বসামঞ্জস্যকারী পরমাত্মা। (২) ক—ব্রহ্মা, ঋ—অনন্ত, ষ—শিব, ন ধর্ম্ম। ক+ঋ+ষ+ন—কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, যিনি অনন্ত বা অপরিসীম, যিনি শিবরূপে সংহার করেন এবং যিনি—সর্ব্বধর্ম্মময় তাহাকেই বুঝায়। (৩) কৃৎ—কৃৎস্ন, ন—আত্মা, যিনি সমস্ত জীবের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা।

গোবিন্দান্মৃত্যুর্ব্বিভেতি ॥ ৪ ॥

গবা জ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দঃ, তস্মাৎ উপলব্ধাৎ অমৃতস্বরূপপ্রাপ্তৌ মৃত্যুঃ বিভেতি, ভয়েন তদাজ্ঞাকারী ভবতি।

গো শব্দে জ্ঞান বুঝায়, জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে জানা যায় তিনি—গোবিন্দ, তাহার জ্ঞান হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, মৃত্যুর কোন ভয় থাকে না, মৃত্যুই তাহা হইতে ভয় পায়।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানং ভবতি ॥ ৫ ॥

ইদং সকলজগৎ নামরূপাভ্যাং গোপায়তি রক্ষতি অথবা পরব্রহ্মস্বরূপং গোপায়তি সংবৃণোতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা গোপী প্রকৃতির্মায়া তস্যাঃ সকাশাজ্জাতঃ প্রপঞ্চঃ গোপীজনঃ তস্য বল্লভঃ স্বামী ঈশ্বরঃ তস্য বিজ্ঞানেন অখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি। অথবা গোপায়ন্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ তাসাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাকলা চ তাসাং বল্লভঃ স্বামীপ্রেরকঃ ঈশ্বরঃ তজ্জ্ঞানেন অখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি। আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা-বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। যথা—সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

নাম ও রূপের দ্বারা—যিনি জগৎ রক্ষা করেন, কিম্বা যিনি পরব্রহ্মকে গোপন করিয়া রাখেন তিনি গোপী অর্থাৎ প্রকৃতি বা মায়া—সেই মায়া হইতে এই প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়, তাহার স্বামী যিনি, তিনি গোপীজনবল্লভ অর্থাৎ পরমাত্মা, তাহাকে জানিলে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই জানা যায়। কিম্বা যাহারা রক্ষা করেন, অর্থাৎ পালনশক্তি তাহাদের জন অর্থাৎ সমূহ, তাহাদের ঈশ্বর গোপীজনবল্লভ, তাহাকে জানিলে সকলই জানা হয়। পূর্ব্ব ও পরের অর্থ একই। অবিদ্যা অর্থাৎ মায়াকলাদ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে, মায়া না থাকিলে জগৎ থাকে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা উপদেশ দিয়াছিলেন যে যেরূপ মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে মৃত্তিকাজাত সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হয়, সেইরূপ এই জগতের কারণ পরব্রহ্মকে

জানিতে পারিলে সমগ্র জগতের জ্ঞান হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাহার পত্নী মৈত্রেয়ীকেও ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও মননদ্বারা সকলই জানা যায়। হিন্দু-পত্রিকায় প্রথম খণ্ড যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী ও শ্বেতকেতু আরুণি সংবাদ দ্রষ্টব্য।

স্বাহয়েদং সংসরতীতি ॥ ৬ ॥

স্বাহা শব্দবাচ্যয়া মায়য়া ইদং বিশ্বং সংসরতি উৎপদ্যতে।

বঙ্গার্থ। স্বাহা—শব্দবাচ্য মায়াদ্বারা এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

আহুতি ক্রিয়ার নাম স্বাহা—সুষ্ঠু আহুয়ন্তে দেবা অনেনেতি দেবহবির্দানমন্ত্রঃ। পাঠক পুরুষ-সূক্ত স্মরণ করুন্। যজ্ঞের দ্বারা এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। মায়োপাধিক পুরুষ আপনাকে যজ্ঞের হবিস্বরূপ করিয়া বিশ্ব উৎপন্ন করেন। প্রজাপতেঃ স্বা আত্মীয়া বাগাহেতি স্বাহাকাররূপা বাক্ প্রজাপতি সৃষ্টি ইত্যর্থঃ। নিরুক্তম্। প্রজাপতির আত্মীয়া বাক্ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই স্বাহা অর্থাৎ প্রজাপতি সৃষ্টি। তদৈক্ষতবহুস্যাং প্রজায়েয়। ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

মায়া আশ্রয় করিয়া পুরুষ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। তিনি যেন মায়ারূপ অগ্নিতে আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞ হইতে ধূম, মেঘ, অন্ন আদি সৃষ্ট হয়। ঐ মায়াই স্বাহা। প্রজাপতি সৃষ্টিকালে একা আমি বহু হইব এই বাক্যাশ্রয় করিয়া মায়াবলম্বনে বিশ্ব সৃষ্টি করেন তাহার সেই বাক্যই মায়াস্বরূপ। এতদ্দ্বারা স্বাহা, যজ্ঞ, মায়া, বাক্ ইত্যাদির সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইল।

তদুহোচুঃ কঃ কৃষ্ণো, গোবিন্দশ্চকোঽসা বিতি, গোপীজনবল্লভঃ কঃ কা স্বাহেতি ॥ ৭ ॥

সেই মুনিগণ ব্রহ্মকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ কে? গোবিন্দ কে? গোপীজনবল্লভ কে? স্বাহা কে?

তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ, পাপকর্ষণো, গো ভূমিবেদবিদিতো বেদিতা, গোপীজনা বিদ্যা কলা প্রেরকস্তন্মায়া চেতি ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্মা, তান সনকাদীন্ প্রতি উবাচ। পাপকর্ষণো কৃষ্ণঃ। গোভিরেব যতো বেদ্যো গোবিন্দঃ সমুদাহৃতঃ। গাং বেদলক্ষণাং বাণীং গো-ভূম্যাদিকং বা বেত্তেতি। ভূমৌ বেদাং বিদিতঃ বেদিতা বেত্তা ইতি গোবিন্দঃ। গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ তাসাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাকলাঃ তাসাং প্রেরক ইতি। তন্মায়া পরমাত্মনো মায়া স্বাহা ইতি।

ব্রহ্মা সনকাদিমুনিগণকে বলিলেন যে, যিনি পাপ অপহরণ করেন তিনি কৃষ্ণ, যিনি গো শব্দবাচ্য ভূমি অর্থাৎ বিশ্ব এবং বেদবেত্তা এবং যে বিশ্বদর্শন ও বেদাধ্যয়নদ্বারা তাহাকে অবগত হওয়া যায় তিনি গোবিন্দ, যিনি অবিদ্যাকলারূপ পালনশক্তির ঈশ্বর তিনি গোপীজনবল্লভ। তাহার মায়ার নাম স্বাহা। গোবিন্দ শব্দের ব্যুৎপত্তি এই—গাং ভূমিং বিশ্বং বেদঞ্চ বিদতি পালয়তি ইতি।

সকলং পরং ব্রহ্মৈব তৎ ॥ ৯ ॥

সকলং মায়য়া সহিতং পরব্রহ্মৈব তৎ উক্তম্।

উপরোক্ত প্রকারে মায়া ও পরব্রহ্মের কথা বলা হইল।

যো ধ্যায়তি রসয়তি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি সোঽমৃতো ভবতি ॥ ১০ ॥

যিনি সেইরূপ ধ্যান করেন, রসনাদ্বারা উচ্চারণ করেন, অর্থাৎ জপ করেন, পূজা করেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন।

তে হোচুঃ কিং তদ্রূপং কিং রসনং কথং চাহ তদ্ভজনং তৎসর্ব্বং বিবিদিষতামাখ্যাহীতি ॥ ১১ ॥

মুনিগণ বলিলেন, সেইরূপ কি, সেই জপ কি, সেই ভজন কি প্রকার, এই সমুদায় আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমাদিগের নিকট উহার ব্যাখ্যা করুন্।

তদুহোবাচ হৈরণ্য গোপবেশমব্ভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্॥ ১২॥

হৈরণ্যং হিরণ্যগর্ভস্থাপত্যং হৈরণ্যং জ্ঞানোদ্ভবং ব্রহ্মধ্যেয়ং রূপম্। গোপায়তীতি গোপস্তস্থ বেশোযস্থতং গোপবেশং পালকস্বরূপম্। অপো বিভক্তি ইত্যব্ভ্রঃ সমুদ্রঃ তদ্বদাভা যস্থতম্ অব্ভ্রাভং সমুদ্রবদ্গম্ভীরম্ অপারম্। তরুণং জরাদিদোষরাহিতং। কল্পদ্রুমঃ বেদঃ আশ্রিতং প্রতিপাদ্যম্।

বঙ্গার্থ। তাহার কিরূপ, ইহার উত্তরে বলা হইতেছে;—"তিনি হৈরণ্য অর্থাৎ জ্ঞানময়মূর্ত্তি, গোপবেশ অর্থাৎ জগতের পালকস্বরূপ, তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও অপার, তরুণ অর্থাৎ জরাদিরহিত এবং কল্পদ্রুমাশ্রিত অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য।

তাদিহ শ্লোকা ভবন্তি।

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ (ক)
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥ (খ)
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ং শ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেরিতি॥ (গ)

(ক) সৎ পুণ্ডরীকনয়নং—সৎ নির্ম্মলং পুণ্ডরীকং হৃৎকমলং নয়নং প্রাপকং যস্থ তং। মেঘাভং—মেঘা উপতপ্ত মনসি সচ্চিদানন্দাস্বরূপা আভা যস্থ তং। বৈদ্যুতাম্বরম্—বিশেষেণ দ্যোতত ইতি বিদ্যুৎ বিদ্যুদেব বৈদ্যুতম্ তাদৃশম্ ম্বরং স্বপ্রকাশচিদাকাশমিত্যর্থঃ। দ্বিভুজং—গর্ভবিরাড়াত্মানৌ ভুজৌ মৌক্তিকশিল্প হেতু ভূতৌ হস্তৌ যস্থ তং দ্বিভুজং। জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং—তৎ ত্বমসি ইতি সচ্চিদানন্দৈকরসাকারাবৃত্তিঃ তত্র আঢ্যং প্রকাশমানং। বনমালিনম্—বনে বিবিক্তপ্রদেশে স্বভক্তেষু মালতে প্রকাশতে ইতি বনমালিনম্। ঈশ্বরং—ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তারম্।

তাঁহাকে নিম্নোক্তপ্রকারে ধ্যান করিতে হইবে;—

বঙ্গার্থ। তিনি নির্ম্মল পুণ্ডরীকনয়ন, মেঘাভ, বৈদ্যুতাম্বর, দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাধারী, বনমালী এবং ঈশ্বর। পুণ্ডরীক শব্দে হৃৎকমল, নয়ন শব্দে প্রাপক, স্বচ্ছ হৃদয়ের দ্বারা যাহাকে লাভ করা যায়। কলুষিত হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় না।

মেঘাভ—উপতপ্তহৃদয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়া যিনি শান্তিপ্রদান করেন।

বৈদ্যুতাম্বর—তাহাকে প্রকাশ করিতে আর কিছুর প্রয়োজন নাই। বিদ্যুৎ যেরূপ স্বীয় জ্যোতির্দ্বারা প্রকাশিত হয়, তিনিও সেইরূপ চিদস্বরূপে আপনিই প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

দ্বিভুজ—হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষ অর্থাৎ কারণ ব্রহ্ম ও কার্য্য ব্রহ্ম তাহার দুই বাহুস্বরূপ অর্থাৎ তিনিই জগতের নিমিত্ত ও সমবায়ী কারণ।

জ্ঞানমুদ্রাঢ্য—যিনি জ্ঞানমুদ্রাতে আঢ্য অর্থাৎ প্রকাশমান। জ্ঞানমুদ্রা-তত্ত্বমসি অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানরূপে সচ্চিদানন্দই হইয়াছে একমাত্র রস যে চিত্তবৃত্তিতে।

বনমালী—বন শব্দে নিভৃতস্থল, এরূপ ধ্যান ধারণাদির যোগ্য স্থানে যিনি ভক্তের নিকট (মালতে) প্রকাশিত হন।

ঈশ্বর—যিনি ব্রহ্মাদিদেবগণের নিয়ন্তা।

(খ) আত্মানং গোপায়তীতি গোপঃ জীব

গোপীমায়াগাবঃ বেদাশ্চ তৈঃ আবীতং স্বামিতয়া আশ্রিতং। সুরদ্রুমঃ বেদঃ তস্য তলং স্বরূপম্ আশ্রিতং তৎপ্রতিপাদ্যম্। দিব্যালঙ্করণৈঃ বৈরাগ্যাদিষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যৈঃ উপেতম্। রত্নতুল্যম্ অতিস্বচ্ছং যৎ পঙ্কজং হৃদয়কমলং তদন্তঃ স্থাকাশগতঃ তম্।

বঙ্গার্থ। গোপ অর্থাৎ জীব, গোপী অর্থাৎ মায়া এবং গো অর্থাৎ বেদ তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তিনি সুরদ্রুম অর্থাৎ বেদদ্বারা প্রতিপাদ্য। তিনি বৈরাগ্য মোক্ষাদি ষড়্‌বিধ অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত, তিনি রত্নপঙ্কজমধ্যগ অর্থাৎ রত্নসদৃশ স্বচ্ছ হৃদয়পদ্মের মধ্যস্থিত।

(গ) কালিন্দী নাম নির্ম্মলোপসনা তস্যাঃ জলকল্লোলাঃ নানাস্ফুরণতরঙ্গাঃ তৎ সঙ্গী মারুতঃ নিশ্চল প্রাণবায়ুশ্চ তেন সেবিতং আরাধিতম্। এবম্বিধং শ্রীকৃষ্ণং চেতসা চিন্তয়ন্ ধ্যায়ন্ নরঃ সংসৃতেঃ সংসারাৎ মুক্তো ভবতি।

বঙ্গার্থ। কালিন্দীজলকল্লোল অর্থাৎ নির্ম্মল উপাসনার যে হৃদয় উচ্ছ্বাস তদুপবিস্থিত যে মারুত অর্থাৎ প্রাণবায়ু তাহাদ্বারা সেবিত। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে এবম্বিধভাবে ধ্যান করেন, তিনি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বাহ্যলীলার সহিত মিলাইয়া দেখিলে, পাঠক দেখিবেন শ্রীকৃষ্ণ পুণ্ডরীকনয়ন, মেঘের ন্যায় নীরদ শ্যামল, বিদ্যুতাম্বর অর্থাৎ পীতাম্বর, শ্রীকৃষ্ণ চারি হস্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করার পর দেবকীর প্রার্থনায় দুই ভুজসংহরণ করিয়া দ্বিভুজ হইয়াছিলেন, তিনি জ্ঞানমুদ্রা নামক মুদ্রাযুক্ত। তিনি বনমালী, তিনি ঈশ্বর, তিনি শ্রীদামাদি গোপ, রাধিকাদি গোপী এবং কপিলা প্রভৃতি গাভীদ্বারা আবিত অর্থাৎ পরিবৃষ্টিত, তিনি দিব্য অলঙ্কারদ্বারা অলঙ্কৃত, তিনি সিংহাসনের উপরে রত্নময়-সুবর্ণকমল মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনি কালিন্দী অর্থাৎ যমুনা জল-তরঙ্গ স্পৃষ্টবায়ুদ্বারা সেবিত।

(গ) তস্য পুনঃ রসনং জলভূমীন্দুসম্পাতকামাদিকৃষ্ণায়েত্যেকং পদং গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং গোপীজনেতি তৃতীয়াং বল্লভায়েতি তুরীয়ং স্বাহেতি পঞ্চমিতি পঞ্চপদীং জপন পঞ্চাঙ্গং দ্যাবা ভূমী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাগ্নীতদ্রূপতয়া ব্রহ্মসম্পদ্যতে ব্রহ্মসম্পদ্যতে ইতি ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ। তাহার রসন অর্থাৎ জপ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে। জল ককার, ভূমি লকার, ঈকার অগ্নি, ইন্দু অনুস্বার ইহাদের যোগে যে কামবীজ হইল অর্থাৎ ক্লীং ইহা আদিতে থাকিয়া কৃষ্ণ এই পদ প্রথমে অর্থাৎ ক্লীং কৃষ্ণায় এই পদ প্রথম, গোবিন্দায় এই পদ দ্বিতীয়ে, গোপীজন তৃতীয়ে, বল্লভায় এই পদ চতুর্থে স্বাহা এই পদ পঞ্চমে এই পঞ্চপদ জপ করিয়া দ্যাবা পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

তদেষ শ্লোকঃ। ক্লীমিত্যে তদাদাবাদায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায়েতি চ গোপীজনবল্লভায় বৃহদ্ভানব্যাসবৃহদ্যরেৎ যো গতিস্তস্যাস্তিমণ্ক্ষু ন্যান্যাগতিঃ স্যাদিতি ॥ ১৪ ॥

তাহাকে জপ করিবার এই শ্লোক—

ক্লীং এই শব্দ আদিতে উচ্চারণ করিয়া পরে কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা যিনি একবারও উচ্চারণ করেন তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত হন, তাহার অন্য গতি হয় না।

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনৈবামুস্মিন্ মনসঃ কল্পন মে তদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ॥ ১৫ ॥

ইহ অমুত্র উপাধেঃ ঐহিক পারলৌকিক প্রয়োজনস্য নৈরাস্যেন নিরাসনমেব নৈরাস্যং তেন ঐহিকামুষ্মিকফলকামনারাহিত্যেন এব

অমুস্মিন কৃষ্ণাখ্যে ব্রহ্মণি মনসঃ কল্পনং প্রেম্না-তন্ময়ত্বং তদেব ভজনমুক্তম্। এতৎ ভজনং নৈষ্কর্ম্ম্যং।

তাহার ভজন কি তাহার উত্তরে বলা হইতেছে।

ইহাকে ভক্তি করাকেই ভজন বলে। ইহকাল ও পরকালের প্রয়োজন নিরসন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়ত্ব ভাবকে ভজন বলে। এই ভজনকেই নিষ্কামভজন বলে। ঐহিক বা পারত্রিক কোনপ্রকার সুখের কামনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে যে আত্মসমর্পণ তাহাই তাহার ভজন।

কৃষ্ণং তং বিপ্রা বহুধা যজন্তি গোবিন্দং সন্তং বহুধা আরাধয়ন্তি গোপীজনবল্লভভুবনানি দধ্রে ॥ ১৬ ॥

তং কৃষ্ণম্ বিপ্রাঃ সাত্ত্বিকাঃ বহুধা দান-যজ্ঞাদিভিঃ যজন্তি গোবিন্দমিতি। গোভূমি-বেদবিদিতং সন্তং বহুধা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবনার্চ্চনবন্দন দাস্য সখ্যাত্মনিবেদনাদিভিঃ আরাধয়ন্তি সেবয়ন্তি। গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ তাসাং জনঃ সমূহঃ তস্যবল্লভঃ স্বামীপ্রেরকসন্ ভুবনানি—অনন্ত কোটিব্রহ্মাণ্ডানি দধ্রে অপালয়ত।

সেই কৃষ্ণকে সাত্ত্বিকব্যক্তিরা দান, যোগ ইত্যাদি বহুবিধ যজ্ঞের দ্বারা যজন করেন, সেই গোবিন্দকে দাস্য সখ্য ইত্যাদি বহুবিধভাবে আরাধনা করেন, সেই গোপীজনবল্লভ অর্থাৎ পালনশক্তিসমূহের ঈশ্বর তাবৎ বিশ্ব পালন করেন।

স্বাহোশ্রিতো জগদেজয়ৎ সুরেতাঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ। তিনি সুরেতা হইয়া স্বাহা অর্থাৎ মায়া আশ্রয় করিয়া জগৎ চালাইয়াছিলেন অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গীতার "মম যোনি মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" এই স্থলে স্মরণ করুন। সুষ্ঠু শোভনং চিদ্রূপং রেতঃ যস্য সঃ সুরেতাঃ। উৎকৃষ্ট চিৎরূপ রেত যাহার তিনি সুরেতা। শিবলিঙ্গাদি পরমপুরুষের মায়া আশ্রয়ের মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বায়ুর্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্ট জন্যে জন্যে পঞ্চ-রূপো বভুব। কৃষ্ণস্তথৈকোহপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চপদো বিভাতীতি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ। বায়ু যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিশরীরে (জন্যে) প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান এই পঞ্চরূপ ধারণ করে, কৃষ্ণও সেইরূপ—জগতের হিতার্থে পঞ্চপদ (যাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে) হইয়া প্রকাশিত হয়েন।

তে হোচুরুপাসনমেতস্য পরমাত্মনোগোবিন্দ-স্যাখিলধারিণী ব্রূহীতি ॥ ১৯ ॥

সনকাদি সেই মুনিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন অখিলের আধার স্বরূপ—পরমাত্মা গোবিন্দের উপাসনা কি তাহা আমাদিগকে বলুন্।

ক্রমশঃ—

---

# শ্রেয় ও প্রেয়।

য[illegible]নাচিকেতাকে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভেনানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেহর্থাদ্ যউ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২ ॥

অর্থাৎ শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। উহারা

মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করায়। এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয়সাধক কুশলভাগী হইয়া থাকেন, প্রেয়সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ১।

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিমিশ্রিতভাবে থাকিয়া উভয়েই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই সাধনা করেন, আর মন্দবুদ্ধি অনিত্য সুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করেন। ২।

শরীর যাত্রানির্ব্বাহ করিতে হইলে কেহই প্রেয় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আহার, বসন ভূষণ ইত্যাদি সকল বস্তুতেই আমাদের প্রয়োজন অনিবার্য্য। বিশ্বমায়া ও চৈতন্যে জড়িত। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যোপযোগী কার্য্য জগতে অসম্ভব। কিন্তু মায়াকেই সকল সময়েই চৈতন্যের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। শ্রেয়ই জীবনের উদ্দেশ্য হইবে, প্রেয় যতটুকু না থাকিলে নয়, কেবল ততটুকু অনুসন্ধান করিতে হইবে। জীবনের মূলমন্ত্রানুসারে মানবের কার্য্য বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রেয়সাধক সদসৎ উপায়ের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া স্রক্‌বণিতাদি বিষয়ভোগের জন্য ধন উপার্জ্জন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক কেবল সদুপায়ে দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ, জ্ঞানের উন্নতিসাধন, ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠানের জন্যই ধনসংগ্রহ করেন। প্রেয়সাধক স্বীয় যশ মান পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য, স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাধারণকে তর্কজালদ্বারা অজ্ঞান-কূপে আবদ্ধ রাখিবার জন্য, বিবিধ বিদ্যানুশীলন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক স্বীয় জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া বিশ্বের অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস করিয়া সকলকেই স্বীয় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত করাইবার জন্য বিবিধ বিদ্যাধিকার করিয়া থাকেন। প্রেয়সাধকের দৃষ্টি কেবল স্বীয় "আমিতে" শ্রেয় সাধকের দৃষ্টি সকল "আমিতে", প্রেয়সাধক আত্মার সঙ্কোচকামী, শ্রেয়সাধক আত্মার প্রসারকামী, আমিত্বের প্রসারই শ্রেয়সাধকের মূলমন্ত্র, উহার সঙ্কোচই প্রেয়সাধকের অভীষ্টদেব। প্রেয়সাধক শ্রেয়কেও প্রেয়াভিমুখী করিতে সমুদ্যত, চৈতন্যকেও জড়ে পরিণত করিতে সচেষ্ট, শ্রেয়সাধক প্রেয়কেও শ্রেয়াভিমুখী করিতে কটিবদ্ধ, জড়কেও চৈতন্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত। প্রেয়সাধক সতীনারীকেও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শনে তাহার অমূল্য শ্রেয় সতীত্বরত্ন অপহরণ করিয়া বেশ্যায় পরিণত করিতেছে, শ্রেয়সাধক ব্যাভিচারিণীর পাপবিধৌত করিয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। শ্রেয়সাধক দরিদ্রের দুঃখ স্মরণ করিয়া অবিরল অশ্রুজলমোচনে স্বীয় বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছে, প্রেয়সাধক কৃষকও কৃষকপত্নীপুত্রকন্যার বক্ষবিদারক আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতঋতুর একমাত্র আশ্রয় স্থান, তাহার একমাত্র কুটীর, ভগ্ন করিয়া আহ্লাদে অষ্টখণ্ড প্রতিভাত হইতেছেন। শ্রেয়সাধক অজ্ঞাত কুলশীল গলিত কুষ্ঠরোগীর সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, প্রেয়সাধক স্বীয় ভার্য্যা কুষ্ঠাক্রান্তা হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়চর্য্যার নূতন যন্ত্র ক্রয় করিয়া হতভাগিনীকে স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত করিতেছে। প্রেয়াভিমুখী নগরকে কান্তারে, মনুষ্যকে পশুতে পরিণত করে, শ্রেয়াভিমুখী অপারসাগরপার গমন করিয়া, দুরারোহগিরি আরোহণ করিয়া, মানবজাতির মঙ্গলসাধনোপযোগী বিবিধপদার্থ আবিষ্কার করিয়া, নূতন নগর সংস্থাপন করিয়া পশুতুল্য মনুষ্যদিগকে যথার্থ মনুষ্য করিয়া স্বীয় জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে। মানবজাতির মধ্যে সৌহার্দ্দসংস্থাপন, পরস্পরের

অভাব বিমোচন শ্রেয়বণিকের উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রেয়বণিক বাণিজ্যব্যপদেশ করিয়া দুর্ব্বল জাতিদিগকে সর্ব্বশান্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, যুবাবৃদ্ধ, পিতাপুত্র, পতিপত্নী ইত্যাদি রাজনৈতিক, পারিবারিক বা সামাজিক সকল অবস্থার সকল লোকের মধ্যেই শ্রেয়সাধক ও প্রেয়সাধক এই দ্বিবিধ সাধক দৃষ্ট হইবে। শ্রেয় সর্ব্বদাই পরাভিমুখী, প্রেয় আত্মাভিমুখী। সবিস্তর বর্ণন নিষ্প্রয়োজন, স্বার্থই প্রেয়ের লক্ষণ, আর পরার্থই শ্রেয়ের লক্ষণ।

সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহামতি কারলাইল কোনস্থলে বলিয়াছেন (১) যে এককে শূন্য দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল যেরূপ অনন্ত হয় বলিয়া গণিতশাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ জাগতিক সুখসমষ্টিরূপ লবকে স্বীয় বাসনারূপ হরদ্বারা ভাগ দিবার সময়, বাসনারূপ হরকে যত অল্প করিতে পারিবে ততই ভাগফলরূপ সুখ বৃদ্ধি হইবে; ঐ বাসনা যদি একেবারে শূন্যে পরিণত করিতে পার, অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইতে পার, তাহাহইলে অনন্তসুখ তোমার পদতলে। বাসনা যতই বৃদ্ধি করা যায় ততই জীবন দুঃখময় হয়। যে ব্যক্তি বাসনাবিরহিত তাহার অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখভোগ করিতে হয় না। জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি সর্ব্বত্রই একবিধ। অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ শর্ব্বশাস্ত্রে নানাবিধভাবে ও ভাষায় যে সত্যের ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, মহামতি কারলাইলও ভাষান্তরে তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ বিহায় কামান যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। নির্ম্মমনিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ উপরোক্ত মহামতি শ্রেয়কে bleased ness. শান্তি and প্রেয়কে happiness. সুখ আখ্যা দিয়াছেন। আপাত রমণীয় বস্তু সমূহই প্রেয়, আর যাহাদ্বারা মানব আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়া চিরশান্তি ভোগ করে তাহাকে শ্রেয় বলে। ভ্রান্ত মানব শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেয় প্রাপ্তির জন্যই লালায়িত, কিন্তু যে স্থলে আমিত্বের প্রসার হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে সে স্থলে শ্রেয়ই জীবনের লক্ষ্য হইয়াছে। আমিত্বের সঙ্কোচই ভোগবাসনার কারণ। বালক যেরূপ বলারোগ্যদায়ক গাভীদুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, কৃম্যাদিবিবর্দ্ধক মধুর শর্করাদিতে নিরতিশয় আশক্ত, অজ্ঞানী মানব তদ্রূপ পরিণামমঙ্গলদায়ী শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া, আপাত মধুর প্রেয়কেই জীবনসর্ব্বস্ব করে। এই আপাতমধুর প্রেয় প্রাপ্তির জন্য ভ্রান্ত মানব যে প্রতিদিন কতই অকথ্য, অশ্রাব্য পাপ আচরণ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও আত্মবান্ ব্যক্তির বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ধনলোভে ঐ যে তস্কর পর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, হৃদয় পাষাণোপম করিয়া বালক বালিকার গাত্র হইতে অলঙ্কার মোচন করি-

(1) "The Fraction of Life can be increased in value not so much by increasing your numerator as by lessening your denominatoro. Nay, unless my Algebra deceive me, unity itself divided by Zero will give Infinity. Make thy claim of wajes a zero, then thou hast the world under thy feet. Well did the Wisest of our time write: "It is only with Renunciation (entsagen) that life, properly speaking, can be said to begin."

Sartor Resartus.

তেছে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের হত্যাসাধন হইতেও বিমুখ হইতেছে না, সে যদি জানিত যে ধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, সে যদি জানিত যে ধনের দ্বারা কেহ নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারে না, উহাদ্বারা কেহ কোন দিন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহাহইলে কি সে কখনও ঐ জঘন্য কার্য্যে ব্রতী হইত? প্রেয় তাহার জীবনের লক্ষ্য, জীবনকান্তারে সে প্রেয়বংশীর রব ভিন্ন কখনও শ্রেয়বংশীর রব শ্রবণ করে নাই, তাই সে উহাদ্বারা মুগ্ধ হইয়া হরিণীর ন্যায় পাপরূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। তাহার হৃদয়রাজ্যে প্রেয় যে সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, দয়াদ্র পরদুঃখে দুঃখিত কোন সাধু মহাজন, কোন চৈতন্য বা বুদ্ধদেব যদি প্রেয়কে আসনচ্যুত করিয়া তাহাব আসনে শ্রেয়কে উপবিষ্ট করাইতে পাবেন, তাহাহইলে সে অদ্য প্রেয় রাজার সেবায় যেরূপ রাজভক্তি, অধ্যবসায বল সাহস, নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই শ্রেয় রাজার সেবায় ও ততোধিক বলবীর্য্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবে। যে তস্কর অদ্য পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার জীবনের মূলমন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইলে, প্রেয় স্থলে শ্রেয় উহার লক্ষ্য হইলে, সে আগামী কল্য পরকে স্বীয় যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রেয় অসদ্‌গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত যে তস্কর অদ্য ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীযোগে শত শত বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, রাজদণ্ডাদির কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, অনিত্য সুখাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেছে, সে শ্রেয়দ্বারা দীক্ষিত হইলে তাহার সেবায় পরোপকারব্রতে ঐরূপ আত্মসমর্পণ করিবে। যে সমুদায় কামুক কামুকী ব্যভিচার পঙ্কদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিতেছে, তাহাদের কামরূপ প্রেয় স্থানে নিষ্কামশ্রেয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তাহারা ব্যভিচারপঙ্ক বিধৌত করিয়া নিশ্চয়ই সংযমচন্দনদ্বারা সর্ব্বাঙ্গবিভূষিত করিবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কি জাতীয় জীবন, কি ব্যক্তিগত জীবন সর্ব্বত্রই প্রেয় মানবের বিবিধ অনর্থের মূলস্বরূপ হইয়াছে। প্রেয় সাধনায় কত ভ্রান্ত জীব পিতৃমাতৃভ্রাতৃভগিনীপতিপত্নীপুত্রকন্যার প্রাণসংহার করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেছে না। ধন, মান, যশ ইত্যাদি কোন না কোন প্রেয়, জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া, অজ্ঞানী মানব স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু মরুপ্রদেশে যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ মরীচিকা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও পুনঃ পুনঃ উহাই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, মানবও তদ্রূপ প্রেয়তৃষ্ণা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াও উহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছে। এইরূপ স্থলে যদি মানবকে কেহ শ্রেয়রূপ প্রকৃত সরোবর দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে কি আর মরীচিকার অন্বেষণ করে? জীব যে মিথ্যা সুখের অন্বেষণে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াও তাহাতেই মুগ্ধ থাকে, তাহার কারণ যে তাহাকে কেহ যথার্থ সুখ দেখাইয়া দেয় নাই। সংসারে যাহারা প্রেয়তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন মনে করিয়া গৈরিকবসন পরিধান, দেহ ভস্মে আচ্ছাদন, পরিব্রাজকাদি নাম ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইতর মানবদিগের ন্যায় প্রেয়োভিলাষী। বস্তুতঃ জীব যদি জানিত যে প্রেয়ে তাহার অমঙ্গল, তবে সে কি কখন প্রেয়ের সেবা করিত?

ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।

[ ১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজষ্টীকৃত। ]

# হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা | ১৩০২ সাল, ১৮১৭ শকাব্দা | কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

## শ্রেয় ও প্রেয়। *

### কঠোপনিষৎ।

যম নাচিকেতাকে উপদেশ দিয়াছেন :—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভেনানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২ ॥

অর্থাৎ শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। উহারা মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করায়। এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয়সাধক কুশলভাগী হইয়া থাকেন, প্রেয়সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিমিশ্রিতভাবে থাকিয়া উভয়েই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই সাধনা করেন, আর মন্দবুদ্ধি অনিত্য-সুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করেন ॥ ২ ॥

শরীরযাত্রানির্ব্বাহ করিতে হইলে কেহই প্রেয় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আহার, বসন, ভূষণ ইত্যাদি সকল বস্তুতেই আমাদের প্রয়োজন অনিবার্য্য। বিশ্ব মায়া ও চৈতন্যে জড়িত। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যোপযোগী কার্য্য জগতে অসম্ভব। কিন্তু মায়াকেই সকল সময়েই চৈতন্যের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। শ্রেয়ই জীবনের উদ্দেশ্য হইবে, প্রেয় যতটুকু না থাকিলে নয়, কেবল ততটুকু অনুসন্ধান করিতে হইবে। জীবনের মূলমন্ত্রানুসারে মানবের কার্য্য বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রেয়সাধক সদসৎ উভয়ের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া স্রক্‌চন্দনাদি বিষয়ভোগের জন্য ধন উপার্জ্জন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক কেবল সদুপায়ে দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ, জ্ঞানের উন্নতিসাধন, ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠানের জন্যই ধনসংগ্রহ করেন। প্রেয়সাধক স্বীয় যশ, মান পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির

* গত সংখ্যায় এই প্রবন্ধের অতি অল্প অংশ প্রকাশিত হয়, পাঠসৌকর্য্যার্থে ঐ অংশটুকুও পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইল।

জন্য সাধারণকে তর্কজালদ্বারা অজ্ঞান-কূপে আবদ্ধ করিবার জন্য, বিবিধ বিদ্যানুশীলন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক স্বীয় জ্ঞানবাণী বিকীর্ণ করিয়া বিশ্বের অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস করিয়া সকলকেই স্বীয় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত করাইবার জন্য বিবিধ বিদ্যাধিকার করিয়া থাকেন। প্রেয়-সাধকের দৃষ্টি কেবল স্বীয় "আমিতে" শ্রেয় সাধকের দৃষ্টি সকল "আমিতে", প্রেয়সাধক আত্মার সঙ্কোচকারী, শ্রেয়সাধক আত্মার প্রসার-কারী, আমিত্বের প্রসারই শ্রেয়সাধকের মূলমন্ত্র, উহার সঙ্কোচই প্রেয়সাধকের অভীষ্টদেবতা। প্রেয়সাধক শ্রেয়কেও প্রেয়াভিমুখী করিতে সমুদ্যত, চৈতন্যকেও জড়ে পরিণত করিতে সচেষ্ট, শ্রেয়সাধক প্রেয়কেও শ্রেয়াভিমুখী করিতে কটিবদ্ধ, জড়কেও চৈতন্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত। প্রেয়সাধক সতী-নারীকেও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শনে তাহার অমূল্য শ্রেয় সতীত্বরত্ন অপহরণ করিয়া বেশ্যায় পরিণত করিতেছে, শ্রেয়সাধক ব্যাভিচারিণীর পাপবিধৌত করিয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। শ্রেয়সাধক দরিদ্রের দুঃখ স্মরণ করিয়া অবিরল অশ্রুজলমোচনে স্বীয় বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছেন, প্রেয়সাধক কৃষক ও কৃষক পত্নীপুত্রকন্যার বক্ষবিদারক আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতঋতুর একমাত্র আশ্রয় স্থান, তাহার একমাত্র কুটীর, ভগ্ন করিয়া আহ্লাদে অট্টহাস্যে প্রতিভাত হইতেছে। শ্রেয়সাধক অজ্ঞাত কুলশীল গলিত কুষ্ঠরোগীর সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, প্রেয় সাধক স্বীয় ভার্য্যাও কুষ্ঠাক্রান্তা হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়চর্য্যার নূতন যন্ত্র ক্রয় করিয়া হতভাগিনীকে স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত করিতেছে। প্রেয়াভিমুখী নগরকে কান্তারে, মনুষ্যকে পশুতে পরিণত করে, শ্রেয়াভিমুখী অপারসাগরপার গমন করিয়া, দুরারোহগিরি আরোহণ করিয়া, মানবজাতির মঙ্গলসাধনোপযোগী বিবিধ পদার্থ আবিষ্কার করিয়া, নূতন নগর সংস্থাপন করিয়া, পশুতুল্য মনুষ্যদিগকে যথার্থ মনুষ্য করিয়া স্বীয় জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে। মানব জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দসংস্থাপন, পরস্পরের অভাব বিমোচন শ্রেয়বণিকের উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রেয়বণিক বাণিজ্যব্যপদেশ করিয়া দুর্ব্বল জাতিদিগকে সর্ব্বশান্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। রাজা প্রজা, ধনী, দরিদ্র, যুবাবৃদ্ধ, পিতাপুত্র, পতিপত্নী ইত্যাদি রাজনৈতিক, পারিবারিক বা সামাজিক সকল অবস্থার সকল লোকের মধ্যেই শ্রেয়সাধক ও প্রেয়সাধক এই দ্বিবিধ সাধক দৃষ্ট হইবে। শ্রেয় সর্ব্বদাই পরাভিমুখী, প্রেয় আত্মাভিমুখী। সবিস্তর বর্ণন নিষ্প্রয়োজন, স্বার্থই প্রেয়ের লক্ষণ, আর পরার্থই শ্রেয়ের লক্ষণ।

সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহামতি কারলাইল কোনস্থলে বলিয়াছেন (১) যে, এককে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল যেরূপ অনন্ত হয় বলিয়া গণিতশাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ জাগতিক সুখসমষ্টিরূপ লবকে স্বীয় বাসনারূপ হর-দ্বারা ভাগ দিবার সময়, বাসনারূপ হরকে যত অল্প করিতে পারিবে ততই ভাগফলরূপ

(1) "The Fraction of Life can be increased in value not so much by increasing your numerator as by lessening your denominator. Nay, unless my Algebra deceive me, unity itself divided by Zero will give Infinity. Make thy claim of wages a zero, then thou hast the world under thy feet. Well did the Wisest of our time write : "It is only with Renunciation ( entsagen ) that life, properly speaking, can be said to begin."

Sartor Resartus.

সুখ বৃদ্ধি হইবে ; ঐ বাসনা যদি একেবারে শূন্যে পরিণত করিতে পার, অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইতে পার, তাহা হইলে অনন্তসুখ তোমার পদতলে। বাসনা যতই বৃদ্ধি করা যায় ততই জীবন দুঃখময় হয়। যে ব্যক্তি বাসনাবিরহিত তাহার অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখভোগ করিতে হয় না। জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি সর্ব্বত্রই একবিধ। অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ সর্ব্বশাস্ত্রে নানাবিধভাবে ও ভাষায় যে সত্যের ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, মহামতি কার্লাইলও ভাষান্তরে তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ উপরোক্ত মহামতি শ্রেয়কে blessedness. শান্তি এবং প্রেয়কে happiness. সুখ আখ্যা দিয়াছেন। আপাত রমণীয় বস্তু সমূহই প্রেয়, আর যাহাদ্বারা মানব আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়া চিরশান্তি-ভোগ করে তাহাকে শ্রেয় বলে। ভ্রান্ত মানব শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেয় প্রাপ্তির জন্যই লালায়িত, কিন্তু যে স্থলে আমিত্বের প্রসার হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সকল বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্ম্মুখী হইয়াছে সে স্থলে শ্রেয়ই জীবনের লক্ষ্য হইয়াছে। আমিত্বের সঙ্কোচই ভোগবাসনার কারণ। বালক যেরূপ বলারোগ্যদায়ক গাভীদুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, ক্রিম্যাদিবিবর্দ্ধক মধুর শর্করাদিতে নিরতিশয় আশক্ত, অজ্ঞানী মানব তদ্রূপ পরিণামমঙ্গলদায়ী শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া, আপাত মধুর প্রেয়কেই জীবনসর্ব্বস্ব করে। এই আপাতমধুর প্রেয় প্রাপ্তির জন্য ভ্রান্ত মানব যে প্রতিদিন কতই অকথ্য, অশ্রাব্য পাপ আচরণ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও আত্মবান্ ব্যক্তির বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ধনলোভে ঐ যে তস্কর পর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, হৃদয় পাষাণোপম করিয়া বালক বালিকার গাত্র হইতে অলঙ্কার মোচন করিতেছে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের হত্যাসাধন হইতেও বিমুখ হইতেছে না, সে যদি জানিত যে ধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, সে যদি জানিত যে ধনের দ্বারা কেহ নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারে না, উহাদ্বারা কেহ কোন দিন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে কি সে কখনও ঐ জঘন্য কার্য্যে ব্রতী হইত? প্রেয় তাহার জীবনের লক্ষ্য, জীবন-কান্তারে সে প্রেয়বংশীর রব ভিন্ন কখনও শ্রেয়বংশীর রব শ্রবণ করে নাই, তাই সে উহাদ্বারা মুগ্ধ হইয়া হরিণীর ন্যায় পাপরূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। তাহার হৃদয়রাজ্যে প্রেয় যে সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, দয়ার্দ্র পরদুঃখে দুঃখিত কোন সাধু মহাজন, কোন চৈতন্য বা বুদ্ধদেব যদি প্রেয়কে আসনচ্যুত করিয়া তাহার আসনে শ্রেয়কে উপবিষ্ট করাইতে পারেন, তাহাহইলে সে অদ্য প্রেয় রাজার সেবায় যেরূপ রাজভক্তি, অধ্যবসায় বল সাহস, নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই শ্রেয় রাজার সেবায় ও ততোধিক বলবীর্য্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবে। যে তস্কর অদ্য পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার জীবনের মূলমন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইলে, প্রেয় স্থলে শ্রেয় উহার লক্ষ্য হইলে, সে আগামী কল্য পরকে স্বীয় যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রেয় অসদ্গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত যে তস্কর অদ্য ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীযোগে শত শত বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া,

রাজদণ্ডাদির কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, অনিত্য-সুখাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেছে, সে শ্রেয়-দ্বারা দীক্ষিত হইলে তাহার সেবায় পরোপকার-ব্রতে ঐরূপ আত্মসমর্পণ করিবে। যে সমুদায় কামুক কামুকী ব্যভিচার পঙ্কদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিতেছে, তাহাদের কামরূপ প্রেয় স্থানে নিষ্কামশ্রেয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তাহারা ব্যভিচারপঙ্ক বিধৌত করিয়া নিশ্চয়ই সংযমচন্দনদ্বারা সর্ব্বাঙ্গবিভূষিত করিবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কি জাতীয় জীবন, কি ব্যক্তিগত জীবন সর্ব্বত্রই প্রেয় মানবের বিবিধ অনর্থের মূলস্বরূপ হইয়াছে। প্রেয় সাধনায় কত ভ্রান্ত জীব পিতৃমাতৃভ্রাতৃভগিনী-পতিপত্নীপুত্রকন্যার প্রাণসংহার করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেছে না। ধন, মান, যশ ইত্যাদি কোন না কোন প্রেয়, জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া, অজ্ঞানী মানব স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি-তেছে। কিন্তু মরুপ্রদেশে যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ-মরীচিকা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও পুনঃ পুনঃ উহাই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, মানবও তদ্রূপ প্রেয়তৃষ্ণা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াও উহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছে। এইরূপ স্থলে যদি মানবকে কেহ শ্রেয়রূপ প্রকৃত সরোবর দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে কি আর মরীচিকার অন্বেষণ করে? জীব যে মিথ্যা সুখের অন্বেষণে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াও তাহাতেই মুগ্ধ থাকে, তাহার কারণ এই যে, তাহাকে কেহ যথার্থ সুখ দেখাইয়া দেয় নাই। সংসারে যাহারা শ্রেয়তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন মনে করিয়া গৈরিকবসন পরিধান, দেহ ভস্মে আচ্ছাদন, পরিব্রাজকাদি নাম ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইতর মানবদিগের ন্যায় প্রেয়োভি-লাষী। বস্তুতঃ জীব যদি জানিত যে প্রেয়ে তাহার অমঙ্গল, তবে সে কি কখন প্রেয়ের সেবা করিত?

অস্মদ্দেশে ইদানীন্তন শ্রেয়-তীর্থের যাত্রী অতি বিরল, আমরা সকলেই প্রেয়তীর্থাভিমুখে সবেগে গমন করিতেছি। এই তীর্থে বার-বনিতা দেবতার স্থান, সুরা গঙ্গাজলের স্থান, রত্নখচিত অলঙ্কারাদি সচন্দনপুষ্পের স্থান অধিকার করিয়াছে। রুচির বৈচিত্র্য হেতু উপাস্য দেবতারও প্রভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐসকল দেবতাই প্রেয়জাতীয়। কেহ কেহ হয়ত ইন্দ্রিয় চর্য্যার স্থানে ধন, মান বা পরাশ্রিত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে উপবিষ্ঠ করাইয়া-ছেন। সমাজ যাহাদের কর্ত্তৃক পরিচালিত তাহারাও প্রেয়াভিমুখী, যাহারা পরিচালিত তাহারাও প্রেয়াভিমুখী। আমরা সকলেই অন্ধ। রাজা অন্ধ, প্রজা অন্ধ, গুরু, শিষ্য, পিতা, পুত্র সকলেই অন্ধ। অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ। ইহার পরিণাম ফল সকলেই অবগত আছেন:— নেতা ও নিতের এই উভয়েরই কূপে পতন।

ভারতবাসীগণ পূর্ব্বাপেক্ষা যে অধিক প্রেয়-প্রিয় হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্বলন্ত পাবকরূপ প্রেয়ের রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় ভারতবর্ষীয় নরনারীগণ উহার মধ্যে পতিত হইয়া আপনাদিগের বিনাশ-সাধন করিতেছে। ভারতবাসীগণ বর্ত্তমান সময়ে কেবল স্রক্‌বনিতাদি বৈষয়িক সম্ভোগই জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থের কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা হইলেই, পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়নিকেতন কলিকাতা আদি নগরীতে রম্য-হর্ম্য করা, কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা ও ভার্য্যাকে আপাদমস্তক হীরকাদি খচিত স্বর্ণাভরণে ভূষিত করাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনের প্রধান কার্য্যস্বরূপ হইয়াছে। হাকিম, উকীল,

ডাক্তার, জমিদার সকলেই একপথের পথিক। সকলেরই মুখেই এক রব। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে দেশের দরিদ্রেরা আর এখন অন্ন বস্ত্র পায় না, কিন্তু রাজা রায় বাহাদুর আদি ফলাকাঙ্খায় ডাফরিণ ফাণ্ডরূপ বৃক্ষের মূলে অজস্র অর্থবারি সেবন করা হইয়া থাকে, অথচ পিতা, পিতামহাদির সময় হইতে নিকটস্থ দরিদ্রদিগকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিবার জন্য গৃহে যে কবিরাজ মহাশয় ছিলেন, তিনি কার্য্য হইতে অপসৃত হইতেছেন। পিতৃ পুরুষগণের কীর্ত্তিস্বরূপ পুরাতন পুষ্করিণী দীর্ঘিকাদি সংস্কারাভাবে ব্যবহারাণোপযোগী হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না, কারণ উহাতে রায় বাহাদুর রূপ ফল ফলে না। যাহাদের পিতৃপুরুষগণ-নিঃশব্দে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন, তাহারা এখন এক মুদ্রা দান করিয়াই সংবাদ-পত্রস্তম্ভে স্বীয় দানশীলতা ঘোষণা করাইয়া থাকেন। প্রেয় গো মূত্র সর্ব্বত্রই শ্রেয় দুগ্ধকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে। ঐ যে গৃহান্ন-ভোজী বৃহৎ বৃহৎ দিক্‌পালগণ মিউনিসিপালিটি ডিষ্ট্রীকবোর্ড, অনরেরিবেঞ্চ,লেজিস্‌লেটিভকাউ-ন্সিলরূপ বনাদির মহিষ তাড়না করিয়া অনুন্নত স্বদেশীয়দিগকে স্বার্থ ত্যাগের জলন্ত উদাহরণ দেখাইতেছেন, উহাদের বক্ষচর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া দেখুন, প্রভুত্ব, পরানিষ্ট, ধন, যশ, মান ইত্যাদি রাম নাম অনেকের পঞ্জরে পঞ্জরে অঙ্কিত দৃষ্ট হইবে। ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়ান্যায়ের প্রতি দৃষ্টি গৌণমাত্র, মুখ্য দৃষ্টি আমরণ দাসত্ব পরিরক্ষণ। দেশের সর্ব্বত্রই হাহাকার শব্দ। কি ধনীর প্রাসাদে, কি দরিদ্রের কুটীরে, কেবল নাই নাই, খাই খাই শব্দ। সাত্ত্বিক শ্রেয়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজসিক প্রেয় সর্ব্বত্রই স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থলে কুশবলয় অতুল আনন্দ দান করিত, সে স্থলে স্বর্ণবলয় চিত্তের তুষ্টি সম্পাদান করিতে পারে না। যেস্থলে পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবমন্দির, অতিথিশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইত, সেস্থলে ততোধিক মুদ্রা বিলাসো-দ্যান, বেশ্যালয় নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতেছে। নর্ত্তকীর কামোদ্দীপকসঙ্গীত গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর-গণের পবিত্র বেদগানের স্থান অধিকার করিয়া সমাজে অধর্ম্মের এক মহান্ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। যে সমাজে ধন দানের জন্য, বল দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য, বিদ্যা পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই শ্রেয়াভিমুখী থাকিত, সেই সমাজে ধন বিলাসের জন্য, বল পীড়নের জন্য, বিদ্যা কুতর্ক বিস্তারের জন্য প্রেয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। যে গৃহে পিতা, মাতা, আচার্য্য, অতিথী দেবতুল্য পরিগণিত হইতেন, সে গৃহে পিতা মাতা পরান্ন ভোজীস্বরূপ হইয়াছেন, আচার্য্যের অস্তিত্ব মাত্র নাই, অতিথির স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। যে ভার্য্যা পূর্ব্বে সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তিনি সহবিলাসিনীতে পরিণতা হইয়াছেন। পুত্র পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্ম কীর্ত্তি আদি রক্ষার প্রতিভূস্বরূপ না হইয়া বিবাহ ও দাসত্ব লব্ধ রত্নের খনিস্বরূপ পরিণত হইয়াছেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, পূজাদি এইক্ষণ পিশাচগণের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে। বাসনাচন্দ্রমার আকর্ষণে স্ফীত প্রেয়লবণাম্বু শ্রেয় নির্ম্মল বারিকে অধোপাতিত করিয়া সমগ্র সমাজকে স্বীয় স্বাদযুক্ত করিয়াছে। সমাজ এক মহা লবণসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সকলই গিয়াছে আছে কেবল কপটাচার। দান, ধ্যান, তপঃ অধ্যায়ন প্রভৃতি যজ্ঞ নাই, কিন্তু কার্পাসসূত্র দিন দিন সাপান ঘর্ষণে রূপলাবণ্যে বর্দ্ধিত হইয়া কণ্ঠের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করি

থাকে। ব্রহ্মের মনন, শ্রবণ বা নিদিধ্যাসন নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের উপাধি ধারণ করিয়াই সকলে সগর্ব্বে বাহু আস্ফালন এবং বক্ষদেশ অর্দ্ধহস্ত স্ফীত করিয়া থাকেন। দেহ চন্দনে চর্চ্চিত, নামাবলীদ্বারা আবৃত হইয়া জনগণের নয়নরঞ্জন করে, কিন্তু দেহী পাপরূপ মলমূত্রের মধ্যে সর্ব্বদাই নিমজ্জিত রহিয়াছে। অন্তরে শূদ্র, বাহিরে ব্রাহ্মণ, অন্তরে অসুর, বাহিরে দেবতা, অন্তরে ভোগী, বাহিরে ত্যাগী, অন্তরে ভক্ষক, বাহিরে রক্ষক—সমাজে এক বৃহৎ পয়োমুখবিষকুম্ভে পরিণত হইয়াছে।

সংসারে শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রতিদ্বন্দীতা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। কখনও শ্রেয় কখনও প্রেয় সংসারে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতেছে। যখনই দেখিবে যে কোন ব্যক্তি বা জাতি অবিশ্বাসরূপ ভয়াবহ ব্যাধিরদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, তখনই দেখিবে যে, প্রেয় আসিয়া তাহার হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে। মৃত্যুই জীবনের শেষ, দেহাবসানের পর জীবের আর কোন অস্তিত্ব থাকেনা, প্রেয়ৈষণা এই ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস সমুদ্ভূত। মানব যদি পরকালে বিশ্বাস করে, কারণ ও কার্য্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিশ্বাস করে, স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা বিশ্বাস করে, তাহাহইলে কি সে কখন শ্রেয়পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়পথ অনুসরণ করিতে পারে? কখনই না। কতকগুলি লোকে মুখে অনেক কথা বলে—কিন্তু তাহারা পরকালাদিতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বিশ্বাস করে না; সুতরাং সংসারে আমরা অনেক প্রেয়পথিককে শ্রেয়পথিক বিবেচনা করিয়া থাকি। ঐ যে পরাপহারক দস্যু দেখিতেছ, উহার যদি দৃঢ়বিশ্বাস থাকিত যে, রাজদ্বারে দণ্ড পাই বা না পাই, রাজাধিরাজ বরুণদেবের বিচারে আমার কর্ম্মের ফল, ইহজীবনেই হউক বা পরজীবনেই হউক, ভোগ করিতেই হইবে, কিছুতেই তাহাহইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই, তাহাহইলে সে কি কখন পরদ্রব্য অপহরণ করিত? কখনই না। বস্তুত দেহাবসানের পরও জীবের অস্তিত্ব ও স্বীয় কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা বিষয়ক জ্ঞানাভাবই প্রেয়াশক্তির প্রধান কারণ।

এই প্রেয়াশক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য পরকালের বিশ্বাস মানবহৃদয়ে সদাসর্ব্বদা জাগরুক থাকা আবশ্যক। কঠোপনিষতে এই বিষয়ের সবিশেষ যে বর্ণনা আছে, তাহা সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক। কঠোপনিষতের উপাখ্যানটি এই:—বাজশ্রবস এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, উহাতে তিনি রুগ্ন ও জীর্ণ গোসমূহ দান করিতেছেন দেখিয়া তাহার ধার্ম্মিক পুত্র নাচিকেতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন, এবং পিতাকে বলেন, হে পিতঃ! আপনি আমায় কাহাকে দান করিবেন! পুত্র বারম্বার এইরূপ বলিতে থাকায় বাজশ্রবস বলিলেন যে, তোমায় যমকে দিব। তখন নাচিকেতা বলিলেন, হে পিতঃ! আপনার সত্য আপনি পালন করুন ও আমাকে যমালয় প্রেরণ করুন। বাজশ্রবস তখন নাচিকেতাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। নাচিকেতা যমালয়ে উপস্থিত হইয়া যমের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিন দিন পরে যম উপস্থিত হইয়া নাচিকেতাকে বলিলেন, তুমি অতিথি, সুতরাং আমার নমস্য, তুমি আমার গৃহে তিনরাত্রি অনাহারে বাস করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি তিনটি বরপ্রার্থনা কর। নাচিকেতা প্রথম বর এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাহার পিতা যেন তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন এবং যমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি যেন নাচিকেতাকে চিনিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণ করেন। দ্বিতীয় বরদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তির

সাধনরূপ অগ্নির যজ্ঞীয় ব্যবহার জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। যম নাচিকেতাকে উভয় বরই প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে তোমার তৃতীয় বরপ্রার্থনা কর। তাহাতে নাচিকেতা বলিলেন :—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণামেষঃ বরস্তৃতীয়ঃ॥

অর্থাৎ মৃত মনুষ্যসম্বন্ধে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলিলেন আছে, কেহ বলেন নাই; আমি তোমার নিকট এই বিষয় জানিতে চাই, এই আমার তৃতীয় বর।

কঠোপনিষদের মূলপ্রস্তাব এই স্থল হইতে আরম্ভ হইল। যম কিছুতেই এই বর প্রদান করিতে সম্মত হয়েন না, তিনি বলিলেন এবিষয়টী সূক্ষ্ম, সুবিজ্ঞেয় নহে, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর, তুমি পুত্র, পৌত্র, হয়, হস্তী, ধন, রাজ্য, দীর্ঘায়ু, সুন্দরী রমণী যাহা ইচ্ছা কর তাহাই প্রার্থনা কর তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি, কিন্তু মৃত্যুর পর মানবের কি অবস্থা হয়, ইহা জিজ্ঞাসা করিও না। নাচিকেতা কিন্তু তাহাতে ভুলিলেন না। তিনি বলিলেন :—

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বজীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥
অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃ স্থ প্রজানন।
অভিধ্যায়ন বর্ণরতি প্রমোদা
নাতিদীর্ঘে জীবিতে কোরমেত॥
যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোহয়ং গূঢ়মনু প্রবিষ্টো
নান্যন্তস্মান্নাচিকেতা বৃণীতে॥

অর্থাৎ হে যম! তোমার কথিত ভোগ সকল শ্বোভাবাপন্ন অর্থাৎ অস্থায়ী, আগামী কল্য থাকিবে কি না সন্দেহ, এবং তাহারা ইন্দ্রিয়াদির তেজ ক্ষয় করে। মানবের সমগ্র জীবনও অল্পক্ষণ স্থায়ী, তোমার অশ্ব ও নৃত্যগীত তোমারই থাকুক।

মানব বিত্তের দ্বারা—তৃপ্ত হইতে পারে না, যখন তোমাকে দেখিয়াছি, তখন বিত্ত পাইব, এবং যত দিন তুমি ইচ্ছা কর ততদিন জীবিত থাকিব, কিন্তু বর আমি সেই পূর্ব্বোক্তটীই চাই।

জরা মরণশীল পার্থিবমানব অমরদিগের নিকট গমন করিয়া অর্থাৎ আত্মার যথার্থ প্রয়োজন জানিয়া এবং বর্ণ রতিজাত অর্থাৎ রূপ ও প্রণয়জাত সুখের অস্থিরতা চিন্তা করিয়া দীর্ঘজীবনে কি আনন্দানুভব করিতে পারে?

যে পরলোক বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে, সেই পরলোকতত্ত্ব আমাকে বল। এ দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয় যাহাতে সুবিজ্ঞেয় হয় তা কর, নাচিকেতা অন্য কোন বর প্রার্থনা করেন না।

যম নাচিকেতার হাত এড়াইতে পারিলে না। তিনি মৃত্যুর পর মানব কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নাচিকেতাকে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? বিশ্বের কারণ কি? এই বিশ্বের সহিত বিশ্বের কারণের সম্বন্ধ কি? বিশ্বের কারণ কে, কি প্রকারে জানা যাইতে পারে, নাচিকেতার প্র

উত্তর দিতে গিয়া যমের ঐ সমুদায় সূক্ষ্ম প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে হইল।

যম বলিলেন সংসারে শ্রেয় ও প্রেয় এই দ্বিবিধ পদার্থ দৃষ্ট হয়, জ্ঞানী শ্রেয় এবং অজ্ঞানী প্রেয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। শ্রেয় যে প্রেয় অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, জ্ঞান বিকাশ-দ্বারাই মানব তাহা জানিতে পারে। সকল জ্ঞানেরমূলে আত্মজ্ঞান, যে ব্যক্তি আত্মা কি তাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহার আর কিছুই জানিতে বাকী থাকে না। এই আত্মা, অজ, অজর ও অমর। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই বিশ্বের কারণ, ইনি অসীম হইয়াও মানবের হৃদয়াকাশে বিরাজ করিতেছেন। অতএব এই ব্রহ্মজ্ঞানই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

এই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত গুরু এবং উপযুক্ত শিষ্যের আবশ্যক। ইনি তর্ক বা বেদাধি অধ্যয়নদ্বারা লভণীয় নহেন, কেবল অধ্যাত্ম যোগদ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত ব্যক্তি আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কঠোপনিষতের প্রথম ও দ্বিতীয় বল্লীতে এই সমুদায় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মূল শ্লোকগুলি পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয়ে অতুল আনন্দ অনুভব হইবে জানিয়া মূল শ্লোকগুলি ও তাহার অনুবাদ নিম্নে দিলাম :—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ যউ প্রেয়ো বৃণীতে॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষমেত
স্তৌ সম্পরীত্যবিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥
সত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা
ন ভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাম্মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥
দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতিজ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসংমন্যে
নত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ॥
অবিদ্যাযামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পবিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধে নৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ॥
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতিবালম্।
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম।
অয়ং লোকা নাস্তিপর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥
শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃন্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চার্য্য বক্তা-কুশলঽস্য লব্ধা
শ্চার্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥
ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষঃ
সুবিজ্ঞেয়ো-বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্য প্রোক্তে গতিরত্রনাস্ত্য
নীয়ানহ্যতর্কমনুপ্রমাণাৎ॥
নৈষা তর্কো মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যে নৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যান্তামাপঃ সত্য ধৃতির্ব্বতাসি
ত্বাদৃগু নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥
জানাম্যহং শেবধিরিত্য নিত্যং
নহ্য ধ্রুবৈঃ প্রপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মিনিত্যম্॥
কামস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্টাং
ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।

স্তোমমহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্যা ধৃত্বা ধীরো নচিকেতোহত্যস্রাক্ষীঃ ॥
তন্দু-র্দশঙ্গূঢ় মনু প্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠ পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥
এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ।
প্রবৃহ্য ধর্ম্মমনুমেতনাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা
বিবৃতং সদ্ম নাচিকেতসম্মন্যে ॥ ১৩ ॥

যম বলিলেন ঃ—শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। উহারা মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করায়। এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয় সাধক কুশলভাগী হইয়া থাকেন, প্রেয় সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিনিশ্রিতভাবে থাকিয়া উভয়েই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই সাধনা করেন, আর মন্দ বুদ্ধি অনিত্য সুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করে।

হে নাচিকেতঃ তুমি পুত্রাদিপ্রিয় এবং অপ্সরাদি প্রিয়রূপ তাবৎ কাম্যবস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছ এবং মানবগণ যে বিত্তময় পথে মগ্ন হয়, তাহা অবলম্বন কর নাই।

অবিদ্যা ও বিদ্যা বিপরীত ও বিভিন্ন মার্গ অনুসরণ করিয়া থাকে, যেহেতু তুমি কাম্যবস্তুর লোভে পতিত হও নাই, তজ্জন্য আমি তোমাকে বিদ্যার্থী বলিয়া জ্ঞান করি।

যাহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন অথচ আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বিবেচনা করে, তাহারা অন্ধপরিচালিত অন্ধের ন্যায় ঋজুপথ পরিত্যাগ করিয়া কুটিলপথ অবলম্বন করিয়া থাকে।

ধনবিত্ত ও মোহদ্বারা যাহাদের চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়াছে, এরূপ প্রমাদগ্রস্ত ও অবিবেকী মানবের হৃদয়ে পরলোকপ্রাপ্তির প্রয়োজন প্রকাশিত হয় না; ইহ সংসার ভিন্ন পরলোক বলিয়া আর কিছু নাই, যাহাদের এরূপ বিশ্বাস তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না এবং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আমার (অর্থাৎ যমের) অধীন হইয়া থাকে।

আত্মার বিষয় অনেকে শ্রবণ করিতেও পারে না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও তাহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, এই আত্মার বক্তা বিরল, আত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে, এরূপ ব্যক্তিও বিরল, নিপুণ গুরুর দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আত্মজ্ঞানলাভ করে, এরূপ ব্যক্তিও বিরল।

যেহেতু আত্মা অনুপরিমাণ হইতে সূক্ষ্ম এবং তর্কের দ্বারা অপ্রাপ্য, তজ্জন্য হীনাচার্য্যের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে, বহুপ্রকারে চিন্তনীয় এই আত্মা সুবিজ্ঞেয় হয়েন না, কিন্তু অভেদদর্শী শ্রেষ্ঠাচার্য্যদ্বারা কথিত হইলে, আত্মার বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না।

ব্রহ্মবিষয়ে তোমার যে মতি হইয়াছে, তাহা তর্কদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, হে প্রিয়তম! অভিজ্ঞ আচার্য্যদ্বারা কথিত হইলে উহা সুবিজ্ঞেয় হয়।

হে নাচিকেতঃ! তুমি নিশ্চয়ই সত্যসঙ্কল্প ব্যক্তি, আমরা যেন তোমার ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা পাই।

পশ্বাদিধন যে অনিত্য তাহা আমি জানি, অধ্রুববস্তুর দ্বারা যে ধ্রুববস্তু পাওয়া যায় না, তাহাও জানি। দেখ আমি অনিত্য দ্রব্যদ্বারা অগ্নি চয়ন করিয়াছি বলিয়া, মুক্তিলাভ না করিয়া এই অনিত্য যমত্বলাভ করিয়াছি, যদিচ পার্থিব সম্পদের তুলনায় এই অনিত্য যমত্বও নিত্য বলিয়া জ্ঞান হয়।

যাহাতে সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়

যাহা জগতের আশ্রয়, যাহা লাভ করিলে অনন্ত-সুখ লাভ হয় এবং কোন ভয় থাকে না, যাহা সকল পদার্থ অপেক্ষা প্রশংসনীয় এবং মহৎ, যাহা সমস্ত ঐশ্বর্য্যের আধার এবং যাহাতে আত্মার উত্তম গতি হয়, হে নাচিকেতঃ! তুমি সেই ব্রহ্মপদ দেখিয়া অনিত্যসুখ পরিত্যাগ করিয়াছ।

সেই আত্মাকে সহজে দেখা যায় না, ইনি বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাকে কেবল বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধি করা যায়, ইনি ইন্দ্রিয়াতীত দুর্গম্য স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি সনাতন, ইনি অধ্যাত্ম যোগদ্বারা প্রাপ্য, অর্থাৎ চিত্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মায় সমাধান করিলে ইহাকে জানা যায়। ধীর ব্যক্তি তাহাকে এইরূপ ভাবে জানিয়া শোক হর্ষ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

পবিত্র মানব সূক্ষ্ম ও আনন্দময় আত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া, তাহাকে সম্যক্ অবধারণ করিয়া এবং শরীর হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। নাচিকেতঃ স্বর্গের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে।

তখন নাচিকেতা বলিলেন ;—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রা ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যাসি তদ্বদ॥

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য, কারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক্ যে বস্তু তাহার বিষয় আমাকে বল।

যম বলিলেন :—

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বানি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
নহন্যতে হন্যমানে শরীরে।
হন্তাচেন্মন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতেঽহতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥
অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়া
নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥
আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥
অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বাধীরো ন শোচতি॥
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমে বৈষবৃণুতে তেন লভ্য.
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তণুং স্বাম॥
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্ত মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্য্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥

যম বলিলেন ;—সকল বেদ যাহাকে কীর্ত্তন করে, যাহার জন্য তপ ও ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি—তিনি এই ওঁ।

এই অক্ষর অর্থাৎ বিনাশরহিতই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, ইহাকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়।

এই ব্রহ্মাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম, এই

অবলম্বন জ্ঞাত হইয়া উপাসক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হয়।

এই সর্ব্বজ্ঞের জন্ম মরণ নাই, ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই, ইহা হইতে জগতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ জন্মে নাই, অর্থাৎ জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হয়েন না।

যে আত্মাকে হন্তা বা যে আত্মাকে হত মনে করে, এই উভয়েই অজ্ঞানী; আত্মা হননও করে না, হতও হয় না।

ইনি অনু হইতে সূক্ষ্ম এবং মহৎ হইতে মহৎ অথচ জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়াদিসংযমদ্বারা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হইলে নিস্কাম বিগতশোক ব্যক্তি আত্মার মহিমা দর্শন করিতে পারেন।

ইনি উপবিষ্ট থাকিয়া দূরে যান, শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র যান, ইনি হর্ষ ও অহর্ষ; এই বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট আত্মাকে আমি ভিন্ন কে জানিতে পারে।

অনিত্য শরীরে অবস্থান করিয়াও, ইনি অশরীরী, মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী, ধীর ব্যক্তি তাহাকে এইরূপ জানিয়া শোকে অভিভূত হয় না।

এই আত্মাকে বেদ বা মেধা বা শাস্ত্রদ্বারা লাভ করা যায় না, যিনি সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করেন, আত্মা তাহাকে বরণ করেন এবং স্বরূপ প্রকাশ করেন। যাহারা দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত মানস, তাহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

জীবের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ, সেই আত্মার অন্ন, মৃত্যু তাহার; উপসেচন অর্থাৎ ঘৃত, যেহেতু মৃত্যুর সাহায্যে তিনি পরিদৃশ্যমান জগৎ সংহার করেন। এবম্বিধ পরমাত্মাকে সাধন বিহীন ব্যক্তি কিরূপে জানিবে। ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্‌ পরিব্রাজকস্য।

---

# পঞ্চদশী।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে আত্মা স্বয়ং জ্ঞানানন্দময়। ঐ আত্মা ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। ব্রহ্মই সর্ব্বময় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নাই; যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার প্রতিবন্ধক কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বোক্ত একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে বিষয়ই জ্ঞানানন্দময় আত্মার প্রতিবন্ধক; ঐ বিষয় সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে মায়া বা অবিদ্যাপ্রসূত! যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন বস্তু না থাকে, তবে ঐ মায়া বা অবিদ্যা ও ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বা উহাদিগকে ব্রহ্মেরই এক একটী অবস্থা বলা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যদি অবিদ্যা ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম আপনি আপনার প্রতিবন্ধক কি প্রকারে হইতে পারেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা নিম্নোক্ত উনবিংশ শ্লোক হইতে অষ্টচত্বারিংশৎ শ্লোকোল্লিখিত (কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল এই ত্রিবিধ) দেহতত্ত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছে, কিন্তু ঐ দেহতত্ত্বের গূঢ়রহস্য ভেদ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যাত না হইলে উক্ত শ্লোকোল্লিখিত মীমাংসা পাঠকগণের বোধগম্য হইবে না। তদ্ধেতু সরলভাবে দেহতত্ত্বের গূঢ়রহস্যভেদ আবশ্যক। উক্ত ত্রিবিধ দেহতত্ত্ব কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি তত্ত্বের অন্তর্নিহিত। হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রে

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দুইটী মত প্রধান যথা-বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ। বিবর্ত্তবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য তদ্ভিন্ন ত্রিজগৎ সমস্তই মিথ্যা। জগৎ বা জাগতিক বস্তু প্রকৃত নহে। এই দৃশ্য জগৎ সমস্তই ভ্রান্তিকল্পনা মাত্র। বিবর্ত্তবাদী বলেন যে যেমন শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মে এই জগৎ ভ্রম হইয়া থাকে। কথাটী ভয়ঙ্কর গুরুতর। আমরা সম্মুখে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে সকল বস্তু সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি যথা পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, নদনদী, স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা এমন কি স্বদেহ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই বাস্তবিক নহে, ভ্রান্ত কল্পনামাত্র। শীত গ্রীষ্ম মিষ্ট তিক্ত সুগন্ধ দুর্গন্ধ প্রভৃতি যাহা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে ঐ শীতগ্রীষ্মাদি বলিয়া কোন বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। আশু দৃষ্টিতে উহা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ দৃশ্যতঃ প্রলাপ বাক্যের মধ্যে সত্য অন্তর্নিহিত আছে, উহা বুঝাইতে হইলে কয়েকটী সরল দৃষ্টান্ত আবশ্যক। মনে কর তুমি যে স্বপ্নকালে সমুদ্র নদনদী পর্ব্বত দেখিয়া থাক, দশ মিনিটের মধ্যে দশবৎসরের ঘটনা স্রোত তোমার চক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহার মধ্যে তুমি ঐ সকল ঘটনাজনিত সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাক; স্বপ্নকালে উহা তোমার নিকট ভ্রান্তি বলিয়া কখনই অনুভূত হয় না। সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে ঐ স্বপ্নকালের ঘটনা পরম্পরা সমস্ত অলীক প্রতীয়মান হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন যে ইহকালের জাগরণ অবস্থা আত্মার নিকট স্বপ্নবৎ; যদি তাহাই হয়, তবে আত্মার স্বরূপ অবস্থার নিকট ইহজগতের সকল বিষয়ই ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। কথাটা আর একটু বিশদ্‌ভাবে পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। তুমি এই যে বাহ্য জগৎ অনুভব করিতেছ ঐ বাহ্য জগৎ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া তোমার মানস সমুদ্রে ভাসমান হইতেছে। ঐ মানস সমুদ্রের মূল আধার চৈতন্য, অতএব তোমার মায়া মিশ্রিত চৈতন্যই মানসাকারে প্রকটিত হইয়া বাহ্যজগৎ কল্পনা করিতেছে এবং ঐ মানসসমুদ্রের কল্পনা বারিতে বাহ্যজগৎ ভাসমান আছে। এতাবতায় প্রমাণিত হইতেছে যে বাহ্যজগৎ মানস কল্পনার সৃষ্টি পদার্থ মাত্র। যেহেতু মন ব্যতীত জগতের কখনই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। নিদ্রাকালে মন যখন সেই পরমকারণে লীন হয়, তখন মনের অবিকাশহেতু জগতের অস্তিত্বাভাব হয়। আসল কথা মনই বাহ্যজগৎ আকারে পরিণত হয়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যখন জ্ঞানানন্দময় আত্মা মনকে বাহ্যজগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া লন, তখন মন-কল্পনারূপ সমুদ্রবারির অভাবে বাহ্যজগৎ ও তদুপরি ভাসমান হইতে পারে না। সুতরাং আত্মার স্বরূপাবস্থার নিকট জগৎ ভ্রান্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বোক্তমত যেমন দেহের জাগরিত অবস্থায় স্বপ্নের মানস কল্পনা মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ আত্মার জাগরিতাবস্থায় তাঁহার স্বপ্নরূপ মানস ও ঐ স্বপ্নরূপ মানসে যে বাহ্যজগৎ ও তজ্জনিত শোক দুঃখ প্রতিভাত হয়, তাহাও মিথ্যা ব্যতীত আর কি হইতে পারে। এই মানসই যে আত্মার স্বপ্ন তাহা পরবর্ত্তী বর্ণনাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। যেমন গাঢ় স্থির সুষুপ্তির বিকৃত অবস্থাই স্বপ্ন, সেইরূপ অবিদ্যার বিকৃত অবস্থাই জীবের অন্তকরণ বা মানস।* সুষুপ্তিদ্বারা যেরূপ দৈহিক চৈতন্য অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সেই-

* উপরোক্ত মানসার্থে মন ও বুদ্ধি উভয়ই গণনীয়।

রূপ অবিদ্যা কর্ত্তৃক স্বরূপ আত্ম চৈতন্য বা আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। যেমন সুষুপ্তিরূপ সুমুদ্রের অন্তর্বারি বিক্ষোভিত হইয়া ভ্রান্তজ্ঞানময় স্বপ্নরূপবন্যা উত্থিত হয় ও তদ্দ্বারা সমুদ্র প্লাবিত হয় এবং ভ্রান্ত স্বপ্ন-সমুদ্রে বৈচিত্র ঘটনাময় উর্ম্মিফেণ বুদ্‌বুদ্‌ সকল ভাসমান হয়, সেইরূপ সমষ্টি ব্রহ্ম পক্ষে মায়া বিক্ষোভিত হইয়া মহামানসাকারে প্রকটিত হয় এবং ঐ মহামানসসমুদ্রে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান হয় এবং ব্যষ্টি জীব পক্ষে অবিদ্যা বিক্ষোভিত হইয়া মন বা অন্তকরণে পরিণত হয়। এবং ঐ মনমধ্যে পূর্ব্বোক্ত পাঞ্চভৌতিক মায়িক জগতের বৈচিত্র ঘটনাবলী প্রতিভাত হয়। প্রকৃতপক্ষে মায়া মহামানসাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য প্রপঞ্চ সকল অবিদ্যা-বিবর্ত্তিত জীবের অন্তকরণে প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ ঐ অন্তকরণ, স্থূল-দেহেন্দ্রিয়ব্যাপ্ত হইয়া ও স্থূলাকার ধারণ করিয়া মায়িক স্থূল বিষয়ের সহিত মিলিত হয়, এবং ঐ মিথ্যা দৃশ্যপ্রপঞ্চ সত্যজ্ঞানে জীবাত্মাকে উপভোগ করায়। আসল কথা এই দেহ স্থূলপদার্থ, অতএব দেহাশ্রিত চৈতন্যকর্ত্তৃক স্থূলদেহ জাগরিত হয়। ঐ স্থূল দেহেন্দ্রিয়ের সহিত জগতের স্থূলপদার্থের সম্বন্ধ অর্থাৎ উভয়ই সমস্তরে অবস্থিত। এইজন্য দেহাশ্রিত চৈতন্য কর্ত্তৃক স্থূল জগৎ অনুভূত হয়। ইহা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যে সূর্য্যের আলো কোন পদার্থে পতিত হইলে ঐ পদার্থের প্রতিবিম্ব ভাইব্রাটারিমোসেন (Vibratory motion) কর্ত্তৃক চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, উহা দর্শক স্নায়ু (Optic nerve) কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে নীত হইলে মনের উদ্বোধনি-শক্তি, উক্ত স্নায়ুর সহিত মিলিত হইয়া উক্ত বস্তু আকারে বিকাশিত হয়। আলো এবং চক্ষু উভয়ই তৈজস পদার্থ। মধ্যবর্ত্তি কম্পন-গতিদ্বারা উভয়ের যোগ হয়। ঐ উভয় যোগাকর্ষণ হইতে যে স্নায়বীয় গতি উৎপন্ন হয়, তাহাই মানসক্ষেত্রে, পৌঁছিয়া মনকে তদ্‌ভাবাপন্ন করে। অতএব আলো, চক্ষু উভয়েই এক স্তরান্তর্গত ও একই জাতীয় পদার্থ। গতি এবং প্রতিবিম্বন ক্রিয়াও তদন্তর্গত, ঐ সমস্তের ফল স্বরূপ মনও তদন্তর্গত হয়। এই স্থূলদৃশ্য জগতের কার্য্য যে নিয়মের অধীন সূক্ষ্ম অদৃশ্য জগতের ক্রিয়াও যে সেই একই নিয়মাধীন, তাহা স্থলান্তরে প্রমাণিত হইবে। যাহা হউক্‌ স্থূলদেহের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কারণ দেহাশ্রিত চৈতন্যকর্ত্তৃক সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ অনুভূত হয়; যখন চৈতন্য পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দেহ হইতে মুক্ত হয় তখন ত্রিজগৎ তাহার নিকট মিথ্যা ও ভ্রান্ত কল্পনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইল যে জগৎ মায়াময় ও জীব অবিদ্যাশ্রিত। এক্ষণে মায়া ও অবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে কি পদার্থ এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নোক্ত শ্লোকে স্পষ্টরূপ আছে। কিন্তু ঐ মায়ার ও অবিদ্যার উদ্দেশ্য সরলভাবে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ব্যতীত ঐ শ্লোকোল্লিখিত ব্যাখ্যা পাঠকগণের বুঝিবার পক্ষে গোল হইতে পারে, এইজন্য মায়ার প্রকৃত তত্ত্ব কিঞ্চিৎ সমালোচনা আবশ্যক। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রহ্ম সৎপদার্থ অতএব তিনি সত্য। দৃশ্য জগৎ ভ্রান্ত কল্পনামাত্র এইজন্য মিথ্যা। ব্রহ্মের এই জগৎ বিকাশিনী শক্তির নাম মায়া। তবেই হইল ব্রহ্মে যে জগৎ ভ্রান্তি হয় উহাই মায়ার কার্য্য। মায়া বাস্তবিকই স্বয়ং কোন পদার্থ নহে, উহা ব্রহ্মের ভাব বা শক্তিবিশেষ; তোমার ভাব বা শক্তি যেমন তোমা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, মায়াও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পক্ষান্তরে

আমার বা তোমার ভাব যেমন স্বয়ং আমি বা তুমি নহি। মায়াও সেইরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম নহেন। তুমি চেতন জীব, তোমার শক্তি বা ভাব হইতে যেমন শরীরস্থ অচেতন অনেক পদার্থের বিকাশ হয়। ব্রহ্মের শক্তি বা ভাব হইতেও সেইরূপ অচেতন জগতের বিকাশ হইয়া থাকে। বৈদান্তিকগণ কহেন যে মায়া সত্যও নহে অসত্যও নহে, উহা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অনির্ব্বচনীয়া অর্থাৎ বাক্যাতীত। প্রকৃতপক্ষে মায়া মানবের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। মায়া-শক্তি ব্রহ্মচৈতন্যের আভাসে ত্রিগুণান্বিতা হইয়া মহৎ বা মহামানসাকারে অনন্ত জগৎ কল্পনা করেন, অর্থাৎ ঐ কল্পনাই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়। মনে কর কালিদাসের রঘুবংশ বা কুমারসম্ভব কাব্য লিখিবার পূর্ব্বে ঐ কাব্যোক্ত বিষয়গুলি অগ্রে তাঁহার কল্পনারূপ মানসাকারে প্রকটিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থোক্ত বিষয় বা উহার প্রত্যেক শ্লোক ও অক্ষর পর্য্যন্ত অগ্রে তাহার মানসাকারে প্রকটিত না হইলে, কথনই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইতে পারিত না। কথাটা আরও একটু বিশদভাবে বলা উচিত? তুমি রামচন্দ্র লিখিবে, ঐ রামচন্দ্র শব্দটী ও তাহার বর্ণের আকার অগ্রে তোমার মনে উদিত হইবে, পরে ঐ রা-ম-প্রভৃতি বর্ণগুলির আকার মন হইতে স্নায়বীয়শক্তি কর্ত্তৃক তোমার হস্তে আসিয়া ঐ হস্তদ্বারা কাগজ কালি ও কলমরূপ উপাদান সংযোগে দৃশ্যাকারে প্রকাশিত হইবে। এস্থলে ঐ কার্য্য নিষ্পন্নের দুইটী কারণ আবশ্যক যথা নিমিত্তকারণ বা কর্ত্তৃকারণ; এবং উপাদানকারণ বা কার্য্যকারণ, উভয় কারণই মানসশক্তি উদ্ভূত, মনে কর জগতে যেন কালি, কলম ও কাগজ নাই উহা তোমার প্রস্তুত করিয়া লইয়া লিখিতে হইবে; অতএব ঐগুলি প্রস্তুত করিতে তোমার চিন্তাশক্তির আবশ্যক অতএব চিন্তাদ্বারা উপাদান বা বস্তুশক্তি কল্পনা করিয়া সেই বস্তুশক্তির সাহায্যে ঐ কালি কলম কাগজ তোমার প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, অতএব তোমার মন যে শক্তিদ্বারা রামচন্দ্র শব্দ লিখিবে মনের সেই শক্তিই রামচন্দ্র শব্দের নিমিত্ত কারণ, উহাই চিৎশক্তি এবং যে শক্তি কালি কলম কাগজে পরিণত হইবে উহাই উপাদান কারণ বা জড়শক্তি। এখন মনে কর ব্রহ্ম আমাদের ন্যায় আকারবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নহেন, ব্রহ্ম অনন্ত-জ্ঞান বা চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহার মায়া হইতে জগৎ বিকাশিনীশক্তির যে বিকাশ হয় ঐ শক্তিই চৈতন্যের আভাসে চেতনবৎ হইয়া স্বয়ং মহামানসাকারে বিবর্ত্তিত হয় এবং ঐ মানসাকারেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত হয়; ঐ মহামনের বিকাশিনীশক্তিই দৃশ্য জগতের নিমিত্ত কারণ, উহাই স্বয়ং সত্ত্বগুণস্থ চিৎশক্তি বা চিদাকাশ, কিন্তু উপাদান ব্যতীত জগৎ স্থূল দৃশ্যাকারে পরিণত হইতে পারে না। উপাদান জড়পদার্থ, অতএব জড়শক্তি ব্যতীত জড়ীয় উপাদানের বা জড়পদার্থের বিকাশ অসম্ভব। চিৎশক্তিদ্বারা রামচন্দ্র শব্দের আকার কল্পিত হয় বটে, কিন্তু কাগজরূপ আশ্রয় ব্যতীত শব্দের আকার প্রকাশ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ হইবে কিরূপে? আবার কাগজ প্রস্তুত হইলেও কলম ও কালির সাহায্য ব্যতীত ঐ রামচন্দ্র শব্দ স্থূলবর্ণ বা অক্ষরাকারে লিপিবদ্ধ হইতে পারে না। অতএব রামচন্দ্রশব্দের আকার বা বর্ণ লিপির আশ্রয় কাগজ, লিপিনির্ব্বাহক যন্ত্র কলম এবং বর্ণের দেহরূপ আচ্ছাদন কালি বা রং। ঐ কাগজ, কলম ও কালি সমস্ত উপাদানই জড়শক্তি বা জড়াকাশ হইতে উদ্ভূত হয়, ঐ জড়াকাশ চিদাকাশের বা চিৎশক্তির আচ্ছাদন বা আবরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঐ চিদাচ্ছাদনীশক্তিই তমগুণ, তমপ্রধান গুণই

পূর্ব্বোক্ত উপাদানে বিবর্ত্তিত হইয়া নামরূপের আশ্রয়স্বরূপ স্থূল বিশ্বে পরিণত হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে মায়া ত্রিগুণান্বিত, উহা ব্রহ্মের শক্তি হইলেও স্বয়ং ব্রহ্ম নহে, এবং সৎপদার্থও নহে। পূর্ব্ব উদাহরণ অনুসারে রঘুবংশ বা কুমার-সম্ভব কাব্য কালিদাসের মানসশক্তি প্রসূত বা তাঁহার মানস কল্পনা হইতে উদ্ভূত। এখন মনে কর কালিদাস যেন সৎপদার্থ। (এস্থলে সৎ-পদার্থ অর্থে কালিদাস নামক একজন জীব) কিন্তু তাঁহার কল্পনাপ্রসূত রঘুবংশ বা কুমার-সম্ভব কাব্য এবং ঐ কাব্যোল্লিখিত শ্লোক কি ঐ শ্লোকান্তর্গত কোন পদ বা বর্ণ স্বয়ং কালি-দাস নহে কিম্বা উহা সত্যপদার্থও নহে উহা সমস্তই তাঁহার কল্পনাপ্রসূত, আবার তাঁহার ঐ কল্পনা বা কল্পনাশক্তি স্বয়ং কালিদাস নহে। যেহেতু ঐ কল্পনা একদেশ ব্যাপী, কিন্তু তাঁহার পক্ষে তিনি পূর্ণ। যখন কালিদাস স্বরূপাবস্থায় স্থিরভাবাপন্ন থাকেন, তখন তাঁহার কোন কল্পনা থাকে না। তাঁহার কল্পনাশক্তিও তাঁহাতে লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু তিনি অবিকাশিত হন না বা লুক্কায়িত থাকেন না। অতএ বতাঁহার কল্পনা বা কল্পনাশক্তিকে কখনই স্বয়ং কালিদাস বলা যাইতে পারে না।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা মায়া স্বয়ং ব্রহ্ম নহে সাব্যস্ত হইল। যাহা ব্রহ্ম নহে তাহা সৎ নহে। (প্রশ্ন) মায়া যদি সৎপদার্থ না হয় তবে জগৎ যেরূপ অসৎ, মিথ্যা মায়াকে সেইরূপ স্পষ্ট মিথ্যা না বলিয়া সত্য নহে মিথ্যাও নহে অনি-র্ব্বচনীয়া বলার তাৎপর্য্য কি? উহার তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। ঐ গূঢ় তাৎপর্য্য না থাকিলে বেদান্তপ্রণেতা ঋষি বা তাঁহার ভাষ্যকার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রলাপের ন্যায় উহাকে অনির্ব্বচনীয়া বলিতেন না। ঐ তাৎপর্য্য নিম্নোল্লিখিত মত অবিদ্যা এবং অবিদ্যাশ্রিত জীবের ব্যাখ্যাকালে বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে। অবিদ্যা মায়ার বহির্ভূত নহে। উহা মায়ার ন্যায় ভাব বিশেষ। ঐ মায়া এবং অবিদ্যা উভয়েই ব্রহ্মের প্রকৃতি, ঐ মায়া এবং অবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য এই যে ঐ মায়াশ্রিত চৈতন্য মায়ার অধীন নহে। ঐ মায়াশ্রিত চৈতন্যই স্বয়ং ঈশ্বর আর অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্যের প্রতি-বিম্ব অবিদ্যার বশতাপন্ন ও অধীন, ঐ অবিদ্যা-শ্রিত চিদ্বিম্বই জীব। উপরে কথিত হইয়াছে যে মায়া এবং অবিদ্যা উভয়কেই প্রকৃতিবলে। ঐ প্রকৃতি সত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণান্বিতা। অর্থাৎ ঐ ত্রিগুণের বীজই মূলপ্রকৃতি মহাপ্রলয়-কালে উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপে পর-ব্রহ্মে লুক্কায়িত থাকে। সৃষ্টিকালে কার্য্যভেদে দ্বিবিধ হয়, তন্মধ্যে বিশুদ্ধ সত্বগুণপ্রধানা প্রকৃ-তির নাম মায়া আর অবিশুদ্ধ সত্বপ্রধানা প্রকৃ-তির নাম অবিদ্যা। এক্ষণে ঐ সত্বগুণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং উহার বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধতার তাৎ-পর্য্য না বুঝিলে ঐ মায়া এবং অবিদ্যার তাৎ-পর্য্য কখনই বোধগম্য হইতে পারে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বা সত্য-জ্ঞানা-নন্দ; ইহার অর্থ এই যে, অনাদি অনন্ত অশরীরি, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ সত্বা অর্থাৎ আছেন মাত্র। তাঁহাতেই যে শক্তি কর্তৃক মিথ্যা জগৎ কল্পিত হয় তাহাই তাঁহার মায়া, অতএব মায়াই ঐ মিথ্যা জগতের বীজ; কিন্তু ঐ মায়া সেই সচ্চিদানন্দের আভাসে চেতনবৎ হইয়া ত্রিগুণান্বিতা হন, ঐ ত্রিগুণের মধ্যে সত্বগুণই নির্ম্মল সচ্ছ চিদ্‌বিকাশিনীশক্তি; ঐ শুদ্ধ চিদ্‌বিকাশিনীশক্তি স্বয়ং চৈতন্যের আবরণ হইতে পারে না, বরং চৈতন্যের বিকাশক হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে দৃষ্টান্তদ্বারা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের আভাসে মায়ায় যে চিদ্‌বিম্বের বিকাশ হয়,

মায়ার সেই বিকাশিনীশক্তিই সত্বগুণ। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যেমন অন্ধকারে কাচ ও মৃত্তিকার বিকাশ হইতে পারে না আলোদ্বারা উভয়েরই বিকাশ হয় বটে, কিন্তু মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র আলোর আবরক ও কাচনির্ম্মিত পরকলা ঐ আলোর বিকাশক। সেইরূপ চৈতন্যকর্তৃক ত্রিগুণের বিকাশ হয় কিন্তু তমগুণ চৈতন্যের আবরক ও সত্বগুণ বিকাশক। সুতরাং সত্বগুণ চৈতন্যের সম্পূর্ণ আভাসযুক্ত। ঐ সত্বগুণস্থ চৈতন্যই মায়ার পরিচালক, মায়ার অন্য দুইটী গুণ তদধীন। মায়া উহার (চৈতন্যের) বশতাপন্ন। ঐ মায়োপাধিক চৈতন্যই মায়িক ঈশ্বর এবং সত্বগুণযুক্ত চিৎশক্তির নামই পরাশক্তি বা ঈশ্বরীশক্তি। উহাই জগতের নিমিত্ত কারণ। মনে কর ইন্দ্রজাল মিথ্যা বা ভ্রান্ত্যুৎপাদক। দর্শকগণ ইন্দ্রজালের মিথ্যা ঘটনা সকল সত্যের ন্যায় অনুভব করেন্; কিন্তু ঐন্দ্রজালিক স্বয়ং কখন উহা সত্য বলিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস করেন না। কারণ তিনি ঐ ভ্রান্তজ্ঞানের অধীন নহেন। এতাবতায় বিশুদ্ধ সত্বগুণাশ্রিত চৈতন্যই সমস্ত মায়াশক্তির পরিচালক সাব্যস্ত হইল। ঐ চিদ্‌বিম্বিত সত্বগুণান্বিত মায়াই পূর্ব্বোক্তমত জ্যোতির্ম্ময় মহৎ বা মহামানসাকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত করেন উহাই মহৎ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের মহৎ যোনী এবং চিদ্বিম্বই বীজ। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিম্নোক্ত শ্লোক ব্যাখ্যাকালে বিবৃত হইবে।

সত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয় পঞ্চকম্।
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে॥ ১৯॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পঞ্চভূত হইতে কিরূপে ভৌতিকপদার্থসমূহ সমুৎপন্ন হয়, তদ্বিবরণার্থ প্রথমতঃ শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিবৃত হইতেছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের পঞ্চ সত্বগুণাংশ হইতে যথানিয়মে শ্রবণ্যাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আকাশের সত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়; এইরূপে বায়ুর সত্বগুণ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্বগুণ হইতে চক্ষুঃ, জলের সত্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয় (জিহ্বা) এবং পৃথিবীর সত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে এক একটী ভূতের সত্বাংশ হইতে শ্রবণাদি এক একটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তিভেদেন তৎদ্বিধা।
মনোবিমর্ষরূপং স্যাৎ বুদ্ধিস্যান্নিশ্চয়াত্মিকা॥২০॥

পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ সত্বাংশ হইতে এক একটী জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয় এবং ঐ সত্বগুণের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দ্বিবিধ যথা—মন ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মকবৃত্তিকে মন এবং নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে, একই অন্তঃকরণ মনঃ ও বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে॥ ২০॥

রজোহংশৈঃপঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্‌পানি-পাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে॥২১॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে যথানিয়মে বাক্য প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্যের উৎপত্তি হয়, এইরূপ বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত, তেজের রজোগুণ হইতে পাদ; জলের রজোগুণ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে, উক্ত বাক্‌পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা জগতের সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়॥ ২১॥

তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণোবৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ পৃথক্

পৃথক্‌রূপে বাক্‌পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সমুৎপাদন করে, এই পঞ্চভৌতিক রজোগুণ একত্রিত হইলে প্রাণ সমুৎপন্ন হয়, উক্ত প্রাণ, কার্য্যভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রকাশ পায় যথা।—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। উর্দ্ধে গমনশীল যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসরূপে নাসিকাপথে যাতায়াত করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। অধো গমনশীল যে বায়ু, পায়ুদেশে অবস্থিতি করিয়া মলনির্গমাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে অপান বায়ু বলে, যে বায়ু উদরে অবস্থিতি করিয়া পাকাদিকার্য্য সম্পাদন করে তাহার নাম সমানবায়ু। উদ্গাররূপে উর্দ্ধে গমনশীল যে বায়ু জীবের কণ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া জীবকে আহার গ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ করে তাহাকে উদানবায়ু বলে এবং সর্ব্ব নাড়ীতে গমনশীল যে বায়ু সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও স্নায়ু প্রভৃতির কার্য্য সাধন করে তাহার নাম ব্যানবায়ু এই পঞ্চ বায়ুই জীবন স্বরূপে শরীরে অবস্থিতি করিতেছে॥ ২২॥

ক্রমশঃ—

---

# সামবেদান্তর্গত বিবাহঙ্গ হোমমন্ত্রব্যাখ্যা।

## ৪র্থ প্রবন্ধ।

ওঁ গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধ্রির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥ ১॥

অন্বয়ঃ। তে সৌভগত্বায় হস্তং গৃহ্ণামি যথা পত্যা ময়া জরদষ্টিঃ আসঃ। পুরন্ধ্রিঃ ভগঃ অর্য্যমা সবিতা চ দেবাঃ গার্হপত্যায় ত্বা মহ্যং অদুঃ॥ ১॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তে তব সৌভগত্বায় সৌভাগ্য হেতবে হস্তং পাণিং দক্ষিণং ইতি শেষঃ। গৃহ্ণামি ধারয়ামি, যথা যেন প্রকারেণ পত্যা স্বামিনা ময়া জরদষ্টিঃ জরান্তং যাবৎ বার্দ্ধক্য পর্য্যন্তং ইত্যর্থঃ আসঃ ভবসি। পুরন্ধ্রিঃ অগ্রণীঃ ভগঃ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ ঈশ্বরঃ ইত্যর্থঃ ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ। অর্য্যমা সূর্য্যঃ সবিতা জগৎপ্রসবকারী ব্রহ্মা এতে দেবাঃ গার্হপত্যার লক্ষণয়া তদাখ্যাগ্নৌ হোমসমাধানায় * ত্বা ত্বাং মহ্যং অদুঃ দত্তবন্তঃ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। আমি তোমার সৌভাগ্যের

* লক্ষণার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণের ২য় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

মুখ্যার্থ বাধে তদ্‌যুক্তো যথান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
——লক্ষণাশক্তিরর্পিতা।

মুখ্য অর্থাৎ প্রধান অর্থের বাধা হইলে যে শক্তিদ্বার তদ্‌যুক্ত অপর অর্থ প্রতীয়মান হয় সেই শক্তিকে লক্ষণা শক্তি কহে।

সচরাচর সাধারণে বলিয়া থাকে যে "অমুকের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে" কিন্তু সকলেই জানে যে আকাশ শূন্য পদার্থ, উহা কখনই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রধান অর্থের বাধা ঘটিল। অতএব এখানে তদ্‌যুক্ত অর্থাৎ আকাশস্থিত বজ্রকে লক্ষণা দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। তদ্রূপ এখানে গার্হপত্যের নিমিত্ত বলিলে অসঙ্গতি ঘটে, একারণ গার্হপত্যনামক অগ্নিতে হোমসমাধানের নিমিত্ত এই অর্থ লক্ষিত হইল।

নিমিত্ত তোমার দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করিলাম। তুমি যাবজ্জীবন আমার সহচরী হইয়া থাক। ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ঈশ্বর সূর্য্য এবং ব্রহ্মা তোমাকে আমার গার্হপত্য অগ্নিতে হোম সমাধানের নিমিত্ত আমাকে দান করিয়াছেন ॥ ১ ॥

১। ভগঃ—ষড়ৈশ্বর্য্যস্য সমষ্টির্ভগঃ স অস্য অস্তি ইত্যর্থে অপ্রত্যয়ঃ। ২। গার্হপত্যায়—গৃহপতের্গৃহস্থাশ্রমস্য হিতঃ গার্হপত্যঃ তস্মৈ দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্যাহবনীয়াস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ইত্যমরঃ।

ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীরসূর্জীবসূর্দেবকামা শন্নো ভব দ্বিপদেশঃ চতুষ্পদে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! ত্বং) অঘোরচক্ষুঃ অপতিঘ্নী (তথা) পশুভ্যঃ শিবা এধি। সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীরসূঃ জীবসূঃ তথা দেবকামা (ভব) নঃ (প্রতি) শং ভব দ্বিপদে (তথা) চতুষ্পদে শং ভব ॥ ২ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ত্বং অঘোরচক্ষুঃ ক্রূরদৃষ্টিঃ ঘোরে ক্রূরে চক্ষুষী যস্যাঃ সা ন ভবতীতি অঘোরাচক্ষুঃ অপতিঘ্নী অপতিঘাতিনী পতিং হন্তি যা সা ন ভবতীতি অপতিঘ্নী তথা পশুভ্যঃ পশূনাং গোমহিষাদীনাং শিবা সুখাবহা এধি ভব। সুমনাঃ প্রশস্ত মানসা সুবর্চ্চাঃ তেজস্বিনী বীরসূ বীরপ্রসবিনী জীবসূঃ জীববদ্ পুত্রপ্রসবিনী দেবকামা দেবেষু লক্ষণা দেবপূজনেষু কামঃ অভিলাষঃ যস্যাঃ তাদৃশী পঞ্চযজ্ঞাভিরতা ইত্যর্থঃ। পঞ্চযজ্ঞপ্রকারমাহ স্মৃতিঃ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ। পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং। পঞ্চ এতান্ মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ। স গৃহেঽপি বসন্ নিত্যং সূনা দোষৈর্ন লিপ্যতে। সূনাদোষৈঃ পঞ্চসূনাদোষৈঃ। পঞ্চসূনাপ্রকারমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ। কুণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্। তথা নঃ অস্মভ্যং শং কল্যাণকারিণী দ্বিপদে পাদদ্বয়সম্পন্নায় মনুষ্যবর্গায় শং কল্যাণকারিণী চতুষ্পদে গবাদিকায় শং মঙ্গলকারিণী ভব। ২।

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি সরলদর্শনা এবং অপতিনাশিনী (অর্থাৎ সধবা) হও, গোমহিষাদি পশুবর্গের সুখাবহা অর্থাৎ প্রতিপালনকারিণী হও, তুমি সরলান্তঃকরণা তেজস্বিনী বীরপ্রসবা জীববৎসা এবং নিত্যদেব পূজাভিরতা হইও, আমাদিগের কল্যাণকারিণী ও অপরাপর মনুষ্যবর্গের মঙ্গলদাত্রী এবং গোমহিষাদিরও কুশলসাধিকা হইও। ২।

১। শং মঙ্গলং ভব—অব্যহল্লিঙ্গত্বাৎ ন স্ত্রীলিঙ্গতা।

ওঁ আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ৩।

অন্বয়ঃ। প্রজাপতিঃ নঃ প্রজাং আজনয়তু অর্য্যমা আজরসায় সমনক্তু (তব সৌভাগ্যমিতিশেষঃ) মঙ্গলীঃ ত্বা অদুঃ (মহ্যমিতি শেষঃ) পতিলোকং আবিশ (ত্বমিতি শেষঃ) ন (তথা) দ্বিপদে (তথা) চতুষ্পদে শং ভব। ৩।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। প্রজাপতিঃ সন্ততিবিধাতা নঃ অস্মাকং প্রজাং সন্ততিং প্রজাস্যাৎ সন্ততৌ জনে ইত্যমরঃ। আ জনয়তু সমুৎপাদয়তু। আর্য্যমা সূর্য্যঃ আজরসায় জরাপর্য্যন্তং বার্দ্ধক্যপর্য্যন্তমিতি যাবৎ তব সৌভাগ্যং সমনক্তু ব্যঞ্জয়তু। মঙ্গলীঃ প্রশস্তমঙ্গলসম্পন্নাঃ দেবতাঃ ত্বা ত্বাং মহ্যং অদুঃ দত্তবত্যঃ। দেবতানাং সমীপে এবং সংপ্রার্থ্য সংপ্রতি তামেবাহ হে কন্যকে! ত্বং পতিলোকং পতিকুলং আবিশ প্রবিশ। নঃ অস্মভ্যং দ্বিপদে মনুষ্যাদিকায়

তথা চতুষ্পদে গবাদিকায় শং মঙ্গলং লক্ষণয়া কল্যাণকারিণী ভব॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। প্রজাপতি আমাদিগকে সন্ততি প্রদান করুন্। ভগবান্ সূর্য্যদেব বার্দ্ধক্যপর্য্যন্ত তোমার সৌভাগ্য প্রকাশ করুন্। মঙ্গলশালিনী দেবতারা আমাকে তোমায় প্রদান করিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে পতিগৃহে প্রবেশ করিয়া আমার এবং অপরাপর মনুষ্যবর্গের এবং গোমহিষাদিরও কুশলকারিণী হও॥ ৩॥

১। আ জনয়তু—ব্যবহিতোঽপি আশব্দঃ জনয়ত্বিত্যনেন যোজ্যঃ ২। নঃ দ্বিপদে চতুষ্পদে—কুশলার্থবাচকস্য শমিত্যস্য যোগে চতুর্থী।

ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্র! মিধঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃধি। দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কুরু। ৪।

অন্বয়ঃ। হে ইন্দ্রঃ! ত্বং মিধঃ (সন্) ইমাং সুভগাং (তথা) সুপুত্রাং কৃধি। অস্যাং দশপুত্র ন্ আধেহি পতিং (অস্যা ইতি শেষঃ) একাদশং কুরু॥ ৪॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে ইন্দ্র! দেবরাজ! ত্বং মিধঃ সন্ উদক-প্রক্ষেপবিধিনাপ্যায়নকারকঃ সন্ ইমাং মৎপরিণীতাং স্ত্রিয়ং সুভগাং সৌভাগ্যশালিনীং তথা সুপুত্রাং সৎপুত্রপ্রসবিনীং কৃধি কুরু। অস্যাং মৎপরিণীতায়াং দশ দশসংখ্যকান্ পুত্রান্ আধেহি জনয়। অত্র মনুঃ-এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ। যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ। তথা পতিং স্বামিনং একাদশং একাদশানাং পূরকং কুরু বিধেহি। পিতৃপুত্রয়োরভেদাত্মত্বে শ্রুতিঃ আত্মা বৈ পুত্রনামাসি ইতি। স্মৃতিশ্চ পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বেহ মাতরং। তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনরিতি। রঘুবংশেঽপি তস্যামাত্মানুরূপায়াং মাত্মজন্মসমুৎসুকঃ ইতি॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ। হে ইন্দ্র! তুমি যথাসময়ে জলপ্রক্ষেপাদিদ্বারা আমাদের মঙ্গলসাধন করিয়া থাক। তুমি এই মৎপরিণীতা স্ত্রীকে সৎপুত্রপ্রসবা ও সৌভাগ্যশালিনী কর। ইহাকে আমার দশটী পুত্র প্রদান কর। ইহার স্বামীকে (আমাকে) একাদশস্থানীয় কর॥ ৪॥

১। মিঢ্বঃ—দশ্বান্ সহ্বান্ মিঢ্বাংশ্চেতি সিদ্ধান্তকৌমুদীসূত্রাৎ মিহ সেচনে ইতি ধাতোঃ নিপাতিতঃ।

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্বাং ভব ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী সম্রাজ্ঞী চাধিদেবৃষু॥ ৫॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! ত্বং) শ্বশুরে সম্রাজ্ঞীভব শ্বশ্রাং সম্রাজ্ঞী ভব। ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী (ভব) (তথা) অধিদেবৃষু চ সম্রাজ্ঞী (ভব)॥ ৫॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ত্বং শ্বশুরে পত্যুঃ পিতরি সম্রাজ্ঞী গৃহকর্ত্রী ভব। শ্বশ্রাং পত্যুর্ম্মাতরি সম্রাজ্ঞী ভব। চ তথা ননান্দরি পত্যুর্ভগিন্যাং সম্রাজ্ঞী ভব। তথা অধিদেবৃষু দেবরেষু সম্রাজ্ঞী ভব। সর্ব্বেষাং প্রতিপালনকারিণী ভবেত্যর্থঃ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি শ্বশুরের সমীপে শ্বশ্রূর (শাশুড়ীর) নিকটে ননান্দাদিগের (ননদদিগের) সন্নিধানে এবং দেবরাদির নিকটে গৃহকর্ত্রী বলিয়া পরিচিত হও॥ ৫॥

১। সম্রাজ্ঞী—ইতি অসমস্তং পদং। সমস্তত্বে সম্রাজ্ঞীত্যেব স্যাৎ।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যং॥ ৬॥

অন্বয়ঃ। বৃহস্পতিঃ তে হৃদয়ং মম ব্রতে

দধাতু তে চিত্তং মম চিত্তং অনু অস্তু (স্থং) একমনাঃ (সতী) মম বাচং জুষস্ব (তথা) ত্বা মহ্যং নিযুনক্তু (বৃহস্পতিরিতি শেষঃ)॥ ৬॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। বৃহস্পতিঃ সুরগুরুঃ তে তব হৃদয়ং মনঃ চিত্তঞ্চ চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ ইত্যমরঃ। মম ব্রতে কর্ম্মণি দধাতু স্থাপয়তু। তে তব চিত্তং মম চিত্তং অনু মম চিত্তস্য অনুগামি অস্তু আবয়োর্মতভেদং মাভূদিত্যর্থঃ। মম বাচং বাক্যং একমনাঃ অবহিতা সতী জুষস্ব সেবস্ব। ময়ি কিমপি কথয়তি সতি অন্যস্যাং কথায়াং মনো মা স্থাপয়। এবং প্রকারেণ বৃহস্পতিঃ ত্বা ত্বাং মহ্যং নিযুনক্তু মদর্থং নিতরাং যোজয়তু॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ বৃহস্পতি তোমার মনকে আমার কর্ম্মে নিয়োজিত করুন্। তোমার মন আমার মনের অনুকূল হউক। তুমি অনন্যমনাঃ হইয়া আমার বাক্য সকল শ্রবণ করিও। বৃহস্পতি এইরূপ প্রকারে আমার কার্য্যের সহায়তা জন্য তোমাকে নিয়োজিত করুন্॥ ৬॥ ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

---

# অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ (১)

## বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ৩॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাঽঽপঃ শরীরং সোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ৪॥ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ৫॥ যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ৬॥ যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ৭॥ যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতং॥ ৮॥ য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাঽঽদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ৯॥ যো দিক্ষু তিষ্ঠন্দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ১০॥ যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ১১॥ য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাঽঽকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ১২॥ যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ১৩॥ যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবত যথাধিভূতম্॥ ১৪॥ যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো-

হস্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্॥ ১৫॥ যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥১৬॥ যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ন বেদ যস্য বাক্‌শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ১৭॥ যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ১৮॥ যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠং ছোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মর্যাম্যমৃতঃ॥১৯॥ যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যামামৃতঃ॥ ২০॥ যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ন বেদ যস্য ত্বক্‌শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ২১॥ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মন্তর্যামাম্যমৃতোঽদৃষ্টোদ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতোঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম॥ ২৩॥ ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমং ব্রহ্মণম্॥ ৭॥

উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে অন্তর্যামীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন;—

যিনি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তরে থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করে তিনিই অমৃত।

(অন্তরঃ—অভ্যন্তরঃ, যময়তি নিয়ময়তি, স্বব্যাপারে। তে তব, সর্ব্বভূতানাং উপলক্ষণার্থম্।

যিনি জলে বাস করিতেছেন যিনি জলের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, জল যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, জল যাহার শরীর, যিনি জলের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৪।

যিনি অগ্নিতে বাস করিতেছেন যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অগ্নি যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অগ্নি যাহার শরীর, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৫।

যিনি অন্তরীক্ষে বাস করিতেছেন যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অন্তরীক্ষ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অন্তরীক্ষ যাহার শরীর যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৬।

যিনি বায়ুতে বাস করিতেছেন যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বায়ু যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, বায়ু যাহার শরীর যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, অমৃত। ৭।

যিনি স্বর্গেতে বাস করিতেছেন যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, স্বর্গ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, স্বর্গ যাহার শরীর যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বর্গকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৮।

যিনি আদিত্যে বাস করিতেছেন যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, আদিত্য যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আদিত্য যাহার শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ৯।

যিনি দিক্‌সমূহে বাস করিতেছেন যিনি দিক্‌সমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, দিকসমূহ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, দিকসমূহ যাহার শরীর যিনি দিকসমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্‌সমূহকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ১০।

যিনি চন্দ্রে ও নক্ষত্রসমূহে বাস করিতেছেন যিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ যাহার শরীর যিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ১১।

যিনি আকাশে বাস করিতেছেন, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, আকাশ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আকাশ যাহার শরীর যিনি আকাশের অভ্যন্তরে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ১২।

যিনি অন্ধকারে বাস করিতেছেন, যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অন্ধকার যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অন্ধকার যাহার শরীর; যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্ধকারকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৩ ॥

যিনি তেজে বাস করিতেছেন, যিনি তেজের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তেজ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, তেজ যাহার শরীর যিনি তেজের অভ্যন্তরে থাকিয়া তেজকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৪ ॥

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের আধি দৈবিকসম্বন্ধ অর্থাৎ দেবতাদিগের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ তাহা বলা হইল, এইক্ষণে ব্রহ্ম হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতসমূহের তাহার যে সম্বন্ধ অর্থাৎ আধিভৌতিক সম্বন্ধের কথা বলিব।

যিনি ভূতসমূহে বাস করিতেছেন যিনি ভূতসমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, ভূতসমূহ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, ভূতসমূহ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, ভূতসমূহ যাহার শরীর, যিনি ভূতসমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভূতসমূহকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৫ ॥

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের আধিভৌতিকসম্বন্ধের কথা বলা হইল এইক্ষণ তাহারা আধ্যাত্মিক-সম্বন্ধের কথা বলিব।

যিনি প্রাণে বা জীবাত্মায় বাস করিতেছেন যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, প্রাণ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, প্রাণ যাহা শরীর যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৬ ॥

যিনি বাক্যে বাস করিতেছেন যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বাক্য যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, বাক্য যাহার শরীর, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৭ ॥

যিনি চক্ষুতে বাস করিতেছেন যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চক্ষু যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, চক্ষু যাহার শরীর, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৮ ॥

যিনি কর্ণেতে বাস করিতেছেন যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন কর্ণ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, কর্ণ যাহার শরীর, যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া কর্ণকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৯ ॥

যিনি মনেতে বাস করিতেছেন যিনি মনের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন মন যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, মন যাহার শরীর, যিনি মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ২০ ॥

যিনি ত্বকে বাস করিতেছেন যিনি ত্বকের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন ত্বক যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, ত্বক যাহার শরীর, যিনি ত্বকের অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বককে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ২১ ॥

যিনি জ্ঞানে বাস করিতেছেন যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন জ্ঞান যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, জ্ঞান যাহার শরীর যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া জ্ঞানকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ২২ ॥

যিনি রেতে বাস করিতেছেন যিনি রেতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন রেত যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, রেত যাহার শরীর যিনি রেতের অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ২৩ ॥

ইনি অন্যের দৃষ্টির অগ্রাহ্য হইয়া দর্শন করেন, শ্রুতির অগ্রাহ্য হইয়া শ্রবণ করেন; মনের অগ্রাহ্য হইয়াও মনন করেন, জ্ঞানের অগ্রাহ্য হইয়াও জানেন। ইনি ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা জ্ঞাতা নাই। তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ইনি ব্যতীত অন্য সকলি মরণশীল, যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর শুনিয়া উদ্দালক আরুণি অন্য প্রশ্ন করিলেন না।

(১) উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রামানুজ সম্প্রদায় এই অন্তর্যামী ব্রাহ্মণটিকে বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই ব্রাহ্মণটি তাহাদের এত আদরণীয় কেন, তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে। পাঠক অবগত আছেন যে বেদান্তমতাবলম্বীদিগের মধ্যে দুইটি মত চলিয়া আসিতেছে। অদ্বৈত ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ এই দুই মত। প্রথমমতাবলম্বীদিগের নায়ক শঙ্করস্বামী, দ্বিতীয় মতাবলম্বীদিগের নেতা রামানুজস্বামী। বেদ তিনভাগে বিভক্ত সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক বা উপনিষৎ। এবিষয় হিন্দু পত্রিকার পূর্ব্ব এক সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশে অর্থ উপলব্ধি করিবার জন্য সায়ণ, মহীধরাদির ভাষ্য এবং আরণ্যক অংশে [illegible] উপলব্ধি করিতে হইলে শঙ্করের ভা[illegible]

করিতে হয়। কিন্তু এই সমুদায় ভাষ্য পাঠ করিলেও বহুস্থলে বেদার্থ সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, অনেকস্থলে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। এই বিরোধাদির দূরীকরণার্থে মীমাংসা শাস্ত্রের আবির্ভাব। মীমাংসকেরা আপাত বিরোধসমূহ খণ্ডন করিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থলের পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখাইয়া বেদার্থ উপলব্ধির জন্য সহজ উপায় করিয়া গিয়াছেন।

মীমাংসাশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্তঃ—পূর্ব্ব মীমাংসা এবং উহারা জৈমিনী এবং বাদরায়ণ-প্রণীত। জৈমিনীকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় বেদের কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত-সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ অংশের অর্থ এবং বাদরায়ণপ্রণীত উত্তরমীমাংসায় আরণ্য অংশের অর্থ মীমাংসিত হইয়াছে। এই উভয় মীমাংসাই সূত্রাকারে রচিত এবং ভাষ্যাদি ব্যতীত উহাদিগের অর্থোপলব্ধি হয় না। উত্তরমীমাংসার অন্যতর নাম বেদান্তসূত্র এই বেদান্তসূত্রের দুই খানি প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে—শঙ্করপ্রণীত শারীরকভাষ্য এবং রামানুজপ্রণীত শ্রীভাষ্য। শঙ্করভাষ্যে অদ্বৈতবাদ এবং শ্রীভাষ্যে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের তাবৎ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই বিশিষ্ট অদ্বৈত বাদাবলম্বী। চৈতন্যদেবও এই মতাবলম্বী ছিলেন। অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের যে পার্থক্য তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

অদ্বৈতবাদমতে একমেবাদ্বিতীয়ং অর্থাৎ বিশ্বে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই এবং ঐ ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নাই। একটি বৃক্ষের সহিত বৃক্ষেতর তাবৎ পদার্থের যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয়ভেদ বলে। একটি বৃক্ষের সহিত অন্য বৃক্ষের যে ভেদ তাহাকে স্বজাতীয়ভেদ বলে, একটি বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্থাৎ পত্রকাণ্ড শাখাদির যে ভেদ তাহাকে স্বগতভেদ বলে। ব্রহ্মে এইরূপ কোন ভেদ নাই। তিনি অভিন্ন বা সমান জাতীয়, তিনি চৈতন্য। তিনি নির্গুণ, তিনি নিজেই চৈতন্য, চৈতন্য তাঁহার গুণ নহে। ভেদ পরিশূন্য ব্রহ্ম ভিন্ন যদি আর কিছু না থাকিল, তাহা হইলে পরিদৃশ্যমান্ জগতে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ কি? মায়াই তাহার কারণ। মায়া ব্রহ্মে শক্তিরূপে অবস্থিতা, এই মায়া আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মায়াশ্রিত হইলে ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা যায়। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, কিন্তু মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বিবেচনা করিলে মায়াকেও জগতের উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে। মায়া "সৎ" নহে কারণ ব্রহ্মই একমাত্র 'নিত্য' বা 'সৎ' পদার্থ, 'অসৎ' ও নহে কারণ মায়াই ব্যবহারিক জগতের কারণ। বিশ্বের যে ভেদ দৃষ্ট হয় সে এই মায়া হইতে। মায়া আশ্রয় করিয়াই একমেবা-দ্বিতীয়ম্ কারণ ব্রহ্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, গ্রহ নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাবস্থায় পরিণত হইয়াছেন। এই মায়াশ্রিত আত্মাকে জীবাত্মা বলে। জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক কল্পান্তে যখন ঈশ্বর বিশ্ব সংহার করেন, তখন পরিদৃশ্যমান্ জগৎ অব্যক্ত মায়ায় পরিণত এবং জীবাত্মা উপাধিশূন্য হইয়া গাঢ় নিদ্রাভিভূত হয়। কল্পান্তে নূতন সৃষ্টির সময়ে জীবাত্মা স্বীয় পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে নূতন দেহধারণ করে এবং যে পর্য্যন্ত বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকে নষ্ট করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তি না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ কল্পান্তে নিদ্রাভিভূত থাকিয়া পুনঃ পুনঃ নবদেহ ধারণ করিতে থাকে। জীবাত্মা শাস্ত্রোক্ত

বিবিধ কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনান্তর জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করিয়া বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা বা মায়াকে নাশ করিতে পারেন এবং "তৎ ত্বম্ অসি" তুমিই সেই ব্রহ্ম "সোঽহং" আমিই সেই ব্রহ্মই, এইরূপ জ্ঞান ধ্রুব ও সত্যভাবে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তখনই তিনি মায়াময় সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়েন, বা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে সম্মিলিত হয়েন।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে অদ্বৈতবাদ মতে জীবাত্মা পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই; মায়াবদ্ধকে জীব এবং মায়ামুক্তকে ব্রহ্ম বলে।

বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নির্গুণ নহেন, তিনি যে চৈতন্য তাহা নহে, চৈতন্যই তাঁহার প্রধান গুণ। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই সকলই তাঁহার অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। ব্যবহারিক জগতে আমরা যে সমুদায় ভেদ, অর্থাৎ মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিতে যে ভেদ দেখিতে পাই, তাহা বাস্তবিকই ভেদ এবং ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ উহা মায়াজনিত নহে। চিৎ এবং অচিৎ অর্থাৎ আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের শরীরের উপাদান, তিনি অন্তর্যামী। ভূত, ইন্দ্রিয় এবং জীবাত্মাদি যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, তিনি তাহাদিগের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন। এবং উহারা তাঁহার শরীর স্বরূপ হইয়াছে। প্রকৃতি এবং জীবাত্মা সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত ও সঙ্কোচভাবে থাকে এবং তজ্জন্য তাহাদিগের নাম রূপাদি কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না। এই অবস্থাকে ব্রহ্মের কারণ অবস্থা বলা যায়। ব্রহ্মের এই অবস্থাতে তাঁহাকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলা যায়, কারণ তখন প্রকৃতি এবং জীবাত্মা এত সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিত থাকে যে তাহাদিগকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলা যায় না। গুণময় ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে। গুণময় ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টির সময় সূক্ষ্ম অব্যক্ত প্রকৃতি স্থূল পরিদৃশ্যমান্ আকার ধারণ করে এবং জীবাত্মাসমূহ সঙ্কোচভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী দেহ ধারণ করে। অব্যক্ত প্রকৃতি এবং সঙ্কুচিত জীবাত্মার সমষ্টিকে যেরূপ কারণ ব্রহ্মের শরীর বলা যায়, সেইরূপ ব্যক্ত বা স্থূলপ্রকৃতি এবং বিকাশিত জীবাত্মাকে কার্য্য-ব্রহ্মের শরীর বলা যায়। সুতরাং এই মতে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে নিহিত ছিল এবং পরিণাম বা পরিবর্ত্তনহেতু কারণ কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে। জীবাত্মা জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং সৃষ্টি, সংহার ও পালন শক্তিপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্যান্য সর্ব্বাংশে ব্রহ্মসদৃশ হইয়া প্রলয়াদি অন্তেও ব্রহ্মের ন্যায় ব্রহ্মানন্দভোগ করিতে থাকে। এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে রামানুজের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র, পরিদৃশ্যমান জগতের স্বত্তাজ্ঞান মায়াজনিত নহে, জীব মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম হয় না, কিন্তু তিনটী বিষয় ব্যতীত ব্রহ্মের সদৃশ হয়। চিন্তাশীল পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারিবেন যে শঙ্কর ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিতেছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করাও বলিতেছেন, এই মায়াশ্রিত ব্রহ্মকেই তিনি ঈশ্বর বলিতেছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম গুণময়ী মায়াকে আশ্রয় করিলেই তিনি সগুণ ঈশ্বর হইলেন। তিনি তখন রামানুজের নানাবিধ গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর বা নারায়ণ হইলেন। উভয়-মতেই সগুণ ঈশ্বরই জগতের কারণ। শঙ্করের এই সগুণ ঈশ্বরের মধ্যে রামানুজের [illegible]

এবং জীবাত্মা দুইই রহিয়াছে। কারণ পরমাত্মা মায়া বদ্ধ হইলে জীবাত্মা হয়েন, এবং মায়া নিজেই রামানুজের প্রকৃতি। রামানুজ ঈশ্বর পর্য্যন্ত যাইতেছেন, শঙ্কর আর একটু উপরে উঠিতেছেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মপর্য্যন্ত যাইতেছেন। ভক্ত রামপ্রসাদের ন্যায় রামানুজের নিকট নির্ব্বাণ মুক্তি ভাল নয়, চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খাওয়াই ভাল। শঙ্কর বলেন জীবাত্মা স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে না, হয় সর্ব্ব উপরে উঠিবে, নয় সুকৃতিভোগান্তে পুনর্ব্বার নিম্নে আসিতে হইবে। চিনি ভাল লাগিলেই, তিক্তাদি জ্ঞান থাকিবে অর্থাৎ আপেক্ষিক জ্ঞান থাকিবে, আবার সংসারচক্রে ঘুরিতে হইবে, সুতরাং চিনি হওয়াই ভাল বিশেষতঃ জীবাত্মার উন্নতিস্রোত কতকদূর পরে কেন রুদ্ধ হইবে তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। বিষয়টী দুরূহ, আনুসঙ্গিক-ভাবে ইহার সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর বা যুক্ত নহে। সময়ান্তরে ইহার বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ রামানুজ সম্প্রদায়ের কেন আদরণীয় হইল, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী, তেজ, জল, অন্তরীক্ষ বায়ু আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, চক্ষু, শ্রোত্র মন, প্রাণ, জ্ঞান ইত্যাদি বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুই পরব্রহ্মের শরীর এবং তিনি তাহাদের অভ্যন্তরে বাস করিতেছেন। অর্থাৎ এই আধিদৈবিক, আধ্যাত্মি এবং আধিভৌতিক জগৎ তাবতই পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহারাই তাহার শরীর এবং তিনিই তাহাদের অন্তর্যামী বা নিয়ন্তা সুতরাং এতদ্দ্বারা রামানুজ ব্যবহারিক জগতের স্বতন্ত্র স্বত্তা প্রতিপাদন করিতে পারিতেছেন এবং ব্যবহারিক জগতের প্রকৃতি এবং জীবাত্মা যে ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ তাহাও প্রতিপাদন করিতে পারিতেছেন এই জন্য এই ব্রাহ্মণটি রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে।

---

# গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ।

অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তা ইমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি পৃচ্ছগার্গীতি ॥ ১ ॥ সা হো বাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো বোগ্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠে দেবমেবাহং ত্বাং দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতে পৃচ্ছগার্গীতি ॥ ২ ॥ সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যদিবো যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্য-চ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৩ ॥ সা হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৪ ॥ সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোঽপ-রস্মৈ ধারয়স্বেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥৫॥ সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্য-চ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৬ ॥ স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ

এব তদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি॥ ৭॥ সহোবাচৈতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিংচ ন তদশ্নাতি কশ্চন॥ ৮॥ এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যে তস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যানদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বী পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ॥ ৯॥ যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপস্তপতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গিবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥ ১০॥ তদ্বা এদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি॥ ১১॥ সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহুমন্যেদ্ধং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেদ্ধং ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি ততো হ বাচক্রব্যুপররাম॥ ১২॥ ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমং ব্রাহ্মণম্॥

বিদেহাধিপতি জনকরাজ বহু-দক্ষিণা নামক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ঐ যজ্ঞে দেশ বিদেশের বেদবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ কে তাহা অবগত হইবার জন্যে জনক সহস্র ধেনুর শৃঙ্গ স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়া সভাস্থলে আনাইলেন এবং বলিলেন আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ তিনি এই সমুদায় ধেনু লইতে পারেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার এক শিষ্যকে বলিলেন ঐ সমুদায় গাভী লইয়া চল। সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যায় পরাভব করিবার জন্য বহুবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বচক্নু ঋষির কন্যা গার্গীও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিও যাজ্ঞবল্ক্যকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

গার্গীর প্রশ্ন এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৩য় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ এবং ৮ম ব্রাহ্মণে বর্ণিত রহিয়াছে। এই প্রবন্ধে উক্ত ৮ম ব্রাহ্মণের মূল ও অনুবাদ দেওয়া গেল।—

পুরাকালে ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ জ্ঞানসোপানের কতদূর উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিতেন তাহা গার্গীর প্রশ্ন হইতে সহজেই উপলব্ধি হয়।

বঙ্গার্থ। সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে বচক্নু কন্যা গার্গী বলিলেন যে আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে আরও দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব যদি ইনি তাহার সদুত্তর দিতে পারেন তবে আপনারা কেহই তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যায় পরাভব করিতে পারিবেন না। তখন তাহারা বলিলেন আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তখন গার্গী বলিলেন ;—বীরপুত্র কাশীরাজ বা বিদেহরাজ ধনুতে জ্যা আরোপ করিয়া যেরূপ শক্রনির্য্যাতনকারী দুইটী বাণ হস্তে করিয়া শত্রুসমক্ষে উপস্থিত হয়েন তদ্রূপ আমি দুইটী প্রশ্ন লইয়া আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি আপনি তাহার

উত্তর করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! তুমি প্রশ্ন কর। গার্গী প্রশ্ন করিলেন, স্বর্গের উপরে কি? পৃথিবীর নিম্নে কি? ইহাদিগের মধ্যে কি? এই স্বর্গ ও পৃথিবী কি? ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কি? ইহারা কিসের উপর ওত ও কিসের উপব প্রোত রহিয়াছে অর্থাৎ দীর্ঘতন্তু ও প্রস্থতন্তুভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন স্বর্গের উর্দ্ধে যাহা, পৃথিবীর নিম্নে যাহা, উভয়ের মধ্যে যাহা, এই উভয়ে যাহা, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যাহা, সমুদায়ই আকাশে ওত প্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। তখন গার্গী বলিলেন যাজ্ঞবল্ক্য তোমাকে নমস্কার করি যেহেতু তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছ। এইক্ষণ ২য় প্রশ্নেব উত্তবের জন্য প্রস্তুত হও। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। গার্গী বলিলেন;—

যাহা আকাশের উর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে যাহা উভয়ের মধ্যে, যাহা এই উভয়ই, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তাহা কিসেব উপর ওতপ্রোত রহিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে ঐ সমুদায় আকাশে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। গার্গী বলিলেন আকাশ কিসের উপর রহিয়াছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন আকাশ যাহার উপব ওতপ্রোত রহিয়াছে, ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে 'অক্ষর' বলেন। ইনি স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, অগ্নিসদৃশ লোহিতও নহেন, জলসদৃশ স্নেহযুক্তও নহেন, ইনি ছায়াও নহেন, অন্ধকারও নহেন, বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন, লাক্ষাবৎ সঙ্গাত্মক নহেন, ইনি রসও নহেন, গন্ধও নহেন, চক্ষুও নহেন, কর্ণও নহেন, বাক্যও নহেন, মনও নহেন, প্রাণও নহেন, তেজও নহেন, ইহাতে প্রবেশ করিবার দ্বার নাই, ইনি মাত্রা নহেন অর্থাৎ ইহাদ্বারা কাহাকে পরিমাণ করা যায় না, ইনি অন্তরে নহেন, বাহিরেও নহেন, ইনি কাহাকে অশন করেন না ইহাকে কেহ অশন করে না। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি! আকাশ ও পৃথিবী স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই অক্ষরের প্রশাসনে হে গার্গি! নিমেষ মুহূর্ত্ত পক্ষ, মাস ঋতু, বৎসর স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে গার্গি! এই অক্ষবেব প্রশাসনেই হিমাচ্ছন্ন ধবল পর্ব্বতরাজি হইতে গঙ্গাদি নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত হইতেছে এবং সিন্ধু আদি পশ্চিমদিকে প্রধাবিত হইতেছে এবং অন্যান্য নদীসকল তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট দিকে প্রধাবিত হইতেছে। হে গার্গি! এইঅক্ষরের প্রশাসনে মনুষ্যেরা দাতাকে প্রশংসা করে, দেবতারা যজ্ঞসম্পাদনশীল যজমানের অনুগত হয়েন এবং পিতৃপুরুষগণ দর্ব্বী অর্থাৎ হোমের অনুগত হয়েন অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড তাহারই প্রশাসনে পরিচালিত হইতেছে। হে গার্গি যিনি এই অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী পুরুষের বিষয় অবগত না হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর হোম, দেবার্চ্চনা, এবং তপস্যা করেন তাহারও কর্ম্মফল ভোগান্তে ক্ষয়প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ তিনি অক্ষয় প্রাপ্ত হন না। হে গার্গি! যিনি অক্ষরের বিষয় অজ্ঞাত থাকিয়া পরলোক গমন করেন, তিনি কৃপণের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মফল সঞ্চয় করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইয়া থাকেন। হে গার্গি! যিনি অক্ষরের বিষয় জ্ঞাত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। হে গার্গি! এই অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দর্শন করেন, অশ্রুত হইয়াও শ্রবণ, এবং অমত হইয়া মনন করেন, অজ্ঞাত হইয়া জানেন। ইনি ব্যতীত অন্য

দ্রষ্টা নাই শ্রোতা নাই, ইনি ব্যতীত অন্য মন্তা নাই, ইনি ব্যতীত অন্য বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরের উপরই আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে।

গার্গি তখন সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে বলিলেন, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে আপনারা সকলই নমস্কার করুন। ব্রহ্মবিদ্যায় আপনাদের মধ্যে কেহই ইহাকে জয় করিতে পারিবেন না। ইহা বলিয়া গার্গি থামিলেন না এবং অন্য প্রশ্ন করিলেন না। ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের ৮ম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

---

# দিনচর্য্যা। ২য় প্রবন্ধ।

## আচমনবিধি।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে—

ভুক্ত্বাচমেৎ যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ।
শোধয়েৎ মুখহস্তৌ চ মৃদদ্ভিঃ ঘর্ষণৈরপি॥

ভোজনানন্তর অবহিত হইয়া যথোক্ত বিধি অনুসারে আচমন করিবে। মৃত্তিকা জল ও ঘর্ষণদ্বারা মুখ এবং হস্তশোধন করা বিধেয়। আয়ুর্ব্বেদকার একটু এস্থলে অগ্রসর হইয়াছেন এবং ভুক্ত্বা সমাচমেৎ রূক্ষগ্রহণ পূর্ব্বকং।
ভোজনে দন্তলগ্নানি নির্হৃত্যাচমনং চরেৎ।
দন্তান্তরগতং চান্নং শোধনেনাহরেৎ শনৈঃ।
কুর্য্যাদানহৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্টগন্ধতাং।
দন্তলগ্নমসংহার্য্যং লেপং মন্যেতদন্তবৎ।
তত্র ন বহুশঃ কুর্য্যাৎ যত্নং নির্হরণং প্রতি।

এইরূপে ভোজন সমাপনপূর্ব্বক খড়িকাগ্রহণ করিয়া আচমন করিবে। ভোজনকালে যে অন্নাদি দন্তলগ্ন হইবে তাহাকে তাহাদ্বারা উদ্ধার করিবে। তাহা না করিলে মুখের অনিষ্টকারক গন্ধ সমুৎপন্ন হয়। যে লেপ সহজে নির্গত হয় না তাহাকে নিঃসৃত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে না।

শেষোক্ত শ্লোকটী স্মৃতিশাস্ত্রেও লিখিত হইয়াছে—

দন্তলগ্নমসংহার্য্যং লেপং মন্যেতদন্তবৎ।
ন তত্র বহুশঃ কুর্য্যাৎ যত্নমুদ্ধরণে পুনঃ।
ভবেদশৌচ মত্যন্তং তৃণবেধাৎ ব্রণে কৃতে।

দক্ষসংহিতা।

জীর্ণেঽন্নে বর্দ্ধতে বায়ুর্বিদগ্ধে পিত্তমেধতে।
ভুক্তমাত্রে কফশ্চাপি ক্রমোঽয়ং ভোজনোপরি।
বিদগ্ধে কিঞ্চিৎ পক্বে কিঞ্চিদপক্বে চ।

ভাবপ্রকাশ।

ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হয়। বিদগ্ধ অবস্থায় পিত্তবৃদ্ধি ঘটে। ভোজনের অব্যবহিত পরেই শরীর শ্লেষ্মপ্রধান হইয়া থাকে। ভুক্ত অন্নের কিঞ্চিৎ পক্বাবস্থা ও অপক্বাবস্থাকে বিদগ্ধাবস্থা কহে।

ধূমেনাপোহ্য হৃদ্যের্ব্বা কষায়কটুতিক্তকৈঃ।
পূগকর্পূরকস্তূরীলবঙ্গসুমনঃ ফলৈঃ।
ফলৈঃ কটুকষায়ৈর্ব্বা মুখবৈশদ্যকারিভিঃ।
তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ।

ভাবপ্রকাশ।

মনোহর ধূমদ্বারা অথবা কষায় কটু তিক্ত দ্রব্যদ্বারা শ্লেষ্মাকে দূরীভূত করিয়া মুখের কান্তিবর্দ্ধনকারী সুপারী কর্পূর মৃগনাভি লবঙ্গ প্রভৃতি কটুকষায়রসসম্পন্ন সুগন্ধ তাম্বূলদ্বারা মুখ বিশোধিত করিবে।

স্মৃতিশাস্ত্রে তাম্বূলচর্ব্বণের উল্লেখ অল্পমাত্রায় লক্ষিত হয়।

তাম্বূলং চর্ব্বয়েৎ পশ্চাৎ মুখপাবিত্র্যকারি চ।

দক্ষসংহিতা।

আয়ুর্ব্বেদে তাম্বূলের গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

তাম্বূলমুক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং তু বরং সরং।
তিক্তং ক্ষারোষণং কামরক্তপিত্তকরং লঘু।
বশ্যং শ্লেষ্মাস্য দৌর্গন্ধ্যং মলবাতশ্রমাপহং।
মুখবৈশদ্য সৌগন্ধ্য কান্তিসৌষ্ঠবকারণং।
হনুদন্তমলধ্বংসি জিহ্বেন্দ্রিয়বিশোধনং।
মুখপ্রসেকশমনং গলাময়বিনাশনং।

অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাহ্বটসংহিতা।

তাম্বূল (পান) তীক্ষ্ণ উষ্ণ মুখরোচক প্রধান সারক তিক্তরসসম্পন্ন কামোদ্রেকবর্দ্ধক রক্তপিত্তকর লঘুপাক শ্লেষ্ম মুখদৌর্গন্ধ্য-মল বাতনিবারক মুখশোধনকারী কান্তিবর্দ্ধক হনু (গণ্ডের উপরিভাগ নাসিকার পার্শ্বদেশ) ও দন্তমল নাশকারক, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পরিতর্পক, মুখদোষ নিবারক ও গলনালীস্থ পীড়া সমুদায়ের বিনাশকারী *।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন মুখের মধ্যে কতকগুলি লালানিঃসারক গ্রন্থি বর্ত্তমান আছে পান খাইলে তাহাহইতে লালা নিঃসারিত হয় এবং উক্ত লালাদ্বারা খাদ্যের শ্বেতসার অংশ পরিপাক হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী কথা উঠিল। স্মৃতিশাস্ত্রকার পানকে আমিষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

শাকানাং রক্তশাকঞ্চ পত্রাণাং পর্ণমামিষং।

শাকের মধ্যে রক্তশাক এবং পত্রের মধ্যে পান আমিষ বলিয়া বিখ্যাত।

স্মৃতিশাস্ত্রে এরূপ বিধিকে অতিদিষ্টবিধি বলে। অর্থাৎ পান আমিষের তুল্য ইন্দ্রিয়োত্তেজক। একারণ এদেশীয় সংযমী ব্রাহ্মণবর্গ ও বিধবা স্ত্রীলোকেরা তাম্বূল বর্জ্জন করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মুহূর্ত্ত কর্ত্তব্য।

উপনয়নের সময় আচার্য্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে "মা দিবা স্বাপ্সীঃ"। দিবাতে নিদ্রা যাইও না।

দক্ষসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে—

ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।

ইতিহাস ও পুরাণাদি আলোচনাদ্বারা ষষ্ঠ ও সপ্তম মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিবে।

দিনমানকে আটভাগ করিলে আড়াই প্রহরের পর ৪ দণ্ড ষষ্ঠ মুহূর্ত্ত এবং তিন প্রহরের পর চারিদণ্ডকাল সপ্তম মুহূর্ত্ত।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে দিবানিদ্রা স্মৃতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ।

আয়ুর্ব্বেদকার সাধারণতঃ দিবানিদ্রা নিষেধ করিয়াছেন এবং কালবিশেষে ও অধিকারিভেদে বিহিতও করিয়াছেন। যথা—

দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোঽসৌ স্যাৎ কফাবহঃ।
গ্রীষ্মবর্জ্জ্যেষু কালেষু দিবাস্বাপো নিষিধ্যতে।
উচিতোহি দিবাস্বপ্নো নিত্যং যেষাং শরীরিণাং।

* পানের এতগুলি গুণ থাকিলেও ব্যবহার দোষে উহাতে আমাদের অনেক উপকার ঘটে।

স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

পর্ণমূলে ভবেৎ ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ।
জীর্ণপর্ণং হরেদায়ুঃ শিরাবুদ্ধিপ্রণাশিনী।

পানের মূল (বোঁটা) খাইলে রোগ জন্মে। পানের অগ্রভাগ সেবনে পাপবৃদ্ধি ও উহার শিরা বুদ্ধি নাশ করে।

আমি এক দিবস উহা পরীক্ষা করিব বলিয়া প্রায় এক পণ পানের বোঁটা খাইয়াছিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে আমার শরীরে এরূপ শ্লেষ্মবৃদ্ধি হইয়াছে যে আমি একেবারে উত্থানশক্তি বিরহিত হইয়া পড়িয়াছি।

বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামস্বপতাং দিবা।

ভাবপ্রকাশ।

দিবানিদ্রা শ্লেষ্মবর্দ্ধক বলিয়া পরিত্যজ্য। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ নহে। দিবানিদ্রা প্রত্যহ যাহাদের অভ্যস্ত তাহারা যদি দিবানিদ্রা সেবন না করে তাহাহইলে তাহাদের বাতাদি দোষ প্রকুপিত হয়।

অষ্টমমুহূর্ত্তে ব্যায়াম করা উচিত। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ভোজনের অব্যবহিত পরে ব্যায়াম করা উচিত নহে। (৮৪ পৃষ্ঠা দেখ) এই সময়ে ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধাবস্থা, সুতরাং এই সময়ে যথাশক্তি ব্যায়াম করিবে।

তিথিতত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে—

সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ—

রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে।

এতানি পঞ্চকর্ম্মাণি সন্ধ্যায়াং বর্জ্জয়েৎ বুধঃ।
আহারং মৈথুনং নিদ্রাং সংপাঠং গতিমধ্বনি।
চিন্তয়েৎ পরমাত্মানং চরাচরপতিং বিভুং।

চরকসংহিতা।

জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে এই পাঁচটী কার্য্য ত্যাগ করিবেন আহার মৈথুন নিদ্রা অধ্যয়ন অধ্বগমন। কেবল জগৎপতি পরমাত্মাস্বরূপ ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে।

ভোজনাৎ জায়তে ব্যাধিমৈথুনাৎ গর্ভবৈকৃতিং।
নিদ্রায়া নিঃস্বতা পাঠাৎ আয়ুর্হানির্গতের্ভয়ং।

ভাবপ্রকাশ।

সন্ধ্যাকালে ভোজন করিলে রোগ হয়। স্ত্রী-সংসর্গ করিলে গর্ভের বিকৃতি জন্মে। নিদ্রা-দ্বারা নির্দ্ধনতা, পাঠে আয়ুর্হানি, গমনে ভীতি সমুৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ২০ দণ্ডের পর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত শরীর বায়ু প্রধান থাকে (৮৬ পৃষ্ঠা দেখ) এই সময় নদীতীরে গমনপূর্ব্বক তরঙ্গ-শীকরবাহী সান্ধ্যসমীরণ সেবন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলে শরীর শীতল হইয়া থাকে এবং অন্তরে সত্ত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ পাপ প্রবৃত্তি উপশান্ত হয়। একারণ আর্য্যঋষি-গণ নদীতীরে গমন করিয়া এই সময় সন্ধ্যা উপা-সনার বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। যথা—

অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীতঃ ইতি শ্রুতিঃ।

স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ।

সংক্রান্তি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধ দিনে সায়ংসন্ধ্যা করিবে না। করিলে পিতৃহত্যার পাপ হয়।

সংক্রান্তি প্রভৃতি দিনে শরীরে শ্লেষ্মবৃদ্ধি হয়, ইহা প্রবন্ধান্তরে বুঝান যাইবে। সুতরাং ঐ কয়দিনে নদীতীরে গিয়া সুশীতল বায়ুসেবন করিলে শারীরিক অপকার সংঘটিত হইতে পারে, একারণ আর্য্য-ঋষিগণ এই কয়দিনে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

রাত্রিচর্য্যা প্রবন্ধান্তরে লিখিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

# শাণ্ডিল্যবিদ্যা।

## ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মতজ্জলানিতি। শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা। এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কাহাকে বলি?—যিনি নিরতিশয় মহৎ (বৃদ্ধতমাৎ ব্রহ্ম)। সেই ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, সেই ব্রহ্মদ্বারা পালিত এবং সেই ব্রহ্মেই এই বিশ্ব লীন হয়। (তজ্জলানি-তজ্জঞ্চ তল্লঞ্চ তদনঞ্চ তজ্জলান অবয়ব লোপশ্ছান্দসঃ, সেই ব্রহ্ম হইতে জাত তজ্জং, সেই ব্রহ্মে লীনং তল্লং, সেই ব্রহ্মদ্বারা রক্ষিতং তদনং তস্মাদ্ জাতং, তস্মিন্ লীয়তে, তস্মিন্নেব স্থিতিকালে অনিতি প্রাণিতি ইতি।) রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া সংযত হইয়া সেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। তাহার উপাসনা কি? তাহাকে চিত্তধারণ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তাহার উপাসনা এই জন্য মানবকে ক্রতুময় বলে। মানব যেরূপ কার্য্য করে ইহলোকে তদ্রূপ ফল পায় এবং মৃত্যুর পরেও তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব কর্ম্মফল বিষয়ে যে ব্যক্তির জ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি শাস্ত্রাদিষ্ট যে কর্ত্তব্য তাহাই সম্পাদন করিবে। (যথা ক্রতু-যথা অস্য পুরুষস্য ক্রতু, প্রেত্য-মরিয়া, স ক্রতুং কুর্ব্বীত-স এবং জানন্ ক্রতুং কুর্ব্বীৎ।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মাসর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥ ২ ॥

সেই ব্রহ্মের কিরূপ চিন্তা করিতে হইবে? তিনি মনোময় অর্থাৎ মন প্রায় (যাহাদ্বারা মনন করা যায়, তাহাকে মন বলা যায়। আত্মা কিছুই করেন না, কিন্তু মন যখন কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন আত্মাকে প্রবৃত্ত দেখা যায়, সেইরূপ মন কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে আত্মাকে নিবৃত্ত দেখা যায়। এইজন্য আত্মাকে মন প্রায় বলা হইয়াছে, কেননা আত্মাকে মনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।) তিনি প্রজ্ঞাশরীর (যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যাবা প্রজ্ঞা স প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ) তিনি চৈতন্যস্বরূপ (ভা দীপ্তিশ্চৈতন্যলক্ষণং) তিনি সত্য সঙ্কল্প তিনি আকাশাত্মা অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্মরূপাদিবিহীন এবং সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বকর্ম্মা অর্থাৎ বিশ্বজগৎ তাহারই কার্য্য (স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তেতি শ্রুতেঃ) তিনি সর্ব্বকাম (ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মীতি গীতা,) তিনি সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস (তিনি সকল সুখকর রস ও গন্ধের আধার, অবিদ্যাদিদোষ না থাকাতে ঈশ্বরে অসুখকর রস বা গন্ধ থাকিতে পারে না, পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাশ্চ গীতা) তাহাদ্বারা এই বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি অবাকী (বাক্য এস্থলে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বিরহিত, অপানি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ) তিনি অনাদর অর্থাৎ কোন বস্তুতে তাহার আদর বা অনুরাগ নাই।

এষ ম আত্মাঽন্ত হৃদয়ে নীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামকাদ্বা শ্যামকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাজ্জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥৩॥

হৃদয়পুণ্ডরীকের মধ্যস্থ আমার এই আত্মা

ব্রীহি, যব সর্ষপ, শ্যামাক, কিম্বা শ্যামকান্তবর্ত্তী তণ্ডুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং সমুদায় লোক অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোক সমূহের সমষ্টি অপেক্ষাও বৃহৎ।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস সর্ব্বমিদভ্যাত্তোঽবাক্যানদার এষ স আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভি সম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতি চ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।

"তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, তাহাদ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, তিনি অবাকী, অনাদর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে বাস করিতেছেন, দেহাবসানের পর আমি তাহাকে প্রাপ্ত হইব," যাহার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং উহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই, তিনি নিশ্চয়ই তাহার ক্রতু অর্থাৎ কর্ম্মফলহেতু ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন এই শাণ্ডিল্য ঋষির উপদেশ, এই শাণ্ডিল্য ঋষির উপদেশ (দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ।)

ইতি শাণ্ডিল্যবিদ্যা সমাপ্ত।

---

# নারদ-সনৎকুমার সম্বাদ। (১)

নারদ ঋষি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিতশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র পাঠ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া বিষণ্ণচিত্তে ভগবান সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, ভগবান্! আমি সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও মন্ত্রবিৎ মাত্র হইয়াছি, আত্মবিৎ হইতে পারি নাই, আমি শব্দের অভিধানমাত্র অধিকার করিয়াছি, কিন্তু বস্তুর মূলে যাইতে পারি নাই, আপনি আত্মজ্ঞানরূপ উড়ুপেরদ্বারা আমাকে এই ভয়াবহ শোকময় সংসারের অপর পারে লইয়া চলুন। (২)

সনৎকুমার বলিলেন, তুমি বেদাদি যে সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার মূলতত্ত্ব অবগত হইতে পার নাই, কেবল শব্দের অভিধান অভ্যাস করিয়াছ, উহা নামমাত্র; বস্তুজ্ঞান না থাকিলে কেবল নামজ্ঞানদ্বারা বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না "বাচারাম্ভণং বিকারো নামধেয়ং।" নাম কেবল বাক্যের অবলম্বনমাত্র, অর্থাৎ বাক্যের দ্বারাই বস্তুর নির্দ্দেশ হয় এবং নাম ঐ বাক্যের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া থাকে মাত্র, সুতরাং নামজ্ঞানদ্বারা আত্ম বা ব্রহ্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা কেবল নামকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, তাহারা কেবল নাম বিষয়েই অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়। (৩)

---

(১) হিন্দু-পত্রিকার যে সমুদায় পাঠক মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সম্বাদ কিম্বা আরুণি-শ্বেতকেতুসম্বাদ মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাহারা নারদ-সনৎকুমার-সম্বাদে নূতন জিনিষ অধিক পাইবেন না। নানাবিধ উপদেশের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মানই উপনিষৎ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নারদ-সনৎকুমার সম্বাদে প্রথম অংশের মূল দেওয়া হয় নাই, উহা অবিকল অনুবাদও করা হয় নাই, কারণ অবিকল অনুবাদে অনেক সময় মূলের প্রকৃত অর্থ স্ফুট হয় না।

(২) গ্রন্থাদি পাঠ করিলেই যে জ্ঞানী হওয়া যায় না, নারদের বাক্যদ্বারাই তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

(৩) জগৎ ব্রহ্মময়। জ্ঞানের পরিপাক হইলে ইহাই উপলব্ধি হয়। নাম বস্তুর পরিচায়ক মাত্র, বস্তু না জানিলে নাম জানিলে কোন ফল হয় না। আমি ব্রহ্ম-শব্দ উচ্চারণ করিলাম, যে ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান কিছুমাত্র নাই, তাহার কোন জ্ঞানই হইল না, কেবল ব্রহ্মশব্দটি

তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, নাম হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বলিলেন, বাক্য নাম হইতে শ্রেষ্ঠ, কেননা নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। ঋক্‌বেদ, শ্যামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ব্যাকরণ, ইতিহাস, পুরাণ, শ্রাদ্ধ কল্পশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, দৈবশাস্ত্র, নিধি অর্থাৎ কালনির্ণয়াদি শাস্ত্রাদি তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, বেদাদি সম্বন্ধীয় অর্থাৎ শিক্ষাকল্প ছন্দাদিশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা এবং নৃত্যগীতবাদ্য শিল্পাদিশাস্ত্র, সর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ তেজ, দেবতা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি, শ্বাপদ,, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য মিথ্যা, সাধুতা, অসাধুতা, কৃতজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই বাক্যদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বাক্য নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা বাক্যকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, তাহারা বাক্য বিষয়েই অসীম অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বাক্যের দ্বারা ও ব্রহ্ম বা আত্ম প্রাপ্তি হয় না। (৪)

---

কর্ণে গেল মাত্র। ব্রহ্মশব্দের আর কতকগুলি প্রতিশব্দ বলিলেও কোন ফল হইল না, আত্মা ভূমা ইত্যাদি প্রতিশব্দেও কোন লাভ হইল না। যে ব্যক্তি স্বর্ণ না দেখিয়াছে কিম্বা স্বর্ণের কোন বর্ণনা শ্রবণ করে নাই, স্বর্ণ নাম ব্যবহারে তাহার কোন জ্ঞানের উদয় হইল না। বস্তু না জানিলে নাম জানায় কোন ফল নাই কিন্তু তাই বলিয়া নামের স্বার্থকতা যে নাই, তাহা নহে। লৌকিক ব্যবহারের জন্য নামের প্রয়োজন। আমি যদি তোমাকে স্বর্ণ আনিতে বলি, তাহাহইলে স্বর্ণশব্দ যে স্বর্ণ বস্তুর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় তাহা না জানিলে, কেবল স্বর্ণবস্তু জানিলে তুমি স্বর্ণ আনিতে পার না। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ( হিন্দুপত্রিকা, ১ম বর্ষ আরুণি-শ্বেতকেতুসম্বাদ ) নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। ঐরূপ স্বর্ণনির্ম্মিত বহুবিধ পদার্থের পৃথক পৃথক নাম না থাকিলে তত্তৎ বস্তু নির্দ্দেশ করা যায় না। অস্মদ্দেশে অনেকের মুখে শুনা যায় "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" অর্থাৎ হরির নামই কলিতে মুক্তির কারণ, অন্য কোন গতি নাই। কেহ যদি উহাদ্বারা বুঝেন, যে হরি কি বস্তু তাহার কোন জ্ঞান না থাকিলেও কেবল হরি হরি শব্দ প্রয়োগ করাতে মুক্তিলাভ হইবে, তাহাহইলে তিনি ঠিক বুঝিয়াছেন কি না, ইহা যেন পুনর্ব্বার আলোচনা করেন। গুরু শিষ্য, বা উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ কি? একজন উচ্চপ্রদেশে অবস্থিত, আর একজন নিম্নপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া উহার প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়া ঐ উচ্চপ্রদেশে গমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, একজন আদর্শমূর্ত্তি, আর একজন ঐ আদর্শমূর্ত্তি দেখিয়া আপনাকে গঠিত করিতেছেন। উপাসক তাহার উপাস্য দেবতা ও নিজের মধ্যে যে ভেদ তাহা ক্রমে কমাইয়া উপাস্যের ন্যায় হইবার চেষ্টা করেন, আর উহা যতই পারেন, ততই উপাসনা সফল হয়। হরির উপাসনা কালে, হরি কি তাহা না জানিলে, কেবল হরি হরি করিলে আমি কিরূপে হরির নিকটবর্ত্তী হইব; কিরূপেই বা তাহাতে আমাতে যে ভেদ তাহা কমাইব, কিন্তু হরিজ্ঞান থাকিলে হরির নাম স্মরণ করিলে, হরির বিচিত্র চরিত্র আমার মানসপটে উদয় হওয়ায় ক্রমে হরিসদৃশ হইতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে। তবে যেরূপ শালগ্রাম শিলাদিতে বিষ্ণুর পূজা করা যাইতে পারে, সেইরূপ নাম উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্ম উপাসনা করা যাইতে পারে কিন্তু বিষ্ণুজ্ঞান ব্যতীত শালগ্রাম শিলাদিতে যেরূপ বিষ্ণুপূজা অকার্য্যকর, সেইরূপ হরিজ্ঞান না থাকিলে নামে হরির উপাসনা নিস্ফল। যে যাহা ভজে, সে তাহাই হয়; যে ধনাদিকে দেবতাজ্ঞান করে, সে ধন বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, বা ধনী হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি নাম উপাসনা করে, সে নাম বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে অনেক বাক্যের ঝোলা দেখা যায়, তাহাদের যত কিছু চেষ্টা অধ্যবসায় নামও বাক্য লইয়া, তাহারা বস্তুর মূলে যান না সুতরাং তাহারা কেবল বাক্যের ঝোলাই থাকিয়া যান। তাহাদের বক্তব্য বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে তাহারা কেবল নাম বা বাক্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, উহা ভিন্ন তাহাতে সারাংশ কিছুই নাই।

( ৪ ) বাক্যের অবলম্বন নাম, ক্রমে স্থুল হইতে সূক্ষ্ম বস্তুর উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। নামের ন্যায় বাক্যের

নারদ বলিলেন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বলিলেন মন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ। মুষ্টিমধ্যস্থিত দুইটী আমলকী ফল যেরূপ মুষ্টির অন্তবর্ত্তী হইয়া থাকে সেইরূপ নাম ও বাক্য উভয়েই মনের অন্তর্বর্ত্তী; মনে বাক্য বলিবার ইচ্ছা না হইলে বাক্য উচ্চারিত হয় না। অতএব মন বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইরূপ তাবৎ-কার্য্যের মূলে মন, কোন বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা মনে উদয় না হইলে সে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না; যে ব্যক্তি মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, মন বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু মন অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ বলিলেন, মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন, সঙ্কল্প মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা সঙ্কল্পদ্বারা মনুষ্য প্রথম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে এবং তদপরে কার্য্য করিবার মনন করে। সঙ্কল্পই মনকে কার্য্যে প্রণোদিত করে, অতএব সঙ্কল্প মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সঙ্কল্প বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বলিলেন চিত্ত সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা চিত্ত, ভূত ও বর্ত্তমান দৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যতে কোন বিষয়ের উপযোগীতা অনোপযোগীতা নির্দ্ধারণ করে। পূর্ব্ব জ্ঞান থাকা হেতুই সর্ব্ব বিষয়ে সঙ্কল্প হয়। যে ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি চিত্ত বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন ধ্যান চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা ধ্যানদ্বারা শান্তি লাভ করিয়াই চিত্ত কার্য্যোপযোগী হয়, চঞ্চলতা থাকিলে চিত্ত কোন কার্য্যই করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, ধ্যান বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধ্যান অর্থাৎ একাগ্রতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন, জ্ঞান ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা জ্ঞান-দ্বারাই বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থের স্বরূপ জানা যায় কোন এক বিষয় পূর্ব্বে না জানিলে, তাহার ধ্যান করিয়া চিত্ত সমাহিত করা যায় না। যে ব্যক্তি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি ধ্যান বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয় কিন্তু ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন বল জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, মন আদির বহির্বিকাশের জন্য বলের আবশ্যক। বিশ্ব জড় ও চৈতন্যশক্তিদ্বারা ওতঃ প্রোতঃভাবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বল ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না, বল-হীন ব্যক্তির জ্ঞান, ধ্যান, মন কোথায়? যে ব্যক্তি বলের উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি বল বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৫)

---

ও প্রয়োজন আছে, কিন্তু বস্তুজ্ঞান না থাকিলে বাক্য ও নামের ন্যায় অকার্য্যকর। ঐরূপ মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান জ্ঞানের কথা নিম্নে বলা হইতেছে।

(৫) বলকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে। হঠাৎ দেখিলে আশঙ্কা হয় যে জ্ঞানাপেক্ষা বলের প্রশংসা কেন করা হইল। কিন্তু একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পারা যায় প্রাকৃতিক বলের নিকট জ্ঞানও পরাভব পায়, প্রাকৃতিক বলের সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য করিতে পারিলে জ্ঞান কার্য্যকর হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক বলের বিরুদ্ধে জ্ঞান কিছুই করিতে পারে না। গোয়া-লন্দে পদ্মার ভাঙ্গনে কত লক্ষ লক্ষ টাকাই ব্যয় করা হইল, কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্গন ঠেকান গেল না। যতই

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা অন্নই বলের কারণ। অন্নদ্বারা শরীর সবল না রাখিলে কেহ কোন কার্য্যই করিতে পারে না, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অন্নকে ব্রহ্ম-রূপে উপাসনা করে, অন্ন বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে। কিন্তু অন্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৬)

---

বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করিয়া এমারতাদি প্রস্তুতকর সামান্য ভূমিকম্পেই তাহার ধ্বংস হইয়া থাকে। প্রকৃতির আশ্রয় ভিন্ন চৈতন্যের বহির্বিকাশ হয় না। জগৎ চৈতন্য ও প্রকৃতি বিমিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিশ্বে দৃষ্ট হয় না। অগ্নির প্রকাশের জন্য যেরূপ কোন না কোন আধার চাই, চৈতন্যের প্রকাশের জন্য সেইরূপ কোন না আধার চাই। পুরুষ প্রকৃতি বা মায়া আশ্রয় করাতেই বিশ্বের উৎপত্তি। দেহাবসান হইলে মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান আদির বিকাশ আর দেখা যায় না, তবে পুনর্ব্বার জন্ম-গ্রহণ করিয়া দেহান্তর আশ্রয় করিলে উহার বিকাশ হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞানাদি বিকাশের জন্য প্রকৃতি জাত বলের প্রয়োজন। ইন্ধনাদি সংযোগ না করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিতে পারে না। কাষ্ঠাদিতে যে অগ্নি নিহিত আছে, তাহা কাষ্ঠাদির ঘর্ষণে বহির্গত হয এবং কাষ্ঠাদির যোগেই উহা যেরূপ প্রকাশিত থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতিজাত বলেই জ্ঞান প্রকাশিত থাকে। বুদ্ধ-দেবের জীবন চরিতে পাওয়া যায় তিনি তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াউপবাসাদিতে শরীর অত্যন্ত শীর্ণ করিয়া কোন ফল পাইলেন না, বরং ক্রমে মানসিক বৃত্তিগুলি নষ্ট হইবার উপক্রম হইল, এই সময়ে কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করিয়া সবল হইলেন এবং উপবাসাদিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের কোন সম্ভাবনা নাই স্থির করিলেন। উপবাসাদি যাহা শাস্ত্রে নিহিত আছে, তাহা শরীরের অনিষ্ট সংঘটন করিবার জন্য নয়, অজীর্ণাদি দোষ নষ্ট করিয়া শরীরকে অধিকতর পটু করিবার জন্যই উহার বিধান হইয়াছে। তাই বলিয়া কেবল শারীরিক বলই যে মানবের জীবনের উদ্দেশ্য হইবে তাহা নহে, শারীরিক বল যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু রাখিতে হইবে এবং উহা যে উপেক্ষার বস্তু নহে তাহাই দেখাইবার জন্য বলকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে কারণ বলরূপ আধার না পাইলে জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না। এই বলকে একেবারে উপেক্ষা করিয়াই ভারতবাসীরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। বলও নাই, জ্ঞানও নাই, কেবল আছে বাক্য, আমরা সকলেই বাক্যনবিশ, আভিধানিক, মন্ত্রবিৎ, কিন্তু কেহই আত্মবিৎ বা তত্ত্ববিৎ নহি। পাঠক দেখিবেন যে গীতা ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রও বলিয়াছেন যুক্তাহারাদি নিরত ব্যক্তির যোগ দুঃখহা হয়। সনৎকুমার বলের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য বলিতেছেন;—"শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে," একজন বলবান শত জ্ঞানবানকে ভয়ে কম্পিত করিয়া থাকে।" এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বলের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, চন্দ্র, সূর্য্যাদি, গ্রহনক্ষত্র, নদী, সাগর, বন, পর্ব্বত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট সকলেই বলের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ বল না থাকিলে ইহারা কে কোথায় থাকিত? অতএব বল উপেক্ষার জিনিষ নহে। "বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেনান্তরিক্ষং, বলেন দ্যৌর্ব্বলেন পর্ব্বতা বলেন দেব মনুষ্য বলেন পশবশ্চবয়াংসি চ তৃণ-বনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি।"

(৬) অন্নই বলের কারণ। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র অন্নকে ব্রহ্ম বলায় তাহার স্বীয় সম্প্রদায় ও খৃষ্টিয়ানাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপহাসাস্পদ হন। যাহা প্রত্যহ উদরস্থ হয, সে আবার ব্রহ্ম! ব্রহ্মকারণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মায়া আশ্রয় করিয়া কার্য্যাবস্থায় পরিণত হইলে তিনিই সব, তিনিই জীব, তিনিই অন্ন হয়েন। এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, অন্ন ব্রহ্ম বলিলে হাস্যউদ্দীপনা হইতে পারে না। পুরুষসূক্তে আছে,—"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি" অর্থাৎ যে পুরুষ অন্নের দ্বারা বিশ্বের শরীর পুষ্ট করিয়া কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাবস্থায় পরিণত হয়েন, তিনি এই বিশ্বজগতে যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে তৎ সমস্তই, তিনি মোক্ষের অধিপতি। তাপ একটি বল বা Force কিন্তু তাপ বর্দ্ধিত করিবার জন্য উপাদান অর্থাৎ কাষ্ঠাদি না দিলে, তাপ থাকে না। বলকে Force এবং অন্নকে matter বলা যাইতে পারে। জীব শরীর যেরূপ তণ্ডুলাদি অন্নদ্বারা পুষ্ট, সেইরূপ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই কোন না কোন অন্নদ্বারা পুষ্ট, যে যাহার শরীর পুষ্টি করে, সে তাহার পক্ষে অন্ন। তাড়িত বাষ্প-প্রভৃতি যে সমুদায় বল দেখিয়া থাকেন, তাহারা সকলেই কোন না কোন অন্ন অর্থাৎ মহাদ্রাবক, তাম্র, অঙ্গার জল প্রভৃতি দ্বারা পুষ্ট। অতএব অন্নও প্রয়োজনীয়। কিন্তু অন্ন ব্রহ্ম বটে, অথচ অন্ন ব্রহ্ম নাও বটে; মানবের যদি কেবল অন্নের প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাহাহইলে অন্ন বিষয়ে অপরিসীম অধিকার জন্মে। ব্রহ্মের ব্যষ্টিজ্ঞানে তত্তৎ বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায়, সমষ্টিজ্ঞানে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হওয়া যায়। কারণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাবস্থা গ্রহণ করিলে, একই ব্রহ্ম বহু হয়েন, উহার যেটিতে তুমি মনসংযোগ কর, সেইটিতে অধিকারী হইতে পার, তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ে নহে, এইজন্য ভূমা যাহার বিষয় পরে বলা হইতেছে, তাহার তত্ত্ব অবগত হওয়া চাই। মৃত্তিকার বিষয় অবগত থাকিলে, মৃত্তিকানির্ম্মিত তাবৎ পদার্থত্ত্ব তোমার জ্ঞাত হয় "একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন জল অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা জল ভিন্ন অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। জলই অন্নের কারণ। যে ব্যক্তি ব্যক্তি জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, জল বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে। কিন্তু জল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৭)

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন তেজ জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা তেজই জলের কারণ। যে ব্যক্তি তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি তেজ বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তেজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন আকাশ তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ আকাশ, বায়ু ও তেজের কারণ। যে ব্যক্তি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি আকাশ বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন স্মর অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! স্মরণ অন্তঃকরণের বৃত্তি, উহাই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের অস্তিত্বের কারণ। তোমার স্মৃতিশক্তি আছে বলিয়াই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে। তোমার স্মৃতিশক্তি না থাকিলে, উহার অস্তিত্ব নাই। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অন্তর্জগতের উপর অপেক্ষা করে, অতএব স্মৃতিশক্তি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি স্মরকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, স্মর বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু স্মর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবস্তু আছে। (৮)

---

(৭) অন্নের পর জলের কথা বলা হইতেছে। বিশ্বে যাহা দেখা যায় তাহা পঞ্চভাগে বিভাগ করা যায়, পৃথিবী, (solid), জল (liquid) তেজ, (Igneous) বায়ু (gaseous), আকাশ (etherial)। সনাতন তাবৎ শাস্ত্রে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টির উল্লেখ আছে। আধুনিক বিজ্ঞানেও প্রায় সাব্যস্ত হইয়াছে, যে পরিদৃশ্যমান জগৎ আকাশ বা ether হইতে উৎপন্ন। আলোক, তাপ, তড়িত, এসমুদায়ই তেজাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, দ্রব পদার্থ-মাত্রই জল আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে, কঠিন পদার্থমাত্রই পৃথিবী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা কেবল ত্বকের দ্বারা অনুভব হয়, এরূপ বায়বীয় পদার্থমাত্রই বায়ু আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। জল, বায়ু প্রভৃতি তত্তৎ ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থের উপলক্ষণমাত্র। জল বলিতে কেবল জল বুঝায় না, তাবৎ দ্রবপদার্থ বুঝায়; বায়ু বলিতে কেবল বায়ু বুঝায় না, তাবৎ বায়বীয় পদার্থ বুঝায়, অগ্নি বলিতে তাবৎ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বুঝায়। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রমাণিত হইতেছে তাপ heat, আলোক, light ইহারা আকাশ বা ether হইতে উৎপন্ন।

It is assumed that there is an imponderable elastic ether which pervades all bodies, the densest, or the most transparent solids or liquids, the most attenuated gases, as well as the stellar spaces and which is capable of transmitting a vibratory motion with great velocity. A vibratory motion of this ether produces heat just as sound is produced by a vibratory motion of the atmospheric air, and the transference of heat from one body to another is effected by the intervention of this ether. This hypothesis is now admitted by the most distinguished physicists; it affords a better explanation of the phenomena of heat than any other theory, and it reveals an intimate connection between heat and light.

ঐ প্রকারে light বা আলোকসম্বন্ধে বলা হইতেছে :— "The luminosity of a body is due to an infinitely rapid vibratory motion of its molecules, which when communicated to the ether is propagated in all directions in the form of spherical waves (Gant.)

অর্থাৎ তাপ আকাশের কম্পনজনিত, আলোক ও আলোকময় পদার্থের অণুর কম্পন আকাশে সংস্থষ্ট হওয়ায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। যাহার এবিষয়ে বিশেষ রূপে জানিতে চাহেন তাহার কোন এক খানি Physics পাঠ করিবেন। সুতরাং এতদ্দারা দেখা যাইতেছে, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও ক্রমে আকাশকে সকলের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে যাইতেছেন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, এস্থলে এই ক্রমের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়, কারণ তেজের পর বায়ুর উল্লেখ নাই, কিন্তু পাঠকের মনে রাখা উচিত যে এসমুদায়ই আনুষঙ্গিকভাবে বলা হইতেছে; সৃষ্টি-প্রকরণ প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় নহে। সকল পদার্থই যে ব্রহ্ম সমুৎপন্ন এবং সকলই যে ব্রহ্ম তাহাই এস্থলে বক্তব্য।

(৮) পাঠক এই স্থানে "Descartes" এর cogito ergo sum, স্মরণ করুন, ডেকারটিস স্বীয় অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। স্মৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তি, ভগবানের স্মৃতিপটে নাম রূপভাবে বিশ্ব অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত ছিল, উহার অভাবে বিশ্বের অভাব হইত। জগতের অস্তিত্ব মনের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন স্মর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন আশা স্মর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্তঃকরণে আশা না থাকিলে স্মৃতিশক্তি থাকিতে পারে না। আশা-দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক সমুদায় কার্য্য চলিতেছে। অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্খাকে আশা বলে, উহা না থাকিলে স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি আশাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি আশাবিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আশা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৯)

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা প্রাণই বিশ্বের মূল, উহা-দ্বারাই বিশ্ব জীবিত রহিয়াছে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই গুরু, প্রাণ না থাকিলে জীবের দেহমাত্র থাকে, ঐ দেহ পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী কিম্বা আমি নহে, সুতরাং প্রাণই জীবের জীবত্বের কারণ। এই প্রাণই আত্মা, যে এই প্রাণকে জানিতে পারিয়াছে, তিনি অতিবাদী হয়েন অর্থাৎ নাম আদি তাবৎবস্তু পরিত্যাগ করিয়া—আত্মাকেই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

তখন সনৎকুমার বলিলেন :—এষতু অতি-অতিবদতি যঃ সত্যেনাতি বদতি সোঽহং।

যে ব্যক্তি সত্য জ্ঞানের সহিত বলিতে পারেন "সোঽহং" আমিই সেই ব্রহ্ম, তিনিই যথার্থ অতি-বাদী (জ্ঞানের পরিপাক হয় নাই, অথচ মুখে "সোঽহং" বলিলে তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায় না)

তখন নারদ বলিলেন—সত্যেনাতিবদানীতি, আমি সত্যজ্ঞানের সহিত অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।

সনৎকুমার বলিলেন—সত্যন্ত্বেব বিজিজ্ঞা-সিতব্যমিতি—সত্যেরই অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

(৯) আশা অর্থাৎ তৃষ্ণা, কাম। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজৎ। হিন্দু-পত্রিকা ৬৫ পৃষ্ঠা আরুণি শ্বেতকেতুর সংবাদ। আমি একা ছিলাম বহু হই, এইরূপ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া আকাশ তেজাদি সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং প্রজাপতির প্রজাকাম হওয়াই সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

নারদ বলিলেন—সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি আমি আমি সত্যেরই অনুসন্ধান করি।

সনৎকুমার বলিলেন :—

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি বিজ্ঞানন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।

যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনিই সত্য বলেন অর্থাৎ নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করেন, যিনি অজ্ঞান তিনি নিত্য বস্তু উপেক্ষা করেন, অতএব জ্ঞান তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি জ্ঞান চাই, সনৎকুমার বলিলেন :—

যদা বৈ মনুতেঽথ নামত্বা বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি মতিন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। অর্থাৎ যখন কোন বিষয় জানিবার মতি হয়, তখনই জানে, জানিবার মতি না হইলে কেহ জানে না, অতএব মতি তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি মতি চাই, সনৎকুমার বলিলেন :—

"যদা বৈ শ্রদ্ধধাত্যথ মনুতে না শ্রদ্ধধন্ মনুতে শ্রদ্ধধদেব মনুতে শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি॥

শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্য বুদ্ধি থাকিলে মতি জন্মে, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কোন বিষয় জানিতে মতি হয় না, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই মতিসম্পন্ন হয়, শ্রদ্ধা তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন, আমি শ্রদ্ধা চাই। সনৎকুমার বলিলেন :—

যদাবৈনিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্ধধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্ধধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্ধধাতি নিষ্ঠাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।

অর্থাৎ নিষ্ঠাবান, গুরুভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকে, নিষ্ঠাশূন্য ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান হয় না। নিষ্ঠা তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি নিষ্ঠা চাই। সনৎকুমার বলিলেন :—

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারে, সেই নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। অসংযত ব্যক্তি নিষ্ঠাবান

হয় না, সংযত ব্যক্তিই নিষ্ঠাবান হয়, অতএব কৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি কৃতি চাই :—

সনৎকুমার বলিলেন :—যদা বৈ সুখং লভতেহথ করোতি, নাসুখং লব্ধা করোতি সুখমেব লব্ধা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি॥

সনৎকুমার বলিলেন :—সুখের জন্য ইন্দ্রিয়সংযম প্রয়োজনীয়, সুখপ্রাপ্ত হইলেই ইন্দ্রিয়সংযম করে, সুখ প্রাপ্ত না হইলে ইন্দ্রিয়সংযম করে না, অতএব সুখ তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি সুখ চাই, সনৎকুমার বলিলেন :—

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পেসুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি

যিনি ভূমা অর্থাৎ নিরতিশয় মহৎ, তিনিই সুখ অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, অতএব ভূমা তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি ভূমা চাই। পরে সনৎকুমার ভূমা ও অল্পের লক্ষণ কি তাহা বলিলেন :—

অথ যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি॥ অর্থাৎ॥ (১০)

যাহাতে অন্য কিছুদৃষ্ট হয় না, যাহাতে অন্য কিছু শ্রুত হয় না, অন্য কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহাই ভূমা, আর যাহাতে অন্য পদার্থ দৃষ্ট, শ্রুত বা বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে অল্প বলে। ভূমা অমৃত, অল্প মরণশীল।

তৎপরে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সনৎকুমার বলিলেন, তিনি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন, আর তাহার অন্য কোন প্রতিষ্ঠা নাই, এ কথাও বলা যায়।

সনৎকুমার আরও বলেন :—

গো অশ্বানিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তি হিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যয়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমীতি ব্রবীমীতি হ হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি॥ (১১)

অর্থাৎ গো, অশ্ব, হস্তি, হিরণ্য, দাস, ভার্য্যা বিস্তীর্ণক্ষেত্র এ সমুদায়ই তাহার মহিমা, কিন্তু ইহারা তাহার প্রতিষ্ঠা নহে, আমি ইহাদের কথা বলি নাই, আমি যাহা বলি তাহা এই—অন্য অন্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে না অর্থাৎ যেখানে ভেদ ভাব আছে, সেইস্থলে এক অন্যের আধার হইতে পারে কিন্তু যেখানে ভেদভাব নাই, সেখানে কে কাহার আধার হইবে?

সনৎকুমার আরও বলিলেন :—

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমেত্যথাতোহহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরাস্তাদহং দক্ষিণ তোহহমুত্তরতোহহমেবেদং সর্ব্বমিতি। অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান

---

(১০) তৃষ্ণাই দুঃখ বীজ। মানব জগতে কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট হয় না। পৃথিবীর তাবৎ ধন পাইলেও ধনকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ধন লিপ্সা যায় না। এইরূপ সর্ব্ব প্রকার কামনাই কামোপভোগের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। কারণ জগতে যাহা কিছু লভ্য, তাবৎই সীমাবদ্ধ, যখন সীমা পর্য্যন্ত যাওয়া গেল, তখন সব ফুরাইয়া যাওয়ায় আকাঙ্খিত বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখের উদয় হয়, কিন্তু ভূমা প্রাপ্ত হইলে অসীম সুখপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১১) ব্রহ্মে স্বগত, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নাই। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। দ্বৈতজ্ঞান থাকিলেই তখন এক অন্যকে দেখে শুনে ইত্যাদি। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ও আরুণি শ্বেতকেতু সংবাদ দেখুন। তোমার মুখ, হস্তাদিতে যে যে ভেদ, তাহাই স্বগত ভেদ, তোমাতে ও অপর মানবে যে ভেদ, তাহা স্বজাতীয় ভেদ, তোমাতে ও পশুপক্ষী আদিতে যে ভেদ, তাহা বিজাতীয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্ শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ বিশ্বে ব্রহ্মভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই। পরবর্ত্তী শ্লোকাদি যেথানে "স এবাধস্তাৎ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে উহাদ্বারাও ইহাই সূচিত হইয়াছে।

যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি ইত্যাদি যত্র বা অস্য সর্ব্ব মাত্মৈবাভূত তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ কেন কং পশ্যেত ইত্যাদি।

স্বে মহিম্নি-"এতাবানস্য মহিমা জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" পুরুষ-সূক্ত। এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই তাহার মহিমা ব্যঞ্জক।

এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মা নন্দঃ স স্বরাড় ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। (১২)

তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বান স্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা-স্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মত স্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাব তিরোভাবাত্মতোহন্ন মাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মত-শ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগা-ত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কল্যাণ্যাত্মত এবেদং সর্ব্বমিতি।

তদেষ শ্লোকো ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নীত দুঃখতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্ব মাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ শতঞ্চ দশচৈকঞ্চ সহস্রাণি চ বিংশতি-রাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈমৃদিত কষায়ায়তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎ-কুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যা-চক্ষতে॥ ইতি

অর্থাৎ সেই ভূমার অন্য প্রতিষ্ঠা আর কিরূপ সম্ভবে? কারণ তিনিই নিম্নে, তিনিই উপরে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই এই বিশ্বস্থ সর্ব্ব, তাহার আবার আধার কি? ঐ ভূমা স্থানে অহং আদেশ হইলে অর্থাৎ ভূমা স্থানে অহং বসাইলে, আমিই নিম্নে, আমিই উপরে, আমিই পশ্চাৎ, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এই বিশ্বস্থ সর্ব্ব। অহং স্থানে আত্মা বসাইলে, আত্মাই উপরে, আত্মাই নিম্নে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাৎ, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই বিশ্বস্থ সর্ব্ব।

যে ব্যক্তির এইরূপ সর্ব্বভূতে আত্মা দৃষ্টি এবং সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান হইয়াছে, সে ব্যক্তি আত্মার সহিতই রতি সম্ভোগ করেন, আত্মার সহিতই ক্রীড়া করেন আত্মার সহিত মিথুন অর্থাৎ দ্বন্দ্ব জানিত সুখভোগ করেন, তিনি আত্মাতেই আনন্দ ভোগ করেন, তিনি বাহ্য বস্তুর কোন অভাব বোধ করেন না। তিনি জীবিত কালেও স্বরাড় অর্থাৎ স্বীয় রাজ্যে অভি-ষিক্তের ন্যায় এবং মৃত্যুর পরও স্বরাড় হইয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বলোকেই অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

যে ব্যক্তির এইরূপ সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার নিকট (পূর্ব্ব-কথিত) প্রাণ, আশা, স্মর, আকাশ, তেজ, অপ, জন্ম, মৃত্যু, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাক্, নাম, মাত্র, কর্ম্ম সমুদায়ই আত্মসমুদ্ভূত বলিয়া প্রতীতি হয়।

এইজন্যই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বলা হইয়া থাকে :—

এইরূপ জ্ঞানী মৃত্যু, রোগ এবং দুঃখ কি তাহা জানেন না, তিনি সকলই দেখেন এবং সকলপ্রকারে সকল বস্তু প্রাপ্ত হয়েন। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে এক হইয়াও সৃষ্টির সময় ত্রিবিধ, পঞ্চবিধ, সপ্তবিধ, নববিধ, একাদশবিধ, শত-বিধ হয়েন, তিনি দশ ও এক, তিনি সহস্র, তিনি বিংশতি হইয়া থাকেন। আহার শুদ্ধি-হেতু তিনি সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করেন, সত্ত্বশুদ্ধিহেতু আত্মাতে ধ্রুবাস্মৃতি প্রাপ্ত হয়েন এবং উহা হইতে সংসারের তাবৎ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। যাহার ইন্দ্রিয়সংযম হইয়াছে তাহাকে অর্থাৎ ভগবান সনৎকুমার এইরূপ পরমার্থতত্ত্ব-রূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপ অংশ তাহার নামেই অভিহিত হয়।

(১২) দ্বৈতভাব থাকিলেই আধার, আধেয় বিভিন্ন হয়, উহা না থাকিলে আর হয় না।

[ ১৮৪৭ সালের ২৮ আইনানুসারে রেজষ্টীকৃত। ]

# হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৯ম—১২শ সংখ্যা। | ১৩০২ সাল, ১৮১৭ শকাব্দা। | পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

## শ্রেয় ও প্রেয়।

### কঠোপনিষৎ।

২য় প্রবন্ধ।

যম তৎপরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে াচিকেতাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি লিলেন ঃ—

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাম্প্রবিষ্টৌ বমে পরার্দ্ধে, ছায়া তপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, ঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ॥ ১॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই এই দেহে র্কোৎকৃষ্ট স্থান অর্থাৎ হৃদয়াকাশে থাকিয়া াপনার কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। ব্রহ্মবিৎ বং ত্রিণাচিকেতা গৃহস্থগণ তাহাদিগকে অর্থাৎ ীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ছায়া ও আতপের ন্যায় লেন।

টীকা—ঋত-কর্ম্মফল। সুকৃতস্য স্বয়ং কৃতস্য র্ম্মণঃ, লোকে দেহে, গুহা হৃদয়াকাশ। ত্রিণাচি-কেতাঃ—যাহারা তিনবার অগ্নিচয়ন করেন। াগ্নয়ঃ—গৃহস্থ সকল।

পরমাত্মা কোন কার্য্য করেন না বা কার্য্যের ল গ্রহণ করেন না, কিন্তু দেহমধ্যে জীবাত্মার হিত সম্বন্ধ থাকাতে তিনি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন বলিয়া বিবেচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা নির্লিপ্ত।

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্ব-জাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি-চাকশীতি॥ ঋগ্বেদ।

দুইটি পক্ষী সখ্যভাবে একত্র হইয়া এক বৃক্ষ (দহ) আশ্রয় করিয়া আছেন, উহাদের মধ্যে একজন মিষ্টফল ভক্ষণ করেন, আর এক-জন কেবল দর্শন করেন।

যঃ সেতুরীজা নানামক্ষরম্ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি॥২॥

যজ্ঞসাধনকারীদিগের সেতু স্বরূপ অগ্নিকে এবং মোক্ষাভিলাষীদিগের ভয়নিবারক পর-ব্রহ্মকে, এতদুভয়কে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি।

টীকা—ইজানানাং—যজ্ঞসাধনকারীদিগের। তিতীর্ষতাম্—মুমুক্ষুদিগের। নাচিকেতং—অগ্নিকে। শকেমহি—অর্থাৎ জানিতে পারি।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩॥

আত্মাকে রথস্বামী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম বলিয়া জান।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥৪॥

বিবেকীরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, রূপরসগন্ধাদি ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয়দিগকে গোচর অর্থাৎ পথ এবং ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত যে আত্মা তাহাকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে কর্ম্মফলের ভোক্তা বলিয়া থাকেন।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥

অসমাহিতচিত্ত অবিবেকীর ইন্দ্রিয়সমূহ অনিপুন সারথির দুষ্ট অশ্বদিগের ন্যায় আয়ত্তাধীন হয় না।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥

সমাহিতচিত্ত বিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ সুনিপুন সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

যিনি অবিবেকী, অসংযতচিত্ত এবং অসচ্চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদপ্রাপ্ত হয়েন না এবং সংসার গতিপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জনম মরণের অধীন হইয়া থাকেন।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তদপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥৮॥

যিনি বিবেকী, সংযতচিত্ত এবং সচ্চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্ ॥৯

বিবেকবুদ্ধি যাহার সারথি, যাহার মন প্রগ্রহবান্ অর্থাৎ সমাহিত, তিনি সংসারগতির (অধ্বনঃ) পারে গমন করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের (বিষ্ণু) পরমপদ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তুরীয় বা বাসুদেব সুষুপ্ত বা সঙ্কর্ষণ স্বপ্ন বা প্রদ্যুম্ন ও জাগ্রত বা অনিরুদ্ধ, ব্রহ্মের এই চারি অবস্থার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বাসুদেবাখ্য তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগের বিষয় অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধাদি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, ঐ বিষয়াদি হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥১১॥

মহৎ হইতে বীজস্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই; পুরুষই শেষ, তিনিই পরাগতি।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥

এই পুরুষ সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন, প্রকাশ পায়েন না, সূক্ষ্মদর্শীরা একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা ইহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

টীকা—অগ্র্য, আর অগ্র একই শব্দ।

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩ ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে উপসংহার অর্থাৎ লয় করিবে, মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে লয় করিবে, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মাতে অর্থাৎ জীবভূত আত্মা বা জীবাত্মাতে লয় করিবে, জীবাত্মা শান্ত অর্থাৎ বিকারশূন্য পরমাত্মায় লয় করিবে।

টীকা—মনসী—ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্। নিযচ্ছেৎ উপসংহরেৎ।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪ ॥

হে মানবগণ! উত্থান কর, জাগ্রত হও, শ্রেষ্ঠাচার্য্যগণের (বরান্) সন্নিধানে গমন করিয়া পরমাত্মার বিষয় জ্ঞাত হও, কারণ ক্ষুরের শাণিতধার (নিশিতা) পদের যেরূপ দুর্গমনীয়, তত্ত্বজ্ঞানের পথকে পণ্ডিতগণ তদ্রূপ দুর্গম বলিয়া থাকেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথাঽরসন্নিত্যগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

তিনি শব্দ, স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কিছুই নহেন, তিনি অব্যয়, নিত্য, অনাদি, তিনি মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও ধ্রুব, সাধক তাহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্তা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৬॥

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি। প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১৭ ॥

মেধাবী যম ও নাচিকেতা উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

যিনি সংযত হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজে কিম্বা শ্রাদ্ধকালে এই গুহ্য উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি অনন্তফলের অধিকারী হয়েন, তিনি অনন্তফলের অধিকারী হয়েন।

এই বল্লি অর্থাৎ তৃতীয় বল্লিতে ১ম জীবাত্মাও পরমাত্মা কি তাহা নাচিকেতাকে বুঝাইলেন। জীবাত্মা, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি আদি সম্পন্ন এবং ভোক্তা। ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি, মহৎ, অব্যক্ত, পুরুষ ইত্যাদি ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম দেখাইয়া পরমাত্মার বিষয় নাচিকেতাকে বুঝাইলেন। এই পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বপদার্থে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন, প্রকাশিত হয়েন না, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে চিত্ত সমাহিত করা আবশ্যক। তাহাকে জানিতে পারিলেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে পরমাত্মা সর্ব্বভূতে কেন প্রকাশিত হয়েন না, তাহার কারণ বলিতে গিয়া বলিতেছেন।

৫ম বল্লী।

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান মৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥

বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু মানব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বাহ্যবিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন্ কোন ধীর অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিয়া বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে বিনিবৃত্ত করিয়া প্রত্যক্ষীভূত আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।

টীকা—পরাঞ্চি—বহির্মুখী। খানি—ইন্দ্রিয়াদির দ্বার। ব্যতৃণৎ—বিধান করিয়াছেন। ঐক্ষ্যৎ—অপশ্যৎ—দেখিয়া থাকেন, ছন্দসি-কালানিয়মাৎ।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥

বালকসদৃশ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া কাম্যবস্তুর অনুসরণ করিয়া থাকে, এই জন্য মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্ব অবগত হইয়া অধ্রুব বস্তুর কামনা করেন না।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতে নৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ ৩ ॥
এতদ্বৈতৎ।

যে আত্মার দ্বারা রূপ, রস বা গন্ধ শব্দ মৈথুন

রূপ স্পর্শ জানা যায়, সেই আত্মার আর জানিবার আর অবশিষ্ট কি আছে। তুমি যে আত্মার বিষয় জানিতে চাও, ইনি সেই আত্মা।

টীকা—চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতুই ইন্দ্রিয়েরা বাহ্যবিষয় ভোগ করিয়া থাকে॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানু পশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥৪॥

যে আত্মার দ্বারা স্বপ্নান্ত ও জাগরিতান্ত উভয়কে মানব দৃষ্টি করে অর্থাৎ যে আত্মার দ্বারা স্বপ্নাবস্থায় ও জাগ্রত অবস্থায় মানব বিষয় সম্ভোগ করে, সেই মহান্ বিভু অর্থাৎ বিবিধ রূপধারী আত্মাকে জানিয়া ধীরব্যক্তি শোক করেন না।

টীকা—ব্রহ্মের চারিটী অবস্থা—তুরীয়, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত। শেষ দুই অবস্থাতেই বিষয় সম্ভোগ হয়। সুতরাং তিনি স্বপ্নের মধ্যেও বটে, জাগরিতের মধ্যেও বটে, কামার্থী যদি বিষয় বাসনা করিয়া পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তাহাহইলে তাহার বুঝা উচিত যে তিনি যে বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন, তাহা সেই চৈতন্যের স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার অনুগ্রহে। যাহার আংশিক ভাবগ্রহণে বিষয় উপভোগ করিতেছ, তাহার সম্পূর্ণ ভাবগ্রহণে, তোমার ভয় কি?

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানম্ভূত ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ ৫॥
এতদ্বৈতৎ।

যিনি এই কর্ম্মফলভোগী জীবরূপী আত্মাকে ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ও নিকটস্থ বলিয়া জানেন তিনি ইহাকে গোপন করেন না। তুমি যে আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ ইনি সেই আত্মা।

টীকা—যে পর্য্যন্ত আস্তিক্য বুদ্ধি না হয়, সেই পর্য্যন্তই ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তাহাকে গোপন করা হয়, কিন্তু আস্তিক্য বুদ্ধি হইলে, তাহাকে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে বিজুগুপ্সতে মংগোপায়িতুমিচ্ছতি।

যঃ পূর্ব্বন্তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্ব্যপশ্যতে॥৬
এতদ্বৈতৎ।

যিনি তপ অর্থাৎ জ্ঞানাদি লক্ষণ ব্রহ্ম হইতে এবং জলাদি পঞ্চভূতের পূর্ব্বে উৎপ হইয়াছেন এবং যিনি পঞ্চভূতের সহিত হৃদয় কাশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে যিনি দেখেন তিনি সেই হিরণ্যগর্ভের কারণরূপ ব্রহ্মকে দেখেন। ইনি তোমার প্রশ্নবিষয়ক সেই আত্মা

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দ্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্ব্যজায়ত॥৭
এতদ্বৈতৎ।

যে সর্ব্বদেবতাত্মিকা অদিতি প্রাণ অর্থা হিরণ্যগর্ভরূপে সম্ভূত হইয়াছেন, যিনি পঞ্চভূ সহ উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি হৃদয়াকাশে প্রবি হইয়াছেন, তাহাকে যিনি দেখেন, তিনি কারণ রূপী ব্রহ্মকেই দেখেন। ইনিই সেই আত্মা।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিবে ঈড্যো জাগৃবদ্ভি র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥ ৮॥ এতদ্বৈতৎ॥

গর্ভিণীদ্বারা রক্ষিত গর্ভের ন্যায় সুরক্ষিত প্রতিদিন অপ্রমত্ত, যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্পন্ন মনুষ্যে দ্বারা প্রতিদিন স্তবনীয় অরণিনিহিত অগ্নি তোমার সেই প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

টীকা—প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা সুতরাং অগ্নিকেও ব্রহ্ম বলা যায়। পরিদৃশ্যমা জগতের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্রহ্মের কারণা বস্থা ও পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা।

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তন্দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥৯
এতদ্বৈতৎ।

যাহা হইতে সূর্য্য উদিত হন্ ও অস্ত যান

যাহাতে দেবতা সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই ব্রহ্ম।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০॥

যিনি এই শরীরে, তিনি তাবৎ বিশ্বে, যিনি তাবৎ বিশ্বে তিনি এই শরীরে অর্থাৎ তিনি কার্য্য কারণরূপে বিভিন্ন হইয়াও এক, যিনি এই ব্রহ্মকে এক না দেখিয়া বহু দেখেন তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন্।

মনসৈবেদমাপ্তব্যন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥১১॥

ইহাকে মনের দ্বারাই পাওয়া যায়, ইহাতে বহু নাই, যিনি ইহাকে বহু দেখেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন্।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥১২॥
এতদ্বৈতৎ।

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পুরুষ হৃদয়াকাশে অবস্থিতি করেন, ইনি ভূত, ভবিষ্যতের অধিপতি, ইহাকে জানিলে ইহাকে আর গোপন করিতে ইচ্ছা হয় না। অর্থাৎ আত্মার বিষয় ঘোষণা করিতে ইচ্ছা হয়। ইনিই তোমার প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশান ভূতভব্যস্য সএবাদ্য স উশ্বঃ॥ ১৩॥
এতদ্বৈতৎ।

সেই সূক্ষ্ম আত্মা ধূম শূন্য অর্থাৎ নির্ম্মল জ্যোতিসদৃশ প্রকাশমান, তিনি ভূত, ভবিষ্যতের অধিপতি, তিনি অদ্যও আছেন, আগামী কল্যও থাকিবেন অর্থাৎ নিত্য। ইনি তোমার সেই প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

যথোদকন্দুর্গবৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যং স্তানেবানু বিধাবতি॥১৪॥

জল যেরূপ উচ্চ দুর্গম প্রদেশে বৃষ্টিরূপে পতিত হইলে পর্ব্বত দিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি ধর্ম্মাদিকে অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণসমূহকে পৃথক্ দৃষ্টি করেন, অর্থাৎ প্রতি শরীরে পৃথক দেখেন, তিনি গুণসমূহেরই অনুবর্ত্তী হয়েন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবম্মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫॥

নির্ম্মল জলে যেরূপ নির্ম্মল জল বৃষ্ট হইলে নির্ম্মলই থাকে, সেইরূপ যে মুনি একত্ব অবগত আছেন, তাহার আত্মা আত্মভূতই থাকে।

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥ ১॥
এতদ্বৈতৎ।

একাদশ দ্বারযুক্ত পুরের অধিপতি জন্মরহিত এবং নিত্য প্রকাশক আত্মাকে ধ্যান করিয়া সাধক বিমুক্ত হইয়া শোকবিরহিত হন্ এবং সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন। ইনিই তোমার প্রশ্ন বিষয়ক আত্মা।

টীকা—চক্ষুদ্বয়, নাসাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, নাভি, উপস্থ গুহ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র এই একাদশদ্বার।

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্বৃহৎ॥ ২॥

তিনিই আকাশবাসী সূর্য্য, তিনি অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, তিনিই পৃথিবীস্থ অগ্নি, তিনিই কলসবাসী সোমরস, তিনিই মনুষ্য, দেবতা ও যজ্ঞে ও আকাশে বাস করেন, তিনিই জলজ, তিনিই পৃথিবীজ, তিনিই যজ্ঞজ, তিনিই পর্ব্বতজ, তিনিই সত্য, তিনি বৃহৎ।

টীকা। হংসঃ—সূর্য্য, শুচিসৎ—আকাশবাসী, বসুঃ—বায়ু, হোতা—অগ্নি, বেদিষৎ—পৃথিবীবাসী, অতিথি—সোমরস, দুরোণসৎ—কলসবাসী, নৃসৎ—মনুষ্যবাসী, বরসৎ—দেব-

বাসী, ঋতসৎ—সত্য বা যজ্ঞবাসী, ব্যোমসৎ—আকাশবাসী, অব্জ—জলজাত শঙ্খশুক্তি-মকরাদি, গোজ—পৃথিবীজাত ব্রীহিযবাদি, অদ্রিজ—পর্ব্বতজা নদী আদি।

ঊর্দ্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপনাং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৩ ॥

সেই আত্মা প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে প্রেরণ করেন, অপান বায়ুকে অধোদিকে প্রেরণ করেন, মধ্যস্থিত বামনকে সকল দেবতারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করেন।

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ ৪ ॥
এতদ্বৈতৎ।

শরীর মধ্যস্থিত ভ্রংশমান আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিলে, উহাতে আর কি থাকে। ইনিই তোমার প্রশ্ন বিষয়ক সেই আত্মা।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫ ॥

কোন জীব কেবল প্রাণ অপান বায়ুর সাহায্যে জীবিত থাকে না, প্রাণ অপান যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাদ্বারাই জীবিত থাকে।

হন্ত ত ইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ ব্রহ্মসনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥৬॥

ইদানীং আমি তোমাকে গুহ্য সনাতন ব্রহ্ম এবং মরণের পর আত্মা যেরূপ হয়, তাহা বলিব।

যোনিমধ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭ ॥

দেহীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ও জ্ঞান (শ্রুতম) অনুসারে শরীর গ্রহণের জন্য যোনি প্রবেশ করে, কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমানঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন ॥ ৮ ॥ এতদ্বৈতৎ।

প্রাণীগণ নিদ্রিত অবস্থায় থাকার সময়েও যে পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া কাম্যবস্তুসমূহ নির্ম্মাণ করেন, তিনিই শুক্র অর্থাৎ নির্ব্বিকার, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, পৃথিব্যাদি লোক তাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনি তোমার প্রশ্ন বিষয়ক সেই আত্মা।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯ ॥

অগ্নি যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দাহ্যবস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছেন এবং তিনি সকল পদার্থের বাহিরেও আছেন।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০ ॥

বায়ু যেরূপ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানভেদে প্রাণ অপানাদি পৃথগ্‌রূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ আত্মাও বস্তুভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পান এবং সকল পদার্থের বাহিরে আছেন।

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বলোক চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেরূপ চক্ষু গ্রাহ্য বাহ্যপদার্থের দোষদ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ সেই সর্ব্বভূতের অন্তরস্থিত নির্লিপ্ত (বাহ্যঃ) আত্মা জগতের দুঃখদ্বারা লিপ্ত হন না।

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপম্বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২ ॥

তিনি এক, তাহার বশে বিশ্বস্থ তাবৎ

পদার্থ, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি স্বীয় এক রূপকে বহুপ্রকার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহাকে যে ধীর ব্যক্তিরা আত্মস্থ অর্থাৎ হৃদয়াকাশে চৈতন্যাকারে অভিব্যক্ত দেখেন, তাহারাই নিত্য সুখভোগ করেন, অন্য কেহ তাহা ভোগ করে না।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতিকামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতীনেতরেষাম্॥১৩॥

যিনি অনিত্য পদার্থসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনদিগেরও চেতন, অর্থাৎ চৈতন্যের কারণ, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তুর বিধান করিয়াছেন, তাহাকে যে সমুদায় ধীর ব্যক্তিরা আত্মস্থ দেখেন, তাহারা চিরশান্তি ভোগ করেন, অন্যে নহে।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরং সুখম্।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াৎ কিমুভাতি বিভাতি বা ॥১৪॥

নিবৃত্তিমার্গী ব্রহ্মবাদীরা তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া যে অনির্দ্দেশ্য সুখ অনুভব করেন, তাহা আমি কি প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারিব, তিনি দীপ্তি পাইয়া মানব বুদ্ধির গোচরোপযোগী হইয়া কি প্রকাশিত হন? হে নাচিকেত! তোমার এইরূপ অনুসন্ধানশীল বুদ্ধি হওয়া উচিত।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১৫॥

সেখানে সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র তারকা কিরণ দেয় না, অর্থাৎ তাহারা ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেখানে এই বিদ্যুতসমূহ প্রকাশ পায় না, সেখানে অগ্নি কোথায়—অর্থাৎ ইহারাও ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। সেই দীপ্যমানের প্রকাশে ইহারা সমুদায়ই অনুদীপ্ত, তাহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

৬ষ্ঠী বল্লী—

যম আর বলিলেন—

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ॥

এই সনাতন অর্থাৎ চিরপ্রবৃত্ত সংসারবৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদিকে, ইহার শাখা নিম্নদিকে। ইহার মূলে যিনি তিনিই শুক্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, পৃথিব্যাদি লোক তাহাতে আশ্রিত রহিয়াছে, তাহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই তোমার সেই প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

টীকা—অশ্বত্থঃ—বৃক্ষ, নশ্বোঽপি স্থাস্যতে ইত্যশ্বত্থঃ, যাহা আগামীকল্যপর্য্যন্ত থাকিবে না, সেই অশ্বত্থ, অর্থাৎ ক্ষণবিধ্বংসী। সংসার বৃক্ষ ক্ষণস্থায়ী হইলেও উহা সনাতন অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

গীতা পঞ্চদশাধ্যায় দেখুন—ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ইত্যাদি

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥২॥

এই বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থ সেই প্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মেই কম্পিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহার নিয়মানুসারে স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। ভৃত্যেরা যেরূপ উদ্যতবজ্র প্রভুকে ভয় করে, সেইরূপ বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থই ইহার ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। যাহারা ইহাকে জানেন, তাহারা অমর হয়েন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥৩॥

ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছে, ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও

এই চারিজনের পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছে অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে।

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুমপ্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ স্বর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ ৪॥

জীব শরীর পতনের পূর্ব্বে ইহাকে জানিতে না পারিলে, পৃথিব্যাদি জীবের আবাসভূমিতে পুনর্ব্বার শরীর গ্রহণ করে।

টীকা। স্বর্গেষু—সৃজ্যন্তে যেষু—যে স্থানে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোক।

যথা দর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
তথাপ্সু পরীবদদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে। ছায়া তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥

আদর্শ অর্থাৎ দর্পণে যেরূপ আত্ম প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দর্পণবৎ নির্ম্মল আত্মাতে ব্রহ্ম দৃষ্ট হয়, স্বপ্নে যেরূপ জাগ্রত অবস্থার বিষয় স্মরণ হয়, পিতৃলোকে অর্থাৎ পরলোকে তদ্রূপ ইহ লোকের বিষয় স্মরণ হইয়া আত্মজ্ঞানের সাহায্য করে, জলে যেরূপ আত্ম প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ গন্ধর্ব্বলোকে অর্থাৎ যে স্থান বেদ বা ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ সেই স্থানে ব্রহ্ম দৃষ্ট হয় এবং ঐরূপ ব্রহ্মলোকে জীবাত্মাও পরমাত্মা ছায়া ও আতপের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

টীকা। পরীবদদৃশে—বপরিদদৃশে।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপাদ্য মানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৬॥

আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ ভাব এবং তাহাদের উদয় ও অস্ত অর্থাৎ জাগ্রত ও নিদ্রিতাবস্থা জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ৭॥

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি (সত্ত্ব) শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গএব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮॥

অব্যক্ত ও সংসার ধর্ম্মবর্জ্জিত (অলিঙ্গ) পুরুষ অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাহাকে জানিয়া মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

ন সদৃশো তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯॥

ইহার কোন রূপ নাই, ইহাকে দেখা যায় না, ইহাকে চক্ষুদ্বারা কেহ দেখিতে পারে না। সংশয়রহিত (মনীষা) বুদ্ধির (হৃদা) দ্বারা এবং মনন রূপ সম্যকদর্শনদ্বারা যাহারা ইহাকে জানেন, তাহারা অমর হয়েন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্ ॥১০॥

যথন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থিরভাবে থাকে এবং বুদ্ধি স্বীয় বিষয়ের চেষ্টা হইতে বিনিবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকে পরম গতি বলা হইয়া থাকে।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥১১

ঐরূপ স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলে, কিন্তু যোগের প্রভব যেরূপ আছে উহার তদ্রূপ অপ্যয়ও আছে অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিলয় আছে, এই জন্য ঐ যোগ রক্ষা করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

ইহাকে বাক্য মন, চক্ষুদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহাদের আস্তিক্য বুদ্ধি আছে তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ ইহার উপলব্ধি করিতে পারে না।

অস্তীত্যোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যোবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

উভয়সোপাধিক ও নিরুপাধিক, ব্রহ্মের এই উভয়ভাব আছে, ইহা তত্ত্বভাবের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে, যিনি এইরূপ উপলব্ধি করেন তাহার তত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

হৃদয়কে যে সকল কামনা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারা যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ ১৫ ॥

যখন ইহলোকে হৃদয়গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়, ইহাই বেদান্তের অনুশাসন।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

হৃদয়ে শত ও এক নাড়ী আছে, অন্যান্য নাড়ীও আছে এবং তাহাদের মধ্যে সুষুম্না নামী একটি নাড়ী আছে, উহা মস্তকভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। মৃত্যুকালে ঐ নাড়ী-দ্বারা জীব উর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, আর নানাবিধ গতিবিশিষ্ট অন্যান্য নাড়ী সংসারগতির কারণ হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেণ্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম পুরুষ সর্ব্বজনের অন্তরাত্মা হইয়া হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। মুঞ্জা হইতে ইষীকা গ্রহণের ন্যায় আপন শরীর হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া জানিবে, তাহাকে জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃত বলিয়া জানিবে, তাহাকে জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃত বলিয়া জানিবে।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নাচিকেতোঽথ লব্ধা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥

অনন্তর নাচিকেতা মৃত্যুপ্রোক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমগ্র যোগবিধি লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া বিরজ অর্থাৎ রজগুণ শূন্য ও অমর হইয়াছিলেন, অন্য যে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবে, সেও এইরূপ হইবে।

ক্রমশঃ—

---

# গৃহস্থ ধর্ম্ম।

## শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

গৃহস্থ এতাং পদবীং বিধিনা যেন চাঞ্জসা।
যায়াদ্দেব ঋষে ব্রূহি মাদৃশো গৃহমূঢ়ধী ॥১॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবর্ষে! আমি গৃহস্থধর্ম্মের বিষয় কিছু জানি না, গৃহস্থ যে বিধি পালন করিয়া এই পদবীতে অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় গমন করিবে তাহা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ। বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীৎ মহামুনীন্ ॥ ২ ॥

শৃন্বন ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতারকথামৃতম্।
শ্রদ্ধাধানো যথা কালমুপশান্ত জনাবৃতঃ ॥৩॥

গৃহস্থ সকল কার্য্য বাসুদেবকে অর্পণ

করিয়া উহা যথারীতি নির্ব্বাহ করিয়া যথা-কালে মহামুনিদিগের উপাসনা করিবে এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবানের অমৃতস্বরূপ কথা শ্রবণ করিবে এবং শান্তজনগণের মধ্যে বাস করিবে ॥ ৩ ॥

সৎসঙ্গচ্ছবকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ ॥৪॥

নিদ্রান্তে যেরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি মমতা আপনা আপনি যায়, তদ্রূপ সাধুসঙ্গে ও স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি স্নেহ আপনা আপনি যায় ॥ ৪ ॥

যাবদার্থ মুপাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ।
বিরক্তো রক্তবত্তত্রনৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ ॥৫॥

যে পর্য্যন্ত অর্থের প্রয়োজন সে পর্য্যন্ত দেহ ও গৃহের প্রতি অনাসক্ত হইয়া আসক্তের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৫ ॥

জ্ঞাতয়ঃ পিতরৌ-পুত্রা ভ্রাতরঃ সুহৃদো হপরে। যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তি চানুমোদেত নির্মর্ম্মঃ ॥ ৬ ॥

জ্ঞাতি, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, সুহৃদ্ এবং অপরাপর ব্যক্তি যাহা বলে এবং ইচ্ছা করে, তাহা (সঙ্গত হইলে) নির্ম্মম হইয়া অনু-মোদন করিবে ॥ ৬॥

দিব্যং ভৌমঞ্চান্তরীক্ষং বিত্তমচ্যুতনির্ম্মিতম্।
তৎসর্ব্বমুপযুঞ্জান এতৎ কুর্য্যাৎ স্বতো বুধঃ ॥৭॥

দিব্য (বৃষ্ট্যাদিসম্ভূত ধান্যাদি), ভৌম (বিবরাদি প্রাপ্ত) অন্তরীক্ষ (অকস্মাৎ প্রাপ্ত) অচ্যুত নির্ম্মিত (দৈবলব্ধ) আদি ধন রক্ষা করিয়া পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কার্য্য করিবে ॥ ৭ ॥

যাবদ্ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহি-নাম্। অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ড মর্হতি ॥ ৮ ॥

যে পরিমাণে ধনের দ্বারা জঠর পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণ ধনে দেহীদিগের অধিকা[র] যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক আত্মসাৎ করে [সে] ব্যক্তি চৌর এবং তজ্জন্য তাহার দণ্ড হও[য়া] উচিত ॥ ৮ ॥

মৃগোষ্ট্রখর মর্কাখুসরীসৃপ খগমক্ষিকাঃ আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈ রেষামন্ত[রং] কিয়ৎ ॥ ৯ ॥

মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মর্কট, ইন্দুর, সরীসৃ[প] পক্ষি, মক্ষিকাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় দেখিবে তাহাদের সহিত পুত্রাদির কি প্রভেদ ? ॥ ৯ ॥

ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি।
যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্ ॥১০॥

গৃহস্থ ব্যক্তি অতি কষ্টে ত্রিবর্গ অর্জ্জ[ন] করিয়া ভোগ করিবে না, দেশ ও কাল অ[নু]সারে যাহা দৈবক্রমে উপস্থিত হইবে তা[হা] ভোগ করিবে ॥ ১০ ॥

আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজে[ৎ] যথা। অপ্যেকামাত্মনো· দারাং নৃণাং স্ব[ত্ব]গ্রহোযতঃ ॥ ১১ ॥

কুকুর (শ্বা) পতিত (অঘা) এবং চণ্ডা[ল] (অন্তে বসয়ী) পর্য্যন্ত সকলকে যথোপযু[ক্ত]রূপে ভোগ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। নিজে[র] সুশ্রূষার ব্যাঘাত হইলেও একমাত্র ভার্য্যাকে অতিথি সুশ্রূষাও নিযুক্ত করিবে ॥ ১১ ॥ (ক)

জহ্যাদ যদর্থে স্বান্ প্রণান্ হন্যাদ্বা পিত[রং] গুরুম্। তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদযস্তে[ন] হ্যজিতোজিতঃ ॥ ১২ ॥

যে ভার্য্যার জন্য লোকে স্বীয় প্রাণত্যা[গ] করে, পিতা ও গুরুকে বধ করে, সেই স্ত্রী[র] প্রতি যে ব্যক্তি মমতা ত্যাগ করিতে পা[রে] সে ব্যক্তি অজিত অর্থাৎ ঈশ্বরকেও [জয়] করিতে পারে ॥ ১২ ॥

(ক) এস্থলে অন্য ভাব গ্রহণ করিতে হইবে না। "প[ি]" শব্দের দ্বারা উহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

কৃমিবিড়্ ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্। ক্বতদীয় রতি ভার্য্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ॥ ১৩॥

এই তুচ্ছ দেহ যাহা কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পরিণত হইবে, উহা কোথায়, উহার স্ত্রীসম্ভোগ কোথায় আর নভোমণ্ডলাচ্ছাদী আত্মাই বা কোথায়? অর্থাৎ দেহ ও জাগতিক সুখ অনিত্য, আত্মা নিত্য॥ ১৩॥

সিদ্ধৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ কল্পয়েদ্ বৃত্তিমাত্মনঃ। শেষে স্বত্বং ত্যজনপ্রাজ্ঞঃ পদবীং মহতামিয়াৎ॥ ১৪॥

গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞ সমাধা করিয়া যে অর্থ থাকিবে, তদ্দ্বারা স্বীয় বৃত্তি সাধন করিয়া পরিশেষে বিষয়ে স্বত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপুরুষদিবের পদবী প্রাপ্ত হয়েন॥ ১৪॥

দেবানৃষীন্ নৃভূতানি পিতৄনাত্মানমন্বহম্।
স্ববৃত্ত্যা গতবিত্তেন যজেত পুরুষং পৃথক্॥১৫॥

স্ববৃত্তি আগত ধনের দ্বারা দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, অন্যান্য জীব এবং পিতৃগণের যজ্ঞ করিলে, পরম পুরুষের পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ করা হয়॥১৫॥

যর্হ্যাত্মনোঽধিকারাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্যজ্ঞসম্পদঃ। বৈতানিকেন বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ॥ ১৬॥

যখন স্বীয় অধিকার ও অন্যান্য যজ্ঞীয় সম্পদ হইবে তখন বৈতানিক বিধিরদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিবে॥ ১৬॥

ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান সর্ব্বযজ্ঞভুক্। ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখেহুতৈঃ॥১৭॥

সর্ব্বযজ্ঞভুক্ ভগবান্ বিপ্রমুখে দত্ত হবির দ্বারা যত তৃপ্ত হন, অগ্নিতে দত্ত হবির্দ্বারা তত তৃপ্ত হন না॥ ১৭॥

তস্মাদ্ব্রাহ্মণ দেবেষু মর্ত্ত্যাদিষু যথার্হতঃ। তৈস্তৈঃ কামৈর্যজস্বৈনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রাহ্মণানমু॥ ১৮॥

তজ্জন্য ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যেতে তত্তৎকামনা করিয়া যথোপযুক্তরূপে ক্ষেত্রজ্ঞের যজ্ঞ করিবে, অন্যান্যের যজ্ঞ ব্রাহ্মণযজ্ঞের পরে করিবে॥ ১৮॥

কুর্য্যাদপরপক্ষীয়ং মাসি প্রৌষ্ঠ পদে দ্বিজঃ। শ্রাদ্ধং পিত্রো যথাবিত্তং তদ্বন্ধূনাঞ্চ বিত্তবান্॥ ১৯॥

বিত্তবান দ্বিজ স্বীয় বিত্তানুসারে পিতা মাতার ও তাঁহাদের বন্ধুদিগের অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধ ভাদ্রমাসে করিবে॥ ১৯॥

অয়নে বিষুবে কুর্য্যাদ্ব্যতীপাতদিনক্ষয়ে।
চন্দ্রাদিত্যো পরাগে চ দ্বাদশ্যাং শ্রবণেষু চ।২০।
তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে নবম্যাথ কার্ত্তিকে।
চ তস্থষ্টকাযু হেমন্তে শিশিরে তথা॥ ২১॥
মাঘে চ সিতসপ্তম্যাং মঘারাকাসমাগমে।
রাকয়া চানুমত্যা চ মাসর্ক্ষাণি যুতান্যপি॥২২॥
দ্বাদশ্যামনুরাধা স্যাচ্ছ্রবণস্তিস্র উত্তরাঃ।
তিসৃষ্বেকাদশী বাসুজন্মর্ক্ষশ্রোণ যোগযুক্॥২৩॥

নিম্নলিখিত দিনে শ্রাদ্ধ করিবে যথা:— অয়ন, বিষুব, ব্যতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, দ্বাদশীতিথি, শ্রবণানক্ষত্র, অক্ষয়তৃতীয়া কার্ত্তিকের শুক্লনবমী, হেমন্ত ও শিশিরে চারি মাসের চারি অষ্টকা, মাঘ মাসের শুক্লসপ্তমী, মঘানক্ষত্র ও মঘানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা যে যে নক্ষত্রে মাসের নাম হয়, সেই সকল নক্ষত্র যখন সম্পূর্ণ চন্দ্রবিশিষ্ট পৌর্ণমাসী কিম্বা ন্যূন চন্দ্রযুক্ত অনুমতীর সহিত মিলিত হয় তখন, যখন দ্বাদশী তিথিতে অনু- রাধা ও শ্রাবণ এবং একাদশী তিথিতে উত্তরাফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ তখন জন্মনক্ষত্র ও শ্রবণানক্ষত্রের যুক্ত দিনে॥ ২০—২৩॥

এতে শ্রেয়সঃ কালাঃ নৃণাং শ্রেয়ো বিবর্দ্ধনাঃ। কুর্য্যাৎ সর্ব্বাত্মনৈ তেষু শ্রেয়োঽমোঘং তদায়ুষঃ॥ ২৪॥

এই সমুদায় কাল মানবের শ্রেয়বিবর্দ্ধক এই সমুদায় কালে সর্ব্বপ্রযত্নে আয়ু সফলকারী সমুদায় পুণ্যকার্য্য করিবে ॥ ২৪ ॥

এষু স্নানং জপো হোমো ব্রতং দেবদ্বিজা-র্চ্চনম্। পিতৃদেব নৃভূতেভ্যো যদ্দত্তং তদ্ধ্যন-শ্বরম্ ॥ ২৫ ॥

এই সকল সময়ে স্নান, জপ, হোম, ব্রত, দেব ও দ্বিজের অর্চ্চনা এবং পিতৃদেব, মনুষ্য ও ভূতযজ্ঞ অক্ষয় হয় ॥ ২৫ ॥

সংস্কার কালে জায়ায়া অপত্যস্যাত্মনস্তথা। প্রেতসংস্থা মৃতাহশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যুদায়নৃপ ॥ ২৬ ॥

জায়া, পুত্র ও স্বীয় সংস্কার কালে, প্রেত-দাহনে, মৃতাহে অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর মৃত্যুদিনে এবং অন্যান্য অভ্যুদয়িক কর্ম্মে শ্রেয়স্কর কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

অথ দেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাদিশ্রেয় অবহান্।
স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে ॥২৭
বিশ্বং ভগবতো যত্র সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্।
যত্র হ ব্রাহ্মণকুলং তপোবিদ্যাদয়ান্বিতম্ ॥ ২৮ ॥
যত্র যত্র হরেরর্চ্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্।
যত্র গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ পুরাণেষু চ বিশ্রুতাঃ ॥ ২৯ ॥
সরাংসি পুস্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্যুত।
কুরুক্ষেত্রং গয়শিরঃ প্রয়াগঃ পুলহাশ্রমঃ ॥ ৩০ ॥
নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ প্রভাসোঽথ কুশস্থলী।
বারাণসী মধুপুরী পম্পা বিন্দুসরস্তথা ॥ ৩১ ॥
নারায়ণাশ্রমো নন্দা সীতারামাশ্রমাদয়ঃ।
সর্ব্বে কুলাচলা রাজন্ মহেন্দ্রমলয়াদয়ঃ ॥ ৩২ ॥

যে দেশে ধর্ম্মকার্য্যাদি কুশলজনক অতঃপর তাহা বলিতেছি। যেখানে চরাচরময় ভগ-বানের বিশ্বস্বরূপ সৎপাত্র আছে, যেখানে তপ, বিদ্যা, ও দয়া সমন্বিত ব্রাহ্মণকুল আছেন, সেই পুণ্যতম দেশ। যেস্থানে হরির অর্চ্চনা হয়, পুরাণপ্রসিদ্ধ গঙ্গাদি নদী পুস্করাদি সরো-বর, পুণ্যজনাশ্রিত ক্ষেত্র আছে, ইহারা সকলে শ্রেয়াস্পদ। ইহা ব্যতীত কুরুক্ষেত্র, গয় প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গুনদী সেতুবন্ধ, প্রভাসতীর্থ, কুশস্থলী, বারাণ[illegible] মধুপুরী, পম্পাসরোবর, বিন্দুসরোবর, না[illegible] য়ণাশ্রম, নন্দানদী, সীতারামের আশ্রম মহে[illegible] মলয়াদি কুলাচল, সকলেই শ্রেয়াস্পদ ॥২৭—[illegible]

এতে পুণ্যতমা দেশা হরেরর্চ্চাশ্রিতাশ্চ যে।
এতান্ দেশান্ নিষেবেত শ্রেয়স্কামো হ্যভীক্ষ্ণশঃ
ধর্ম্মোহ্যত্রে হিতঃ পুংসাং সহস্রাধিফলোদয়ঃ ॥৩[illegible]

যে ব্যক্তি শ্রেয় কামনা করেন, তাহা[illegible] এই সমুদায় পুণ্যতম দেশ এবং যে সমু[illegible] দেশে হরির প্রতিমা অধিষ্ঠিত আছে, তা[illegible] সেবা করিবেন, এই সকল দেশে ধর্ম্মকা[illegible] করিলে তাহার সহস্রগুণ ফল হয় ॥ ৩৩ ॥

পাত্রং তৎ নিরুক্তং কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ।
হরিরিকৈ উর্ব্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্ ॥ ৩৪ ॥

পাত্রজ্ঞগণ চরাচরময় হরিকেই পাত্র বলি[illegible] নির্দ্দেশ করেন ॥ ৩৪ ॥

দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু।
রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃ পত্রতয়াচ্যুতঃ ॥৩৫॥

হে রাজন! এই জন্যই তোমার রাজ[illegible] যজ্ঞে দেব, ঋষি এবং সিদ্ধ মুনিগণ এবং ব্রহ্ম বাদীগণ থাকা সত্ত্বেও অচ্যুত অগ্রপূজার পা[illegible] হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

জীবরাশিভিরাকীর্ণ অণ্ডকোষাঙ্ঘ্রিপো মহান্।
তন্মূলত্বাদচ্যুতেজ্যা সর্ব্বজীবাত্মতর্পণম্ ॥ ৩৬ ॥

অচ্যুত এই জীবরাশিসঙ্কুল ব্রহ্মাণ্ড ম[illegible] বৃক্ষের মূল, তাহার যজ্ঞ করিলে সর্ব্বজী[illegible] ও নিজের তৃপ্তি হয় ॥ ৩৬ ॥

পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্য্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ ॥ ৩৭

মনুষ্য পশু, ঋষি দেবতার শরীররূপ পু[illegible] সৃষ্ট করিয়া ভগবান্ জীবরূপে তাহাতে শ[illegible] করেন বলিয়া তাহাকে পুরুষ বলে ॥ ৩৭ ॥

তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে ॥৩৮

হে রাজন্! হরি ইহাদের মধ্যে তারতম্য-ভাবে অবস্থিতি করেন, সেই জন্য পুরুষই পাত্র, এবং ইহাদের মধ্যে যাহার জ্ঞান অধিক সে উৎকৃষ্ট পাত্র ॥ ৩৮ ॥

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥৩৯

মনুষ্যদিগের পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়া ত্রেতাযুগে পণ্ডিতেরা প্রতিমা সৃষ্টি করেন ॥ ৩৯ ॥

ততোঽর্চ্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধয়া সপর্য্যয়া।
উপাসত উপাস্তাপিনার্থদা পুরুষদ্বিষম্ ॥ ৪০ ॥

সেই অবধি অনেকে শ্রদ্ধাসহকারে হরির প্রতিমা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরুষ-দ্বেষী ব্যক্তিদিগের প্রতিমা অর্চ্চনা কোন ফল-প্রদ হয় না ॥ ৪০ ॥

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্ ॥৪১॥

হে রাজেন্দ্র! পুরুষদিগের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ তপস্যবিদ্যা ও সন্তোষদ্বারা হরির শরীর ধারণ করেন, তাহাকে উত্তম পাত্র বলিয়া জানিবে ॥৪১

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥৪২॥

হে রাজন্! যে ব্রাহ্মণগণ পাদধুলিদ্বারা ত্রিলোক পালন করেন, তাহারা জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমদেবতা--(সপ্তমস্কন্ধ, চতুর্দ্দশা-ধ্যায়) ॥ ৪২ ॥

---

# রুদ্রস্তব-ঋগ্বেদ।

কুৎস ঋষি। রুদ্রদেবতা। ১০ম, ১১শ ত্রিষ্টুপ্, ১—৯ জগতীছন্দ।

১ অষ্টক, ৮ অধ্যায় ১১৪ সূক্ত।

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ। যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরং ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। ইমাঃ। রুদ্রায়। তবসে। কপর্দ্দিনে। ক্ষয়ৎবীরায়। প্র। ভরামহে। মতীঃ। যথা। শম্। অসৎ। দ্বিপদে। চতুষ্পদে। বিশ্বম্। পুষ্টং। গ্রামে। অস্মিন্। অনাতুরং।

রুদ্রায়—রুদ্রকে। রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ (১) অথবা রুৎ দুঃখং দ্রাবয়তি অপগময়তি (২) অথবা রুতঃ শব্দরূপা উপনিষদঃ তাভির্দ্রূয়তে গম্যতে প্রতিপাদ্যত ইতি রুদ্রঃ (৩) যদ্বা রুত শব্দাত্মিকাবাণী তৎপ্রতিপাদ্যাত্মবিদ্যা বা তামুপাসকেভ্যো রাতি দদাতি ইতিরুদ্রঃ (৪) যদ্বা রুণদ্ধি আবৃণোতীতি রুৎ অন্ধকারাদি তৎ দৃনাতি বিদারয়তি ইতি রুদ্রঃ অর্থাৎ যিনি অন্তিমকালে সকলকেই ক্রন্দন করান, (১) অথবা যিনি দুঃখ নাশ করেন, (২) অথবা যিনি জ্ঞানদ্বারা প্রতিপাদ্য, (৩) অথবা যিনি উপাসকদিগকে আত্মবিদ্যা বা জ্ঞান দান করেন, (৪) অথবা যিনি অন্ধকারাদি নষ্ট করেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে প্রলয়কারিণী শক্তির নাম রুদ্র। বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুর মধ্যেই এই প্রলয়কারিণী শক্তি লক্ষিত হয়। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, জল ইত্যাদির যেরূপ সৌম্যমূর্ত্তি আছে, তেমনি তাহাদের রুদ্রমূর্ত্তিও আছে। বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রলয়কারিণীশক্তি রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মতীঃ—মননীয়। ইমাঃ—এই সকল স্তুতি প্রভরামহে—প্রকর্ষেণ নিষ্পাদয়ামঃ, প্রকৃষ্টরূপে অর্পণ করিতেছি। কীদৃশ রুদ্র?—তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায়। তবসে—মহতে, বলবতে। কপর্দ্দিনে—জটিলায়। ক্ষয়দ্বীরায়—ক্ষয়ন্তো নশ্যন্তো বীরারিপবো যস্মাদিতি—যিনি রিপুদিগকে নষ্ট করেন। তাহাকে কেন স্তব করিব? যথা দ্বিপদে চতুষ্পদে শং অসৎ। যাহাতে আমাদিগের পুত্রাদি ও গবাদিতে মঙ্গল হয়। অস্মিন্ গ্রামে বিশ্বং পুষ্টং অনাতুরং। যাহাতে এই গ্রামে সকলেই পুষ্ট ও অনাতুর বা রোগশূন্য হয়। বিশ্বং-সর্ব্বং প্রাণিজাতং।

বলবান, জটিলকেশ এবং রিপুনাশক রুদ্রকে এই সমুদায় মননীয় স্তুতি অর্পণ করিতেছি, যেন তাহার অনুগ্রহে আমাদিগের পুত্রাদি ও গবাদি মঙ্গলে থাকে এবং যেন আমাদের এই গ্রামে সকলেই পুষ্ট এবং নীরোগ থাকে।

মৃলা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে। যচ্ছঞ্চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্রপ্রণীতিষু॥ ২॥

পদপাঠঃ। মৃল। নঃ। রুদ্র উত। নঃ। ময়ঃ। কৃধি। ক্ষয়ৎবীরায়। নমসা। বিধেম। তে। যৎ। শম্। চ। যোঃ। চ। মনুঃ। আয়েজে। পিতা। তৎ। অশ্যাম। রুদ্র। প্রণীতিষু।

হে রুদ্র! নো—আমাদিগের প্রতি মৃলা—মৃল, সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। প্রসন্ন হও, উত—আর নো ময়োস্কৃধি—অস্মাকং ময়ং সুখং কৃধি কুরু, আমাদিগের সুখসম্পাদন কর। ক্ষয়ৎবীরায়—নশ্যন্তো বীরাঃ রিপবো যস্মাদিতি, ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সংপ্রদানত্বাচ্চতুর্থী। ক্ষয়বীরায় নমসা বিধেম তে—রিপুনাশকারী তোমাকে নমস্কার দ্বারা পরিচর্য্যা করিব। পিতা মনু। আদি পুরুষ মনু। যৎ শং চ যোঃ চ রোগ এবং ভয়ের উপশম যাহা পাইয়াছিলেন। শং—রোগানাং শমনং, যোঃ—ভয়ানাং যাবনঞ্চ। আয়েজে—প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎ—তাহা। রুদ্র—হে রুদ্র। তব প্রণীতিষু—তোমার দ্বারা পরিচালিত হইয়া। অশ্যাম্—অশ ব্যাপ্তৌ, ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্, অব্যাপ্নুয়াম প্রাপ্ত হই।

হে রুদ্র! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও এবং আমাদিগকে সুখী কর, আমরাও রিপুনাশকারী তোমাকে নমস্কার দ্বারা পরিচর্য্যা করি। আদি পুরুষ মনু রোগ ও ভয়ের উপশমন যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরাও যেন তোমার দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহা প্রাপ্ত হই।

অশ্যাম তে সুমতিং দেবযজ্যয়া ক্ষয়দ্বীরস্য তব রুদ্রমীঢ়ঃ। সুম্নায়ন্নিদ্বিশো অস্মাকমাচরারিষ্টবীরা জুহবাম তে হবিঃ॥ ৩॥

পদপাঠঃ। অশ্যাম। তে। সুমতিম্। দেবযজ্যয়া। ক্ষয়ৎবীরস্য। তব। রুদ্র। সুম্নায়ন্। ইত্। বিশঃ। অস্মাকম্। আ। চর। অরিষ্টবীরাঃ। জুহবাম্। তে। হবিঃ॥ ৩॥

হে মীঢ়ঃ রুদ্র—হে সেক্তঃ কামাভিবর্ষক রুদ্র! ক্ষয়দ্বীরস্য তব-রিপুনাশকারী তোমার। সুমতিং—অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধি। তে দেবযজ্যয়া-তোমার সম্বন্ধীয় যজ্ঞদ্বারা। অশ্যাম-প্রাপ্ত হই অস্মাকম্ বিশঃ আচর—আমাদিগের সন্তানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আগমন কর। সুম্নায়ন্ ইত—সুম্নমিতি সুখ নাম তাসাং প্রজানাং সুখমিচ্ছন্নেব—আমাদিগের সেই সন্তানদিগের মঙ্গলকামনা করিয়া। অরিষ্টবীরাঃ—বীর্য্যাৎ জায়ন্ত ইতি বীরাঃ প্রজাঃ অরিষ্টা অহিংসিতা বীরা যেষাং তথা ভূতাঃ সন্তঃ, যাহাদিগের সন্তানগণ মঙ্গল আছে। তে তোমাকে। হবিঃ জুহবাম—হব্যদান করিব।

হে সর্ব্বকামদাতা রুদ্র, আমরা যেন তোমার যজ্ঞ করিয়া তোমার অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধি প্রাপ্ত হই, তুমি আমাদিগের সন্তানবর্গের মঙ্গলকামনা করিয়া তাহাদিগের নিকট আগমন কর, আমরাও সন্তানদিগকে নিরাপৎ দেখিয়া তোমাকে হব্যপ্রদান করি ॥ ৩ ॥

ত্বেষং বয়ং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বংকুং কবিমবসে নিহ্বয়ামহে। আরে অস্মদ্দৈব্যং হেলো-অস্য তু সুমতিমিদ্বয়মস্যা বৃণীমহে ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। ত্বেষম্। বয়ম্। রুদ্রম্। যজ্ঞসাধম্। বং কুম্। কবিম্। অবসে। নি। হ্বয়ামহে। আরে। অস্মৎ। দৈব্যম্। হেলঃ। অস্যতু। সুমতিম্। ইতি। বয়ম্। অস্য। আ। বৃণীমহে ॥৪॥

অবসে—রক্ষণায়, রক্ষার জন্য। রুদ্রং নিহ্বয়ামহে—নিতরামাহ্বযাম্। রুদ্রকে বিশেষরূপে আহ্বান করি। তিনি কিরূপ রুদ্র? ত্বেষং—দীপ্তম্ দীপ্তিমান। যজ্ঞসাধং—যজ্ঞস্য সাধয়িতারং, যজ্ঞসাধক। বং কুং—কুটিলগন্তারং, কুটিলগতি। কবিং—ক্রান্তদর্শিনম্। স চ রুদ্র অস্মদারে দৈব্যম্ হেলঃ অস্যতু—দৈব্যং ক্রোধং অস্মত্তো দূরদেশে প্রেরয়তু, তিনি আমাদিগের নিকট হইতে দৈবক্রোধ দূরে প্রেরণ করুন্। বয়ম্ অস্য রুদ্রস্য সুমতিমিতং আবৃণীমহে, অনুগ্রহরূপাং বুদ্ধিং ভজামহে। আমরা তাহার অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধি প্রার্থনা করি।

বঙ্গার্থ। বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা দীপ্তিমান্, যজ্ঞসাধক কুটিলগতি ও ক্রান্তদর্শী রুদ্রকে বিশেষরূপে আহ্বান করি, তিনি আমাদিগের নিকট হইতে দৈবক্রোধ দূরে প্রেরণ করুন্, আমরা তাহার অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধি প্রার্থনা করি।

দিবোবরাহমরুষং কপার্দ্দিনং ত্বেষং রূপং নমসা নিহ্বয়ামহে। হস্তেবিভ্রদ্ভেষজা-বার্য্যাণি শর্ম্ম বর্ম্ম ছর্দ্দিরস্মভ্যম্ যংসৎ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। দিবঃ। বরাহম্। অরুষম্। কপর্দ্দিনম্। ত্বেষম্। রূপম্। নমসা। নি। হ্বয়ামহে। হস্তে। বিভ্রৎ। ভেষজা। বার্য্যাণি। শর্ম্ম। বর্ম্ম। ছর্দ্দি। অস্মভ্যম্। যংসৎ।

ব্যাখ্যা। দিবঃ আকাশ হইতে। বরাহং—বৃণোতে রাচ্ছাদনার্থাৎ—যিনি তাবৎ বিশ্ব আচ্ছাদন করিয়া আছেন অথবা বরং উৎকৃষ্টমুদকং আহরতীতি বরাহঃ কিম্বা যিনি উৎকৃষ্ট উদক আহরণ করেন। বরাহ বৎদৃঢ়াঙ্গং বা বরাহের ন্যায় দৃঢ়াঙ্গ যাহার। অরুষং—অরুণবর্ণ। কর্পর্দ্দিন—জটাধারী, ত্বেষং—দীপ্যমান। রূপং—রূপ। নমসা—নমস্কার দ্বারা। নিহ্বয়ামহে—বিশেষরূপে আহ্বান করি। হস্তে—হস্তে। বিভ্রং—ধারণ করিয়া। ভেষজা—ঔষধ। বার্য্যাণি—উৎকৃষ্ট। শর্ম্ম—সুখ, আরোগ্য। বর্ম্ম—ঢাল। ছর্দ্দি—গৃহ। অস্মভ্যম্—আমাদিগকে। যংসৎ—প্রযচ্ছতু—দান করেন।

বঙ্গার্থ। আমরা নমস্কার দ্বারা জটাধারী অরুণ উজ্জলরূপী বরাহ অর্থাৎ বিশ্বাচ্ছাদনকারী রুদ্রদেবকে আকাশ হইতে বিশেষরূপে আহ্বান করি, যেন তিনি উৎকৃষ্ট ঔষধ হস্তে ধারণ করিয়া আমাদিগকে সুখ, বর্ম্ম ও গৃহ দান করেন ॥৫॥

ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়োরুদ্রায় বর্ধনম্। রাস্বা চ ন অমৃত মর্ত্তভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃল ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। ইদম্। পিত্রে। মরুতাম্। উচ্যতে। বচঃ। স্বাদোঃ। স্বাদীয়ঃ। রুদ্রায়। বর্ধনম্। রাস্ব। চ। নঃ। অমৃত। মর্ত্তভোজনম্। ত্মনে। তোকায়। তনয়ায়। মৃল ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—মরুতাম্—ম্রিয়ন্তেঽনেন পুরুষা ইতি মরুতঃ যাহাদ্বারা পুরুষ সকল মৃত হয়, অর্থাৎ ধ্বংসকারী শক্তিসমূহ। পিত্রে—জনককে। উচ্যতে—উক্ত হইতেছে। বচঃ—

স্তুতি সমূহ। স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ—স্বাদু হইতেও স্বাদু অত্যন্ত আহ্লাদজনক। রুদ্রায়—রুদ্রকে। বর্ধনম্—উপাস্য দেবতার আনন্দবর্দ্ধক। রাস্ব—রাদানে—দান করে। নঃ আমাদিগকে। অমৃত—হে অমৃত! মর্তভোজনম্—মর্তানাং মনুষ্যানাং ভোজনদ্রব্যং—মনুষ্যের ভোজন-দ্রব্য। ত্মনে—আত্মনে, মাং আমাকে। তোকায়—পুত্রকে, তনয়ায়—তৎপুত্রং। মৃল—সুখী কর।

বঙ্গার্থ। স্বাদু হইতেও স্বাদু, উপাস্য দেবতার আনন্দদায়ক এই স্তুতি মরুৎদিগের অর্থাৎ ধ্বংসকারী শক্তি সমূহদিগের জনক রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হইতেছে, হে অমৃত বা বিনাশ রহিত পুরুষ, তুমি আমাদিগকে ভোজন দ্রব্য দেও এবং আমাদিগকে ও আমাদিগের পুত্র পৌত্রাদিকে সুখী কর। ৬

মা ন মহান্তমুতমানো অর্ভকং মা ন উক্ষন্ত-মুতমান উক্ষিতম্। মানো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মানঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্ররীরিষঃ॥ ৭॥

পদপাঠঃ। মা। নঃ। মহান্তম্। উত। মা। নঃ। অর্ভকম্। মা। নঃ। উক্ষন্তম। উত। মা। নঃ। উক্ষিতম্। মা। নঃ। বধীঃ। পিতরম্। মা। উত। মাতরম্। মা। নঃ। প্রিয়াঃ। তন্বঃ। রুদ্র। রিরিষঃ॥ ৭॥

ব্যখ্যা। মহান্ত—বৃদ্ধ। অর্ভক—বালক। উক্ষতং—যুবক। উক্ষিতম্—গর্ভস্থ সন্তান। পিতরং—পিতা। মাতরং—মাতা। মা বধীঃ—বধ করিও না। প্রিয়াঃ তন্বো—প্রিয় শরীর। মরীরিষ—হিংসা করিও না। রিষ্ হিংসায়াম্।

হে রুদ্র! আমাদিগের বৃদ্ধ, যুবক, বালক ও গর্ভস্থসন্তান, পিতা ও মাতাকে বধ করিও না আমাদিগের প্রিয় শরীরের প্রতি হিংসা করিও না॥ ৭॥

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্ মানো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে॥ ৮॥

পদপাঠঃ। মা। নঃ। তোকে। তনয়ে। মা। আয়ৌ। মা। নঃ। গোষু। মা। নঃ অশ্বেষু। রিরিষঃ। বীরান্। মা। নঃ। রুদ্র ভামিতঃ। বধীঃ। হবিষ্মন্তঃ। সদম্। ইত্। ত্বা হবামহে॥ ৮॥

ব্যাখ্যা। তোকে—পুত্রকে। তনয়ে-পৌত্রকে। আয়ৌ—আয়ুশব্দে মনুষ্য, পুত্র পৌত্রাদি ব্যতিরিক্ত অপর মনুষ্য। রিরিষ-হিংসা করা। ভামিতঃ—ক্রুদ্ধ হইয়া, ভাম-ক্রোধে। সদমিৎ—সর্ব্বদাই। হবিষ্মন্তঃ—হবিযুক্ত হইয়া। হবামহে—আহ্বান করিতেছি।

বঙ্গার্থ। হে রুদ্র! তুমি আমাদিগের পুত্র পৌত্র কিম্বা অন্য জনগণকে কিম্বা গো অশ্বরে হিংসা করিও না, ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের বীরদিগকে বধ করিও না, কেননা আমর সর্ব্বদাই হবিযুক্ত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

উপতেস্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা পিত র্ম্মরুতাং সুম্নমস্মে। ভদ্রা হিতে সুমতির্ম্মৃলয় ত্তমাথাবয়মব ইত্তে বৃণীমহে॥ ৯॥

পদপাঠঃ। উপ। তে। স্তোমান্। পশুপাঃ। ইব। আ। অকরম্। রাস্ব। পিতঃ। মরুতাম্। সুম্নম্। অস্মে। ভদ্রা। হি। তে। সুমতিঃ মৃলয়ত্তমা। অথ। বয়ম্। অবঃ। ইৎ। তে বৃণীমহে।

ব্যাখ্যা। তে—তুভ্যং, তোমাকে। স্তোমান্—স্তুতিমন্ত্র। পশুপাঃ ইব পশুপালকদিগের ন্যায়। উপ+আ+করম্—সমর্পয়ামি। মরুতাং পিতঃ—হে মরুৎগণের পিতা। সুম্নম্ রাস্ব-আমাদিগকে সুখ দান কর। তে সুমতিঃ-তোমার কল্যাণীবুদ্ধি—মৃলয়ত্তমা—সুখদায়িকা ভদ্রা—ভজনীয়া অথ বয়ম্—অনন্তর আমরা-

ত—অবঃ—তোমার রক্ষণ। বৃণীমহে—প্রার্থনা করি।

বঙ্গার্থ। পশুপালক প্রাতঃকালে পশু লইয়া যায়, পরে সায়ংকালে পশু স্বামীকে পশু প্রত্যর্পণ করে, তদ্রূপ হে রুদ্র! আমরা তোমার সন্নিধানে যে বেদ মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা তোমাকেই অর্পণ করিতেছি। হে প্রলয়শক্তি সমূহের জনক! আমাদিগকে সুখ দান কর, তোমার কল্যাণী বুদ্ধি অত্যন্ত সুখদায়িকা এবং তজ্জন্য আমাদের ভজনীয়া, আমরা তোমার রক্ষণশীল শক্তির প্রার্থনা করি ॥৯॥

আরে তে গোঘ্নমুত পুরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু। মৃলা চনো অধি চ ব্রূহি দেবাধা নঃ শর্ম্ম যচ্ছদ্বিবর্হাঃ ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। আরে। তে। গোঘ্নম্। উত। পুরুষঘ্নম্। ক্ষয়দ্বীর। সুম্নম্। অস্মে। তে। অস্তু। মৃল। চ। নঃ। অধি। চ। ব্রূহি। দেব। অধ। চ। নঃ। শর্ম্ম। যচ্ছ। দ্বিবর্হাঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা। হে ক্ষয়দ্বীর—রিপুনাশক! তে গোঘ্নং পুরুষঘ্নং আরে—তোমার গো ও পুরুষ ধ্বংসকারিণীশক্তি দূরে থাকুক। অস্মে তে সুম্নম্ অস্তু—আমাদিগেতে তদীয় সুখ হউক। নো মৃল—আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। দেব নঃ অধিব্রূহি—হে দেব! আমাদিগের পক্ষ হও। অধশর্ম্ম যচ্ছদ্বিবর্হাঃ—আমাদিগকে দ্বিবিধ অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক, বা কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের মঙ্গল প্রদান কর।

বঙ্গার্থ। হে রিপুনাশক! গো মনুষ্য ধ্বংসকারিণী তোমার যে শক্তি তাহা যেন আমাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকে, আমরা যেন তোমার প্রদত্ত সুখ পাই, হে দেব! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, তুমি আমাদিগের পক্ষ হও এবং আমাদিগকে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল প্রদান কর।

অবোচাম নমো অস্মা অবস্যবঃ শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১১॥

পদপাঠঃ। অবোচাম। নমঃ। অস্মৈ। অবস্যবঃ। শৃণোতু। নঃ। হবম্। রুদ্রঃ। মরুত্বান্। তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাম্। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ। পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ ॥১১॥

ব্যাখ্যা। অবস্যবঃ—অবঃ রক্ষণং ইচ্ছন্তো বয়ং—রুদ্রের রক্ষণশক্তি ইচ্ছুক যে আমরা। অবোচম—এই সূক্তরূপ স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছি। অস্মৈনমঃ—রুদ্রদেবকে নমস্কার। শৃণোতু নঃ হবম্ মরুত্বান্ মরুৎযুক্ত রুদ্র আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন। তৎ নঃ মিত্রং বরুণঃ অদিতি সিন্ধুঃ পৃথিবী দ্যৌঃ—তাহার পৃথিবী আদি ষড়্দেবতা। মমহন্তাম্—পূজয়ন্তু, এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

বঙ্গার্থ। রুদ্রের নিকট রক্ষণ বাঞ্ছা করিয়া আমরা যাহার স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছি মৃত্যুশক্তিসম্পন্ন সেই রুদ্রদেব আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন, পৃথিবী, দ্যৌ, মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু আদি—ব্রহ্মের অপরাপর শক্তিও আমাদিগের এই প্রার্থনা শ্রবণ করেন।

সমাপ্ত।

## যতিপঞ্চক।

মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ, সাতীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ। জ্ঞানপ্রবাহাবিমলাদিগঙ্গা, সাকাশিকাহং নিজবোধরূপা॥ ১॥

বঙ্গার্থ। যে কাশীতে মনের নিবৃত্তিহেতু পরম শান্তিই তীর্থ প্রধানা মণিকর্ণিকা এবং যে কাশীতে জ্ঞান প্রবাহই নির্ম্মলা আদি গঙ্গা, আমি সেই আত্মজ্ঞানরূপা কাশী॥ ১॥

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং। সচ্চিৎসুখৈকং জগদাত্মরূপং, সাকাশিকাহং নিজবোধরূপা॥ ২॥

বঙ্গার্থ। যে কাশীতে এই চরাচর বিশ্ব মনের বিলাসস্বরূপ কল্পিত ইন্দ্রজাল বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং জগদাত্মরূপ সচ্চিদানন্দই একমাত্র সুখকর পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়, আমি সেই নিজ বোধরূপা কাশী॥ ২॥

পঞ্চেষু কোষেষু বিরাজমানা, বুদ্ধির্ভবানী প্রতি দেহগেহং। সাক্ষীশিবঃ সর্ব্বগতান্তরাত্মা সাকাশিকাহং নিজবোধরূপা॥ ৩॥

বঙ্গার্থ। যে কাশীতে জীবের দেহরূপ গৃহের পঞ্চকোষে (অন্নময়াদি পঞ্চকোষ) বুদ্ধিরূপাভবানী বিরাজ করেন, যে কাশীতে সর্ব্বান্তরাত্মা সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মাই শিব, আমি সেই নিজ বোধরূপা কাশী॥ ৩॥

কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী, কাশী সর্ব্বং প্রক শতে। সাকাশী বিদিতা যেন, তেন প্রা হি কাশিকা॥ ৪॥

বঙ্গার্থ। যে জ্ঞানকাশীদ্বারা মান কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হয় এবং যে জ্ঞান কাশীর মানবের সকল বিষয়ে সংশয় দূরীভূত সেই জ্ঞান কাশী যিনি অবগত হইয়া তিনিই যথার্থ কাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৪।

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী, ব্যা জ্ঞানগঙ্গা ভক্তিশ্রদ্ধা, গয়েয়ং নিজ গুরু ধ্যানযুক্তঃ প্রয়াগ। বিশ্বেশোহয়ং তু সকলজনমনঃ, সাক্ষীভূতান্তরাত্মা সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তী কিমস্তি॥ ৫॥

বঙ্গার্থ। এই শরীরই কাশীক্ষেত্র, ত্রিভুবন জননী বিস্তীর্ণা গঙ্গা, ভক্তি শ্রদ্ধা নিজ গুরুচরণে ধ্যান যোগই প্রয়াগ, মনের সাক্ষীস্বরূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা তুরী বিশ্বেশ্বর; যখন এই সমুদায় দেহে আছে তখন অন্য তীর্থের জন কি?॥ ৫॥

(সমাপ্ত।)

---

## পরাপূজা।

পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চ আসনম্।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ॥ ১॥
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ॥ ২॥
নির্লেপস্য কুতো গন্ধো রম্যস্যাভরণং কুতঃ।
নিত্য তৃপ্তস্য নৈবেদ্যং তাম্বুলঞ্চ কুতো বিভোঃ॥৩

প্রদক্ষিণাহ্যনন্তস্য হ্যদ্বয়স্য কুতো নতিঃ
বেদবাক্যৈরবেদ্যস্য কুতঃ স্তোত্রং বিধ
স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনং
অন্তর্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথমুদ্বাসনং ভবেৎ।
এবমেব পরা পূজা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা
একবুদ্ধ্যা তু দেবেশে বিধেয়া তু ব্রহ্ম

যথার্থ। যিনি পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহার আবার আবাহন ক এবং যিনি সর্ব্বাধারেই রহিয়াছেন, তাহার আবার স্বতন্ত্র আসনের প্রয়োজন কি? যিনি স্বয়ং নির্ম্মল তাহার জন্য আবার পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রয়োজন কি এবং যিনি পবিত্র তাহার আবার আচমনের প্রয়োজন কি? (উপাস্য উপাসকের ভেদ দর্শনই উদ্দেশ্য, আচমন উপাসকেরই রিতে হয়, কিন্তু উপাসক ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত ইয়া ব্রহ্মসদৃশ নির্ম্মল হয়েন, তখন তাহার আচমনের প্রয়োজন নাই) ॥ ১ ॥

নির্ম্মল পুরুষের স্নানের প্রয়োজন কি? খোদরকে কিরূপ বস্ত্র পরাইবে, নিরালম্ব স্যকে কিরূপে উপবীত পরাইবে, গন্ধাদি ষয় স্পৃহাশূন্য পুরুষের আবার পুষ্পের কি য়োজন? ॥ ২ ॥

নির্লিপ্ত পুরুষের গন্ধের প্রয়োজন কি? তাব সুন্দর পুরুষের অলঙ্কার নিষ্প্রয়োজন, নিত্য তৃপ্তকে আবার নৈবেদ্য কি তৃপ্তি প্রদান করিবে এবং সেই বিশ্ববিভুর সম্মান তুমি সামান্য তাম্বুলদ্বারা কি সংবর্দ্ধন করিবে? ॥ ৩ ॥

অনন্ত পুরুষকে কিরূপে প্রদক্ষিণ করিবে, বিশ্বে এক ব্রহ্ম ভিন্ন যখন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তখন কে কাহাকে প্রণাম করে, বেদবাক্যও যাহাকে বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে, তুমি কি প্রকারে তাহার স্তুতি করিবে ॥ ৪ ॥

আলোকাদিদ্বারা স্বপ্রকাশ বিভুর আবার নীরাজনার প্রয়োজন কি? যিনি বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, ইহাকে নগরে প্রদর্শনের জন্য পূজান্তে আবার উদ্বাসনের প্রয়োজন কি? (উদ্বাসন ভাষায় ইহাকে ভাসান্ বলা হইয়া থাকে) ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মবিদ্গণ সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায়েই দেবদেব পরব্রহ্মে এইরূপ অভেদাত্মিকা বুদ্ধিরূপা পূজার বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

(সমাপ্ত।)

---

# একাদশীবিচার।

একাদশী একটী হিন্দুর অবশ্য করণীয় ব্রত। ই দিবস শাস্ত্রানুসারে কার্য্যাদির অনুষ্ঠান রিয়া হিন্দুমাত্রেরই বিষ্ণুচরণ পূজা করা চত। শাস্ত্রে একাদশীর ব্রতপালনের যেরূপ ধি ব্যবস্থা আছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত ল। প্রথমতঃ কত বৎসর বয়সের সময় হইতে রম্ভ করিয়া কত বৎসর পর্য্যন্ত একাদশী ন করিবার নিয়ম আছে ও উক্ত ব্রত তে কে কে অধিকারী, তাহা লিখিত হছে।

"অষ্টাব্দাদ্যধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ। ভুঙ্‌ক্তে যো মানবো মোহাদেকাদশ্যাং স পাপকৃৎ ॥"

অর্থাৎ আট বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি বৎসরপর্য্যন্ত একাদশীর ব্রত করা কর্ত্তব্য।

একাদশী বিভিন্ন সম্প্রদায়িকগণ বিভিন্ন রীতিতে করিয়া থাকেন।

"গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিস্তথৈব চ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥"

লিঙ্গপুরাণম্।

অর্থাৎ উভয়পক্ষীয় (শুক্ল ও কৃষ্ণা) একা-

দশীতেই গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক সকলেই উপবাস করিবে।

কিন্তু গৃহস্থ যদি পুত্রবান্ হন্, তবে তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রে অন্য ব্যবস্থা আছে। যথা—

"আদিত্যেহনি সংক্রান্ত্যাবসিতৈকাদশীদিনে।
ব্যতীপাতে কৃতে শ্রাদ্ধে পুত্রীনোপবসেদ্গৃহী॥"

ব্রহ্মপুরাণম্।

অর্থাৎ রবিবারে, সংক্রান্তিদিনে ও কৃষ্ণৈকাদশীতে এবং ব্যতীপাত নিমিত্ত শ্রাদ্ধদিনে পুত্রবান্ গৃহস্থ উপবাস করিবে না।

"শয়নী বোধনী মধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপাষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচন॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অর্থাৎ শয়ন ও বোধন মধ্যে যে কৃষ্ণা একাদশী, তাহাতে পুত্রবান্ গৃহস্থ ব্যক্তিও উপবাস করিবেন।

রমণীগণের মধ্যে বিধবাগণের একাদশী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ—

"বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেৎ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে॥"

কাত্যায়নঃ।

অর্থাৎ বিধবা নারীর পক্ষে উভয় পক্ষীয় একাদশীই করা কর্ত্তব্য। যদি না করে, তবে তাহার সমস্ত পুণ্যরাশি নাশ ও ভ্রূণহত্যাজনিত পাপ হয়।

সধবা রমণীগণের একাদশী করার পক্ষে শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে, যথা—

"পত্যৌ জীবিতা যা নারী উপোষ্য ব্রতমাচরেৎ।
আয়ুষ্যং হ্রীয়তে পত্যুঃ কুর্ব্বীতানুভয়ো ব্রতং॥"

উদ্ভটঃ।

অর্থাৎ পুত্রবতী সধবা রমণী কোনও একাদশীই করিবে না, তাহাতে স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়। কিন্তু স্বামী অনুমতি দিলে উপবাস করিতে পারে।

বিষ্ণুভক্তগণের একাদশীর ব্রত করা এক কর্ত্তব্য। কারণ শাস্ত্রে আছে যে—

"নিত্যং ভক্তিসমাযুক্তৈর্নরৈর্ব্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
পক্ষে পক্ষে চ কর্ত্তব্যমেকাদশ্যামুপোষণং॥"

কালমাধবীয়ে নারদ

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তগণ শুক্ল ও কৃষ্ণা উ পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাস করিবে। তা দের পক্ষে গৃহস্থ পুত্রবান্ প্রভেদ নাই। কারণ

"স পুত্রশ্চ স ভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতৈঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তের পক্ষে একাদশী নি ব্রত। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ একাদশী তাহাদের নি কর্ত্তব্য। অতএব বিষ্ণুভক্তগণ ভার্য্যা, পুত্র স্বগণ সমভিব্যাহারে উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া ব্রতপালন করিবে।

"শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে বিষ্ণুপূজন তৎপরঃ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

ব্যবস্থানির্ণয়ঃ

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥
অদংস কেবলং ভুঙ্ক্তে যো ভুঙ্ক্তে হরিবাসরে
তদ্দিনে সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নাশ্রিতানি চ॥"

ভবিষ্যপুরাণম্

অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাদি যে সকল পাপ আ তাহারা একাদশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করি অবস্থিতি করে; সুতরাং উক্ত দিবস অন্নাহা করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় কর তাই একাদশীর দিবস কিছুতেই অন্নাহা করিবে না।

একাদশীর ব্রত নিত্য, তাই অশৌচাদি অন্য কোনও প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রতভঙ্গ হই না। একাদশীদিবস স্ত্রীলোক রজস্বলাদি কার বশতঃ অশুদ্ধা থাকিলে স্বয়ং উপবাস করি অন্যদ্বারা পূজাদি করাইবে। সাধারণতঃ এম

কোনও প্রতিবন্ধকই নাই যে তাহাতে একাদশী ব্রত ভঙ্গ হইতে পারে।

"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
মৃতকে সূতকে বাপি অন্যস্মান্নাপ্যাশৌচকে।
সর্বথা ন পরিত্যজ্যা ইচ্ছতা শ্রেয় আত্মনঃ॥"

পদ্মপুরাণম্।

একাদশীর উপবাসের দিবস একেবারে নিরম্বু থাকা বিধেয়। কিন্তু যাহারা নিরম্বু উপবাসে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রে বিধান আছে যে—

"উপবাসা সমর্থেঽপি ফলমূলাদিভের্জনম্।
সকৃদ্ভুক্তে হবিষ্যান্নং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমেব চ॥
ন ভবেৎ প্রত্যবায়ী সা উপবাসফলং লভেৎ।
উপবাসাসমর্থশ্চ একং বিপ্রন্তু ভোজয়েৎ।
কিঞ্চিদ্ধনানি বা দদ্যাদ্ যদ্ভক্ত্যা দ্বিগুণং ভবেৎ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অর্থাৎ উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি যদি ফল, মূল ও জল আহার করে, বা একবার হবিষ্য কিম্বা বিষ্ণুর নৈবিদ্য ভোজন করে, তবে সে প্রত্যবায়ী হইবে না। আর উপবাসে অশক্ত ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণভোজন করাইবে, ও নিজে যাহা আহার করিবে, তাহার মূল্যের দ্বিগুণ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। কিন্তু বিষ্ণুর শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান একাদশীতে কিছুমাত্র আহার করিবে না। কারণ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফলমূলজলাহারী হৃদিশল্যং সমর্পয়েৎ॥"

অর্থাৎ আমার শয়ন, আমার উত্থান ও আমার পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে যে ব্যক্তি ফল, মূল, এমন কি জলমাত্রও আহার করে, সে আমার হৃদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে। অতএব ঐ তিন দিবসীয় একাদশীতে সকলেরই নিরম্বু উপবাস থাকা উচিত।

এখন একাদশীব্রতের সময় নিরূপণ করা যাইতেছে।

"পূর্ণাম্বেকাদশী ত্যজ্যা দ্বিতীয়ং বর্দ্ধতে যদি।
দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্বৈব পরিগৃহ্যতে॥"

প্রচেতাঃ।

"সংপূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
তত্রোত্তরাং যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহী॥"

স্কন্দপুরাণম্।

"একাদশী প্রবৃদ্ধা চেৎ শুক্লে কৃষ্ণে বিশেষতঃ।
উত্তরান্তু যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহী॥"

কূর্ম্মপুরাণম্।

"পুনঃ প্রভাতসময়ে ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ।
তত্রোপবাসো বিহিতো বনস্থস্য যতেস্তথা॥"

গরুড়পুরাণম্।

"বিধবাস্তু তত্রৈব পরতো দ্বাদশী নচেৎ।
একাদশ্যামুপবসেৎ দ্বাদশীমথবা পুনঃ।
বিমিশ্রাস্বাপি কুর্ব্বীত ন দশম্যাযুতাং কচিৎ॥"

ব্রহ্মপুরাণম্।

পূর্ণ একাদশী অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা একাদশীকে পরিত্যাগ করিবে। যদি দ্বিতীয় দিনে কিঞ্চিৎ একাদশী থাকে, তবে পূর্বৈকাদশীকে বর্জ্জন করিয়া ঐ দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিবে। কারণ দ্বাদশীতে পারণ করিতে হয় বলিয়া আর যদি দ্বাদশীতে পারণযোগ্য কাল না পায়, অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ৬০ দণ্ড একাদশী পরদিনে একদণ্ড তৎপর দ্বাদশী ও রাত্রি শেষে দ্বাদশীর মোচন হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে। এমতস্থলে ৬০ ষাইটদণ্ডাত্মিকা পূর্বৈকাদশীকেই গ্রাহ্য করিবে। কারণ পারণযোগ্যকাল প্রাপ্ত হয় না বলিয়া। আর যদি পূর্ব্বদিন দশমীযুক্ত একাদশী আর পরদিন দ্বাদশীযুক্ত একাদশী অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে পনর দণ্ডের পর একাদশী হইয়াছে, আর পরদিন যদি পারণযোগ্যকাল-পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকে। আর যদি না থাকে

তথাপি দশমীযুক্ত একাদশীকে পরিত্যাগ করিবে।

"একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
তত্র ক্রতু শতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্॥"
একাদশীতত্ত্বং।

যদি সূর্য্যোদয়ের পর কিছুকাল দশমী পরে একাদশী ও তৎপর তাহার ক্ষয় হইয়া দ্বাদশী হয়, তবে শুদ্ধ দ্বাদশীতেই উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। তাহাতে শত যজ্ঞের ফললাভ হয়। কিন্তু এরূপ যোগ অতি দুর্লভ। যথা—

"কুর্য্যাদলাভে সংযুক্তাং নালাভেহপি প্রবেশিনীং

যদি একাদশী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা পরদিনে না থাকে ও দ্বাদশী হয়, তবে দ্বাদশীর একপাদ পরিত্যাগ করিয়া পারণ করিবে। কারণ দ্বাদশী প্রথমপাদ একাদশীর তুল্য। যথা—

"দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ।
তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণু তৎপরঃ॥"
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্

শ্রীরাজকুমার কাব্যরঞ্জন

---

# যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

## অধ্যাত্মপ্রকরণ।

নিঃসরন্তিযথালোহ পিণ্ডাত্তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বৎ আত্মনঃ প্রভবন্তি হি॥ ৬৭॥
তত্রাত্মাহি স্বয়ং কিঞ্চিৎ কর্ম্মকিঞ্চিৎ স্বভাবতঃ।
করোতি কিঞ্চিদভ্যাসাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মোভয়াত্মকম্॥৬৮॥
নিমিত্তমক্ষরঃ কর্ত্তা বোদ্ধাব্রহ্মগুণী বশী।
অজঃ শরীরগ্রহণাৎ সজাত ইতি কীর্ত্ত্যতে॥৬৯॥
সর্গাদৌ স যথাকাশং বায়ুং জ্যোতির্জ্জলং মহীং।
সৃজত্যেকোত্তরগুণাং স্তথাদত্তে ভবন্নপি॥৭০॥
আহুত্যাপ্যায়তে সূর্য্যঃ সূর্য্যাৎ বৃষ্টিরথৌষধিঃ।
তদন্নং রসরূপেণ শুক্রত্বমধিগচ্ছতি॥ ৭১॥
স্ত্রীপুংসয়োস্তু সংযোগে বিশুদ্ধে শুক্রশোণিতে।
পঞ্চধাতুম্ স্বয়ং ষষ্ঠ আদত্তে যুগপৎ প্রভুঃ॥৭২॥
ইন্দ্রিয়াণি মনঃপ্রাণো জ্ঞানমায়ুসুখংধৃতিঃ।
ধারণাপ্রেরণং দুঃখমিচ্ছাহং কারএব চ॥ ৭৩॥
প্রযত্ন আকৃতির্বর্ণঃ স্বরদ্বেষৌ ভবাভবৌ।
তস্যৈ তদাত্মজং সর্ব্বমনাদেরাদিমিচ্ছতঃ॥ ৭৪॥
প্রথমে মাসি সংক্লেদভূতোধাতুবিমূর্চ্ছিতঃ।
মাস্যর্ব্বুদং দ্বিতীয়েতু তৃতীয়েহঙ্গেন্দ্রিয়ৈর্যুতঃ॥৭৫॥
আকাশল্লাঘবং সৌক্ষ্ম্যং শব্দং শ্রোত্রং বলাদিকং।
বায়োশ্চ স্পর্শনং চেষ্টাং ব্যূহনং রৌক্ষমেব চ॥৭৬॥
পিত্তাত্তু দর্শনং পক্তি মৌষ্ণ্যং রূপং প্রকাশিতং
রসাত্তু রসনং শৈত্যং স্নেহং ক্লেদং সমার্দ্দবম্॥৭৭
ভূমের্গন্ধং তথা ঘ্রাণং গৌরবং মূর্ত্তিমেব চ।
আত্মাগৃহ্নাত্যজঃ সর্ব্বং তৃতীয়ে স্পন্দনে ততঃ॥৭৮
দোহদস্যাপ্রদানেন গর্ভোদোষবাপ্নুয়াৎ।
বৈরূপ্যমরণং বাপি তস্মাৎকার্য্যং প্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ॥
স্থৈর্য্যং চতুর্থেহঙ্গানাং পঞ্চমেশোণিতোদ্ভবঃ।
ষষ্ঠে বলস্য বর্ণস্য নখরোমাঞ্চ সম্ভবঃ॥ ৮০॥
মনশ্চৈতন্যযুক্তোহঙ্গো নাড়ীস্নায়ুশিরাযুতঃ।
সপ্তমে চাষ্টমে চৈব ত্বঙ্মাংসস্মৃতিমানপি॥ ৮১॥
পুনর্গর্ভং পুনর্ধাত্রীমোজস্তস্য প্রধাবতি।
অষ্টমে মাস্যতোগর্ভো জাতঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে॥৮২
নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
নিঃসার্য্যতে বাণইব জন্তুশ্ছিদ্রেণ সজ্বর॥ ৮৩॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বে ধ্যানযোগে আত্মস্থি আত্মা দর্শন করিবে বলা হইয়াছে কি জীব ও পরমাত্মার ভেদ নাই ইহা প্রদর্শনা কথিত হইতেছে। যেমন তপ্তলৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয় অথচ বস্তুত এ হইলেও, ইহা লৌহপিণ্ড এবং এইসকল স্ফুলিঙ্গ

এইরূপ পৃথক্ ভাবে ব্যবহার হয়। সেইরূপ পরমাত্মার নিকট হইতে এই সকল জীবাত্মা নিঃসৃত হইয়াছে। ফলতঃ এক হইলেও পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

তাহার মধ্যে প্রত্যেক জীবাত্মাই পাপ বা পুণ্যজনক কিছু কিছু কর্ম্ম (অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূর্ব্বক) কিছু কিছু যদৃচ্ছাক্রমে (যথা পিপী লিকা ভোজন) এবং কিছু কিছু জন্মান্তরীণ অভ্যাসবশতঃ করেন। (ইহাই ভাবিজন্মের কারণ) ॥ ৬৮ ॥

পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপ, কার্য্য নহে। কেননা তিনি নিত্য আত্মা জগতের কর্ত্তা কেননা তিনিই চেতন (অচেতন প্রধানাদি কর্ত্তা হইতে পারে না।) আত্মা সর্ব্বব্যাপক, গুণাদি অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণত্রিতয়ের নিয়ন্তা এবং কাহারও অধীন নহেন। তিনি বস্তুতঃ জন্মরহিত হইলেও শরীর ধারণবশতঃ জাত বলিয়া ব্যবহৃত হন। প্রকৃতপক্ষে জীব ও পরমাত্মা একই পদার্থ, কেবল পরমাত্মার যে সকল অংশবিশেষ অনাদিবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে তাহাই জীবনামে ব্যবহৃত ॥ ৬৯ ॥

প্রলয়ের পর সৃষ্টির আদিতে সেই পরমেশ্বর আত্মা যেরূপ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিবীকে উত্তরোত্তর এক অধিক গুণযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন (অর্থাৎ আকাশ শব্দ গুণযুক্ত, বায়ু শব্দ ও স্পর্শগুণযুক্ত, জ্যোতিঃ শব্দ স্পর্শ ও রূপযুক্ত, জল শব্দ স্পর্শরূপ ও রসযুক্ত, পৃথ্বী শব্দ স্পর্শরূপ রস ও গন্ধযুক্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে।) সেইরূপ তিনিও স্বয়ং ও অংশাংশবিশেষে উৎপন্ন হইবার সময় ঐ সকল পদার্থকে গ্রহণ করেন ॥ ৭০ ॥

সূর্য্য আহুতিদ্বারায় পরিতৃপ্ত হন, সূর্য্য হইতে বর্ষণ হয়, অনন্তর ধান্যাদি ওষধি সমুদায়রূপ অন্ন উৎপন্ন হয়। সেই অন্ন রসরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে শোণিত ও বীর্য্যভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১ ॥

ঋতুকালে স্ত্রী পুরুষ সংসর্গসম্ভূত বিশুদ্ধ শুক্রশোণিত অবলম্বন করিয়া ষষ্ঠধাতুরূপী প্রভু চৈতন্যময় অচেতন আকাশাদি পঞ্চধাতু বা পঞ্চভূতকে শরীরারম্ভে সহকারী করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণাদি পঞ্চবায়ু জ্ঞান আয়ু সুখ ধৃতি ধারণা (অর্থাৎ বুদ্ধি ও মেধা) প্রেরণা (ইন্দ্রিয় পরিচালনা) দুঃখ ইচ্ছা অহঙ্কার প্রযত্ন আকৃতিবর্ণ স্বর দ্বেষ মঙ্গল অমঙ্গল, এই সকল পদার্থ শরীর গ্রহণেচ্ছু অনাদি আত্মার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের কার্য্য ॥ ৭৩—৭৪ ॥

গর্ভের প্রথমমাসে সেই ষষ্ঠধাতু অপর ধাতু সংযোগে তরল ভাবাক্রান্ত হইয়া দ্রবরূপে থাকে। দ্বিতীয়মাসে ঈষৎ কঠিন মাংস পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তৃতীয়মাসে আকাশ হইতে লাঘব সূক্ষ্মদর্শিতা ভোগ্যশব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় এবং বলাদি, বায়ু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় গমনাদি চেষ্টা ব্যূহন (হস্তপদাদি অবয়বের আকুঞ্চন প্রসারণ) কাঠিন্য এবং স্পর্শ;—তেজঃ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয় পরিপাক শক্তি উষ্ণতারূপ এবং লাবণ্য; জল হইতে রসেন্দ্রিয় রস অঙ্গের স্নিগ্ধতা কোমলতা এবং ক্লেদ; পৃথিবী হইতে গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় গুরুতা এবং দৃশ্যমান জড়দেহ সংগ্রহ করেন। অনন্তর চতুর্থমাসে স্পন্দন হইয়া থাকে ॥ ৭৫—৭৮ ॥

গর্ভাবস্থায় যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয়, গর্ভিণীকে তাহা প্রদান না করিলে গর্ভ বৈরূপ্য বা মরণ ইহার অন্যতর দোষ প্রাপ্ত হইবে, অতএব গর্ভিণী স্ত্রীর প্রিয় আচরণ করিবে ॥ ৭৯ ॥

চতুর্থমাসে অবয়ব সকলের স্থিরতা (দৃঢ়তা) হয়। পঞ্চমমাসে রক্তসঞ্চার হইয়া থাকে।

ষষ্ঠমাসে বল বর্ণ নখ এবং রোম সমুদায় সমুৎপন্ন হইতে থাকে ॥ ৮০ ॥

সপ্তমমাসে ঐ গর্ভ মন চৈতন্য নাড়ী এবং স্নায়ুযুক্ত হয়। অষ্টমমাসে দৃঢ়ত্বক্ মাংস স্মৃতি শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

অষ্টম মাসিক গর্ভে ওজঃ পদার্থ গর্ভধারিণীর এবং গর্ভের প্রতি বারম্বর প্রধাবিত হয়; তজ্জন্য অষ্টমমাসে ভূমিষ্ঠ হইলে বালকের প্রয়াশই মৃত্যু হয়। (ফলতঃ ওজঃ স্থিতিই জীবনের প্রতি প্রধান কারণ, জনকজননীর দৃঢ়তায় ওজঃস্থিতি হইয়া থাকে, তাহার আরম্ভ সম সপ্তমমাস তজ্জন্য সপ্তমমাসের পূর্ব্বে জন্মি কোনমতেই জীবিত থাকিবে না ॥ ৮২ ॥

জীব নবম কিম্বা দশমমাসে স্বজব অবস্থ প্রবল প্রসব বায়ুবেগে ধনুর্মুক্তবাণের ন্যা যন্ত্র ছিদ্রদ্বারা নিষ্কাশিত হয় ॥ ৮৩ ॥

হৃদয়স্থিত ঈষদুষ্ণ শুদ্ধ পীতবর্ণ পদার্থ বি ওজঃ নামে অভিহিত। ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ।

---

# বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ—

## গোপাল-তাপনী।

হিন্দু পত্রিকা ১১৩ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

তানুবাচ যত্তস্য পীঠং হৈরণ্যা অষ্টপলাশ-ম্বুজং। তদন্তরালিকেঽনলাস্ত্রযুগং তদন্তরাদ্যার্ণাখিলবীজং কৃষ্ণায় নমঃ ইতি বীজাদ্যং স ব্রহ্মাণমাধায়ানঙ্গ গায়ত্রীং যথা বদ্যালিখ্য ভূমণ্ডলং শূলবেষ্টিতং কৃত্বাঽঙ্গবাসুদেবাদি রুক্মিণ্যাদি স্বশক্তীন্দ্রাদি বাসুদেবাদি পার্থাদি নিধ্যাবীতং যজেৎ। সন্ধ্যাসু প্রতিপত্তিভিরুপচারৈস্তেনাস্যাখিলং ভবত্যখিলং ভবতীতি ॥ ২ ॥ (ক)

ব্যাখ্যা। যৎ তস্য পরমাত্মনো পীঠং তৎ তান সনকাদীন ব্রহ্ম উবাচ। হৈরণ্যাষ্টপলাশম্বুজং পীঠং স্থাপয়িত্বা সৌবর্ণাষ্টদলং অম্বুজং স্থাপয়েৎ গন্ধযুতেন চন্দনেন বা বিলিখেৎ ইত্যর্থঃ। তদন্তরালিকে তস্য কমলস্য অন্তরালভবপ্রদেশ। অনলাস্ত্রযুগং ত্রিকোণদ্বয়ং লি দিত্যর্থঃ। তদন্তরা—তস্য ষট্কোনস্য অন্ত মধ্যে। আদ্যার্ণ—অখিলবীজং—অদ্যার্ণ অখিলকার্য্যস্য বীজং কামবীজং সাধ্যনাম কর্ম লিখেদিতি শেষঃ। কৃষ্ণায় নম ইতি বীজাদ্য কামবীজেন ষড়স্র সাক্ষু ষড়ক্ষরং লিখে স ব্রহ্মণমাধায়—পূর্ব্বালিখিতং কর্ণিকাস্থ মনঃ বীজং স ব্রাহ্মণং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রোপেতং আ ইত্যর্থঃ। মন্ত্র তদ্দ্রষ্টোরভেদাৎ মন্ত্রো ব্রহ্মা। ষ কোণস্য পূর্ব্ব নৈঋত্য বায়ব্যকোণেষু শ্রীর্নি বীজং লিখেৎ। আগ্নের পশ্চিমেশান কোণে হ্রামিতি বীজং লিখেৎ। অনঙ্গ গায়ত্রীং আ দলস্য সর্ব্বজনসম্মোহন কেশরেষু অনঙ্গ আ কাম গায়ত্রীং যথাবৎ লিখেৎ। ক সর্ব্বজন প্রিয়ায়।

সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু ইত্যাষ্টা চত্তারিংশদক্ষরং মালামন্ত্রং প্রতিদ

---

(ক) পাঠক পীঠের বর্ণনা পড়াইতেই যেন অধীর হইয়া পড়েন না। অনুগ্রহ করিয়া যেন গোপাল-তাপনীর শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করেন। শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে আপাত নীরস পীঠ বর্ণনাও শেষ সরস হইবে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব প্রবন্ধটিও যেন একবার পড়িয়া লয়েন।

ষট্ অক্ষরং ক্রমেণ লিখেৎ। অষ্টাদলস্তোপরি বৃত্তং কৃত্বা মাতৃকাক্ষরৈর্বেষ্টয়েদিত্যপি বোধ্যং। ভূমণ্ডলং শূলবেষ্টিতং কৃত্বা ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদষ্টবজ্রং। যদা পুনঃ পূজার্থং যন্ত্রং ক্রিয়তে তদাতু পূর্ব্বং মণ্ডূকাদি পৃথিব্যন্তং পূজয়েৎ কর্ণিকোপরি। অগ্ন্যাদি পীঠপাদেষু ধর্ম্মাদীংশ্চতুরো যজেৎ। চতুর্ষু পীঠগাত্রেষু ধর্ম্মাদীংশ্চতুরো যজেৎ। কর্ণিকায়াং ততোঽনন্তং পদ্মান্তঞ্চ ততো যজেৎ। তারবর্ণ প্রভিন্নানি মণ্ডলানি ক্রমান্ততঃ। স্বত্তং রজস্তম ইতি যজেতাত্ম-চতুষ্টয়ং। আত্মান্তরাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মেতি ক্রমাৎ সুধীঃ। বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানক্রিয়া—যোগেতি পঞ্চমী। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা প্রাগাদ্যষ্টসু পত্রেষু কর্ণিকায়াং যজেন্মুনে। ওঁ নম বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম সংযোগ যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ ইতি পীঠমন্ত্র ময়মস্তোপরিন্যস্য ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্য দেবমাবহ্য নারদ। অর্থাদি ধূপদীপাদি হ্যুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।

অথাবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। অঙ্গ ইতি প্রথমাবরণমাহ। ষট্‌কোণস্থাগ্নেয় নৈঋর্ত্যবায়ব্যেশানেষু হৃদয় শিরঃ শিখা কবচানি অগ্রভাগে নেত্রং পূর্ব্বাদি দিক্ষু চ অস্ত্রং ইত্যঙ্গানি পূজয়েৎ। বাসুদেবেতি দ্বিতীয়াবরণমাহ। পূর্ব্বপশ্চিমযাম্যোত্তরদলেষু যথাক্রমং বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধান্ পূজয়েৎ। আগ্নেয় নৈঋর্ত্য বায়ব্যেশানেষু যথাক্রমং শান্তি শ্রীসরস্বতী রতীঃ পূজয়েৎ।

[illegible]য়াবরণমাহ। রুক্মিণ্যাদিশক্তয়ঃ কৃষ্ণ-[illegible]। দলেষু রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী [illegible]নাগ্নজিতী মিত্রবিন্দা কালিন্দী চ তথা [illegible]লক্ষ্মণা চ সুশীলা চ পূজ্যা হেমাভিত-[illegible]ইত্যর্থঃ। বসুদেবাদ্যাবরণমেব চতুর্থং পূর্ব্বভাগে বাসুদেবায় পীতবর্ণায়। আগ্নেয়কোণে দেবক্যৈ শ্যামলায়ৈ দক্ষিণভাগে নন্দায় কর্পূরগৌরায় নৈঋর্ত্যকোণে যশোদায়ৈ কুঙ্কুমগৌর্য্যৈ। পশ্চিমে বলদেবায় শঙ্খকুন্দেন্দুধবলায়। বায়ব্যে কলাপশ্যামলায়ৈ সুভদ্রায়ৈ। উত্তরকোণে গোপেভ্যঃ। ঈশানকোণে গোপীভ্যঃ। পঞ্চমন্তু পাথাদ্যাবরণং। অর্জ্জুন নিশঠোদ্ধব দারুকবিশ্বক্‌সেন সাত্যকি গরুড় নারদ পর্ব্বতান্ পূজয়েৎ। ষষ্ঠং নিধ্যাবরণং পূর্ব্বদিশি ইন্দ্রনিধয়ে, আগ্নেয়দিশি নীলনিধায়। যাম্যে কুন্দায় নমঃ। নৈঋর্ত্যকোণে মকরায় পশ্চিমে আনন্দায়। বায়ব্যে কচ্ছপায়। উত্তরে শঙ্খনিধায়। ঈশানকোণে পদ্মনিধায়। সপ্তমমিন্দ্রাদ্যাবরণং। ইন্দ্রায় পীতবর্ণায় পূর্ব্বদলে। এবমগ্ন্যাদিষু অগ্নয়ে রক্তবর্ণায়। যমায় নীলোৎপলবর্ণায়। রক্ষোধিপতয়ে কৃষ্ণবর্ণায়। বায়বে ধূম্রবর্ণায়। বরুণায় শুক্লবর্ণায়। কুবেরায় নীলবর্ণায়। ঈশানায় শ্বেতবর্ণায়। পূর্ব্বেশানয়োর্ম্মধ্যে ব্রহ্মণে গোরচনাবর্ণায়। নৈঋর্ত্য পশ্চিময়োর্ম্মধ্যে শেষনাগায় শ্বেতবর্ণায়। পূর্ব্বদলে বজ্রায় পীতবর্ণায়। শক্ত্যৈ শুক্লবর্ণায়ৈ। দণ্ডায় নীলবর্ণায়। শঙ্খায় শ্বেতবর্ণায়। পাশায় বিদ্যুৎবর্ণায়। ধ্বজায়ৈ রক্তায়ৈ। গদায়ৈ নীলায়ৈ। ত্রিশূলায় শুক্লবর্ণায় ইত্যষ্টমাবরণং।

আবীতমিতি। এতৈঃ আবরণৈঃ আবীতং পরমেশ্বরং পূজয়েৎ।

সন্ধ্যাসু—ত্রিকালসন্ধ্যাসু ধ্যানৈঃ উপচারৈঃ ষোড়শোপচারাদি মহারাজোপচারৈঃ পূজয়েৎ।

তেন আরাধনেন অস্যারাধকস্য অখিলং পুরুষার্থচতুষ্টয়ং ভবতি।

বঙ্গার্থ। ব্রহ্মা সনৎকুমারাদি মুনিগণকে বলিলেন—পীঠস্থাপন করিয়া তদুপরি স্বর্ণনির্ম্মিত অষ্টদলপদ্ম স্থাপন করিবে অথবা (চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যদ্বারা পীঠে অষ্টদলপদ্ম লিখিবে) তদনন্তর উক্ত পদ্মের মধ্যস্থলে দুই ত্রিকোণ

লিখিত হইবে, পরে সেই ষট্‌কোণের মধ্যভাগে কামবীজ এবং কামবীজ সহিত কৃষ্ণায়ঃ নমঃ এই ছয় অক্ষর ষট্‌কোণের সন্ধিতে লিখিতে হইবে। তৎপর উক্ত কামবজী ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে। তাহার পর ষট্‌কোণের পূর্ব্বনৈঋত বায়ুকোণে শ্রীং বীজ, আগ্নেয় পশ্চিম ঈশানকোণে হ্রীং বীজ লিখিতে হইবে। তৎপরে সর্ব্বজন সম্মোহক অষ্টকেশরে ছয়টী ছয়টী অক্ষরে অষ্টচত্বারিংশদক্ষরী কামগায়ত্রী ( কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা ) লিখিতে হইবে। পরে অষ্টদলপদ্মের উপরিভাগে বলয়াকৃতি মাতৃকাবর্ণ বেষ্টিত করিবে। তৎপরে ভূমণ্ডলকে শূলবেষ্টিত অর্থাৎ ভূগৃহঃ চতুরস্র করিয়া অষ্টবজ্রযুক্ত করিতে হইবে। এই যন্ত্র ধারণ করিতে হয়। যখন পূজার লিখিত যন্ত্র করিবে তখন পূর্ব্বলিখিতানুসারে নির্ম্মাণ করিয়া কর্ণিকোপরি মণ্ডূকাদি পৃথিব্যন্তকে পূজা করিকে। পরে অগ্ন্যাদি পীঠপাদে ধর্ম্মাদি চতুষ্টয়কে পূজা করিবে। তৎপরে কর্ণিকাতে অনন্ত এবং পদ্মের অন্তে প্রণব ও বর্ণসমূহকে যথাক্রমে পূজা করিবে। তদনন্তর সত্ত্ব রজস্তম এই তিন গুণ এবং আত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই চতুষ্টয়কে পূজা করিবে। তৎপরে পদ্মের অষ্টাদল ও কর্ণিকার বিমলা উৎকর্ষিণী জ্ঞানক্রিয়া যোগা, প্রহ্বী সত্যা ঈশানা ও অনুগ্রহা এই শক্তির পূজা করিবে। তৎপরে (ওঁ নমো বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম সংযোগ পদ্মপীঠাত্মনে নমঃ ) এই পীঠমন্ত্র পদ্মের উপরি বিন্যাসপূর্ব্বক পীঠকে অর্চ্চনা করিয়া দেবতাকে আহ্বান পুরঃসর পাদ্য অর্ঘ ধূপ দীপ নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে। অনন্তর আবরণ পূজা করিবে।

প্রথম অঙ্গ আবরণ। ষট্‌কোণের আগ্নেয় নৈঋত্য বায়ু ও ঈশানাদি কোণচতুষ্টয়ে হৃদয় শিরঃশিখা কবচ এই চতুষ্টয়কে এবং অগ্রভাগে নেত্র ও পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে অস্ত্রকে পূজা করিবে। দ্বিতীয় আবরণ যথা—পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর দলে যথাক্রমে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে পূজা করিবে। তৎপরে অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে যথাক্রমে শান্তি, শ্রীসরস্বতী রতিকে পূজা করিবে।

তৃতীয় আবরণ। পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বাদি ক্রমে কৃষ্ণশক্তিস্বরূপা রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিত মিত্রবিন্দা কালিন্দী লক্ষ্মণা এবং সুশীলাকে পূজা করিবে। চতুর্থ আবরণ যথা পূর্ব্বদিকে পীতবর্ণ বসুদেব, অগ্নিকোণে শ্যামলবর্ণা দেবকী, দক্ষিণে কর্পূর গৌরবর্ণ নন্দ নৈঋত্যকোণে কুঙ্কুম গৌরাঙ্গী যশোদা, পশ্চিমে শঙ্খেন্দু কুন্দধবল বলদেব, বায়ুকোণে কলাপবৎ শ্যামলা সুভদ্রা, উত্তরে গোপগণ এবং ঈশান কোণে গোপীগণকে যথাক্রমে পূজা করিবে। পঞ্চম আবরণ অর্জ্জুন, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্সেন, সাত্যকি, গরুড়, নারদ এবং পর্ব্বতকে পূজা করিবে। ষষ্ঠ আবরণ। পূর্ব্বে ইন্দ্রনিধি। অগ্নিকোণে নীলনিধি, দক্ষিণে কুন্দ, নৈঋত কোণে মকর, পশ্চিমে আনন্দ, বায়ুকোণে কচ্ছপ উত্তরে শঙ্খনিধি, ঈশানকোণে পদ্মনিধি সপ্তম আবরণ। পূর্ব্বদলে পীতবর্ণ ইন্দ্র, অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ অগ্নি. দক্ষিণে নীলোৎপল বর্ণ যম, নৈঋতকোণে কৃষ্ণবর্ণ রক্ষোধিপতি, পশ্চিমে শুক্লবর্ণ বরুণ, বায়ুকোণে ধূম্রবর্ণ বায়ু, উত্তরে নীলবর্ণ কুবের, ঈশানকোণে শ্বেতবর্ণ ঈশান।

অষ্টম আবরণ—পূর্ব্ব ও ঈশান এই দুইয়ের মধ্যে গোরোচনা বর্ণ ব্রহ্মা, নৈঋত ও পশ্চিমের মধ্যে শুক্লবর্ণ শেষ নাগ। পূর্ব্বাদিদলে পীতবর্ণ বজ্র, শুক্লবর্ণা শক্তি, নীলবর্ণ দণ্ড, শ্বেতবর্ণ শঙ্খ,

রাংবর্ণ পাশ, রক্তবর্ণ ধ্বজা, নীলবর্ণ গদা এবং ক্লবর্ণ ত্রিশূলকে পূজা করিবে। এই সকল বরণদ্বারা পরিবেষ্টিত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সন্ধ্যা ধ্যানপূর্ব্বক ষোড়শোপচারাদিদ্বারা পূজা রিবে। এইরূপ পূজাদ্বারা উপাসকের ধর্ম্ম র্থ কাম মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভ হয়। পীঠের চিত্র পরে দেওয়া হইল।)

তদিহ শ্লোকা ভবন্তি। একোবশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্বহুধা যো বিভাতি। তং ঠস্থং যেঽনুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নতরেষাম্॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা। একঃ—স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত-ভেদরহিতঃ। বশী—বশে সর্ব্বমাস্তা স্তীতি বশী। সর্ব্বগঃ—সর্ব্বত্র দেশতঃ কালতঃ বস্তুতাশ্চপরিচ্ছিন্নঃ। ইড্যঃ—স্তুত্যঃ। বহুধা বিভাতি—জগৎ-পালনায় বিবিধং প্রকাশতে। পীঠস্থং অনু পীঠস্থং লক্ষীকৃত্য। শাশ্বতং—নিত্যানন্দাত্মকং সুখং।

বঙ্গার্থ। শ্রীকৃষ্ণ এক অর্থাৎ স্বজাতীয় ও স্বগতভেদরহিত, সকলেই ইঁহার বশীভূত, ইনি সর্ব্বগ অর্থাৎ দেশ কাল ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। ইতি স্তুত্য ইনি এক হইয়াও জগৎপালনের জন্য বিবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যে ধীর ব্যক্তিরা পীঠস্থ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ভজনা করে, তাহারা নিত্যানন্দাত্মক সুখভোগ করে, অন্যে সে সুখভোগ করিতে পারে না।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতিকামান্। তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি ধীরা স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ২২ ॥

যিনি নিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতন বস্তুর মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়া অনেকের কামনা বিধান করেন, তাঁহাকে পীঠসহ লক্ষ্য করিয়া ধীর ব্যক্তিরা ভজনা করেন, তাঁহারা নিত্যানন্দাত্মক সিদ্ধিলাভ করেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যযুক্তাঃ সংযজন্তি ন কামান্। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েৎ আত্মপদং তদৈব॥ ২৩॥

যে সমুদায় ব্যক্তিরা সর্ব্বদা প্রযত্নসহকারে বিষ্ণুর এই পরমপদ আরাধনা করেন, এবং বিষয় বাসনার আরধনা করেন না, তাহাদের প্রযত্নহেতু কৃষ্ণ গোপবেশে তাহাদের নিকট আত্মপদ অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গোপায়তিস্ম কৃষ্ণঃ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণ মনু ব্রজেৎ। ২৪ ॥

ব্যাখ্যা। বিদ্যাঃ—বেদান্। গোপায়তি—রক্ষতি উপদিশতি বা। দেবম্—দ্যোতনাত্মকং। আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং—স্বপ্রকাশং।

বঙ্গার্থ। যিনি সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাহার জন্য বেদ রক্ষা করেন বা তাহাকে বেদের উপদেশ দেন, সেই স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় শ্রীকৃষ্ণকে মোক্ষার্থী হইয়া আশ্রয় করিবে।

ওঙ্কারেণান্তরিতং যে জপন্তি গোবিন্দস্য পঞ্চপদমনুম্। তেষামসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং তস্মাত্ মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্য শান্ত্যৈ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ। যাহারা ওঙ্কার দ্বারা অন্তরিত গোবিন্দের পঞ্চপদী মন্ত্র জপ করেন, গোবিন্দ তাহাদিগকে আপনার রূপ দর্শন করান, এই জন্য মুমুক্ষু পুরুষ নিত্য শান্তির জন্য গোবিন্দ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিবে। (কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

এতস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্ গোবিন্দস্য মনবঃ মানবানাং দশার্ণাদ্যাস্তেপি সংক্রন্দনাদ্যৈরভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবৎ॥ ২৬॥

ব্যাখ্যা। দশার্ণাদ্যাঃ—দশাক্ষরাঃ। সংক্রন্দ-

ন্যাদ্যৈঃ—ইন্দ্রাদ্যৈঃ। ভূকামৈঃ—ঐশ্বর্য্যকামৈঃ।

বঙ্গার্থ। এই পঞ্চপদী মন্ত্র ভিন্ন দশাক্ষর প্রভৃতি গোপালমন্ত্র সনকাদি ঋষি হইতে স্ফূরণ হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যকাম ইন্দ্রাদি দেবতারা উহা অভ্যাস করিয়া থাকেন।

যদেতস্য স্বরূপার্থং বাচা বেদয়ন্তি তে পপ্রচ্ছুঃ তদুহোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পরস্তাদাবিবভুর্ব ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা। যৎ—যস্মাৎ। এতস্য—শ্রীকৃষ্ণস্য। স্বরূপার্থং—স্বরূপ ভূতমর্থং। বাচা বেদয়ন্তি—বাচা প্রকাশয়ন্তি। তে পপ্রচ্ছুঃ—তে মুনয়ঃ মন্ত্র স্বরূপং পপ্রচ্ছুঃ। ব্রহ্মসবনং—ব্রহ্মণঃ সময়ং প্রথমপরার্দ্ধং বর্ত্তমানস্য মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে স গোপবেশঃ অববুধ্যত যোগনিদ্রাতঃ উত্থিত। তথা মে পুরস্তাৎ আবির্ভবুব পুরুষঃ।

বঙ্গার্থ। যে কারণে এই মন্ত্র সকল শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ আমার স্বরূপ বাক্যদ্বারা বোধ করায় সেই কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্ম কহিলেন ব্রহ্মার অর্থাৎ আমার পুর্ব্বপরার্দ্ধকাল আমাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ধ্যাত ও স্তুত হয়েন, পরে ব্রাহ্মী নিশার অবসানে সেই গোপবেশ পুরুষ আমার অগ্রে তদ্রূপরূপেই আবির্ভূত হইলেন।

ততঃ প্রণতো ময়াঽনুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্বা পুনঃ সিসৃক্ষতো মে প্রাদুরভূত্। তেষক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়ন্ তদিহ ককারাৎ আপো লকারাৎ পৃথিবী ঈতোঽগ্নি বিন্দোরিন্দুস্তৎ সম্পাতাৎ তদর্ক ইতি ক্লীঙ্কারাদসৃজম্। কৃষ্ণায়াদাকাশং খাদ্বায়ুবিত্যুত্তরাৎ সুরভিং বিদ্যাঃ প্রাদুরকার্ষং তদুত্তরাৎ স্ত্রী পুংসাদিবেদং সকলমিদং সকলমিতি ॥ ২৮ ॥

অনন্তর আমি অনুকূল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি সৃষ্টির জন্য আমাকে তাহার স্বরূপ অষ্টাদশ অক্ষর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন (অষ্টাদশ অক্ষর ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) তৎপর আমি সৃষ্টির জন্য ইচ্ছুক হইলে তিনি অষ্টাদশাক্ষরে ভবিষ্যৎ জগৎ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই অষ্টাদশ অক্ষরে ভবিষ্যৎ জগৎ মনোগোচর করিয়া (প্রকাশয়ন্ মনোগোচরং কুর্ব্বন্) সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হই ককার হইতে জল, লকার হইতে পৃথিবী, ঈকার হইতে অগ্নি, অনুস্বার হইতে চন্দ্র অর্থাৎ ইহাদের সম্পাৎ রূপ ক্লীং বীজ হইতে জল, অগ্নি ও চন্দ্র সৃষ্টি হইল। তদনন্তর কৃষ্ণায় এই পদ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে গোবিন্দায় পদদ্বারা বায়ু সৃষ্টি করিলাম। তৎপর তাহার পরে গোপীজনবল্লভায় হইতে সুরভি অর্থাৎ কামধেনু এবং চতুর্দ্দশবিদ্যার সৃষ্টি করিলাম। তৎপর তাহার পরেব পদ স্বাহা হইতে স্ত্রী, পুরুষ, ক্লী এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদায় প্রকাশ করিলাম।

এতস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজোগতমোহমাত্মানং বেদ ইত্যোঙ্কারান্তরালিকং মনুমাবর্ত্তয়েৎ সঙ্গরহিতোঽভ্যানয়ৎ।

ব্যাখ্যা। চন্দ্রধ্বজঃ—মহাদেবঃ। ওঙ্কারান্তরালিকং—প্রণবসংপুটিতং। মনুং—অষ্টাদশাক্ষর। অভ্যানয়ৎ—আবর্ত্তয়েৎ।

বঙ্গার্থ। এই অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্র যজনদ্বারা চন্দ্রধ্বজ মহাদেব গত মোহ হইয়া আত্মাকে অবগত হইয়াছিলেন। অতএব মানবগণ প্রণব পুটিত করিয়া নিষ্কামচিত্তে এই অষ্টাদশ অক্ষর জপ করিবে।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় দিবীবচক্ষুরাততং তস্মাদেনং নিত্যমভ্যসেন্নিত্যমভ্যসেদিতি ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা। তৎপ্রসিদ্ধং বিষ্ণোঃ পদং পদ্মী

রূপং দিবি ইতি। দ্যোতনাত্মকে স্বরূপে—হরয়—জ্ঞানিনঃ সদা পশ্যন্তি। কীদৃশং পদং চক্ষু ইব—চেষ্টেক্তি চক্ষুঃ প্রকাশমেবেত্যর্থঃ, পুনঃ কীদৃশং আততং ব্যাপকং। তস্মাৎ এনম্ মন্ত্রং নিত্যমভ্যসেৎ।

বঙ্গার্থ। জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ পদ দ্যোতনাত্মকে স্বরূপেই দৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঐ পদ চক্ষুর ন্যায় প্রকাশক এবং আতত অর্থাৎ ব্যাপক। অতএব এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র নিত্য জপ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করা হইয়া থাকে। দিবি আকাশে বিততং বিস্তৃতং চক্ষুঃ সূর্য্যমিব, অর্থাৎ জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর পরমপদকে গগনে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় অর্থাৎ সূর্য্যসদৃশ অবলোকন করেন।

তদাহুরেকে যস্য প্রথমপদাদ্ভূমি দ্বিতীয়পদাজ্জলং তৃতীয়পদাত্তেজঃ চতুর্থপদাদ্বায়ুশ্চরমপদাদ্ব্যোম ইতি বৈষ্ণবং পঞ্চব্যাহৃতিময়ং মন্ত্রং কৃষ্ণাবভাসং কৈবল্যস্থৈত্যে সততমাবর্ত্তয়েদিতি॥ ৩১॥

বঙ্গার্থ। উক্ত মন্ত্রের প্রথমপাদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয়পাদ হইতে জল, তৃতীয়পাদ হইতে তেজ, চতুর্থ পাদ হইতে বায়ু এবং শেষ পাদ হইতে ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব মুক্তিমার্গ প্রাপ্তির জন্য (কৈবল্যস্থৈত্যে মোক্ষস্য স্থৈত্যে মার্গায়) কৃষ্ণপ্রকাশক এই বৈষ্ণব পঞ্চব্যাহৃতিময় মন্ত্র জপ করিবে।

তদত্রগাথাঃ—

পূর্ব্বপদাদ্ভূমি দ্বিতীয়াৎ সলিলোদ্ভবঃ।
তৃতী[illegible] উদ্ভূতং চতুর্থাৎ গন্ধবাহনঃ॥ ৩২॥
পঞ্চমাদম্ব[illegible]পত্তিস্তমেবৈকং সমভ্যসেৎ।
চন্দ্রধ্বজোঽগ[illegible]ষ্ণোঃ পরমং পদমব্যয়ং॥ ৩৩॥

যাহার প্রথম [illegible] হইতে ভূমি, দ্বিতীয় পাদ হইতে জল, তৃতীয়পা[illegible]হইতে তেজ, চতুর্থপাদ হইতে বায়ু, পঞ্চমপাদ হইতে অম্বর, তাহাকে জপ করিবে। চন্দ্রধ্বজ মহাদেব এই মন্ত্র জপ করিয়া বিষ্ণুর পরম অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৩২—৩৩॥

ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম্। যত্তৎ পদং পঞ্চপদং তদেব স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি॥ ৩৪॥

ততঃ কারণাৎ বিশুদ্ধাদিগুণপেতং তৎ প্রসিদ্ধং যৎ পদং তৎ পঞ্চপদং। তদেব বাসুদেবঃ। যতঃ বাসুদেবাৎ অন্যৎ কিঞ্চিৎ নাস্তি।

বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক এবং অশেষলোভাদি সঙ্গবিরহিত যে পদ তাহাই পঞ্চপদ। উহাই বাসুদেবের স্বরূপ, যে বাসুদেব ভিন্ন আর কিছুই নাই।

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি॥ ৩৫॥

বৃন্দাবনস্থ কল্পতরুমূলে আসীন স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত (এবং) ভেদরহিত পঞ্চপদাত্মক সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে আমি মরুদ্গণের সহিত পরম স্তুতির দ্বারা স্তুতি করিয়া থাকি।

টীকা—বৃন্দাবনাদিশব্দের আধ্যাত্মিকব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইবে।

ওঁ নমঃ বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥৩৬॥
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥৩৭
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ॥ ৩৮॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥৩৯॥
কংসবংশবিনাশায় কেশিচাণূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ॥ ৪০॥
বেণুবাদনশীলায় গোপালা[illegible]

কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥ ৪১ ॥
বল্লবীবদনাম্ভোজে মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥
নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনা জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তসু হারিণে ॥ ৪৩ ॥
নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রসীদপরমানন্দ প্রসীদপরমেশ্বর।
আধিব্যাধি ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধরপ্রভো ॥ ৪৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্ গুরো ॥৪৬॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দপরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ৪৭ ॥

তুমিই বিশ্বরূপ, তুমিই বিশ্বের স্থিতি ও অন্তের কারণ তুমিই বিশ্বেশ্বর, তুমিই বিশ্ব, তুমি গোবিন্দ অর্থাৎ তুমি জ্ঞানগম্য, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

টীকা—গবাজ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দ ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থায় বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, এবং কারণ অবস্থায় এক। তিনিই মায়া আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি বিশ্বও বটে, বিশ্বেশ্বরও বটে। অভেদাত্মকজ্ঞান হইলে এই সত্যের উপলব্ধি হয়।

তুমি বিজ্ঞান ও আনন্দময়, তুমি কৃষ্ণ, তুমি গোপীনাথ, তুমি গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩৭ ॥

টীকা—ভক্তের পাপ ও ক্লেশকর্ষণ করেন বলিয়া, তাহাকে কৃষ্ণ বলে। পূর্ব্বের ৩য় শ্লোক দেখ, (২য় খণ্ড হিন্দু-পত্রিকা ১০৯ পৃষ্ঠা) গোপী শব্দে প্রকৃতি, মায়া, মায়া ব্রহ্মের অধীনে থাকিয়াই জগতের উপাদান কারণ হইয়াছে। (১০৯ পৃষ্ঠা দেখ) গোবিন্দ জ্ঞানগম্য।

তুমি কমলনেত্র, তুমি কমলনাভী, তুমি কমলনাভি, তুমি কমলার পতি, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩৮ ॥

টীকা—কমলশব্দে পদ্ম বিশুদ্ধ সত্বগুণাত্মিকা মায়াকে পদ্ম বলে, ভগবানের চারি হস্ত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। পদ্ম স্বত্ব, গদা প্রাণতত্ত্ব, শঙ্খ জলতত্ত্ব, চক্র তেজতত্ত্ব। উত্তরবিভাগ গোপাল-তাপনী যাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে মনকে চক্র বলা হইয়াছে। আদ্যামায়া গদা এবং পদ্ম বিশ্ব এবং শঙ্খ পঞ্চভূতাখ্যা। ফলকথা, এ সমুদায়ের একটু আধটু স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইলেও, ইহারা যে রূপক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিভিন্ন ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য পরে করিব।

এস্থলে পদ্ম শব্দে সত্বগুণাত্মিকা এই অর্থ করিব। বিশুদ্ধ সত্বগুণাত্মিকা মায়া নির্ম্মল। স্বত্বগুণবিশিষ্ট মায়াতে ভগবানের জ্যোতি প্রতিভাত হইবার বাধা হয় না। প্রকৃতি রজ-তমগুণবিশিষ্ট হইলেই বাধা জন্মে। কমলনেত্র শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে পদ্মের ন্যায় তোমার নেত্র নির্ম্মল, উহার গূঢ় অর্থ করিলে এই হইবে যে সাধরণতঃ যেমন নেত্র ভিন্ন লোকে দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ মায়া আশ্রয় ভিন্ন এই জগৎ প্রপঞ্চ হয় না বা ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু সেই মায়া সত্বগুণবিশিষ্ট হওয়ায় উহা কমলবৎ নির্ম্মল।

নমঃ কমলমালিনে—মালা শব্দে আদ্যা মায়া বুঝায় (কণ্ঠস্থ নির্গুণং প্রোক্তং মাল্যতে আদ্যয়াহজয়া। মালা নিগদ্যতে ব্রহ্মঃ পুত্রৈস্ত মানসৈঃ) কণ্ঠকে নির্গুণ [illegible], যিনি তাঁহাকে প্রপঞ্চরূপ আভরণদ্বারা [illegible] করিয়াছেন, এজন্য তোমার মানস [illegible] আদ্যা মায়াকে মালারূপে ব[illegible] থাকেন। সুতরাং কমলমালী শব্দের [illegible] এই যে সত্বগুণবিশিষ্ট

মায়া যাহার মালাস্বরূপা হইয়াছে। মায়া না থাকিলে তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। লোকে যেরূপ মালা ধারণ করিলে দেখিতে রমণীয় হয়, তদ্রূপ মায়া আশ্রয় করাতেই, তিনি সগুণ হইয়া জনগণের মনরঞ্জন করিয়া থাকেন। মায়া আশ্রয় না করিলে তাহাকে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিত না।

কমলাভি—যাহার নাভিতে কমল অর্থাৎ এই মায়াত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চক। যাহারা ষট্‌চক্রাদির গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছেন তাহারা বুঝিবেন নাভিপদ্মে সৃষ্টি, সংহার পালনের শক্তি আছে।

কমলাপতয়ে নমঃ—কমলা শব্দে মায়া ...ই বলা হইয়াছে, সুতরাং কমলাপতি ও ...পীনাথ একই কথা॥ ৩৯॥

ময়ুর পুচ্ছ (বর্হাপীড়) দ্বারা বিভূষিত ...য়া তুমি মনোরম হইয়াছ, তুমি অকুণ্ঠমেধা, ...মি রমারূপ মানস হংসপী গোবিন্দ, তোমাকে ...স্কার করি। ভগবানের মস্তক কিরীট ময়ুর ...চ্ছ আদি সুশোভিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ...হার তাৎপর্য্য এই যে কিরীটধারী রাজাধি...জেরা যেমন জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনিও ...দ্রূপ কূটস্থ শ্রেষ্ঠ। (কূটস্থং সৎস্বরূপঞ্চ কিরীটং ...বিদন্তি মাং—গোপাল-তাপনী উত্তরভাগ ৭৩ ...োক)।

হংস যেরূপ মানসসরোবরে রমণ করে, ...নি তদ্রূপ মূলা প্রকৃতিতে (রমা) রমণ ...রেন॥ ৩৯॥

তুমি কংস, কেশি, চানুর প্রভৃতি অসুর...গকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি বৃষভধ্বজ মহা...বের পূজ্য, তুমি পার্থের সারথি, তোমাকে ...স্কার করি।

কংস আদি—আত্মতত্ত্ববিরোধী মহামোহ ...ধাতু হইতে কংস শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ...য় বাসনাই আত্মজ্ঞানের বিরোধী। কংস এবং তাহার সহচরগণ এই বিষয়বাসনার মূর্ত্তিসমূহ মাত্র। সাধারণভাবে দেখিতে গেলেও দেখা যায়, কংস আত্মীয় স্বজনকে বঞ্চিত করিয়া রাজত্বভোগ করিয়াছিলেন (কাময়তি পিত্রাদি বন্ধুবর্গান্ অভিভূয় পাপাত্মকং রাজ্যবিষয়াদিভোগং যঃ)। ইহার অনুচর বর্গাদির সবিশেষ অর্থ (কৃষ্ণচরিৎ,রাসলীলা, ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে দেখুন ঐ প্রবন্ধ এই সংখ্যায় কিম্বা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে) সুতরাং তুমি কংসাদি ধ্বংস করিয়াছিলে বলিলে বুঝায় যে তুমি আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিষয়বাসনাদি নাশ করিয়াছিলে।

পার্থজীবাত্মা। রথ দেহ। কৃষ্ণ পরমাত্মা যুদ্ধাদি তাবৎ কার্য্যই পার্থই করেন, কৃষ্ণের সত্বায় কেবল রথ চলে, তিনি কিছুই করেন না। এই শরীরে জীবাত্মাই কার্য্য করে, পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপ (দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং ইত্যাদি স্মরণ করুন।) সুতরাং তুমি পার্থের সারথী বলিলে বুঝায় যে তুমি এই দেহে সাক্ষীস্বরূপ রহিয়াছ, তুমি নিজে নিষ্ক্রিয়॥৪০॥

তুমি বেণু অর্থাৎ বংশীবাদনে তৎপর, তুমি অঘাসুর নাশকারী, গোপাল, তুমি কালিন্দী জলপানার্থই সতৃষ্ণ, তোমার কর্ণে চঞ্চল কুণ্ডল দোলায়মান। তোমাকে নমস্কার করি॥ ৪১॥

বেণুবাদন। অর্থাৎ ওঙ্কার ধ্বনি। ভগবান প্রণবরূপী। প্রণবধ্বনিদ্বারা সাধকের মন আকৃষ্ট হয় এইজন্য গোকুলেও শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে গোপীগণ আকৃষ্টা হইতেন। প্রণবনাদ হৃদয়ঙ্গম হইলে যেরূপ সাংসারিক তাবৎ বস্তুই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় এবং কেহই ভগবৎ সন্নিধানে যাওয়ার প্রতিবন্ধক করিতে পারে না, তদ্রূপ বংশীধ্বনি শুনিলেও ব্রজের গোপীগণও কৃষ্ণসন্নিধানে না যাইয়া থাকিতে পারিতেন না এবং কেহ বাধা জন্মাইতে পারিত না এবং ঐ বংশীধ্বনির নিকট

পতি, পুত্র, কন্তা অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত। বংশীবাদন অর্থে বেদ বা বেদস্বরূপ ওঙ্কার গান ভিন্ন আর কিছুই নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে “ওমিত্যেতদক্ষর মুদ্গীতমুপাসীত অর্থাৎ ওঁকারে এবং ওঙ্কারগানে কোন পার্থক্য নাই এই ওঙ্কারগান অর্থাৎ উদ্গীতকে পরমব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে।

ব্রহ্মসংহিতা বলেন :—“শব্দ ব্রহ্মময়ং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে”, “বেণুনিনাদস্ত ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ীগতিঃ”

অঘাসুর। যাহারা বৈদিকসন্ধ্যা অবগত আছেন তাহারা জানেন যে অঘমর্ষণ আচমন মার্জ্জনা প্রাণায়াম গায়ত্রী জপ প্রভৃতির ন্যায় সন্ধ্যার একটী অংশ। অঘ শব্দের অর্থ পাপ শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ পাপবিনাশ করিয়াছিলেন, যাহারা তন্ত্রসার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহারা দেখিবেন যে উহা তান্ত্রিকসন্ধ্যারও একটী অংশ।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অঘমর্ষণের মন্ত্র এখানে দিলাম না। প্রবন্ধান্তরে বৈদিকসন্ধ্যা ব্যাখ্যার সময় অঘমর্ষণ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল। জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত যে পাপ তাহাকে অঘ বলে এবং অঘমর্ষণদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়। অঘাসুর বধ করিয়া ব্রহ্মচারী পাপবর্জ্জিত বিশুদ্ধত্ব লাভ করেন।

গোপাল—অর্থাৎ বেদকে রক্ষা করেন, বেদ বা প্রণবের সাহায্য ব্যতীত অঘমর্ষণ হয় না এইজন্য গোপালবেশে ভগবান অঘাসুরকে বধ করেন।

কালিন্দী। অর্থে যমুনা। ভক্তহৃদয়ের উচ্ছাসকেই যমুনার জল বলে। যমুনার আর এক অর্থ পিঙ্গলানাড়ী—পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা প্রাণায়াম সিদ্ধ হয় ঐ প্রাণায়ামই ভগবানের উৎকৃষ্ট উপাসনা।

কুণ্ডল দোলায়মান। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম সগুণ কি নিগুর্ণ ইহা স্থির করিতে না পারিয়া শ্রুতি দোলায়মান অর্থাৎ সন্দিগ্ধ রহিয়াছে। ঐ কুণ্ডলের আকৃতি মকরের আকৃতির ন্যায় অর্থাৎ রসনা বা জিহ্বাবিহীন জন্তুর আকারের ন্যায়—“স্ফুরণ্ মকর কুণ্ডলম্” ৬২ শ্লোক উত্তর বিভাগ গোপাল-তাপনী। ঐ কুণ্ডল কর্ণে বা শ্রুতিতে দোলায়মান হয় শ্রুতি অর্থে বেদও বুঝায়। বেদ যেরূপ ব্রহ্ম সগুণ কিম্বা নিগুর্ণ প্রতিপাদন করিতে না পারিয়া দোলায়মান রহিয়াছে, কর্ণও তদ্রূপ দোলায়মান রহিয়াছে। মকরের যেরূপ জিহ্বা নাই শ্রুতি তদ্রূপ জিহ্বাবিহীন হইয়া নিজে ব্রহ্মরস আস্বাদন করিতে পারে না। গোপাল-তাপনীর উত্তর বিভাগে ৭৩ শ্লোকে ক্ষর এবং উত্তম এই দুইকে কুণ্ডলদ্বয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে “ক্ষরো উত্তমম্ প্রস্ফুরন্তম্ কুণ্ডলম্ যুগলম্ স্মৃতম্” এই ক্ষর এবং উত্তমের নানারূপ ব্যাখ্যা করা হয়। কেহ কেহ ক্ষর ও উত্তম ইহাদ্বারা ব্রহ্ম ও জগৎ এই ব্যাখ্যা করেন। তাহাতেও কিন্তু সগুণ ও নিগুণ আসিয়া পড়িল। কেহ কেহ সাংখ্য ও যোগকে কুণ্ডল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন শ্রীভাগবতেও আছে “বিভর্ত্তি সাংখ্যং যোগঞ্চ দেবমকর কুণ্ডলে” যাহা হউক্ এ সমুদায়ই যে রূপক তাহা বিবিধশাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে॥ ৪১॥

গোপাঙ্গণাদিগের বদনরূপ কমল তোমার মালা, তুমি নৃত্য করিতে সততঃ সমুৎসুক, তুমি প্রণতভক্তবৃন্দের প্রতিপালক, তুমি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার করি।

বল্লবী শব্দে গোপী এবং গোপী অর্থে যে মায়া তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ মায়াই যে ভগবানের মালা তাহাও পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নৃত্য করিতে—মায়া আশ্রয় করিয়া ভগবান্ বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন, তজ্জন্য তাহাকে নর্ত্তক বলা যাইতে পারে। ঐ

শ তাহার নৃত্যস্থান এবং তিনি তাহাতে র্ত্তক, তিনি মায়ারূপ মালা গলদেশে ধারণ রিয়া নানাবিধ নৃত্যদ্বারা জীবকে মায়াবদ্ধ রিয়া থাকেন সুতরাং নৃত্যশব্দে ভগবানের বখেলা বুঝায় ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণশব্দ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

তুমি পাপনাশন, তুমি গোবর্দ্ধনধারী তুমি তনানাশ করিয়াছিলে তুমি তৃণাবর্ত্ত অসুরকে হার করিয়াছিলে তোমাকে নমস্কার করি।

গোবর্দ্ধন ধারণ—গো শব্দে বেদ গোব-ন শব্দে যেখানে বেদবর্দ্ধিত হয়। যে স্থানে ণবের পবিত্র ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে স্থান কান প্রকার বিপদদ্বারা আক্রান্ত হয় না। এই-ন্য ইন্দ্র বহু চেষ্টা করিয়াও গোবর্দ্ধনাশ্রিত গাপগোপীগণকে নষ্ট করিতে পারেন নাই।

জীব সাংসারিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ াইতে ইচ্ছা করিলে প্রণবই তাহার একমাত্র াশ্রয়স্থান। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপী-গকে তাহাদিগের বিপদের সময় গোবর্দ্ধনের ধ্যে প্রবেশ করিতে বলিয়াছিলেন।

পূতনা—বিষকুম্ভপয়োমুখ প্রেয়মূর্ত্তি। াগবতে পূতনার বর্ণনার স্থলে উল্লেখ আছে যে কাষনিহিত অসির ন্যায় পূতনার অন্তর তীক্ষ ল। কিন্তু তাহার বাহ্য ব্যবহার জননীর ন্যায় হময় ছিল। পূতনাশব্দের অর্থ পবিত্র কিন্তু ই পবিত্রতা বাহ্যতঃ, অন্তরে নহে, এই ন্য পূতনার আকৃতিও উৎকৃষ্ট মহিলাদিগের াকৃতির ন্যায় ছিল। বাহ্য পবিত্রতা ও আভ্যা-রিকা অপবিত্রতাই পূতনা।

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরা কোশপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে
নিরীক্ষমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্ ॥

দশমস্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯ শ্লোকে।

পূতনা বকাসুরের ভগ্নি। বকশব্দে কৌটিল্য ও কপটাচার। ভ্রাতা ও ভগ্নির স্বভাব একই রকম। পূতনা কপটাচারের মূর্ত্তি। রামায়ণের শূর্পনখা এবং ভাগবতের পূতনা একই জিনিস। ধর্ম্মমার্গে যাওয়ার প্রথম উপায় কপটাচার বিনাশ এই জন্য কৃষ্ণলীলায় ও রামলীলায় শূর্পনখা ও পূতনাই সর্ব্ব প্রথম বধ হইয়াছে।

তৃণাবর্ত্ত—শব্দে চক্রবাতরূপী ঝড় অর্থাৎ ঘূর্ণিত বায়ু যাহাতে তৃণসমুদায় ঘূর্ণিত হয়। ( Whirl wind ) বাহ্য জগতে যেরূপ তৃণাবর্ত্ত আছে সেইরূপ অন্তর্জ্জগতেও তৃণাবর্ত্ত আছে বাহ্য জগতে যেরূপ বায়ু বিচলিত হইলে তৃণাবর্ত্ত উপস্থিত হয় অন্তর্জ্জগতে সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিচলিত হইলে তৃণাবর্ত্ত উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়সংযম না করিলে কেহ শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারিলেই চিত্তের শান্তি হয়। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তৃণাবর্ত্তকে নাশ করিয়াছেন। ( Whirlwind of Passions ) কে তৃণাবর্ত্ত বলা যায়। যুক্তাহার বিহারনিরত ব্যক্তির যোগ দুঃখহা হয়। প্রজাপতি দেবতা মনুষ্য ও অসুর-দিগকে দাম্যত, দত্ত ও দয়ধ্বম যে উপদেশ দিয়াছিলেন তৃণাবর্ত্ত বধও তাহাই। কাম, ক্রোধ, লোভই নরকের দ্বার। তৃণাবর্ত্ত বধ অর্থে ষড়রিপু দমন।

তুমি নিষ্কল অর্থাৎ মমতাশূন্য, তোমা হইতে সকলের মোহ বিনাশ হয় ( বিগতো মোহ যস্মাৎ ) তুমি বিশুদ্ধ অর্থাৎ পাপবিরহিত, তুমি অশুদ্ধদিগের অর্থাৎ পাপীদিগের বৈরী, তুমি অদ্বিতীয়, তুমি মহৎ, তুমি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

হে পরমানন্দ! হে পরমেশ্বর! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি আধিব্যাধিরূপ [illegible] অর্থাৎ আভ্যন্তরিক ও বাহ্য[illegible]

দ্বারা দষ্ট হইয়াছি। তুমি আমাকে উদ্ধার কর ॥ ৪৫ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে রুক্মিণীকান্ত! হে গোপীজনমনহারী! হে জগৎগুরো! আমি সংসার সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি! তুমি আমাকে রক্ষা কর।

রুক্মিণী। শব্দে মূল প্রকৃতি (কৃষ্ণার্থিকা জগৎকর্ত্রী মূল প্রকৃতি রুক্মিণী) গোপালতাপনী উত্তর বিভাগ ৫৭ শ্লোকে গোপী শব্দের ব্যাখ্যা পুর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

হে কেশব! হে ক্লেশনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! তুমি আমাকে উদ্ধার কর ॥ ৪৭ ॥

নারায়ণ। নারাজলং অয়নং স্থানং যস্য—অর্থাৎ যিনি প্রলয়কালে ক্ষীরোদসমুদ্রে অবস্থান করেন। নারস্য জ্ঞানস্য মুক্তের্বা অয়নং প্রাপ্তির্যস্মাৎ। যাহা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনি, নরাণাং সমূহোনারং তত্রাঽয়ণং স্থানং যস্য—নরের সমূহকে নার বলে যিনি নরসমূহকে আশ্রয় করেন।

কেশব। কো ব্রহ্মা ঈশঃ রুদ্রঃ তৌ আত্মনি স্বরূপে বয়তি প্রলয়কালে উপাধি রূপমূর্ত্তিত্রয়ং মুক্ত্বা একমাত্র পরমাত্ম স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে। যিনি ব্রহ্ম ও রুদ্রকে স্বরূপে আনয়ণ করেন, অর্থাৎ প্রলয়কালে মুর্ত্তিত্রয়কে মুক্ত করিয়া একমাত্র স্বরূপে অবস্থান করেন অথবা কে জলে শববৎ ভাতি। প্রলয়কালে ক্ষীরোদশায়ি তয়া তথাত্বম। যিনি প্রলয়কালে ক্ষীরোদসমুদ্রে শয়ন করেন।

মাধব। মালক্ষীস্তস্যাঃ ধবঃ মায়াবিদ্যায়া ধব ইতি বা। মা অর্থাৎ লক্ষী শব্দে মায়া বুঝায় তাহার স্বামী অর্থাৎ গোপীনাথ।

জনার্দ্দন। জননামোঽসুরান্ অর্দ্দয়তি যিনি জননামক অসুরদিগকে বধ করেন। কিম্বা জনৈর্লোকৈরর্দ্দ্যতে যাচ্যতে পুরুষার্থানসৌ-জনার্দ্দনঃ—যাহার নিকট হইতে মনুষ্যেরা পুরুষার্থ প্রার্থনা করে কিম্বা জনং জন্ম অর্দ্দয়তি হন্তি ভক্তস্য মুক্তিদত্তাদিতি জনার্দ্দনঃ তিনি জন্মবিনাশ করেন, অর্থাৎ মুক্তিদান করেন। কিম্বা জনান্ লোকান্ অর্দ্দতি হররূপেণ, যিনি শিবরূপ মানবদিগকে সংহার করেন।

তথা পঞ্চপদং জপন্তঃ শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ।
সংসৃতিং তরিষ্যতি হোবাচ হৈরণ্যঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আমি যেরূপ স্তুতিদ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকি, তোমারাও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চপদী মন্ত্র জপ কর এবং পূর্ব্বোক্ত ধ্যানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ধ্যান কর, তাহা হইলে সংসার হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৪৮ ॥

হৈরণ্য ব্রহ্মা, সংসৃতিং তরিষ্যতি সংসারসমুদ্রং তরিষ্যথ।

অমুং পঞ্চপদং মন্ত্র মাবর্ত্তয়েৎ যঃ স যাত্যনায়াসতঃ কেবলং তৎপাদং তৎ। অনেজদেকং মনসোজবীয়ো নৈতদ্দেবামপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শাদিতি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা। অমুং বাসুদেবাত্মকং পঞ্চপদমন্ত্রং য আবর্ত্তয়েৎ স অনায়াসতঃ বাসুদেবাখ্যং পদং যাতি গচ্ছতি। তৎ ন এজতি স্বাবস্থান প্রচ্যুতিং ন প্রাপ্নোতি। একং স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগতভেদরহিতং। মনসোজবীয়ঃ—মনসঃ অপি বেগবত্তর। এতং পদং দেবাঃ দ্যোতনাত্মকাঃ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি ন আপ্নুবন্ ন প্রাপ্নুবন্তঃ। পূর্ব্বমর্শৎ ইন্দ্রিয়াণাং পূর্ব্বং অর্শং গচ্ছৎ।

যিনি পঞ্চপদ জপ করেন তিনি বাসুদেবাখ্য প্রসিদ্ধ পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি স্বাবস্থা পরিত্যাগ করেন না এবং মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ

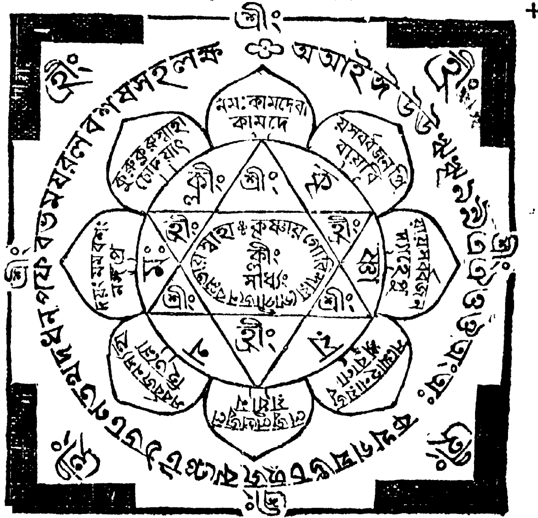
তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন না কেননা তিনি তাহাদিগের অগ্রে গমন করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়ে। তং যজেত্তং ভজেদিতি ওঁ তৎসদিতি ॥ ৫০ ॥

তদ্ধেতু কৃষ্ণই পরম দেবতা, একারণ তাহার রসন ও তাহার যজন করিবে। তিনি ওঁ তৎসৎ এই তিন শব্দের প্রতিপাদ্য ॥ ৫০ ॥

ইতি গোপাল-তাপনী পূর্ব্ববিভাগ সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণস্য যন্ত্রং।



# পরাশর-সংহিতা। *

ভারতভূমিতে যে সকল মহর্ষিগণ জ্ঞান ও র্ম্মপ্রচার করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন মধ্যে পরাশর একজন বিখ্যাত। তাঁহার ণীত শাস্ত্র কলিযুগের উপযুক্ত বলিয়া খ্যাত াছে। মহর্ষি পরাশর নিজেই বলিতেছেন।

তে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
াপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥

এই সংহিতায় বিশেষ কি কি জানিবার আছে তাহা আমরা এই প্রস্তাবে আলোচনা করিব। আজ্ কাল আমরা দেশাচারের নিকট শাস্ত্র বলি দিয়া থাকি। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশাচার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হই না। দেবীবর ঘটক পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের মধ্যে বিবাহের

* হরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শেষ হইলে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিব। সম্পাদক।

যেরূপ নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখনও তাহা রক্ষা করি। রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা নিজের সর্ব্বনাশ করি; প্রাণসমা কন্যা, ভগিনীদিগকে জলে ভাসাইয়া দেই; কখনও তাহাদিগকে একবারেই বিবাহ দিতে পারি না। যে নিয়ম একবার সমাজে প্রবেশ করিয়াছে তাহা পরিবর্ত্তিত হইবার নহে, তাহা রক্ষা করিতেই হইবে ইহাই আমাদিগের ধারণা। লোকের অবস্থা ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। আর্য্যশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের নিকট এই সত্য অপরিচিত ছিল না। উপরি উক্ত শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে ঐ মর্ম্মের আর দুটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারো নির্ণৈতব্যাশ্চ সর্ব্বদা।
ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥
অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ॥

শ্রুতি স্মৃতি সদাচার সর্ব্বদা নির্ণয় করিতে হইবে। কেহ বেদকর্ত্তা নহে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কল্পে কল্পে বেদ স্মরণ করিয়া প্রকাশ করেন। মনুও ঐরূপ প্রত্যেক কল্পে ধর্ম্ম কর্ম্মের নিয়ম পদ্ধতি স্মরণ করিয়া প্রকাশ করেন। যুগ বা সময়ের অবস্থার অনুরূপ নিয়ম ব্যবস্থা নূতন নূতন হয়। কৃতযুগের নিয়ম ত্রেতায় খাটে না। দ্বাপরের নিয়ম কলির নিয়মের অনুরূপ নহে।

কলিযুগের লোকের অবস্থা রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হইবে। মনে করিয়া পরাশর বলেন:—

ধর্ম্মোজিতো হ্যধর্ম্মেণ জিতঃ সত্যোহনৃতেন
জিতাভৃত্যৈস্তু রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষাজিতাঃ
সীদন্তিচাগ্নিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্যতি।
কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগে সদা।

"ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্তৃক পরাজিত হইবে। সত্য মিথ্যা নিকট পরাস্ত হইবে। রাজা ভৃত্য কর্তৃক পুরুষ স্ত্রীলোক কর্তৃক পরাজিত হইবে। হোম যজ্ঞ গুরুজনের প্রতি সম্মান উঠিয়া যাইবে। স্ত্রীলোক উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইতে না হইতে সন্তান প্রসব করিবে।" মহর্ষির এই ভবিষ্যৎ বাণী ভাবী সমাজের প্রকৃত চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এইরূপ চিত্র সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থা মনে করিয়াই পরাশর বলিয়াছেন।

"যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহি তে দ্বিজাঃ॥

"প্রত্যেক যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিয়ম প্রণালী প্রচলিত। ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেক যুগের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ করেন। এইরূপ পরিবর্ত্তিত নিয়ম অনুসরণ করায় ব্রাহ্মণগণ নিন্দনীয় নহেন।"

ঠিক্ এইমত, সংহিতার একাদশ অধ্যায়েও ৪৮ শ্লোকে ("যুগে যুগে চ ইত্যাদি") প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদিগের সমাজ এই সত্য পালন করিয়া চলিলে কি সুন্দর হইত? "যুগরূপাহি ব্রাহ্মণাঃ"। যখন আমরা নিন্দা করিতে বসি তখন কি এই সত্য মনে রাখি? এখন আমরা কলির শেষভাগে। এখন কি আর কৃতযুগের প্রচলিত মনুর ধর্ম্ম নিয়ম সব অবস্থায় খাটাইতে পারা যায়?

পরাশর এই জন্য অনেক বিষয়ে মনুর নিয়মের বাধ্য হইয়া চলেন নাই। সময়োপযোগী অনেক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সব ব্যাবস্থা বর্ত্তমানে সমাজে চলিতে পারে কি না এই প্রস্তাবে তাহা আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নয়। বর্ত্তমান সময়ের জন্য দ্বিতীয় পরাশর সৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন ছিল।

"ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্।
সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরং॥"

"আহবেষু মিথোহন্যোহন্যং জিঘাং সন্তো মহীক্ষিতঃ
যুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥
৮৭, ৮৮, ৮৯ শ্লোক সপ্তম অধ্যায় মনুসংহিতা।

"ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত হইবে না। সংগ্রামে বিমুখ না হওয়া রাজার মঙ্গলের কারণ। সংগ্রামক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ না হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পরস্পরের হননেচ্ছায় যুদ্ধ করিতে করিতে মরিলে স্বর্গলাভ হয়।" যুদ্ধক্ষেত্রে মরিলে স্বর্গলাভ হয় এই ভিন্ন আর কোন আশা মনু দেন নাই।

কিন্তু পরাশর "স্ত্রীভিশ্চ পুরুষাজিতাঃ" অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ সৈন্যগণ সুধু স্বর্গলাভের আশায় জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিবে না মনে করিয়া বলিয়াছেন :—

যত্র যত্র হতঃ শূরং শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অমরান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে॥
জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণবিধ্বংসিকেঽমুস্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে॥
বরাঙ্গনা সহস্রাণি শূরমায়োধনে হতম্।
নাগকন্যাশ্চ ধাবন্তি মম ভর্ত্তা ভবেদিতি॥

ললাটদেশাত্রুধিরং হি যস্য তপ্তস্য জন্তোঃ প্রবিশেচ্চ বক্ত্রে। তং সোমপানিন হি তস্য তুল্যং সংগ্রামযজ্ঞে বিধিবচ্চ দৃষ্টম্॥ ইত্যাদি।

শত্রুবেষ্টিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার না দেখাইয়া বীর হত হইলে অমরলোক বা স্বর্গলাভ করে। জিতিলে লক্ষ্মী বা সম্পত্তি লাভ হয়। মরিলে সুরাঙ্গনা লাভ হয়। ক্ষণভঙ্গশীল এই শরীরের জন্য রণে মরিতে কি ভয়? হাজার হাজার দেবকন্যা মৃতবীরের নিকটে "তুমি আমার স্বামী হইবে, তুমি আমার স্বামী হইবে" বলিয়া অগ্রসর হয়। ললাটদেশ হইতে রুধির যুদ্ধের সময় মুখে পতিত হইলে সোমরসপানের ন্যায় পুণ্য হয়। কারণ বিধিবৎ দৃষ্ট যজ্ঞ যুদ্ধের তুল্য। মুসলমানসম্প্রদায়ের অনেক বহিতে এইরূপ যুদ্ধে হত বীরগণের পক্ষে সুরাঙ্গনা ব্যবস্থা আছে।

"জিতাভূত্যৈস্তু রাজানঃ" মনে করিয়াই হউক্ অথবা ভবিষ্যৎ রাজ্যবিপ্লব আশঙ্কা করিয়াই হউক্ পরাশর বলিয়াছেন।

"ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষণ্ শস্ত্রপাণিঃ প্রচণ্ডবৎ।
বিজিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥
ন শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা স্বরূপাল্লিখিতাপি যা।
খড়্গোনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা॥

রাজা অস্ত্র শস্ত্র সৈন্য লইয়া প্রজাকে রক্ষা করিবে, অন্য রাজার সৈন্য পরাভব করিবে এবং প্রচলিত ধর্ম্ম বা বিধি ব্যবস্থানুযায়ী রাজ্যশাসন করিবে। রাজত্ব কুলক্রমে বা উত্তরাধিসূত্রে সব সময়ে পাওয়া যায় না। অথবা লিখিত কোন দলিলদ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারে না। খড়্গদ্বারা লাভ করিয়া রাজ্যভোগ করিতে হয়। বসুন্ধরা বীরের ভোগ্য।

রাজারা সেই সময় যেরূপ পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন সেই বিলাসপরায়ণ ক্ষত্রিয়কুল লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উৎসাহ প্রদায়ক ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। "ধর্ম্মেণ পালয়েৎ" এই ভিন্ন রাজার কি কি ধর্ম্ম তাহা সবিশেষ উল্লেখ করেন নাই।

সমাজের নিয়মাবলী সম্বন্ধে মনুর ও পরাশরের উভয়ের অনেক মতভেদ দেখা যায়। পরাশর বলেন :—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজঃস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥"

এই শ্লোক পাঠকগণের সকলেরই পরিচিত। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কন্যাকে বার বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়ার রীতি সমাজে দাঁড়াইয়াছে। পরাশর মতে কন্যার আত্মীয়গণ

বার বৎসরের মধ্যে বিবাহ না দিলে নরকে যাইবে। যে ব্রাহ্মণ বার বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন তিনিও পতিত হইবেন। "কুমারীরা, স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইতে না হইতে সন্তান প্রসব করে ইত্যাদি কলির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরাশর এইরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে মনুর মত অন্যরূপ।

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যর্তুমতী সতী।
উর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেতসদৃশং পতিং॥"

কন্যা পুষ্পিতা হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বরং পিতৃগৃহে বাস করিবে তথাপি নির্গুণ বরকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না। অভিভাবকগণ গুণবান্ পাত্রে সম্প্রদান জন্য ঋতুমতীকে তিন বৎসর গৃহে রাখিবেন, তৎপর কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে। উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করিলে মনু নরক তাহার জন্য ব্যবস্থা করেন নাই। পিতাকে শুল্ক দিবে না। ("পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্তু") এই মাত্র শাস্তির ব্যবস্থা। আমরা মনুর মত না মানিয়া পরাশরের মত এ বিষয়ে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ায় যে বালবিধবা অনেক হইবে তাহা পরাশর বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥"

স্বামী নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে, মরিলে, সন্ন্যাসী হইলে, ক্লীব বা ধ্বজভঙ্গ হইলে অথবা ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া পতিত হইলে এই পাঁচ বিপদ ভাগ্যে ঘটিলে স্ত্রীলোক দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। এই শ্লোক লইয়া বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীগণ তুমুল আন্দোলন করিয়াছেন। আমাদের সমাজ পরাশরের একমত গ্রহণ করিয়াছেন অপর মত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াও পরাশর লিখিয়াছেন।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সামৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

স্বামী মরিলে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে সে মরিলে স্বর্গলাভ করে ইত্যাদি। ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে যে পরাশরমতে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মই প্রশস্ত তবে সে ইচ্ছা করিলে পুনঃবিবাহ করিতে পারে।

তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমানি মানবে। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং চানুগচ্ছতি॥ ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ। এবমুদ্ধৃত্যভর্ত্তারং তেনৈব সহমোদতে॥

যে স্ত্রী স্বামী মরিলে তাঁহার অনুগামিনী হয় সে সাড়ে তিনকোটী বৎসর অথবা মানুষের মস্তকে যত কেশ আছে তৎপরিমাণ কাল স্বর্গে বাস করে। যেমন সাপুড়েরা সাপ গর্ত্ত হইতে ধরিয়া উচু করিয়া ধরে সেইরূপ স্ত্রী তাহার স্বামীকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে একত্রে বাস করে ও আমোদ করে।

এই দুই শ্লোকের দ্বারা দেখা যায় যে সহমরণ ব্যবস্থা পরাশরেরও অনুমোদিত ছিল। তবে সহমরণ স্ত্রীর একমাত্র গতি বলিয়া গণ্য ছিল না। পূর্ব্বে যে ২৯ শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় স্বামীর অভাবে স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্যভাবে বাস করা পরাশরমতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম ছিল।

বিধবার বিবাহ না হইয়া জারজসন্তান

হইলে সে স্ত্রীলোক সমাজে পরিত্যজ্য। পরাশর দশম অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে বলিতেছেন।

"জারেণ জনয়েদ্ গর্ভং গর্ভে ত্যক্তে মৃতে গতে। তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীং॥ (৫)

অন্য অন্য আর্য্য ঋষিগণ যেরূপ স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রতি ভক্তি তাহাদিগের প্রধান ব্রত নির্দ্দেশ করিয়াছেন পরাশরও সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যাবমন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

দরিদ্র পীড়িত বা মূর্খ বলিয়া যে তাহার স্বামীকে ভক্তি না করে সে মরিলে ইতর জন্তু হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিবে। সে জন্ম জন্মান্তর বিধবা হইবে।

ব্যভিচারী স্ত্রীলোকের পক্ষে নানাবিধ দণ্ড ব্যবস্থা আছে। ঐরূপ স্ত্রীলোক যে গৃহে যাইবে এমন কি তাহার পিতা মাতা কি তাহার প্রণয়ের পাত্রের গৃহে গেলেও সেই সেই স্থান পতিত হইবে। সেই গৃহ পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে। মৃত্তিকার পাত্র ঘর হইতে ফেলিতে হইবে। বস্ত্র ও কাষ্ঠাদিবস্তু শোধন করিতে হইবে। নিম্নের শ্লোকে ঐরূপ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পুংসো যদি গৃহং গচ্ছেৎ তদ্ শুদ্ধং গৃহং ভবেৎ।
পিতৃমাতৃগৃহং যচ্চ জারস্যৈব তু তদ্ গৃহম্॥ ৩৭॥
উল্লিখ্য তদ্ গৃহং পশ্চাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
ত্যজেন্ মৃণ্ময়পাত্রাণি বস্ত্রং কাষ্ঠঞ্চ শোধয়েৎ॥৩৭॥
দশম অধ্যায়।

পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
দশম অধ্যায়।

যাহার স্ত্রী সুরাপান করে তাহার অর্দ্ধেক শরীর পতিত হইবে। এই শ্লোকের দ্বারায় দেখা যায় যে স্ত্রীলোকের পক্ষে সুরাপান করা গর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল।

মদ্যপশ্চ দ্বিজঃ কুর্য্যান্নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।
চান্দ্রায়ণে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্॥
অনডুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্॥
দ্বাদশ অধ্যায় ৬৭।৬৮ শ্লোক।

যে দ্বিজ মদ পান করিয়াছে সে যে নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে এমন নদীর তীরে যাইবে। চন্দ্রায়ণ করিবে। চন্দ্রায়ণ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। এবং দক্ষিণাস্বরূপ গো দান করিবে।

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে পুরুষের পক্ষেও মদ পান করা অতি গর্হিত কার্য্য।

সমুদ্রের মনোহর দৃশ্য আর্য্য ঋষিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। পরাশর স্থানে স্থানে সমুদ্রতীরে গমন অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমুদ্রের দৃশ্য আত্মা শুদ্ধ করে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। ব্রহ্মহত্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাপ। এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতে যাইয়া পরাশর বলিয়াছেন।

"চাতুর্ব্বেদ্যোপপন্নস্ত বিধিবদ্ব্রহ্মঘাতকে।
সমুদ্রসেতুগমনে প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৫৮॥
এতেষু খ্যাপয়ন্নেনঃ পুণ্যং গত্বা তু সাগরম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্॥ ৬২॥
রামচন্দ্রসমাদিষ্টং নলসঞ্চয়সঞ্চিতম্।
সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥৬৩॥
দ্বাদশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যাকারীর পক্ষে সমুদ্রসেতু গমন প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিবেন। দশযোজনবিস্তীর্ণ শতযোজন দীর্ঘ সমুদ্র ও রামচন্দ্রের আদেশমতে নলকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেতু দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্ট করিবে।

শূদ্রের অন্নভোজন করিলে সকল সময়ে ব্রাহ্মণের জাতি যাইত না।

শূদ্রান্নং ( সূতকস্যান্নং অভোজ্যস্যান্নমেব চ )।
শঙ্কিতং প্রতিষিদ্ধান্নং পূর্ব্বোচ্ছিষ্টং তথৈব চ ॥৪॥
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ অজ্ঞানাদাপদাপি বা।
জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মকুর্চ্চন্তু পাবনম্ ॥ ৫ ॥

অজ্ঞানে বা আপদে ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন ভোজন করিলে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবে। কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ইহার পরে ১৯ উনবিংশ শ্লোকে ঐ একাদশ অধ্যায়ে ইহা অপেক্ষা উদার মত প্রকাশ হইয়াছে।

"আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেতদ্রুপদাং বা শতং জপেৎ॥"

আপৎকালে ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে ভোজন করিলে মনস্তাপ করিলে বা বেদের দ্রুপদ শ্লোক সাতবার জপ করিলে শুদ্ধ হইবে।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর উদারমত দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ—

শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ গুহ।

---

## শ্রীধরস্বামীকৃত ব্রহ্মস্তব।

জয়জয়াজিতজহ্যগজঙ্গমাবৃতিমজামুপনীতমৃষাগুণান্। ন হি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীত গুণার্নবতানব ॥ ১ ॥ (১)

হে অজিত! উৎকর্ষতা আবিষ্কার কর। হে নিগমগীতগুণার্নব, স্থাবর জঙ্গমাত্মক মিথ্যা গুণোপেত মায়া ( অবিদ্যা ) নাশ কর। এই সকল জীব তোমা ব্যতিরেকে মায়া নাশ করিতে সমর্থ হইবে না, এই সকল জীবকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

দ্রুহিণ বহ্নিরবীন্দ্রমুখামরাজগদিদং ন ভবেৎ পৃথগুত্থিতম্। বহুমুখৈরপি মন্ত্রগণৈরজস্ত্বমুরুমূর্ত্তিরতো বিনিগদ্যসে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা, বহ্নি, রবি, ইন্দ্রপ্রমুখ অমর সকলও এই জগৎ তোমা হইতে পৃথক্ উত্থিত হয় নাই। মন্ত্র সকল নানার্থ প্রতিপাদক হইলেও তোমাকে অজ ও উরুমূর্ত্তি কহিয়া থাকেন ॥২॥

সকলবেদগণেরিতসদ্গুণস্ত্বমিতি সর্ব্বমনীষিজনারতাঃ। ত্বয়ি সুভদ্রগুণশ্রবণাদিভিস্তবপদস্মরণে ন গতক্লমা ॥ ৩ ॥

তুমি সকল বেদগণদ্বারা উচ্চারিত সদ্গুণ পদার্থ তজ্জন্য হে সুভদ্র! শ্রবণ মননদ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া বিগত শ্রান্ত হইয়া জ্ঞানী লোক সকল তোমাতে রত হয় ॥৩॥

নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণবর্ণনসংস্মরণাদিভিঃ। নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ ॥ ৪ ॥

হে নরহরে! মনুষ্য নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া যদি শ্রবণ বর্ণন স্মরণাদি দ্বারা তোমাকে ভজনা না করে তাহাহইলে তাহারা কর্ম্মকারের ভাস্ত্রার ন্যায় শ্বাসত্যাগ করে, সুতরাং তাহাদের বিফল জন্ম ॥ ৪ ॥

উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতোমুনিবর্ত্মভিঃ।(২)
হন্তিমৃত্যুভয়ং দেবো হৃদ্গতং তমুপাস্মহে ॥ ৫ ॥

যিনি যোগীদিগের উপাসনা মার্গদ্বারা উদরাদিতে ( বৈশ্বানররূপে ) চিন্তিত হন ও যে দেব

---

(১) জয—উৎকর্ষ আবিষ্কার কর। জহী—নাশ কর। অগ—স্থাবর। বৃতি—আবরণ। অজ—মায়া। অমী (প্রাণিনঃ) জীব সকল। অব—রক্ষা কর।

(২) মুনিবর্ত্মভিঃ উপাসনামার্গৈঃ।

মৃত্যুভয় নাশ করেন হৃদ্‌গত সেই দেবকে আমরা উপাসনা করি ॥ ৫ ॥

স্বনির্ম্মিতেষু কার্য্যেষু তারতম্যবিবর্জ্জিতম্ (১)
সর্ব্বানুস্যূতসন্মাত্রং ভগবন্তং ভজামহে ॥ ৬ ॥

স্বনির্ম্মিতকার্য্যে যিনি তারতম্যহীন, সকলের সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ সেই সন্মাত্র ভগবানকে আমরা ভজনা করি ॥ ৬ ॥

তদংশস্য মহেশান অন্মায়াকৃতবন্ধনম্।
তদঙ্ঘ্রিসেবামাদিশ্চ পরানন্দনিবর্ত্তয় ॥৭॥

হে ঈশান! হে পরমানন্দ! তোমার পাদপদ্ম সেবাকারী তোমার অংশভূত আমার মায়া নিবারণ কর, সে মায়া তোমা হইতে উদ্ভব হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো সদামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কচিৎ চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্ ॥৮॥

তোমার বাক্যরূপ অমৃতসমুদ্রে বিহারকারী মহানন্দ প্রাপ্ত মহাত্মা চতুর্ব্বর্গকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন ॥ ৮ ॥

ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথে মন্মনোরমতামিহ।
কদামসেদৃশং জন্মমানুষং সংভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

কখন আমার ঈদৃশ মনুষ্য জন্ম হইবে যে আত্মাস্বরূপ তোমাতে ও জগন্নাথে আমার মন রমণ করিবে ॥ ৯ ॥

চরণস্মরণং প্রেম্না তবদেব সুদুর্লভং।
যথা কথঞ্চিন্নৃহরে মম ভূয়াদহর্নিশং ॥১০॥

হে নৃহরে! যে কোনপ্রকারে প্রেমদ্বারা তোমার দেবদুর্ল্লভ শ্রীচরণ স্মরণ আমার অহোরাত্র হয় তাহাই হউক্ ॥ ১০ ॥

কাহং বুদ্ধ্যাদিসংরুদ্ধঃ ক্বচভূমন্ মহস্তব।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরেদিশ ॥১১॥

হে নৃহরে! হে ভূমন্! অহঙ্কার বুদ্ধ্যাদিদ্বারা সংবদ্ধ আমি কোথায় এবং তোমার মহিমাই কোথায়! হে দীনবন্ধো! হে দয়াসিন্ধো! আমায় ভক্তিমার্গ আদেশ করুন্ ॥ ১১ ॥

মিথ্যাতর্কসুকর্কশেরিত মহাবাদান্ধকারান্তর ভ্রাম্যন্মন্দমতের মন্দমহিমন্ ত্বজ্‌জ্ঞানবর্ত্মাস্ফুটম্। শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশঙ্কর শ্রীপতে গোবিন্দেতি মুদাবদন্ মধুপতে মুক্ত কদাস্যামহম্ ॥ ১২ ॥

হে অসীমমহিমা বিতরণকারি! আমি মূঢ়মতি। আমি মিথ্যা কর্কশতর্কে প্রেরিত হইয়া মহাবাদানুবাদ অন্ধকারে ভ্রমণ করি এবং তজ্‌জ্ঞান (তোমার স্বরূপ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া সে পথ পরিষ্কার করি। হে মধুপতে! হে মাধব! হে বামন! হে ত্রিনয়ন! হে শঙ্কর! হে শ্রীপতে! আনন্দে এইরূপ বলিতে বলিতে আমি কবে মুক্ত হইব? ॥ ১২ ॥

যৎ সত্ত্বতঃ সদা ভাতি জগদেতদসৎস্বতঃ।
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজামতং ॥ ১৩॥

যিনি সৎ ও যাঁহার সত্ত্বাবশতঃ এই জগৎ মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এই মিথ্যাজগতে সদাভাস সেই ভগবানকে ভজনা করি ॥ ১৩ ॥

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু বাগমান্। যজন্তু যাগৈর্ব্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥ ১৪ ॥

মনুষ্য সূর্য্য উত্তাপে তাপিত হউক্, পর্ব্বত হইতে পড়িয়া যাউক্, তীর্থ সকল ভ্রমণ করুক্, আগম পাঠ করুক্, যজ্ঞ করুক্, বাদানুবাদদ্বারা বিবাদ করুক্, কিন্তু শান্তিনিকেতন হরি ব্যতিরেকে শান্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

অনিন্দ্রিয়োঽপি যো দেবঃ সর্ব্বকারকশক্তিধৃক্।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বসেব্যং নমামিতং ॥ ১৫ ॥

যে দেবের কোন ইন্দ্রিয় নাই তথাপি যিনি সকলের কার্য্যকর্ত্তা ও সর্ব্বশক্তিমান্—যিনি

(১) অনুস্যূত সম্বন্ধ।

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও যিনি সকলের সেব্য সেই দেবকে নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

স্বদীক্ষণবশক্ষোভ মায়াবোধিতকর্ম্মভিঃ। জাতান্ সংসরতঃ খিন্নান্ নৃহরে পাহিনঃ পিতঃ॥১৬॥

তাঁহার কটাক্ষে মায়া বিকসিত হন ও সেই মায়াদ্বারা আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং সেই কার্য্যদ্বারা জন্মগ্রহণ করি ও ক্রমে ক্লান্ত হই। হে পিতঃ! সেই ক্লান্ত আমাদিগকে রক্ষা কর ॥১৬॥

অন্তর্যন্তা সর্ব্বলোকস্য গীতঃ শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈব মেবাবমেয়ঃ। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্নৃসিংহঃ শ্রীমন্তন্তং চেতসৈবাবলম্বে ॥ ১৭ ॥

যিনি সকল জীবের অন্তরে থাকেন, যিনি সকল লোকদ্বারা কীর্ত্তিত এবং যাঁহাকে শ্রুতি-যুক্তিদ্বারা নিশ্চয় করা যায়। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, যিনি নৃসিংহ, সেই মহাপুরুষকে চিত্ত-দ্বারা আমরা আশ্রয় করি ॥ ১৭ ॥

যস্মিন্নুদ্যাৎ (১) বিলয়মপি যদ্ যাতি বিশ্বং লয়াদৌ জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাব(২) বোধে। অত্যন্তাং (৩) তং ব্রজতি সহসা সিন্ধুবৎ সিন্ধুমধ্যে মধ্যে চিত্তং ত্রিভুবন গুরুং ভাবয়ে তং নৃসিংহম্ ॥ ১৮ ॥

এই জীবের আধার বিশ্ব যাঁহা হইতে উদ্ভব হয় এবং প্রলয়ে যাহাতে বিলয়প্রাপ্ত হয়, গুরুর অনুগ্রহে যাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং যদ্রূপ সিন্ধু (নদী) মহাসাগরে প্রবিষ্ট হয় তদ্রূপ যাঁহাতে এই মনুষ্য দেহ লয়প্রাপ্ত হয়, চিত্তমধ্যে স্থিত সেই ত্রিভুবন গুরু নৃসিংহকে ভাবনা করি ॥ ১৮ ॥

সংসারচক্রক্রকচৈর্বিদীর্ণ মুদীর্ণ নানাভবতাপ-তপ্তং। কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরের্নৃলোকম্ ॥ ১৯ ॥

হে নৃসিংহ! সংসারচক্রকরাতে বিদীর্ণ, সংসারে উত্থিত, নানাসংসারতাপে তপ্ত, কোন-রূপে দেহপ্রাপ্ত ও তজ্জন্য পীড়িত নরলোককে উদ্ধার কর ॥ ১৯ ॥

যদা পরানন্দ গুরো ভবৎপদে পদং মনোমে ভগবন্ লভেত। তদা নিরতাখিলসাধনশ্রমঃ শ্রয়েয সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥ ২০ ॥

হে পরানন্দ! হে গুরো! হে ভগবন্! যখন আমার মন আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থান পাইবে তখন সমুদায় কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠানবশতঃ শ্রম হইতে নিরত হইয়া আপনার কৃপাতে অসীম সুখলাভ করিব ॥ ২০ ॥

ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দচিদ্‌ঘনঃ। আত্মৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছদারসুতাদিভিঃ ॥২১॥

যে ব্যক্তি আপনার ভজনা করে, আপনি তাঁহার পরমানন্দ ও চিদ্‌ঘন, সুতরাং তাঁহা-দিগের তুচ্ছ স্ত্রী পুত্রপরিবারের প্রয়োজন কি ॥২১

মুঞ্চন্নঙ্গ তদঙ্গ সঙ্গমনিশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন্ সন্তঃ সন্তিয়তো যতো গতমদাস্তানাশ্রমানা-বসন্। নিত্যং তন্মুখপঙ্কজাদ্বিগলিতত্বৎ পুণ্য-গাথামৃতস্রোতসংপ্লব সংপ্লুতো নরহরে নশ্যামহং দেহভৃৎ ॥ ২২ ॥

হে প্রিয়! পুত্র স্ত্রী-ধনাদিতে বাসনা-ত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বদা তোমাকে চিন্তা করিয়া যাহাতে মদমাৎসর্য্য বিগত হয়, সাধু-লোক সেই সেই আশ্রমকে আশ্রয় করেন।

---

(১) উদ্যাৎ—উৎসন্নং বিশ্বমিতি শেষঃ।

(২) অববোধে—জ্ঞানে। কেবলাত্মা—পূর্ণ আত্মা পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ।

(৩) অত্যন্তাং—বিনাশং লয়ং। মধ্যেচিত্তং—চিত্তমধ্যে ইত্যর্থঃ।

(১৯) ক্রকচ—করাত ইতি ভাষা। উদীর্ণ—উত্থিত।

(২২) মুঞ্চন্—ত্যজন্। অঙ্গ—প্রিয়। অঙ্গসঙ্গং—স্ত্রী-পুত্রাদিকং। সংপ্লব—সন্তরণ। সংপ্লুতঃ—গমনং কুর্ব্বতঃ সন্নৈব—সৎ+ন+এব। পরঃ মুক্তিদাতা ইত্যর্থঃ।

(২৩) ইন্দিরামৃত—ইন্দিরয়া লক্ষ্ম্যামৃতঃ স্বতঃ।

হে নরহরে! আমি সেই সাধুলোক মুখপদ্ম বিগলিত তোমার পবিত্র গীতামৃতস্রোতে সন্তরণ করিতে করিতে গমন করিয়া আর এ মানবদেহ ধারণ করিব না॥ ২২॥

উদ্ভূতং ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সন্নৈব সর্পঃ স্রজঃ কুর্ব্বৎ কার্য্যমপীহ কূটকনকং বেদোপি নৈবং পরঃ। অদ্বৈতং তব সৎপরং তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা বন্দে সুন্দরমিন্দিরানুত হরে মামুঞ্চ মামানুতং॥ ২৩॥

আপনি সৎ আপনা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে তথাপি ইহা সৎ নহে (সতের কার্য্য হইলেই কি সৎ হয়? তাহা নহে) যেরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রম ও মিথ্যা, যেরূপ কপট স্বর্ণ (মেকিসোনা) দ্বারা আমাদের কার্য্য সাধন হয়, যেরূপ বেদ (আপনার বাক্য) সত্য বলিয়া আমাদিগকে ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত করে কিন্তু বাস্তবিক ইহা মুক্তিদাতা নহে (ইহা কেবল পণ্ডশ্রম ও ভ্রমমাত্র) তদ্রূপ এই জগৎ সত্য নহে। আপনি অদ্বৈত আপনি সৎ, পরমানন্দদায়ী আপনার পাদপদ্মকে বন্দনা করি। হে হরি! আপনি লক্ষ্মীদ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্তুতঃ আপনার শ্রীচরণে পতিত আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না॥ ২৩॥

মুকুটকুণ্ডল-কঙ্কণ কিঙ্কিণী পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ। মহদহঙ্কৃতি স্বপ্রমুখং তথা নরহরের্নপরং পরমার্থতঃ॥ ২৪॥

মুকুট, কুণ্ডল, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী প্রভৃতি অলঙ্কার যেরূপ প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ। হে নরহরে! সেইরূপ মহৎ অহঙ্কার আদি সমুদায় যেরূপ আপনার প্রধান প্রধান কার্য্য করে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা আপনা হইতে ভিন্ন নহে॥ ২৪॥

নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গনগতা কালাস্বভাবদিভির্ভাবান্ সত্বরজস্তমোগুণময়ান্নুন্মীলয়ন্তী (২) বহুন্। মামাক্রম্য পদা শিরস্যতিভরং সংমর্দ্দয়ন্ত্যাতুরং মায়াতে শরণং গতোস্মি নৃহরেত্বামেব তাম্বরয়॥ ২৫॥

তোমার কটাক্ষমাত্র লাভ করিয়া তোমার মায়া নৃত্য করে এবং কালকর্ম্মানুসারে সত্বরজ-তম প্রভৃতি বহু গুণময় ভাব প্রকাশ করে। সেই মায়া তাহার পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া আমার মস্তকে অতি ভর দিয়া সম্মর্দ্দনকরতঃ আমাকে পীড়ন করিতেছে। হে নৃহরে! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম তুমি সেই মায়াকে নিবারণ কর॥ ২৫॥

দস্তন্যাসমিষেণ (৩) বঞ্চিতজনং ভোগৈকচিন্তাতুরং সংমুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্যোগক্লমৈ (৪) রাকুলম্। আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞজনতা সম্মাননা সম্মদং দীননাথ দয়ানিধান পরমানন্দ (৫) প্রভো পাহি মাং॥ ২৬॥

আমি ন্যাস (রেচক পূরক মন্ত্র) ছদ্মে বঞ্চিত, একমাত্র ভোগবাসনা চিন্তা করি; সর্ব্বদা মোহভাব প্রাপ্ত হই, বিবিধ উদ্যোগ করিয়া থাকি সেই পরিশ্রমে ক্রমে ক্লান্ত হই, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি ও অজ্ঞলোকের সম্মাননাবশতঃ আনন্দিত হই। হে দীন অনাথ ব্যক্তিকে দয়াকারিন্! হে পরমানন্দ! হে প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন্॥ ২৬॥

অবগমং তব মে দিনমাধব স্ফুরতি যন্ন (১) সুখাসুখসঙ্গমঃ (২)। শ্রবণবর্ণনভাবমথাপি বা (৩) ন হি ভবামি যথাবিধি কিঙ্করঃ (৪)॥ ২৭॥

(২৪) পরমার্থতঃ ন কনকমিতি শেষঃ।

(২৫) প্রকাশয়ন্তী।

(৩) মিষেণ ছদ্মনা। (৪) ক্লমৈঃ ক্লেশৈঃ।

(৫) স্বার্থঃ পরমেশ্বরঃ অন্যপক্ষে শ্রীধরস্বামিনঃ গুরুঃ।

(১) যৎ যস্মিন্ জ্ঞানে। (২) বিধিনিষেধাধিকারী।

(৩) এইরূপ রামগীতায় ৫১।৫২ শ্লোক ও তাহার টীকার ভাব।

(৪) রামগীতায় ৫৫ শ্লোক এই ভাব।

হে মাধব! যাহাতে আপনার জ্ঞানলাভ করিতে পারি আমায় এরূপ বিধান করুন্। যে জ্ঞান হইলে আমার আর সুখদুঃখ (দ্বন্দজ্ঞান) সঙ্গমহৃদে প্রকাশ পাইবে না এবং শ্রবণ বর্ণনা-ভাব থাকিবে না এবং যে প্রকারে আমি দেহী-দিগের বিধিনিষেধাধিকারী হইতে না পারি আমায় এরূপ করুন্॥ ২৭॥

দ্যুপতয়ো (৫) বিদুরন্তমনন্ত তে নচ ভবান্ন গিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ (৬)। ত্বয়ি ফলন্তি যতো ন ন ইত্যতো জয়জয়েতি ভজে তব তৎ পদম্॥ ২৮॥

ইতি শ্রীধরস্বামিনা বিরচিতং নারায়ণ-স্তোত্রং সম্পূর্ণং॥

হে অনন্ত! ব্রহ্মাদি দেবতা সকলও আপনার অন্ত পান না, আপনি শ্রুতিমৌলিবেদ ও আপনার অন্ত পান না। সমুদায় "নেতি" "নেতি" পূর্ব্বক সমুদায় নিষেধ করিয়া বেদ সকল আপনাতে প্রতিফলিত হন। হে দেব! জয় জয় শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম ভজনা করি॥ ২৮॥

অনুবাদ সম্পূর্ণ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(৫) দেবাঃ।

(৬) গিরঃ শ্রুতমৌলয়ঃ শ্রুতয় এব মৌলয়ঃ শিরাংসি যাসাং তা গিরঃ বাক্যানি বেদা ইত্যর্থঃ।

# পঞ্চদশী।

## পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসাধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥২৩॥

আকাশাদি পঞ্চভূত, শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মন ও বুদ্ধি এই সকলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, এইক্ষণে সেই আকাশাদি পদার্থের কার্য্য বিবৃত হইতেছে, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু বা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম সূক্ষ্মশরীর। উক্ত সপ্তদশ অবয়ব সমবেত হইয়া সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয় এই সূক্ষ্মশরীরকে বেদান্তাদিগ্রন্থে লিঙ্গশরীর বলে॥ ২৩॥

প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টিতা॥ ২৪॥

ইতিপূর্ব্বে যে অবিদ্যা ও মায়ার বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই মালিন্যগুণ পরিপূর্ণ অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত যে জীব বা প্রাজ্ঞ, তিনি লিঙ্গশরীরের অভিমানী, এইজন্য তাহাকে তৈজস বলিয়া থাকে, বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়ার অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বর তিনিও লিঙ্গশরীরের অভিমানী এইজন্য তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ, পরন্ত তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই উভয়েই এক লিঙ্গ শরীরের অভিমানী বিধায় একরূপ হইলেও এই উভয়ের বিভিন্নতা আছে, যিনি ব্যষ্টিভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী তাঁহাকে তৈজস এবং যিনি সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে, হিরণ্যগর্ভ-সমষ্টিরূপ এবং তৈজস—জীব ব্যষ্টিস্বরূপ॥ ২৪॥

সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষা স্বাত্মাতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদ্ভাবাত্ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া॥২৫॥

লিঙ্গশরীরোপাধীবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একাত্মভাব অবগত আছেন। এই নিমিত্ত সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ঈশ্বরকে সমষ্টি বলে, কিন্তু জীবের ঐরূপ একাত্মভাবের জ্ঞান নাই, এই নিমিত্ত সেই তৈজস—জীবকে ব্যষ্টি বলিয়া থাকে।

হিরণ্যগর্ভপুরুষ সমস্ত জীবকে আপনার সহিত অভেদরূপে জানেন এবং জীবগণ পরস্পরকে পৃথক্‌রূপ জ্ঞান করেন ॥ ২৫ ॥

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে নিরাকার মহাশক্তি হইতে কি প্রকারে সাকার দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি হইল ঐ সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বা কার্য্যপদ্ধতি কিঞ্চিৎ বুঝা আবশ্যক। উপরোক্ত মহাশক্তি বা মহামায়ার মহাকর্ষণী শক্তি আছে, উহাই মায়ার প্রধান অঙ্গ। ঐ মহাকর্ষণীশক্তি হইতে অবিদ্যাশ্রিত জীব জগতে মনের বিকাশ এবং গুণভেদে মনের একাগ্রতা, প্রেম, ভক্তি, দয়া, স্নেহ, বাসনা, অনুরাগ, আসক্তি ও তম প্রধান জড়জগতে চৌম্বকাকর্ষণী, মাধ্যাকর্ষণী, সংশ্লেষণী যোগাকর্ষণী সংযোজনী শক্তির বিকাশ পায়। উক্ত মায়ারাজ্যে আর একটী বিক্ষেপণীশক্তি আছে উহাই অবিদ্যার প্রধান অঙ্গ, মনের বিক্ষেপ বিশ্লেষণ ও ভিন্ন ভিন্ন গতি উহার অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে ঐ আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ হইতেই মানসক্ষেত্রে ধারণা, যুক্তি, নির্ব্বাচন ও বিচার প্রভৃতির ক্রিয়া নিষ্পাদন হয় ঐ আকর্ষণীশক্তি হইতে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান-সংশ্লিষ্ট ও বিক্ষেপণ হইতে বিশ্লিষ্ট হয়, ঐ বিক্ষেপণশক্তিই মনের চঞ্চলতার একমাত্র কারণ। পূর্ব্বোল্লিখিত মত সত্ত্বগুণযুক্ত চিন্ময়ী মহামায়া স্বকীয় আকর্ষণীশক্তিপ্রভাবে জ্যোতির্ম্ময় অখণ্ড মহামানসকারে বিবর্ত্তিত এবং রজগুণজনিত রাগ বা গুহ্য তেজদ্বারা দ্রবীভূত হন; উহাই ব্রহ্মাণ্ডের কারণবারি। ঐ কারণবারিই ব্রহ্মের পুত্র স্থানীয়, এইজন্যই আপো নারায়ণ, যথা আপো নারা ইতি প্রোক্তা, আপো বৈ নর সূনবঃ॥ তা যদস্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ বঙ্গার্থ। নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রসূত বলিয়া অপত্য প্রত্যয়ে জলকে নারা কহে ঐ নারা ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার অয়ন বা আশ্রয় এইজন্যই নারায়ন কহে। এই কারণ বারি * বিক্ষেপণীশক্তিপ্রভাবে পরমাণুবৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া চৈতন্যের আভাসে পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বার ন্যায় যেন ঐ মহামানসমধ্যে প্রকটিত হয়। উহা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বার ন্যায় বটে কিন্তু মহামনের সহিত পৃথক্ নহে,উহা ঐ মহামনেরই একটী একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। ঐ মহামানস সত্ত্বগুণময়, কিন্তু রজগুণ হইতে উহা মহাদ্রাবকস্বরূপে স্বয়ং দ্রবীভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বারিরূপে বিবর্ত্তিত হইলে, তমগুণই উহার পৃথক্ পৃথক্ ক্ষেত্রের কারণ হয় অতএব ঐ মহামানসাণু সকল রজতমগুণ মিশ্রিত মলিন সত্ত্বময় হওয়ায়, ঐ পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বার ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ অহং বিন্দুরূপে বিবর্ত্তিত হয়। ঐ মলিন সত্ত্বগুণই অবিদ্যা এবং ঐ পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাই পৃথক্ পৃথক্ কারণ শরীর। এতাব-তায় ঐ অবিদ্যাই কারণ শরীর প্রতিপন্ন হই-তেছে। উহার মহাকারণই সেই অব্যক্তামূলা প্রকৃতি। ঐ অবিদ্যাকেই চিত্তাকাশ কহে। অতএব অনাদি অনন্ত মহাকাশে চিদাকাশ ও চিত্তাকাশ অবস্থিত আছে। ঐ চিদাকাশস্থ চিন্মাত্রই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং চিত্তাকাশস্থ বা কারণ শরীরস্থ চিদ্‌বিম্বই প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে বিখ্যাত। ঐ প্রাজ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই সুখ দুঃখ ভোগ করেন। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞের ভোগেরও ভোগাশ্রয়া দেহের নিমিত্তই পূর্ব্বোক্ত তম-প্রাধান্য গুণ হইতে জড়াকাশে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের

* এই কারণবারি অর্থে স্থূল জল নহে যে নিত্য-বস্তু মহাদ্রাবকস্বরূপে স্বয়ং বিশ্লিষ্ট ও দ্রবীভূত হয় তাহাই কারণবারি উহা আকাশীয় প্রবাহ (Ethereal fluid). যথা তাভ্যাং স সকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে। মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টা, বপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং॥ মনু-সংহিতা।

বঙ্গানুবাদ। তিনি উর্দ্ধে স্বর্গ অধ পৃথিবীমধ্যে আকাশ অষ্টদিক ও নিত্য সমুদ্র স্থাপিত করিলেন।

বিকাশ হয়। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যেও সত্ত্ব ও রজগুণ প্রচ্ছন্নভাবে আছে। ঐ পঞ্চভূতস্থ সত্ত্বগুণ হইতেই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় যথা—আকাশ শব্দ গুণের আধার, অতএব আকাশের সত্ত্বগুণ (চিদ্‌বিকাশিনীশক্তি) হইতে কর্ণেন্দ্রিয় (এই কর্ণেন্দ্রিয় অর্থে স্থূল কর্ণ নহে কর্ণের শব্দ গুণগ্রাহিণীশক্তি) এইরূপে বায়ুর সত্ত্ব হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, রসের সত্ত্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয়, ক্ষিতির সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। ঐ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি সত্ত্বগুণের সারসংগ্রহ হইতে জীবের মন বুদ্ধিযুক্ত অন্তঃকরণের বিকাশ হয়। ঐ অন্তঃকরণ যোগে প্রাজ্ঞ আত্মা সুখ দুঃখ ভোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ অন্তঃকরণের বীজই কারণ শরীরে সত্ত্বগুণ; উহাকেই আনন্দময় কোষ বলে, উহাই আত্মার ভোগস্থান; কিন্তু তম প্রধান সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের মলিন সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়সহ বুদ্ধির বিকাশ না হইলে, ভোক্তৃত্বাভিমানী চিত্তেরও স্ফুরণ হয় না, ঐ বুদ্ধিই স্বয়ং কর্ত্তৃত্বাভিমানী হয়। অতএব আনন্দময় কোষের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমানী অহং তত্ত্বের সহিত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষের এবং লোভ, মোহ, কামক্রোধাদি রিপুর সহিত সঙ্কল্পাত্মক মনোময় কোষের বিকাশ হয়। তদনন্তর আকাশাদি পঞ্চসূক্ষ্মভূতের রজগুণ হইতে বাক্‌পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থের কার্য্যকারী শক্তির অর্থাৎ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এবং ঐ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টি রজগুণের সারসংগ্রহ হইতে প্রাণের বিকাশ হয়। ঐ প্রাণ বৃত্তি ভেদে পঞ্চপ্রকার যথা নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণশক্তি, পরিপাকশক্তি, সর্ব্ব শরীরে রক্তসঞ্চালনশক্তি, উদগার ও মলমূত্র ত্যাগশক্তি। ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জীবনীশক্তির সহিত প্রাণময় কোষের বিকাশ হয়। উপরোক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই সপ্তদশতত্ত্বের নাম লিঙ্গশরীর। ঐ লিঙ্গশরীর উপরোক্ত মত বিজ্ঞানময় মনোময় ও প্রাণময় ত্রিবিধ কোষে বিভক্ত। পূর্ব্বোক্ত প্রাজ্ঞ আত্মা যখন ঐ লিঙ্গদেহাভিমানী হন অর্থাৎ ঐ লিঙ্গ দেহের সহিত অভিন্ন জ্ঞানে মাখামাখি ভাবাপন্ন হন তখন তাঁহাকে তৈজস কহে। পরে ঐ পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ হইতে জীবের স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়। ঐ পঞ্চীকরণের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত শ্লোকের অনুবাদে বিবৃত হইবে। উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে ভূতের বা উপাদানের পরস্পর নিয়মানুযায়ী সংযোগ হইতেই স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়। যখন ঐ স্থূলদেহের সহিত পূর্ব্বোক্ত তৈজসাত্মা অভিন্ন জ্ঞানে মাখামাখী হন, তখনই তৈজসাত্মা স্থূল দেহাভিমানী মানব গো, অশ্ব ইত্যাদি নামে অভিহিত হন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত মহামায়াশক্তিও চিন্মাত্রই মায়িক ঈশ্বর, এই ঈশ্বরই কারণাব্ধিশায়ী প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণু। যখন ঐ মায়িক ঈশ্বর মায়ার সাহায্যে মহামানসাকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করেন এবং ঐ কল্পনাই দ্রবীভূত হইয়া মহামানস মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মাকারে প্রকটিত হয়, তখন ঐ মায়িক ঈশ্বরকে সূক্ষ্ম জগদাভিমানী হিরণ্যগর্ভ কহে এই হিরণ্যগর্ভই গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ বা প্রজাপতি ব্রহ্মা, ঐ হিরণ্যগর্ভ মধ্যে জ্ঞানশক্তিরূপ দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়সহ জৈবীশক্তি সমস্তই সূক্ষ্মাকারে প্রকটিত হয়। পূর্ব্বোক্ত মহামানসই মহদ্বুদ্ধিস্বরূপ। সমস্ত সূক্ষ্ম জগৎ ঐ মহামানসমধ্যে অবস্থিত। অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্যষ্টি লিঙ্গদেহ ঐ মহামহামনের মধ্যস্থ এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন বা মানসান্ স্বরূপ। উহাই ব্যষ্টি লিঙ্গদেহ, প্রভেদের মধ্যে এই যে ঐ সূক্ষ্ম

জগৎ হিরণ্যগর্ভের অধীন। হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্ম জগতের অধীন নহে। কিন্তু ব্যষ্টি তৈজসাত্মা সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহের সম্পূর্ণ অধীন। ঐ মহামানসস্থিত সূক্ষ্ম জগৎ যখন স্থূলাকারে বিবর্ত্তিত হয়, তখন ঐ সমষ্টি স্থূল বা জড়জগতের জড়শক্তি সংমিশ্রিত বা জড়াকাশস্থিত আভ্যন্তরীণ চিন্ময়ী শক্তিকে বিরাট বা বৈশ্বানর কহে এই বিরাট পুরুষই ক্ষিরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষ নারায়ণ * ঐ বিরাট বা বৈশ্বানর ঐ স্থূল জগতের পরিচালক ঐ বিরাট বা বৈশ্বানর স্থূল জগতের অধীন নহে। উহাই স্থূলজগতের মৌলিকশক্তি, স্থূলজগৎ সম্পূর্ণরূপে ঐ শক্তির অধীন। যেরূপ পূর্ব্বোক্তমত কারণ জগতে সত্ত্বরজঃ তমগুণের বিকাশ হইলে এবং ঐ রজগুণকর্তৃক দ্রবীভূত কারণবারী তমগুণের সূক্ষ্ম উপদান বা ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত হইলে সূক্ষ্মদেহের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ কার্য্য জগতে জলীয়তত্ত্বের সহিত ক্ষিতি জাতীয় তত্ত্বসংযুক্ত হইলে স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়। ঐ কারণ বারিস্থ চিদ্‌বীজ ক্ষেত্রস্থ হইলে জীব, জন্তু ও উদ্ভিদাদির উৎপত্তি হয়। অতএব জলই পিতৃশক্তি ক্ষেত্রই মাতৃশক্তি। জলই শুক্র ক্ষেত্রই শোণিত। উহাই সনাতন নিয়ম, উহা কোন বস্তুর অধীন নহে, বস্তুই উহার অধীন। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুস্থ চিৎশক্তি সেই বস্তুর অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। উহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, অতএব ব্যষ্টিজীবের স্থূলদেহস্থ চিদাভাব দেহস্থ প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন। ইহার একটী দৃষ্টান্ত এই যে মনে কর একটী বিশ্বব্যাপী কল আছে। ঐ বিরাট কলরূপ যেন একটী মহা-স্কন্ধ শাখা, প্রশাখাবিশিষ্ট ও তাহার প্রত্যেক শাখাপ্রশাখায় যেন পত্র পুষ্পের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কল অঙ্কুরিত আছে, ঐ বিরাট কল স্বতঃই চলিতেছে, উহার বিরাম নাই। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কলের সর্ব্বসামঞ্জস্য ঐ বিরাট কল ও তাহার শাখা প্রশাখা হইতে সুরক্ষিত হইতেছে। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের জল কয়লা পরিবর্ত্তন ও সময় সময় ঐ কলের অভ্যন্তরস্থ উপাদানিক ও যান্ত্রিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক। ঐ সমস্ত উপাদান ও যন্ত্র সকল মূল কলের অধীন হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল গুলির অধীন নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলগুলি উহাদিগের অধীন। যেমন তোমার মস্তিষ্কজাত বুদ্ধি বা দেহজাত চৈতন্য তোমার দেহের উপর আধিপত্য করে। কিন্তু ঐ মস্তিষ্কস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনু বা দেহস্থ জীবানুগুলি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে জ্ঞান ও বুদ্ধির ন্যায় কার্য্য করিতে পারে না দেহের অধীনেই দেহস্থ জীবানুগুলি কার্য্যানুবর্ত্তী হয়। উহা দেহের অংশ বা দেহের অধীন। কিন্তু ঐ সমষ্টি মস্তিষ্কস্থ এবং মেরুস্থিত স্নায়ু চক্রস্থ জীবানুপুঞ্জের ফলস্বরূপে যে জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ হয় ঐ জ্ঞান বুদ্ধিই দেহের কর্ত্তা সেইরূপ সমষ্টি ঈশ্বর প্রকৃতির কর্ত্তা, ব্যষ্টি জীব প্রকৃতির অধীন ও ভোক্তা ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মের মায়া শক্তি ঐ ব্রহ্মের চৈতন্যাভাসে মহামানসরূপে বিবর্ত্তিত ও তদংশীভূত মনোময় প্রজাপতি বা গ্রহদেবতা সকল বিকাশিত হয় ও তদ্দ্বারা পৃথিব্যাদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঐ মানসমধ্যে প্রকটিত হয়। ঐ মায়াশক্তিস্থ ব্রহ্মাভাসরূপ মহা চৈতন্য কর্ত্তা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কর্ম্ম ঐ কর্ম্মের মধ্যেও কর্ত্তার আভাস আছে। কিন্তু তাহা ঐ কর্ম্মান্তর্গত ও কর্ম্মাবরণে আবরিত। ঐ কার্য্যের মধ্য দিয়া কার্য্যের অধীনে ঐ আভাস শনৈ শনৈ বিকাশিত হয়। ঐ কর্ম্মরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিশিষ্ট। সুতরাং আভাস ও ঐ ঐ স্তরান্তর্গত এবং ঐ ঐ স্তরের গুণধর্ম্মী। উপ-

* কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষিরোদকশায়ী ত্রিবিধ পুরুষের বৈজ্ঞানিক রহস্য পরে বিবৃত হইবে।

য়োক্ত দৃষ্টান্তদ্বারা পাঠকগণের একটী ভ্রমসংস্কার জন্মিতে পারে। তাঁহারা মনে করিতে পারে না যে পূর্ব্বোক্ত মত মহাবৃক্ষের শাখা প্রশাখা পত্র ও পুষ্পের ন্যায় ব্রহ্মের মানসাংশ ও মানসাণু (অর্থাৎ জীব) সকলের সহিত সমষ্টির ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভের স্বজাতীয়ভেদ আছে। * বস্তুত তাহা নহে প্রকৃতপক্ষে উহারা ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ হইতে কোন অংশে পৃথক্ নহে বা স্বজাতীয় কি বিজাতীয় কোনপ্রকার ভেদ নাই। পরস্পর এক অভেদ। উহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত বাক্য মন বা ভাষার অতীত এই জন্য সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য কোন দৃষ্টান্ত এই পৃথিবীতে নাই তবে এইরূপে উহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দেওয়া যাইতে পারে যথা মনে কর কালিদাস তাঁহার মনভাব সাহিত্যে বা কাব্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিয়া রঘুবংশ কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যে কয়েকখানি কাব্য মানসক্ষেত্রে কল্পনা করিলেন। ঐ প্রত্যেক কাব্য-কল্পনা তাঁহার এক একটী মনন বা চিন্তা (Thought) প্রসূত, ঐ এক এক খানি বিশেষ বিশেষ কাব্যের মনন বা চিন্তা যেমন তাঁহার সাধারণ মন ও বুদ্ধির অংশ এবং ঐ কাব্যের মনন হইতে যে সকল শ্লোক ও শ্লোকান্তর্গত প্রত্যেক পদ তাঁহার মানসাকারে প্রকটিত হয় তাহাও যেমন ঐ বিশেষ মনন বা চিন্তার অংশ অর্থাৎ যেমন এক একটী কাব্যের মনন বা চিন্তাই স্বীয় মানসক্ষেত্রে কতকগুলি শ্লোক ও ঐ শ্লোকান্তর্গত পদ ও পদান্তর্গত অক্ষরে পরিণত হয় ও তাহাই পূর্ব্বোক্তমত কাগজ কালি ও কলম সংযোগে দৃশ্য পুস্তকাকারে বা লিপী আকারে পরিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ যখন এক একটী সৌর জগৎ ও তদন্তর্গত গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিবী সৃষ্টির মনন বা চিন্তাকারী সত্ত্বা ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভরূপ মহামানসমধ্যে প্রকটিত হয় তখন ঐ প্রত্যেক মনন (Thought) সেই মহামনের অংশস্বরূপ বলা যাইতে পারে ঐ প্রকটিত মননই স্বক্ষেত্রে (অর্থাৎ ব্রহ্মের মহামানসক্ষেত্রে বা মহৎ ব্রহ্মের মধ্যে) এক একটী সৌর জগৎ ও তদন্তর্গত গ্রহ পৃথিব্যাদি সৃষ্টির এক একটী বৃহৎ চিন্তাকারী সত্ত্বা (great thinking entity) উহাদিগকেই নবপ্রজাপতি বা নবগ্রহ কহে। †

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের মহামানসক্ষেত্রে এক একটী চিন্তাকারী সত্ত্বা বা গ্রহাদির সূক্ষ্মমানসাকারই এক একটী প্রজাপতি মনু উহাদিগকেই গ্রহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কহে। ঐ সূক্ষ্ম মনোময় দেবতা সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জৈবসত্ত্বা বিশিষ্ট। সমস্ত সূক্ষ্ম জীবসত্ত্বা উক্ত গ্রহদেবতার আন্তরিক সত্ত্বামাত্র; উহাই পঞ্চভৌতিক দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জড়দেহধারী জীবজন্তুরূপে বিবর্ত্তিতহইয়াছে। কিন্তু যতকাল পঞ্চভৌতিক জড় দেহে সত্ত্বগুণের বিকাশ না হয় ততকাল ঐ জীবজন্তুর মস্তিষ্ক মধ্যে ব্রহ্মের চিন্তাকারী সত্ত্বা বা মানস প্রতিবিম্বিত হয় না, দেহধারী জীবের মস্তিষ্কে সত্ত্বময় মানসাণু প্রতিবিম্বিত হইলে মানসপুত্রের বিকাশ হয় ও জীব মানবকুলে উন্নীত হয়। যাহা হউক্ ব্রহ্মের মানসক্ষেত্রে প্রত্যেক আণবিক সত্ত্বা বা কারণ শরীরস্থিত চিদ্ (আত্মা) সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থিত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মহামানসস্থিত বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ কর্ম্মের কার

* বৃক্ষের সহিত শাখাপল্লব পত্র ও পুষ্পের মধ্যে পরস্পর যে প্রভেদ আছে উহাকে স্বগতভেদ কহে। আর বৃক্ষের সহিত সমুদ্রের বা নদনদীর যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। বৃক্ষের সহিত বৃক্ষান্তরের ভেদকে স্বজাতীয়ভেদ বলে।

† পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের মুক্তাত্মাগণ পরকল্পের প্রজাপতি বা গ্রহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন ইহার বৈজ্ঞানিক গূঢ়রহস্য গ্রন্থ ব্যাখ্যার যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

বারিস্থ প্রত্যেক চিদ্বিম্ব বা জীবাত্মা স্বতন্ত্র পক্ষে সুষুপ্ত অর্থাৎ পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। উহা পৃথক্ অস্তিত্বের বীজমাত্র। যেহেতু বিশ্বরূপ কর্ম্মের বিকাশ ব্যতীত তদভ্যন্তরস্থ চিদাভাসের বাহ্য বিকাশ অসম্ভব। যখন রজগুণ (রাগ বা গুহ্যতেজ) কর্তৃক ঐ মহামানস সমুদ্র দ্রবীভূত ও বিস্তৃত হইয়া তমগুণপ্রভাবে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রে বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন ঐ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রস্থ মলিন সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসহ মন বুদ্ধি ও রজগুণ হইতে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তিসহ ব্যষ্টি জীবের বিকাশ হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ তত্ত্বরূপ লিঙ্গদেহ পূর্ব্বোক্ত গর্ভোদকশায়ী সুষুপ্ত আত্মার স্বপ্নাবস্থার ন্যায় হয়। পরে পঞ্চীকরণদ্বারা স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে, ঐ স্থূলদেহের সহিত ...ক্ত স্বপ্নাবস্থা ক্রমে পরিস্ফুট হয় উহাই আমা-...র জাগরণ বা চেতন অবস্থা। বালক গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও তাহার স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গে না, তৎপর ক্রমে বাহ্যজগতের সহিত সংঘর্ষণে বাহ্যজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাদ্বারা প্রতি-...ন্ন হইতেছে যে মায়াশক্তি হইতে কর্ম্মরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়। ঐ মায়ান্তর্গত রজ-...তমমিশ্রিত মলিন সত্ত্বগুণস্থ (অবিদ্যাশ্রিত) চিদাভাস ঐ কর্ম্ম জগতের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিকাশিত হইয়া ঐ কর্ম্ম জগতস্থ বিষয়ভোগ করেন, এবং ঐ বিষয়ভোগের মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম জগতের সারভূত মন ও বুদ্ধিকে কর্ম্মজগৎ হইতে পৃথক্ ও তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত করিয়া স্বীয় ভাবাপন্ন করেন। যেমন মহাসমুদ্রস্থ দ্বীপের আধার ঐ সমুদ্র, আবার ঐ সমুদ্রস্থ জলকণা শিশির বরফাকারে ঐ দ্বীপস্থ পর্ব্বতাদিতে ...তিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতে তদনন্তর নদীতে পরিণত হইয়া ক্রমে ঐ সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ জড়জগতের আশ্রয়ে ব্রহ্মাণুবিক সত্ত্বা জীব চৈতন্যরূপে পরিণত হইয়া পুনঃ ব্রহ্মে মিলিত হয়। যেমন শিশির বরফ নদী প্রভৃতির আধার পৃথিবী এবং পৃথিবীর আধার মহাসমুদ্র সেইরূপ জীব চৈতন্যের আধার জড়দেহ ও জড়-জগতের আধার ব্রহ্মচৈতন্য। আবার নদী যেমন পৃথিবীর বক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া মহাসমুদ্রে মিলিত হয়, জীবচৈতন্যও সেইরূপ জড়দেহের আশ্রয়ে ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত একীভূত হয়। উহা বেদান্তভাষায় বলিতে হইলে জীবাত্মা, রজ-তমগুণ হইতে সত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মলিনত্ব দূর বা অবিদ্যা ধ্বংস করিয়া বিশুদ্ধ, সত্ত্ব-ময়ী বিদ্যারূপ পত্নীর সহিত মিলিত ও একীভূত হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হন, অবিদ্যা ধ্বংস হইলে জীবাত্মা মায়ায় বশীভূত থাকে না। ঈশ্বরের ন্যায় মায়া তাঁহার বশীভূত হয়, তখন ঐ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার নিকট ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। ইহা বিবর্ত্তবাদ হইলেও পরিণামবাদের বিরোধী নহে। পরি-ণামবাদের তাৎপর্য্য এই, যেমন দুগ্ধ দধিতে দধি দণ্ডঘর্ষণদ্বারা তর্করা ও নবনীতে পরিণত হয় নবনী হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়, ইহাই পরিণাম-বাদ আর শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানই বিবর্ত্তবাদ; উভয় দৃশ্যত বিষম বিরোধী হই-লেও প্রকৃতপক্ষে বিরোধী নহে, যেহেতু স্বরূপ-জ্ঞানের নিকট এই দৃশ্য জগৎ ভ্রম ও মিথ্যা বটে, কিন্তু এই জগৎ মিথ্যা হইলেও বালকের ক্রীড়া বা অর্থশূন্য ইন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল নহে, এই মিথ্যা কর্ম্ম হইতে সত্য পরমার্থজ্ঞানের বিকাশ হয়, দুগ্ধরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতস্থ মলিন সত্ত্বগুণ হইতে দধিরূপ যেমন বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ঐ দধি বাহ্যজগতের ক্রিয়ারূপ দণ্ডঘর্ষণদ্বারায় তর্করা-রূপ স্থূলমন বুদ্ধি পরিত্যক্ত এবং উহার সারাংশ নবনীরূপ তত্ত্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

পরে উহা স্থায়ী ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমাত্মার অঙ্গীভূত হয়। অবশ্যই দুগ্ধ ঘৃতে পরিণত হইলে ঐ ঘৃত-সম্বন্ধে দুগ্ধ দধি মিথ্যা, ঘৃতই সার সত্য প্রতীয়মান হয়, অতএব বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ পরস্পর অসামঞ্জস্য নহে। যাহা হউক্ উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বারা প্রকৃততত্ত্ব এবং সৃষ্টির গূঢ়রহস্য ভেদ হইল। এক্ষণে মায়া সৎ ও অসৎ নহে, অনির্ব্বচনীয় এই বাক্যের তাৎপর্য্য উক্ত রহস্যাস্তেদের মধ্যেই আছে যেহেতু মায়া স্বয়ং সৎ নহে তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ মায়াকে দুইটী কারণে অসৎ বা মিথ্যাও বলা যাইতে পারে না, প্রথমতঃ মায়া হইতে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়, ঐ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ বিষয়ের সাহায্যেই বুদ্ধির বিকাশ হয়; এ বুদ্ধিতে পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রতিভাত হইলে ঐ বুদ্ধি কর্ত্তৃকই তাহার জননী অবিদ্যারূপ চিত্তাকাশের ধ্বংস ও তৎপরিবর্ত্তে বিদ্যারূপ চিদাকাশের বিকাশ হয়। ঐ চিদাকাশ চিন্ময় ব্রহ্মের সহিত মিলিত ও একাকার হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ অবিদ্যাকল্পান্তব্যাপী মায়া স্থায়ী মুক্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত অবিদ্যার সীমা অর্থাৎ রজ তমগুণ মিশ্রিত মলিন সত্বগুণই অবিদ্যা, ঐ অবিদ্যাদ্বারা জীব বদ্ধ থাকে বা জীবের ভ্রান্ত জ্ঞান থাকে, সত্বগুণের মলিনত্ব দূর হইলেই অবিদ্যা ধ্বংস ও জীবাত্মা সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়, কিন্তু মায়া কখনই ধ্বংস হয় না। জীবমুক্ত হইলে মায়া তাহার অধীন হয়, এমন কি প্রলয়কালেও মায়া জগতের বীজশক্তিরূপে পরব্রহ্মে লুক্কায়িত থাকে, অতএব ব্রহ্মের প্রকৃতিই মায়া, অবিদ্যা মায়ার একটী অবস্থাবিশেষ কিন্তু মায়া স্থায়ী; এই জন্য উহাকে অসৎ বলা যায় না। অনির্ব্বচনীয় বলার তাৎপর্য্য এই যে মায়া নির্ণয় করিতে হইলে ঈশ্বরের উপরে পৌছিতে হয়, যেহেতু ঈশ্বর মায়ার অধীন না হইলেও, মায়ার সহিত সংসৃষ্ট। মায়ার প্রয়োজন না হইলে ঈশ্বরের ও জীবের প্রয়োজন অভাব হয়, অতএব এই মায়ার কারণ নির্ণয় জীব দূরে থাকুক ঈশ্বরের পক্ষেও অসাধ্য, অতএব উহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ বাক্যের অতীত। মায়াই ব্রহ্মের প্রকৃতি, এই প্রকৃতি হইতে কর্ম্মের বিকাশ হয়। কর্ম্ম জগতের মধ্য দিয়াই যখন জীবচৈতন্যের বিকাশ হয় এবং বিষয়ই যখন কর্ম্মের অঙ্গ তখন বিষয় প্রতিবন্ধকই জীবের স্বভাব, উহা ব্রহ্মের বা মুক্তাত্মার প্রতিবন্ধক নহে। অতএব তিনি তাঁহার প্রতিবন্ধক হইবেন কেন? যাহা হউক্ উপরোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ায় পূর্ব্বোল্লিখিতমত গ্রন্থোক্ত ষড়্‌বিংশ হইতে অষ্টচত্বারিংশৎ শ্লোক ও প্রত্যেক শ্লোকের সকল তাৎপর্য্যার্থ নিম্নে যথাক্রমে ব্যাখ্যাত হইবেক, ভরসা করি শিক্ষিত পাঠকগণ উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে।
পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্॥২৬
দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ॥
স্বস্বেতের দ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥২৭

বঙ্গানুবাদ। এই স্থলে লিঙ্গশরীর ও তদুপাধিবিশিষ্ট তৈজস জীব বা প্রাজ্ঞ এবং হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের বিষয় কথিত হইল। এইক্ষণ স্থূলশরীর বিবরণার্থ প্রথমতঃ পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণ নিরূপিত হইতেছে। জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর পূর্ব্বোক্ত তৈজসজীবের ভোগার্থ অন্নপানাদি ভোগ্যবস্তু ও সেই ভোগের আশ্রয়স্থানস্বরূপ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ শরীরের উৎপাদনার্থ আকাশ, বায়ু, তেজঃ অপ্ ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চাত্মকস্বরূপে সংযোজিত করিলেন। এই পঞ্চ পঞ্চ অংশের বিবরণ পশ্চাৎ উক্ত হইবে

ভগবান্ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভক্ত করিয়া জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ শরীর উৎপাদনের বিধান করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

পঞ্চীকরণ যথা—প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া তদনন্তর এই দ্বিধা বিভক্ত অংশের এক এক অংশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সেই প্রত্যেক চারি অংশের স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য চারিভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশের সহিত এই চারিভাগের এক এক অংশ যোগ করিলে আকাশাদি পঞ্চভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভক্ত করা হইল ইহাকেই পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ বলে ॥ ২৭ ॥

তৈরণ্ডস্তত্র ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলোঽস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ।
তৈজসা বিশ্বতাং জাতা দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয় ॥২৮॥
তে পরাগ্‌দর্শিনঃ প্রত্যকতত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতাঃ।
কুর্ব্বতে কর্ম্মভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে ॥২৯॥
নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাশু তে।
ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃত্তিম্ ॥৩০

বঙ্গানুবাদ। সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চ আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূর্লোকাদি পাতাল-পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন জন্মিল। সেই সকল ভুবনে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্যপদার্থ সকল ও সেই সেই ভোগ্যবস্তু উপভোগের উপযোগী জরায়ুজাদি অনেক প্রকার শরীর সমুৎপন্ন হইল। এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ এই অশেষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রকারে স্থূলশরীর সৃষ্টি বিবৃত হইল; এক্ষণে সেই স্থূলশরীরের সমষ্টির অভিমানী যে হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তাঁহার বৈশ্বানর বা বিরাটপুরুষ এই দুইটী নাম হইয়া থাকে এবং ব্যষ্টিশরীরের অভিমানী তৈজস বা প্রাজ্ঞ জীবকে বিশ্ব বলা হয়। এই বিরাটপুরুষ ও বিশ্বসংজ্ঞকের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে। পূর্ব্বকথিত স্থূলশরীরের সমষ্টিতে বিদ্যমান যে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ তাঁহাকে সেই স্থূলশরীর অভিমানীপ্রযুক্ত বৈশ্বানর বা বিরাট-পুরুষ বলা যায় এবং ঐ স্থূলশরীরের ব্যষ্টিতে বিদ্যমান যে তৈজস জীবগণ তাহাদিগকে সেই স্থূলশরীরের অভিমানী হেতু দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতিময় বিশ্ব বলিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত বিশ্বশব্দ প্রতিপাদ্য জীবসমূহের সংসারানুরাগ প্রদর্শিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞান রহিত ও আত্মদর্শন বিমুখ উক্ত দেব মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ সর্ব্বদা সংসারের সুখদুঃখ ভোগের নিমিত্ত সদসৎকর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়া নানা-প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পুনর্ব্বার ঐ সকল অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিতে করিতে অন্যান্য সদসৎ নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে মূঢ় অনাত্মদর্শী জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া স্বীয় অনুষ্ঠিত সুখদুঃখাদি কর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে থাকে, তাহারা কদাচ কর্ম্মফল ভোগের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন প্রকারে সংসার অতিক্রম করিয়া নিরতিশয় সুখলাভ করিতে পারে না। যেমন কীটাদি ক্ষুদ্র জীব নদী প্রভৃতির আবর্ত্তে পতিত হইলে সেই আবর্ত্তেই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে এবং কদাপি এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে পতিত হয়। কিন্তু কোনরূপেও স্বয়ং সেই আবর্ত্তভূমে অতিক্রম করিয়া উঠিতে কিম্বা নির্বৃত্তিরূপ সুখ-লাভ করিতে পারে না। সেইরূপ অনাত্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত জীবগণ কর্ম্মানুষ্ঠান অতিক্রম করিয়া সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। তাহারা যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। আবার এই জন্মে পূর্ব্বসমার্জ্জিত ফলভোগার্থ

যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই সকল ফল-ভোগার্থ পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন জীবগণ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া এই সংসারেই বিলিপ্ত থাকে, কখনও সংসার হইতে অব্যাহতি পায় না ॥২৯-৩০

সৎকর্ম্ম পরিপাকাৎ তে করুণানিধিনোদ্ধৃতাঃ।
প্রাপ্যতীবতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্ ॥৩১॥
উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যাৎ তত্ত্বদর্শিনঃ।
পঞ্চকোষ বিবেকেন লভন্তে নিবৃত্তিং পরাম্ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বে জীবের সংসারাপত্তি বিবৃত হইয়াছে, এইক্ষণে কিরূপে জীবের সংসার নির্বৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা নিরূপিত হইতেছে। কোন কীট নদীর আবর্ত্তে পতিত হইয়া জল-পাকে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময় যদি সেই কীটের পূর্ব্বপুণ্যবলে কোন দয়াবান্ ব্যক্তি তাহা দর্শন করিয়া ঐ কীটকে উদ্ধার করিয়া দেয়, তাহাহইলে যেমন ঐ কীট নদীর তীরস্থ তরুর ছায়া প্রাপ্তান্তে বিশ্রাম সুখলাভ করে। সেই প্রকার অনাত্মদর্শী সংসার আবর্ত্তে পতিত ব্যক্তি যদি কোন কৃপানিধান পুণ্যাত্মা মহাশয় সদ্‌গুরুর সন্দর্শন পায় এবং সেই জীবের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সুকৃতিপ্রভাবে সেই করুণাময় গুরু-দেব কৃপা করিয়া তাহাকে আত্মতত্ত্ব প্রদানপূর্ব্বক অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচারদ্বারা সদুপদেশ প্রদান করেন, তাহাহইলে সেই অনাত্মদর্শী জীব সেই ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যের সদুপদেশ প্রভাবে ঐ পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্‌রূপে জানিয়া সেই পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষ পদ লাভপূর্ব্বক সর্ব্বদা পরম সুখভোগ করিতে থাকে। তাহাকে আর সংসারে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পরাৎ-পর পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিয়ত নিত্যানন্দ অনুভব করিতে থাকে, কখনও তাহার সেই অনির্ব্বচনীয় সুখের বিরাম হয় না ॥ ৩১-৩২ ॥

অন্নং প্রাণো মনোবুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে। কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ ॥ ৩৩ ॥

স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোঽন্ন-সংজ্ঞকঃ। লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বশ্লোকে কেবল পঞ্চ-কোষের নাম মাত্রের উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণে সেই পঞ্চকোষ সবিস্তর বর্ণিত হইতেছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চপ্রকার কোষ আছে। এই পঞ্চপ্রকার কোষ আত্মার আবরণস্বরূপ। যেমন কীটগণ (গুটীপোকা) কোষনির্ম্মাণ করিয়া সেই কোষের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করে; সেইপ্রকার আত্মা পঞ্চকোষে আবৃত হইয়া স্বস্বরূপের তত্ত্ব পরমতত্ত্ব বিস্মৃতি-পূর্ব্বক সংসারে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। যাবৎ সেই কীট কোষভেদ করিয়া বহির্গত হইতে না পারে, তাবৎ যেমন তাহার ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের ক্ষমতা থাকে না, দিবারাত্র সেই কোষমধ্যে আবদ্ধ থাকে। সেইপ্রকার আত্মা যাবৎ পঞ্চকোষ হইতে অতীত হইতে না পারে, তাবৎ স্বীয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। পুনঃ পুনঃ এই সংসারে জন্মমরণাদিজনিত বিবিধ যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া আবদ্ধ হইতে থাকে, কোনরূপেও সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

এইক্ষণে সেই পঞ্চকোষের স্বরূপ ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যে পঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্নময় কোষ বলে, ঐ কোষ অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হয়। লিঙ্গশরীরের মধ্যগত পঞ্চভূতের

রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সমন্বিত যে পঞ্চপ্রাণ আছে তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে, যে শক্তিদ্বারা সেই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ হয়॥ ৩৪॥

সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।
তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়োধীর্নিশ্চয়াত্মিকা॥ ৩৫॥
কারণে সত্ত্বমানন্দময়োমোদাদিবৃত্তিভিঃ।
তত্তৎ কোষৈস্তু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ॥৩৬

বঙ্গানুবাদ। আকাশাদি পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণের কার্য্যস্বরূপে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সমন্বিত যে সংশয়াত্মক মন তাহাকে মনোময়কোষ বলিয়া থাকে। যাহাদ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রকাশিত হয়। এবং উক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান যে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি, তাহার নাম বিজ্ঞানময়কোষ, যিনি কর্ত্তাস্বরূপে জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ করেন॥ ৩৫॥

পূর্ব্বোক্ত কারণ শরীরে যে অবিদ্যা বিদ্যমান আছে, সেই অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ প্রীতি, আমোদ প্রভৃতি যে কতিপয় বৃত্তি আছে, তাহাদিগের সহিত বর্ত্তমান যে মলিন সত্ত্বগুণ, তাহাকে আনন্দময়কোষ বলে। আত্মা এই পঞ্চকোষের প্রত্যেকের অভিমান করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আত্মাও সেই সেই কোষশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মা অন্নময় কোষের অভিমানী এইহেতু তাহাকে প্রাণময় বলে। সেই আত্মা মনোময় কোষের অভিমানী, অতএব তাহাকে মনোময় বলা যায়। উক্ত আত্মা বিজ্ঞানময় কোষের অভিমানী, সুতরাং সেই আত্মা বিজ্ঞানময় শব্দের প্রতিপাদ্য হয় এবং ঐ আত্মা আনন্দময় কোষের অভিমানী এই নিমিত্ত আত্মাকে আনন্দময় বলা যায়। এইরূপে এক আত্মাকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় বলা যায়॥ ৩৬॥

---

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পঞ্চকোষবিবেকতঃ।
স্বাত্মানং তত উদ্ধৃত্য পরংব্রহ্ম প্রপদ্যতে॥ ৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। যেরূপে পঞ্চকোষাভিমানী উপাধিবিশিষ্ট আত্মার সহিত নিরুপাধি নির্গুণ পরংব্রহ্মের ঐক্যভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা বিবৃত হইতেছে। অন্বয়মুখী (১) ও ব্যতিরেকীমুখী (২) অনুমানদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার করিয়া যথার্থ বিবেচনাপূর্ব্বক পঞ্চকোষাভিমানী আত্মাকে পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ করিয়া তাহার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব নির্ণয় করিলেই অর্থাৎ আত্মা নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দস্বরূপ ইহা নিশ্চিন্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য থাকে না, সর্ব্বপ্রকারে আত্মা ও পরমব্রহ্ম এক বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব প্রতিপন্ন হইতে আর কোন বাধা থাকে না। যাহাদিগের উক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা যথার্থ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে তাহারা অনায়াসে আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব অনুভব করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন॥ ৩৭॥

উপরোক্ত কবিতাগুলির স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, স্থূলপঞ্চভূত ক্ষিতি, জল, তেজ বায়ু ও আকাশ ইহা পরস্পর সংযোগে জীবের স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়, চর্ম্ম মাংস ও অস্থি কঠিন ক্ষিতিজাতীয়, রস, রক্ত ও শুক্র প্রভৃতি দ্রবজলজাতীয়, পিত্ত, জঠোরাগ্নি প্রভৃতি উষ্ণ তেজজাতীয়, ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া এবং সর্ব্বশরীরে (শিরা ধমনী সংযোগে) রক্তের গতি, স্নানবীয় গতি, ভুক্তদ্রব্যের পাকক্রিয়াগতি, শুক্রের গতি, মলমূত্রাদির গতি ইত্যাদি শরীরের সমস্ত গতিক্রিয়া বায়ুজাতীয় এবং শরীর গহ্বরে যে সকল শূন্যময় স্থান আছে উহাই আকাশজাতীয় ঐ শূন্যময় স্থানে শব্দগুণ আছে। ঐ শব্দগুণ আছে বলিয়াই আকাশ স্থূলভূত মধ্যে গণনীয়।

প্রকৃতপক্ষে আকাশ স্থূলভূত নহে, আকাশেই সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গুণ) অবস্থিত আছে। আকাশস্থ ঐ পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত পরমাণু হইতেই স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি। ঐ পঞ্চভূতের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চীকরণ অর্থাৎ সংযোগ হইতেই স্থূলদেহ উৎপন্ন হয় * কিন্তু সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহের উৎপত্তি ব্যতীত স্থূলদেহের উৎপত্তি হইতে পারে না, স্থূলদেহ লিঙ্গদেহের আচ্ছাদন বা স্থূলাবরণ মাত্র। সাধারণতঃ যে অর্থে আবরণ ব্যবহৃত হয় সে অর্থে আবরণ নহে। সূত্রের সহিত বস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ লিঙ্গদেহের সহিত স্থূলদেহের সেইরূপ সম্বন্ধ একপ্রকারে বলা যাইতে পারে। ঐ লিঙ্গদেহ স্থূলদেহের সহিত ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত বা গ্রথিত আছে, লিঙ্গদেহের অভাব হইলে স্থূলদেহে জীবশূন্য হয়। ঐ লিঙ্গদেহ প্রকৃতপক্ষে দুইটী স্তরে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম স্তর ক্রিয়াময় দ্বিতীয় স্তর ইচ্ছা ও জ্ঞানময়, প্রথম ক্রিয়াময় স্তরটীর নাম প্রাণময়কোষ, দ্বিতীয় ইচ্ছা ও জ্ঞানময় স্তরের নাম যথাক্রমে মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের যে রজোগুণ (অর্থাৎ) প্রবৃত্তি ও ক্রিয়োদ্দীপনীশক্তি) আছে তাহা-হইতেই সূক্ষ্ম প্রাণময় কোষ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত যথা, ১ নিশ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া, ২ পরিপাকক্রিয়া, ৩ মলমূত্র নির্গমনক্রিয়া, ৪ উদ্গারক্রিয়া, ৫ সর্ব্বশরীরে রক্তসঞ্চালনক্রিয়া। উক্ত প্রাণময়কোষই স্থূলশরীরের জীবনীক্রিয়া, উহা স্থূলশরীরের সহিত সম্পূর্ণ সংসৃষ্ট এবং ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত। স্থূলদেহ বর্ণনকালে যে দেহস্থ রক্ত, মাংস, পিত্ত এবং বায়ু প্রভৃতির বিষয় কথিত হইয়াছে উহাদিগের সূক্ষ্মাবস্থা অর্থাৎ আপাদমস্তক সমস্ত দেহব্যাপী যে একটী অচ্ছিন্ন জীবানু গ্রথিত সূত্র বা সূত্রবৎ স্রোত বিস্তৃত ও প্রবাহিত আছে তাহাই প্রাণময়কোষ, উহা এই অন্নময় স্থূলদেহের মধ্যে অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ধমনী, স্নায়ু, অন্ত্র, ইন্দ্রিয়, হৃদ্, মস্তিষ্ক প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে জীবানুগ্রথিত সূত্রের ন্যায় অনুস্যূত ও সূক্ষ্ম স্বচ্ছ দ্রবীয় স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত আছে। (প্রকৃতপক্ষে উহা জীবানু গ্রথিত সূত্র। ঐ জীবানুগ্রথিত সূত্র হইতে সমস্ত শারীরিক সূক্ষ্ম যন্ত্র (Organ) নির্ম্মিত হইয়া স্থূলভূত সংযোগে পুষ্ট ও স্থূলদেহাকারে পরিণত। প্রকৃতপক্ষে উহাকে স্থূলদেহের সারাংশ বলা যাইতে পারে। মনু স্মৃতিতে জীব তিনভাগে বিভক্ত যথা ভূতাত্মা, মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞ। আমাদের বর্ণিত উপরোক্ত অন্নময় ও প্রাণময়কোষই মনুর ভূতাত্মা। মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষই মহৎ এবং আনন্দময় কোষই ক্ষেত্রজ্ঞ। মনুর ঐ বিভাগটী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত (ভূতাত্মা, Elemental Soul, মহদাত্মা Intellectual Soul, ক্ষেত্রজ্ঞ, Spiritual Soul), কিন্তু পঞ্চদশীর উপরোক্ত তত্ত্ববিভাগ বেদসম্মত এবং অতীব সূক্ষ্ম। উহার মধ্যে যে গূঢ়-বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে তাহা ক্রমেই পরিপুষ্ট হইবে। ভূতাত্মাশব্দ পরিভাষিক সাধারণ সংজ্ঞামাত্র। বৃক্ষ, পর্ব্বত, ধাতু এমন মৃত্তিকা বা সামান্য বালুকাকণারও আত্মা আছে। যাহাদিগকে আমরা জড়পদার্থ বলি প্রকৃতপক্ষে তাহারাও জীবত্বশূন্য নহে; তাহা বলিয়া ঐ জড়পদার্থে যে জীবত্ব গুহ্যভাবে আছে তাহাকে প্রাণময়কোষ (Animal Soul) বলা

* উপরোক্ত চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, শুক্র, পিত্ত, বায়ু, প্রভৃতি শরীরস্থ সমস্ত উপাদানই পঞ্চভূতের পঞ্চিকরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তবে যে উপাদানে যে ভূতের বর্ণ অধিক সেই উপাদান সেই জাতীয় বর্ণিত হইয়াছে।

যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে জড়পদার্থে প্রাণময়কোষের বিকাশ হয় নাই। অবশ্যই সৃষ্টি ক্রমানুসারে অর্থাৎ সূক্ষ্মজগতের ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মানুযায়ী জড়পদার্থ উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ কীটপতঙ্গ, কীট, পতঙ্গ পশ্বাদিতে বিবর্ত্তিত ও ক্রমে জড় রাজ্যের অস্ফুট জীবত্ব জীবরাজ্যে প্রাণময়-কোষে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত (বস্তুর) যে একটী রাসায়নিক ক্রিয়া আছে ঐ রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা দৃশ্যতঃ এক বস্তু অন্য বস্তু আকারে বিবর্ত্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সংযোগে তাহাদের বিভিন্ন গুন উৎপন্ন হয়, ঐ গুণের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে বস্তুর আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ বিক্ষেপণই উহার মূল কারণ বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ আকর্ষণ বিক্ষেপণ আভ্যন্তরীণ তেজের স্ফুরণ ও বিকীরণের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেহেতু আভ্যন্তরীণ তেজ স্ফুরিত হইয়া বস্তুর অন্তর উষ্ণ হইলে বস্তুর অণু সকল বিশ্লিষ্ট ও কঠিন বস্তু দ্রবত্বে, দ্রববস্তু বাষ্পত্বে বাষ্প অণু পরমাণুত্বে পরিণত হয়, ঐ তেজের ক্রম বিকীরণ ও বহিষ্করণ-হেতু শীতল হইলে পরমাণু সকল সংশ্লিষ্ট হইয়া বাষ্পত্বে, ঐ বাষ্প শীতল ও ঘনীভূত হইলে মেঘ বা জলাকারে ও জল কঠিন বরফাকারে পরিণত হয়। ইহাদ্বারা আভ্যন্তরীণ তেজই যে সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ ও রূপান্তরে আকর্ষণ বিক্ষেপণের মূল কারণ তাহা প্রমাণিত হইতেছে, উক্ত তেজ. গতি ( Motion ) হইতে স্ফুরিত হয়, ঐ গতিই আকাশের প্রবাহ ( Ethereal fluid ) বা বিশ্ব পিতার মহা নিশ্বাস। ঐ গতি হইতে আকাশীয় পরমাণুর মধ্যে কম্পন ও তাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় ও তাহা বায়ু কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া ঐ শব্দের বিকাশ হয়। আবার ঐ কম্পন হইতে যে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ হয় তাহা হইতে তেজ বা উষ্ণতার স্ফুরণ এবং জ্যোতির বিকাশ; ঐ জ্যোতি বা আলোই রূপ কিন্তু ঐ গতি অতি দ্রুত হইলে বস্তুর আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ অনুভূত হয় না, সুতরাং তেজ ও জ্যোতির বিকাশ হইতে পারে না এবং তেজের বিকাশ না হইলে বস্তুরও বিকাশ হয় না। এতাবতায় প্রমাণিত হই-তেছে যে গতিই বিশ্ব পিতার নিশ্বাস ও জগতের মহাপ্রাণ। ঐ গতি এবং তদুৎপন্ন তেজ হইতেই বস্তুর সংযোগ বিয়োগ সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ আক-র্ষণ, বিক্ষেপণ, রাসায়নিক ক্রিয়া ও গুণের বিকাশ এবং তাহা হইতে বস্তু শক্তির ক্রম বিকাশ এবং জীবত্বের ক্রম পরিস্ফুট হইতেছে। ভৌতিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সকল সংযুক্ত হইয়া যে রাসায়নিক ক্রিয়া স্ফুরিত হয়, উহা বস্তুর আভ্যন্তরীণ গতি ও ক্রিয়াশক্তির পরিচায়কমাত্র। জড়পদার্থ অপেক্ষা উদ্ভিদ্ রাজ্যে উপাদান সকল ক্রমে অধিক রূপান্তর ও সংযোগহেতু ক্রিয়া শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক স্ফুরিত হওয়ায় ঐ ক্রিয়াশক্তির অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী বিকাশ হয়। চুণ হরিদ্রা একত্র করিলে ভিন্নাকারে পরিণত হইয়া যায় এবং সোডা অ্যাসিড্ একত্র করিলে উচ্ছ-সিত হইয়া পুন স্থির ভাবাপন্ন হয় বা পূর্ব্বোক্ত মত জল হইতে বাষ্প, বাষ্প হইতে মেঘ উৎপন্ন ও তাহা বর্ষিত হইয়া যায়, কিন্তু উদ্ভিদে ক্রিয়া শক্তির আধিক্যহেতু উহার কার্য্য দীর্ঘকাল-ব্যাপী হয় ও ঐ ক্রিয়াকাল নানাপ্রকারে বিকা-শিত হয় যথা বীজ, জল এবং মৃত্তিকা সংযোগে অঙ্কুরিত শাখা প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া ফল প্রসব করে। উহাদ্বারা চুণ, হরিদ্রা বা সোডা অ্যাসিড্ বা তেজ ও জলীয়কণা সংযোগে যে এক একটী ক্ষণস্থায়ী বস্তু ক্রিয়ার বিকাশ হয়, উপাদানের ক্রম সংস্কার ও বহুবার বিয়োগ সংযোগহেতু ক্রিয়াশক্তির অপেক্ষাকৃত অধিক বিকাশ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত গতি এবং তৈজস,

জলীয় ক্ষিতি জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংযোগে স্বতঃই তৃণাদি সূক্ষ্ম বীজ উৎপন্ন হয় এবং ঐ বীজ ক্রমিক উপাদানিক সংযোগ গুণ ও ক্রিয়ার আধিক্যহেতু উদ্ভিদে দীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়াশক্তির বিকাশ ও কাণ্ড শাখাপল্লবাদি ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিবর্ত্তিত হয়। ঐ সূক্ষ্ম বীজই আধুনিক বিজ্ঞানাবিষ্কৃত প্রটোপ্লজম, প্রকৃতপক্ষে উহা নবাবিষ্কৃত নহে। উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে একটী লতা গুল্ম লইয়া ক্রমে তাহার এক একটী স্তরভেদ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া যে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অদৃশ্য ও অননুভূত আদি বীজ দর্শাইয়া কোষাভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মার উপমা দিয়াছিলেন ঐ বীজ প্রটোপ্লজম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঐ জড় এবং উদ্ভিদের বিকারে যে স্বেদজ কীট পতঙ্গাদি উৎপন্ন হয় তাহাতে গতি ও ক্রিয়াশক্তির স্ফূরণ অধিক। কিন্তু গতির দ্রুততাহেতু ঐ সংযুক্ত উপাদানে অর্থাৎ কীটপতঙ্গাদির দেহে জৈবীক্রিয়া অধিককাল স্থির হয় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট হয় যে, মৃত্তিকা জল ও বৃক্ষপত্রাদিতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু আছে, ঐ জীবাণুসকল ক্রমে পুষ্টরূপান্তরিত ও গুণাধিক্যহেতু অধিক ক্রিয়াশীল এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত মত সূত্রবৎ স্রোতাকারে পরিণত হয় এবং দৈহিক সূক্ষ্ম যন্ত্র ( Organ ) রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া ভৌতিক দেহ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। পূর্ব্বোক্ত দৈহিক যন্ত্রাদি ( Organ ) নির্ম্মাতা জীবাণু সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মদেহ সূত্রবৎ ক্রিয়াশক্তিই প্রাণময়কোষ। উহা পূর্ব্বোক্ত গতি ও তেজের রূপান্তর ফলমাত্র, ঐ গতি এবং আত্মার ভৌতিক বিকাশ, ঐ ভৌতিক রাজ্যে আত্মার ক্রিয়াশক্তির অপেক্ষাকৃত আধিক্যই জীবের জীবত্ব, উহাই প্রাণময়কোষ। দেহ ইন্দ্রিয় ও দৈহিক যন্ত্র সমষ্টি ও তাহার নির্ম্মাতা জীবাণু বা জীবাণু সংশ্লিষ্ট সূত্রবৎ ক্রিয়াস্রোতই মনুর ভূতাত্মা ও আমাদিগের বর্ণিত অন্নময় ও প্রাণময়কোষ। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে জড়ীয় উপাদানে আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী প্রভৃতি শক্তি ও রাসায়নিক গুণ আছে, উহা গতি ও তেজের রূপান্তর ফল হইলেও ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত উপাদান বা বস্তুমাত্রেরই স্বস্ব গুণানুযায়ী এক একটী প্রবৃত্তির উদ্দীপনও বিকাশ হয়, স্বর্ণ অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত, বারুদ প্রভৃতি প্রজ্জ্বলিত হয় স্বর্ণের ও বারুদের উপাদানিক গুণানুরূপ অগ্নিসংযোগে তাহাদের এক একটী প্রবৃত্তির উদ্দীপন হয়। জড়রাজ্যে যাহাকে আমরা ঐ আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ বলি জীবরাজ্যে চৈতন্যের কিঞ্চিৎ বিকাশ হওয়ায় ঐ আকর্ষণ বিক্ষেপণই রাগ বা অনুরাগ ও দ্বেষ বা বিদ্বেষে পরিণত হয় ও তাহা হইতে উপাদানিক গুণানুরূপ লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধাদির বিকাশ হয়। অতএব উক্ত প্রবৃত্তি উদ্দীপক কার্য্যগুলি ভূতাত্মার; কিন্তু মানবে মনোময়কোষই ইচ্ছানুভূতি ও চিন্তার ছায়ায় ঐ গুলি কিঞ্চিৎ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহা অন্নময় ও প্রাণময় কোষান্তর্গত ভূতাত্মার কার্য্য, কিন্তু উহাতে মনের ছায়া পতিত ও জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য উত্তেজক বিষয় অন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় ঐ কামজ ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির বিকাশ হয়।

এস্থলে একটী তর্ক উঠিতে পারে যে, পঞ্চদশীর উল্লিখিত পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণময়কোষান্তর্গত নহে, প্রাণময়কোষ পঞ্চভূতস্থ রজগুণ হইতে উৎপন্ন কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি রজগুণোৎপন্ন নহে, উহারা পৃথক্ পৃথক্ ভূতের সত্ত্বগুণোৎপন্ন, কিন্তু যখন রজগুণই ক্রিয়াশক্তির উত্তেজক এবং তদুৎপন্ন প্রাণময়কোষই ঐ ক্রিয়াকারী সূক্ষ্মদেহ তখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,

জিহ্বা ও ত্বকের ক্রিয়া প্রাণময়কোষের অন্তর্গত না হইবে কেন? বিশেষতঃ বেদান্তের শারীরকসূত্র এবং ভাষ্যে দশ ইন্দ্রিয় প্রাণ পদবাচ্য এবং মুখ্য প্রাণের অন্তর্গত বলিয়া স্পষ্ট ব্যাখ্যাত আছে এবং ভাষ্যকার যুক্তিমূলক তর্কদ্বারাও উহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত ও পঞ্চদশীর মীমাংসা পরস্পর অনৈক্য, অতএব উক্ত অনৈক্যের কি কোন সামঞ্জস্য নাই? প্রকৃতপক্ষে উহার সামঞ্জস্য ও তৎসম্বন্ধীয় অতি সুন্দর মীমাংসা আছে। ঐ মীমাংসা যুক্তি, ন্যায় ও বিজ্ঞানসম্মত। কয়েকখানি উপনিষদে বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বে বর্ণিত আছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি পুরুষ হইতে প্রথমে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজসিক ও ভূতাদি বা তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। তামসাহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,) ঐ তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত (আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি) উৎপন্ন হয়। তৈজস বা রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্‌পাণি প্রভৃতি) সৃষ্ট হয় এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণের বিকাশ হয়, ইহাদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল রজগুণোদ্ভূত ও প্রাণময়কোষান্তর্গত এবং ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণই সত্ত্বগুণোৎপন্ন সাব্যস্ত হইতেছে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নির্ম্মাতা জীবাত্ম সংশ্লিষ্ট স্নায়বিক গতি ও স্নায়ুচক্রের প্রবৃত্তি উদ্দিপনী ও কার্য্যকারিণীশক্তি প্রাণময় কোষান্তর্গত এবং ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকৃত জ্ঞানানুভূতি প্রকাশক অধিষ্ঠাতৃদেবতাই সত্ত্বগুণোদ্ভূত প্রতীয়মান হয়। ছান্দগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে পশুদিগের ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হইলে দেবগণ তাহাতে বিকাশ হইতে অস্বীকার করায় মানবদেহ নির্ম্মিত হয় ঐ মানবদেহে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতার বিকাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে সমষ্টি জগতে প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে সমষ্টি নিয়ামক শক্তি বা ঈশ্বর আছেন প্রত্যেক ভূতের অভ্যন্তরে ব্যষ্টি নিয়ামকশক্তিই এক একটী দেবতা, উহা ভূতাভ্যন্তরে গুহ্যভাবে থাকিয়া তাহাদের নিয়ামক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু ভৌতিক জগতে উহার বিকাশ হয় না। মানবেন্দ্রিয়ে উহার কতকাংশ বিকাশ হয়।

পূর্ব্বোক্ত অধিষ্ঠাতৃদেবতাদিগের বিকাশ না হইলেও ঐ ভূতাত্মার স্বতন্ত্র কার্য্য আছে, উহা মানসাত্মার কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, যথা—কোন স্থান ক্ষত হইলে স্বতঃই ক্ষতস্থান পূরণ হয় উহাতে মনের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে ভূতাত্মার সাহায্য ব্যতীত মানসাত্মা বাহিরের কার্য্য করিতে অক্ষম যথা দেহের সাহায্য ব্যতীত মন স্বয়ং কোন বাহ্যক্রিয়া করিতে পারে না, কিন্তু মানসাত্মার ভূতাত্মাকে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, ঐ ভূতাত্মা যে ভাবে অভ্যস্ত হয় মানসাত্মা উহার সেই অভ্যস্ত কার্য্য হঠাৎ পরিবর্ত্তন করাইতে পারেন না যথা—দক্ষিণহস্তদ্বারা লিপিক্রিয়া অভ্যস্ত হওয়ায় বামহস্তদ্বারা ঐ কার্য্য হঠাৎ সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব প্রত্যেক কোষের স্বতন্ত্র নিয়ম ও ঐ নিয়মের অধীন তাহার স্বাতন্ত্রিকতা আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রত্যেক কোষ অন্য কোষের সহিত অসংসৃষ্ট নহে, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধসূত্র আছে, ভূতাত্মার সহিত মানসাত্মার সম্বন্ধসূত্রই প্রাণময়কোষ। প্রকৃতপক্ষে অন্নময় স্থূলদেহের সারাংশই ঐ প্রাণময় কোষ, উহাই দেহের ক্রিয়া-

শক্তি। স্নায়ুর মধ্যে দুইপ্রকার ক্রিয়া আছে একটী ভূতাত্মার ও একটী মানসাত্মার, মস্তিষ্ক হইতে পৃষ্ঠদণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কজাতীয় স্নায়ু-ধারা গমন করিয়া সূত্রবৎ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে, উহারও দুইপ্রকার স্রোত আছে, একটী সাক্ষাৎ ইচ্ছাশক্তির, আর একটী স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বাভাবিক জীবনশক্তির বা ক্রিয়াশক্তির স্রোত; প্রথমোক্ত ইচ্ছাশক্তি মনোময়কোষের, শেষোক্ত ক্রিয়াস্রোত প্রাণময়কোষের। প্রাণকে সমস্ত শরীরব্যাপী সমবায়ীশক্তি বা উদ্যম বলা যাইতে পারে। অন্নময়কোষ যে সকল দ্রব্যদ্বারা স্নায়ুসূত্র স্নায়ুগ্রন্থি সকল পোষণ করে, প্রাণময়কোষ তাহাদের সমবায়ী ক্রিয়াশক্তি-স্বরূপে তাহাদিগকে নিয়মন ও দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিসমষ্টি পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং দেহস্থ কোটী কোটী নাড়ী, শিরা, ধমনী এবং অন্যান্য যন্ত্রসমূহের একতা সংস্থাপনপূর্ব্বক স্থূলশরীরকে কলের ন্যায় বশীভূত করিয়া মন বুদ্ধির আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহক যন্ত্রস্বরূপ প্রস্তুত করিয়া দেয়। শরীর বা শরীরের কোন গ্রন্থি সুখদুঃখ অনুভব করে না, মস্তিষ্কস্থ মনই সুখ দুঃখ অনুভব করে, তবে মস্তিষ্কের সহিত দেহে স্নায়ুসূত্রের সম্বন্ধ থাকায় দেহের একপ্রকার অস্পষ্ট অনুভূতি আছে। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যে যদি শরীরের কোন অঙ্গে মস্তিষ্ক সংসৃষ্ট স্নায়ু সূত্র ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায়, তবে সেই অঙ্গ দগ্ধ করিলেও দগ্ধযন্ত্রণা অনুভূত হয় না*। অন্নময়কোষ অর্থাৎ শরীর বা শরীরস্থ কোন ইন্দ্রিয় বাহ্যজগৎ হইতে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি যে সকল বিষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রাণময়কোষ কর্তৃক অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ও অনুভূতিক স্নায়ুকর্তৃক মনোময়কোষে নীত হয়। যদিও সুখ দুঃখ ভোগ মানসাত্মা করেন অর্থাৎ মনই প্রকৃত অনুভূতির স্থান তথাচ অন্নময়কোষ অর্থাৎ শরীর বা শরীরস্থ কোন অঙ্গের যে একেবারে অনুভূতি নাই তাহা নহে। তোমার শরীরের একপ্রকার স্বাভাবিক অনুভূতি আছে যদিও তাহা মস্তিষ্কের সহিত সংস্রবশূন্য নহে তথাচ সে অনুভূতি তোমার নহে। চক্ষু দর্শক স্নায়ু এবং দর্শনজ্ঞান চর্ম্ম স্পর্শকস্নায়ু এবং স্পর্শ জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ হইলেও প্রত্যেক কোষের স্বতন্ত্র একপ্রকার স্বীয় অনুভূতি আছে। তুমি অন্য মনস্ক হইয়াও অধিকক্ষণ হাঁটিলে তোমার পদের, অধিকক্ষণ লিখিলে তোমার হস্তের এবং সময় সময় অবস্থাবিশেষে শরীরের এক একপ্রকার অস্পষ্ট ক্লান্তি অনুভূত হয় বা অলসতা হয়, উহা অন্নময় ও প্রাণময় কোষ ব্যাপ্ত ভূতাত্মারই ক্লেশ যেহেতু আত্মা সমস্ত কোষ ব্যাপৃত। যেমন জলে শর্করা কি লবণামিশ্রিত করিলে, শর্করা বা লবণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু জলের প্রত্যেক অণু পরমাণু শর্করা বা লবণাক্ত হয় সেইরূপ ব্রহ্ম আত্মাস্বরূপে সমস্ত বস্তুর অণু পরমাণুতে ব্যাপ্ত আছেন এইজন্য প্রত্যেক বস্তুর এমন কি বৃক্ষ, প্রস্তর ও মৃত্তিকারও একপ্রকার স্বতন্ত্র অনুভূতি আছে। এক ভূমিতে বহুকাল শস্য উৎপন্ন হইলে ক্রমেই যে ভূমির উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস হয় তাহা

* পক্ষাঘাতগ্রস্তরোগীর যেঅঙ্গ অবশ ও অসাড় হয়, মস্তিষ্কসংসৃষ্ট স্নায়বীয় গতিরোধই তাহার কারণ। শরীরের কোন অঙ্গে ব্রণাদি হইলে বা কোন অঙ্গে আঘাতিত হইলে সহানুভূতিক স্নায়ুকর্তৃক উহা মস্তিষ্কে নীত হয় এবং ঐ আঘাত বা ব্রণবেদনা মনে অনুভূত হয় কিন্তু যদি মস্তিষ্ক সংসৃষ্ট স্নায়ুসূত্র বিচ্ছিন্ন বা তাহার গতিরোধ হয় তাহাহইলে ঐ আঘাত বা ব্রণের সংবাদ মস্তিষ্ক প্রাপ্ত হয় না এবং মনেও কোন কষ্ট অনুভূত হয় না।

ক্ষেত্রের ক্লান্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইভাবে তোমার দেহের স্বতন্ত্র একজাতীয় অস্পষ্ট অনুভূতি আছে। উহা ক্ষেত্র এবং বৃক্ষাদির অনুভূতি হইতে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইলেও, উহা মানসানুভূতি হইতে পৃথক্, মানসানুভূতিতে স্পষ্ট ইচ্ছা ও জ্ঞানজনিত বিচার আছে, কিন্তু ভূতাত্মার অনুভূতি তদ্রূপ নহে উহা ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত। প্রাণই ক্রিয়াশক্তি উহা জ্ঞানশক্তি নহে, প্রাণের প্রকৃত অর্থ কথিত উপনিষদে ব্যাখ্যাত আছে যথা ইন্দ্র বলিলেন যে আমিই প্রাণ, ইন্দ্র যে আকাশের অধিষ্ঠাতৃদেব তাহাও এ উপনিষদে বর্ণিত আছে এবং ইহাও বর্ণিত আছে যে আকাশ ব্যতীত প্রাণ থাকিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে, জীবদেহের এবং ব্রহ্মাণ্ডদেহের সর্ব্বত্র আকাশীয় তড়িৎ স্রোত ( Ethereal electric fluid ) বিদ্যমান আছে। ঐ তড়িৎ স্রোতই জগতের জীবন এবং সমস্ত পদার্থের সহিত উহার সমবায়ী সম্বন্ধ। যাহাহউক্ প্রাণময়কোষ অন্নময়কোষের সারাংশ এবং অন্নময়কোষের নিয়ামক সামঞ্জস্য রক্ষাকারক এবং স্থূলদেহের সহিত মনের সংস্রবসূত্র। প্রাণময় কোষের অভাবে পরস্পর শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থির সহিত অন্য গ্রন্থির সংস্রব রহিত এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াশক্তিরহিত হয় ও সংশ্লিষ্টক্রিয়া রহিত হওয়ায় দেহ জীবশূন্য হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম দ্বিতীয় স্তরটী দুইভাগে বিভক্ত যথা সুখদুঃখজনিত ইচ্ছা অনুভূতিপ্রকাশক সংশয়াত্মক মনোময়কোষ এবং বিচারজনিত জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশক নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞানময়কোষ নামে অভিহিত। পূর্ব্ববর্ণিতমত মস্তিষ্করূপ সমুদ্র হইতে বহির্গত সমগ্র শরীরব্যাপী বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় স্নায়ু সকল ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত ও অবস্থিত আছে উহা দুই জাতীয় যথা গত্যুৎপাদক ও ইচ্ছানুভূতি প্রকাশক। মস্তিষ্ক ও তজ্জাতীয় স্নায়ুর দ্বিতীয় স্তরে পূর্ব্ববর্ণিতমত সুখদুঃখ জ্ঞাপক অনুভূতিরও ইচ্ছার স্রোত আছে, তাহার প্রকাশকই মানসাত্মা, ইচ্ছাও অনুভূতির স্রোত পূর্ব্বোক্তমত সর্ব্বশরীরব্যাপী জীবানুপ্রোথিত জৈবসূত্র অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় স্তরটী দুইভাগে বিভক্ত যথা মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষ, ঐ মনোময়কোষের অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের মধ্যে বিজ্ঞানশক্তির স্রোত প্রবাহিত আছে, উহাই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রকাশক বিজ্ঞানাত্মা। ঐ জ্ঞান অনুভূতি ও ইচ্ছার উৎপত্তি স্থান মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র এবং ললাটদেশ। ঐ ব্রহ্মরন্ধ্র নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির এবং ললাট সংশয়াত্মক মনের স্থান। মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত স্নায়ুযোগে সর্ব্বশরীরে জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুভূতির বিকাশ হয়। জ্ঞান অনুভূতি ও ইচ্ছার সহিত বাহ্যজগতের সংস্রবের পাঁচটীদ্বারাই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রকার অনুভূতি বা বোধশক্তির প্রকাশক পঞ্চ অধিষ্ঠাতৃদেব। উহারা বাহ্যজগৎস্থ রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধপ্রভৃতি এক একপ্রকার ভাবগ্রাহিণীশক্তির উত্তেজক অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতির মধ্যে যে সত্বগুণ আছে ঐ সত্বগুণ হইতে যে জ্ঞান, ইচ্ছা অনুভূতির ( Knowledge, willing, feeling ) বিকাশ হয় তাহার এক এক ইন্দ্রিয়ানুভূতির উত্তেজিকাশক্তিই ঐ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাতৃদেব যথা দিক্ বাত সূর্য্য, বরুণ এবং অশ্বিনীকুমার।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, মনোময়কোষ ইচ্ছা অনুভূতির বিকাশক। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে যে

সকল বাহ্য বিষয়াজ্ঞান পতিত হয় তাহা স্নায়ু-কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে নীত হইলে এক একপ্রকার ভাবের ( Sensation ) উপলব্ধি হয়, ভাব মনোময়কোষে প্রবিষ্ট হইলে ভাবসমূহ মনোময়কোষের কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে এক একটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকট স্পষ্টীকৃত হইয়া এক একটী বিশেষ বোধরূপে পরিণত হয় বিশেষ বোধই ইন্দ্রিয়ানুভূতি ( Perception) ইন্দ্রিয়ানুভূতি গুলি মনোময় কোষ কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়াদ্বারা এক একটী মনোভাবে ( Idea ) ও মানসানুভূতিতে ( Conception ) পরিবর্ত্তিত হয়, মনের ইচ্ছার সহিত মনোভাব ও মানস অনুভূতি সংযোগে উহাদের সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী-ক্রিয়া আরম্ভ হয়, সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী ক্রিয়াই চিন্তা ( Thinking ) উক্ত ক্রিয়া হইতে পূর্ব্বোক্ত মানসানুভূতি সমূহ চিন্তা প্রসূত ধারণাকারে ( Thought from ) বিবর্ত্তিত হয়। ঐ মনোময়কোষের স্থিতিস্থাপকতা গুণ ও সংরক্ষণীশক্তি আছে, তদ্দ্বারা মনোময়কোষের আয়তন পরিবর্দ্ধিত ও তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্তভাব অনুভূতি বোধোপলব্ধি ধারণা প্রভৃতি অঙ্কিত প্রতিভাসিত হয় উহাই মনের ধৃতি ও স্মৃতি। স্থিতিস্থাপকতাপ্রভাবে মন সঙ্কোচিত ও বিস্তৃত হইতে পারে তদ্ধেতু পূর্ব্বোক্ত অঙ্কিত বিষয়, ভাব, উপলব্ধি, ধারণা প্রভৃতির স্মৃতির বিকাশিত ও অবিকাশিত উভয় অবস্থায় থাকিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত বিষয় বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্পষ্ট ভাবগুলি বিশেষ ও বিস্তৃত জ্ঞানানুভূতি চিন্তা ও ধারণা প্রভৃতির উপাদানস্বরূপ। সূত্রের সহিত বস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত বিষয় বা ভাবের সহিত বিস্তৃত ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও ধারণা প্রভৃতির সেইরূপ সম্বন্ধ। বাহ্যজগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান সকল সংযোগ ও তাহার আকর্ষণ বিক্ষেপণ সংশ্লেষণ বিশ্লেষণহেতু যেমন বৃহৎ একটী বস্তু শক্তির রাসায়নিক বিকাশ হয়, সেইরূপ অন্তর্জ্জগতে পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহ হইতে বৃহৎ জ্ঞান বা ধারণার বিকাশ হয়। উপরোক্ত বর্ণনানুসারে বাহ্যবিষয় যাহা অন্তরে প্রবিষ্ট হয় তাহার সহিত শরীর এবং মনের উপাদানিক গুণের সংযোগ ও তাহাদের পরস্পর সংঘর্ষণ সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ আকর্ষণ বিক্ষেপণহেতু আসক্তি আনন্দ লিপ্সা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি কামজ প্রবৃত্তিরও বিকাশ হয়। আবার জ্ঞান, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতির সহিত পূর্ব্বোক্ত কামজপ্রবৃত্তি সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি নূতন নূতন চিন্তা ধারণা কল্পনা প্রভৃতির বিকাশ হয় তাহাহইতে মনের উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টবৃত্তি ও বিশেষ বিশেষ ভাবের উদয় হয়। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কামজ প্রবৃত্তিজাত ভগবদ্‌গীতায় যে বর্ণিত আছে বিষয়চিন্তা হইতে আনন্দলিপ্সা, আনন্দ হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে ভ্রান্তি, ভ্রান্তি হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে মানব স্বয়ং বিনষ্ট হয় ইহা অতীব সত্যযুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মনুস্মৃতিতে ভূতাত্মা, মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের এই তিনপ্রকার উপাধি বর্ণিত আছে যথা;

"যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে। যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি সভূতাত্মোচতেবুধৈঃ॥

যিনি এই শরীরকে কার্য্য করান তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে এবং কর্ম্মপ্রবৃত্ত শরীরকে পণ্ডিতেরা ভূতাত্মা বলিয়া থাকেন॥

জীবসংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু॥

শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞের অতিরিক্ত মহৎ সংজ্ঞক

অন্তরাত্মা সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞের সমভিব্যাহারী; ক্ষেত্রজ্ঞ জন্মে জন্মে সুখদুঃখ তাঁহার সাহায্যেই অনুভব করেন॥

এক্ষণে বাহ্যজগৎ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় যে সকল সকল বাহ্যবিষয় গ্রহণ করে ঐ সকল বিষয় স্নায়বিক ক্রিয়াশক্তি (অর্থাৎ গত্যুৎপাদক স্নায়ু) কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে নীত হয় এবং এবং সুখদুঃখ অনুভবকারী মনোময়কোষে প্রবিষ্ট হইলে মানসোপাদানের সহিত বাহ্যবিষয় সম্মিলনে যে প্রকার গুণ বা উদ্যম উৎপন্ন হয়। তাহার সহিত মনোময়কোষস্থ ইচ্ছাশক্তির সংঘর্ষণে এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণের সাহায্যে এক একপ্রকার অনুভূতির বিকাশ হয়, প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণ মনোময়কোষের অন্তর্গত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জড়রাজ্য হইতে উপাদান সকল ক্রম পরিবর্ত্তন হইয়া উদ্ভিদের উপাদানে এবং উদ্ভিদের উপাদানে ক্রমে পরিবর্ত্তিত জীবজন্তুর জৈবোবাদানে পরিণত হয়। ভৌতিক উপাদানের মধ্যে রজগুণ (প্রবৃত্তি ও ক্রিয়োদ্দীপনীশক্তি) কিয়ৎপরিমাণে বিকাশিত ও সত্ত্বগুণ (জ্ঞানানুভূতি বিকাশিনীশক্তি) সম্পূর্ণ গুহ্যভাবে আছে, জীবরাজ্যে ঐ জৈবোপদানে ক্রম পরিবর্ত্তনহেতু উভয়গুণের শনৈঃ শনৈঃ বিকাশ হইতে থাকে। ভৌতিক জৈবিক ও আধ্যাত্মিক জগতে বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক উপাদান ইন্দ্রিয়, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব ও রজঃগুণে বিকাশক এক একটী শক্তিই এক একটী অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ঐ সত্ত্বগুণময় দেবগণই মনোময়কোষস্থ অধিষ্ঠাতৃদেব। যোগবাশিষ্ট রামায়ণে এবং কঠোপনিষদে উভয়েই বর্ণিত আছে যে জগতের সমষ্টি মনই মহৎব্রহ্ম বা ব্রহ্মা এবং ব্যষ্টি মন মহৎ সংজ্ঞকজীবাত্মা, ঐ জীবাত্মার বাহ্যজগতের সহিত সংস্রব ও বাহ্যজগৎ হইতে অভিজ্ঞতা সংগ্রহের নিমিত্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহয্যকারকস্বরূপ এক একটী অধিষ্ঠাতৃদেবতার বিকাশ হয়। মানব ভিন্ন অন্য জীবরাজ্যে পূর্ব্বোক্ত মনোময়কোষের এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়েব সাহায্যকারী অধিষ্ঠাতৃ সাত্ত্বিকদেবগণের বিকাশ হয় নাই, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত উপনিষদে স্পষ্ট ব্যাখ্যাত আছে, তবে পশুরাজ্যে উপাদানের ক্রমসংস্কারহেতু মনোময়কোষের বীজ প্রস্তুত হয়। ক্রমে অন্নময় ও প্রাণময়কোষ সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট হইলে মনোময়কোষ প্রস্তুত হইতে থাকে ও তাহা প্রস্তুত হইলে মহৎ সংজ্ঞক মানসপুত্রের বিকাশ হয়, তাঁহার সাহায্যার্থে মনোময়কোষস্থ জ্ঞানানুভূতিব প্রকাশক আিষ্ঠাতৃদেবগণেরও বিকাশ হয়। বেদান্তদর্শনের শারিরীকসূত্রের ২য় অধ্যাযের ৩য় পাদের ৪০ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে বর্ণিত আছে যে, বিজ্ঞানময়কোষ দেবতাদিগের জ্যেষ্ঠস্বরূপ। যেমন জড়ীয় উপাদানক্রম পরিবর্ত্তনহেতু শক্তির পরিবর্দ্ধন হওয়ায় উদ্ভিদ রাজ্যে জীবের বীজ প্রস্তুত হয় এবং জীব রাজ্যে তাহার বিকাশ হয়, সেইরূপ পশ্বাদিতে জৈবোপদানক্রম পরিবর্ত্তিত ও তাহার অভ্যন্তর সংস্কৃত হইলে ঐ পশুরাজ্যে মনের বীজ প্রস্তুত ও মানবে তাহা বিকাশিত হয়। ইহাদ্বারা অনেকের এই ভ্রম হইতে পারে যে আমি ডারউইনের মতানুযায়ী উপরোক্তমতের সমর্থন করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে এবং ডারউইনের মত সম্পূর্ণরূপ আর্য্য-দর্শনশাস্ত্র অনুমোদিত নহে। ডারউইন কেবল প্রকৃতির বাহ্য পৃষ্ঠা অবলম্বনে ঐ মতের প্রকাশক, কিন্তু আর্য্য-দর্শনশাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকগণ প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার অভ্যন্তর পৃষ্ঠা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের মতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন,

আমরা সেই আর্য্য-ঋষিগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া উপরোক্ত মতটী প্রকাশ করিলাম। প্রকৃতপক্ষে পশু হইতে সাক্ষাৎভাবে মানব সৃষ্ট হয় নাই, তবে পশু জগতে ভৌতিক ও জৈবোপাদান সংস্কৃত হইয়া মনোময়কোষ সৃষ্টোপযোগী হইলে সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রের সত্ত্বগুণ হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণের এবং তদপেক্ষা উচ্চতর লোক হইতে মানস পুত্রের ( মহৎ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের ) বিকাশ হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মনোময়কোষস্থ মানসাধিষ্ঠাতৃ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণের সাহায্যে জ্ঞান, ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা, স্মৃতি, ধৃতি প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তি এবং প্রাণময় ও অন্নময়-কোষস্থ ভূতাত্মার ক্রিয়া ও গুণানুরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রবৃত্তি পাশব প্রবৃত্তির বিকাশ হয়। মানবরাজ্যে ঐ পাশব প্রবৃত্তি সকল পূর্ব্বোক্ত মানসাধিষ্ঠাতৃসাত্ত্বিক দেবগণের সাহায্যে কথঞ্চিৎ নিয়মিত হওয়ায় উহারা কিয়ৎ পরিমাণে মানবের আয়ত্তাধীন হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, জ্ঞান ও যোগবলে জ্ঞানী বা যোগিদিগের যতই মানসোপাদান স্বচ্ছ এবং সংস্কৃত হয় ততই ইহ জগতে এই নশ্বরদেহে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কোষস্থ মহৎ ক্ষেত্রতে পুরুষের ( প্রকৃত মানবাত্মার ) বিকাশ হয় এবং পূর্ব্বোক্ত মনোময়কোষস্থ মানসাধিষ্ঠাতৃদেবগণ ঐ পুরুষের সম্পূর্ণ বশীভূত হওয়ায় তাঁহাদের সাহায্যে ভৌতিক দেহ, আচ্ছাদনে বস্ত্রের ন্যায় বা আবশ্যকীয় ক্রিয়া নির্ব্বাহক যন্ত্র বা ক্রীড়নকের ন্যায় হয়। তদ্ভিন্ন দৈহিক বা মানসিক সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয়। মানবের সুখদুঃখের অনুভূতি মনোময়কোষে বিকাশিত হয় *। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাহ্যবিষয়, ইন্দ্রিয়দ্বারা দিয়া প্রাণময়-কোষস্থ গত্যুৎপাদক স্নায়ু কর্ত্তৃক আনীত ও মনোময়কোষে সংবর্ষিত না হইলে উক্ত সুখ-দুঃখের অনুভূতি উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বোক্ত আনীত বিষয় মনোময়কোষস্থ ইচ্ছাশক্তির সহিত ঐক্য ও সামঞ্জস্য হইলে মনোময়কোষ উহা অন্তরে আকর্ষণ করিয়া লয়। আকর্ষণই অনুরাগ এবং পরস্পরে সংশ্লেষণই সুখ, কিন্তু স্নায়ু কর্ত্তৃক আনীত বাহ্য বিষয় মনোময়কোষে যখন সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, তখন উহা ইচ্ছাশক্তির সহিত অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য হইলে মনোময়কোষ উহা বিক্ষেপণদ্বারা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করে, বিক্ষেপণই বিদ্বেষ এবং পরস্পরের সংঘর্ষণ-জনিত ধাক্কাই দুঃখ। প্রকৃতপক্ষে উহা অন্তর হইতে একেবারে বিশ্লিষ্ট হয় না, ইচ্ছার বিরোধী হইলে সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী ক্রিয়াও সংঘর্ষণ হইতে ভাবগুলি অন্তরে অঙ্কিত ও বিকাশিত হয় অর্থাৎ চিন্তা, ধৃতি ও স্মৃতি বহির্ভূত হয় না, কিন্তু গত্যুৎপাদক এবং অনুভূতি ও সহানুভূতি প্রকাশক স্নায়ু ও স্নায়ুচক্র ( Motor sensitive, sympathetic nerve and nerve centre ) মানবের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ বশীভূত ও আয়ত্তাধীন হইলে বাহ্যবিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পনগতি ( Vibration ) উৎপন্ন ও গত্যুৎপাদক স্নায়ু কর্ত্তৃক মনোময়কোষে নীত হইলেও জ্ঞানানুভূতি প্রকাশক মস্তিষ্ক জাতীয় স্নায়ুর ক্রিয়া ও মনের আকর্ষণী ও বিক্ষেপণীক্রিয়া আয়ত্তাধীন হওয়ায় মনোময়কোষে সুখদুঃখ অনুভূত হয় না। প্রথমোক্ত কম্পন ও গত্যুৎপাদক স্নায়ু

* প্রকৃতপক্ষে আনন্দময়কোষই সুখের স্থান তবে দুঃখসংমিশ্রিত' সুখ বাহ্যবিষয়ের অধীন, উহা মনোময়কোষে বিকাশিত হওয়ায় অনুভূতি (Feeling) বিকাশিত হয়।

ক্রিয়া অন্নময় ও প্রাণময় কোষের, আর শেষোক্ত জ্ঞানানুভূতি প্রকাশকক্রিয়া মনোময়-কোষের। যোগিগণ অন্নময় ও প্রাণময়কোষে-রও ক্রিয়া ইচ্ছামত রোধ করিতে পারেন এবং জ্ঞান অনুভূতিপ্রকাশক স্নায়ুর ক্রিয়ারোধের সহিত গত্যুৎপাদক স্নায়ুর ক্রিয়া ও রোধ করিতে পারেন, ফলকথা উহা অতীব কঠিন ও সচরাচর মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা দেহ এবং দৈহিক সমস্ত ক্রিয়া প্রাণময়কোষের এবং ইচ্ছা অনু ভূতি, চিন্তা, কল্পনা, ধারণা, স্মৃতি, ধৃতি প্রভৃতি সমস্ত মানসিক কার্য্য মনোময়কোষের প্রমাণিত হইতেছে, তদ্ভিন্ন লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি কামজপ্রবৃত্তি-গুলি ভূতাত্মার কার্য্য হইলেও মানস সংস্পৃষ্ট, এইজন্য ঐ গুলিকে কোন কোন মতে কাম-রূপ বা কাম মানস বলে। মনের অভ্যন্তর-বর্ত্তী দ্বিতীয় স্তরই বিজ্ঞানময়কোষ উহা বিচার-মূলক জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্র। নির্ব্বাচন, বিচার, যুক্তি বিবেক প্রভৃতি উহার অন্তর্গত, শাস্ত্রীয় ভাষায় উহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহংতত্ত্ব আমিত্ব কহে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে মনোময়কোষের দুইপ্রকার কার্য্য যথা—

১। জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয় সংগ্রহকরণ।

২। অন্তরে তাহার পরিবর্দ্ধন ও বিস্তার-করণ।

মনোময়কোষ, যে বিষয় ও অভিজ্ঞতা বাহ্য জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া উপলব্ধী, ধারণা, চিন্তা ও কল্পনা প্রভৃতিদ্বারা অন্তরে পরিবর্দ্ধনও বিস্তার করেন, বিজ্ঞানময়কোষ তাহা নির্ব্বাচন, বিচার, যুক্তিদ্বারা উপযুক্তরূপে নিয়োগ ও সুব্যবস্থিত করেন। মনোময়কোষস্থ ইচ্ছা (Desire) বাহ্যবিষয়ের আকর্ষণের অধীন, উহা ইন্দ্রিয়লব্ধ বাহ্যবিষয় কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া তদাকারে অন্তরে গঠিত হয় এবং সম্পূর্ণ-রূপে বা অংশতঃ বাহ্যবিষয়ের অধীন হইয়া পড়ে বাহ্য জগতের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতির প্রলোভনে পড়িয়া ইচ্ছা উহাদের অনুগত ভৃত্যের ন্যায় দাসত্বে নিযুক্ত হয়। ইচ্ছা রূপবতী কামিনীরূপে, উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয়রসে কামিনীর সুকণ্ঠলহরীতে সুকোমল শয্যাস্পর্শে ও নানাবিধ পুষ্পাদির সুগন্ধে মোহিত হইয়া পড়ে ও নানাপ্রকার বিষয় ঐশ্বর্য্য প্রলোভনে প্রলোভিত হয়, এইজন্য ঐ ইচ্ছা স্বাধীন ইচ্ছা নহে; কিন্তু বিজ্ঞানময়-কোষস্থ ইচ্ছা (Will) স্বাধীন, উহা বাহ্য-বিষয়ের অধীন নহে, উহা অন্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া যুক্তি ও বিবেকের সহিত স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সচরাচর ইচ্ছার প্রবলস্রোতে পড়িয়া স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-ময়কোষস্থ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি মনোময়কোষস্থ ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলে সমস্ত জগৎকে স্বীয় অধীনে আনিয়া ইচ্ছামত চালাইতে পারে। ঐ স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার অংশ-স্বরূপ, শাস্ত্রীয়ভাষায় উহাকে দৈবীবাসনা কহে যথা—ধী-বাসনা চিতাভাসশ্রুতমাথী মহেশ্বর অর্থাৎ ধীমূলক বাসনা (দৈবীবাসনা) যুক্ত চৈতন্যাভাসই ঈশ্বর, স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্যই পুরুষাকার, এইজন্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

"নার্থ পুরুষকারেণেত্যেবং মা শঙ্ক্যতাং যত। ঈশঃ পুরুষকারস্ত রূপেণাসিবিবর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ মানবের অদৃষ্ট প্রবল বলিয়া যে পুরুষকারের কোন অর্থ নাই ইহা মনে করিও না, ঈশ্বরই স্বয়ং পুরুষকাররূপে বিবর্ত্তিত হন। ইহাদ্বারা মানবের স্বাধীন ইচ্ছা সেই মহৎ-ইচ্ছার অংশ সাব্যস্ত হইতেছে। যোগিগণ

স্বাধীন ইচ্ছাবলে স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহে বিবর্ত্তন ও সূক্ষ্ম উপাদান হইতে বিশ্বের স্থূলবিষয় নির্ম্মাণ ও অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়কর ব্যাপার সকল সম্পাদন করিতে পারেন। ভরদ্বাজ ঋষিকর্ত্তৃক লঙ্কাসমর অবসানে প্রত্যাগত সসৈন্য রামচন্দ্রের অভ্যর্থনার নিমিত্ত মূহূর্ত্তমধ্যে অরণ্যে অট্টালিকাদিনির্ম্মিত হওয়ার বিষয় পাঠকগণ অবগত আছেন, উহা ভরদ্বাজ ঋষির স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কার্য্য, ঐ ইচ্ছাই সৃষ্টিকারী শক্তি। বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পূর্ণবিকাশ হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের বিকাশ হয়; প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানময়কোষই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের ব্যষ্টি পুরুষত্ব জ্ঞাপক জ্ঞানময় সূক্ষ্মদেহ। মনোময়কোষ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যজগৎ হইতে যে সকল অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া অন্তরে পরিবর্দ্ধন ও বিস্তার করেন, বিজ্ঞানকোষ সেই সকল অভিজ্ঞতা প্রতিভাত ও সঞ্চিত হয়। ফলতঃ ঐ বিজ্ঞানময়কোষই আবার আমিত্ব, ঐ আমিত্বে জন্মজন্মান্তরে যতই অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শন সঞ্চিত হয় ততই আত্মজ্যোতি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, ঐ বিজ্ঞানময়কোষই আত্মার দর্পণস্বরূপ। মনোময়কোষস্থ স্মৃতিসূত্র ঐ কোষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সকল মনোময়কোষ হইতে বিজ্ঞানময়কোষে বহন করিয়া দেয়। মৃত্যুর পর যখন বিজ্ঞানময়কোষ মনোময়কোষের সারাংশ লইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের মহৎ সংজ্ঞক সমভিব্যাহারী আতিবাহিক দেহস্বরূপে পরলোকে গমন করে, তখন ঐ স্মৃতিসূত্র সঙ্কোচিত হইয়া মনের সহিত বিলীন হইয়া যায়, কেবল মনের সারাংশরূপ সংস্কারমাত্র বিজ্ঞানময়কোষে সঙ্কুচিতভাবে থাকে, কিন্তু জন্মজন্মান্তরের সাধনাবশতঃ যখন মনোময়কোষ বিজ্ঞানময়কোষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয় তখন মনের স্মৃতিসূত্র স্থায়ীভাবে বিজ্ঞানময়কোষের সহিত সম্বদ্ধ হয় এবং বিজ্ঞানময়কোষও আনন্দময়কোষের সহিত সংযোজিত হইলে মানব জাতিস্মর হয় অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহুজন্মের বৃত্তান্ত সমস্ত আমি অবগত আছি, তুমি তাহা অবগত নহ। যাহা হউক্ পূর্ব্বোক্তমত অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময়কোষ বিজ্ঞানময়কোষের সম্পূর্ণ বশীভূত ও বিজ্ঞানময়কোষ আনন্দময়কোষের সহিত সংযোজিত হইলে আনন্দময়কোষস্থ অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া বিদ্যা বা প্রকৃত জ্ঞানানন্দ বিকাশিত হয়। তখন পঞ্চকোষ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হওয়ায় ঐ পঞ্চকোষ বিচারদ্বারা জন্মজন্মান্তররূপ আবর্ত্ত হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ মুক্ত হয়েন। গুটিপোকারূপ প্রজা কীটকোষরূপ পঞ্চকোষ হইতে মুক্ত হইয়া প্রজাপতিরূপ স্বয়ং প্রজাপতিত্বে পরিণত হন, ধূমকেতুরূপ জীবাত্মা সূর্য্যরূপ ঈশ্বরে সংযোজিত হইয়া যান।

এক্ষণে সর্ব্বশেষে আনন্দময়কোষ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে আনন্দময়কোষই চিত্তের বীজ, উহাই মলিন সত্ত্বগুণ বা জীবের কারণ শরীর; আনন্দ বা মোহাদিবৃত্তিই ইহার ধর্ম্ম। বিজ্ঞানময়কোষরূপ মহত্তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হইলে অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ দর্পণ নির্ম্মল হইলে সত্ত্বগুণেরও মলিনত্ব দূরীভূত হয়। সত্ত্বগুণের মলিনত্ব দূরীভূত হইলে অবিদ্যার পরিবর্ত্তে বিদ্যা বা প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয় বিদ্যাই জ্ঞানময় ঈশ্বরীপরাশক্তি। পঞ্চদশীর পরবর্ত্তী চিত্তদীপের ১৫৮।২১২ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, আনন্দময়কোষই ঈশ্বর ও ঐ চিত্তদীপের ৭২।৭৩ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, বিজ্ঞানময়কোষই জীবাত্মা। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, সগুণ ঈশ্বর

; সত্বময় ; ঐ সত্ত্বগুণের মলিনত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত বিজ্ঞানময়কোষই মনুর ৎ সংজ্ঞক জীবাত্মা, প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানময়-াষই অহংধীতত্ত্ব বা মানবতত্ত্ব। জন্মজন্মা-রর সৎকর্ম্ম ও সাধনাদ্বারা মানবতত্ত্ব যতই র্ম্মল হয় ততই সত্ত্বগুণের মলিনত্ব দূরীভূত ়। আবার সত্ত্বগুণের মলিনত্ব যতই দূরী-ত হয় বিজ্ঞানময়কোষ ততই সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ ও জ্জ্বল হয় ও ঐ বিজ্ঞানময়কোষ অবিদ্যার বিবর্ত্তে বিদ্যা প্রতিবিম্বিত এবং সত্যজ্ঞান কাশিত হয়। প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইলে জ্ঞানময়কোষ আনন্দময়কোষে সংযোজিত, নন্দময়কোষও শুদ্ধ সত্বময় হইয়া ঈশ্বরের ঙ্গীভূত হয়। ফলিতার্থ আনন্দময়কোষে বিদ্যা বা সত্ত্বগুণের মলিনত্ব দূরীভূত হইয়া দ্যা বা শুদ্ধসত্ত্ব বিকাশিত হয়। শুদ্ধ সত্ত্বই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং তৎশব্দবাচক শ্বর তাহা নিম্নোক্ত ৪৪ শ্লোকে স্পষ্ট বর্ণিত াছে। এতাবতায় সাব্যস্ত হইল যে, বিজ্ঞান কোষই মানবতত্ত্ব ও আনন্দময়কোষই শ্বরাংশ বা ঈশ্বরতত্ত্ব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত ইয়াছে যে সমষ্টি জগৎ কারণ মায়া বা মহাশক্তি তিবিম্বিত চৈতন্যই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং সমষ্টি গতের মহৎ বা মহামানস প্রতিবিম্বিত চৈত-ই হিরণ্যগর্ভ, আর ব্যষ্টি কারণ শরীর প্রতি-ম্বিত চিদাভাসই প্রাজ্ঞ আত্মা এবং লিঙ্গশরীর তবিম্বিত চিদাভাসই তৈজসাত্মা। পূর্ব্বোক্ত রণ শরীরের সহিত প্রাজ্ঞ আত্মার এবং শরীরের সহিত তৈজসাত্মার এরূপ মাথা-খি সম্বন্ধ যে, ঐ কারণ ও লিঙ্গশরীরের হত আত্মার কিছুমাত্র পৃথকত্ব অনুভূত হয় । ঐ কারণ শরীরস্থ প্রাজ্ঞ আত্মাই মনু-তর উল্লিখিত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। পূর্ব্বে বর্ণিত য়াছে অবিদ্যাই কারণ শরীর, উহাই মলিন সত্ত্বগুণ; ঐ চিদ্বিম্বিত সত্ত্বগুণই আনন্দময়-কোষ, ঐ আনন্দময়কোষস্থ চিদ্বিম্ব যথাক্রমে লিঙ্গশরীরস্থ বিজ্ঞানময়, মনোময়, ঐ প্রাণময়-কোষে প্রতিবিম্বিত হইয়া তত্তৎকোষাভি-মানী হয়। উপরোক্ত সূক্ষ্ম সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ স্থূল জগদাভিমানী ও ব্যষ্টি তৈজসাত্মা স্থূল দেহাভিমানী হইলে অর্থাৎ সমষ্টি স্থূল জগতের সহিত বা ব্যষ্টি স্থূলদেহের সহিত একত্ব জ্ঞানে মাথামাখি হইয়া সমষ্টি স্থূল জগতে বা ব্যষ্টি স্থূলদেহে ক্রিয়াশীল হয়, ঐরূপে স্থূল জগতের বা স্থূলদেহের সহিত মাথামাখি ঐ সমষ্টি হিরণ্য-গর্ভকে বিরাট বা বৈশ্বানর ঐ ব্যষ্টি তৈজসা-ত্মাকে জীব অর্থাৎ দেব, মানব, গো, অশ্বাদি বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকোষের বিকাশ ও অবিকাশের তারতম্যানুসারে পূর্ব্বোক্ত জীব, দেব, মানব, গো, অশ্বাদি ভিন্ন ভিন্ন জীবে পরিণত হয়। তাহার কারণ এই যে সৃষ্টির প্রথমে ঐ কোষসমূহ একবারে বিকা-শিত হয় না। প্রথমে ঐ পঞ্চকোষ মুদ্রিত অবস্থায় থাকে, এইজন্য জড়ীয় উপাদানে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় না, তদনন্তর জীবরাজ্যে প্রথমে প্রাণের তদনন্তর মন ও বুদ্ধির ক্রমে বিকাশ হয়। জীবও ক্রমে উচ্চতর জীবে পরিণত হয়।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উপনিষদে প্রকাশ সৃষ্টির অর্থাৎ বর্ত্তমান কল্পের প্রথমে কীট, পতঙ্গ, তদনন্তর গো অশ্বাদি সৃষ্ট হইলে সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা তাহাদের ইন্দ্রিয়ে দেবগণকে বিকাশ হইতে আদেশ দেন, কিন্তু দেবগণ ব্রহ্মার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া তাঁহা-দের অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃদেবগণের বিকাশ উপ-যোগী দেহ নহে বলিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠাতৃপদগ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহাতে ব্রহ্মা মানবদেহ সৃষ্টি করিয়া

দেবগণকে পুনরাদেশ করায় দেবগণ তাঁহাদের বিকাশোপযোগী দেহ দেখিয়া তাহাতে বিকাশ হইতে সম্মত হন্ এবং মানবের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবরূপে বিকাশিত হন্। উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, পশ্বাদিতে মন বুদ্ধির বিকাশ হয় নাই। মানবের মন বুদ্ধির বিকাশ হওয়ায় মানব জন্মজন্মান্তরের সৎকর্ম্মজনিত সাধনাদ্বারা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণকে বশীভূত করিয়া দৈবীশক্তিবলে ষড়ৈশ্বর্য্য ও অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলে মানবই দেবশরীর প্রাপ্ত হয় ও পঞ্চকোষেরও পূর্ণ বিকাশ হয়। ঐ পঞ্চকোষ জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হইলে জীবাত্মা সদ্গুরুর পঞ্চকোষ বিচারদ্বারা মুক্ত এবং পরমাত্মায় সংযোজিত হয়। ঐ পঞ্চকোষের বিচার পদ্ধতি ক্রমেই বিবৃত হইবে। উপরোক্ত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণ যে পূর্ব্ব কল্পের অষ্টসিদ্ধি ও ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন উচ্চতর জীবের অংশ তাহা উপনিষধাদিতে বিশেষ প্রতিপন্ন হয়, উহা ক্রমে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# উপায় কি নাই?—আছে।

কোন পতিত দেশের উদ্ধার সাধন করিতে গেলে, বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। আমরা সকলেই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু স্বদেশের উন্নতিকল্পে আমাদিগের মধ্যে কয়জনে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি? ইদানীন্তন আমরা সকলেই অর্থোপার্জ্জন করিয়া সাংসারিক ভোগবিলাস বৃদ্ধি করিবার জন্যই চেষ্টিত, কিন্তু ত্যাগের কথা একবারও স্মরণ করি কি না সন্দেহ। যে অর্থের জন্য আমরা লালায়িত, সে অর্থও হইতেছে না। বাক্যে আমরা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সকলেই স্বার্থপরতায় পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকি। যে কোন কার্য্যে আমাদের মান, মর্য্যাদা, ভোগবিলাসাদির কিঞ্চিৎ বাধা হওয়ার সম্ভব, তাহাকেই অসম্ভব, অযুক্তিকর, আমাদের দেশ একার্য্যের জন্য এখনও উপযোগী হয় নাই, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আপনাদিগকে সেই সমুদায় কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র রাখি। দশের অমনোযোগে যখন কার্য্যটি পণ্ড হইল, তখন আমরা দূরদর্শিতার জন্য যথেষ্ট বাহাদুরি লইয়া থাকি। আমরা সকলেই বলি যে দেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, কিন্তু আমরা কি কখন ইহা চিন্তা করি যে আমরা দেশের জন্য কি করিতেছি। সকলের মুখেই শুনুন, অমুক ব্যক্তি বড়ই স্বার্থপর, দেশের জন্য কিছুই করেন না, কিন্তু কেহই নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবেন না যে তিনি নিজে দেশের জন্য কি করিতেছেন। স্বার্থত্যাগ করিতে না পারাতে ভারতবর্ষে কোন কার্য্যেই কোন ফললাভ হইতেছে না।

হিন্দুসন্তান দিন দিন দেখুন কি প্রকার কিম্ভূতকিমাকার ভাব ধারণ করিতেছে। আমরা সকলেই প্রচলিত ইংরাজি শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছি। এই ইংরাজি শিক্ষার পরিণামটা কি, তাহা কি আমরা কখনও চিন্তা করিয়া থাকি। ইংরাজি শিক্ষাদ্বারা জাতীয় জীবন বলবান কি দুর্ব্বল হইতেছে, তাহা কি কখনও আলোচনা করিয়া থাকি? ইংরাজি শিক্ষাদ্বারা আমরা হ্যাট, কোটধারী, চুরট ধূম্রোদ্গীরণকারী অন্তরে বাহিরে ফিরিঙ্গিবেশধারী পুরুষ ভিন্ন, কি কোন যথার্থ খাঁটি লোক প্রাপ্ত হইতেছি। কেরাণি

গিরিই যেন ইংরাজি শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। হাকিম বল, ডাক্তার বল, উকীল বল, ইঞ্জিনিয়ার বল, বাঙ্গালী প্রায় সকলেই কেরাণি। সকলেই চর্ব্বিত চর্ব্বন করা ভিন্ন, কেহই মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেন না। কিন্তু এই ইংরাজি শিক্ষার দাসত্ব বৃত্তিদ্বারা শ্বেতপুরুষদিগের অনুগ্রহে নিশ্চিন্তভাবে দুই চারি পয়সা রোজগার করিয়া নিজের চাটুকু এবং গৃহিণীর গহনা দুই একখানা চলিয়া যায়—বলিয়া পতঙ্গগুলি যেরূপ দীপশিখার দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমরা ইংরাজি শিক্ষার দিকে ধাবিত হইতেছি। কিন্তু বেশ চিন্তা করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান শিক্ষাদ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি, ধনের বৃদ্ধি, সাহিত্যবিজ্ঞানাদির উন্নতি, কিম্বা যাহাতে মানুষ খাঁটি মানুষ হয়, কিম্বা একটী জাতি খাঁটি জাতি হয়, এরূপ কিছুই হইতেছে না। এই শিক্ষার ফল কেবল অনুকরণ প্রিয়তা। বস্তুতঃ ইংরাজি শিক্ষাতে আমাদিগকে ক্রমে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে। যে ভাবে দিন দিন ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার দেখা যাইতেছে, যদি ইহার গতি কোনপ্রকার রুদ্ধ না হয়, তাহাহইলে আর এক শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষের পুনরভ্যুত্থান একেবারেই অসম্ভবপর হইবে। ধর্ম্মবিহীন অবিশ্বাসী দুর্ব্বল চরিত্র, দুর্ব্বল শরীর স্বার্থের ক্রীতদাস হইয়া আমাদের সন্তানসন্ততি অন্তরে বাহিরে ফিরিঙ্গি হইবে এবং পরপদসেবাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে।

ভাবিতে গেলেও চখে জল আসে, যে দেশের মাটিতে সোণা ফলে, সে দেশের লোকের পরিধানবস্ত্র নাই, সে দেশের লোকের উদরান্ন জুটে না। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেই সহস্র সহস্র লোক যমালয়ে গমন করে, যাহারা জীবিত থাকে, তাহারাও অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়ে। গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য অর্ণবপোতের দিকে দৃষ্টিপাত করে, কলিকাতার ইংরাজ বণিকমণ্ডলীর রম্যহর্ম্ম্যের দিক দৃষ্টিপাত কর, আসামের চাবাগান সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত কর, বাঙ্গালা, বিহার প্রভৃতি দেশের নীলকুঠির দিকে দৃষ্টিপাত কর, এক কথা ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর, আর তোমাদের অর্দ্ধভুক্ত অর্দ্ধনগ্ন লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এরূপ বৈষম্য কেন? এ সময় ইংরাজি বুলি ভুলিয়া গিয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বলিবে যে অদৃষ্টের দোষ। কিন্তু মনে মনে বেশ জান যে পুরুষকারের অভাবই তোমাদের দুর্গতির কারণ। স্বার্থপরতা আত্মকলহ, ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাই দুর্গতির কারণ। অহো! কি ভয়াবহ পরিণাম! অন্নপূর্ণার প্রসাদে যে দেশের অন্নে ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য দেশও অন্নে পরিপূর্ণ হইতেছে, সেই দেশের অধিবাসীগণ অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণ কলেবর। এখনও সাগররাজ অমূল্য মুক্তোপহার লইয়া পাদপ্রদেশে অবস্থিত রহিয়াছে, এখনও গিরিরাজ বহুমূল্য রত্নোপহার লইয়া শিরপ্রদেশে প্রসারিত রহিয়াছে, এখনও সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পবিত্রসলিলা নদী ফলশস্যরত্নহারে বক্ষঃস্থল সুশোভিত করিতেছে, কিন্তু হায় ভারতবাসী এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও দরিদ্র! ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বিড়ম্বনা হইতে পারে? সে দিন গত, কিন্তু এক দিন ছিল যে সময় ভারতবর্ষ সর্ব্ববিষয়ে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল। পূর্ব্বগৌরব এখন নাই, স্মৃতিপর্য্যন্ত বিলুপ্তপ্রায়। বর্ব্বরজাতিদিগেরও যাহা আছে, ভারতবাসীদের তাহাও নাই, স্বীয় গৃহে, পরাবসথশায়ী, পরান্নভোজী; ধনবল, জনবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, স্বাধীনতাবল, ধর্ম্মবল, সকল প্রকার বলহীন হইয়া ভারতবাসী জীবনমৃতবৎ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তপর্য্যন্ত নেত্রপ্রসারিত করিলে, কোন স্থানেই জীবন্ত মনুষ্য দৃষ্ট হয় না, কেবল কতকগুলি শবদেহ নেত্রপথে পতিত হয়। সকল শ্রেণীর লোকই সমবস্থাপন্ন। ভারতের এই অমানিশি কি প্রভাত হইবে না? যতদিন না ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া ভারতবাসী স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করিবে, ততদিন কিছুই হইবে না।

সকল শ্রেণীর লোকেই সমস্বরে স্বীকার করেন যে ভারতবাসী বিষম রোগগ্রস্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু বিভিন্ন-শ্রেণীর নেতাগণ ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা করেন। কেহ বলেন বাল্যবিবাহ রহিত কর, কেহ বলেন ব্যায়ামাদি শিক্ষা দেও, কেহ বলেন বৃত্তিশিক্ষা দেও, কেহ বলেন কংগ্রেসে যোগ দেও, কেহ বলেন বিধবার বিবাহ প্রচলিত কর, কেহ বলেন অবরোধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেও, কেহ বলেন বর্ণভেদ প্রথা উঠাইয়া দেও, কেহ বলেন পুতুল পূজা রহিত কর, কেহ বলেন ঘরে ঘরে ইংরাজি শিক্ষা দেও, বাণিজ্য বৃদ্ধি কর, ইত্যাদি অনেকে অনেক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কেহ বলেন সবগুলি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দেও। কিন্তু প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত তরুলতার মূলে জলসিঞ্চন না করিয়া উহার শাখা পত্রাদিতে জলসিঞ্চন করিলে, তরুলতা কি সজীব থাকিতে পারে?

এক ধর্ম্মবলদ্বারাই জাতীয় জীবন বলীয়ান্ হয়, এই ধর্ম্মবলই জাতীয় জীবনের মূল, উহা উপেক্ষা করিয়া শাখাপত্রাদির প্রতি যত্ন করিলে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কুশলের একমাত্র কারণ। ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন দিন কোন জাতি উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য-প্রদান করে যে ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন হইয়াই দেশসমূহ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়াই হিন্দুজাতি এককালে সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল এবং সর্ব্ব-বিষয়ে পৃথিবীর অনুশাসিতা হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া সেই জাতি এইক্ষণে বর্ব্বরজাতি-দিগেরও হেয় হইয়াছে। বাহ্য চাকৃচিক্যে মুগ্ধ হইও না, ঐ বাহ্য চাকৃচিক্যই আমাদের যথা সর্ব্বস্ব হইয়াছে। জাতীয় জীবন ধর্ম্মতৈল বিহীন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপসদৃশ হইয়াছে। ভারত-বর্ষের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা পরিদর্শনে কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন? ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া উহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তির গাত্রে অসহ্য প্রদাহ উপস্থিত না হয়? কিন্তু তাহারা মাতৃ-ভূমির পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন? রাজনৈতিক সামাজিক আন্দো-লনে কিছু হইবে না, উহা কেবল শাখা পত্র জলসিঞ্চনমাত্র। আরও দেখুন সর্ব্বপ্রকার বলের প্রস্রবণস্বরূপ ধর্ম্মবল না থাকাতেই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনই যেন আবেগশূন্য। অতএব যদি ভারতবর্ষের সুদিন ফিরাইতে চাহেন, ধর্ম্মজীবন বলীয়ান্ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হউন্।

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্ত্তমানে যেরূপ সুযোগ রহিয়াছে, এরূপ সুযোগ চিরকাল নাও থাকিতে পারে। বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে ভারতবর্ষ তাহার ঘোরদুর্দ্দিনে পৃথিবীর একটি প্রবলপরা-ক্রান্ত অথচ সভ্যজাতির শাসনাধীনে অবস্থিত রহিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজিতা, বহিরুপদ্রবেরও কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। সামাবিধি পরিচালনে রাজপুরুষেরা ধর্ম

উন্নতিসাধনের পথ অপ্রতিরুদ্ধ রাখিয়াছেন। ধর্ম্মজীবন বলিষ্ঠ করিবার জন্য এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না অনুকূলস্রোত, অনুকূল পবন সকল সময়ে ভাগ্যে উপস্থিত হয় না এবং মূর্খ ভিন্ন উহা কেহই উপেক্ষা করে না।

হে ভারতবাসিগণ! ধর্ম্মের প্রভাবেই ভারতবর্ষ একদিন জগতের চক্ষুস্বরূপ হইয়াছিল, এই ধর্ম্মের জন্য পদদলদলিত পরপীড়িত পরমুখাপেক্ষী পরাধীন ভারত এখনও বিদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট আদৃত হইয়া থাকে, এই ধর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষ, সিংহল, তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম শ্যাম, জাপান প্রভৃতি দেশের নিকট পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে; যদি ভারতবর্ষ কখন পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত হয়, সেও নিশ্চয়ই ধর্ম্মের বলে হইবে। সন্ন্যাসীর কমণ্ডুলই ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার সাধন করিবে। হে ভারত বাসি! বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ কর, ক্ষণবিধ্বংসী শরীরকে যথা সর্ব্বস্ব মনে করিও না, দেহের অন্তর্ব্বর্ত্তী শুদ্ধ বুদ্ধমুক্তদেহীকে জানিতে চেষ্টা কর।

ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহা বেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

মানব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জীবন সফল হয়, ব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে তাহার জীবন নিষ্ফল হইল, এইজন্য ধীর ব্যক্তিরা জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন। এই ব্রহ্মবিদ্যার অবহেলায় ভারত দুর্গতির শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে; আর সময় নাই.

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

অজ্ঞান নিদ্রা হইতে উত্থান কর, জাগ্রত হও, শ্রেষ্ঠাচার্য্যের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর, এ জ্ঞান বড়ই কঠিন জ্ঞান, শাণিত ক্ষুরের ধার যেমন পদের দ্বারা দুরতিক্রমণীয়, পণ্ডিতগণ ব্রহ্মবিদ্যার পথও তদ্রূপ দুর্গম বলিয়াছেন, এইজন্য শ্রেষ্ঠাচার্য্যের শরণ গ্রহণ কর। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কর। উহা লাভ করিলে তোমার ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে না। তখন দেখিতে পারিবে, তুমি কত উচ্চ, কত মহৎ, কত পরাক্রমশালী, ভূমণ্ডলে তোমার শক্তির নিকট কোন শক্তিই প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারিবে না। একবার নশ্বরদেহের মমতা পরিত্যাগ কর, আত্মার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন দেখিতে পারিবে যে, তুমি কত শক্তিসম্পন্ন। ঋষিদিগের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কর, দেখিবে ভারতের সুদিন আবার ফিরিয়া আসিবে। প্রজাপতির "দ," "দ," "দ," যাহা অদ্যাপি বজ্রদ্বারা নিনাদিত হইয়া থাকে, প্রজাপতির দ, দাম্যত, দ, দয়ধ্বম, দ, দত্ত, এই উপদেশ স্মরণ কর, দেখিবে যে সমাজে আপনি আপনি উন্নত হইবে; ইন্দ্রিয়সংযম কর, হৃদয় পবিত্র কর, আচণ্ডাল প্রেমপ্রদর্শন কর, মানবকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন কর, পশ্বাদির প্রতিও দয়াপ্রদর্শন কর, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ কর, দরিদ্রে দান কর, দেখিবে তোমার হৃদয়ে কত বল, দেখিবে তোমার ধর্ম্মবলের নিকট পাশববল পরাভূত হইবে। ভারতবর্ষ যে কোন দিন মধ্যাহ্নতপনসম সমুজ্জলপ্রভায় প্রভান্বিত ছিল, সে কি ধনের জন্য, না বলের জন্য, সে কি ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য নহে। সর্ব্ববিষয়ে যে ভারতবাসী জগতের আচার্য্য পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, সে কি ধনের জন্য, না বলের জন্য, সে কি জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য নহে। সখের ধর্ম্মে কিছু হইবে না, উহাতে কোন পতিত দেশ উদ্ধার হয় নাই। ধর্ম্মই জীবনের একমাত্র ব্রত-

কর, স্বার্থ একেবারে পরিত্যাগ কর, পরোপকার জীবনের মূলমন্ত্র কর, মর্ত্ত্যে দেবোপম হও, স্বীয় উদাহরণদ্বারা সকলকেই দেবতায় পরিণত কর, নানাবিধ সামাজিক বাধা প্রতিবন্ধক তুচ্ছজ্ঞান কর, জ্ঞান বিকীর্ণ কর; আলোকের নিকট অন্ধকার থাকিতে পারে না; ফলের প্রতি আশা করিও না, কার্য্যক্ষেত্রে স্বীয় কর্ত্তব্য করিয়া যাও, ধর্ম্মের বাণিজ্য করিও না, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ নৃপতি যুধিষ্ঠিরের পবিত্র বাক্য স্মরণ করিয়া কি সুখে কি দুঃখে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না।

নাহং কর্ম্মফলান্বেষী রাজপুত্রিচরাম্যুত।
দদামি দেয়মিতি যজ্ঞেযষ্টব্যমিত্যুত॥
অস্তু বাত্র ফলং মা বা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ।
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ॥
ধর্ম্মঞ্চরামি সুশ্রোণি ন ধর্ম্মফলকারণাৎ।
আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ॥
ধর্ম্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্।
ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্ম্মবাদিনাম্॥

হে দ্রৌপদি! আমি কর্ম্মফল অন্বেষণ করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না, দান করা কর্ত্তব্য, তাই আমি দান করি, যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য তাই আমি যজ্ঞ করি। ফল হউক্ আর নাই হউক্, গৃহে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য, আমি তাহা যথাশক্তি করিয়া থাকি। আমি সাধুজনের ব্যবহার ও শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া থাকি, কিন্তু ধর্ম্মের ফলকামনা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করি না। হে দ্রৌপদি! আমার মন স্বভাবতই ধর্ম্মে আবদ্ধ, আমি ধর্ম্মের বণিক নহি, যাহারা ধর্ম্মবণিক তাহারা ধর্ম্মবাদীদিগের মধ্যে জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

অতএব ধার্ম্মিক হও, কিন্তু ধর্ম্মের ব্যবসা খুলিও না, তোমার কর্ত্তব্য তুমি সম্পাদন কর, ফল ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মরণ কর—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সংগোস্তকর্ম্মণি॥

সদাসর্ব্বদা স্বীয় কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কর, কর্ত্তব্য সম্পাদনেই তোমার অধিকার আছে, ফলে তোমার অধিকার নাই, ফলাকাঙ্খা করিয়া কোন কর্ম্ম করিও না, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়াও থাকিও না।

অতএব কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের এই উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া, এস, আমরা স্বদেশের মঙ্গলময় কার্য্যে ব্রতী হই। ভারতবর্ষ হইতে কি আধ্যাত্মিক ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে কি ঋষিদিগের লোক হিতব্রত একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে? যদি লুপ্ত হইয়া থাকে, তাহাহইলে সেই ভাব পুনর্জীবিত না করিতে পারিলে ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের সম্ভব নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে শিক্ষাবিধান প্রচলিত আছে, উহাদ্বারা দেবভাব, ঋষিভাব পরিবর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক্, হৃদয়ে কেবল কতকগুলি পাশ্চাত্য কুসংস্কার প্রবেশ করে এবং আহার বিহার বেশবিন্যাস আদিই জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই বিজাতীয় শিক্ষার গতিরোধ না করিলে ভারতের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালী জ্ঞানপিপাসু বলিয়া অন্যান্য জাতির নিকট পরিচয় দেয়, কিন্তু দেশে কয়জন লোকে জ্ঞানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন? চাকুরি, চাকুরি, চাকুরিই আমাদের অভীষ্টদেবতা, জ্ঞানবিজ্ঞানাদির প্রতি প্রীতি কেবল মৌখিক, আন্তরিক নহে। যে সমুদায় দেশে আর্য্য-ঋষিগণের জ্বলন্ত উদাহরণ নাই, সেই সকল দেশেও জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবায় অনেকে জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করে, কিন্তু ঋষিনিকেতন ভারতভূমিতে এরূপ একজন লোকও আছে কি না, তদ্বিষয়ে

সন্দেহ। দেশের সাধারণ লোক নানাবিধ সাংসারিককার্য্যে চিরকালই ব্যাপৃত থাকিবে, কিন্তু দেশে এমন কতকগুলি লোক চাই, যাহাদের আত্মপর ভেদজ্ঞান রহিত হইয়াছে, এবং যাহারা পরোপকারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; এইরূপ কতকগুলি লোক থাকিলে তাহাদের উদাহরণে সাধারণের মধ্যে এক অপূর্ব্ব-শক্তির বিকাশ হয়, ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, স্বার্থপরতা দূরে যায়, দেশহিতৈষিতা সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। আমাদের দেশে সর্ব্বস্বত্যাগী লোক কি নাই? তাহাও আছে; কিন্তু যাহারা সর্ব্বস্বত্যাগী তাহাদের প্রতি ঘৃণা ভিন্ন আমরা ভক্তির উদ্রেক করাইতে চেষ্টা করি না। সংসার-ত্যাগী লোকহিতরত সাধু মহাপুরুষদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা সম্মান দূরে থাকুক্, ভণ্ড অলস বলিয়া তাহাদিগকে লোকের নিকট ঘোষণা করি। তবে একথাও অস্বীকার করি না, যে যদি একজন যথার্থ সাধু দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সহস্র ভণ্ড তপস্বীও দৃষ্ট হয়, এবং তাহা-দের দ্বারা সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক্, তাহাদের ব্যভিচার, কপটাচার প্রভৃতি সমাজদেহ কলুষিত করে। অতএব ভারতবর্ষে যাহাতে যথার্থ সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া কতকগুলি ভারতসন্তান যদি বেদ, উপনিষৎ, প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া লোকহিতব্রতে স্বীয় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া ভারতবর্ষের বিবিধ-স্থানে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারে রত থাকিয়া ভারত-বাসীর ধর্ম্মজীবন নববলে বলীয়ান্ করিতে পারেন, তাহাহইলে সমাজ এক নূতন আকার ধারণ করিবে। শীতপ্রধান দেশের পত্র তিরোহিত তরুলতা যেরূপ বসন্তাগমে নূতনপল্লবে বিভূষিত হয়, ভারতবর্ষও তদ্রূপ ধর্ম্মস্পর্শে নববলে বলীয়ান্ হইবে। মানব হৃদয় মধ্যে যে ঐশীশক্তি আছে, তাহার বিকাশ না করিলে মানুষ সে ঐশীশক্তির সত্ত্বা বুঝিতে পারে না। জলসিঞ্চনে যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই মানবের অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তির বিকাশ হয়, আমিত্বের প্রসার হয়, আত্মপর-ভেদ জ্ঞানরহিত হয়, শরীরের প্রতি মমতা নষ্ট হয়, তখন পরের জন্য প্রাণ দিতে কোন কষ্টই থাকে না, তখন বলপূর্ব্বক ধার্ম্মিক হইতে হয় না, বলপূর্ব্বক পরোপকার করিতে হয় না, তখন ধর্ম্ম ও পরোপকার স্বাভাবিক বৃত্তি হইয়া যায়। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে উহাই বলিয়াছেন, ধর্ম্ম কার্য্য করা তাহার স্বভাবের এক অংশ হইয়াছিল। আদর্শ জীবন সর্ব্বত্র সুলভ নহে, কিন্তু আদর্শ জীবন প্রাপ্ত না হইলেও হৃদয় মধ্যে আদর্শ জীবনের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিলেও যথেষ্ট হইল; তাহাহইলেও আমরা বুঝিতে পারিলাম যে গন্তব্য স্থানের দিকে যখন গমন করিতেছি, তখন কোন না কোন সময়ে ঐস্থানে পৌঁছিতে পারিবই পরিব। কিন্তু হৃদয়ে কোন আদর্শের মূর্ত্তি না থাকিলে, আমরা কাহার দিকে গমন করিব? তখন লক্ষ্যবিহীন হইয়া কেবল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করি, কাণ্ডারীবিহীন তরণীর ন্যায় স্রোতের ক্রীড়ণক হই, তৃণের ন্যায় সামান্য বায়ুপ্রভাবেই পরিচালিত হই। ভারতবাসীর কি কোন আদর্শ আছে? যদি থাকে সে আদর্শ হ্যাট কোটধারী প্রেয়মূর্ত্তি ইংরেজ; এই আদর্শ সাগর-গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রেয়মূর্ত্তি আর্য্য ঋষির আদর্শ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন কর এবং তৎপ্রদর্শিত পথে গমন কর, তবেই দেখিবে মৃতপ্রায় ভারতবাসী পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে।

সময় ত যায়, এই অবনীমণ্ডলে দুর্লভ মনুষ্য জন্মধারণ করিয়া কেবল আহার বিহার করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিবে? অন্ততঃ তোমাদের পুত্রপৌত্রদিগের ভাবীমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

সদনুষ্ঠানে ব্রতী হও। জমীদারী, কোম্পানির কাগজ, এমারত আদি যাহা করিতেছ, এসমুদায় তুমি নিজে অনন্তকালে ভোগ করিবে, সেইজন্য করিতেছ, না ভবিষ্যৎ বংশাবলীদিগের উপকারের জন্য করিতেছ? অনন্তকালের সহিত তুলনায় তোমার জীবন কত ক্ষণস্থায়ী, তাহাও একবার স্মরণ করিয়া দেখ, যদি তাহাই হইল, তোমার আত্মসুখের প্রতি ক্ষণকাল উদাসীনভাব ধারণ করিয়া তোমার পুত্রপৌত্রাদির মঙ্গলে জীবন উৎসর্গ কর। অতএব আর সময় নাই, বৃথা গণ্ডগোলে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান প্রচলিত কর। সন্তান যথেষ্ট হইয়াছে, আর সন্তানকামনা করিও না, আর ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে সন্তানের হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া পরদ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে, যে সন্তান বলবীর্য্য ও ধর্ম্মবিহীন হইয়া মনুষ্যাকারে পশুভাবে জীবনযাপন করিবে, সে সন্তানের প্রয়োজনই বা কি? যদি সৎপুত্র উৎপাদন করিতে চাও, তাহাহইলেও জীবনের প্রথমাংশ ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত কর। পঞ্চাশ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছে, যথেষ্ট সন্তান উৎপাদন করিয়াছ, যথেষ্ট ইন্দ্রিয়সম্ভোগ করিয়াছ, অন্ততঃ এসময় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে লোকহিতে রত হও। অর্থের সেবায় চিরকাল গেল, আচ্ছা ধর্ম্মের সেবায় দেখদেখি কি হয়? কিন্তু ইহাও বলি, যখন শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে, যখন মানসিক বৃত্তিগুলি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, যখন স্মৃতি লোপ হইয়া আসিতেছে, যখন উৎসাহ ও সাহস লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে, তখন দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অধিক ফল হইবে না। দেশের মঙ্গলসাধনে যদি চিত্ত ধাবিত হয়, তবে যৌবনেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। নিশান্তে যেরূপ দিবা অবশ্যম্ভাবী, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে ভারতের পুনরভ্যুত্থান তদ্রূপ অবশ্যম্ভাবী, তর্কজাল উপস্থিত করিয়া হৃদয় মোহাচ্ছন্ন করিও না, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আত্মায় বিশ্বাস কর, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস কর, বিশ্বাসের প্রভাবে দেখিবে সমুদায় বাধাবন্ধক নবোদিত ভানুর সমক্ষে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মচারীরা আপনাদিগের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবেন, পরের সুখদুঃখই তাহাদের সুখদুঃখ করিবেন। ধন, মান, যশ, লিপ্সা গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়া শীত গ্রীষ্ম তুচ্ছ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র আর্য্য-ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়া স্বীয় জীবনের উদাহরণ ও ঋষি উপদেশদ্বারা ভারতবাসীর ধর্ম্মজীবন পুনর্জ্জীবিত করিবেন। নির্ম্মল ধর্ম্মস্রোতে যখন ভারতের পাপরাশি বিধৌত হইবে, তখনই ভারতবর্ষ যাহা ছিল তাহা হইবে, আর যে পর্য্যন্ত তাহা নয়, সে পর্য্যন্ত কংগ্রেসই কর, কলকারখানাই খোল, সিভিলসার্ব্বিসেই প্রবেশ কর, কিছুতেই কিছু হইবে না, এটি অকাট্য সত্য।

ব্রহ্মচারীরা সকলেই যে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন এরূপ নহে। ধর্ম্মপ্রচারই তাহাদের অধিকাংশের জীবনের ব্রত হইবে। কিন্তু তাহারা লোকহিতার্থে নানাবিধ শাস্ত্র, বিজ্ঞানাদি অধিকার করিয়া মানবের নানাবিধ হিতসাধনে ব্রতী থাকিবেন। স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে কেহ নক্ষত্রবিদ্যা, কেহ ভূবিদ্যা, কেহ স্থপতিবিদ্যা, কেহ রসায়ন, কেহ আয়ুর্বিদ্যা, কেহ পদার্থবিদ্যা এইরূপ বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন করিয়া সাধারণকে ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জনের উপায়ও শিক্ষা দিবেন। আজ যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নাই, আজ যে আমাদের দেশে কোন মৌলিকচিন্তা নাই, তাহার কারণ যে আমাদের মধ্যে কেহই জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করি নাই। যদি ব্রহ্মচারী হইয়া আমাদের দেশে কতকগুলি লোকও এই

সমুদায় বিদ্যার সেবায় নিরত থাকিতেন, তাহা-হইলে দেশের কি এই অবস্থা থাকিত? কথনই নয়।

কেবল সংহার করিলে চলিবে না, সৃষ্টি করাও চাই। ইহা ভাল নয়, উহা ভাল নয়, এইরূপ সংহারাত্মকবাক্যদ্বারা কোন লাভ হয় না, দেশের কোন উপকার হয় না। কি ভাল তাহাও বলিয়া দেওয়া চাই। দেশের লোক সকলই বর্ত্তমান শিক্ষাবিধান, বর্ত্তমান ইংরাজ অনুকরণ, বর্ত্তমান প্রেয়প্রিয়তার প্রতি দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহাদের কোন শ্রেয়পথও দেখান চাই, নতুবা কোন ফল হইবে না। অতএব আসুন, আমরা সমবেত হইয়া কিছুকালের জন্য দ্বেষ, হিংসা ভুলিয়া যাইয়া, কিছুকালের জন্য পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কিছুকালের জন্য আমাদের প্রশান্তমনা স্বাধীন পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র স্মরণ করিয়া, আমাদের ক্রীতদাসোচিত হৃদয়ের অপ্রশস্তভাব পরিত্যাগ করিয়া, ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হই। বর্ত্তমান বংশাবলী একরকম অধোপাতে গমন করিয়াছে, ভবিষ্যদ্বংশাবলী যাহাতে অধোপাতে না যায়, তাহার চেষ্টা করি।

অনেকে আমাকে বলেন ব্রহ্মচারী পাব কোথায়? তাহাদিগকে আমি বলি যে ব্রহ্মচারীর অভাব হইবে না। আজিও ভারতবর্ষে ধর্ম্মবীজ আছে, উহা অঙ্কুরিত করা চাই; তাহা যদি না থাকিত, তাহাহইলে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র সাধু দৃষ্ট হইত না। হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মভাব না থাকিলে, কি কেহই স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন, গৃহ, ধন, বিলাসাদি পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে? ভারতবর্ষের যেখানে যাও, সেই স্থানেই এইরূপ শত শত ত্যাগীলোক দেখিতে পারিবে। কিন্তু ইহাদের হৃদয়ে যে ধর্ম্মবীজ আছে, তাহা সর্ব্বসময়ে সুন্দররূপে অঙ্কুরিত হয় না, বৃক্ষেও পরিণত হয় না, কুশিক্ষা, কু আদর্শ, কুসঙ্গ ইত্যাদির দ্বারা ঐ বীজ অনেক সময় একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কেবলমাত্র বাহিরে ধর্ম্মভাব থাকে, অন্তরে তোমার আমার যেরূপ অধর্ম্মভাব তাহাই থাকে। ইহাদের অনেকের আমিত্বের প্রসার হওয়া দূরে থাকুক্, ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং সঙ্কোচকেই প্রসার জ্ঞানে অনেকে বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া থাকেন। ত্যাগ আছে, কিন্তু সেই ত্যাগ শ্রেয়াভিমুখে পরিচালিত করা চাই। ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপিত হইলেই যে সহস্র সহস্র ব্রহ্মচারী সেই আশ্রমের নিয়মানুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় জীবন লোকহিতব্রতে উৎসর্গ করিবেন, তাহা নাও হইতে পারে, কিন্তু ত্রিশকোটি ভারতবর্ষের মধ্যে যদি এরূপ সহস্র, সহস্র না হউক্ শত, শত না হউক্ দশ, দশ না হউক্ একজন লোকও আমরা পাই, তাহাহইলে আর চিন্তা কি? এক হইলেই দুই, দুই হইলেই তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট নয় হইবে এবং তৎপরে দশ, শত, সহস্র পাওয়া কেবল কালসাপেক্ষ। একই গণিতের মূল, এক হইলেই সব হইল, অন্যান্য সংখ্যা এক হইতে উদ্ভূত। সকল কার্য্যেই একজন হইলেই আর চিন্তা নাই। এই বিশাল ভারতবর্ষের মধ্যে কি আমরা ধর্ম্মপ্রাণ পরহিতে রত একজন লোকও পাইব না? যে যাহাই বলুক, আমি ইহা কখনও বিশ্বাস করিব না। যে পর্য্যন্ত বেদ উপনিষৎ আদির স্মৃতিমাত্র ভারতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত ব্যাসবশিষ্ঠাদির স্মৃতিমাত্র ভারতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ চৈতন্যবুদ্ধাদির স্মৃতি পর্য্যন্ত ভারতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এরূপ লোকের অভাব হইবে না। আজ যদি ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃতভাষা বিলুপ্ত হইত,

আজ যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক গৃহ হইতে দেবদেবীর পূজা অন্তর্হিত হইত, আজ যদি পৃথিবীর কোন স্থানেই বেদ, উপনিষদ্ আদি গ্রন্থ পাওয়া না যাইত, আজ যদি ভারতবাসীরা সর্ব্বপ্রকার আর্য্য জনোচিত আচার ভ্রষ্ট হইয়া নূতন একটি অনার্য্য জাতিতে পরিণত হইত, তাহাহইলেও ভারতের নীলনভোমণ্ডল, ভারতের গগনভেদী উচ্চশৃঙ্গ হিমালয়, ভারতের পবিত্রসলিলা গঙ্গাযমুনাদি কোন না কোন ভারতবাসীর হৃদয়ে সেই প্রাচীন ঋষিভাব জাগরিত করিয়া দিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে দেশের শাস্ত্র পাঠ করিয়া ম্লেচ্ছাচারী সোপানহারও শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই দেশের লোক সেই সমুদায় শাস্ত্রাদি প্রত্যহ পাঠ করিয়া যে একেবারে ধর্ম্মহীন হইয়া গিয়াছে ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? কিছুতেই না। ধর্ম্মবীজ এখনও আছে, উহাকে জলসিঞ্চনদ্বারা অঙ্কুরিতমাত্র করিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মচারীর অভাব হইবে না, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিও না। আজও অনেক সাধু পুরুষ আছেন, যাঁহারা লোকহিতব্রতে ব্রতী এবং তাঁহারা ঐরূপ আশ্রম আছে জানিলে, ইহাতে নিশ্চয় যোগদান করিবেন। ভারতবর্ষের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। সাধারণের সমক্ষে স্বার্থত্যাগের জলন্ত উদাহরণ দণ্ডায়মান করিতে হইবে। একজন সাধুর সংস্পর্শে একজন সাধুর উদাহরণ কত শত জীবনের যে মূলমন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। আজ যদি এই বঙ্গদেশে একজন লোকও থাকিতেন যিনি নিজের জন্য কখনও কোন চিন্তা করেন, অথচ যিনি সকলকেই স্বজন জ্ঞান করেন, যিনি জ্ঞান বিজ্ঞানে বিভূষিত, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া লোকহিতব্রতে ব্রতী রহিয়াছেন, যাহার জীবনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কামধর্ম্ম হইয়াছে, তাহাহইলে তাহার জলন্ত উদাহরণে কি না হইত? তাহাহইলে আর কি চিন্তা ছিল। বক্তৃতা আদি পরিত্যাগ কর, ভারতবর্ষে দুটি চারিটি খাঁটি মানুষ যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর, সে কি মানুষের দ্বারা কিছুই হইবে না। ইংরাজী বুলি ছাড়িয়া দেও; ব্রহ্মচর্য্য মূর্খতা, আত্মা কেবল কল্পনা, ব্রহ্মজ্ঞান বাতুলের উক্তি, এই সব আসুরিক সংস্কার পরিত্যাগ কর, একবার আর্য্যঋষিগণের পদপ্রান্তে পড়িয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

কত শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-ঋষিগণ উপনিষদাদিরচনা করিয়া গিয়াছেন, আজীবন প্রত্যহ উহা পাঠ করিতে থাক, কখন বিরক্তি হইবে না, কখন নীরস লাগিবে না, যতবার পড়িবে ততবার ইচ্ছা করিবে, হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তির উদয় হইবে। কেন এরূপ হয় কেন? দশবৎসর পূর্ব্বে যে সমুদায় গ্রন্থরচিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি আর লোকে পড়ে না এবং যদিও পড়ে তাহাহইলে একবারের অধিক দুইবার পড়িতে ইচ্ছা হয় না; সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সমুদায় গ্রন্থরচিত হইয়াছে, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠে পাঠলিপ্সা বৃদ্ধি হয়, এরূপ বিভিন্নতার কারণই কি? আমি কিছুই বলিব না, নিজেই বুঝিয়া দেখ ইহার কারণ কি? বুঝিয়া দেখ এবং বুঝিয়া সেই আর্য্যঋষিগণের প্রদিষ্ট পন্থাবলম্বন করিয়া ভবিষ্যৎ বংশাবলীর উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লও, ভারতবর্ষের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন কর।

কিন্তু ভারতবর্ষের কোন একস্থানে সর্ব্বপ্রথম একটি আদর্শ আশ্রম স্থাপন আবশ্যক। যে স্থানে নগরের কোলাহল, বিলাস প্রলোভন

নাই, এমন স্থানে এই আশ্রম স্থাপন আবশ্যক। যে স্থানে কেবলমাত্র বাস করিলে ব্রহ্মচারীর হৃদয় প্রশস্ত হয়, অন্তঃকরণ পবিত্র হয়, ভগবানের প্রতি ভক্তির উদয় হয়; যে স্থানে শান্তিদেবী মূর্ত্তিময়ী হইয়া বিরাজিতা, যে স্থান লোকানন্দদায়িনী কোন পুণ্যসলিলা কুলকুলস্বরে প্রবাহিতা হইয়া ভগবানের নির্ম্মল চরণ স্মরণ করায়, যে স্থানে কোন অভ্রভেদী গিরিরাজ তাঁহার মহিমাহৃদয়ে জাগরূক করে, যে স্থানে বারিধিবক্ষে সেই ভূমার অসীমকীর্ত্তি প্রতিভাত হয়, এমন কোন আত্মপ্রসারানুকূল স্থানে এই আশ্রম স্থাপন করা আবশ্যক। যে স্থানেই হউক্ না কেন, এমন কোন স্থানে এই আশ্রম স্থাপন করা আবশ্যক, যেখানে আশ্রমবাসীরা অন্য কোন শিক্ষা না পাইলেও কেবল ভগবানের মহিমাচিন্তনে মহীয়ান্ হইতে পারে।

আশ্রমটিকে প্রথম হইতেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা যাইতে পারে না, উহা কালসাপেক্ষ; অভাব এবং সুযোগ দেখিয়া ক্রমে উহার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। এই আশ্রমে একটি আদর্শ পুস্তকালয় থাকিবে, প্রথমতঃ বেদ হইতে পুরাণকাব্যপর্য্যন্ত তাবৎ সংস্কৃত গ্রন্থ ইহাতে সংগৃহীত হইবে। তৎপরে ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি এবং ক্রমে পৃথিবীস্থ নানাদেশীয় নানাভাষার তাবৎ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এস্থানে সংগৃহীত হইবে। বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য থাকিবেন। বলা বাহুল্য আচার্য্যগণও ব্রহ্মচারী হইবেন। ব্রহ্মচারীগণ ব্যাকরণ এবং সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যে সমুদায় শাস্ত্র প্রয়োজন, তাহা অভ্যাস করিয়া স্বীয় উপযোগীতা অনুসারে বেদ, উপনিষদাদি সমগ্র বা স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে আচার্য্যের আদেশ অনুসারে অংশ পাঠ করিয়া আচার্য্যের উপদেশ লইয়া ভারতবর্ষের কোন একটি প্রদেশে স্বীয় স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র করিবেন। যিনি যে প্রদেশ তাহার কার্য্যক্ষেত্র করিবেন, তিনি তৎপ্রদেশে প্রচলিত ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রাদি ভাষা অভ্যাস করিবেন। সুতরাং আশ্রমে এই সমুদায় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরও আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একেবারে সর্ব্ববিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে না। প্রয়োজনানুক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আচার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ক্রমে ভারতবর্ষের বহির্ভাগে সনাতন ধর্ম্মপ্রচারের আবশ্যক হইলে, ভারতবর্ষেতর দেশসমূহেরও ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, রসায়ন, আয়ুর্ব্বিদা প্রভৃতি বিজ্ঞান, প্রাচীন শাস্ত্র এবং আধুনিক শাস্ত্রাদির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে। এইজন্য আধুনিক বিজ্ঞানাভিজ্ঞ বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক শিক্ষকেরও বন্দোবস্ত করা হইবে। ব্রহ্মচারীদিগের প্রায় সকলেই মোটামুটি বিবিধ বিজ্ঞানের বিষয় অবগত থাকিবেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে কোন একটী বিজ্ঞান বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়া, তাহার উন্নতিসাধনেই জীবন অতিবাহিত করিবেন। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলে, আশ্রমে যে কোন বিষয়ে মানবের জ্ঞান আবশ্যক, তাহা সমুদায়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্রহ্মচারী ইঞ্জিনিয়ার, ব্রহ্মচারী চিকিৎসক, ব্রহ্মচারী উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ, ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ব্বিৎ, ব্রহ্মচারী গণিতবিৎ, এইরূপ সর্ব্ববিষয়েই ব্রহ্মচারী পণ্ডিত হইবে এবং তাহারা লোকহিতে রত থাকিয়া তাহাদের অভ্যস্ত বিদ্যার উন্নতিসাধন করিবেন। কোন গৃহস্থ ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ

করিতে অধিকারী হইবেন, কিন্তু যতদিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন, ততদিন আশ্রমে থাকিয়া বিদ্যালয়ের নিয়মপালন করিতে হইবে। এই শ্রেণীর বিদ্যার্থীর জন্য আশ্রমের কতকগুলি নিয়ম অবশ্য পালনীয় হইবে, অপর কতকগুলি নিয়ম সম্বন্ধে তাহাদের ইচ্ছানুসারে পালন করিলেও পারিবেন না করিলেও পারিবেন। প্রথমে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের অভাব হইলে, গৃহস্থ আচার্য্যের দ্বারাই কার্য্যসম্পন্ন করিতে হইবে, কিন্তু এ সমুদায় আচার্য্যও আশ্রমে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইবেন, পরে সুবিধানুসারে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের বন্দোবস্ত করা যাইবে। উত্তর, পশ্চিম, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় প্রদেশে এখনও শত শত বালককে পিতা মাতার সম্মতিক্রমে সন্ন্যাসীদের নিকট দীক্ষিত হইতে দেখা যায়। প্রস্তাবিত আশ্রমের জন্য এইরূপ বালক পাওয়া অসম্ভব নহে এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, গিরি, ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি ভগবান শঙ্করস্বামীর পন্থাবলম্বী সাধুপুরুষও পাওয়া যাইতে পারে। পুণ্যপত্তনে (পুণানগরে) আনন্দাশ্রম নামে একটী আশ্রম আছে। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত মহাদেব চিমনাজি আপ্তে উক্ত আশ্রম স্থাপিত করিয়াছেন, ঐ আশ্রমে কয়েকটী সাধু প্রাচীন শাস্ত্রাদি সটীক প্রকাশ করিয়া থাকেন, আশ্রম হইতে তাহাদের সেবার ব্যয়নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ঐ আশ্রমে শাস্ত্রপ্রকাশ ভিন্ন, অন্য কোন কার্য্য হয় না। কিন্তু ঐ আশ্রমের কথা এস্থলে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে প্রস্তাবিত আশ্রমে চেষ্টা করিলে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের অভাব হইবে না। আশ্রমের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, উহা বিদ্যার্থী ও আচার্য্যদিগের বাসোপযোগী করিয়া এইরূপ কয়েক জন সাধু এবং তাঁহাদের শিষ্যদিগকে আশ্রমে রাখিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। ক্রমে সুযোগানুসারে আশ্রমের বিবিধ উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে হইবে, ঐ আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীদিগকে আধুনিক বিজ্ঞান, ইতিহাস গণিত আদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার জন্য আপাততঃ ইংরাজি শিক্ষিত উপযুক্ত দুই একটী শিক্ষকেরও প্রয়োজন। নব্য ও প্রাচীন সংযোগ হওয়ায় উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের দ্বারা উপকৃত হইবার সম্ভব এইরূপ কোন ব্রহ্মচারী শিক্ষক আপাততঃ না পাইলে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান সচ্চরিত্র গৃহস্থ শিক্ষকের দ্বারাই ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আশ্রমটী কিরূপে গঠিত হইবে, উপরে তাহার আভাস দেওয়া গেল। আশ্রম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে হইলে, ইহাতে বেদ, (ব্রাহ্মণ, সংহিতা, উপনিষৎ), ষড়দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, ইতিহাস, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, ব্যাকরণ এবং জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় তাবৎ প্রাচীন শাস্ত্র এবং আধুনিক বিবিধ বিজ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্রহ্মচারীরা আশ্রমের নিয়ম পালন করিয়া পাঠ সমাপন করিয়া হয় আর্য্য ধর্ম্মপ্রচারে নয় কোন বিশেষ বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে জীবন উৎসর্গ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আশ্রমে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও অন্যান্য দেশের ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ে গৃহস্থ বালকগণও আশ্রমের নিয়ম পালন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিবেন। এইরূপ কোন আশ্রম স্থাপন করিতে গেলে, কিঞ্চিদর্থের প্রয়োজন হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ অনুষ্ঠানে হিন্দুমাত্রেই যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে যে বহুতর সদনুষ্ঠান সাধারণের সাহায্যাভাবে স্থায়ী

হয় না, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু ইহাও জানি যে উদ্যোগকর্ত্তাদিগের উৎসাহ যত্ন ও অধ্যবসায় খড়ের আগুণের ন্যায় প্রথমে দব করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই পরক্ষণেই নিবিয়া যায়। তেতুলকাঠের আগুণের ন্যায় স্থির অধ্যবসায় যেখানে হইয়াছে, সেখানেই সুফল দেখা গিয়াছে। পাঞ্জাবের দয়ানন্দ কলেজ এতৎসম্বন্ধে একটী উদাহরণ হইল। উদ্যোগকর্ত্তারা—কেহই ধনবান নহেন, অথচ অতি অল্পসময়ের মধ্যে দশ এগার বৎসরের মধ্যেই তাহারা একটী বৃহৎ কালেজ স্থাপন করিয়াছেন এবং কলেজের স্থায়ী-কাণ্ডে ৭।৮ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বহু আড়ম্বরে না করিয়া প্রস্তাবিত আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। আশ্রমস্থাপনার্থে যাহারা এককালীন দান বা বার্ষিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত আছেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট পত্র লিখিবেন। কিন্তু আমি যতদূর এষ্টিমেট করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটী আশ্রমের জন্য জমি খরিদ, আচার্য্য ও বিদ্যার্থীদিগের বাসের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ, একটী পুস্তকালয়, একটী দেবমন্দির ও একটী অধ্যাপনা গৃহপ্রস্তত করিবার জন্য ২০,০০০ টাকা ও একটী পুস্তকালয়ের জন্য গৃহ ও পুস্তকাদির জন্য ১০,০০০ টাকা এই ত্রিশ-হাজার টাকা এককালীনও আশ্রমের মাসিক খরচের জন্য ৫,০০ টাকা বাৎসরিক ৬,০০০ টাকা হইলে মধ্যমভাবে আশ্রম চালান যাইতে পারে। ইহা অপেক্ষা কম টাকা হইলেও যে আশ্রম চালান যাইতে না পারে এমন নহে এবং অধিক টাকা হইলেও তাহার সদ্ব্যয় করা যাইতে পারে। সুতরাং যেরূপ টাকা সংগৃহীত হয়, তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে। দেশের মধ্যে এমন অনেক ধনীলোক আছেন, যাহারা একাকীও আশ্রম সংস্থাপনের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে পারেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে চল্লিশ পঞ্চাশহাজার টাকা সংগ্রহ করা অতীব সুসাধ্য। কোন সুযোগে যশোহর, খুল্না, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ পণ্ডিতগণ এবং পূর্ব্বস্থানীয় মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত যদুনাথ সার্ব্বভৌম, রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, বিক্রমপুরের রাসমোহন সার্ব্বভৌম, নড়াইলের শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত প্রস্তাবিত আশ্রমের কথা উথাপন করায় তাহারা সকলেই মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে মুখস্বরূপ করিয়া প্রাগুক্ত আশ্রমের অনুমোদন করিয়াছেন এবং উহার সহায়তা করিবেন বলিয়া আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমি অন্যান্য অনেক সুশিক্ষিত বিদ্বান্ লোকের সহিতও এবিষয়ের পরামর্শ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে দুই একজন বাদে সকলেই ইহার অনুমোদন করিয়াছি। আমি এই আশ্রমের কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহি না, আমি ইহার অনুষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত হইতে চাহি না, আমি স্বদেশবাসীদিগের নিকট এই সদনুষ্ঠান প্রস্তাবমাত্র করিলাম, তাহারা আমাকে যেরূপভাবে কার্য্য করিতে বলেন তাহাই করিতে স্বীকৃত আছি এবং তাহারা যাহাদের হস্তে কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত করিতে বলেন আমি তাহাতেই সম্মত আছি। গত যোলবৎসর ধরিয়া আমি এ বিষয়ের নানা শ্রেণীর প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিত এই বিষয়ের আন্দোলন করিয়া আসিতেছি, অনেকেই ইহার অনুমোদন করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। সুতরাং আমি আশা করি, হিন্দু-পত্রিকার পাঠকসমূহ এই প্রস্তাবটি মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া প্রত্যেকেই আমার নিকট

স্বীয় স্বীয় মনোভাব জানাইবেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধু, বান্ধব ও পরিচিত তাবৎ ব্যক্তির নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহাদিগেরও মত জানাইবেন, কিম্বা তাহারা যাহাতে তাহাদের মত জানান তাহা করিবেন। যিনি যে প্রকারে প্রস্তাবিত আশ্রমের সাহায্য করিতে পারেন এবং যে পরিমাণ সাহায্য করিতে পারেন তাহাও জানাইবেন। আমি নিজে দরিদ্র, কিন্তু প্রস্তাবিত আশ্রম সংস্থাপনার্থেই আমি হিন্দু পত্রিকা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হই। আমার বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস দুই বৎসর হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, যে হিন্দু-পত্রিকা সুন্দররূপে পরিচালিত করিতে পারিলে, ইহার জন্য প্রথমে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতে পারিলে ইহার লক্ষ গ্রাহক করা অসম্ভব নহে এবং লক্ষ গ্রাহক করিতে পারিলে, আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, নানাবিধ ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়াও ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ থাকিতে পারে এবং উহা হইলে এক হিন্দু-পত্রিকার লাভেই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকায় আমার কোন স্বত্ব নাই, ইহা সাধারণের সম্পত্তি এবং ইহার লাভ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিসাধনার্থ নিয়োজিত হইবে। গত দুই বৎসরের মধ্যে আমি হিন্দু পত্রিকার বিশেষ উন্নতি করিতে পারি নাই, তাহার এক কারণ আমার দরিদ্রতা এবং তন্নিবন্ধন ইহার জন্য অধিক ব্যয় করিতে পারি না, দ্বিতীয় কারণ আমি নানাবিধ পারিবারিক বিপদের মধ্যে পড়িয়া ইহার জন্য আশানুরূপ যত্ন করিতে পারি নাই। এই আশ্রমবাসী সাধুরাই হিন্দু-পত্রিকার পরিচালক হইবেন এবং ইহা প্রস্তাবিত আশ্রমেরই সম্পত্তি হইবে। এই হিন্দু-পত্রিকার লভ্য পরিত্যাগ ব্যতীত, আমার সাধ্যানুসারে আমি ওকালতী ব্যবসায় হইতে যাহা সঞ্চয় করিতে পারি, তাহাও আশ্রমের জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ওকালতী ব্যবসায় দিন দিন যেরূপ মনুষ্যত্ব বিকাশবিরোধী বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাতে আমি দিবানিশি ভগবানের নিকট এই ব্যবসায় যাহাতে পরিত্যাগ করিতে পারি, তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি, কিন্তু সঞ্চিত পাপক্ষয় না হইলে, জীবের অব্যাহতি নাই, সুতরাং কবে যে অব্যাহতিলাভ করিব, তাহা ভগবানই জানেন। আমার হৃদয়ে যে ভাব তাহা যতদূর পারি তাহা ব্যক্ত করিলাম। প্রত্যেক বঙ্গবাসী ইহা মনোযোগ করিয়া পাঠ করিয়া তাহারা আমাকে তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, এই আমার ইচ্ছা। প্রস্তাবকারীর দোষগুণ অনুসন্ধান না করিয়া যোগ্যতা, অযোগ্যতা অনুসন্ধান না করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখি তাহারা তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। যে কেহ প্রস্তাবিত বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিতে চাহেন, আমি তাহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রদ্ধধানং শুভাং বিদ্যামদদীতা বরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥মনু২।২০৮

সম্পাদক।

# বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ গোপাল-তাপনী।

## উত্তরবিভাগ।

একদা হি ব্রজস্ত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্ব্বরীমুষিত্বা সর্ব্বেশ্বরং গোপালং কৃষ্ণমূচিরে উবাচ তাঃ কৃষ্ণঃ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ। একদা ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণসন্নিধানে রাত্রিবাস করিয়া সর্ব্বেশ্বর গোপালকে কামনা-সিদ্ধার্থ বক্ষ্যমাণক্রমে বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহা-দিগকে বক্ষ্যমাণক্রমে বলিলেন॥ ১ ॥

অনুকস্মৈ ব্রাহ্মণায় ভক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি দুর্ব্বাসসেতি॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ। ব্রজস্ত্রীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কীদৃশ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদিগের কামনা পূর্ণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলি-লেন দুর্ব্বাসামুনিকে ভক্ষ্যপ্রদান করা উচিত॥২

কথং যাস্যামোঽতীর্ত্বা জলং যমুনায়াঃ যতঃ শ্রেয়ো ভবতি॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ। যমুনাজল উত্তীর্ণ হইয়া কিরূপে মুনির নিকট আমরা যাইব, যে স্থানে গেলে আমাদের মঙ্গল হইবে॥ ৩ ॥

কৃষ্ণেতি ব্রহ্মচারী ত্বুক্ত্বা মার্গং বোদাস্যতি যং মাং স্মৃত্বা অগাধাগাধা ভবতি যং মাং স্মৃত্বা অপূতঃ পূতো ভবতি যং মাং স্মৃত্বা অব্রতীব্রতী ভবতি যং মাং স্মৃত্বা সকামো নিষ্কামো ভবতি যং মাং স্মৃত্বাঽশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ব্রজস্ত্রীগণ! কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী—এই বাক্য বলিয়া যমুনার জলে গমন করিলে, তিনি তোমাদিগকে পথ দিবেন। আমাকে স্মরণ করিলে অগাধানদী অল্প জল হয়, অপবিত্র পবিত্র হয়, অব্রতী ব্রতী হয়, সকাম নিষ্কাম হয়, অশ্রোত্রীয় শ্রোত্রীয় হয়।

শ্রুত্বা তদ্বাচং হি বৈরৌদ্রং স্মৃত্বা তদ্বাক্যেন তীর্ত্বা তাং সৌর্য্যাং হি গত্বাশ্রমং পুণ্যতমং হি নত্বা মুনিং শ্রেষ্ঠতমং হি রৌদ্রঞ্চেতি॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ। শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্ররূপী দুর্ব্বাসাকে স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এইবাক্য উচ্চারণ করিয়া ব্রজস্ত্রীগণ ঋষির পুণ্যতম আশ্রমে গমন করিলেন এবং রুদ্ররূপী শ্রেষ্ঠতম ঋষিকে প্রণাম করিলেন॥৫॥

দত্ত্বা অস্মৈ ব্রাহ্মণায় ক্ষীরময়ং ঘৃতময়মিষ্ট-তম হি বৈ॥ ৬ ॥

তৎপরে তাহারা ঐ ব্রাহ্মণকে ক্ষীরময় ও ঘৃতময় মিষ্টতম ভোজ্য প্রদান করিলেন॥ ৬ ॥

মিষ্টতমং হি বৈ ভুক্ত্বা হিত্বাশিষং প্রয়োজ্যা-স্বাজ্ঞাং ত্বদাং কথং যাস্যামোঽতীর্ত্বা সৌর্য্যাম্॥ ৭ ॥

মুনি মিষ্টতম আহার গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ দান এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া গমনের অনুমতি দিলেন। তাহারা বলি-লেন যে আমরা যমুনা (সূর্য্যা) কিরূপে পার হইব॥ ৭ ॥

সহোবাচ মুনিঃ দুর্ব্বাশনং মাং স্মৃত্বা বো দাস্যতীতি মার্গম॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা। দুর্ব্বাশনং দূর্ব্বৈব অশনমস্যাস্তি, বা দূরে অশনমস্যাস্তীতি।

মুনি কহিলেন দূর্ব্বাভোজী অথবা নিরাহার-রূপী আমাকে স্মরণ করিলে যমুনা তোমা-দিগকে পথ প্রদান করিবেন॥ ৮ ॥

তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠ গান্ধর্ব্বীত্যুবাচ তং হি বৈ তাভিরেবং বিচার্য্য॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা। গোবেদস্তধারয়িতা ইতি গন্ধর্ব্ব।

তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী তাহাদের সহিত বিচার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী কথং দূর্ব্বাশনো মুনিঃ॥ ১০॥

কৃষ্ণ কিরূপে ব্রহ্মচারী এবং মুনিই বা কিরূপে দূর্ব্বাভোজী হইলেন॥ ১০॥?

তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্ব্বমনুকৃত্বা তূষ্ণীমাসুঃ॥ ১১॥

সেই গান্ধর্ব্বীকে প্রধানা করিয়া অন্যান্য স্ত্রীগণ পশ্চাদ্দেশে তূষ্ণীম্ভূতা হইয়া রহিলেন॥ ১১॥

শব্দবানাকাশঃ॥ ১২॥

মুনি কহিলেন, আকাশ শব্দবান্ অর্থাৎ শব্দগুণযুক্ত।

শব্দাকাশাভ্যাং ভিন্নস্তস্মিন্নাকাশে তিষ্ঠতি সহ্যাকাশঃ স্তং নবেদ সহ্যাত্মাহহং কথং ভোক্তা ভবামি। স্পর্শবান্ বায়ুঃ স্পর্শবায়ুভ্যাং ভিন্নস্তস্মিন্ বায়ৌ তিষ্ঠতি বায়ুর্ন বেদ তং হি সহ্যাত্মাহহং কথং ভোক্তা ভবামি। রূপাদিদং হি তেজোরূপাহগ্নিভ্যাং ভিন্নস্তস্মিন্নগ্নৌ তিষ্ঠতি অগ্নির্ন বেদং তং হি সহ্যাত্মাহং কথং ভোক্তা ভবামি। রসবত্য আপো রসাদ্ভিন্নস্তাস্বপ্সু তিষ্ঠতি তং হ্যাপো ন বিদুঃ সহ্যাত্ম্যহহং কথং ভোক্তা ভবামি। গন্ধবতীয়ং ভূমির্গন্ধভূমিভ্যাং ভিন্নস্তস্যাং ভূমৌ তিষ্ঠতি ভূমির্ন বেদ তং হি সহ্যাত্মাহং কথং ভোক্তা ভবামি॥ ১৩॥

পরমাত্মা, শব্দ ও আকাশ হইতে ভিন্ন। তিনি আকাশে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু আকাশ তাহাকে জানে না; আমি সেই আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব? বায়ু স্পর্শ গুণযুক্ত, পরমাত্মা স্পর্শ ও বায়ু হইতে ভিন্ন, তিনি বায়ুতে অবস্থান করেন; কিন্তু বায়ু তাহাকে জানে না, আমি সেই আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব। রূপতেজের গুণ, পরমাত্মা রূপ ও অগ্নি হইতে ভিন্ন, তিনি অগ্নিতে অবস্থান করেন, কিন্তু অগ্নি তাহাকে জানে না, আমি সেই আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব। রসজলের গুণ, পরমাত্মা, রস ও জল হইতে ভিন্ন, তিনি জলে বাস করেন, জল তাহাকে জানে না, আমি সেই আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব। গন্ধ পৃথিবীর গুণ, পরমাত্মা গন্ধ ও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, তিনি পৃথিবীতে বাস করেন, কিন্তু পৃথিবী তাহাকে জানে না, আমি সেই আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব।

হিন্দু-পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৫।৬ষ্ঠ খণ্ড, অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, তিনি সকলের অন্তর্যামীমাত্র, তিনি কিছুই ভোগ করেন না, সুতরাং তিনি ব্রহ্মচারী। আমি দূর্ব্বাসা যে ঘৃতময় ও ক্ষীরময় অন্ন ভোজন করিয়াও যে নিরাহারী, তাহারও কারণ এই যে ব্রহ্মজ্ঞানহেতু আমাতে ও পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই। প্রকৃতিজাতগুণ পরমাত্মাকে লিপ্ত করিতে পারে না, এই দুর্ব্বাসার মূলকথা।

ইদং ইমনস্তেষ্বেবং হি মনু তে॥ ১৪॥

"আমি আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব," এই কথা যদিও সত্য তথাপি উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায় আত্মার অহং জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা বুঝাইবার জন্য মুনি বলিতেছেন:—আকাশাদি পঞ্চভূতে অধিষ্ঠিত আছে বলিয়া মন" "অহং ভোক্তা" ইত্যাকার অভিমান করে।

তমিদং হি গৃহ্লাতি॥ ১৫॥

সেই মনই এই সমুদায় বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

যত্র সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তত্র বা কুত্র মনুতে ক বা গচ্ছতীতি সহ্যাত্মা কথং ভোক্তা ভবামি॥ ১৬॥

যে ব্যক্তির সর্ব্বত্র আত্মদর্শন হয়, অর্থাৎ যাহার ভেদজ্ঞান নষ্ট হয়, তাহার পক্ষে কিসের দ্বারা মনন করিবে, কোন্ দিকেই বা গমন করিবে, সেই আত্মা আমি কিরূপে ভোক্তা হইব? প্রথমবর্ষ, হিন্দু-পত্রিকা মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ পাঠ করুন।

## বিশেষ-দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান সংখ্যায় ৮০ পৃষ্ঠা দেওয়া হইল, গ্রাহকগণের বৎসরে হিন্দু-পত্রিকা ২৪০ পৃষ্ঠা পাওয়ার কথা, এই সংখ্যার সহিত তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হইলেন। এইক্ষণ আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৩০২ সালের মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব। গ্রাহকগণের নিকট ১৲ একটি টাকা সামান্য, কিন্তু এই এক টাকার উপর পত্রিকার জীবন নির্ভর করে। সহৃদয় পাঠকবর্গকে এই সামান্য মূল্যের জন্য যেন স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে না হয়। বৎসরের প্রথমে পত্রিকার মূল্য প্রাপ্ত হইলে, আমরা সমগ্র বৎসর পত্রিকাপ্রকাশের ব্যয় বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া, পত্রিকার উন্নতি-সাধনে বিশেষ যত্নবান থাকিব।

হিন্দু-পত্রিকার অনেক পুরাতন গ্রাহক যাহারা ১৩০১ সালের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা ১৩০২ সালের মূল্য বৎসরের প্রথমে ভ্রম বা আলস্যবশতঃ পাঠান নাই। এইক্ষণ বৎসরের শেষ হইল, তাহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৩০২ ও ১৩০৩ সালের মূল্য একত্রে পাঠাইলে উভয়পক্ষের সুবিধা।

## গত বৎসরের হিন্দু-পত্রিকা।

হিন্দু-পত্রিকা ১৩০১ সাল, মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা সমেত ডাকমাশুল। যে যে বিষয় পত্রিকায় আছে তাহার সূচীপত্র।

১ সূচনা, ২ অগ্নিস্তোত্র (ঋগ্বেদ), ৩ ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশ (গোভিল, ৪ গৃহস্থের প্রতি উপদেশ (ভৃগুমুনি), ৫ শান্তিপ্রকরণ (যজুর্ব্বেদ), ৬ পুরুষসূক্ত (ঋগ্বেদ), ৭ সনাতন হিন্দুধর্ম্মসমাজ (আলোচনা), ৮ সত্যকাম জাবালসংবাদ, ৯ মহিম্নস্তব, ১০ মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ, ১১ ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবের স্বাধীনতা (শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়), ১২ যজ্ঞোপবীততত্ত্ব. ১৩ বর্ণতত্ত্ব, ৪ গৃহস্থের প্রতি উপদেশ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র), ১৫ পিতৃগণের প্রতি নমস্কার (যজুর্ব্বেদ), ১৬ হিরণ্যগর্ভস্তোত্র (ঋগ্বেদ), ১৭ বরুণস্তোত্র (অথর্ব্ববেদ), ১৮ সামবেদান্তর্গত বিবাহমন্ত্র ব্যাখ্যা (শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ), ১৯ আরুণিশ্বেতকেতুসংবাদ (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ), ২০ বরুণস্তোত্র (ঋগ্বেদ), ২১ আমিত্বের প্রসার, ২২ সর্ব্বমেধপ্রকরণ (যজুর্ব্বেদ), ২৩ ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণ (যজুর্ব্বেদ), ২৪ দেবতা ও অসুরদিগের ব্রহ্মজ্ঞান, ২৫ বিষ্ণুভক্ত (বিষ্ণুপুরাণ),

☞ যে সমুদায় প্রবন্ধের শেষে লেখকের নাম নাই, তাহা সম্পাদকের লিখিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বিশেষদ্রষ্টব্য—হিন্দু পত্রিকার প্রথম বর্ষের বর্ত্তমান সংস্করণে কেবল ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ মুদ্রিত হইল। পাঠক বোধহয় অবগত আছেন যে বেদের যে সমুদায় সূক্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার কোন একটি স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইলে, তাহার মূল্য সমগ্র হিন্দু পত্রিকার মূল্য অপেক্ষা সাধারণতঃ কম করা হয় না। ১৩০১ সালের পত্রিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ এই সংস্করণে এক স্থলেই মুদ্রিত হইয়াছে, একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে পাঠকগণের ভিন্ন ভিন্ন স্থান অন্বেষণ করিতে হইবে না।

## হিন্দু-পত্রিকা সম্বন্ধে সংবাদপত্র ও পণ্ডিতগণের মত।

Pandit NILMONI MUKERJEE, M. A. Principal, Sanskrit College, Calcutta writes to the Editor :—

"I have looked with great interest at portions of your Journal entitled "Hindu Patrika" which you have been kind enough to present to me. I think that a publication like the Hindu Patrika cannot but be useful to the orthodox community, and I hope that it will also serve the purpose of explaining and popularising the Vedic hymns that are recited on the occasion of marriage and other solemn ceremonies.

I would only ask you to preserve some continuity in the treatment of a subject in consecutive issues of your periodical so that the interest which is in it may not subside by a break till it is finished"

ভূতপূর্ব্ব বান্ধব সম্পাদক বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক, ঢাকার শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছেন :—

"আপনার হিন্দু পত্রিকা এপর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হয় নাই। কিন্তু আমার ভরসা আছে, উহা কালে প্রকৃত হিন্দুর প্রাণ প্রিয় হইবে। উহা ঋষি জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার বুকে লইয়া মহাজনী নৌকার ন্যায় কালের স্রোতে ভাসিয়াছে। এদেশে এখনও রত্নের বণিক না আছে এমন নয়, যখন তাহারা ইহার পরিচয় পাইবে, তখন হিন্দু-পত্রিকার চারি পার্শ্বে সাধু মহাজনের হাট বসিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি তাঁহার কৃপায় এই পুরাতন রত্নের বাণিজ্যে পূর্ণ মনোরথ হইয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।"

মেট্রোপলিটান কলেজের প্রিন্সপাল ইণ্ডিয়ান্ নেশান সম্পাদক, বারিষ্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন :—

"A Journal called *Hindu Patrika* is published at Jessore by Babu Jodu Nath Mojoomdar, M. A. It is a monthly publication dealing in a learned way, with a variety of philosophical and religious topics and contains expositions of many an obstruse doctrine. It is a solid kind of work and bears marks of scholarship, thought and conscientious industry. Each single issue is so full of substance and so well get up that a rupee would not be too much for a single copy. As a matter of fact one rupee is the subscription for a whole year.

বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার বলেন :—

আপনার পত্রিকার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই পত্রিকা ভগবৎ কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে চলিতে থাকিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে এরূপ আশা করা যায়। ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবী ও নিরাপৎ করুন।

সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষমহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি,আই, ই, লিখিয়াছেন"আমার বিশ্বাস ইহা দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে" "প্রবন্ধগুলি যুক্তি ও উপপত্তির দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে" "আপনি হিন্দু-পত্রিকা উপযুক্তসময়েই বাহির করিয়াছেন।"

২৪ পরগণার ভট্টপল্লীর প্রধান নৈয়ায়িক ও মূলাজোড় সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম তাঁহার এবং মূলাজোড় কলেজের পণ্ডিতবর্গের মত জানাইয়া লিখিয়াছেন :—"আমরা বিবেচনা করিতেছি, এই পত্রিকাখানি উত্তরোত্তর হিন্দুসমাজে সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, যেহেতু, ইহাতে বহুতর সারগর্ভ সদুদ্দেশ্যপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পত্রিকাদ্বারা দেশের ও ধর্ম্মের অবশ্য উন্নতি হইবে। আমরা কায়মনবাক্যে ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি যে, আপনার এই সদুদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সাধিত হউক্।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "হিন্দু পত্রিকা সুপাঠ্য ও উপকারী বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

নদীয়া মহারাজার কলেজের ন্যায় অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ লিখিয়াছেন হিন্দু পত্রিকা পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম * * * প্রবন্ধগুলি যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম। আশা করি উক্ত পত্রিকাদ্বারা অনেকেই সন্তোষ লাভ করিবেন।

নড়াইল, হাটবাড়িয়ার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন :—আপনার প্রেরিত হিন্দু-পত্রিকা পরিদর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। ইহা যে, স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই একান্ত আদরের দ্রব্য হইয়াছে, সে কেবল বলা বাহুল্যমাত্র। *** আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দেশের এই মহান্ হিতসাধন সঙ্কল্প সমাধানপূর্ব্বক কৃতকার্য্য হউন্" * * *।

জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের সহযোগী স্বামী অভেদানন্দ ও অন্যান্য স্বামীগণ লিখিয়াছেন :—হিন্দু-পত্রিকা পাঠ করিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। এই পত্রিকাদ্বারা ধর্ম্ম সমাজে বিশেষরূপে উপকৃত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজ কাল হিন্দুধর্ম্ম লইয়া ভারতবর্ষে, ইউরোপে ও আমেরিকায় যেরূপ

আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় হিন্দু-পত্রিকা দ্বারা সনাতন-ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম ও প্রাচীন ঋষিদিগের সদুপোদেশাবলি সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াই শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছা।”

বৈদ্যনাথের সুবিখ্যাত পণ্ডিত রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন :—আপনার হিন্দু-পত্রিকায় কম ক্ষমতা প্রকাশ হয় নাই। আপনি বৃহস্পতির উপদেশ অনুসারে যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়ের আশ্রয় লইয়া সমুদায় বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আপনার পত্রিকার দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবে। * * *

ইণ্ডিয়ানমিরার বলেন :—হিন্দু-পত্রিকা দ্বারা হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের যে কি মহৎ উপকার হইবে তাহা যে কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছে তাহাদ্বারাই বেশ বুঝা যায়। এই পত্রিকাসম্পাদনের ভার যাহার হস্তে ন্যস্ত আছে, তাহার যে সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতা ও শাস্ত্রবিশারদতা আছে তাহাতে এই পত্রিকা যে উত্তমরূপে চলিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।”

নড়াইলের সভাপণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—মহাশয়ের প্রেরিত হিন্দু-পত্রিকা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। যে নিয়মে ব্যাখ্যা অনুবাদাদি করা হইতেছে, ইহা সাধারণের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইবেক। ভরসা করি মহাশয়ের এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষ আদরণীয়া হইবে।”

সোমপ্রকাশ বলিয়াছেন * * * যদু বাবু একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। বেদসম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি ইত্যাদি * *।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কুড়ুকদির সুবিখ্যাতপণ্ডিত জানকীনাথ ন্যায়ভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন “হিন্দু-পত্রিকা পাঠে অত্যন্ত আনন্দানুভব করিলাম। এইরূপ ধর্ম্মবিপ্লবের সময় আপনার এই পত্রিকা হিন্দু সন্তানের গৃহে গৃহে প্রচার হওয়া আবশ্যক।

মহাকুমা বনগ্রামের অন্তর্গত মহেশপুরের ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ লিখিয়াছেন, “হিন্দু-পত্রিকা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কালে হিন্দু-পত্রিকা সমগ্রহিন্দুর মুখপাত্র হইতে পারে। ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সারগর্ভ প্রবন্ধপূর্ণ পত্রিকা আর নাই।”

যশোহরের অন্তর্গত নিমটানিবাসী সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্যামাচরণ ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন. আপনার হিন্দু-পত্রিকা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আপনার অসীম ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া যথোচিত তুষ্টিলাভ করিলাম। আপনি উপযুক্ত সময়ে হিন্দু পত্রিকা বাহির করিয়াছেন ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে।”

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন,—হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার জন্য হিন্দু-পত্রিকা নামে একখানি নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে. আমরা যে কয় সংখ্যা পাঠ করিয়াছি তাহা সুপাঠ্য ও উপকারী। এইরূপ পত্রিকা যে হিন্দুবর্গ বিশেষ আদর করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজসাহীর হিন্দুরঞ্জিকা লিখিয়াছেন,—“হিন্দু-পত্রিকা” পাঠ করিয়া আমরা অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি। হিন্দুসমাজের উন্নতিকল্পে সহৃদয় হিন্দু-মাত্রকেই হিন্দু-পত্রিকার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখিলেই আমরা প্রকৃত সুখী হইব * * *।

হিতবাদী বলেন,—“হিন্দু-পত্রিকায় শাস্ত্রাদির বিবৃতি এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত গভীর গবেষণাপূর্ণ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক বিবিধ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। * * *

ঢাকাগেজেট বলেন :—হিন্দু-পত্রিকা পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি সম্পাদক সুযোগ্য ব্যক্তি, তিনি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া চঞ্চল ইয়ঙ্গবেঙ্গল ও হিমাচলবৎ অচল প্রাচীন ভারতকে প্রকৃত হিন্দুর কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত করিবার জন্য রত্নরাজী সমুদ্ধারিত করিতেছেন। * * * আমরা প্রার্থনা করি হিন্দু-পত্রিকার সমগ্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছেন—আমরা হিন্দু পত্রিকার কয়েক সংখ্যা পাঠ করিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছি পত্রিকাখানি যে ভাবে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে উহা অচিরে সমগ্র পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

নববিধান ধর্ম্মপ্রচারক সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন, হিন্দু-পত্রিকা দেখিতে যেরূপ সুশ্রী হইয়াছে, ইহার বক্তব্য বিষয়গুলিও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির চিন্তাশীলতা ও উদারতা দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। * * *

বঙ্গ-নিবাসী ও ভারতসংবাদ বলেন:—এরূপ পত্রিকা এদেশে এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র ব্যাপার লইয়া এদেশে সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে বিস্তর আছে ও কয়েকখানি কিন্তু তাহারা উদ্দেশ্যসাধনের অনেক পশ্চাত। হিন্দু পত্রিকায় মাসে মাসে বেদ, বেদাঙ্গ, স্তোত্র, পুরাণ, নানা প্রসঙ্গ, প্রবন্ধাকারেই নহে, কোন কোন অংশ মূল, অন্বয় ব্যাখ্যা ও টীকা টীপ্পনী সহযোগে প্রকাশিত হইতেছে। এহেন হিন্দু-পত্রিকার মূল্য এক টাকা কিন্তু আকার বৃহৎ ও জ্ঞাতব্য শাস্ত্র কথায় পূর্ণ। প্রতি হিন্দুরই হিন্দু-পত্রিকাকে হিন্দুর মুখ্য পত্র ভাবিয়া হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ করা উচিত।

অনুসন্ধান পত্রিকা বলেনঃ—যদুবাবু একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক। সম্প্রতি হিন্দু ধর্ম্মের সেবায় ইহাকে আন্তরিক প্রবৃত্ত দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। হিন্দু-পত্রিকায় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সমাজ সম্বন্ধে অনেক সারবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, বিবিধ দুরূহ বৈদিক রহস্য বিশদরূপে ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

উত্তরপাড়া কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত রামচরণ বিদ্যাবিনোদ বলেন:—আপনার পত্রিকার দ্বারা আর্য্য সমাজ বিশেষ অভ্যুদয়-ভাগী হইবে। বৈদিক ব্যাখ্যা উত্তম হইয়াছে।

মুলাজোড় কলেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন বলেন:—প্রবন্ধ গুলি যেরূপ যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আমার বিশ্বাস আপনার পত্রিকাদ্বারা হিন্দুসমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে।

হিন্দুপ্রেট্রিয়ট বলেন,—লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং যশোহরের একজন প্রধান উকীল বাবু যদুনাথ মজুমদার "হিন্দু-পত্রিকা" নামে একখানি উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন। ইহাতে বেদ উপনিষদাদির সকল ব্যাখ্যা থাকে। হিন্দু-পত্রিকা দেশের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির অনুগ্রহ ভাগী হইয়াছে এবং নব্য প্রাচীন উভয় সমাজের আদরের জিনিষ হইয়াছে।

Babu SARAT CHANDRA DAS. C. I. E. writes :—If any Journal may be read by a Bengali with profit. I must say that must be the Hindu Patrika.

Babu SASI BHUSAN MUKERJEE M. A. Profesor of Mathematics Govt. College Lahore writes :—I read your Patrika with pleasure and profit, I wish you every success.

জেলা ফরিদপুর অন্তর্গত সোতাশিপল্লীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন লিখিয়াছেন এই উৎকৃষ্ট জীবনের কোন বিঘ্ন হইলে বড় দুঃখের বিষয়। পত্রিকা পাঠে উপযুক্ত জ্ঞানে যথেষ্ট সন্তোষলাভ করিয়াছি ইহা পড়িয়া ছাত্রবর্গের বড়ই উল্লাস হয়।

Pandit RAJENDRA NATH SASTRI M. A. Roy Chand Prem Chand Scholar, Librarian Bengal Government says :—Your interpretation of the Yajur Vedas will do credit to any Sanskritist in the country. Your Patrika is excellently conducted. My services are at your disposal."

Maharajah KUMUD CHANDRA SINGH B. A. of Susang Durgapore writes. "I have found your Hi du Patrika to be very useful The contents of the Patrika are both elegan and interesting.

It is very pleasing to note that you intend to bring the Vedas within the reach of popular readers, Your object is to liberalise Hinduism. So I hope and trust you will succeed in your efforts through the mercy of God."

Dr. U. C. MUKERJEE—Civil Surgeon Bankura writes :—"It is a noble undertaking well planned and well executed.

Pandit PRAMADA DAS MITRA Reis, the great Sanskrit scholar of Benares writes :— The only course for the reformation of the Hindu society as far as possible, is to teach the gentle ceasses the principles of the Hindu religion. And your valuable journal will serve a useful purpose in this direction.

স্থানাভাবে শত শত মত প্রকাশ করা গেল না।

১৩০৪ সালের হিন্দু-পত্রিকার

# সূচীপত্র।

# হিন্দু-পত্রিকা।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, | ১৩০৩ সাল, ১৮১৮ শকাব্দা, | বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

## বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ গোপাল-তাপনী।

### উত্তরবিভাগ।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং শৃণুয়াৎ, কেন কমভিবদেৎ, কেন কং মন্বীৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি॥ ১৪॥

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

অয়ং হি কৃষ্ণো যোবোহিপ্রেষ্ঠঃ শরীরদ্বয়ং কারণং ভবতি॥ ১৭॥

জ্ঞানিত্বপ্রযুক্ত মুনি অভোক্তা, কিন্তু কৃষ্ণ ও কি সেই প্রকার জ্ঞানিত্বপ্রযুক্ত অভোক্তা, ইহা চিন্তা করিয়া মুনি বলিতেছেন :—

তোমাদের প্রিয়তম কৃষ্ণ শরীরদ্বয় অর্থাৎ দুইটি সমষ্টিরূপ জগতের কারণমাত্র, অর্থাৎ দেহধারী জীব যেরূপ জ্ঞানিত্বপ্রযুক্ত অলিপ্ত তাহা নহে, ইনি কারণমাত্র, ইনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ঐ কথা আর বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :—

দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো ব্রাহ্মণোহংশভূত-স্তথেতরো ভোক্তা ভবতি অন্যো হি সাক্ষী ভবতীতি॥ ১৮॥

বৃক্ষধর্ম্মে তৌ তিষ্ঠতঃ অতো ভোক্তাহভোক্তারৌ॥ ১৯॥

পূর্ব্বো হি ভোক্তা ভবতি তথেতরোহভোক্তা কৃষ্ণো ভবতীতি॥ ২০॥

( মুণ্ডকোপনিষৎ তৃতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ড ১ম শ্লোক ও ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল ১৬৪ তম সূক্ত ২১শ ঋক্ দেখুন। )

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখয়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

ব্যাখ্যা। সুপর্ণৌ সুন্দরৌ পর্ণৌ পক্ষৌ যয়োঃ তৌ যাহাদিগের সুন্দর পক্ষ আছে অর্থাৎ প্রাণী বৃক্ষধর্ম্মে তিষ্ঠতঃ, বিনাশিনি সংসারাখ্যে অশ্বত্থে তিষ্ঠতঃ, কঠোপনিষৎ স্মরণ করুন। ঊর্দ্ধ মূলোহবাক্শাখ এষোহশ্বত্থঃ সনাতনঃ ইত্যাদি।

অর্থ—জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই বৃক্ষে উহার মধ্যে ইতর অর্থাৎ জীব

থাকেন এবং ঈশ্বর অভোক্তা এবং সাক্ষীমাত্র হয়েন ॥ ১৮ ॥

এই বিনাশধর্ম্মশীল দেহরূপঅশ্বত্থবৃক্ষে তাহারা অবস্থান করেন এবং ভোক্তা ও অভোক্তা হয়েন ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত জীবভোক্তা এবং ঈশ্বর অভোক্তা এবং কৃষ্ণ অভোক্তা ঈশ্বর।

যত্র বিদ্যাঽবিদ্যে ন বিদামো বিদ্যাঽবিদ্যাভ্যাং স ভিন্নঃ বিদ্যাময়ো হি যঃ, কথং বিষয়ী ভবতীতি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইয়ের কিছুই নাই, তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন অথচ বিদ্যাময়, তিনি কিরূপে বিষয়ভোগ করিবেন ॥ ২২ ॥

যোঽবৈকামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি, যোঽবৈ ত্বকামেন কামান কাময়তে সোঽকামী ভবতি ॥ ২২ ॥

যিনি কামনাপূর্ণ হইয়া কাম্যবস্তুর অভিলাষ করেন, তিনি কামী, যিনি কামনাশূন্য হইয়া কাম্যবস্তু স্বীকার করেন, বা ভোগ করেন, তিনি অকামী ॥ ২২ ॥

জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ং যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি সবোহিস্বামী যোঽসৌ ভবতি ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ। যিনি জন্ম ও জরাবিরহিত, যিনি স্থাণুর ন্যায় স্থিরতর, যিনি অচ্ছেদ্য, যিনি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করেন, যিনি গোতে অবস্থান করেন, যিনি গোপালন করেন, যিনি গোপসকলে অবস্থান করেন, যিনি সকল বেদে অবস্থান করেন, সকল বেদ যাহাকে কীর্ত্তন করে, যিনি ভূতসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূতসকলকে বিধান করেন ॥ ২৩ ॥

সাহোবাচ গান্ধর্ব্বী কথং বাঽস্মাসু জাতোঽসৌ গোপালঃ কথং জ্ঞাতোঽসৌ ত্বয়া মুনে কৃষ্ণঃ কোবাঽস্য মন্ত্রঃ কিং বাঽস্য স্থানং কথং বা দেবক্যাং জাতঃ কোবাঽস্য জ্যায়ান্ রামো ভবতি কীদৃশী পূজাঽস্য গোপালস্য ভবতি সাক্ষাৎ প্রকৃতি পরো যোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ সহোবাচ তাং হ বৈ ॥ ২৪ ॥

গান্ধর্ব্বী বলিলেন, গোপাল আমাদের কুলে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, আপনি তাহাকে কিরূপে জানিতে পারিলেন, তাহার মন্ত্র কি, তাহার ধ্যান কি, তিনি কিরূপে দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহার জ্যেষ্ঠ রামই বা কে ইহার পূজা কীদৃশী, যিনি প্রকৃতির স্বামী তিনি ভূমিতে কিরূপে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২৪ ॥

একোহবৈ পূর্ব্বং নারায়ণো দেবঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ। সৃষ্টির প্রথমে নারায়ণ একমাত্র দেব ছিলেন ॥ ২৫ ॥

যস্মিন্ লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ তস্য হৃৎপদ্মজ্জাতাঽব্জযোনিস্তপিত্বা তস্মৈ হি বরং দদৌ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ। যাহাতে লোকসমূহ ওতপ্রোতভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার হৃদ্‌পদ্ম হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্ম উৎপন্ন হইয়া তপস্যা করিলে নারায়ণ তাহাকে বর দান করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

স কামপ্রশ্নমেব বব্রে তং হ্যস্মৈ দদৌ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা নারায়ণের নিকট তাহার স্বাভিলষিত প্রশ্নরূপ যে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, নারায়ণ তাহাকে তাহা দিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

সহোবাচাব্জযোনির্যোঽবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ কো ভবতি যেন লোকাস্তুষ্টা দেবাস্তুষ্টা ভবন্তি যং স্মৃত্বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ ভবন্তি কথং বাঽস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি ॥ ২৮ ॥

অব্জযোনি ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন অবতারদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবতার কে? অবতারদ্বারা লোকসমূহ ও দেবতাসমূহ তুষ্ট হয়

যাহাকে স্মরণ করিলে লোকে এই সংসার হইতে মুক্ত হয়। আর এই অবতারের ব্রহ্মত্ব বা কিরূপে হইল? ॥ ২৮ ॥

সহোবাচ তং হি নারায়ণো দেব স কাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্তপূর্য্যো ভবন্তি তথা নিষ্কাম্যাঃ স কাম্যা ভূগোলচক্রে সপ্তপূর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ গোপালপুরী হীতি ॥ ২৯ ॥

নারায়ণ দেব ব্রহ্মাকে বলিলেন যে মেরু-শৃঙ্গে কামনাশূন্য ও কামফলদা সাতটী পুরী আছে, তদ্রূপ ভূমণ্ডলেও কামনাফলদা ও কামনাশূন্য সাতটী পুরী আছে, যথা—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারকা। উহাদের মধ্যে গোপালপুরীই সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুরী ॥ ২৯ ॥

স কাম্যা নিষ্কাম্যা দেবানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভবতি যথা হি বৈ সরসিপদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং তিষ্ঠতীতি চক্রেণ রক্ষিতা হি মথুরা তস্মাৎ গোপালপুরী ভবতি ॥ ৩০ ॥

দেবতা ও ভূতগণের সকামা ও নিষ্কামপুরী আছে, সরোবরের মধ্যে যেরূপ পদ্ম থাকে, তদ্রূপ চক্রে রক্ষিতা হইয়া ভূমণ্ডলে মথুরাপুরী আছে, তজ্জন্য ইহাকে গোপালপুরী বলে ॥ ৩০ ॥

বৃহদ্বৃহদ্বনং মধোর্ম্মধুবনং তালস্তালবনং, কাম্যং কাম্যবনং বহুলো বহুলবনং কুমুদং কুমুদ-বনং খদিরঃ খদিরবনং ভদ্রো ভদ্রবনং ভাণ্ডীর ইতি ভাণ্ডীরবনং শ্রীবনং লোহবনং বৃন্দায়া বৃন্দাবনমেতৈরাবৃতপুরী ভবতি ॥ ৩১ ॥

বৃহৎ এইজন্য বৃহৎবন, মধুদৈত্য বধ হয় এইজন্য মধুবন, তালবৃক্ষ আছে, এইজন্য তাল-বন, কৃষ্ণবিহার করেন এইজন্য কাম্যবন, বহুলা হরিপ্রিয়া বাস করেন এইজন্য বহুলবন, কুমুদ-পুষ্পদ এইজন্য কুমুদবন, খদির আছে এইজন্য খদিরবন, ভদ্রবৃক্ষ আছে এইজন্য ভদ্রবন, ভাণ্ডীর নামে বটবৃক্ষ আছে এইজন্য ভাণ্ডীরবন, শ্রীর অধিষ্ঠান এইজন্য শ্রীবন, লোহনামক অসুর সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এইজন্য লোহবন, বৃন্দা তপস্যা করিয়াছিলেন এইজন্য বৃন্দাবন, মথুরা-পুরী এই সকল বনের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

(শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলই মথুর মণ্ডল ঐ কমলাভ্যন্তরে দ্বাদশদল পদ্মান্তরে গুরুরূপী পরমাত্মার মুখ্যাবস্থান, তদ্রূপ মথুরার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণাসনরূপ দ্বাদশ বন আছে। ঐ সমুদায় বনই বিবিধ নামে আখ্যাত হইয়াছে।)

তত্র তেষ্বেব গহনেষ্বেব দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা-নাগাঃ কিন্নরা গায়ন্তীতি নৃত্যন্তীতি ॥ ৩২ ॥

এই সমুদায় বনে দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও নাগ গান করেন এবং নৃত্য করেন ॥৩২॥

তত্র দ্বাদশাদিত্যা একাদশ রুদ্রা অষ্টৌ বসবঃ সপ্ত মুনয়ো ব্রহ্মা নারদশ্চ পঞ্চ বিনায়কাঃ বীরে-শ্বরো রুদ্রেশ্বরো অম্বিকেশ্বরো গণেশ্বরো নীল-কণ্ঠেশ্বরো বিশ্বেশ্বরো গোপালেশ্বরো ভদ্রেশ্বরো-হন্যানি লিঙ্গানি চতুর্ব্বিংশতির্ভবন্তি ॥ ৩৩ ॥

দ্বে বনে স্তঃ কৃষ্ণবনং ভদ্রবনং তয়োরন্তঃ-র্দ্বাদশবনানি পুণ্যানি পুণ্যতমানি তেষ্বেব দেবা-স্তিষ্ঠন্তি সিদ্ধাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ ॥ ৩৪ ॥

তত্র হি রামস্য রামমূর্ত্তিঃ প্রদ্যুম্নস্য প্রদ্যুম্ন-মূর্ত্তিরনিরুদ্ধস্যা নিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ ॥৩৫॥

বঙ্গার্থ। এই দ্বাদশ বনে দ্বাদশ আদিত্য একাদশ রুদ্র অষ্টবসু সপ্ত মুনি পঞ্চবিনায়ক এবং বীরেশ্বর রুদ্রেশ্বর অম্বিকেশ্বর গণেশ্বর নীল-কণ্ঠেশ্বর বিশ্বেশ্বর গোপালেশ্বর ভদ্রেশ্বর এবং অন্যান্য চতুর্ব্বিংশতি লিঙ্গ আছে ॥ ৩৩ ॥

উপরোক্ত দ্বাদশ বন, কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন এই দুই বনের মধ্যে অবস্থিত, উহারা সকলেই পুণ্য ও পুণ্যতম, উহাদের মধ্যে দেবতারা বাস করেন ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন ॥ ৩৪ ॥

সেই সকল বনে রামের রামমূর্ত্তি প্রদ্যুম্নের

রামমূর্ত্তি প্রদ্যুম্নের প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি অনিরুদ্ধের অনিরুদ্ধমূর্ত্তি কৃষ্ণের কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে ॥ ৩৫ ॥

বনেষ্বেবং মথুরাস্বেবং দ্বাদশমূর্ত্তয়ো ভবন্তি ॥৩৬॥

একাং হি রুদ্রা যজন্তি দ্বিতীয়াং হি ব্রহ্মা যজতি তৃতীয়াং ব্রহ্মজা যজন্তি চতুর্থীং মরুতো যজন্তি পঞ্চমীং বিনায়কা যজন্তি ষষ্ঠীং বসবো যজন্তি সপ্তমী মৃষয়ো যজন্তি অষ্টমীং গন্ধর্ব্বা যজন্তি নবমী মপ্সরসো যজন্তি দশমী বৈহন্তর্দ্ধানে তিষ্ঠতি একাদশমেতি স্বপদং গতা দ্বাদশমেতি ভূম্যাং তিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ। দ্বাদশ বনে যেরূপ মূর্ত্তি আছে তদ্রূপ মথুরায় দ্বাদশটী মূর্ত্তি আছে ॥ ৩৭ ॥

উঁহাদিগের মধ্যে রৌদ্রীমূর্ত্তি রুদ্রগণ পূজা করেন, ব্রাহ্মীমূর্ত্তিকে ব্রহ্মা পূজা করেন ঐরূপ দেবীমূর্ত্তিকে ব্রহ্মার পুত্রেরা, মানবীমূর্ত্তিকে মরুদ্গণ, বিনায়কমূর্ত্তিকে বিনায়াকগণ কাম্যামূর্ত্তিকে বসুগণ, ঋষিমূর্ত্তিকে ঋষিগণ গান্ধর্ব্বীমূর্ত্তিকে গন্ধর্ব্বগণ, গৌমূর্ত্তিকে অপ্সরোগণ পূজা করেন। দশমীমূর্ত্তি গুপ্ত থাকেন, একাদশীমূর্ত্তি বিষ্ণুপদ আকাশ আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। দ্বাদশীমূর্ত্তি ভূমিতে অবস্থান করেন ॥ ৩৭ ॥

তাং হি যে যজন্তি তে মৃত্যুং তরন্তি মুক্তিং লভন্তে। গর্ভ জন্ম জরা মরণ তাপত্রয়াত্মকং দুঃখং তরন্তি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ। এই দ্বাদশী ভূমিষ্ঠা মূর্ত্তি যাঁহারা পূজা করেন তাহারা মৃত্যু হইতে ত্রাণ পান এবং মুক্তিলাভ করেন তাঁহারা গর্ভ, জন্ম, জরা, মরণ এই তাপত্রয় হইতে উত্তীর্ণ হয়েন ॥ ৩৮ ॥

তদপ্যেতে শ্লোকা ভবন্তি।

প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদিসেবিতাম্। শঙ্খ-চক্র গদা শার্ঙ্গরক্ষিতাং মুষলাদিভিঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গার্থ। উক্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক [illegible] চক্র, গদা, শারঙ্গ এবং মুষল-দ্বারা পরিরক্ষিতা মথুরাপুরী ব্রহ্মাদিদ্বারা সেবিত হইয়া থাকে এবং উহা প্রাপ্ত হইয়া দেবতা মনুষ্যাদি কৃতার্থ হয় ॥ ৩৯ ॥

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামনিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ ॥৪০॥

চতুঃশব্দো ভবেদেকো হ্যোঙ্কারঃ সমুদাহৃতঃ ॥৪১॥

তস্মাদেবঃ পরো রজসেতি সোঽহমিত্যবধার্য্যাত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ ॥ ৪২ ॥

স মোক্ষমশ্নুতে স ব্রহ্ম ত্বমধিগচ্ছতি স ব্রহ্মবিদ্ভবতি ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ। ঐ মথুরাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই তিন শক্তি এবং রুক্মিণীর সহিত একত্রে আছেন ॥ ৪০ ॥

রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, কৃষ্ণ, এই চারিটী শব্দে এক ঈশ্বর হয়েন। ইহাই ওঁকার বাচ্য অর্থাৎ ওঁকারের আকার উকার মকার ও বিন্দু এই চারিটীতে যেরূপ ব্রহ্মের জাগ্রতাদি চারিটী অবস্থা জ্ঞাপন করায় সেরূপ বাসুদেব কৃষ্ণ সংকর্ষণ বলরাম ও প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই চারিটীও ব্রহ্মের উক্ত চারি অবস্থামাত্র ॥ ৪১ ॥

সেই হেতু প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ( এস্থলে রজঃগুণ প্রকৃতির উপলক্ষমাত্র ) যে দেব, তিনিই আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া আপনাকে গোপাল এইরূপ ভাবনা করে ॥ ৪২ ॥

যিনি এরূপ সোঽহমভাবে উপাসনা করেন তিনি মোক্ষপ্রাপ্তি হয়েন, ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রহ্মবিদ্ হয়েন ॥ ৪৩ ॥

যো গোপান্ জীবান্ বৈ আত্মত্বেনাসৃষ্টিপর্য্যন্ত মালাতি স গোপালো ভবতি ওঁ তৎ যৎ সোঽহং পরং ব্রহ্মকৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ সোঽহং যোঽন্তদ্গোপাল এব পরং সত্যমবাধিতং সোঽহমিত্যাত্মানমাদায়মনসৈক্যং কুর্য্যাৎ আত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েদিতি স এবাব্যক্তোঽনন্তো নিত্যো গোপালঃ ॥ ৪৪ ॥

মথুরায়াং স্থিতি ব্রহ্মন্ সর্ব্বদা মে ভবিষ্যতি।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা বৃতস্ত বৈ॥ ৪৫॥
স্বরূপং পরং জ্যোতিঃ স্বরূপং রূপবর্জ্জিতম্।
দা মাং সংস্মরন্ ব্রহ্মন্ মৎপদং যাতি নিশ্চিতং॥৪৬॥

যিনি গোপালদিগকে অর্থাৎ জীবসমূহকে আত্মস্বরূপে সৃষ্টিপর্য্যন্ত অঙ্গীকার করেন তিনি গোপাল (গোপানালাতি স্বীকরোতি ইতি গোপাল)। ওঁ তৎ এই শব্দদ্বয়ের বাচ্য যে ব্রহ্ম তিনিই আমি এবং নিত্যানন্দরূপী কৃষ্ণ তিনিই আমি, ওঁ তৎসৎ শব্দবাচ্য যে ম সত্য, অবাধিত গোপাল তিনিই আমি ইহা ন জ্ঞাত হইয়া আমি গোপাল এরূপ ভাবনা রিবে। ঐ গোপাল অব্যক্ত অনন্ত নিত্য॥৪৪॥ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বনমালাধারী হইয়া মি মথুরায় অবস্থান করিব॥ ৪৫॥

হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি আমাকে বিশ্বরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ রূপবর্জ্জিতরূপে হৃদয়দ্বারা া করেন তিনি নিশ্চয় আমার পদপ্রাপ্ত ন॥ ৪৬॥

া মণ্ডলে যস্তু জম্বুদ্বীপে স্থিতোপি বা।
র্চ্চয়েৎ প্রতিমাং মাঞ্চ স মে প্রিয়তরোভুবি॥

যে ব্যক্তি মথুরামণ্ডলে অথবা জম্বুদ্বীপের কোন স্থানে থাকিয়া প্রতিমারূপে াকে পূজা করেন, তিনি আমার প্রিয়তম ন॥ ৪৭॥

মধিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণরূপী পূজ্যস্তয়া সদা।
া চাণ্ডধিকারভেদত্বেন যজন্তিমাম্॥ ৪৮॥
যুবর্ত্তিনো লোকা যজন্তীহসুমেধসঃ।
ালং সানুজং রামরুক্মিণ্যা সহ তৎপরং॥৪৯॥
ালোঽহমজো নিত্য প্রদ্যুম্নোঽহং সনাতনঃ।
ঽহং অনিরুদ্ধোঽহমাত্মানমর্চ্চয়েদ্বুধঃ॥ ৫০॥

আমি মথুরাপুরীতে কৃষ্ণরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া ার দ্বারা পূজ্য হইয়াছি। লোকে অধিকার- চতুর্দ্ধাভেদ কল্পনাপূর্ব্বক আমাকে পূজা করেন, অর্থাৎ স্বপ্নসুষুপ্ত আদি অবস্থায়ও আমাকে পূজা করেন॥ ৪৮॥

যুগানুবর্ত্তী সুমেধা মানবগণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ রাম ও রুক্মিণীর সহিত গোপালরূপে আমাকে পূজা করেন॥ ৪৯॥

আমি গোপাল, আমি অজ, নিত্য, প্রদ্যুম্ন সনাতন, আমিই রাম, অনিরুদ্ধ, পণ্ডিতগণ আমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥ ৫০॥

ময়োক্তেন স্বধর্ম্মেণ নিষ্কামেন বিভাগশঃ।
তৈরয়ং পূজনীয়ো বৈ ভদ্রকৃষ্ণনিবাসিভিঃ॥৫১॥

অধিকার ভেদানুসারে আশ্রমধর্ম্মে সকামভাবে বা নিষ্কামভাবে ভদ্র ও কৃষ্ণবন নিবাসীরা আমার চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা করিবে॥ ৫১॥

তদ্ধর্ম্মগতিহীনা যে তস্মাৎ ময়ি পরায়ণাঃ।
কলিনাগ্রসিতা যে বৈ তেষাং তস্যামবস্থিতিঃ॥৫২॥

কলিগ্রস্ত মানব আশ্রম ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেও আমাতে পরায়ণ থাকিলে তাহাদের মথুরাপুরীতে অবস্থিতি হইবে॥ ৫২॥

যথা ত্বং সহ পুত্রৈস্তু যথা রুদ্রোগণৈঃ সহ।
যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ॥৫৩॥

তুমি যেমন সনকাদি পুত্রগণের সহিত থাকিতে ভাল বাস, রুদ্র যেরূপ গণগণের সহিত থাকিতে ভাল বাসেন, আমি যেমন শ্রীর সহিত থাকিতে ভাল বাসি, সেইরূপ ভক্তগণের সহিত থাকিতে ভাল বাসি, এই জন্য মথুরাপুরীতে ভক্তদিগের অবস্থিতি হয়॥ ৫৩॥

সহোবাচাব্জযোনিশ্চতুর্ভির্দ্দেবৈঃ কথমেকো দেবঃ স্যাদেকমক্ষরং যদ্বিশ্রুতমনেকাক্ষরং কথং ভূতং সহোবাচ তং হি বৈ পূর্ব্বং হি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ তস্মাদব্যক্তমব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষরাৎ মহত্তত্বং মহতো বৈ হঙ্কার তস্মাদেবাহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি অক্ষরোঽহমোঙ্কারো[illegible] জরোঽমরোঽভয়োঽমৃতব্রহ্মাভয়ং[illegible]

হহমস্মি অক্ষরোহহমস্মি সত্তামাত্রং বিশ্বরূপং প্রকাশং ব্যাপকং তথা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-মায়য়া তু চতুষ্টয়ং ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—গোপালাদি দেবচতুষ্টয় এক হইলেন কি প্রকারে? আর ওঙ্কার আখ্য এক অক্ষর হইতে কিরূপে অনেক অক্ষর উৎপন্ন হইল।

ভগবান কহিলেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমেবা-দ্বিতীয়ং অর্থাৎ স্বজাতি স্বগত ও বিজাতীয় ভেদরহিত একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন তাঁহাহইতে অব্যক্ত উৎপন্ন হয়েন। সেই অব্যক্তই ব্রহ্মা সেই ব্রহ্ম হইতে মহৎ উৎপন্ন হয়েন, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়।
প্রণব ইহাদিগের দ্বারা বেষ্টিত হন, আমি সেই অক্ষররূপী ওঁকার অজর অমর, অভয় ও অমৃত আমি মুক্ত, আমি অবিনাশী সত্তামাত্র বিশ্বরূপ প্রকাশক এবং ব্যাপক, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-মায়াকর্ত্তৃক চতুষ্টয় হইয়াছেন।

রোহিণীতনয়ো রামো অকারাক্ষরসম্ভবঃ।
তৈজসাত্মপ্রদ্যুম্ন উকারাক্ষরসম্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥
প্রাজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধো বৈ মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতং ॥৫৬॥
কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতি রুক্মিণী।
ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূত শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ। অকার অক্ষর হইতে রোহিণী-নন্দন রাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি বিশ্বা-ত্মক অর্থাৎ জাগ্রদাবস্থার অধিষ্ঠাতৃ সমষ্টি স্বরূপ। উকার হইতে প্রদ্যুম্ন উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি তৈজসাত্মক অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতৃ সমষ্টি-স্বরূপ ॥ ৫৫ ॥

মকার অক্ষর হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া-ছেন। তিনি প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতৃ সমষ্টিস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ অবস্থাত্রয় বর্জ্জিত তুরীয় পদার্থ। তিনিই অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপ, তাহাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

জগৎকর্ত্রী কৃষ্ণাত্মিকা বিন্দুপ্রতিপাদিকা রুক্মিণী মূল প্রকৃতি হইয়াছেন। ব্রজস্ত্রীগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় যে সকল শ্রুতির প্রকাশ হয় তদ্দ্বারা প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম তাঁহার প্রকাশবশতঃ শক্তিরূপা মায়া এবং শক্তিমানের অভেদহেতু রুক্মিণী মূল প্রকৃতি হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

প্রণবত্বেন প্রকৃতিং বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তস্মাদোঙ্কারসম্ভূতো গোপালো বিশ্বসম্ভবঃ ॥৫৮॥
ক্লীঁ মোঙ্কারস্যৈক্যত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে ॥৫৯॥

বঙ্গার্থ। ব্রহ্মবাদীগণ প্রণবের অসৎ সত্বাদি গুণস্বরূপ হেতু তাঁহাকে মূল প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। অতএব বিশ্বসম্ভব গোপাল প্রকৃতির প্রতিপাদ্য হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মবাদীরা ক্লীঙ্কার ও ওঁঙ্কারের ঐক্যত্ব স্বীকার করেন। মথুরায় আমাকে বিশেষরূপে ধ্যান করিলে মানব মোক্ষপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

অষ্টপত্রং বিকশিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতম্।
দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ং ॥ ৬০ ॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তুভং প্রভয়াযুতম্।
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশার্ঙ্গপদ্ম গদান্বিতম্ ॥ ৬১ ॥
সুকেয়ুরান্বিতং বাহুং কণ্ঠং মালাসুশোভিতম্।
দ্যুমৎ কিরীটং বলয়ং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ। বিকশিত অষ্টদলস্বরূপ হৃৎপদ্মে আমি অধিষ্ঠিত আছি। আমার দিব্যধ্বজাছত্র প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত চরণদ্বয় ধ্যান করিবে ॥৬০॥

তৎপর আমার হৃদয়স্থ শ্রীবৎসলাঞ্ছনপ্রভা যুক্ত কৌস্তুভমণি এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মশার্ঙ্গযুক্ত চতুর্ভুজকে ধ্যান করিবে ॥ ৬১ ॥
তৎপর সুকেয়ুর অন্বিত বাহু মালা সুশোভিত কণ্ঠদীপ্তিশালী মুকুট ও মকরাকৃতি কুণ্ডলে স্মরণ করিবে ॥ ৬২ ॥

...রণ্ময়ং সৌম্যতনু স্বভক্তাভয়প্রদম্।
...ায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরন্তু বা ॥ ৬৩ ॥
...থ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
...ৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরাসানিগদ্যতে ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ। তৎপরে আমার সুবর্ণময় ভক্তাভয়...দ সৌম্য তনু অথবা বেণুশৃঙ্গযুক্ত দ্বিভুজ...পকে ধ্যান করিবে ॥ ৬৩ ॥

যেমন দধি মন্থন করিলে নবনিত উৎপন্ন হয় ...রূপ যে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা জগৎ মন্থন করিলে ...রভূত গোপালমূর্ত্তি আবির্ভূত হয় সেই ব্রহ্ম...ানকেই মথুরা কহে ॥ ৬৪ ॥

...ষ্টদিক্‌পালিভির্ভূর্মিঃ পদ্মং বিকসিতং জগৎ।
...সারার্ণবসম্ভূতং সেবিতং মম মানসে ॥ ৬৫ ॥
...দ্রসূর্য্যস্থিরো দিব্যধ্বজা মেরুর্হিরণ্ময়।
...তপত্রং ব্রহ্মলোক মধোর্দ্ধং চরণং স্মৃতম্ ॥ ৬৬ ॥
...বৎসঞ্চ স্বরূপঞ্চ বর্ত্ততে লাঞ্ছনৈঃ সহ।
...বৎসলাঞ্ছনং তস্মাৎ কথ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬৭॥
...ন সূর্য্যাগ্নি বাক্ চন্দ্রং তেজসাস্বস্বরূপিণা।
...ঠতে কৌস্তুভাখ্যং মণিং বদন্তী শমানিনঃ ॥৬৮॥

বঙ্গার্থ। অষ্টদিক্‌পালসেবিত ভূমিরূপ পদ্ম ...হার মানসে বিকশিত রহিয়াছে উহাই সংসার...গর হইতে উৎপন্ন জগৎ ॥ ৬৫ ॥

চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল দিব্য ধ্বজা, ...রু হিরণ্ময় ছত্রদণ্ড ব্রেহ্মলোক ছত্র, এবং ...ধোর্দ্ধ অর্থাৎ সপ্তপাতালই চরণদ্বয় ॥ ৬৬ ॥

হৃদয়ে যে শ্রীবৎসলাঞ্ছন আছে উহার অর্থ ...ই যে আমি শ্রী অর্থাৎ মায়ার বল্লভ, লাঞ্ছন ...মার বিরাট অবয়বের জ্ঞাপকমাত্র ॥ ৬৭ ॥

সূর্য্য অগ্নি বাক্ চন্দ্র ইহারা যে তেজের দ্বারা ...জস্বী হইয়াছে, ঈশ্বর আরাধকেরা সেই ...জকে কৌস্তুভমণি বলে ॥ ৬৮ ॥

...ত্বং রজস্তম ইতি অহঙ্কারশ্চতুর্ভুজঃ।
...পঞ্চভূতাত্মকং শঙ্খং করে রজসি সংস্থিতম্ ॥৬৯॥
বালস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রং নিগদ্যতে।
আদ্যামায়া ভবেচ্ছার্ঙ্গং পদ্মং বিশ্বং করে স্থিতম্ ॥ ৭০ ॥
আদ্যা বিদ্যা গদা বেদ্যা সর্ব্বদা মে করে স্থিতা। ধর্ম্মার্থকামকেয়ূরৈর্দ্দিব্যৈর্দ্দিব্য মহীরিতৈঃ ॥ ৭১ ॥
কণ্ঠন্তু নির্গুণং প্রোক্তং মাল্যতে আদ্যয়াজ্ঞয়া। মালানিগদ্যতে ব্রহ্মং স্তবপুষ্পৈস্তু মানসৈঃ ॥ ৭২ ॥
কুটস্থং সৎস্বরূপঞ্চ কিরীটং প্রবদন্তি মাং।
ক্ষরোত্তমং প্রস্ফুরন্তং কুণ্ডলং যুগলং স্মৃতং ॥ ৭৩ ॥
ধ্যায়েন্মম প্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি।
স মুক্তো ভবতি তস্মৈ আত্মানঞ্চ দদামি বৈ ॥৭৪

বঙ্গার্থ। সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ এবং অহঙ্কার ইহারাই চারি বাহু হইয়াছে এবং শঙ্খই পঞ্চভূতাত্মক রজোগুণরূপে হস্তে অবস্থিত আছে ॥ ৬৯ ॥

অত্যন্ত বালস্বরূপ অর্থাৎ চঞ্চল যে মন তাহাকে চক্র বলা যায়। আদ্যা মায়াকে শার্ঙ্গ বলা যায়, বিশ্বকে হস্তস্থিত পদ্ম বলা যায় ॥৭০॥

আদ্যা বিদ্যাকে গদা বলা যায়, উহা সর্ব্বদাই আমার হস্তে আছে এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহাই আমার বাহুস্থ দিব্যকেয়ূর ॥ ৭১ ॥

কণ্ঠই নির্গুণ ব্রহ্ম। ঐ কণ্ঠকে যে অজয়া এবং আদি মায়াদ্বারা অর্থাৎ প্রপঞ্চ আবরণের দ্বারা ভূষিত করা যায় তাহাকেই তোমার ভক্তগণ মালা বলিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

আমি কুটস্থ নিত্যস্বরূপ, এজন্য সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতগণ আমাকে কীরিট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আমার ক্ষর এবং উত্তম অক্ষরকে যুগল কুণ্ডল বলিয়া থাকেন ॥ ৭৩ ॥

যে ভক্ত আমাকে এইরূপভাবে ধ্যান করে, সে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, আমি তাহাকে আমার স্বীয় আত্মাপ্রদান করি ॥ ৭৪ ॥

এতৎ সর্ব্বং ভবিষ্যদ্বৈ ময়া প্রোক্তং বিধে তব।

স্বরূপং দ্বিবিধঞ্চৈব সগুণং নির্গুণাত্মকম্ ॥৭৫॥

সহোবাচাব্জযোনিঃ ব্যক্তানাং মূর্ত্তীনাং প্রোক্তানাং কথং ত্বাভরণানি ভবন্তি কথং বা দেবা যজন্তি রুদ্রা যজন্তি ব্রহ্মা যজতি ব্রহ্মজা যজন্তি বিনায়কা যজন্তি দ্বাদশাদিত্যা যজন্তি বসবে যজন্তি অপ্সরসো যজন্তি গন্ধর্ব্বা যজন্তি স্বপদানুগান্তর্দ্ধানে তিষ্ঠতি কা কাং মনুষ্যা যজন্তি ॥ ৭৬ ॥

সহোবাচ তং হি বৈ নারায়ণো দেব আদ্যা অব্যক্তা দ্বাদশমূর্ত্তয়ঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু দেবেষু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু তিষ্ঠন্তি ॥ ৭৭ ॥

রুদ্রেষু রৌদ্রী ব্রহ্মণ্যেবং ব্রাহ্মী দেবেষু দৈবী মানুষেষু মানবী বিনায়কেষু বিঘ্ননাশিনী আদিত্যেষু জ্যোতির্গন্ধর্ব্বেষু গান্ধর্ব্বী অপ্সরঃ স্বেবং গৌর্ব্বসুষেবং কাম্যা অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী ॥৭৮॥

আবির্ভাবাতিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গার্থ। হে ব্রহ্মন্! এই সকল ভবিষ্যৎ কহিলাম, আমার স্বরূপ সগুণ ও নির্গুণ এই দুই প্রকার হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি সকলের কি প্রকার আভরণ হইয়া থাকে এবং দেবতারা কিরূপে পূজা করেন। রুদ্র, ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পুত্র, বিনায়ক, আদিত্য, বসু, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব ইহারা কিরূপে পূজা করেন।

স্বপদানুগাই বা কে? অন্তর্দ্ধানেই বা কে থাকেন এবং মনুষ্যেরা কাহার পূজা করে ॥৭৬॥

নারায়ণ কহিলেন পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশমূর্ত্তির কোন আভরণ নাই তাঁহারা সকল লোকে সকল দেবতায় এবং সকল মনুষ্যে অবস্থিত আছেন ॥ ৭৭ ॥

রুদ্রলোকে রৌদ্রী, ব্রহ্মলোকে ব্রাহ্মী, দেবলোকে দৈবী, মনুষ্যলোকে মানবী, বিনায়লোকে বিঘ্ননাশিনী, আদিত্যলোকে জ্যোতি গন্ধর্ব্বলোকে গান্ধর্ব্বী, অপ্সরলোকে গৌ (গীয়তে ইতি গৌ) অর্থাৎ গীত, বসুলোকে কাম্যা এ অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনীর মূর্ত্তির পূজা হই থাকে ॥ ৭৮ ॥

যাঁহার আবির্ভাব আছে কিন্তু তিরোভা নাই এমন মূর্ত্তি স্বপদ বৃন্দাবনে অবস্থিত থাকে ঐ মূর্ত্তি তিন প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক তামসিক, আর মানুষী বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন সচ্চিদনন্দৈকরসোরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠা করিতেছে ॥ ৭৯ ॥

ওঁ প্রাণাত্মনে ওঁ তৎসদ্ভূর্ভুবস্বস্তস্মৈ প্রাণত্মনে নমো নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভা ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮১ ॥

ওঁ অপানাত্মনে ওঁ তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তৈ অপানাত্মনে বৈ নমোনমঃ ॥ ৮২ ॥

ওঁ কৃষ্ণায় রামায় প্রদ্যুম্নায়া নিরুদ্ধায় ওঁ তৎ সদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৩ ॥

ওঁ ব্যানাত্মনে ওঁ তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ ব্যানাত্মনে বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৪ ॥

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় রামায় ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৫ ॥

ওঁ উদানাত্মনে ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তৈ বৈ উদানাত্মনে নমোনমঃ ॥ ৮৬ ॥

ওঁ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৭ ॥

ওঁ সমানাত্মনে ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৮ ॥

ওঁ গোপালায় অনিরুদ্ধায় নিজস্বরূপায় ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৯ ॥

ওঁ যোঽহসৌ প্রধানাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ যোঽসাবিন্দ্রিয়াত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯১ ॥

ওঁ যোঽসৌ ভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯২ ॥

ওঁ যোঽসাবুত্তমপুরুষো গোপালঃ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৩ ॥

ওঁ যোঽসৌ পরব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৪ ॥

ওঁ যোঽসৌ সর্ব্বভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৫ ॥

ওঁ যোঽসৌ জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তিমতীত্য তুর্য্যাতীতো গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৬ ॥

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ৯৭ ॥

রুদ্রায় নমঃ। আদিত্যায় নমঃ। বিনায়কায় নমঃ। সূর্য্যায় নমঃ। বিদ্যায়ৈ নমঃ। ইন্দ্রায় নমঃ। অগ্নয়ে নমঃ। যমায় নমঃ। নিঋতয়ে নমঃ। বরুণায় নমঃ। বায়বে নমঃ। কুবেরায় নমঃ। ঈশানায় নমঃ। ব্রহ্মণে নমঃ। সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ॥ ৯৮ ॥

দত্বাস্তিং পুণ্যতমাং ব্রহ্মণে স্ব স্বরূপিণে।
কর্তৃত্বং সর্ব্বভূতানামন্তর্দ্ধানে বভূবঃ সঃ ॥ ৯৯ ॥
...ণে ব্রহ্মপুত্রেভ্যো নারদায় যথাশ্রুতং।
...প্রোক্তস্তু গান্ধর্ব্বিগচ্ছধ্বং স্বালয়াস্তিকং ॥১০০॥

যিনি প্রাণাখ্যবায়ুর অন্তর্যামী এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপীজনবল্লভকে নমস্কার এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮১ ॥

যিনি অপানবায়ুর অন্তর্যামী এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮২ ॥

কৃষ্ণ, রাম, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধরূপে চতুর্ব্যূহকে নমস্কার এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮৩ ॥

যিনি ব্যানবায়ুর অন্তর্যামী এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮৪ ॥

যিনি কৃষ্ণ ও রাম তাঁহাকে নমস্কার এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার॥৮৫॥

যিনি উদানবায়ুর অন্তর্যামী এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮৬ ॥

যিনি দেবকীনন্দন কৃষ্ণ যিনি সমানবায়ুর অন্তর্যামী যিনি গোপাল ও অনিরুদ্ধ এবং নিজস্বরূপ যিনি প্রধানাত্মা গোপাল, যিনি ইন্দ্রিয়গণের অন্তর্যামী গোপাল, যিনি ভূতগণের অন্তর্যামী গোপাল, যিনি উত্তম পুরুষ গোপাল, যিনি পরব্রহ্ম গোপাল, যিনি সর্ব্বভূতাত্মা গোপাল, যিনি জাগ্রত স্বপ্নসুষুপ্ত তুরীয় অর্থাৎ বিরাট হিরণ্যগর্ভ কারণ এবং এই তিন অবস্থার অতীত বাসুদেবাখ্য তুরীয় এই চারি অবস্থার ব্যক্ত এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮৭—৯৬ ॥

তিনি এক হইয়া সকল ভূতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি কর্ম্মফলদাতা, সকলভূত তাহাতে বাস করিতেছে তিনি সাক্ষীস্বরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্য এবং গুণাতীত ॥ ৯৭ ॥

রুদ্রকে নমস্কার, বিনায়ককে নমস্কার, আদিত্যকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, বিদ্যাকে নমস্কার, অগ্নিকে নমস্কার, যমকে নমস্কার, নৈঋতকে নমস্কার, বরুণকে নমস্কার, বায়ুকে নমস্কার, কুবেরকে নমস্কার, ঈশানকে নমস্কার, ব্রহ্মাকে নমস্কার, সকল দেবতাদিগকে নমস্কার ॥ ৯৮ ॥

ভগবান, ব্রহ্মাকে পূর্ব্বোক্ত পুণ্যতম স্তুতি এবং সর্ব্বভূতের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৯৯ ॥

দুর্ব্বাসা কহিতেছেন,—এই তাপনী ব্রহ্মার নিকটে সনকাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে নারদ শুনিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমি যেরূপ শুনিয়াছি তাহা আমি বর্ণন করিলাম। হে গান্ধর্ব্বী! এখন তোমরা স্বীয় আলয়ে গমন কর॥ ১০০॥

গোপাল-তাপনী উত্তরবিভাগ সমাপ্ত।

---

# জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া ত্রিশক্তিসমন্বিত ঈশ্বর।

যদিও আমরা সময় সময় পঞ্চদশী ও বেদান্ত-দর্শন প্রভৃতি সমালোচনাদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়-সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, তথাচ পদার্থ-বাদিগণ ( Materialists ) উক্ত বর্ণনাদ্বারা যে সন্তুষ্ট হইবেন, এরূপ ভরসা করি না। তাঁহাদের মতে যাহা দেখা যায় না এবং পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায় না, এরূপ আনুমানিক তর্কের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব কখনই নিরূপিত হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন যে, চাক্ষুষপ্রমাণ ও পরীক্ষা ব্যতীত কেবল দার্শনিক মীমাংসা সময় হরণমাত্র, উহাদ্বারা কোন ফল নাই। মানবের যতই আবশ্যকতার বৃদ্ধি হইবে ততই বিষয়ের গূঢ় অর্থ আবিষ্কৃত ও প্রমাণ এবং পরীক্ষাদ্বারা তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণীত হইবে। ঐ সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণীত ও প্রামাণিক ভিত্তির উপর যতদূর স্থাপিত হইবে ততদূর স্বীকার্য্য, তদ্ভিন্ন স্বীকার্য্য নহে। মনুষ্যের আবশ্যকানুযায়ী নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও তাহা পরীক্ষিত হইবে ও তাহা হইতে ইউক্লিডের জ্যামিতির ন্যায় নূতন নূতন তত্ত্ব পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত হইবে, উহা লইয়া এক্ষণে বাগাড়ম্বর বৃথা, [ এই মতকে ইংরাজিতে Deductive principle কহে ] এই মতের অগ্রণি মিঃ কম্‌টি বলেন যে, এক সময় ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ অনুমান ও তর্কদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ের [illegible] চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া [illegible] নিস্তব্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে ইউরোপ প্রামাণিকভিত্তির উপর সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃ[ত্ত] হইয়াছেন। ইউরোপের আবিষ্কৃত ও পরীক্ষি[ত] বিষয় সকল অন্যান্য জাতিরা ক্রমে অবগত হই[বে] ইউরোপের পন্থানুসরণপূর্ব্বক ক্রমে শিক্ষিত [ও] কার্য্যদক্ষ হইবে, এক্ষণে বৃথা তর্ক নিষ্প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন মানবের উন্নতি দুইপ্রকা[রে] হইতে পারে, যথা ক্রিয়াদ্বারা এবং জ্ঞানদ্বা[রা] উহাকে তিনি যথাক্রমে Temporal ও Spiritua[l] উন্নতি বলেন। তাঁহার Spiritual উন্নতি[র] অর্থে বুদ্ধি ও বিবেকমূলক উন্নতি ও Tempora[l] উন্নতির অর্থ বৈষয়িক কার্য্যমূলক উন্নতি। তি[নি] বৈষয়িক কার্য্যমূলক উন্নতিকেই প্রকৃত উন্ন[তি] বলেন; পরীক্ষা ও কার্য্য ভিন্ন কেবল যুক্তি [ও] বিবেকদ্বারা বিষয়ের যথার্থতা নির্ণয় বা যুক্তি[ও] বিবেকমূলক উপদেশদ্বারা সমাজে শান্তিসংস্থাপ[ন] কখনই হইতে পারে না। বৈষয়িক কার্য্য[ও] তাহার পরীক্ষিত ফল হইতে বস্তুর যথার্থ[তা] নির্ণয় ও সমাজ সংরক্ষণ ও শান্তি স্থাপন সম্ভব[।] ইউরোপ তাহারই শিক্ষক, ইহাই তাঁহার মত।

উপরোক্ত মত কেবল ইউরোপের এ[ক] চেটিয়া সম্পত্তি নহে এবং কম্‌টী উহার প্রথ[ম] প্রবর্ত্তক নহেন। ইউরোপ যখন মাতৃগ[র্ভে] ছিলেন, জগতে ইউরোপের আদৌ অস্তিত্ব য[খন] ছিল না, তখন তাঁহাদের উল্লিখিত Deductio[n] ও Induction এই উভয় মত ও Tempor[al] and Spiritual improvement প্রাচী[ন]

ভারতে প্রচলিত ছিল। ঐ Inductive principle আমাদের সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ও Deductive principle আমাদের যোগদর্শন, গণিত ও চিকিৎসা প্রভৃতি গ্রন্থে জাজ্জ্বল্যমান আছে, আর কম্‌টীর Temporal ও Spiritual বা Intellectual উন্নতি সম্বন্ধীয় শিক্ষারও অভাব ছিল না, ভগবদ্গীতার প্রতি ছত্রে উহা জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। গীতার সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ যিনি উত্তমরূপ বুঝিয়াছেন তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, কম্‌টীর Temporal and Intellectual improvement গীতার সাংখ্য ও কর্ম্মযোগের নামান্তরমাত্র, তবে কমটীর বিষয়োন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির সীমা সঙ্কীর্ণ গীতার কর্ম্ম ও সাংখ্যযোগের সীমা বিস্তৃত, আমার একটী উচ্চশ্রেণীস্থ শিক্ষিত বন্ধু তর্ক করেন যে, গীতার কর্ম্মযোগ ঠিক্ পুরুষকার নহে, কারণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে স্পষ্ট প্রকাশ যে অর্জ্জুনের কিছুই স্বাধীনতা নাই, যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা অবশ্যই ঘটিবে; অর্জ্জুন যন্ত্রস্থ ক্রীড়নক ও তাঁহার কার্য্য সেই যন্ত্রস্থ ক্রীড়নকের ক্রীড়ামাত্র। তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা অবশ্যই ঘটিবে হিন্দুশাস্ত্রে ঐ অবশ্যম্ভাবী দুইপ্রকারে সংঘটিত হয়, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ও ইহজন্মের কর্ম্মফল। পূর্ব্বজন্ম ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইহজন্মের কর্ম্মফল পর্য্যালোচনা করিলেও ঐ অবশ্যম্ভাবীর বিশদ অর্থ প্রতিপন্ন হইবে। জগৎ ঐশ্বরিক আইন বা প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, কর্ম্মানুযায়ী ফল অবশ্যম্ভাবী। অতিরিক্ত গুরুপাক আহার করিলে পেটের পীড়া অবশ্যম্ভাবী, শারীরিক নিয়মপালনে বা লঙ্ঘনে শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বা মানসিক নিয়মপালন বা নিয়মলঙ্ঘনে অন্তঃকরণের উন্নতি অবনতি দণ্ডপুরস্কার ও অবশ্যম্ভাবী। খুন করিলে ফাঁস, বকমা করিলে রাজদণ্ড যেরূপ অবশ্যম্ভাবী ফল সেইরূপ মানবীয় বা মানব সমাজীয় নিয়মলঙ্ঘনে প্রাকৃতিক দণ্ড পুরস্কার ও অবশ্যম্ভাবীফল। অর্জ্জুনের বিপক্ষগণের কর্ম্মফলানুযায়ী পতন অবশ্যম্ভাবী, তাহাদের দণ্ডসম্বন্ধে অর্জ্জুন যন্ত্রস্থক্রীড়নকমাত্র। অর্জ্জুনের স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব না ভাবিয়া প্রাকৃতিক আইন পালন বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করার উপদেশদ্বারা অর্জ্জুনের পুরুষকারের কোন হানি নাই। যেমন আমি বিচারক, রাজকৃত আইনানুসারে কার্য্য করিব, আমার নিজের কোন প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্ব নাই, যে ব্যক্তি অপরাধী সে তাঁহার কর্ম্মানুযায়ী দণ্ডার্হ, এই বিবেচনায় যে বিচারক ঠিক্ আইনানুসারে দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার আইনমূলক সদ্বিচারহেতু অবশ্যই তাঁহার উন্নতি আছে ও আইন উল্লঙ্ঘনহেতু অবনতি বা পদচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিচারকের আইন ও ন্যায়মূলক সদ্বিচার কি তাঁহার পুরুষকার নহে? সেইরূপ অর্জ্জুন নিজের কর্ত্তৃত্ব না ভাবিয়া ঐশিক বা প্রাকৃতিক আইনানুসারে কার্য্য করিলে অবশ্যই তাঁহার পুরুষকারহেতু উন্নতি আছে, এই আত্মাহঙ্কার ত্যাগপূর্ব্বক ঐশিক নিয়মপালন বা কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন যে পুরুষকার তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের গীতার কর্ম্মযোগের নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ সকামকর্ম্মই কম্‌টির Temporal improvement. গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগসিদ্ধি ব্যতীত সাংখ্য বা জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা নাই। গীতার উল্লিখিত কর্ম্মযোগদ্বারা ক্রমোন্নতি ও কর্ম্মদ্বারা ক্রমিক তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি এবং কম্‌টির উল্লিখিত কর্ত্তব্যকার্য্যপালনদ্বারা ও সাধারণের হিতার্থে জগতের উন্নতিসাধনদ্বারা ক্রমিক সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার একই কথা। আবার গীতার মতে সাধারণ মানবের পক্ষে নির্গুণোপাসনা অপেক্ষা সগুণো-

পাসনা কর্ত্তব্য ও সহজ সাধ্য। সগুণোপাসনাই প্রকৃত গুণের উপাসনা, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা ব্রহ্মতত্ত্বের কথাপ্রসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, যাহা হউক্ উপরোক্ত বিষয়গুলি ক্রমে বিশদ হইবে।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা ক্রিয়ামূলক ও জ্ঞানমূলক উভয়প্রকার উন্নতি হিন্দুদিগের অপরিচিত বা অননুমোদিত ছিল না। তবে যে, যেরূপ অধিকারী তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড মহাদেশ, ইহাতে শুক, নারদ, কপিল, গৌতম, ব্যাস প্রভৃতি হইতে অসভ্য গারো, কুকির পর্য্যন্ত বাস সুতরাং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ভক্তি ও বিশ্বাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা থাকা ও তত্ত্বশাস্ত্র অধিক আবরণে আবরিত হওয়া অসঙ্গত নহে। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বেদান্তানুযায়ী ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ে পদার্থবাদিগণ সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গের সন্তোষবর্দ্ধন এবং উক্ত গুরুতত্ত্বের বিশদার্থে নিম্নোক্তমতে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম। বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ত্রিশক্তিই মূল এবং সর্ব্বপ্রধান। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালব্যাপী সমষ্টি জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির পূর্ণাবয়বই ঈশ্বর। নরা যস্য অয়ন ইতি, নারায়ণ বলিয়া লক্ষ্য করিলে অনেক কথা বিশদ হইয়া পড়িবে। নর সমষ্টি হইয়াছে আধার যাঁর * অর্থাৎ মনুষ্যে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকা[শ] আছে, অতএব সমষ্টি ত্রিশক্তির পূর্ণাবয়বই না[রা]য়ণ বা সগুণ ঈশ্বর। ইতিপূর্ব্বে সময় স[ময়] আমরা ষড়শক্তির উল্লেখ করিয়াছি। ঐ ষ[ড়] শক্তি তত্ত্ববিদ্‌গণের সূক্ষ্ম বিভাগ। প্রচলি[ত] বিভাগ অনুসারে ঐ ষড়্‌শক্তি উপরো[ক্ত] ত্রিশক্তির অন্তর্গত, পরাশক্তি সর্ব্বশক্তির মূ[ল] কুণ্ডলিনীশক্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির সংমিশ্রণে বিকাশ হয়। মাতৃকাশক্তি ক্রিয়াশক্তির একা[ংশ] অঙ্গমাত্র। যাহা হউক্ প্রচলিত বিভাগই সাধা[]রণের বোধগম্য। সাক্ষাৎ মুখ্যকার্য্যকারীশক্তি স্বভাব বা প্রকৃতি এবং ঐ ভাবগ্রাহক জ্ঞা[ন] গৌণ ক্রিয়োদ্দীপকই পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ এ[ই] প্রকৃতি পুরুষ উপরোক্ত ত্রিশক্তির মধ্যেই বিদ্য[]মান আছেন।

ঐ ত্রিশক্তির সমষ্টি জ্ঞানশক্তি বা অন[ন্ত] প্রজ্ঞাই আমাদের বেদান্তের সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, ইচ্ছা শক্তিসমন্বিত মহামানসশক্তিই হিরণ্যগর্ভ [ও] ক্রিয়াশক্তিই বিরাট বা বৈশ্বানর। এখন দেখু[ন] জ্ঞানশক্তিই আদি এবং সমস্ত শক্তি উদ্যমে[র] কেন্দ্রস্বরূপ Centre of all force and energy জ্ঞান হইতে ইচ্ছাশক্তির উৎপত্তি, ইচ্ছাশক্তি অন্তর্জ্জাত ও ক্রিয়াশক্তির প্রবর্ত্তক, ঐ ইচ্ছা[] স্বয়ং শক্তিরূপিণী, ক্রিয়াশক্তির কার্য্য সমস্ত[ই] বাহ্য ব্যাপার। এক্ষণে শক্তি যে আদি এব[ং] শক্তির বিকাশই বাহ্যজগৎ, তাহা আমরা ক্র[মে] শক্তিতত্ত্বে ও মনস্তত্ত্বে বিশদরূপে সপ্রমাণ করিব অতএব সমগ্র ব্রাহ্মাণ্ডিক সমষ্টি ত্রিশক্তির পূর্ণা[]বয়বই আমাদের সগুণ ঈশ্বর প্রমাণিত হইল

* মনুর স্মৃতিতে নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি অন্যরূপ যথা,—আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসুনব: তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণ স্মৃত: টীকাকার নারা জলকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, ব্রহ্মই জগতের মন, মানবে ঐ বিরাট মনের অংশ আছে, অতএব সমষ্টি মন হইয়াছে দেহ বা আধার যাঁহার তিনিই নারায়ণ বলিলে উপরোক্ত ব্যুৎপত্তির সহিত অসংলগ্ন হয় না। প্রকৃতপক্ষে কারণবারীই ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ উহাই জগতের সম[ষ্টি] মন। ঐ ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু, মনু হইতে মানবে[র] সৃষ্টি, অতএব সমষ্টি মনই পূর্ণ জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি[র] আধার সাব্যস্ত হইতেছে।

জগতের সমস্ত কার্য্য ঐ ত্রিশক্তিসম্ভূত; সৃষ্টির সমস্ত ব্যাপার জ্ঞান প্রজ্ঞা ইচ্ছা এবং ক্রিয়ামূলক; চতুর্দ্দিকে প্রজ্ঞা বিবেক ও ইচ্ছাশক্তিসম্ভূত কার্য্য জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। ইহা দৃষ্টি করিয়াও যে পদার্থবাদীগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ইহাই আশ্চর্য্য। যদিও বেদান্তোক্ত পরব্রহ্ম বা কূটস্থ নির্গুণ অনাদিতত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় বা ধারণা এক প্রকার সাধ্যাতীত; কারণ উপরোক্ত পূর্ণ ত্রিশক্তি সম্যক্‌রূপ আয়ত্তাধীন ব্যতীত ঐ ত্রিশক্তির অতীত পরব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণ অসম্ভব, তথাচ জ্ঞানশক্তিদ্বারা ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ও নির্ম্মল জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইলে সেই স্বরূপ মৌলিক অদ্বিতীয়তত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে। সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম জ্ঞানাজ্ঞান বা সদসতের অতীত, উহাই ঈশ্বরের অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্তির যথার্থ ধাম যথা;—

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমং মম॥

গীতা ৮ম ২১ শ্লোক।

বঙ্গার্থ। সেই অব্যক্ত অক্ষর বেদে যাহা পরম গতি বলিয়া বর্ণিত আছে যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না তাহাই আমার পরম ধাম। এস্থলে আমি অর্থে ঈশ্বর। ঈশ্বরের পরম ধামের প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞান ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মহাকেন্দ্র। যে অনাদিতত্ব হইতে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া অনন্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে সেই অনাদি অনন্ত মূলতত্বই পরব্রহ্ম।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমং মম॥

১৫অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ।

যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সংসারে আবর্ত্তন করেন না যে পদকে সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারেন না সেই পদ আমার পরম ধাম।

পদার্থবাদীগণ বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ একজন মানব না হয় একজন আদর্শ মানবই ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন যে, তাঁহার ধাম পরব্রহ্ম। ইহাদ্বারা পরব্রহ্মের অর্থ কিছুই পরিষ্কৃত হইল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানবে জ্ঞান,ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ আছে। ঐ আদর্শ মানবে ঐ ত্রিশক্তির যে অধিক বিকাশ ও সামঞ্জস্য আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কথিতমত আদর্শ মানব হয়েন তবে তাঁহার ত্রিশক্তির অধিক বিকাশ ও সামঞ্জস্য ছিল, অতএব তাঁহার ঐ ত্রিশক্তির ধাম বা কেন্দ্রই ( Centre ) পরব্রহ্ম বলাতেও বিশেষ দোষ হয় না, তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে উহা তাঁহার নিজমুখে বলা অসঙ্গত বটে, প্রকৃতপক্ষে ঐ ভগবদ্গীতার উক্তি গুলি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি তাহা মনে না করিয়া প্রকৃত জ্ঞান বা প্রজ্ঞার উপদেশ মনে করিলে হানি নাই, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উক্তি হইলেও অসঙ্গত হয় না যেহেতু তিনি জ্ঞানের অবতার ও প্রকৃততত্ববিস্কারক যাহা হউক্ উহা রূপক বলিলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আঘাত হয় না যেহেতু উহা রূপক অর্থাৎ গীতার উল্লিখিত উপদেষ্টা পূর্ণ ত্রিশক্তি সমন্বিত নির্ম্মল জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ও শিষ্য জ্ঞানাজ্ঞান মিশ্রিত ব্যষ্টি মন এইজন্যই অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণ বলে। ইহাদ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছি ইহা যেন কেহ মনে না করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞানের অবতার বা যুক্তিবাদীদিগের আদর্শ মানব এবং অর্জ্জুন তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য এইজন্যই কবি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে অবলম্বন করিয়াও একটি যুদ্ধের ন্যায় কঠোর

বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থোল্লিখিত উপদেষ্টা স্বয়ং যেন ত্রিশক্তিসমন্বিত নির্ম্মল জ্ঞানরূপ সগুণ ঈশ্বর এবং শ্রোতা মানবরূপ অর্জ্জুন। এক্ষণে ত্রিশক্তিসমন্বিত নির্ম্মল পূর্ণ জ্ঞানসমষ্টির পবিত্র ধাম বা কেন্দ্রই পরব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইতেছে। উপরোক্ত কবিতা কয়েকটীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা বোধহয় আর প্রয়োজন হইবে না, তবে কেবল একটি কথা বলা আবশ্যক যে, শক্তির কেন্দ্র মানব নহে; মানবের কেন্দ্রই শক্তি। আবার উপরোক্ত ত্রিশক্তির কেন্দ্রই পরব্রহ্ম। খৃষ্টানদিগের God , holyghost, son of god এই ত্রিতত্ত্বের সহিত উপরোক্ত বিষয়ের সাদৃশ্য আছে, উপরোক্ত বিষয়টী অতীব কঠিন। যাহা হউক্ ক্রমে সগুণ ঈশ্বর এবং নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ সাধ্যমত বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। অবশেষে একটি কথা বলা আবশ্যক যে ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগের দোহাই দিয়া কেহ কেহ আশ্রম ও লৌকিক কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন উহা ভগবদ্গীতার দোষ নহে, ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগ অতি উচ্চ, উহা সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব নহে; উহার প্রকৃত তাৎপর্য্যও ক্রমে বিশদ্ ও স্পষ্টীকৃত হইবে। ঐ সাংখ্যযোগ অতীব কঠিন আমাদের ন্যায় বিষয়লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব; উহা কর্ম্ম যোগসিদ্ধি ব্যতীত কোন ক্রমে সম্ভব নহে, জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসের নামই সাংখ্যযোগ ঐ সাংখ্যযোগীকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহে, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ এই যথা ;—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থমনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

গীতা ২অ, ৫৫ শ্লোক।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

গীতা ২অ, ৫৬ শ্লোক।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

গীতা ২অ, ৫৭ শ্লোক।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

গীতা ২অ, ৫৮ শ্লোক।

বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

গীতা ২অ, ৫৯ শ্লোক।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

গীতা ২অ, ৬০ শ্লোক।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্যযুক্ত আসীতমৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

গীতা ২অ, ৬১ শ্লোক।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

৬৮ শ্লোক।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তিসংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

৬৯ শ্লোক।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

৭০ শ্লোক॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

৭১ শ্লোক।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

৩অ, ১৭ শ্লোক।

বিশেষতঃ যোগারূঢ় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ

কখনই সাংখ্যযোগের অধিকারী হইতে পারেন না। যথা ;—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে॥

৬অ, ৩ শ্লোক।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্ম স্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥

৬অ, ৪ শ্লোক।

যাঁহাদের কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও পূর্ব্বোক্ত ত্রিশক্তি আয়ত্তাধীন হইয়াছে তাঁহারাই গুণাতীত বা স্থিতপ্রজ্ঞ; ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণই নির্ম্মল জ্ঞান বা সাংখ্যযোগের অধিকারী। ঐ যোগারূঢ় স্থিতপ্রজ্ঞগণই প্রকৃত জ্ঞানী, অতএব যাঁহার প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, ইচ্ছা এবং ক্রিয়াশক্তি তাঁহারই সম্পূর্ণ অধীন ঐ ইচ্ছাকে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা কহে। প্রকৃতপক্ষে যোগারূঢ়স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তিই মুক্তির অধিকারী, মুক্তি অর্থে ঈশ্বরে সংযোজিত হওয়া। সমষ্টি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির পূর্ণ অবয়বই যে সগুণ ঈশ্বর এবং উহার মূলকেন্দ্রই যে পরব্রহ্ম বা মূলতত্ত্ব তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব যে মানবে পূর্ব্বোক্তমত পূর্ণজ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাস হইয়াছে সেই মানবই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরে সংযোজিত বা মুক্ত হইয়াছেন বলা যাইতে পারে। এতাবতায় ত্রিশক্তির পূর্ণবিকাসই যে ঈশ্বর ইহা সাব্যস্ত হইল, ইহাদ্বারা পদার্থবাদিগণও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোধহয়, আর অস্বীকার করিতে পারেন না। জাগতিকশক্তি যে অন্ধশক্তি নহে তাহা জগতের কার্য্যদৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। জগতের যে স্থানে যাহা আবশ্যক তথায় ঠিক্ সেইরূপ কার্য্য হইতেছে ইহা কখনই অন্ধ স্বভাবশক্তির কার্য্য হইতে পারে না; উহার মধ্যে যে জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক শক্তি অন্তর্নিহিত আছে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মনে কর একটি গো-বৎস জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেড়াইতে পারে এবং তৃণশস্যাদি নিজ চেষ্টায় ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু একটি মানব শিশু অন্ততঃ ৩।৪ বর্ষ বয়সের মধ্যেও তদ্রূপ পারে না। ইহার কারণ এই যে, মানব বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব, সুতরাং সন্তান প্রতিপালনক্ষম, গবাদি পশুগণ তদ্রূপ নহে ; সুতরাং তাহাদের বৎসগণের জন্মিবামাত্রই কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষণোপযোগীশক্তি আবশ্যক। লাপ্‌লাণ্ড বা ফিন্‌লাণ্ড অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ তথায় সমস্ত পশু অত্যন্ত গাঢ় ও দীর্ঘ লোমাবৃত, কিন্তু মানব তদ্রূপ লোমাবৃত নহে উহা জলবায়ুর গুণ বা অন্ধ স্বভাবশক্তির কার্য্য বলা যাইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, মানব শিল্পবিজ্ঞানের সাহায্যে শীতনিবারণের বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে, কিন্তু পশুগণের তদ্রূপ ক্ষমতা নাই। অতএব জগতে যেখানে যাহা আবশ্যক অন্তর্নিহিত জাগতিক শক্তিদ্বারা তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক ক্রিয়াশক্তি অন্তর্নিহিত আছে ; ঐ ত্রিশক্তির পূর্ণ অবয়বকে ঈশ্বর বলিলে পদার্থবাদিগণের বোধহয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। পঞ্চদশীর একস্থানে বর্ণিত আছে যথা ;—

“অসদ্ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদঃ স্বয়মেব ভবেদসন্।”

যদি বল যে ঈশ্বর নাই, তাহাহইলে তোমারও অস্তিত্ব থাকে না, যেহেতু ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি অস্বীকার করিতে হয় তাহাহইলে নিজের অস্তিত্বও অসম্ভব হইয়া উঠে, এতাবতায় সাব্যস্ত হইল যে ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই ত্রিশক্তির পূর্ণ অবয়ব।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# ভাষাপরিচ্ছেদ।

## পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।
দ্রব্যাদি ত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতয়োচ্যতে॥
পরভিন্না তু যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাপরতয়েষ্যতে।
ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাদ্ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। সামান্যং—জাতি।

২। পরঞ্চাপরং—পর এবং অপর। এই দুইটী জাতির ভেদ। পর শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। পর অপর অপেক্ষা বহু পদার্থে থাকে এই জন্য উহার উৎকর্ষ। অপর শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট। পর অপেক্ষা অল্প পদার্থে থাকাই অপরের নিকর্ষের কারণ।

৩। দ্রব্যদিকত্রিবৃত্তিঃ—দ্রব্য আদি ত্রিকে অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—এই পদার্থত্রয়ে বৃত্তি (অবস্থিতি) যাহার।

৪। সত্তা—সৎ-বর্ত্তমান্। তাহার ধর্ম্ম।

৫। পরতয়া—উচ্যতে—পরা নামে কথিত।

৬। জাতিঃ—কতকগুলিকে একদল ভুক্ত করিবার জন্য নৈয়ায়িকগণের অনুমোদিত ধর্ম্মবিশেষ। যেমন গোত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি।

৭। অপরতয়া উচ্যতে—অপর নামে কথিত।

৮। দ্রব্যত্বাদিকজাতিঃ—আদিপদে গুণত্ব ও কর্ম্মত্বাদির পরিগ্রহ।

৯। পর-অপরতয়া-ইষ্যতে—পর এবং অপর নামে অভিমত।

১০। ব্যাপকত্বাৎ—যে ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে ব্যাপক বলে তাহার ধর্ম্ম।

১১। ব্যাপ্যত্বাৎ—যাহাকে ব্যাপিয়া থাকে সেই ব্যাপ্য তাহার ধর্ম্ম ব্যাপ্যত্ব।

অনুবাদ। জাতিপদার্থ দুই প্রকার বলিয়াছেন—পর এবং অপর। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে সমবেত সত্তাজাতি পরানামে কথিত। যে জাতি পরা নয়, তাহার নাম অপরা বলিয়াছেন। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রভৃতি জাতি পরা এবং অপরা এই উভয় নামে অভিহিত। দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি ক্ষিতি, অপ্‌তেজ আদি নয় দ্রব্য ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া পরাও হয় এবং সত্তাজাতি অপেক্ষা অল্প পদার্থ ব্যাপিয়া থাকে (অর্থাৎ সত্তার ব্যাপ্য) বলিয়া অপরাও হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা—কতকগুলি পদার্থকে একদল ভুক্ত করিয়া সমানতাপ্রদর্শন করিবার জন্য সামান্য পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। সামান্য শব্দের অপর নাম জাতি। সেই সামান্য পর এবং অপর এই দুইপ্রকার। সত্তারূপ সামান্য পর, কেননা সত্তারূপ সামান্য সমানভাবে সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই বহুপদার্থ ব্যাপিয়া থাকে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটী সৎপদার্থের সত্তা স্বতঃ সিদ্ধ সাধারণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়।

জাতির লক্ষণ যথা—নিত্যানৈকসমবেতা জাতিঃ। অর্থাৎ যাহা নিত্য হইয়া অনেকে সমবায়সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তাহার নাম জাতি। ব্যক্তির নাশে জাতির নাশ হয় না। জাতি অনেক ব্যক্তিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। জাতি নিত্য অনিত্য ধর্ম্মজাতির পরিচায়ক হয় না। যদি নিত্য হইয়াও অনেকে সমবায়সম্বন্ধে না থাকে, তাহাহইলেও তাদৃশ ধর্ম্ম ও জাতি হয় না। এইরূপ অনেকে সমবেত হইলেও নিত্য না হইলে জাতি হয় না।

অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তির্বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অন্ত্যঃ—অন্তে অবসানে বর্ত্তত ইতি অন্ত্যঃ। যদপেক্ষয়া বিশেষো নাস্তীত্যর্থঃ। যাহার অপেক্ষা বিশেষ নাই।

অর্থাৎ যে পদার্থ চরমব্যাবর্ত্তকরূপে স্বীকৃত হই-য়াছে তাহার নাম বিশেষ।

২। নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ—নিত্যদ্রব্য পরমাণু আকাশ প্রভৃতি, তাহাতে বৃত্তি (স্থিতি) যাহার।

৩। বিশেষঃ—বিশেষ নামক ধর্ম্ম।

অনুবাদ। পরমাণ্বাদিগত চরমব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের নাম বিশেষ বলিয়াছেন।

বিস্তৃতব্যাখ্যা—সর্ব্বত্র অবয়বাদিদ্বারা ভেদ প্রতীতি হয়। একের অবয়ব বস্ত্বন্তরের ভেদক হয়। যেমন ঘটের অবয়ব পটের ভেদক। দ্ব্যণুকপর্য্যন্ত ঘটাদির ভেদক অবয়ব। সেই অবয়বে এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন প্রতীত হয়। পরমাণুর অবয়ব নাই, অবয়বী বস্তুমাত্র বিভাজ্য এবং অনিত্য, কিন্তু পরমাণু অবিভাজ্য ও নিত্য। অতএব জলের পরমাণু মৃত্তিকার পরমাণু হইতে ভিন্ন। কিন্তু ইহার ভেদক কে? উভয়ের পরমাণুগত বিশেষই পরস্পরের ভেদক। পরমাণুগতভেদক অবয়বাদি কিছু বিশেষ না থাকায় নিরুপপদ বিশেষ নামে পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। সেই বিশেষ কি? তাহার ব্যাবৃত্তির জন্য বিশেষান্তর নাই। বিশেষ স্বতঃব্যাবৃত্ত। অতএব পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতিতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে।

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

১। বিষমপদব্যাখ্যা। ঘটাদীনাং—ঘট-প্রভৃতি অবয়বী বস্তুর।

২। কপালাদৌ—কপালপ্রভৃতি অবয়বে ঘটের সম্পূর্ণ গঠনের পূর্ব্বাবস্থায় স্থিত দ্বিধা-বিভক্ত খণ্ডের নাম কপাল।

৩। দ্রব্যেষু পূর্ব্বোক্ত ক্ষিতি প্রভৃতির নয়টী দ্রব্যে।

৪। গুণকর্ম্মণোঃ—পূর্ব্বোক্ত গুণ ও কর্ম্মের।

৫। তেষু—ঘটাদিতে।

৬। জাতেঃ—জাতির।

৭। চ—সমুচ্চয়বোধক চকারের দ্বারা নিত্য-দ্রব্যে বিশেষের যে সম্বন্ধ—এই টুকু পাওয়া যাইবে।

অনুবাদ। কপালাদি অবয়বে ঘটাদি অব-য়বী বস্তুর যে সম্বন্ধ—দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্মের যে সম্বন্ধ এবং ঘটাদিতে জাতির যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে।

ইহার বিস্তৃতি হিন্দু-পত্রিকায় ন্যায়পরিভাষা প্রস্তাবে করা হইয়াছে। অতএব পুনরোক্ত করিলাম না।

অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ।
প্রাগভাব স্তথা ধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ।
এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে॥

অনুবাদ। অভাব দুই প্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। আবার সেই সংসর্গাভাব তিন প্রকার প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। ভাবের বিপরীত অভাব। সেই অভাব প্রথমে দুইপ্রকার সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। স্থূলকথা আধেয়ের সহিত আধারের যে সম্বন্ধ, তাহার অভাবের নাম সংসর্গাভাব। সেই অভাব তিনপ্রকার হইতে পারে। এইজন্য সংসর্গাভাব তিনপ্রকার বলিয়াছেন। যথা প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাবের পদলভ্য অর্থ—প্রাক্ (পূর্ব্বের) যে অভাব। অর্থাৎ প্রতিযোগীর সত্তার পূর্ব্বে যে অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব। "যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী—যাহার অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী হয়। যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট হয়।

প্রাগভাবের লক্ষণ যথা—অজন্যত্বে সতি-বিনাশিত্বং অথবা অজন্যত্বে সতি প্রতিযোগিনাশ্য ভাবত্বং—প্রাগভাবত্বম্।

অর্থাৎ যে অভাবের জন্ম নাই অথচ বিনাশ আছে, তাহার নাম প্রাগভাব। ইহা অপেক্ষা সাদা কথায় বলা যায় যে বস্তু পরে হইবে, হওয়ার পূর্ব্বে তাহার যে অভাব, সেই অভাব প্রাগভাব। ঘট হওয়ার পূর্ব্বে ঘটের প্রাগভাব থাকে এখন কল্কি অবতারের প্রাগভাব আছে। কল্কির অভাব অজন্য; কেননা উহা কেহ জন্মায় নাই। আবহমান চলিয়া আসিতেছে অথচ কল্কি হইলে সে অভাবের নাশ হইবে। যাহার পুত্র হইবে, তাহার পুত্রের প্রাগভাব আছে। যদি পুত্র না হয়, তবে সে অভাবকে প্রাগভাব বলে না, পুত্র হইলে প্রাগভাব নষ্ট হয়, কেননা প্রতিযোগী প্রাগভাবের নাশক। তবে তখন পুত্রান্তরের প্রাগভাব থাকিতে পারে।

ঘটোধ্বস্তঃ এই প্রতীতিস্থলে যে অভাবের বোধ হয় তাহার নাম ধ্বংসাভাব। ধ্বংসরূপ অভাব ধ্বংসাভাব। উহার লক্ষণ যথা—জন্যত্বে সতি অবিনাশিত্বং ধ্বংসাভাবত্বং অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে, বিনাশ নাই, তাহার নাম ধ্বংসাভাব। ঘট ভাঙিলে ঘটের যে অভাব হয়, তাহাই ধ্বংসাভাব। তাদৃশ অভাবজন্য; কেননা সে অভাব দণ্ডাদিদ্বারা সাধিত হয়। অথচ সে অভাবের আর অভাব হয় না, কাজেই অবিনাশী অতএব জন্য এবং অবিনাশী বিধায় তাদৃশ অভাব ধ্বংস নামে স্বীকৃত হইয়াছে।

অজন্যত্বে সতি অবিনাশিত্বং অত্যন্তাভাবত্বং অর্থাৎ যে অভাবের জন্ম নাই, বিনাশ নাই, তাদৃশ অভাবের নাম অত্যন্তাভাব। ফলকথা ত্রৈকালিক সংসর্গাভাবকে অত্যন্তাভাব বলা যায়। অর্থাৎ যে অভাব পূর্ব্বে ছিল, বর্ত্তমানকালে আছে এবং ভবিষ্যৎকালে থাকিবে, বস্তুর সহিত কোনকালে যাহার সংসর্গ থাকে না এতাদৃশ অভাব অত্যন্তাভাব। যাহার পুত্র হয় নাই, হইবেও না, তাদৃশস্থলে তস্য পুত্রনাস্তি—এই অভাবটীকে অত্যন্তাভা[ব] বলিতে হয়।

অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ বঙ্গভাষায় পরিস্ফু[ট] করা আমার মত পণ্ডিতের কাজ নয় তথা[পি] যতদূর শক্তি চেষ্টা করিলাম।

তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীতাকাভাবত্বং অন্যোন্যাভাবত্বং। তাদাত্ম্য একটী সম্বন্ধ বিশেষ আপনাতে আপনি যে সম্বন্ধে থাকে তাহাকে তাদাত্মসম্বন্ধ বলে। যেমন ঘটে ঘ[ট] তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে এই প্রকার পটাদিতে পটাদি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে। পূর্ব্বেই বলি[য়া]ছি যাহার অভাব সেই প্রতিযোগী প্রতিযোগী ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতা বলে।

ভেদরূপ অভাবের নাম অন্যোন্যাভাব তাদাত্ম্যসম্বন্ধবচ্ছিন্ন (তাদাত্ম্যসম্বন্ধবিশিষ্ট) প্রতিযোগিতা যাহার (যে অভাবের) তাদৃ[শ] অভাব তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা[]কাভাব। অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, ঘটের ভেদরূপ তাদৃ[শ] অভাব ঘটে থাকিতে পারে না, কেননা ঘ[টে] ঘট তাদাত্মসম্বন্ধে থাকে। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘ[টে] ঘটের অভাব থাকিতে পারে না। ভাবাভা[ব] পদার্থ একাধিকরণে থাকে না। ঘট ভিন্ন প[ট] প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থে ঘটের ভেদরূপ অভা[ব] থাকে।

"যে সম্বন্ধে যে পদার্থ যেখানে না থা[কে] সেই সম্বন্ধে সেই পদার্থের অভাব সেই খা[নে] থাকে, তজ্জন্য প্রতিযোগিতাতে সেই সম্বন্ধা[]বচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করিতে হয়।

"সংযোগেন ঘটো নাস্তি" বলিলেন ঘটে [যে] প্রতিযোগিতা আছে, তাহা সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছি[ন্ন] হয়, সমবায়েন ঘটো নাস্তি বলিলেন সেই প্রতি[]যোগিতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ ঘটো[] ঘট নহে এমন কথা বলিলে ঘটের ভেদর[ূপ]

অভাব বুঝায় ঐ ভেদের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। কদাচ অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। এবং ভেদরূপ অভাব ভিন্ন অন্য কোন অভাবের প্রতিযোগিতাও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। যদি ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ তাদাত্ম্য ভিন্ন অন্য সম্বন্ধও হয় তবে ঘটের ভেদ ঘটে থাকিতে পারে, কারণ অন্য সম্বন্ধে ঘটে ঘট থাকে না, সুতরাং তাহার অভাব থাকিতে পারে।"

স্থূলকথা যে সম্বন্ধে যে বস্তু যেখানে না থাকে, সেইখানে সেই বস্তুর অভাব থাকে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঘট তাদাত্ম্যসম্বন্ধে, ঘটে থাকে, ঘট ভিন্ন পটে থাকে না; অতএব ঘটের তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ঘটে থাকে না পটাদিতে থাকে। যেখানে ভেদরূপ অভাব হয়, তথায় হয়, তাহার অন্যোন্যাভাব হয়। অন্যোন্য শব্দের অর্থ পরস্পর। পরস্পরের অভাবের নাম অন্যোন্যাভাব।

সপ্তানামপি সাধর্ম্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা।—১। সপ্তানাং দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটী পদার্থের।

২। সাধর্ম্ম্যং—সমান ধর্ম্ম যাহাদের, তাহারা সধর্ম্মা। সধর্ম্মার ভাব সাধর্ম্ম্য। সাধারণ ধর্ম্ম।

৩। জ্ঞেয়ত্বাদিকং—জ্ঞেয় জ্ঞানের বিষয়। তাহার ধর্ম্ম জ্ঞেয়ত্ব। আদিপদে প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্বাদির পরিগ্রহ। প্রমেয়ত্ব—প্রমার বিষয়ত্ব অভিধেয়ত্ব—অভিধার বিষয়ত্ব।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ সপ্ত পদার্থ আমাদের জ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) অতএব জ্ঞেয়তা সপ্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য।

দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চভাবা অনেকে সমবায়িনঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা।—১। ভাবাঃ—ভাবপদার্থ। ভাব আর অভাবভেদে পদার্থ দুইপ্রকার। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টী ভাবপদার্থ। অভাব কেবল অভাব পদার্থ।

২। অনেকে—একভিন্ন সঙ্খ্যাবিশিষ্ট।

৩। সমবায়িনঃ—সমবায়সম্বন্ধযুক্ত।

অনুবাদ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটী ভাবপদার্থ অনেক ও সমবায়ী হয় অর্থাৎ দ্রব্যাদির পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্ম্য ভাবত্ব সহিত অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা—সমবায় অনেক হয় না। অভাব ও ভাব হইয়া অনেক হয় না। অতএব সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্ম্য ভাবত্বযুক্ত অনেকত্ব হয় না। কেবল দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ অনেক; অতএব ইহাদের সাধর্ম্ম্য অনেকত্ব। এইরূপ সমবায় ও অভাব অধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না, অতএব সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্ম্য সমবায়িত্ব হইতে পারে না। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ সমবায়সম্বন্ধে থাকে, অতএব সমবায়িত্ব উঁহাদের সাধারণ ধর্ম্ম।

সত্তাবন্তস্ত্রয়স্ত্বাদ্যা গুণাদির্নির্গুণক্রিয়ঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। সত্তাবন্তঃ—সত্তাবিশিষ্ট সত্তার কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

২। আদ্যাস্ত্রয়ঃ—আদিভূত তিনটী পদার্থ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম।

৩। গুণাদিঃ—গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব।

৪। নির্গুণক্রিয়ঃ—সেই গুণ ও ক্রিয়া যাহার। অর্থাৎ গুণশূন্য ও ক্রিয়াশূন্য।

অনুবাদ—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য ও সত্তাবত্তা। গুণাদি ষট্‌পদার্থ গুণশূন্য ও ক্রিয়াশূন্য। অর্থাৎ ইহাদের সাধর্ম্ম্য নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব;

বিস্তৃতব্যাখ্যা।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সৎপ্রতীতির বিষয় অর্থাৎ উহাদের সাধর্ম্ম্য সত্তাবত্তাগুণ নির্গুণ, কেননা পূর্ব্বোক্ত-রূপ, রস গন্ধ প্রভৃতি গুণে রূপাদি থাকিতে পারে না। সুতরাং গুণের সাধর্ম্ম্য গুণবত্ত্ব হয় না সেইরূপ আদি পদগ্রাহ্য কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাবেও পূর্ব্বোক্ত গুণ থাকিতে পারে না গুণ ক্রিয়াশূন্য; পূর্ব্বোক্ত উৎক্ষেপনাদি ক্রিয়াগুণের হয় না। সুতরা গুণের সাধর্ম্ম্য ক্রিয়াবত্তা হইতে পাবে না আদিপদগ্রাহ্য পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাদিতে ও উৎক্ষেপ নাদিক্রিয়া থাকিতে পারে না; অতএব গুণা দির সাধর্ম্ম্য নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নির্গুণত্ব। ক্রমশঃ–

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

---

## তীর্থ-তত্ত্ব।

# জগন্নাথক্ষেত্র ও রথযাত্রা।

আর্য্য-ঋষিগণ মানবের আধ্যাত্মিকজ্ঞানবিকাশের জন্য শত শত উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। দেশ-কাল পাত্রভেদে তাহারা ধর্ম্মার্জ্জনের এমনই সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, যে সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই মানব অনায়াসে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, অজ্ঞানী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিকার-ভেদে ধর্ম্মশিক্ষার বিধান ভারতবর্ষে যেরূপ দৃষ্ট হয়, ভূমণ্ডলে এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরমজ্ঞানী ঋষিগণ সকল ব্যক্তির পক্ষে কোন এক মার্কামারা পেটেণ্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থা করেন নাই, তাহারা প্রত্যেকের বয়ঃ, কর্ম্ম, গুণের প্রভেদানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্বতন্ত্র ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুত দৈহিক রোগ উপশমার্থ যেরূপ প্রত্যেক রোগীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তদ্রূপ আধ্যাত্মিকরোগ উপশমার্থেও প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার প্রতি দৃষ্টি চাই। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া যদি আর্য্য-ঋষিগণের বিধান সমূহের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য চেষ্টা করা যায়, তাহাহইলে দৃষ্ট হইবে যে তাহাদের উপদেশের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ভারত বর্ষীয় নরনারীগণ আগ্রহসহকারে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশাবস্থিত তীর্থদর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কেদার, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র, চন্দ্রনাথ আদি বহুতর তীর্থস্থান ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে দৃষ্ট হয় এবং সহস্র সহস্র লোক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া ঐ সমুদায় তীর্থ দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যবিদ্যা সম্পন্ন অনেক হিন্দুসন্তান তীর্থদর্শন একটি কুসংস্কারের মধ্যে পরিগণনা করেন এবং তীর্থ দর্শন ব্যবস্থা ব্রাহ্মণদিগের অর্থোপার্জ্জনের একটি উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তীর্থগুলি যে নানাবিধ আধ্যাত্মিকভাবের বাহ্য চিত্র, তাহা তাহারা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন। জগন্নাথক্ষেত্র ও রথযাত্রা ব্যাপারটি কি এই প্রবন্ধে তাহা যতটুকু বুঝিয়াছি প্রকাশ করিলাম।

কঠোপনিষদে আছে:—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়া

নাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ। ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পুরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদম্॥

অর্থাৎ আত্মাকে রথী বা রথস্বামী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম বলিয়া জানিবে।

বিবেকী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, রূপরসগন্ধাদি ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্যবিষয়দিগকে গোচর অর্থাৎ পথ এবং ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত যে আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাকে কর্ম্মফলের ভোক্তা বলিয়া থাকেন।

অসমাহিতচিত্ত অবিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ অনিপুণ সারথির দুষ্ট অশ্বদিগের ন্যায় আয়ত্তাধীন হয় না।

সমাহিতচিত্ত বিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ সুনিপুণ সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে।

যিনি অবিবেকী, অসংযতচিত্ত এবং অসচ্চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রা[illegible] হয়েন না এবং সংসারগতি প্রাপ্ত হন অর্থা[illegible] পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইয়া থাকেন।

যিনি বিবেকী সংযতচিত্ত এবং সচ্চরি[illegible] তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রাপ্ত হয়েন এব[illegible] তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

বিবেকবুদ্ধি যাহার সারথি, যাহার মন প্রগ্র[illegible] বান্ অর্থাৎ সমাহিত, তিনি সংসারগতির পা[illegible] গমন করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের পরমপ[illegible] প্রাপ্ত হয়েন।

সুতরাং রথের মধ্যে জগন্নাথ বা পরম পুরুষকে দর্শন যে দেহের মধ্যস্থিত পরমাত্মা অস্তিত্বের বাহ্যচিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই শরীর রথ, আত্মা রথী, বুদ্ধি সারথি, মন অশ্ব রজ্জু, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব। সকলেই এ কথা শুনিয়া থাকিবেন যে "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" অর্থাৎ রথের মধ্যে বামন দেখিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহার অর্থ এই যে যে ব্যক্তি দেহের মধ্যে সেই পরমাত্মার সত্বার বোধ হইয়াছে, তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বামন শব্দে অতি ক্ষুদ্র, তিনি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর, অথচ মহৎ হইতেও মহত্তর, "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমীশম্"॥ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। এই আত্মাকে বামন বলা হইয়া থাকে, ইহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়া থাকে। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ"। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মবিতিষ্ঠতি"। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ"। কঠশ্রুতি। কিন্তু তিনি যেমন বামন তিনি তেমনি অবামন। "বামনোভূদবামনঃ" যিনি অবামন অর্থাৎ অনন্ত তিনিই বামন হইয়াছিলেন। স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী এই বামনের তিন পাদ।

"ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষ"—ঋগ্বেদ, পুরুষসূক্ত (১ম বর্ষের হিন্দু পত্রিকা দেখুন)। এই জন্যই ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে; "এতজ্জগত্রয়ং ক্রান্তং বামনেনেহ দৃশ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ স্বতোর্বিষ্ণুর্ব্বিবধাতুঃ প্রবেশনে॥" দেহমধ্যে পরমাত্মার সত্ত্বা সামান্য জনগণকে বুঝাইবার জন্যে রথে জগন্নাথদেব দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জগন্নাথক্ষেত্রের নাম পুরী। পুর এবং পুরী একই শব্দ। পুরশব্দে যেমন নগর বুঝায় তেমনি দেহ বুঝায়। পুরুষ শব্দের অর্থ এই যে তিনি পুরে অর্থাৎ দেহে শয়ন করেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত (হিন্দু-পত্রিকা ১ম বর্ষ দেখুন) পাঠ করিয়া দেখিবেন পরমাত্মা দেহের সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠিত আছেন। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দ্বিদলপদ্মে নাদবিন্দুরূপে প্রণবাকারে তিনি বিশেষরূপে অবস্থিত থাকেন। এইজন্য প্রাণায়াম করিবার সময় ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে হয়। যাহারা এই দ্বিদলে প্রণবের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিতে পারেন, তাহারা ভবসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ হইতে কিছুমাত্র ভীত হয়েন না। জীব উদ্ধারের জন্য প্রণবরূপী পরমাত্মা সর্ব্বদাই ভবসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী থাকেন। জগন্নাথক্ষেত্রও সমুদ্রকুলে অবস্থিত। শ্রীক্ষেত্রে বিমলাদেবী কুণ্ডলিনীশক্তি। কুণ্ডলিনীর জাগরিত না করিতে পারিলে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রণবাধার আজ্ঞাপুরে জীবের গতি হয় না, তজ্জন্য শ্রীক্ষেত্রেও প্রথমে বিমলাদেবীর পূজা করিতে হয়। শ্রীক্ষেত্রে যে অক্ষয় বটবৃক্ষ আছে, উহা সংসারবৃক্ষ। ঊর্দ্ধমূলাঽবাকশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" কঠশ্রুতিঃ। গীতাতেও ঐরূপ দৃষ্ট হইবে। পুরীমধ্যে পবনাত্মজ হনুমান দৃষ্ট হয়। হনুমান প্রাণায়ামযোগী। প্রাণবায়ুকে সংযম করিতে পারিলে সংসারসমুদ্রের কোন গণ্ডগোল শ্রুতিগোচর হয় না। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারিবেন যে দোলযাত্রা প্রভৃতি ঐরূপ আধ্যাত্মিকভাবের বাহ্যচিত্র। "দোলায়াং দোলগোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং। রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" জীবের হৃদয় সদা সর্ব্বদা সন্দেহে দোলায়মান, কিন্তু উহাতেও মধুসূদন আছেন এবং উহাকে দেখিলে জীবের সংসারগতি হয় না। গোবিন্দ শব্দের অর্থ হিন্দু পত্রিকা বৈদিক-শ্রীকৃষ্ণ শীর্ষকপ্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। যিনি জ্ঞানের দ্বারা প্রতিপাদ্য তিনিই গোবিন্দ। মধুসূদন শব্দের অর্থ সাধারণতঃ এই করা হয় যে যিনি মধু নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন হিন্দু-পত্রিকার পূর্ব্ব এক সংখ্যায় মধু শব্দের এক অর্থ দেওয়া হইয়াছে। মধুবিদ্যা শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা। মধু শব্দের আর এক অর্থও আছে। মধু শব্দে কর্ম্মফল বুঝায়। যিনি জীবের কর্ম্মফল নাশ করেন তিনি মধুসূদন। মধুঃ সূদয়তি ইতি। যতক্ষণ জীবের কর্ম্মফল ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ জীবের মুক্তি হয় না। কর্ম্মফল থাকিলেই জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইবে, কিন্তু কর্ম্মফল বিনাশ হইলেই জীবের মুক্তি হয়। এই অর্থটি কল্পিত নহে। পাঠক কঠশ্রুতিতে উহা পাইবেন। "য ইমং মধ্বদং" ইত্যাদি, ঐ স্থানে মধ্বদ অর্থে কর্ম্মফলভোগী জীবাত্মা। সুতরাং মধুসূদনের অর্থ কর্ম্মফল বিনাশী করিলে কিছুই অসঙ্গত হয় না। মানব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা করিয়াই বিপদে পড়ে, কিন্তু কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ বা বিনাশ করিতে পারিলেই মধুসূদনত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা সকলেই মধু নামক অসুর, কারণ আমরা ভগবানের প্রদর্শিত নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারি নাই। পৌরাণিক মধুনামক অসুরের বধ ব্যাপারটি এইরূপভাবে দেখিলে উহা কোন প্রকারে অসঙ্গত বোধ হইবে না।

এইরূপ শ্রীক্ষেত্রতীর্থের অন্যান্য প্রত্যেক

্যাপারেই আধ্যাত্মিকভাব প্রকটিত রহিয়াছে।

ব্রহ্মের চারিটি অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়। শ্রীক্ষেত্রে সুভদ্রা, সুদর্শন, বলরাম ও জগন্নাথ এই চারি অবস্থার বাহ্যচিত্র। অন্য কথায় ইহা ওঁকারের বাহ্যচিত্র। অকার, উকার মকার ও নাদ, এই চারিটিই সুভদ্রা, সুদর্শন, বলরাম ও জগন্নাথ।

পাঠক এইস্থানে মাণ্ডুক্যোপনিষৎ স্মরণ করুন্।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্য ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কারএব ॥ ১ ॥

সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২ ॥

জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রাজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চনকামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্ সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥

নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞান ঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকার মকার ইতি ॥ ৮ ॥

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎ কর্ষতি হ বৈজ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি যএবং বেদ ॥ ১০ ॥

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রামিতের পীতের্ব্বামিতোতিহ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥

অমাত্রাশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবহদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১২ ॥

ওঙ্কারই এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালপরিচ্ছিন্ন সকলই

ওঙ্কার এবং ত্রিকালাতীত যাহা কিছু তাহাও ওঙ্কার ॥ ১ ॥

সকলই এই ওঙ্কার, এই ওঙ্কারই ব্রহ্ম ও আত্মা। ইনি চতুষ্পাদ ॥ ২ ॥

বৈশ্বানর পুরুষ তাঁহার প্রথম পাদ, জাগরিত অবস্থা ইহাঁর স্থান, ইনি বহিঃপ্রজ্ঞ, ইনি সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট যথা—স্বর্গলোক মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ মধ্যদেহ, জল বস্তি, পৃথিবী পাদ, অগ্নি মুখ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই উনবিংশতি পদার্থ তাহার মুখ। ইনি স্থূলভুক্, অর্থাৎ রূপরসস্থূলবিষয়াদি ভোগ করেন। ইনি বিশ্ব অর্থাৎ সকল নরকে বিবিধপ্রকারে নয়ন বা পরিচালিত করেন বলিয়া, ইহাঁকে বৈশ্বানর বলে ॥ ৩ ॥

স্বপ্নস্থান অন্তঃপ্রজ্ঞ, মনের বাসনাই তাহার প্রজ্ঞাস্বরূপ। ইনিও পূর্ব্ব অবস্থার ন্যায় সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতি মুখ। এই সকল মুখদ্বারা তিনি বিশ্ব উপলব্ধি করেন। ইনি বিষয়শূন্য প্রজ্ঞাতে স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ পায়েন, এইজন্য তিনি তৈজসপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। ইনি ব্রহ্মের দ্বিতীয়পাদ ॥ ৪ ॥

যে স্থানে সুষুপ্ত হইলে কোন কাম্য বস্তুতে অভিলাষ থাকে না, কোনপ্রকার স্বপ্নদর্শন হয় না, তাহাই সুষুপ্ত স্থান সুষুপ্তই প্রাজ্ঞের অবস্থিতি স্থান। ইনি কার্য্যকারণভাবে একীভূত রহিয়াছেন এবং অন্ধকারাবৃত বস্তু সমূহের ন্যায়, ইহার স্বপ্ন, জাগ্রত ও মনঃ ঘনীভূত হওয়ায় ইনি প্রজ্ঞাঘন। ইনি আনন্দময়, আনন্দভুক্ এবং চিত্তোমুখ, অর্থাৎ চিত্তই তাহার স্বপ্নাদিপরিজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। প্রাজ্ঞই ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ ॥ ৫ ॥

ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, ইনিই সকলের অন্তরে থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনি জগৎ প্রসব করিতেছেন, ইহাঁ হইতেই সর্ব্বভূতের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে ॥ ৬ ॥

অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয় প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞানময় নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞ নহেন, তিনি অদৃষ্ট, তিনি ব্যবহারানোপযোগী, তিনি অগ্রাহ্য, তিনি লক্ষণশূন্য, অচিন্ত্য, তিনি অব্যপদেশ্য, অর্থাৎ শব্দদ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না, তিনি আত্মপ্রত্যয়সার অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই সত্য এই জ্ঞানে প্রমাণীকৃত। তাঁহার প্রপঞ্চ ধর্ম্ম শান্ত হইয়াছে। তিনি শান্ত, শিব, অদ্বৈত ইনি ব্রহ্মের চতুর্থপাদ ॥ ৭ ॥

সেই আত্মা অক্ষর স্বরূপ, সেই অক্ষর ওঙ্কার। সেই ওঙ্কার মাত্রা আশ্রয় করিয়া পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান আছেন। সেই পাদই ওঙ্কারের মাত্রাস্বরূপ—এবং অকার উকার ও মকার ইহারাই তাহার পাদস্বরূপ মাত্রা ॥৮॥

জাগরিত স্থান বৈশ্বানর অকার স্বরূপ প্রথম মাত্রা। ইনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, ইনি আদি। যে ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি সর্ব্বপ্রকার কাম্যফল লাভ করেন এবং তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ৯ ॥

স্বপ্ন স্থান তৈজস উকার স্বরূপ দ্বিতীয়মাত্রা। ইনি উৎকর্ষহেতু এবং অকার ও মকার উভয়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞানময়। ইনি সাধককে জ্ঞানপ্রদান করেন। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির শত্রু ও মিত্র তুল্য। যে ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মজ্ঞকুলে ভিন্ন জন্ম হয় না। সুষুপ্ত স্থান প্রাজ্ঞ মকার স্বরূপ তৃতীয়মাত্রা। ওঙ্কার উচ্চারণে যেরূপ অকার ও উকার অন্ত্যবর্ণ মকারে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বৈশ্বানর ও তৈজস সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞে প্রবিষ্ট হয়। যাহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জগতের তত্ত্ব অবগত হইয়া পরমাত্মস্বরূপ হয় ॥ ১১ ॥

যিনি ওঙ্কারের চতুর্থপাদ, তিনি মাত্রাবিহীন এবং তিনিই পরমাত্মা। তিনি অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব অদ্বৈত। যাহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার আর জন্ম হয় না ॥১২॥ ক্রমশঃ

---

# সৃষ্টিতত্ত্ব প্রথম পরিচ্ছেদ।

## প্রথম ত্রিমূর্ত্তি জগতের সর্ব্বপ্রথম অবস্থা।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥

মনুসংহিতা ৫ম শ্লোক।

বঙ্গার্থ। সমস্ত অবিকাশিত তমোময়, প্রত্যক্ষের অগোচরীভূত, লক্ষণদ্বারা অননুমেয়, তর্ক ও জ্ঞানাতীত সর্ব্বতোভাবে যেন গাঢ় নিদ্রায় প্রসুপ্ত ছিল।

অবিকাশিত তমোময় সর্ব্বতঃ প্রসুপ্ত অবস্থাই মহাকালস্বরূপ পরব্রহ্মের নিদ্রা। তদনন্তর প্রথমে স্বয়ম্ভূ ভগবান মহাভূতে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া তমঃনাশক জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশিত হইলেন। (ইহাই স্নিগ্ধজ্যোতি) উপরোক্ত বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

স্বয়ম্ভূ ভগবান অর্থে—আধ্যাত্মিক গুহ্য তেজোময় সৎপদার্থ উহা স্বয়ং উদ্ভূত। * মহাভূত অর্থে—সমস্ত ভূতের আদি মহাকাশ। যাহাকে আমরা আকাশ বলি উহা ঠিক্ তাহা নহে; যেহেতু অবকাশ (ফাক) ব্যতীত আকাশ পদবাচ্য হইতে পারে না, যখন অনন্ত, এক, অদ্বিতীয়, অসীম, ব্যবধান-রহিত, তখন উহার কোন অবকাশ থাকিতে পারে না, তবে উহাকে আকাশের তন্মাত্র শব্দগুণের কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেহেতু মহাভূতের স্বকীয় কম্পন হইতে প্রথমে শব্দ উৎপন্ন হয়, উহাই মহাশব্দ "ওং" = অ + উ + ম্; কিন্তু গতি উৎপন্ন না হইলে ঐ শব্দের বিকাশ হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে "ওং" শব্দকে শব্দব্রহ্ম বলে। ঐ শব্দব্রহ্ম মহাপ্রলয়ে অনাদি অনন্ত মহাকালের বক্ষে লুক্কাইত থাকে। পূর্ব্বোক্ত মহাকালের দেহই মহাকাশস্বরূপ।

"প্রবৃত্তবীর্য্য" অর্থে স্বয়ম্ভূ মহাভূতরূপ দেহে গতিশক্তিরূপে বিকাশিত হইলেন, ঐ গতিই তাঁহার মহানিশ্বাস (Great breath) যাহাকে আমরা বায়ু বলি উহা বাস্তবিক তাহা নহে, উহাই গতি (Motion)।

প্রথমতঃ মহাভূতের স্বকীয় কম্পনজনিত "অ" শব্দ উৎপন্ন এবং উহা অতি দ্রুত অস্বাভাবিক গতিদ্বারা চালিত হইতে হইতে আভ্যন্তরীণ অননুভূত ঘর্ষণদ্বারা গতির হ্রাস হওয়ায় উহা সঙ্কোচিত হইয়া "ও" শব্দে পরিণত হয়; তদনন্তর ঐ গতি পূর্ব্বোক্ত মহাভূত কর্ত্তৃক বাধিত হওয়ায় "ম্" শব্দ উৎপন্ন হইয়া "ওং" শব্দে পরিণত হয়।

"ওঁ" শব্দ একটী বাক্য, বাক্ চারিপ্রকার ১। পরা ২। পশ্যন্তি ৩। মধ্যমা ৪। বৈক্ষরি আমরা যে বাক্য স্পষ্ট উচ্চারণ করি উহা চতুর্থ বৈক্ষরিবাক্। বায়ুতে (যেমন আমাদের স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত) যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা মধ্যমাবাক্। উপরোক্ত মহাকাশে প্রথম উৎপন্ন "ওঁ" শব্দ বৈক্ষরি বা মধ্যমাবাক্ নহে। উহাকে পশ্যন্তিবাক্ও ঠিক্

---

* ভগ = ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥ উক্ত ষড়ৈশ্বর্য্যের মূলই তেজ।

বলা যাইতে পারে না যেহেতু আকাশের যে স্বাভাবিক গতি ( Ethereal Motion ) আছে, ঐ গতির সহিত যে বাক্ উৎপন্ন হয় তাহাই উপরোক্ত পশ্যন্তিবাক্ বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তমত মহাকাশ বিশেষ আকাশ পদবাচ্য না হওয়ায় ঐ মহাকাশস্থ মহাশব্দকে পরাবাক্ বলে। ইহাতে একটী আপত্তি হইতে পারে যে আকাশ ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হয় না, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে একাকারপ্রযুক্ত দৃশ্যত অবকাশ (ফাক্) না থাকিলেও উহার ( অনন্তের ) অন্তর্গতই মহাশব্দ। বা স্বভাবই অন্তরাবকাশ স্বীকার করিতে হইবে।

যাহাহউক্ মহাকাশে অনির্ব্বচনীয় কারণে কম্পনজনিত স্বয়মুদ্ভূতশব্দ অস্বাভাবিক গতি-দ্বারা চালিত হয় তদ্ধেতু ঐ শব্দ ও জ্যোতির বিকাশ হইতে পারে না। পরে ঐ গতির কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ঐ পরাবাকই পশ্যন্তিবাকে পরিণত হইয়া বিকাসিত হয়। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য শব্দগুণ ব্যাখ্যাকালে বর্ণিত হইবে।

প্রথমতঃ যথন মহাকাশে মহাভূতের স্বকীয় কম্পনহেতু শব্দ ও গতি (Motion) উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্বোক্তমত কম্পন হইতে মহাকাশে মহাভূতের আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ ( Friction ) হওয়ায় গতি ঠিক্ সবলভাবে চলিতে পারে না। ঐ মহাভূতের ঘর্ষণহেতু অতিদ্রুতগতির হ্রাস ও গতি ক্রমে বক্র হইতে থাকে। যতই বক্র হইতে থাকে ততই ঘর্ষণের ( Friction ) বৃদ্ধি হয়। এবং গতি সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকার ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক অতি-দ্রুতগতি যে গতির অভাবের ন্যায় তাহা শব্দ গুণ ব্যাখ্যাকালে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত মহাকাশে গুহ্য তড়িৎ (Hidden electricity ) আছে ঐ গুহ্য তড়িৎশক্তির ( Hidden Electrical force এর ) * প্রথম ক্রিয়া, শব্দ (Sound ), ও গতি ( Motion ) উহার ( ঐ ক্রিয়ার) ফল জ্যোতি (Light)। পূর্ব্বোক্তমত ঘর্ষণের বৃদ্ধি হইলে গতির অতি দ্রুততার কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। যতকাল গতি অস্বা-ভাবিক দ্রুততার সহিত চালিত হয় ততকাল পিচ্ছলবৎ হওয়ায় ঘর্ষণ হয় না, ক্রমে গতির হ্রাস ও ঘর্ষণহেতু পূর্ব্বোক্ত গুহ্য তড়িতের আভ্যন্তরীণ তেজোভাস জ্যোতিবিশিষ্ট হইয়া উর্দ্ধে বিকীরিত হয়, ঐ জ্যোতিকে অরূপ ও স্বরূপ উভয় বলা যাইতে পারে; যেহেতু শব্দ বা গতির কোনরূপ বা আকার নাই, জ্যোতির রূপ আছে বটে কিন্তু কোন অনুভব যোগ্যবস্তুর আশ্রয় ব্যতীত ঐরূপের বিকাশ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত গুহ্য তাড়িতাভাসে শব্দ, গতি ও জ্যোতি উৎপন্ন হয়, উহাই প্রথম ত্রিমূর্ত্তি। বেদান্তে ঐ ত্রিমূর্ত্তিই জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা;—

"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাংগতঃ॥

বঙ্গার্থ। চৈতন্যাভাসশক্তির সহিত মিলিত হইলে সেই শক্তি চেতনবৎ হয়। ঐ শক্তি সংযোগহেতু ব্রহ্মই ঈশ্বর পদবাচ্য হইয়া-ছেন। এস্থলে চিচ্ছায়া অর্থে গুহ্য-তেজের ( তড়িত ) আভাস ( ভর্গ )। ঐ গুহ্য তড়িৎ †

* উপরোক্ত তড়িত ভৌতিক তড়িত নহে নিম্নের টীকা দ্রষ্টব্য।

† এই তড়িৎ আমাদিগের বেদ ও আগমোক্ত মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি যথা—মূলাধারেষু যা নিত্যা কুণ্ডলীতত্ত্বরূপিণী। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমা বিষতন্তুস্বরূপিণী। বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রতীকাশা কুণ্ডলাকৃতিরূপিণী। পরমব্রহ্মগৃহিণী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী। শিবস্য নর্ত্তকী নিত্যা পরংব্রহ্ম প্রপূজিতা। ব্রাহ্মণস্যৈব গায়ত্রী সচ্চিদানন্দ-রূপিণী॥ ( গায়ত্রী কবচ দ্রষ্টব্য )

চিচ্ছায়া অর্থে গুহ্যতেজাভাব ( ভর্গ ) এবং ব্রহ্ম

অর্থে আমরা যে তড়িৎ জ্ঞাত আছি তাহা নহে, ঐ জ্ঞাত তড়িৎ ভৌতিক পদার্থাশ্রিত ইহা তাহা নহে ( Immaterial ) শক্তি অর্থে বল, উহার প্রথম ক্রিয়া গতি (Motion । ব্রহ্ম অর্থে সং গুহ্যতেজ ঈশ্বরার্থে আধ্যাত্মিক পরমজ্যোতি, যদ্দ্বারা জগদ্বিকাশিত বা বর্দ্ধিত ও লয় হয়। প্রকৃতপক্ষে মহাভূতরূপ দেহে অর্থাৎ অর্থাৎ মহাকাশে গুহ্য তেজাভাসস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত শব্দ গতি ও জ্যোতির বিকাশ হয়। অতএব আমরা এস্থলে প্রথম ত্রিমূর্ত্তি শব্দে গতি ও জ্যোতি প্রাপ্ত হইতেছি। অনাদি অনন্ত মহাকালের প্রথম বিকাশই ঐ প্রথম ত্রিমূর্ত্তি, উহার প্রথম শব্দই "অ," ঐ "অ" শব্দ গতির সহিত মিলিত হইয়া "উ" শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং উহার বাধকতাস্বরূপ "ম্" "ওঁ" শব্দের বিকাশ হয়। ঐ ওঁ শব্দ হইতে অন্তর্জ্যোতির বিকাশ হওয়ায় উহাই আমাদিগের কারণ জগতস্থ প্রথম ত্রিমূর্ত্তি। ইহাই খৃষ্টানদিগের (Father holy ghost, son ) এবং বেদান্তোক্ত সৎ+ চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ হইতেছেন।

অর্থে গুহ্যতেজ এই ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া পাঠক হটাৎ মনে করিতে পারেন যে, ইহা নাস্তিকতার অবতারণা, বাস্তবিক তাহা নহে সাধারণ লোকে যাহাকে তড়িৎ বা তেজ বলেন উহা ভৌতিক তড়িৎ তেজ এই তেজই ভৌতিক তেজ নহে ইহা ব্রহ্মতেজ, ইহার আভাসই দৈবীপ্রকৃতি বা ভর্গ। যথা—ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতিরঞ্জয়তে প্রজাঃ। গ ইত্যাগচ্ছতেঽজস্রং ভরগোভর্গ উচ্যতে। অয়মেব তু ভর্গো বহিরাকাশে সূর্য্যমণ্ডলাস্থোপি, সকল প্রাণিনাং হৃদয়মধ্যে জীবভূত প্রতিবসতি। গায়ত্রীকবচ ষট্চক্রভেদ প্রভৃতিই উহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

# দ্বিতীয় ত্রিমূর্ত্তি।

( জগতের দ্বিতীয় অবস্থা। )

পূর্ব্ববর্ণিতমত জগতের প্রথমাবস্থায় মহাকাশ যখন অন্তর্জ্যোতিবিশিষ্ট হয় তখন ও উষ্ণতার বাহ্যবিকাশ না হওয়ায় ঐ জ্যোতি শীতল থাকে। যেহেতু আলোর গতি যেরূপও যত বিস্তৃত তাপের গতি সেরূপও তত বিস্তৃত নহে, কিন্তু গুহ্য তড়িতের আভ্যন্তরীণ ঈষৎ তাপ হইতে পূর্ব্বোক্ত মহাভূত দ্রবত্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়, উহাই সূক্ষ্ম মহাদ্রাবক ( Solvent matter ) স্বরূপ। শাস্ত্রে উহাকে সংকর্ষণ বলে, সংকর্ষণ বসুদেবের পুত্র অনন্তদেব, অতএব ঐ সংকর্ষণশক্তি বা ঐ দ্রবত্বশক্তি হইতে মহাভূত দ্রবীভূত হইয়া একার্ণব হইয়া যায়। উহাকেই মনু "আপ" বলিয়াছেন যথা— আপো এব সসর্জ্জাদৌ" ঐ নিত্য আদি ভূত একার্ণব সমুদ্রে অনন্তশয্যায় ভগবান শায়িত ছিলেন ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে। ঐ একার্ণবীভূত পদার্থকে ইংরাজিতে Homogenious matter কহে। উহাই Mr. Crockes এর Protyle. যতই পূর্ব্বোক্ত মহাভূত দ্রবীভূত হইতে থাকে ততই উহার আভ্যন্তরীণ তেজাভাস জ্যোতিরূপে বিকীরিত ও উহার তাপ জ্যোতির সহিত মিশিয়া অন্তর্হিত ও অবিকাশিত হয়, কিন্তু উহা জ্যোতির সহিত গুহ্য ( Latent ) থাকে ও জ্যোতি শীতল হয়। ঐ শীতল সূক্ষ্ম জ্যোতিহেতু একার্ণবীভূত অনন্ত সমুদ্র জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম মণ্ডলাকার প্রতীয়মান হওয়ায় ঐ মণ্ডলাকার স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে মনু "সহস্রাংশু সমপ্রভ হৈম অণ্ড" বলিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে অসীম পদার্থ মণ্ডলাকার ব্যতীত অন্য আকার হইতে পারে না, উহাই সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড * অর্থাৎ ব্রহ্মের অণ্ড ( ডিম্ব ) স্বরূপ। যেহেতু জগতই ব্রহ্মের শাবক, ঐ জগৎরূপ শাবক মণ্ডলাকার একার্ণবের মধ্যে থাকায় ( যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে ) উহাকে অণ্ড বলা হইয়াছে। তৎকালে ঐ একাকার পদার্থে জ্যোতির বিকাশ হওয়ায় কিন্তু তাপের বিকাশ না হওয়ায় উহা "সহস্রাংশু সমপ্রভ হৈম অণ্ড" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা উষ্ণতার পূর্ব্বে জ্যোতির বিকাশ হয় বলা হইতেছে। যদিও উষ্ণতা জ্যোতির কারণ কি জ্যোতি উষ্ণতার কারণ আধুনিক বিজ্ঞান তৎসম্বন্ধে নিস্তব্ধ; কিন্তু আধুনিক প্রকৃতিক বিজ্ঞানে ও আমাদের সাধারণ জ্ঞানে যতদূর প্রাপ্ত হই তাহাতে আলোকের গতি যেরূপ বিস্তৃত ও আলোক যেরূপ সর্ব্বত্র বিকাশিত হয় তাপের গতি সেরূপ বিস্তৃত ও তাপ সর্ব্বত্র সেরূপ বিকাশিত হয় না; তাপ তাহার নির্দ্দিষ্ট আধারে ( Focus ) কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। মনে কর, সূর্য্য তাপের আধার ( Focus ) ঐ সূর্য্যের জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ আলোকিত, কিন্তু এমন কি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী স্থান অর্থাৎ পৃথিবীর কিঞ্চিৎ উপর হইতে ক্রমে স্থির বায়ু পর্য্যন্ত প্রদেশ শীতল। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ যথা ধবলগিরি কাঞ্চনশৃঙ্গ, এভারেষ্ট (Mt. Everest) প্রভৃতি শৃঙ্গে জীব জন্তু থাকিতে পারে না হিমে বরফ হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে সৌরাভাসে দিক্ সকল আলোকিত হয়, কিন্তু তাপ ঐ আলোর মধ্যে গুহ্যভাবে ( Latent ) থাকে; উহার নির্দ্দিষ্ট আধার ( Focus ) ভিন্ন বিকাশিত হয় না। সূর্য্যের তাপ পার্থিব কেন্দ্রে মিলিত হইলে ঐ কেন্দ্রই উহার Focus স্বরূপ পরিগণিত হয়। তথায় তাপের বিকাশ হওয়ায় উহা বিকীরিত হইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ উষ্ণ হয়, ইহাতেই আমরা সৌরতাপ অনুভব করি। তড়িৎ দুই জাতীয় Positive ও Negative অর্থাৎ সম ও বিষম * ঐ উভয় তড়িতের সংঘর্ষণ হইতে তেজের বিকাশ হয়, অতএব সূর্য্যে Positive ও পার্থিব কেন্দ্রে Negatve তড়িৎ থাকায় ঐ পার্থিবকেন্দ্র সৌর তাপ আকর্ষণ করিয়া লয় ও তাহাতে যে ঘর্ষণ ( Friction ) হয় তদ্দ্বারা তেজ বিকাশিত হইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ উষ্ণ হইয়া উঠে। এখন মনে কর পৃথিবীও নাই, সূর্য্যও নাই, জগৎ একার্ণবীভূত, কিন্তু একার্ণবীভূত হইলেও উহার মধ্যে Positive ও Neegative উভয় জাতীয় তড়িৎ গুহ্যভাবে আছে। পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময় একার্ণবীভূত পদার্থের যে উল্লেখ হইয়াছে উহা দ্বারা আমরা একই পদার্থের দুইটী ভাব প্রাপ্ত

* মণ্ডলাকার স্থানের মধ্যকেন্দ্র হইতে উহার পরিধি-রেখার সমস্ত স্থান বা বিন্দু সমান, কিন্তু মণ্ডলাকার ব্যতীত অন্য আকারবিশিষ্ট স্থান ঐরূপ হইতে পারে না, অতএব অসীম পদার্থের যে স্থান হইতে দৃষ্টি কর সেই স্থানই মধ্যবিন্দু ও তাহার সকলদিগে সমান দৃষ্টি হয় সুতরাং উহার মণ্ডলাকার ভিন্ন অন্যরূপ হইতে পারে না।

* সম বিষম তড়িৎকে বঙ্গভাষায় যৌগিক ও বিয়োগিক তাড়িৎ বলে ঐ উভয় তাড়িৎ যখন সমবস্থাপন্ন Nentral state হইয়া যায় তখন উহা গুহ্য Latent অবস্থায় থাকে ঐ অবস্থাকে মহামায়ার যোগনিদ্রা বলে ঐ সময় জগতের কোন ক্রিয়াই থাকে না পরে অনির্ব্বচনীয় কারণে আভ্যন্তরীণ গুহ্যতাপহেতু কম্পন ও গতি ( Vibration and motion or vibratory motion ) বিকাশ হয় ( উহাকেই যোগনিদ্রা ভঙ্গ কহে ) ঐ গতি বিকাশ হইলে পূর্ব্বোক্ত বিয়োগিক তাড়িৎ পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন হয় তাহাতে জ্যোতির বিকাশ হয়, কিন্তু ঐ উভয় তাড়িতের পুনঃ সংস্রব ব্যতীত উষ্ণতার বিকাশ হয় না ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।

হইতেছি যথা—জ্যোতি ও একার্ণবীভূত পদার্থ। বস্তুতঃ উহা দুইটী পদার্থ নহে, একই পদার্থের দেহ ও দেহিত্বভাব, দেহ ঐ একার্ণবীভূত পদার্থ এবং দেহী তদন্তর্নিহিত গুহ্য তড়িৎ বা তেজ, ঐ তেজের বিকাশই জ্যোতি। ঐ জ্যোতির মধ্যে যে তাপ অন্তর্নিহিত ছিল, ঐ (সর্ব্বত্র বিকীরিত) জ্যোতির ঐ অন্তর্নিহিত তেজ অর্ণবকেন্দ্র কর্তৃক আকর্ষিত হওয়ায় ঐ কেন্দ্রের সহিত ঐ তেজ মিলিত হইয়া উভয়ের মধ্যে ঘর্ষণ ( Friction ) হওয়ায় তাপের বিকাশ হয়। অতএব ঐ অর্ণবকেন্দ্রাকর্ষিত জ্যোতিঃ তাপের বীজ যথা;—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধা প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥"

বঙ্গার্থ। স্বয়ম্ভূ স্বকীয় শরীর হইতে লোক সকল সৃষ্টির নিমিত্ত আদিতে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করিলেন।

এস্থলে শরীর অর্থে—মহাভূত অর্থাৎ মহাকাশ।

জল অর্থে—পূর্ব্বোক্ত একার্ণবীভূত পদার্থ (কারণবারী) ( Homogenious metter )।

বীজ অর্থে—পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির মধ্যে যে তাপ অন্তর্নিহিত——ছিল ঐ তাপ।

ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে শীতলতা হইতে আলোক ঘনীভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত একার্ণবীভূত পদার্থে মিশিয়া উষ্ণতার বীজরূপে পরিণত হয়। ঐ বীজ ক্রমে, অর্ণবকেন্দ্রে ঘনীভূত হইয়া তৈজসকেন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া লয়, ঐ তৈজস বা তড়িৎকেন্দ্রই লোক পিতামহ ব্রহ্ম

"তদণ্ডমভবদ্বৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥"

বঙ্গার্থ। পূর্ব্বোক্ত আপো জ্যোতি হৈম সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটী অণ্ডে পরিণত হইল, ঐ অণ্ডে স্বয়ং সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

ঐ "হৈম সহস্রাংশু সমপ্রভ" অণ্ডের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে;—

সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বভুবনানাং লোকানাং= পিতা=পালকঃ আ=সম্যক্ মহঃ তেজ যেন সঃ পিতামহঃ অর্থাৎ সম্যক্ তেজই হইয়াছে জগতের পালনকর্ত্তা যৎ কর্ত্তৃক তিনিই পিতামহ ব্রহ্মা। এস্থলে পিতৃ ও মহস্ শব্দ পৃষোদরাদিত্ব প্রযুক্ত ঋ ভাগ ও অন্তস্থ স্ ভাগের লোপ হওয়ায় ও ক্রিয়া উহ্য থাকায় ঐ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

নিত্যতেজই পিতৃশক্তি, নিত্যজলই * মাতৃশক্তি, উভয় কেন্দ্রীভূত হইয়া মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়। ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে জগৎ সৃষ্টিকারী তাপের বিকাশ হয় এবং ঐ তাপ হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকাশ অবিকাশ ও সমস্ত কার্য্যকারণ ও প্রবৃত্তির বিকাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে উহাই বিশ্বব্যাপী সঞ্জীবতার মূল সূত্র এবং সমস্ত বাহ্যজ্ঞানের পিতামাতাস্বরূপ। ক্যাবেলিষ্টিকগণ বিশ্বের কেন্দ্রস্থ তেজোময় শক্তিকে বিশ্বধাতা কহিয়াছেন। কার্টার সাহেবের মতেও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহবর্গ ও নক্ষত্রগণ প্রচুর পরিমাণে ঐ শক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু উহারা স্বতঃই ঐ শক্তিবিশিষ্ট নহে, উপরোক্ত তেজোময়িশক্তির অন্তর্ভূত থাকিয়া ঐ শক্তিবিশিষ্ট হয়। ঐ মহত্তত্ত্বই ভিন্ন ভিন্ন আকারে অবস্থান করিয়া স্বীয় সর্ব্বশক্তিমত্তাদ্বারা সর্ব্ব আকারের বস্তু ও সর্ব্ব জন্তু

* নিত্যতেজ অর্থে পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিকতেজ, নিত্যজল অর্থে পূর্ব্বোক্ত কারণবারি।

সৃষ্টি করিতেছে। ইহাই জীবনদাতা রক্ষা ও সংহার-কর্ত্তা ইহার আদি কারণ বা মূল হইতে ক্রমে ক্রমে সহস্র অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। প্লেটোর মতে পরমেশ্বর ত্রিশক্তির এক শক্তি হইতে আলোক ঘনীভূত করিয়া একটী প্রজ্বলিত বিন্দুতে পরিণত করিয়াছেন। উহাই আমাদের সূর্য্য। ঐ মহত্তত্বই জগতের জ্ঞানবিকাশক, প্রবৃত্তি ও ক্রিয়োদ্দীপক এবং ভৌতিক আবরক; শাস্ত্রীয় ভাষায় ঐ তিনপ্রকার কার্য্য প্রবৃত্তিকে ত্রিবিধ অহঙ্কার কহে। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে মহত্তত্ব হইতে বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার তৈজস বা রাজসিক অহঙ্কার এবং ভৌতিক বা তামসিক অহঙ্কার (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তি) উৎপন্ন হয়। ঐ তামসিক অহঙ্কার হইতে ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণ এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে। পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে যে চৈতন্যের ছায়ায় শক্তি চেতনবৎ হইয়া ত্রিগুণান্বিত হওয়ায় জগৎ কারণ বিকাশিত হয়। জগতের দুই প্রকার কারণ, যথা নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। তামসিক মায়া হইতে জগতের উপাদান কারণ ও শুদ্ধ সাত্ত্বিক মায়া হইতে নিমিত্তকারণের বিকাশ হয়। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ণিত কারণবারি অর্থাৎ একার্ণবীভূত পদার্থই উক্ত উপাদানের কারণ এবং আধ্যাত্মিক তেজই (ভর্গ) নিমিত্তকারণ। উক্ত গুহ্য তেজাভাসযুক্ত একার্ণবীভূত পদার্থের অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণ হইতে বিরাট মন বুদ্ধির, রজগুণ হইতে জাগতিক জীবনীশক্তির এবং তমগুণ হইতে পঞ্চভূতের বিকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মন বুদ্ধি প্রাণ সমন্বিত প্রধান পুরুষই * উল্লিখিত হিরণ্যগর্ভ। প্রকৃতপক্ষে হিরণ্যগর্ভই পূর্ব্বোক্ত সহস্রাংশু সমপ্রভ হৈম অণ্ডের আভ্যন্তরীণ কেন্দ্র, উহাই মহত্তত্ব বা ব্রহ্মা। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে জগতের দ্বিতীয় অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত তেজই পুরুষ, একার্ণবীভূত উপাদানকারণই প্রকৃতি এবং তাহার সন্তান স্থানীয় পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ব, এস্থলেও আমরা ত্রিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছি। পূর্ব্বোক্ত তেজই (Spirit.) পিতা, উপাদান কারণস্বরূপ নিত্য আপই (Matter) মাতা, মহত্তত্ব অর্থাৎ বিরাট মনরূপ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাই পুত্র। এখানেও খৃষ্টানদিগের (Father, Holy ghost and son) আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। ব্রহ্মের পুত্রই ব্রহ্মা, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত অণ্ডে তিনি জন্মিয়াছিলেন; ঐ ব্রহ্মাই আমাদের পিতামহ এইজন্য ভগবদ্‌গীতায় উত্তম পুরুষস্বরূপ ঈশ্বর প্রপিতামহ বলিয়া বর্ণিত আছেন যথা—"প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ"। প্রকৃতপক্ষে মহৎ প্রকৃতি অর্থাৎ কৈন্দ্রিকশক্তিসমন্বিত পূর্ব্বোক্ত একার্ণবীভূত উপাদানকারণই মহদ্ব্রহ্ম, উহাই জগতের যোনি বা মাতাস্বরূপ এবং তৈজস চিদ্‌বীজপ্রদ শব্দ ব্রহ্মই পিতা।

যথা—মম যোনী মহৎ ব্রহ্ম। তস্মিনগর্ভং দধাম্যহং। সম্ভব সর্ব্বভূতানাং ততঃ ভবতি ভারত॥ ভগবদ্গীতা।

যেহেতু শব্দ হইতে জ্যোতি ও তেজের বিকাশ হয়, ঐ তৈজস চিদ্বীজ একার্ণব সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে ঐ একার্ণব সমুদ্র হইতে জাগতিক পদার্থের বিকাশ হয় যথা—

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যাঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র জায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী সূর্য্যাচন্দ্রমসো ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

* প্রধান অর্থে প্রকৃতি অতএব প্রকৃত পুরুষের সংযোগ ফলই হিরণ্যগর্ভ।

টীকা। তেনায়মর্থঃ। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ মহা-প্রলয় সময়ে পরব্রহ্ম মাত্র আসীৎ। ততো মহা-প্রলয়োবস্থায়ামেব রাত্রিসমুৎপন্না সকল অন্ধকার-ময় আসীদিত্যর্থঃ। ততঃ=সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে মাভীদ্ধাৎ অভি সর্ব্বতোভাবেন ইদ্ধাৎ লব্ধবৃত্তেঃ সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে) তপসোঽস্পষ্টবলাৎ তাপাৎ অর্ণবরাশিরুৎপন্নঃ। ততঃ অর্ণবাৎ ধাতা স্রষ্টা মধ্যজাগত, কিন্তুতধাতা মিষতঃ প্রকটীভবতো বিশ্বস্য বশী প্রভু স ধাতা যথা পূর্ব্বং যথাক্রমং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ কল্পিতবান্। কিন্তুতৌ অহো রাত্রাণি বিদধৎ তদন্তরং সম্বৎসরোঽজায়ত। অনন্তরং, দিবং, পৃথিবীং, অন্তরীক্ষঞ্চ স এব ধাতা অকল্পয়ৎ।

বঙ্গার্থ। মহাপ্রলয় সময়ে পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন এ অবস্থায় সমস্ত অন্ধকারময় হইয়াছিল। পরে লব্ধবৃত্ত হওয়ায় অস্পষ্ট বল বা তাপহেতু অর্ণবরাশি উৎপন্ন হয় ঐ অর্ণব (কারণবারি) হইতে ব্রহ্মার বিকাশ হয়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্রি সর্প অন্তরীক্ষ পৃথিবী সৃষ্ট হয়।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত অর্ণব সমুদ্রে সৃষ্টিকারী শক্তির বিকাশ হওয়ায় ঐ অর্ণব সমুদ্র হইতে দিবারাত্র, সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। মনুস্মৃতিতেও ঠিক্ ঐমত সমর্থিত হইয়াছে যথা ;—

"তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥"
"তাভ্যাং স সকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোমদিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥"

বঙ্গার্থ। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্ম সম্বৎসর কাল বাস করিয়া পরিশেষে আত্মগত ধ্যানবলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। তিনি সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদিলোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি নির্ম্মাণ করিলেন এবং মধ্যভাগে আকাশ অষ্টদিক ও চিরস্থায়ী সমুদ্র সকল স্থাপন করিলেন। ইহাই তৃতীয় অবস্থার অর্থাৎ স্থূল-ভৌতিক জগতের আদি উপাদান।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত কৈন্দ্রিক-তেজ (পূর্ব্বোক্ত) সম ও বিষম তড়িতের সংঘর্ষণ হইতে বিকাশিত ও বিকীরিত হইয়া উর্দ্ধগামী হইলে ঐ সূক্ষ্ম জলীয়ভাগ কত-কাংশ শীতল ও কঠিন ক্ষিতিজাতীয় পদার্থে পরিণত হইয়া নিম্নগামী হয়, ঐরূপ হইলে মধ্য-ভাগ অবকাশ অর্থাৎ ফাক হইয়া পড়ে। ঐ অবকাশই আকাশ। মধ্যে ঐ আকাশ ব্যবধান হওয়ায় দিক্ সকলের বিকাশ হয় এবং তাহাতে বায়ুপ্রবাহিত হয়। ঐ বায়ুর সহিত পূর্ব্ববর্ণিত নিত্য আপোমিলিত হওয়ায় বায়বীয় অর্ণবকণা প্রবাহিত হইতে থাকে, ইহার মধ্যে তৈজস-কণাও পতিত হয় এবং জলীয়বাষ্পে মিলিত হয় ঐ বাষ্প গতিদ্বারা প্রবাহিত হয়, তাহাই আমা-দের অনুভূত বায়ু। অতএব পূর্ব্বোক্ত দ্বিধা বিভক্ত হইতে পঞ্চভূত ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম বিকাশিত হইয়াছে, উহাই স্থূলজগতের উপাদান-রূপে পরিণত হইতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত একার্ণবই আমাদের পুরাণোক্ত কারণবারি এবং ঐ অনন্ত কারণবারি ব্যাপ্ত গুহ্য তড়িৎ বা তেজই বটপত্রশায়ী বিষ্ণু এবং তাহার কেন্দ্রস্থ ঘনীভূত তেজই নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মা প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত কারণবারি তৈজসবীজের আধার বা আশ্রয়হেতু জলকে নারায়ণ বলে যথা ;—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসুনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

বঙ্গার্থ। নরা অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রসূত বলিয়া অপত্য প্রত্যয়ে জলকে নারারূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, মহাভূতস্থ গুহ্যতেজ বা তড়িতের আভ্যন্তরীণ তাপ হইতে ঐ মহাভূত (মহাকাশ) দ্রবত্বশক্তি প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ মহাভূতস্থ মহাদ্রাবক বা দ্রবত্বশক্তিই কারণবারি। উহা আভ্যন্তরীণ তেজ হইতে প্রসূত বলিয়া পরমাত্মার অপত্যস্থানীয় হইয়াছে। ঐ কারণবারি পূর্ব্বোক্ত তেজের আশ্রয় বলিয়াই উহা নারায়ণ পদবাচ্য। বট অর্থে সমুদ্র, পত্র অর্থে প্রবাহ অর্থাৎ ঐ কারণবারিরূপ সমুদ্র প্রবাহই (Ethereal fluid) পূর্ব্বোক্ত তেজের আধার বা আশ্রয়, এইজন্যই বটপত্রশায়ী বিষ্ণু বলিয়া কথিত আছে। ঐ অনন্তসমুদ্রের কেন্দ্রই তাঁহার নাভি, ঐ কেন্দ্রস্থ ঘনীভূত তেজই পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ব বা ব্রহ্মা। অতএব বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার স্থিতিস্থান বলিয়া পুরাণে যে বর্ণিত আছে ইহা অতীব সত্য ও বিজ্ঞানমূলক। ঐ বিষ্ণুই পুরুষ, কারণবারি প্রকৃতি, মহত্তত্বই পুত্র; ইহাই দ্বিতীয় অবস্থার ত্রিমূর্ত্তি। উহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব বলা যাইতে পারে যেহেতু মহত্তত্বই ব্রহ্মা তেজই বিষ্ণু সংকর্ষণই সংহাররূপ মহাদেব * উক্ত মহত্তত্বই চতুর্দ্দশভুবনের বীজস্বরূপ উহা হইতেই পরিদৃশ্যমান স্থূলজগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম তৈজসতত্ব সূক্ষ্ম দ্রবীয়তত্ব ও সূক্ষ্ম পার্থিবতত্ব এই ত্রিতত্বই পরিদৃশ্যমান স্থূলজগতের মৌলিকতত্ব হইতেছে, মহাকালের দেহরূপ মহাকাশ এবং মহানিশ্বাসরূপ গতি পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম ত্রিতত্বের কারণস্বরূপ পূর্ব্বাহ্নিক অবস্থা। যেমন স্থূল পৃথিবী জল এবং অগ্নির পূর্ব্বাহ্নিক অবস্থাই বায়ু এবং আকাশ সেইরূপ সূক্ষ্ম মহৎ ত্রিতত্বের পূর্ব্বাহ্নিক অবস্থাই পূর্ব্বোক্ত মহাগতি এবং মহাকাশ। এতাবতায় মহাগতিবিশিষ্ট শব্দব্রহ্মই জগৎকারণ বা জগতের কারণ অবস্থা, সূক্ষ্ম দ্রবীভূত তৈজস মহদ্ব্রহ্মই জগতের সূক্ষ্ম অবস্থা। ঐ প্রত্যেক অবস্থায় ত্রিমূর্ত্তির ব্যাখ্যা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তবে এই স্থলে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে মহাশব্দই ব্রহ্ম, মহাগতিই তাঁহার শক্তি এবং জ্যোতিই তাঁহার পরমজ্ঞান বা আনন্দস্বরূপ ত্রিশক্তি এবং জ্ঞান হইতেই দ্বিতীয় অবস্থায় মহতত্বের বিকাশ হয়। শক্তিই প্রকৃতি জ্ঞানই পুরুষ মহত্তত্বই পুত্রস্থানীয়। ঐ মহত্তত্ব হইতে বুদ্ধিতত্ব, জৈবতত্ব ও ভৌতিকতত্বের বিকাশ হয়; ঐ ত্রিবিধতত্বই পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ অহঙ্কারস্বরূপ। ঐ ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে কিপ্রকারে জীবজন্তু সমন্বিত ত্রিজগৎ যে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা জগতের তৃতীয় অবস্থায় যথাক্রমে বিবৃত হইবে। ক্রমশঃ—

* মহাপ্রলয়কালে আকর্ষণী ও সংকর্ষণ উভয়শক্তি মিলিত হইয়া গেলে সমাবস্থা Neutral state হইয়া যায়। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে গুহ্যতেজের অস্তিত্বহেতু সংকর্ষণের বিকাশ হইলে ঐ মিলিত অবস্থা অর্থাৎ মহাকালের সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায় এবং সম বিষম দুইটী শক্তির বিকাশ হয়, যখন সংকর্ষণ ঐ মিলিত অবস্থা পৃথক্ করিয়া ফেলে তখন ঐ পৃথক্ অবস্থাকে আকর্ষণ ও একাকারের ন্যায় অবস্থাপন্ন করিয়া স্বীয় কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া লয়, উক্ত কেন্দ্রই মহত্তত্ব, মহত্তত্বই মহাকর্ষণ বা সৃষ্টিকারীশক্তি তেজই পালনশক্তি, সংকর্ষণই বিয়োগ বা সংহারশক্তি, কিন্তু সংকর্ষণ বিয়োগশক্তি হইলেও ঐ সংকর্ষণ সৃষ্টির সহায় যেমন ভূমিকর্ষণদ্বারা শ্লথ না হইলে ভূমির সহিত বীজের আকর্ষণ বা বীজ অঙ্কুরিত হয় না সেইরূপ মহাকাল সংকর্ষিত না হইলে মহত্তত্বের বিকাশ হয় না।

# তৃতীয় ত্রিমূর্ত্তি।

## জগতের তৃতীয় অবস্থা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে একার্ণবীভূত কারণ-বারি হইতে যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শ নির্ম্মিত হয় ঐ সূক্ষ্ম আদর্শ অণ্ডের মধ্যে কেন্দ্রীভূত তাপের বিকাশ হইলে ঐ তাপহেতু অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং মধ্য ( ফাক ) অবকাশ হইয়া পড়ে, তাহাতে গতির প্রসার হয়, ঐ গতি হইতে ঐ তাপ বাষ্পীভূত হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়। উক্ত তাপ সূক্ষ্ম বাষ্পীভূত হইয়া উর্দ্ধগামী হইলে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম অর্ণবসমুদ্রের নিম্নভাগ কিঞ্চিৎ শীতল ও তদ্ধেতু কথঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া পার্থিব বা ক্ষিতিজাতীয়তত্ত্বে পরিণত হয় এবং ঐ ক্ষিতি জাতীয়তত্ত্ব অবনত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্তমত মধ্যের অবকাশ অর্থাৎ যে ফাক হয় ঐ অবকাশই আকাশ অতএব স্থানের অবকাশ পাইলে গতিরও প্রসার হয়, ঐ গতি হইতে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম বাষ্পীভূত তেজ বিকাশিত হইয়া ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে এবং মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অর্ণবকণা গতিদ্বারা প্রবাহিত হয় এবং উহারই নিম্নাংশ কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া ক্ষিতিতত্ত্বে পরিণত হইয়া নিত্য আপো সমুদ্রে স্তরবৎ উৎপন্ন হয়। এইরূপে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি উৎপন্ন হয় এবং ঐ পঞ্চভূত হইতে সূর্য্যগ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী চন্দ্র উৎপন্ন এবং দিবারাত্রির বিকাশ হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্ত ও অন্তরীক্ষের সহিত চতুর্দ্দশভুবন সমন্বিত স্থূলজগৎ বিকাশিত হয়।

পূর্ব্বে মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে "ব্রহ্মা উক্ত অণ্ডে ব্রাহ্মবৎসরকাল বাস করিয়া স্বীয় ধ্যান ( তাপ ) হইতে ঐ অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত করেন তাহার একাংশ দিব ( স্বর্গ ) একাংশ ভূমি হয় এবং মধ্যে অবকাশ ( ফাক্ ) রূপ ব্যোম (আকাশ) অষ্টদিগ্ ও শাশ্বত আপস্থান ( চিরস্থায়ী জলের স্থান বা নিত্য আপ ) বিকাশিত হয়। উপ-রোক্ত বর্ণনাদ্বারা স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টির বিষয় কথিত হইয়াছে। দিব অর্থে—জ্যোতি তেজোময় স্থান (স্বর্গ, অন্তরীক্ষ অর্থে—আকাশ ( শূন্য ) ভূমি অর্থে—পৃথিবী। এখন দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত তেজ বাষ্পীভূত হইয়া যে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল উহাই আকাশের এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপর্য্যোপরি অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত বাষ্পময় জ্যোতি ও তেজমণ্ডলে পরিণত হইয়া সূর্য্য ও জ্যোতির্ম্ময় গ্রহনক্ষত্রাদি লোকে পরিগণিত হইয়াছে। ঐ জ্যোতির্ম্ময় দিব সপ্তম-ভাগে বিভক্ত উহার কেন্দ্রস্থান ধ্রুবলোক এবং পৃথিবীও সপ্তভাগে বিভক্ত, উহার কেন্দ্রস্থান সুমেরু। মধ্যে আকাশ বা অন্তরীক্ষ। এতাবতায় ত্রিলোক তন্মধ্যে ( সপ্তস্বর্গ ও সপ্ত পৃথিবী ) চতুর্দ্দশভুবন প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যেও অনেক অবান্তর ভাগ আছে যথা—সপ্ত পৃথিবীর বিবরস্বরূপ সপ্তপাতাল এবং অন্তরীক্ষেও সূর্য্য ও পৃথিবী সেওয়ায় আরও উপগ্রহাদি আছে, উহার মধ্যেও অবান্তর ভাগ আছে। এই সুমেরু কেন্দ্রস্থিতা সপ্তসমুদ্রবেষ্টিতা ও সপ্ত-পাতালসমন্বিতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অবৈজ্ঞানিক বা ঋষিদিগের কল্পিত পদার্থ নহে এবং সপ্তস্বর্গও কল্পিত নহে উহা যে বিজ্ঞান ও জ্যোতিষসম্মত তাহা পরে যথাস্থানে প্রমাণিত হইবে এবং তৎসহ পৌরাণিক ভূগোল ও হিন্দুজ্যোতিষ্ক খগোলমণ্ডল সমস্তই প্রদ-র্শিত হইবে। আধুনিক ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্র-দায় বা তাঁহাদের উপদেষ্টা ইংরাজিজ্যোতিষী

ও ইংরাজিবিজ্ঞানবিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন প্রকৃতপক্ষে মহর্ষিগণের কোন উক্তিই কল্পিত বা মিথ্যা কিম্বা অসার নহে। যাহা হউক্ আমরা ত্রিতত্ত্ব মীমাংসা করিতে করিতে প্রসঙ্গত অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য বিষয় পুনরারম্ভ আবশ্যক। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে ব্রহ্মা মনের উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার) এবং পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টীর সূক্ষ্মতম অবয়বকে তাহাদিগের বিকার ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া সমস্ত জীবের সৃষ্টি করিলেন। উপরোক্ত সূক্ষ্মতম ছয়টী অবয়বই ব্রহ্মার শরীর। ঐ শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ পুংতত্ত্বে ও অর্দ্ধাংশ নারীতত্ত্বে পরিণত হইয়া সেই নারীতে বিরাটপুরুষ সৃষ্টি করিলেন। এই বিরাটপুরুষ অর্থে—পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভের স্থূল অবস্থা। স্থূলদেহাভিমানী সমষ্টিশক্তি অর্থাৎ দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, সমুদ্র, ভূমি প্রভৃতি সমগ্র স্থূল জাগতিকশক্তি বা পূর্ব্বোক্ত প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনের কেন্দ্র ঐ বিরাটপুরুষকে বৈশ্বানর বলে। উহা সূর্য্য এবং চন্দ্রজাতীয় চৌম্বকীশক্তি কিম্বা তেজ এবং জলজাতীয় চৌম্বকীশক্তি (Solar and Lunar magnet) সূর্য্য তেজজাতীয় পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে চন্দ্র জলজাতীয় হইতেছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্র হইতে চন্দ্র উত্থিত হয় তদনুসারে চন্দ্র সমুদ্রের পুত্র বলিয়া গণনীয়। ইহার রূপকভেদ করিলে চন্দ্র যে অর্ণবকণা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হইবে। হিরণ্যগর্ভ মধ্যে তৈজস এবং অর্ণব কৈন্দ্রিকাকর্ষণ ও বিকর্ষণ বা সম বিষম তাড়িতের সংঘর্ষণ (Friction) হইতে পূর্ব্বোক্ত একার্ণব সমুদ্র বিচলিত হওয়ায় উহার তৈজাংশ হইতে সূর্য্য ও জলীয়াংশ হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। এই জন্যই চন্দ্র ওষধীপতি। অর্থাৎ চান্দ্রিক তেজ দ্বারা জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সৌরাভাসচন্দ্রের উপর পতিত হওয়ায় চন্দ্রে তৈজস এবং বারীয় ম্যাগ্নেট্ আছে এইজন্যই চন্দ্র উভয় শক্তিই আছে। ইংরাজিতে চন্দ্র কখন পুরুষ ও কখন নারীজাতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাহা হউক্ ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ নারী হইতে যথার্থই বিরাটপুরুষের বিকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বের বা ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষই তেজ বা অগ্নি, অর্দ্ধাঙ্গ নারীই জল, উহার ফলস্বরূপ পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশভুবন। ঐ চতুর্দ্দশভুবনই বিরাটপুরুষের দেহ এবং পূর্ব্বোক্ত ম্যাগ্নেট্ই দেহী; ঐ ম্যাগ্নেটই আমাদিগের পার্থিব কেন্দ্র বা সুমেরু পোল। এতাবতা সাব্যস্ত হইল যে স্থূলজগতে সূর্য্য বা অগ্নিই পুরুষ, চন্দ্র বা অর্ণবই স্ত্রী, পার্থিব কেন্দ্রই বিরাট।

এস্থলে পার্থিব কেন্দ্র এবং চতুর্দ্দশভুবনের কেন্দ্র একই পদার্থ বা একই ম্যাগ্নেট্। অতএব অগ্নি, জল, ক্ষিতি কিম্বা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী পার্থিব কেন্দ্র স্থূলজগতের ত্রিমূর্ত্তি সাব্যস্ত হইতেছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্ম অবয়বই ব্রহ্মার দেহ, তাহার অর্দ্ধেক পুরুষ ও অর্দ্ধেক নারী হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে এই তর্ক উঠিতে পারে যে উপরোক্ত অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের অর্দ্ধেক পুরুষ ও অর্দ্ধেক নারী হইলে পুরুষ ত্রিতত্ত্ব ও নারীও ত্রিতত্ত্ব হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল তেজ পুরুষ এবং জল নারী হইল কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ, অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু

ৎপন্ন হইয়াছে ঐ অহঙ্কার, আকাশ এবং বায়ু শ্যপদার্থ নহে অর্থাৎ উহাদের কোনরূপ বা আকার নাই। রূপতন্মাত্র হইতে তেজ এবং সতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে তেজ এবং জলের রূপ বা আকার আছে, ঐ তেজ এবং জলে পূর্ব্বোক্ত অহংতত্ত্ব ও আকাশ ও ায়বীয়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে এবং জল হইতে ন্ধতন্মাত্র ও তাহাহইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইছে অতএব উক্ত তেজ ও জলে পূর্ব্বোল্লিখিত ট্তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে ঐ ষট্তত্ত্বের অর্দ্ধাঙ্গ তজরূপ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ জলরূপ স্ত্রী, উহাদের ত্রস্থানীয় পার্থিব কেন্দ্র বা চতুর্দ্দশভুবন র্ম্মাণকারী ম্যাগ্নেট্। উহার দেহই জীবন্তুসমন্বিত পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশভুবন। এতাতায় প্রথম কারণ জগতের ত্রিমূর্ত্তি সৎ চিৎ নন্দ * উহাই অ+উ+ম্=ওঁ শব্দ ব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মই কারণাব্ধিশায়ী ঈশ্বর। ঐ কারব্ধিই মহাকাশ বা মহাশক্তি দ্বিতীয় সূক্ষ্ম জগতের ত্রিমূর্ত্তি প্রকৃতিপুরুষ ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির ক্ষ্মদেহই কারণবারি বা নিত্য আপো পুরুষের ক্ষ্মদেহই তৈজসতাপ মহত্তত্ত্বের সূক্ষ্মদেহ অহ-ার ও পঞ্চতন্মাত্র ইহাই মহদ্ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা। এই হ্মাই গর্ভোদকশায়ী হিরণ্যগর্ভ ঐ হিরণ্যগর্ভই জসব্রহ্ম, গর্ভোদকই একার্ণবীভূত সূক্ষ্ম মহাবেক বা নিত্য আপো।

তৃতীয় স্থূলজগতের ত্রিমূর্ত্তি তেজ জল ও পার্থিব কেন্দ্র তেজের শরীর সূর্য্য অগ্নি, জলের শরীর চন্দ্র ও সমুদ্র ও পার্থিব কেন্দ্রের শরীর পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থ ঐ পার্থিব কেন্দ্র ও চতুর্দ্দশভুবনের কেন্দ্র একই পদার্থ ম্যাগ্নেট্। উহাই বিরাট বা বৈশ্বানর এই বৈশ্বানরই ক্ষিরোদকশায়ী। ক্ষিরোদক অর্থে জল ঐ জলস্থ ম্যাগ্নেটই বৈশ্বানর।

কারণজগতস্থ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের দেহ মহাশব্দ মহাগতি ও পরম জ্যোতির্ম্ময় মহাকাশ, সূক্ষ্ম জগতস্থ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভের দেহ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের অবয়বস্বরূপ তৈজস দ্রবীভূত মহা মানসতত্ত্ব; স্থূলজগতস্থ বিরাট বা বৈশ্বানরের দেহ সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিব্যাদি গ্রহনক্ষত্রসমন্বিত বিশ্ব কিম্বা উহাদের উপাদান অগ্নি জল ও ক্ষিতি উপরোক্ত ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে অনেক অবান্তর ভাগ আছে, তাহা মন্বাদির সৃষ্টিকালে বিবৃত হইবে। উক্ত মনুসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে যে উপরোক্ত বিরাটপুরুষ বহু তপদ্বারা আমাকে (প্রথম মনুকে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আমি ও (মনু) প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত দুষ্কর বহু তপদ্বারা মরিচ্যাদি দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছি এবং সেই দশজন প্রজাপতি আবার মহা তেজস্বী সপ্ত মনু এবং যে সকল দেবগণকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই সেই সকল দেবগণ এবং মনুষ্য, পশুপক্ষ্যাদি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরোক্ত প্রথম মনু, দশ প্রজাপতি এবং সপ্ত মনু প্রকৃত পক্ষেকে এবং কি পদার্থ তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে বিবৃত হইবে অদ্য আমরা জগতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রিমূর্ত্তি এবং সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম পরিচ্ছেদ উপসংহার করিলাম অলমতিবিস্তরেণ। *

সৃষ্টিতত্ত্ব প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

* সৎ হইতে শব্দের, চিৎ হইতে গতির এবং আনন্দ তে জ্যোতির বিকাশ হয়। অর্থাৎ সতের শরীর াকাশ ঐ মহাকাশের গুণই মহাশব্দ, চিৎশক্তির ই গতি, যেহেতু গতিকে আশ্রয় করিয়া চিৎশক্তির াম বিকাশ হয় ঐ গতির অন্তর্গুণ স্পর্শ। আনন্দের ই জ্যোতির্ম্ময় যেহেতু স্ফূর্ত্তি এবং প্রফুল্লতাই আনর বিকাশ জ্যোতির অন্তর্গুণ রূপ, আনন্দ ব্যতীত ান রূপের বা কোন জীবজন্তুর উৎপত্তি হয় না, আন জীবের জন্মের সহায় এবং জ্যোতি ব্যতীত কোন কারবিশিষ্ট পদার্থের বিকাশ হয় না।

* সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শব্দ হইতে গতি

এবং ঐ শব্দ ও গতি হইতে রূপ বা আকারের উৎপত্তি, মনু প্রজাপতি মরিচ্যাদির উৎপত্তি, মধুকৈটভে উৎপত্তি, যুদ্ধ ও তাহাদের মেদে মেদিনীর উৎপত্তি, পৃথিবীর আধার কূর্ম্ম, বাসুকী, মহাদেবের পত্নীদ্বয় গঙ্গা ও ভগবতী, বিষ্ণুর পত্নীদ্বয় লক্ষ্মী ও সরস্বতী, উত্তানপাদ ও তৎপত্নীদ্বয় সুনীতি ও সুরুচি, পুত্র ধ্রুব ও উত্তম, হিমালয়ের কন্যা উমা, দেবাসুরের যুদ্ধ ও সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশ সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা (অর্থাৎ উভয় প্রকারে) ব্যাখ্যাত হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে সপ্তবর্গ সপ্তগ্রহ এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি। সুমেরু পর্ব্বত ঐ পর্ব্বতস্থিত সপ্ত বিবর বা সপ্তপাতালসংযুক্ত ও সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ঐ সপ্তদ্বীপ পর পর এক একটী সমুদ্রদ্বারা বলয়াকারে বেষ্টিত এবং এক একটী সমুদ্র ও এক একটী দ্বীপদ্বারা ঐরূপ মণ্ডলাকারে বেষ্টিত সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ, তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত থাকা তন্মধ্যে উত্তরে সুমেরু সন্নিহিত একটী বর্ষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি আবিষ্কৃত না হওয়া বক্রী আটটী বর্ষের মধ্যে কয়েকটী আটলাণ্টিক ও প্রশান্তমহাসাগর ও দক্ষিণমহাসাগর গর্ভে লীন হওয়া এবং তদ্বক্রী কয়েকটী বর্ষের মধ্যেও সাগরে এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফেরিকা স্থিত থাকা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাযুগে লেমরিয়াও আটলাণ্টিস মহাদেশের অস্তিত্ব ঐ দুইটী মহাদেশ আমাদের পৌরাণিক ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং রম্যক হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষ থাকাও ঐ সকল বর্ষ সমুদ্র গর্ভে লীন হইয়া শেষোক্ত ৩টী বর্ষের কথকাংশ স্থানে আমেরিকার উদ্ভব হওয়া; আর্য্য জাতির উৎপত্তি তাঁহাদের প্রথম বাসস্থান তাঁহাদের মধ্যে সুরাসুর দুই সম্প্রদায় হওয়া সুরদিগের হিমালয় বাস তৎসন্তানগণের ভারতাগমন, রাজ্যস্থাপন, রাম ও কৃষ্ণ অবতার প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

## শ্রীমদ্ভাগবৎ।

শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ কিরূপে প্রণীত হইল তাহার শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে ১ম স্কন্ধের ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বেদব্যাস লোক হিতার্থে মহাভারতাদিগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া সরস্বতীনদীতীরে উপবেশন করিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন:—

ধৃতব্রতেন হি ময়াচ্ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতঞ্চানুশাসনম্॥
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদিঃ স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত॥
তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবা ভাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্য সত্তমঃ॥
কিম্ বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ
প্রিয়াঃ পরমহংসানাম্ ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ আমি ব্রতধারণ করিয়া বেদগুরু যথাযথভাবে পূজা করিয়াছি এবং তাহাদের অনুশাসনও পালন করিয়াছি। মহাভারতগ্রন্থ রচনাচ্ছলে আমি বেদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছি। এবং বেদবর্জ্জিত স্ত্রীশূদ্রাদিও তাহা হইতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় আমার জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিপূর্ণ হওয়াও ব্রহ্মতেজে অসম্পন্ন এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে তবে কি আমি পরমহংস এবং ভগবানের প্রিয় ভাগবতধর্ম্ম বিশেষরূপে নিরূপণ করি নাই বলিয়া কি আমার এরূপ হইতেছে।

যখন ব্যাস এইরূপ কাতরোক্তি করিতেছিলেন তখন নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন আপনি সর্ব্ব ধর্ম্ম অবগত হইয়াও এরূপ খেদ করিতেছেন কেন? তৎপরে নারদ বলিলেন;—

ভবতানুদিত প্রায়ম্ যশো ভগবতোঽমলম্।

যে নৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনম্ খিলম্॥
যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমাহ্যনুবর্ণিতঃ॥
ন যদ্বচশ্চিত্রপদম্ হরের্যশো।
জগৎ পবিত্রম্ প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সম্ তীর্থমুশন্তি মানসা।
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যু শিকক্ষয়াঃ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতামবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবত্ববত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোহঙ্কিতানি যৎ॥
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্
ন শোভতে জ্ঞানমলম্ নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতম্ কর্ম্ম যদপ্য কারণম্॥
অথো মহাভাগ ভবান মোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিল বন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥
ততোহন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্ দৃশস্তৎ কৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্কাপি চ দুঃস্থিতা মতিঃ
লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্॥

অর্থাৎ ভগবানের নির্ম্মল যশ সবিস্তর বর্ণন নাই। যে ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা ভগবানের তুষ্টি য় সে জ্ঞানকে আমি যথেষ্ট বিবেচনা করি হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি ধর্ম্মার্থাদি যাহা ন করিয়াছ তাহাতে বাসুদেবের মহিমা ত হয় নাই। রাজহংসগণ যেরূপ মানসরো- বিহার করে সেইরূপ পরমহংসগণ ব্রহ্ম- র্থে বিহার করিয়া থাকেন, তাহারা কখনও তীর্থে আনন্দ পান না। যে বাক্যে হরির কীর্ত্তন হয় না তাহা মনোহর পদবিন্যাস- হইলেও কাকতীর্থবৎ বলিয়া জানিবেন। উহাতে কেবল স্বকাম নীচাশয় ব্যক্তিরাও অনু- রাগপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। যে গ্রন্থে প্রত্যেক শ্লোকেই ভগবানের নাম কীর্ত্তন হইয়া থাকে তাহাতে উত্তম শব্দবিন্যাস না থাকিলেও তাহা জনগণের পাপ নাশ করিতে সমর্থ। সাধু ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভগবান ভাববর্জ্জিত উপাধি- শূন্য অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান, যখন শোভা পায় না তখন দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম কিম্বা অকাম্য কর্ম্ম, ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কি প্রকারে শোভা পাইবে? হে মহাভাগ! তুমি যথার্থদর্শী, বিশুদ্ধ যশস্বী, সত্যরত এবং ব্রতসম্পন্ন, ভববন্ধন মুক্তির জন্যে সমাধিদ্বারা তুমি ভগবানের লীলা স্মরণ করিয়া বর্ণনা কর। যেরূপ বাতাহত- নৌকা কখন স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ অন্য কোন বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে তত্তৎ বিষয়ের দ্বারা তোমার বুদ্ধি কখন স্থির থাকিবে না।

নারদ ঋষি বিবিধ উপদেশ দিয়া গমন করিলে পর বেদব্যাস সরস্বতীর পশ্চিমতীরে শম্যাপ্রাসনামক আশ্রমে ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন হইলেন :—

ব্রহ্মনদ্যাম্ সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষিণাম্ সত্রবর্দ্ধনঃ॥
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোহপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্॥
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্ মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানম্ ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে স্বসাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥

স সংহিতাং ভাগবতীম্ কৃত্বানুক্রম্যচাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতম্ মুনিঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতটে ঋষিদিগের যজ্ঞবর্দ্ধন সম্যাপ্রাস নামে আশ্রম ছিল। বদরীসমাকীর্ণ সেই আশ্রমে বেদব্যাস তথায় উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভক্তিযোগদ্বারাতে তাহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হওয়াতে তিনি পূর্ণ পুরুষ এবং তদাশ্রিতা মায়াকেও দেখিতে পাইলেন। ঐ মায়াদ্বারাই মুগ্ধ হইয়া জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মকজ্ঞান করে এবং কর্তৃত্বাদি অভিমানে অভিমানী হয়। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে ভক্তিযোগদ্বারাই সাংসারিক অনর্থের উপশান্তি হয়। তৎপরে তিনি অজ্ঞানী লোকের উপকারার্থ ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। এই ভাগবতগ্রন্থ শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণে শোক মোহ এবং ভয়নাশিনীভক্তির উদয় হয়। তিনি ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এবং শোধন করিয়া প্রথমতঃ নিবৃত্তিনিরত স্বীয় পুত্র শুকদেবকে পাঠ করাইয়াছিলেন।

এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ব্যাস মুমুক্ষ ব্যক্তির উপকারার্থই ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন সুতরাং এরূপ গ্রন্থে যে তিনি কোন অশ্লীল ভাব নিবদ্ধ করিবেন এরূপ বিবেচনা করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ১ম অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃ শ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

অর্থাৎ যাহাকে মুমুক্ষ ব্যক্তিগণও কীর্ত্তন করিয়া থাকে, যিনি ভবব্যাধির ঔষধস্বরূপ, যিনি শ্রোত্র এবং মনের আনন্দদান করিয়া থাকেন, আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় ব্যক্তি ব্যতীত কে সেই পুণ্যশ্লোক হইতে বিরত হইতে পারে। সুতরাং ব্যাস তাঁহার আদর্শপুরুষকে যে কামুক বলিয়া বর্ণনা করিবেন কিম্বা নিজে সংসারের কোন বস্তুতে সুখ না পাইয়া সামান্য বিহারাদি বর্ণনে আনন্দ উপভোগ করিবেন ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। বস্তুত শ্রীমদ্ভাগবত একখানি যোগগ্রন্থ, ইহাতে কামের গন্ধমাত্র নাই। অধুনা স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ নানাবিধ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা কৃষ্ণচরিত্র সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি তাহারা কৃষ্ণচরিত্রের মূলতত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়েন তাহাহইলে তাহাদের প্রথমতঃ যোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যাহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ কৃষ্ণলীলার গূঢ়রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই। অধুনা যোগাচার্য্য বিরল সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যও বিরল। তাহা হইলেও অধ্যবসায় থাকিলে এ বিষয়ে কাহার বিফলমনোরথ হইতে হয় না। আমি স্বীয় গুরুর নিকট কৃষ্ণলীলার যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি এস্থলে তাহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু হিন্দু-পত্রিকার কলেবর ক্ষুদ্র বলিয়া ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের বিশদ্ ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে, এজন্য এই পত্রিকায় সংক্ষেপভাবে ভগবানের লীলা ব্যাখ্যা করিয়া সময়ান্তরে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্রহ্মের চারিটী অবস্থা যথা—তুরীয়, সুষুপ্ত স্বপ্ন ও জাগ্রত। তুরীয় অবস্থায় বাসুদেব আখ্য, সুষুপ্ত অবস্থায় সংকর্ষণ আখ্য, স্বপ্ন অবস্থায় প্রদ্যুম্ন আখ্য, জাগ্রত অবস্থায় অনুরুদ্ধ আখ্য। রামায়ণের যেরূপ রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনুরুদ্ধ। মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই চারিটী অবস্থার যে ব্যাখ্যা আছে তাহা পাঠকের জানা উচিত।

ওমিত্যে তদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যা-নম্ ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যত্ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥ সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্মসোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২॥ জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ দঃ ॥ ৩॥ স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ কোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো তীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥ যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং ময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুযুপ্তস্থান িভূতঃ প্রজ্ঞাঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ তোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়পাদঃ ॥ ৫ ॥ এষ সর্ব্বে- । এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামোষ যোনিঃ সর্ব্বস্য ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥ নান্তঃ প্রজ্ঞং বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞান ঘনং প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্ট ব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যম-ক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্য মেকাত্মপ্রত্যয়সারং পঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥ সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষর-াঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা কার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥ জাগরিত-ানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমমাত্রাপ্তেরাদি-ত্বাবাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ বতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥ স্বপ্নস্থানস্তৈজস কারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎ-র্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্য হ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥ যুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতে-পীতের্ব্বামিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ বতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥ অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যব-ার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার াত্মৈবসংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য ং বেদ ॥ ১২ ॥

উপনিষদুক্ত ব্যাখ্যাদ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, ব্রহ্ম জাগ্রত অবস্থায় যাহাকে বৈশ্বানর বলে ঐ অবস্থায় বাহ্যবিষয়ের ভোগ হয়, দ্বিতীয় বা তৈজস বা স্বপ্ন অবস্থায় বাহ্যবস্তুর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই কিন্তু পূর্ব্ব স্মৃতিহেতু বাহ্য-বিষয় অন্তঃকরণের বিষয় হওয়ায় ভোগ হইয়া থাকে, তৃতীয় সুযুপ্ত বা প্রজ্ঞা অবস্থায় অন্ত-র্ব্বাহ্য কোন প্রকার ভোগ হয় না কিন্তু তখনও সুষুপ্তি অন্তে সুষুপ্ত যে হইয়াছিল এই জ্ঞান থাকে, চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাই ব্রহ্মের স্বরূপ অবস্থা এই অবস্থায় কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম। ইহার জন্ম কর্ম্ম দিব্য। গীতায় উক্ত হইয়াছে জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমিথং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্তা দেহম্ পুনর্জ্জন্মনৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম যিনি অবগত হইয়া-ছেন তিনি দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না, আমাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে বাসুদেব তাঁহার স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন :—যে আপ-নার আবার জন্ম কি? আপনি যখন অন্ত-র্যামীভাবে সকল বস্তুতেই আছেন তখন দেবকীগর্ভে আপনার প্রবেশ কিরূপ হইবে? দেবকী বলিতেছেন :—

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভ গোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ ॥

অর্থাৎ প্রলয়ের অবসানে যখন আপনি স্বীয় দেহে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন, তখন তথায় কোন বস্তুরই স্থান সঙ্কোচ হয় না অর্থাৎ আপনি তাবৎ বিশ্বাপেক্ষাও বৃহত্তর সেই আপনি যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করি-লেন মানুষে ইহা শুনিলে হাসিবে।

বস্তুতঃ ভগবানের লীলার গূঢ়মর্ম্ম অবগত না হইতে পারিলে কেবল সাংসারিকভাবে উহা দৃষ্টি করিলে হাস্য উদ্দীপন হওয়ারই সম্ভাবনা। বানরগণে জলে শিলা ভাসাইয়া সেতু বান্ধিয়াছিল। রামচন্দ্র দশমুখো কুড়ি চখো একটী রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি রামলীলার ঘটনা গুলিও যেরূপ হাস্য উদ্দীপক তদ্রূপ শিশু কৃষ্ণ ও পুতনাদি বধ করিয়াছিলেন বালক কৃষ্ণ অসংখ্য গোপিনীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণলীলার এই সব বৃত্তান্ত ও অজ্ঞানীর নিকট তদ্রূপ হাস্য উদ্দীপক। বস্তুতঃ আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে ব্যাস বাল্মিকী প্রভৃতি মহর্ষিগণ গঞ্জিকা সেবন করিতেন না এবং তাহাদের লিখিত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ স্থানই যখন সংসারীর চক্ষুতেও রমণীয় ও যুক্তিকর তখন তাহারা গ্রন্থের কোন কোন স্থানে এইরূপ অযৌক্তিক অসম্ভব ঘটনাসমূহ কেন সন্নিবেশিত করিলেন? বস্তুতঃ বুঝিতে পারিলে তাহাদের গ্রন্থের কোন অংশই অসম্ভব বা অযৌক্তিক নহে।

হৃদয়ের যে সাত্বিকভাব তাহাকে বসুদেব কহে। হৃদয়ের সাত্বিকভাব হইলেই তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেই মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন :—

স্বত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং, যদীয়তে তত্র পুমান্ অপাবৃতঃ। সত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো, হ্যধোক্ষ মে মনসা বিধীয়তে।

৪র্থ স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়।

বিশুদ্ধ সত্বগুণকে বসুদেব বলে, অপাবৃত পুরুষ তাহাতেই প্রকাশিত হয়েন। এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বত্বগুণাধিষ্ঠিত সেই বাসুদেবকে আমি মনের দ্বারা সতত অৰ্চ্চনা করিয়া থাকি।

ক্রমশঃ—

# উপায় কি নাই?—আছে।

## ব্রহ্মচারী আশ্রম।

হিন্দু-পত্রিকার গতসংখ্যায় "উপায় কি নাই?—আছে" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রহ্মচারী আশ্রমই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্গতি বিমোচনের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাঠকগণ ঐ প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তাহাদের স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় আমাকে জানাইলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব। হিন্দু-পত্রিকার প্রত্যেক পাঠককে স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া উক্ত প্রবন্ধের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য, এজন্য পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের সকলের নিকট করপুটে প্রার্থনা করি যেন তাহারা প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বিস্মৃত হয়েন না। হিন্দু-পত্রিকার অনেক পাঠক প্রস্তাবিত ব্রহ্মচারী আশ্রম সমর্থন করিয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন, ঐ সমুদায় পত্র এবং ইতিমধ্যে অন্যান্য যে সমুদায় পত্র প্রাপ্ত হই তাহা হিন্দু-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

চাই ব্রহ্মচারী আখ্যা দিউন বা অন্য নাম দ্বারা অভিহিত করুন, দেশের মঙ্গলসাধনার্থে কতকগুলি সংসারমুক্ত স্বার্থশূন্য জ্ঞানবিজ্ঞান বিভূষিত পরহিতরত সাধুপুরুষের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি লোক চাই যাহারা বৈষয়িকব্যাপারে বিব্রত নহেন। যাহারা স্বীয় স্বীয় স্ত্রীপুত্র আত্মীয়

স্বজনকে প্রতিপালন করিতেই ব্যতিব্যস্ত, যাহারা অদ্যকার বা আগামী কল্যের তণ্ডুল সংস্থানের জন্যই ব্যতিব্যস্ত এবং অনেক সময় ভয় ও চিন্তায় শিথিল হস্তপদ হইয়া নিরাশ-সাগরে মগ্ন, তাহারা পরের ভাবনা কিরূপে ভাবিবে? যাহার নিজের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই দিন যায়, সে পরের ভাবনা কিপ্রকারে ভাবিবে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে এ সংসারে শতকরা নিরানব্বই জনই প্রাগুক্ত অবস্থাপন্ন। সকলেই দিনরাত্রি স্বীয় স্বীয় স্ত্রীপুত্র কন্যার ভরণপোষণের জন্য ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং তাহাদের দ্বারা সাধারণের বিশেষ হিতসাধন কখন সম্ভবপর নহে। এক-শতের মধ্যে একজনের হয় ত এরূপ চিন্তা নাই এবং তিনি ঈশ্বরানুগ্রহে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিন্তু হয় তাহার পরোপকার করার প্রবৃত্তি নাই, কিম্বা যদি পরোপকার করার প্রবৃত্তিও থাকে, তাহাহইলে কি করিলে সাধারণের উপকার করিতে পারেন, তাহা তিনি জ্ঞাত নহেন। সমাজে সকলের দৃষ্টিই যদি কেবল স্বীয় স্বীয় হিতে নিবদ্ধ থাকে, তাহাহইলে সমাজ অধোপাতে যায়। গ্রামে কোন এক বাটিতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে, সকলেই নিজ নিজ বাটি রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকে, অনেক সময় ঐরূপ না করিয়াও পারে না। প্রথম বাটির অগ্নিনির্ব্বাপিত না হওয়ায়, উহার স্ফুলিঙ্গ গ্রামস্থ তাবৎ বাটি দগ্ধ করিয়া ফেলে। এমত অবস্থায় যাহাদের নিজের গৃহ নাই, যদি এমন কতকগুলি লোক গ্রামে থাকেন, এবং যদি তাহারা পরোপকারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে গ্রামটি অনায়াসে রক্ষা পায়। অনেকসময় বেতনভোগী লোকদ্বারা এই সমুদায় কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু কার্য্য-বিশেষে বেতনভোগী লোকের দ্বারা সাধারণের অমঙ্গল নিবারিত বা মঙ্গলসাধিত হয় না, এবং অনন্তর সাধারণের অহিতে ব্যক্তিগত অহিতও সঙ্ঘটিত হয়।

দেশের মধ্যে যে স্বার্থত্যাগীলোকের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা সকলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। গৃহস্থ যতই স্বার্থশূন্য হউন, না কেন, তিনি একেবারে স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না, শাস্ত্রও তাহাকে একেবারে স্বার্থত্যাগ করিতে বলে না। কিন্তু স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি সমাজে না থাকিলেও সমাজ চলে না। এইজন্যই ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, ভিক্ষুআদি আশ্রমের ব্যবস্থা। আর্য্য-ঋষিগণ তাহাদের সমুদায় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরোপকার ব্রতে নিরত থাকিতেন। নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থানে তাহারা সমবেত হইয়া মানবের মঙ্গলচিন্তা করিতেন। এক আয়ুর্ব্বেদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। সমগ্র ভারতবর্ষের ও মধ্য আসিয়ার তাবৎ বৃক্ষলতাদির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া মানবও পশ্বাদির রোগোপশমার্থে তাহারা সহস্র সহস্র ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাহারা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সমুদায় ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপ

আমেরিকার চিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতগণ তাহা আজও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আয়ুর্ব্বেদের ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া ;— Dr G. C. Castleman of Kansas city, Missouri, U. S. America, আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নকে লিখিয়াছিলেন ;—"Inaddition to this, I wish to say that I was not only greatly pleased but greatly astonished, to find that the ancient Hindu physicians and authors were well acquainted with facts, scientific facts, medicines and theories, that we in the west have only just within the last fifty, forty, thirty, twenty or even ten years discovered." উহার মর্ম্ম এই যে আমরা যে সমুদায় বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব ও ঔষধাদি গত ৫০ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছি, প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা উত্তমরূপে জানিতেন" কিন্তু ভারতবর্ষে মানব মঙ্গলদায়িনী চিকিৎসাবিদ্যার যে এত উন্নতি হইয়াছিল, সে কেবল সেই আর্য্য-ঋষিগণের দৃঢ়লোকহিতব্রতের জন্য। তাহারা দেশদেশান্তর গমন করিয়া বিবিধরোগ উপশমার্থ নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাহারা সকলেই যদি আধুনিক হিন্দু-চিকিৎসকদিগের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের পরিবার প্রতিপালন করাতেই বিব্রত থাকিতেন, তাহা হইলে কখন জগতের এত উপকার করিয়া যাইতে পারিতেন না, তাহা হইলে ভারতবর্ষ কখনও চিকিৎসাবিদ্যায় এতদূর খ্যাতিলাভ করিতে পারিত না। তাহারা স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই জাতীয় জীবন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাই রহিয়া গিয়াছে। তৎপরে আর উন্নতি হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে পরোপকার ব্রতের সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিও অন্তর্হিত হইয়াছে। ইদানীন্তন ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর মেডিকেল কলেজ হইতে অনেক চিকিৎসক বিনির্গত হয়েন, কিন্তু সকলেই সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া উদারান্নের জন্যই ব্যস্ত, সুতরাং কেহই নূতন ঔষধাদি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সকলেই অর্থ অর্থ করিয়া উন্মত্ত, কাহারও বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই। ইহার মধ্যে যদি অল্পসংখ্যক লোকও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বন করিয়া লোকহিতই জীবনের ব্রত করিতেন, তাহাহইলে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে চিকিৎসাশাস্ত্রের পুনরভ্যুদয় পরিলক্ষিত হইত। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে যে কথা, অন্যান্য শাস্ত্রসম্বন্ধেও ঐ কথা। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, তাহাই রহিয়াছে, কোন উন্নতি হয় নাই। সমাজের সকল লোকেই যে অকৃতদার অবস্থায় থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিয়া লোকহিতে ব্রতী থাকিবেন, ইহা কখনও হইতে

পারে না। তবে এরূপ কতকগুলি লোক না থাকিলেও সমাজের কোনপ্রকার উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে না, তাহাও নিশ্চয়। এখনও সাধু সন্ন্যাসী আছেন, কিন্তু এখনকার সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে প্রাচীনকালের সাধু সন্ন্যাসী-দিগের ন্যায় পরহিতে রত লোক অল্পই দেখা যায়। তাহারা দেহ ভস্মাবৃত করা, গঞ্জিকা সেবন করা, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাই সাধু-জীবনের চরম উদ্দেশ্য বিবেচনা করেন। তবে যে এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে লোক-হিতরত লোক একেবারে নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সমাজে যাহাতে যথার্থ সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাহারা সর্ব্বভূতে আত্মা দৃষ্টি করেন, যাহারা বেদান্তশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইয়া লোক-হিতই জীবনের ব্রত করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। নিষ্কামী অথচ কর্ম্মী সন্ন্যাসী চাই। সন্ন্যাসী, অথচ সদাসর্ব্বদাই কার্য্যে বিব্রত, এবং সেই কার্য্য কেবল লোকের উপকারের জন্য করিতেছেন, এমন কতকগুলি লোক চাই। তবেই ভারতের মঙ্গল, নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।

আমেরিকা ও ইউরোপীয় জাতিসমূহ আজ কাল অনেক বিষয়ে আমাদের আদর্শস্থল হই-য়াছে। কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের জীবনী পাঠ করুন, দেখিবেন যে তাহারা নামে না হউন, অনন্তঃ কার্য্যে, সন্ন্যাসী। তাহারা যদি ধনলালসায় সংসারের গণ্ডগোলের মধ্যে অবস্থিত থাকি-তেন, তাহাহইলে ইউরোপ ও আমেরিকা কখনও এত অভ্যুদয়ভাগী হইতে পারিত না। একজনে স্বীয় ভোগবিলাসের প্রতি উদাসীন হইয়া আজীবন চিন্তা করিয়া একটি নূতন কলের আবিষ্কার করিলেন, আর অমনি তাহার সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীরা সেই নূতন আবিষ্কৃত কলের সাহায্যে দেশ ধনদ্বারা প্লাবিত করিয়া ফেলিল। একজনের ত্যাগ স্বীকার দশজনের উপকার হইল। একজন ঐ ত্যাগ স্বীকারে না করিলে চিরকালই দেশ অনু-ন্নত থাকিয়া যাইত। আজও সহস্র সহস্র Jesuit Fathers প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের ন্যায় স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের ভোগবিলাস পরি-ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, অসভ্য বর্ব্বরজাতিদিগের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন, আজও ইউরোপে ও আমেরিকায় কতশত ধনী লোকের পুত্র কন্যাগণ অতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু হায় ঋষি-নিকেতন ভারতবর্ষে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ক্রমশঃ বিরল হইতেছে, আর যাহারা সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী হইতেছেন, তাহারাও কুশিক্ষা, কুসঙ্গ এবং কু আদর্শে কেবল গঞ্জিকাসেবনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিয়া তুলিতেছেন। সুতরাং আমা-দের দেশের উদ্দেশ্যবিহীন সাধুদিগের জীবনকে পরোপকারের দিকে পরিচালিত করা এবং

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কর্ম্মীসন্ন্যাসী সৃজন করাই প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রদেশে প্রত্যেক গৃহস্থের এক একটি সন্তান সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন করিয়া স্বদেশের মঙ্গলসাধনেই জীবন অতিবাহিত করেন। ভারতবর্ষেও ঐরূপ হওয়া আবশ্যক। উত্তর, পশ্চিম, পঞ্জাব, মান্দ্রাসাদিপ্রদেশে এইরূপ নিয়ম কতকপরিমাণে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজের বা পরের কোন-প্রকার কোন উপকার না করিয়া গঞ্জিকা সেবন করিয়াই জীবন অতিবাহিত করেন। যাহাতে পরোপকারী সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন করিতেও কতকগুলি নিঃস্বার্থ ব্যক্তির এই বিষয় লইয়া ভারতবর্ষের বিবিধ স্থানে আন্দোলন করা আবশ্যক; সাধারণকে ব্রহ্মচারী আশ্রমের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক করা চাই। দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে কেহ কাহাকেও সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে না, এবং হঠাৎ বিশ্বাস করাও উচিত নহে। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে থাকিলে যখন সাধারণে বুঝিতে পারিবে যে উদ্যোগকর্ত্তাদিগের উদ্দেশ্য সৎ, তখন ক্রমে ক্রমে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই কার্য্যে বিশেষ অধ্যবসায় চাই। উদ্যোগকর্ত্তাদিগেরও ব্রহ্মচারী হওয়া আবশ্যক। যাহারা নিজেরা সংসারের বিলাসের মধ্যে থাকিয়া অপরকে ব্রহ্মচারীর জীবন অনুসরণ করিতে বলিবেন, তাহাদের কথা হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপনের জন্যই কতকগুলি ব্রহ্মচারীর আবশ্যক। বঙ্গদেশে কি এইরূপ একজন লোকও নাই, যিনি স্বীয় অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মচারী আশ্রম সংস্থাপনার্থেই স্বীয় মন প্রাণ উৎসর্গ করেন? নব্যশিক্ষিত গ্রাজুয়েট কিম্বা প্রাচীন শাস্ত্রাভিজ্ঞ এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কি আমরা এরূপ একজন লোকও পাইব না? অন্যে যে যাহাই বলুক্ আমার দৃঢ়বিশ্বাস আশ্রমের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র প্রচারিত করিতে পারিলেই আমরা এইরূপ অনেক স্বার্থত্যাগী লোক পাইব। ইতিমধ্যেই আমি এইরূপ ভাবের দুই একখানি পত্র পাইতেছি। ক্রমশঃ—

[ ১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজষ্টীকৃত। ]

# হিন্দু-পত্রিকা।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩য়,৪র্থ,৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, | ১৩০৩ সাল, ১৮১৮ শকাব্দা, | আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন।

## পঞ্চদশী।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের ২২২ পৃষ্ঠার পর। )

অভানে স্থূলদেহস্য স্বপ্নে যদ্ভানমাত্মনঃ।
সোঽন্বয়ো ব্যতিরেকস্তদ্ভানেঽন্যানবভাসনম্॥৩৮॥

তাৎপর্য্যার্থ। এক্ষণে কি প্রকার অন্বয় ও ব্যতিরেক নামক অনুমানদ্বারা পঞ্চকোষের বিচার করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে জানা যায়, তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। স্বপ্নাবস্থাতে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের সমষ্টিরূপ স্থূলশরীর বিষয়ক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তৎকালে স্বপ্নের সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মা অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন। স্থলে স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় এবং সেই স্বপ্নকালীন জ্ঞানদ্বারা যে আত্মার বিদ্যমানতার অনুমান হয় এস্থলে তাহাকেই অন্বয় অনুমান বলে এবং সেই স্বপ্নাবস্থায় আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও স্থূলশরীর বিষয়ক জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত আত্মার সহিত স্থূলদেহের একত্বের অভাবের অনুমানকে এই স্থলে ব্যতিরেক অনুমান বলে। এইক্ষণ উক্তপ্রকার উভয় অনুমানদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অন্নময়াদি পঞ্চকোষাত্মক স্থূলশরীর হইতে আত্মা পৃথক্। আত্মার সহিত স্থূলশরীরের কোনরূপ সম্বন্ধভাব নাই॥ ৩৮॥

লিঙ্গাভানে সুষুপ্তৌ স্যাদাত্মনোঃ ভানমন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্তু তদ্ভানে লিঙ্গস্যাভানমুচ্যতে॥৩৯॥

তাৎপর্য্যার্থ। অন্বয় ও ব্যতিরেকগর্ভ অনুমানদ্বারা স্থূলদেহের অনাত্মগতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণ উক্তপ্রকারে লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। সুষুপ্তি অবস্থাতে লিঙ্গশরীর বিষয়জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তির সাক্ষীস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মার বিদ্যমানতা থাকে, এইপ্রকার আত্মার বিদ্যমানতার জ্ঞানকে সুষুপ্তিকালীন অন্বয় বলে। এই অন্বয়ানুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব অনুমিত হইলে এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্মার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও লিঙ্গশরীরের অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে, এই অভাবকে ব্যতিরেক বলা যায়। এই ব্যতিরেকী অনুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব প্রতীয়মান হইল। অতএব এই উভয়প্রকার অনুমানদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন পূর্ব্বে স্থূলশরীর হইতে আত্মার পার্থক্য প্রতীত হইয়াছে সেইপ্রকার সূক্ষ্মশরীর হইতেও আত্মা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইল॥ ৩৯॥

তদ্বিবেকাদ্ বিবিক্তাঃ স্যুঃ কোষাঃ প্রাণমনোধিয়ঃ। তে হি যত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্ কৃতাঃ॥ ৪০॥

তাৎপর্য্যার্থ। পঞ্চকোষ বিচার আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গশরীর বিচারে যে প্রকরণ ভঙ্গদোষ হইল, এইক্ষণ সেই প্রকরণ ভঙ্গদোষের পরিহার কথিত হইতেছে। লিঙ্গশরীর বিচারেও পঞ্চকোষ বিচারের প্রসঙ্গ আছে। এই লিঙ্গশরীর

বিচারে লিঙ্গশরীরের অবয়বস্বরূপ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই কোষত্রয়েরও বিচার সিদ্ধ হয়, যেহেতু লিঙ্গশরীর উক্ত ত্রিবিধ কোষ হইতে পৃথক্ নহে। কেবল নামমাত্রের বিভিন্নতা আছে, অতএব প্রকরণ ভঙ্গদোষ হইয়াছে বলিয়া যে সংশয় হইয়াছিল, সেই সংশয় এক্ষণে নিবারিত হইল ॥ ৪০ ॥

সুষুপ্ত্যভানে ভানন্তু সমাধা বাত্মনোঽন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্ত্বাত্মভানে সুষুপ্ত্য নবভাসনম্ ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। কি উপায়ে আনন্দময় কোষরূপ কারণ শরীরের বিচার করিতে হয়, এই শ্লোকে তাহাই বিবৃত হইবে। যে সময়ে সমাধি হয়, সেই সময়ে আনন্দময় কোষস্বরূপ কারণ শরীরের জ্ঞান থাকে না, তথাপি সেই সমাধি অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মা বিদ্যমান থাকেন। এই অবস্থার সমকালীন আত্মার বিদ্যমানতাই অন্বয় বলা যায়। এই সমাধি অবস্থার আত্মার বিদ্যমানতাসম্বন্ধে অন্বয়ানুমান বলে কারণ শরীরের অনুমান হয়, আত্মার বিদ্যমানতাবস্থায় কারণ শরীর বিষয়ক জ্ঞানের অভাবকে এই স্থলে ব্যতিরেকী অনুমান বলা যায়। উক্তরূপ ব্যতিরেকানুমানদ্বারা কারণ শরীরের অভাব জ্ঞানানুমান প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

যথামুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মাযুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীর ত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরংব্রহ্মৈব জায়তে ॥৪২॥

তাৎপর্য্যার্থ। অন্বয় ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ কৃত আত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এই বিষয়ে কঠশ্রুতির মত ব্যক্ত হইতেছে। যেমন মুঞ্জানামক (শর) তৃণের মধ্যগত কোমলপত্র গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার আবরণপত্র হইতে পৃথক্ করিয়া সেই গর্ভস্থ মূল লইতে হয়, সেইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকগর্ভ অনুমানদ্বারা বিচারপূর্ব্বক আত্মার আবরকস্বরূপ পঞ্চকোষময় দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া উদ্ধৃত করিলে আত্মা ও ব্রহ্মে অভেদরূপে সেই সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরং ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। তখন আ[illegible] শরীরের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ থাকে না সুতরাং আত্মার আর ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন বাধা থাকে না ॥ ৪২ ॥

পরাপরাত্মনোরেবং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।
তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈঃ সা ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে ॥৪৩

তাৎপর্য্যার্থ। যে যুক্তিদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য নিরূপিত হইয়াছে, বক্ষ্যমা[ণ] গ্রন্থে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যে সেই যুক্তি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তৎশব্দবাচ্য মায়া বিশিষ্ট পরংব্রহ্ম এবং তৎশব্দ প্রতিপাদ্য অবিদ্যা উপাধিবিশিষ্ট জীব; এই উভয়ের মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইলে, কেবল জী[ব] ও ব্রহ্মের চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট অংশ লক্ষিত হয়, তখন আর উভয়ের কোন পার্থক্য দৃ[ষ্ট] হয় না ॥ ৪৩ ॥

জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তামুচ্যতে ব্রহ্মতদ্গিরা ॥৪৪

তাৎপর্য্যার্থ। যে সকল কারণে জগৎ সৃ[ষ্ট] হইয়াছে, সেই সকলের উপাদান কারণ তমো গুণ প্রধান এবং ঐ জগদুৎপত্তির নিমিত্ত কা[রণ] যে মায়া তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান। সুতরাং মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট যে পরংব্রহ্ম তিনি তৎশব্দের প্রতিপাদ্য। "তত্ত্বমসি" এই মহা বাক্যের অবয়বীভূত যে তৎপদ তাহাদ্বারা সেই পরংব্রহ্মের অর্থবোধ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্।
আদত্তে তৎ পরংব্রহ্ম ত্বং পদেন তদোচ্যতে ॥৪৫॥

তাৎপর্য্যার্থ। যখন যে অবস্থাতে সে[ই] পরংব্রহ্ম রজঃ ও তমোগুণমিশ্রণে মলিন সত্ত্ব প্রধান কামকর্ম্মাদিদ্বারা দূষিত মায়ারূপ উ[পাধি]

কে আশ্রয় করেন, তখন পরংব্রহ্মকে তৎপদের বাচ্য বলা যায় না। মায়াবচ্ছিন্ন আত্মা যখন কামনার বশীভূত হইয়া নিয়ত কর্ম্মে আবদ্ধ থাকেন, তখনই সেই আত্মার প্রতি "ত্বং" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্তা পরস্পরবিরোধিনীম্।
আদত্তে সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥৪৬॥

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে "তৎ ও ত্বং" শব্দের অর্থ, প্রতিপন্ন হইয়াছে এই শ্লোকে "তৎ, ত্বং ও অসি" এই পদত্রয় সমবেত হইয়া "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য হইয়াছে, এইক্ষণে সেই মহাবাক্যের তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে। তমোগুণ প্রধান, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধান ও মলিন সত্ত্বগুণ প্রধান, এই তিনপ্রকার বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী মায়াকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জীব পরংব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দস্বরূপ অখণ্ড চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। অতএব, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পরাৎপর পরংব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়। উপাধি ভাগত্যাগ লক্ষণদ্বারা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের উক্তরূপ অর্থ সঙ্গত হইল ॥ ৪৬ ॥

সোঽয়মিত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাৎ তদিদংময়োঃ। ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয় লক্ষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈব মুপধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরংব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। যেমন "সেই এই দেবদত্ত" এই বাক্যের অন্তর্গত "সেই" শব্দে পূর্ব্বকালে যে দেবদত্ত তাহাকে বুঝাইতেছে, "এই" শব্দে সাক্ষাৎ যাহাকে (দেবদত্তকে) দেখিতেছি তাহার প্রতিপাদক। এইস্থলে যেমন পূর্ব্বকাল বোধক "সেই" ও এতৎকালবর্ত্তিত্বসূচক "এই" অংশ পরিত্যাগ করিলে কেবল দেবদত্ত পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য বা অর্থবোধ হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত "তৎ" শব্দের প্রতিপাদ্য মায়া উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বর এবং "ত্বং" পদের বাচ্য অবিদ্যা উপাধিবিশিষ্ট জীব, এই উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মায়া ও অবিদ্যা, এই বিশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিলে অপরিচ্ছিন্ন নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দস্বরূপ পরংব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য হয়। মায়া ও অবিদ্যা, এই উভয়ই ব্রহ্ম ও জীবকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, ঐ মায়া এবং অবিদ্যার অবসান হইলেই জীব ব্রহ্মের ঐক্যভাব সিদ্ধ হয়। ইহাই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের মর্ম্ম। জীব ও ব্রহ্মের মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিদ্বয় বিহীন একীভাববিশিষ্ট অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরংব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য ॥ ৪৭—৪৮ ॥

## সরল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।

উপরোক্ত অন্বয়ীমুখী অনুমানের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, কোন একটী পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার সহিত অন্য অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের সম্বন্ধ নির্ণয়পূর্ব্বক ঐ অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সত্তা অনুমানকে অন্বয়মুখী অনুমান কহে। আর কোন একটী পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত অন্য পদার্থের অভাব অনুমানকে ব্যতিরেকমুখী অনুমান কহে। যথা স্বপ্নকালে আমি জাগরিত নহি, তৎকালে স্থূলদেহের সহিত আমার সম্বন্ধও নাই অর্থাৎ নিদ্রা বা স্বপ্নকালে বাহ্যজগতের সহিত আমার স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমার চক্ষু মুদ্রিত থাকে, বাস্তবিক আমি চক্ষুদ্বারা বাহ্যবস্তু কিছুই দেখিতে পাই না, আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্থগিত থাকে, যেহেতু আমার নিদ্রাকালে আমার সম্মুখে তোমরা কোন কথা কহিলে তাহা আমি শুনিতে পাই না। আমার নাসিকা গন্ধগ্রহণ, জিহ্বা স্বাদগ্রহণ, ত্বক্ কোন বস্তু বাস্ত-

বিক স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না। ফলিতার্থ স্থূলদেহেন্দ্রিয় কোন ক্রিয়াই করে না, অথচ আমরা স্বপ্নে মনোমধ্যে দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করি অর্থাৎ স্বপ্নে আমরা নানাবিধ বস্তু যেন চক্ষুদ্বারা দেখিতেছি বর্ণদ্বারা শুনিতেছি, স্পর্শদ্বারা সুখদুঃখ অনুভব করিতেছি, জিহ্বাদ্বারা উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি, নাসিকাদ্বারা সুগন্ধ দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছি এইরূপ জ্ঞান হয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারাও কত কার্য্য করিতেছি ও কত সুখাদি অনুভব করিতেছি বোধহয়। এস্থলে (স্বপ্নকালে) বাস্তবিক আমাদের শরীর বা ইন্দ্রিয় কোন কার্য্যই করে না, অথচ মন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে ঐ সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞান উপভোগ করে। এতাবতায় স্বপ্নকালে স্থূলদেহের ক্রিয়ার অভাবপ্রযুক্ত স্থূলদেহেরও অভাব সাব্যস্ত হইতেছে। কিন্তু স্থূলদেহের অভাব হইলেও স্বপ্নকালে মনের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অভাব না হওয়ায় আত্মার অভাব হয় না। অতএব স্থূলদেহের অভাবপ্রযুক্ত আত্মা স্থূলদেহ নহে, ইহা ব্যতিরেকমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। বুদ্ধি, মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় লিঙ্গদেহ হইতেছে, স্বপ্নকালে স্থূলদেহের ক্রিয়া ব্যতীতও বুদ্ধি মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও জ্ঞান আছে সুতরাং লিঙ্গদেহও আছে। জ্ঞানানন্দই আত্মা, অতএব স্বপ্নকালে লিঙ্গদেহে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও সুখ বিদ্যমান থাকায় লিঙ্গদেহই আত্মা, অন্বয়মুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে।

ঐরূপ সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তির অজ্ঞানতাবোধক একটী অস্পষ্ট সুখানুভূতি থাকে তাহা ৫ম শ্লোক ব্যাখ্যাকালে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এতাবতায় সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি, মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির অভাব হয় সুতরাং লিঙ্গদেহেরও অভাব হয়, লিঙ্গদেহের অভাব হইলেও সুষুপ্তিকালের জ্ঞানের অভাব বোধজনিত আশ্চর্য্য সুখানুভূতি থাকায় আত্মার অভাব হয় না। অতএব ঐ লিঙ্গদেহের অভাবপ্রযুক্ত আত্মা যে লিঙ্গদেহ নহে ইহা ব্যতিরেকমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে, কিন্তু অজ্ঞানতাবোধক অস্পষ্ট সুখানুভবই কারণশরীরের কার্য্য, যেহেতু অবিদ্যাশ্রিত মলিনত্ব সত্ত্বগুণই কারণশরীর। অবিদ্যার্থে অজ্ঞানতা, ঐ অজ্ঞানাচ্ছন্ন সত্ত্বগুণই মলিন, এইজন্য সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানতাদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় সুখও অস্পষ্ট অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে দুঃখের অভাবই সুখ, সুষুপ্তিকালে কোনপ্রকার দুঃখ না থাকায় আত্মা তৎকালে অবশ্যই সুখী মনে করিতে হইবে, তবে সেই বিমল সুখ, অজ্ঞান ও দুঃখের কারণস্বরূপ অবিদ্যা কর্তৃক আচ্ছন্ন থাকায় নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতিতে অস্পষ্ট (সুখ) অনুভূতমাত্র হয়, এতাবতায় কারণশরীরই যে আত্মা ইহা অন্বয়মুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে দেহ, ইন্দ্রিয় মানসজ্ঞান না থাকায় ও অবিদ্যা দূরীভূত হওয়ায় মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় বিমল আত্মজ্ঞান জ্যোতি বিকাশিত হয় এবং বিমল আনন্দময় আত্মার স্বরূপ বিকাশ হয়, তৎকালে অবিদ্যাচ্ছন্ন কারণশরীরের অভাবপ্রযুক্ত আত্মা কারণশরীর নহে, ব্যতিরেকমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। কিন্তু সমাধিকালে বিমল জ্ঞানানন্দের উদয় হওয়ায় ঐ বিমল জ্ঞানানন্দই যে স্বরূপ আত্মা ইহা অন্বয়মুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে স্থূলদেহের জাগরণ অবস্থার নিকট সুষুপ্তি ও সমাধি উভয় তুল্য বর্ণিত হইয়াছে (১)। তবে ব্যক্তির সুষুপ্তিকালের অজ্ঞা-

(১) টীকা-বাহ্যবিষয় জ্ঞান সম্বন্ধে সুষুপ্তি ও সমাধির

াচ্ছন্ন আত্মজ্ঞান স্মৃতিপটে উদিত না হওয়ায় ; সমাধিকালের অজ্ঞানযুক্ত আত্মজ্ঞান যোগীদিগের স্মৃতিপটে উদিত হওয়ার কারণ এই ।ত্রিকার ২য় খণ্ড ৪৩।৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, ।াঠকগণ মিলাইয়া দেখিবেন। তদ্দারা কারণ-।রীর হইতে আত্মা পৃথক্ অর্থাৎ কারণশরীর য় আত্মা নহে ইহা নির্ণীত হইবে।

যেমন মুঞ্জানামক তৃণের মধ্যগত মূল বাহির চরিতে হইলে উহার এক একটী স্তর ক্রমে ভেদ করিয়া মূল বাহির করিতে হয় সেইরূপ পণ্ডিতগণ যুক্তিদ্বারা ত্রিবিধদেহ বা পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া আত্মাকে বাহির করেন। এই মুঞ্জতৃণের ক্রমিকস্তর ভেদসম্বন্ধে উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (২)। উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা পঞ্চকোষ হইতে উদ্ধৃত আত্মজ্ঞানকে পরোক্ষ আত্মজ্ঞান কহে, ঐ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এক্ষণে আত্মাই যে পরব্রহ্ম তাহা তত্ত্বমসি মহাবাক্য-দ্বারা প্রমাণিত হইবে ঃ—তৎ+ত্বম্+অসি= সেই এই তুমি। তৎশব্দ মায়াবিষ্ট ব্রহ্ম ও ত্বং শব্দ অবিদ্যাশ্রিত জীবকে বুঝায়। পরংব্রহ্ম মায়াবিষ্ট হইলে তৎশব্দ বাচক ঈশ্বর ও অবিদ্যাশ্রিত হইলে ত্বম্ শব্দ বাচক জীব প্রতিপাদ্য হয়েন, উক্ত মায়া ও অবিদ্যার ব্যাখ্যা এবং প্রকৃত তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (৩)। মায়াই জগৎ কারণ, উহা দুইভাগে বিভক্ত যথা অধিষ্ঠান বা উপাদান কারণ এবং কর্ত্তৃ বা নিমিত্ত কারণ। এই গ্রন্থোক্ত ঐ দুইটী কারণীভূত মায়ার নাম যথাক্রমে তামসীমায়া ও বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক-মায়া। ব্রহ্ম, তামসী মায়াবিষ্ট হইয়া জগতের অধিষ্ঠানভূত উপাদান কারণে পরিণত হয়েন। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূত ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম উপাদান কারণোদ্ভূত; উহাই জগতের আধার বা অধিষ্ঠান। ঐ উপাদান কারণ হইতে যে দৃশ্য স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে উহা তাঁহার বিরাট দেহস্বরূপ। আর পরব্রহ্ম শুদ্ধ সাত্ত্বিক মায়াবিষ্ট হইয়া জ্ঞানময় জগৎকর্ত্তা স্বরূপ নিমিত্ত কারণে পরিণত হয়েন। শুদ্ধ সত্ত্বই যে চিদ্‌বিকাসিনীশক্তি তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৪)। ঐ নিমিত্ত কারণই জগতের জীবনস্বরূপ; উক্ত উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপ তামসী ও বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক মায়াবিষ্ট ব্রহ্মই তৎপদবাচক ঈশ্বর। উক্ত সাত্ত্বিক মায়া রজঃ ও তমঃ গুণাশ্রিত হইলে উহাকে মলিন সত্ত্ব কহে (৫) ঐ মলিন সত্ত্বগুণই অবিদ্যা, ঐ অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীব, ঐ অবিদ্যার রজ, তম গুণ থাকায় কামনা ও কর্ম্ম প্রভৃতি দোষই উহার (অবিদ্যার) ধর্ম্ম, এইজন্য জীবও কাম-কর্ম্মাদিদোষিত, ঐ কামকর্ম্মাদিদোষিত মলিন সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্রহ্মই ত্বং শব্দবাচক জীব। উপরোক্ত তামসীমায়া, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকমায়া এবং মলিন সাত্ত্বিকমায়া পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী; যেহেতু তমগুণ চৈতন্যের আবরক, তন্নিমিত্ত তমগুণোদ্ভূত মৃত্তিকাদি পদার্থে দৃশ্যতঃ চৈতন্যের বিকাশ নাই। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ চৈতন্যের বিকাশক, তন্নিমিত্ত ঐ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকমায়া কর্ত্তৃক অনন্ত জগতের সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষিত ও নিয়মমত যেখানে যেরূপ আবশ্যক তথায় সেইরূপ সম্পা-

তুল্য তাহা হিন্দু-পত্রিকার আমার কৃত পঞ্চদশী ব্যাখ্যা বিগত বর্ষের ২য় খণ্ড ৪৩।৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) উক্ত মূলই আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোক্ত প্রটোপ্লজম (Protoplasm) ২য় খণ্ড হিন্দুপত্রিকার ২১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) হিন্দু পত্রিকার ২য় খণ্ড ১২৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

(৪) ঐ পত্রিকার ১০১।১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) ঐ পত্রিকার ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিত হইতেছে। এই অনন্ত জগতের মধ্যে নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম বা ভ্রমপ্রমাদ নাই। যে অনন্ত শক্তিদ্বারা ন্যায়, যুক্তিপ্রসূত সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বমাঙ্গলিক অনন্ত নিয়ম সুরক্ষিত তদনুযায়ী ভ্রমপ্রমাদশূন্য জাগতিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং যে শক্তি কাম কর্ম্ম বিপাক প্রভৃতির অধীন নহে তাহাই নিমিত্ত বা কর্ত্তৃকারণ। আর জীবের কার্য্য ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে এবং জীব কাম কর্ম্ম বিপাক আশা প্রভৃতির অধীন, জীবের জ্ঞান মৃত্তিকা পর্ব্বতাদির ন্যায় একবারে আবরিত নহে এবং নিমিত্ত কারণরূপ ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞও নহে। এইজন্য উপরোক্ত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকমায়া, তামসিকমায়া, মলিন সাত্ত্বিকমায়া (অবিদ্যা) পরস্পর বিরোধী, এই ত্রিবিধ মায়া মুক্ত হইলে একই পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন; উহাই অনন্ত সচ্চিদানন্দ। মায়াবিষ্ট ঈশ্বর ও অবিদ্যাশ্রিত জীব এই দুইটী উপাধিমাত্র। উপাধি অন্তর্হিত হইলে প্রকৃত বস্তুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যেমন রামচন্দ্র একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তদধীনস্থ পূর্ত্তবিভাগের সভাপতি, ঐ দুইটী পদ হইতে মুক্ত হইলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটও নহেন, সভাপতিও নহেন, কেবল রামচন্দ্রমাত্র থাকেন। তৎ ত্বং অর্থে সেই এই দুইটী নির্দ্দিষ্ট উপাধিমাত্র, ঐ নির্দ্দিশের অভাব হইলে মূল ব্যক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকে ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপরোক্ত ৪৭।৪৮ শ্লোকের অনুবাদে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

এইস্থলে আমাদের ন্যায় বিষয় কীট তার্কিকগণ এই তর্ক তুলিতে পারেন যে, রামচন্দ্র যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন তখন সেই একই সময়ে পূর্ত্তবিভাগের সভাপতি কার্য্য কখনই করিতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর ও জীবের কার্য্য সেরূপ ভাবের নহে, জীবগণ যখন কার্য্য করে তখন ঈশ্বরের কার্য্য স্থগিত থাকে না সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক বিষয়ের সর্ব্বাবয়বে মিলন নাই, অতএব দৃষ্টান্ত দোষিত হইতেছে। ঐ আপত্তির খণ্ডনার্থে এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট হইবে যে অনন্ত বস্তুর সহিত সান্তবস্তুর তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বাবয়বের দৃষ্টান্ত তিনি ভিন্ন অন্য দৃষ্টান্ত নাই। তবে পার্থিব জীবের বুঝিবার জন্য নশ্বর পার্থিব বিষয়ের সহিত তুলনা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, এইজন্য দৃষ্টান্ত একদেশব্যাপী হইবে। তবে এইরূপ বিবেচনা করিলে কথঞ্চিৎ মিল হইতে পারে যে ঈশ্বর কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন, অনন্ত নিয়ামকই ঈশ্বর বা অনন্ত নিয়ামিকাশক্তি ঐশ্বরীশক্তি। এস্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার শাসনাধীন বিভাগের মধ্যে যে সকল নিয়মাবধারণ করেন ঐ পূর্ত্তবিভাগের সভাপতির কার্য্যও যদি সেই নিয়মাধীন হয় তবে ঐ পূর্ত্তবিভাগের সহিত তাঁহার সমস্ত নিয়মানুমোদিত কার্য্য আবশ্যকমত একই সময় নির্ব্বাহিত হইবার বাধা হয় না। এইরূপে ম্যাজিষ্ট্রেটের ও সভাপতির সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত দেহটী ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার নিয়মানুমোদিত ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করিলে উপরোক্ত আপত্তি সহজেই খণ্ডিত হইতে পারে, যাহা হউক বাজে তর্ক করিয়া আর সময় হরণ করিবার আবশ্যক নাই। এক্ষেত্রে ঐ তত্ত্বমসি মহাবাক্যের লক্ষ্য কি তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকে কয়েকটী ব্যাখ্যা আবশ্যক।

সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাদবস্তুতা।
নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং নচ সম্ভবি॥ ৪৯॥

তাৎপর্য্যার্থ। উপরোক্ত তত্ত্বমসি মহাবাক্য সগুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য বা নির্গুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য? যদি সগুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য হয় তবে অসদ্বস্তুর উপর উহার লক্ষ্য হইতেছে যেহেতু নামরূপাদিগুণবিশিষ্ট পদার্থ সৎ নহে। আর

যদি নির্গুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য হয় তাহাহইলে নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে যেহেতু যে বস্তুর কোন গুণ নাই তাহার নামরূপাদির নির্দ্দেশ নাই, অতএব যে বস্তুর কোন নির্দ্দেশ নাই তাহার উপর কখন লক্ষ্য হইতে পারে না উহা অদৃষ্ট ও অসম্ভব ॥ ৪৯ ॥

বিকল্পে নির্ব্বিকল্পস্য সবিকল্পস্য বা ভবেৎ।
আদ্যে ব্যাহতিরন্যত্রা নবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ ॥৫০॥

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইতেছে। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য পূর্ব্বোক্ত সোপাধি কি নিরুপাধিকপদার্থ কল্পিত হয়? যদি বল, নিরুপাধিকপদার্থে পূর্ব্বোক্ত উপাধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাহইতে পারে না; যেহেতু নিরুপাধিকপদার্থে (পরব্রহ্মে) উপাধি কল্পনা করিলে তাহার নিরুপাধিত্ব থাকে না। আর যদি বল, সোপাধিকপদার্থে (জীবে) উপাধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও অসম্ভব। কারণ, যে বস্তু স্বভাবতঃই সোপাধিক তাহার আর সোপাধিকত্ব কল্পনা কি? সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী ও সিদ্ধান্তবাদী উভয়েরই তুল্য দোষ স্বীকার করিতে হইল ॥ ৫০ ॥

ইদং গুণক্রিয়া জাতি দ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু।
সমস্তেন স্বরূপস্য সর্ব্বমেতদিতীষ্যতাম্ ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বে যে দোষের উল্লেখ হইল, এইরূপ দোষ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে। গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থেও উক্ত দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ গুণ সগুণপদার্থে থাকে কি নির্গুণপদার্থে থাকে? যদি বল, নির্গুণপদার্থে থাকে, এই কথা অগ্রাহ্য। কারণ নির্গুণের যে গুণবত্তা, ইহা অসম্ভব এবং সগুণপদার্থে গুণের আরোপ করিলে পূর্ব্ববৎ অনবস্থা দোষ হইয়া থাকে, এইরূপ ক্রিয়া, জাতি ও সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুতে উভয়থাদোষ সঙ্ঘটন হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত-দোষের পরিহার দুর্ঘট হইয়া উঠিল। এইক্ষণ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুর স্বরূপ বশতঃ গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে কিন্তু তাহাতে সগুণ, নির্গুণ, উপাধি ও নিরুপাধি প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয় না ॥ ৫১ ॥

বিকল্প তদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি।
বিকল্পিতত্ব লক্ষ্যত্ব সম্বন্ধাদ্যাস্তু কল্পিতাঃ ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। নির্গুণ ও উপাধি সম্বন্ধরহিত পরমাত্মার যে সোপাধিকত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করা যায়, তাহা কেবল অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত অলীক কল্পনামাত্র। বস্তুতঃ নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় পরমাত্মার উপাধি নিরুপাধি কিছুই নাই, অবিদ্যার বশীভূত ব্যক্তিরাই আত্মাকে সগুণ, নির্গুণ, সোপাধি ও নিরুপাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশেষণ দিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

উপরোক্ত ৪৯ শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ঐ তত্ত্বমসি মহাবাক্যের লক্ষ্য উপাধিবিশিষ্ট অথবা নিরুপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম! অর্থাৎ সগুণব্রহ্মই উহার লক্ষ্য কি নির্গুণব্রহ্মই উহার লক্ষ্য? তৎশব্দ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের ও "ত্বম্" শব্দ মলিন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জীবের প্রতি লক্ষ্য হইতেছে; উভয়ই সগুণ ও উপাধিবিশিষ্ট, "অসি" অর্থে আছ বা হইতেছ উহাই অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। অস্তিত্বই সৎ উপাধি বা নামরূপাদি অসৎ, এই জন্য সেই, এই, উভয় নির্দ্দেশ ত্যাগ করিলে মূল অস্তিত্বমাত্র থাকে, এস্থলে অস্তিত্ব অর্থাৎ সৎপদার্থই লক্ষিত হইতেছে। সতের কোন উপাধি নাই, উপাধি কি কোনপ্রকার চিহ্ন বা নির্দ্দেশ না থাকিলে তৎপ্রতি লক্ষ্যও হইতে পারে না, সুতরাং নির্গুণ নিরুপাধি বস্তুর লক্ষ্য অসম্ভব, তাহাহইলে যাহা লক্ষিত হইতে পারে না তাহার অস্তিত্বও অসম্ভব হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে উপাধি কৃত্রিম

পদার্থ, উহা কেবল নির্দ্দেশসূচকমাত্র, প্রকৃত-পক্ষে উপাধি সৎ নহে, অতএব অসৎপদার্থের উপর লক্ষ্য হইতে পারে না, তাহাহইলে ঐ মহাবাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয় দুই দিকেই শঙ্কট। ইহাই উপরোক্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্য।

তৎপরবর্ত্তী ৫০।৫১ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যখন মহাবাক্যদ্বারা সেই, তুমি নির্দ্দেশ করা হইতেছে তখন উপাধিই কল্পিত হইতেছে, উপাধি ভিন্ন কখনই কাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু নিরুপাধি ব্রহ্মের উপাধি কল্পনা অসম্ভব, যাহার বাস্তবিক কোন উপাধি নাই তাহার কখন উপাধি কল্পনা হইতে পারে না; আবার উপাধিবিশিষ্ট পদার্থের উপাধি কল্পনাও অপ্রয়োজন, দুই পক্ষেই দোষ হয়। এস্থলে উপাধি নিরুপাধির বা সগুণ নির্গুণের উপর লক্ষ্য নহে, ঐরূপ লক্ষ্য হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে অর্থাৎ তর্কের সীমা থাকে না এবং উহার মীমাংসাও হয় না।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা ৫২ শ্লোকে আছে, ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে এক অদ্বিতীয় অনন্ত অসীম সদ্বস্তুর উপাধি নিরুপাধি কিছুই থাকিতে পারে না, উপাধি না থাকিলে নিরুপাধি ও কল্পিত হইতে পারে না; উহার একতর কল্পিত হইলেই সীমাবদ্ধ বা দ্বৈতজ্ঞান হইল, যেহেতু শীতের বিপরীত গ্রীষ্ম অনুভূত না হইলে কখনই শীতের অনুভব হইতে পারে না; গ্রীষ্মকালের বিপরীত শীতজ্ঞান, উষ্ণতার বিপরীত শৈত্য, তবেই উষ্ণতা ও গ্রীষ্মকালের সহিত শৈত্যের তুলনাই শীতবোধ। ঐরূপ উপাধির অভাবই নিরুপাধি তবেই উপাধির সহিত তুলনায় নিরুপাধি জ্ঞান হইল, তাহাহইলে ঐ উভয়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট ও অদ্বিতীয় জ্ঞান হইল, অসীম অদ্বিতীয়ত্ব থাকিল না; এই সদ্বিতীয় জ্ঞানই অবিদ্যার কার্য্য।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, জীব অবিদ্যা-শ্রিত, অবিদ্যাই ব্যষ্টিকারণ শরীর, অর্থাৎ অনন্ত অদ্বিতীয় অখণ্ড সমষ্টি জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করার অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড ব্যষ্টিজ্ঞানের মূলই অবিদ্যা। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে এক অদ্বিতীয় অনন্ত জ্ঞানের কখনই তুলনা হইতে পারে না, তুলনা হইলেই তাহা খণ্ডিত হইল। এক্ষণে ব্যষ্টি অদ্বিতীয় খণ্ড জ্ঞানের মূলই যখন অবিদ্যা তখন অবিদ্যাশ্রিত জীব অবিদ্যা মুক্ত না হইলে কখনই অদ্বিতীয় অনন্ত বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। জীব যেরূপ ভাবেই ধারণা করুক্ তাহার নিকট সদ্বিতীয় সীমাবদ্ধভাব আসিয়া পড়িবে এবং ভাল মন্দ, জ্ঞান অজ্ঞান, উপাধি নিরুপাধি, ইত্যাদি তুলনাও তাহার মস্তিষ্কে প্রতিভাসিত হইবে, যেহেতু উহার একটী অন্যটীর সহিত সম্বন্ধ। জ্ঞান বলিলেই তাহার বিপরীত অজ্ঞান, ভাল বলিলেই তাহার বিপরীত মন্দ, নিরুপাধি বলিলেই তাহার বিপরীত উপাধিবোধ বা ধারণা অবশ্যই হইবে। উহাই অবিদ্যাশ্রিত জীবের মৌলিকস্বভাব। এক্ষণে উপরোক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখী অনুমানদ্বারা পঞ্চকোষ বিচার এবং মহাবাক্যদ্বারা অবিদ্যা নাশের চেষ্টা হইতেছে। প্রশ্ন, ঐ মহাবাক্য কি উদ্দেশে কাহাকে বুঝাইতে হইতেছে? উত্তর, অবিদ্যাশ্রিত জীবকে অবিদ্যানাশ করিবার জন্য বুঝাইতে হইতেছে, কিন্তু অবিদ্যা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কখনই অনন্ত অদ্বিতীয় অনন্ত অসীম সদ্বস্ত ধারণা করিতে পারে না, তাহাকে তুলনা ব্যতীত বুঝাইবার উপায় নাই এই জন্য উপাধিবিশিষ্ট বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া নিরুপাধি বুঝাইতে হয় এবং ঐ নিরুপাধি জ্ঞান তাহার প্রথমে ধারণা করা কঠিন হইয়া পড়ে এইজন্য উপাধি নিরুপাধি কল্পিত হয়। ফলিতার্থে উপাধি কল্পিত না হইলে

…খনই নিরুপাধি কল্পিত হইতে পারে না, কিন্তু অনন্ত, অখণ্ড অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাধি নিরুপাধি কিছুই নাই এবং তাঁহার তুলনাও নাই, পরব্রহ্ম সদসদ্ জ্ঞান অজ্ঞানেরও উপাধি নিরুপাধি জ্ঞানের অতীত। কেবল জীবের বুঝিবার সুগমার্থে ঐ প্রকার আরোপমাত্র। প্রকৃত জ্ঞান হইলে দোষাদোষ কিছুই থাকে না।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# মুক্তি বা অমরত্ব।

মানব ঈশ্বরের অংশ বা সমগ্র সৌরজগতের আধ্যাত্মিক ও বাহ্য ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সৌরজগৎস্থ সমস্ত পদার্থ ও শক্তি অংশত মানবে বিদ্যমান *। সৌরজগৎস্থ সপ্তগ্রহের অনুকরণে মানব দেহাভ্যন্তরে ষট্‌চক্র ও মস্তিষ্কে সহস্রদল পদ্ম আছে। স্বভাবতঃ মানব সপ্তগ্রহ † ভ্রমণানন্তর কোটী কোটী জন্মের পর ( চতুর্দ্দশ মন্বন্তর গতে ) নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, তবে মানব স্বীয় যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা সপ্তগ্রহ ও চতুর্দ্দশভুবন ভ্রমণের পরিবর্ত্তে ইহজীবনেই অভ্যন্তরস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত অন্তর্মুখী করিয়া ষট্‌চক্রভেদকরণান্তর মুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভিন্ন ইহজীবনে কর্ম্মফল সঞ্চয়দ্বারা ইহজীবনেই তদ্রূপ মুক্তিলাভে সক্ষম হইতে পারে না। যথা—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তেহ্যবশোহপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে॥

( ভগবদ্‌গীতা ৬ষ্ঠ অঃ ৪৩।৪৪ শ্লোক।

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্ব্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন॥ ৪৩॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্ম্মফলের অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকেন॥৪৪॥

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

প্রযত্নসহকারে উত্তর উত্তর যোগে অধিক যত্নশীল যোগী নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সংবর্দ্ধিত যোগদ্বারা সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া অনন্তর পরমগতি প্রাপ্ত হন্। ষষ্ঠ অঃ ৪৫ শ্লোক।

সমগ্র জগতের ন্যায় মানবেও সুমেরু, কুমেরুরূপ আধ্যাত্মিক ও পাদার্থিক দুইটী কেন্দ্র আছে, মানবাত্মা * উহার মধ্যবর্ত্তী ইহার দুই দিকে দুইটী কৈন্দ্রিক আকর্ষণ। প্রথমোক্ত আকর্ষণই সঙ্কোচ, শেষোক্ত আকর্ষণের ফল বিস্তৃতি, প্রথমোক্ত কৈন্দ্রিক আকর্ষণ অর্থে সমস্ত জগতের সহিত অভিন্নভাবে মিলিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডিক পরমাত্মার অঙ্গীভূত হওন; ঐ অঙ্গীভূত বা নির্ব্বাণ অর্থে মানবাত্মার ধ্বংস বা বিলোপ নহে। কেহ কেহ এইরূপ উপমা দিয়া তর্ক

* মানবদেহে পঞ্চভূত দশ ইন্দ্রিয়ে দশটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা আধ্যাত্মিক দশটি শক্তি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও বহুতর মনোবৃত্তি একএকটী দেবাংশ বিশেষ আছে।

† পৌরাণিকভাষায় সপ্তস্বর্গ বর্ণিত আছে।

* এস্থলে মানবাত্মা অর্থে মনুর মহৎসঞ্জক জীবাত্মা বা বেদান্তোক্ত বিজ্ঞানময় কোষাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা ও তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পঞ্চমতত্ত্ব।

করিতে পারেন যে, কর্দ্দমমিশ্রিত জলবিন্দু কর্দ্দম হইতে পৃথক্ হইয়া স্বজাতীয় নির্ম্মল জলময় মহাসমুদ্রে মিলিত হইলে ঐ জলবিন্দুর পৃথক্ অস্তিত্ব কখনই সম্ভবে না; তাহাহইলে মানবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইলে ঐ মানবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব কিপ্রকারে সম্ভবে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ ধ্বংস ও উপরোক্তমত অস্তিত্ব লোপ, এক নহে; দ্বিতীয়তঃ বহির্দৃষ্টিতে অস্তিত্ব লোপ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার অস্তিত্ব লোপ হয় না। যেমন কর্দ্দমমিশ্রিত জলবিন্দুর অনুসকল কর্দ্দম হইতে বিশ্লেষ করিলে জলবিন্দু ধ্বংস ও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কর্দ্দম হইতে জলবিন্দু পৃথক্ হইয়া নির্ম্মল জলরাশির সহিত একভাবাপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ আত্মা পার্থিব অহঙ্কার ও তৎসহচর ষড়্‌রিপু হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পরমাত্মার সহিত একই ভাবাপন্ন হইতে পারে। কিন্তু পাদার্থিক কেন্দ্রাভিমুখী গতি হইলে * চরমে মানবাত্মার বিলোপ ও ঐ মানবাত্মার উপাদান সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া জড়ীয় উপাদানে পরিণত হয়, ইহারই নাম ধ্বংস বা অস্তিত্ব লোপ ( Annihilation ) যেমন জল কর্দ্দমমিশ্রিত হইলে ঐ কর্দ্দম, জলকে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং কর্দ্দম ক্রমে কঠিন হইতে থাকে, কর্দ্দম যতই কঠিন হয়, তদাশ্রিত জল ততই শুষ্ক হইতে থাকে এবং অনন্তবাষ্পে মিশিয়া বাষ্পীভূত হইয়া যায় কেবল কর্দ্দমমাত্রাবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ পার্থিব আকর্ষণে আত্মারও সেই দশা হয় কিন্তু স্বয়ং ঐ জলবিন্দু ক্রমে নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত জলরাশিতে মিলিত হইলে ঐ জলবিন্দুর ধ্বংস বা অস্তিত্ব লোপ হয় না। ঐ জলবিন্দু অসীম জলরাশির সমাঙ্গীভূত হইয়া পৃথক্ জলবিন্দুর পরিবর্ত্তে স্বয়ং সমুদ্রত্বে পরিণত হয় অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত মিশিয়া সমুদ্রের শক্তি লাভ করে। মনে করুন্ যেন ঐ জলবিন্দুর জ্ঞানও অন্তরাত্মানুভূতি আছে, তাহা হইলে ঐ জলবিন্দু অনন্ত জলরাশির সহিত একীভূত হইলেও তাহার ঐ জ্ঞানও অন্তরানুভূতিতে বিলুপ্ত হইবে কেন? আরো যদি পূর্ব্বোক্ত অনন্ত সমুদ্র জ্ঞানের অনন্তভাণ্ডার হয় ও তদংশভূত জলবিন্দু অজ্ঞানরূপ কর্দ্দম হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই জ্ঞানসমুদ্রের সহিত একীভূত হয়, তবে তাহার জ্ঞানও অসীম ও অনন্ত হইবে তাহার নিকট কোন বিষয় অবিদিত থাকিবে না, স্বীয় জ্ঞান অনন্তজ্ঞানের মধ্যেই থাকিবে*। যাহা হউক্ প্রকৃত ব্যাপারটী একবার পর্য্যালোচনা করা যাউক্। মানবাত্মার সৃষ্টি বা গঠন সম্বন্ধে আমার রচিত কল্পনাময় মাসিকপত্রিকা সপ্ততত্ত্ব শীর্ষকপ্রবন্ধে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। মানবাত্মায় চৈতন্য, বিবেক ও জ্ঞান সেই সগুণ ব্রাহ্মাণ্ডিক পরমাত্মার অনন্ত ভাণ্ডারস্থ মহাচৈতন্য ও অসীম অনন্ত অভ্রান্ত বিবেক ও জ্ঞানের অংশ বিশেষ; কিন্তু ঐ অংশ অবিদ্যা বা অবিবেক কর্ম্মরূপ অজ্ঞানাবরণে আবরিত আছে। ঐ অজ্ঞানাবরণের মধ্যদিয়া উহার যে সামান্য ক্ষীণ ও মলিন জ্যোতি প্রকাশ হয়, সেই সামান্য ক্ষীণ সমল জ্যোতিই

* পাদার্থিককেন্দ্রাভিমুখী গতি অর্থে পার্থিব বিষয়াকর্ষণ যথা লোভ, মোহ, কাম ক্রোধাদির আত্মিক শক্তিকে তাহাদের হস্তের ক্রিড়নক হওন। তদ্দ্বারা এই জড় দেহ ভিন্ন আত্মা নাই, এবম্বিধ নাস্তিকতা উহার অন্তর্গত।

* বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদসর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থপরন্তপ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম হইয়াছে আমি সমুদায় জানি কিন্তু তুমি তাহা জান না ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনন্তজ্ঞানের মধ্যে নিজের জ্ঞান থাকা প্রমাণিত হইতেছে। ভগবদ্গীতা ৪অঃ ৫ শ্লোক।

মানবীয় চৈতন্য ও জ্ঞানানুভূতি। ঐ চৈতন্য ও জ্ঞানানুভূতি হইতে মানবের অস্তিত্ব উপলব্ধি ও বিবেকশক্তি উৎপন্ন হয়। অতএব ঐ অজ্ঞানাবরণ যদি তিরোহিত হয়, তবে সেই নির্ম্মল চৈতন্য ও অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রকৃত বিকাশ হয়। ঐ চৈতন্য ও জ্ঞান, নির্ম্মল অসীম ও অভ্রান্ত হইলে সেই মহাচৈতন্য বা অনন্তজ্ঞান রাশির সহিত আর পার্থক্য থাকে না। অসীমজ্ঞান অসীমজ্ঞানে পরিণত হওয়ার ফল কি অস্তিত্ব লোপ? কখনই না। যাহা হউক্ সাধারণের বোধগম্য করার নিমিত্ত আর একটী ইহার লৌকিক দৃষ্টান্ত আবশ্যক। মনে করুন, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থান কাল যাঁহার নখ দর্পণের ন্যায় এবং অসীম ব্রহ্মাণ্ডের স্থান কালের কোন সীমাবদ্ধ যাঁহার নিকট নাই, আত্মরক্ষা ও পোষণ ও অনন্ত জগৎ রক্ষা ও পোষণ যাঁহার নিকট সমান এবং এই অনন্ত জগৎ যাঁহার নিজের সহিত অভিন্ন, যিনি অনন্ত বিশ্বের মূর্ত্তিমান ন্যায় ও বিবেকস্বরূপ, যিনি জগতস্থ সমস্ত ব্যক্তির অন্তরে একই সময়ে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের ন্যায় সর্ব্বলোকের হিতকর নৈতিক সামঞ্জস্য রক্ষাকর্ত্তা, ঐরূপ কোন জীবন্মুক্ত মহাত্মা যদি কেহ থাকেন, তবে কি সেই মহাত্মার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে বলিব? না তাঁহার অস্তিত্ব চির অমরত্বে পরিণত হইয়াছে বলিব? যখন তিনি সকলের হিতকর ন্যায়মূলক সামঞ্জস্য রক্ষাকর্ত্তা, তখন সাধারণের উপলব্ধির মধ্যে তাঁহার নিজের উপলব্ধি ও একাংশ, সুতরাং তাঁহার আত্ম উপলব্ধি ও বিনষ্ট হয় না, অতএব ক্ষয়শীল আবরণযুক্ত সমল সসীমজ্ঞান, অক্ষয় আবরণযুক্ত নির্ম্মল অসীমজ্ঞানে পরিণত হইলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের বিলুপ্তি বলা যায় না বরং তাঁহার উন্নতি ও অমরত্ব প্রাপ্তি বলা যায়। ইহার নাম জীবন্মুক্তি। পরলোকগত দেহমুক্ত মানবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলে কামলোকে সূক্ষ্মশরীর ও পরলোকে কারণ শরীররূপ আবরণ মুক্ত হয় বটে, কিন্তু স্বীয় স্বীয় আত্মার নির্ম্মল জ্ঞান ও চৈতন্য জাগতিক পরমাত্মার অনন্তজ্ঞান ও মহাচৈতন্যের অঙ্গীভূত হইয়া চির অস্তিত্ব ও চির অমরত্বলাভ করে, ইহারই নাম নির্ব্বাণ ও বিদেহমুক্তি।

আধুনিক জড়তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন যে, দেহশূন্য মানব চৈতন্যের অস্তিত্ব কোথায়? আমরা ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, তড়িৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব মীমাংসাকালে নিরাকার অনন্তচৈতন্য এবং নিরাকারশক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছি *।

যদি দেহশূন্য নিরাকার অসীম অনন্ত চৈতন্য ও অনন্তশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে দেহশূন্য মানবাত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব বা অবৈজ্ঞানিক নহে, যেহেতু অনন্ত আকাশ শক্তিময়। আকাশের প্রত্যেক পরমাণুতে শক্তি অন্তর্নিহিত আছে † ঐ শক্তি অভ্যন্তরে চৈতন্য গুহ্যভাবে আছে। যেমন আধুনিক জড় বিজ্ঞানশাস্ত্রে স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে যে,

* বিগত ১৩০১ বঙ্গাব্দের হিন্দু-পত্রিকায় ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা মানবের স্বাধীনতা শীর্ষক ও বর্ত্তমান বর্ষের বিগত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসের জ্ঞান ইচ্ছাক্রিয়া ত্রিশক্তিসমন্বিত ঈশ্বর এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিমূর্ত্তি ও ১৩০১।১৩০২ বঙ্গাব্দে কল্পপত্রিকায় সংস্কৃত কণাদের সপ্তপদার্থ ও তান্ত্রিকদিগের সপ্ততত্ত্ব শীর্ষক এবং ১২৯৯।১৩০০ বঙ্গাব্দের অনুসন্ধান পত্রিকায় আমার রচিত জ্ঞানযোগ অন্তর্জ্জগৎ, তড়িৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি শীর্ষকপ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ঐ সকল প্রবন্ধে নিরাকার চৈতন্য ও শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে পুনরুক্তি অনাবশ্যকবোধে ইহাতে বিশদ ব্যাখ্যা হইল না।

† শক্তি হইতে যে পরমাণু উৎপন্ন হইয়াছে এবং শক্তি আদি পরমাণু তাহার ক্রিয়া তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ সমূহে প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত তড়িৎশক্তি গুহ্যভাবে আছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ বস্তু সংযোগ ব্যতীত ঐ তড়িতের বাহ্যবিকাশ হয় না, সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থ এমন কি সামান্য বালুকাকণার মধ্যেও অন্তর্নিহিত চৈতন্য গুহ্য-ভাবে আছে, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের নিয়মানুযায়ী বস্তুর ক্রমিক সংস্কার ও বিশেষ বিশেষ সংযোগ ব্যতীত চৈতন্যের বিকাশ হয় না। জড়জগতে পরমাণু সংযোগে দৃশ্যবস্তু সংগঠিত হয় ও তদন্ত-র্নিহিত গতি, তাপ, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ প্রভৃতি বিকাশিত হয়, তদ্দ্বারা জড়জগতের ক্রিয়া নির্ব্বা-হিত হয়। ঐ গতি ও তাপ প্রভৃতির অন্ত-র্নিহিত চিচ্ছক্তি বা চিদগ্নি আছে, ঐ চিদগ্নি বিশেষ বিশেষ বস্তু সংযোগে প্রধূমিত হইতে থাকে; তদ্দ্বারা বস্তুর উষ্ণতার ন্যায় বাহ্যচেতনার ক্রমিক বিকাশ হয়, কিন্তু যেমন পূর্ব্বোক্ত বস্তু ভেদ করিয়া উষ্ণতা তদনন্তর ধূমের বিকাশ হয়, তদ্ভিন্ন হঠাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিকাশ হয় না এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব অনু ভূত হয় না, তদনন্তর যেমন ঐ বস্তু প্রধূমিত হইতে হইতে অভ্যন্তরস্থ অগ্নির তেজ যতই পরি-বর্দ্ধিত হয়, ততই বস্তুভেদ করিা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিকাশ হয় সেইরূপ অগ্রে কীটপতঙ্গ পশ্বাদিতে চেতনা পরে মানবাত্মার বিকাশ হয়। ঐ প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গ এক একটী পৃথক্ পৃথক্ মন-বুদ্ধিযুক্ত জীবাত্মাস্বরূপ। আধুনিক প্রধান প্রধান জড়বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বস্তু কথনই ধ্বংস হয় না রূপা-ন্তরমাত্র হয়, তাঁহারা আরও স্বীকার করেন যে প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত অদৃশ্য এক একটী সূক্ষ্ম আদর্শ আছে, তাহা কিছুতেই ধ্বংস হয় না। স্থূলবস্তুর গঠন ভঙ্গ হইলে তাহার ঐ ঐ সূক্ষ্ম আদর্শ ইথারে অঙ্কিত থাকে, তাঁহাদের কথিত ইথার আর্য্যদিগের পরলোকের নিম্নতম-স্থান ভূতলোক, তদূচ্চতর ও উচ্চতম ক্রমিক কামলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, জন, মহ তপ, সত্যলোক আছে। চৈতন্য বা শক্তি দেহোৎপন্ন নহে, ভৌতিকদেহ শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। যখন শক্তি হইতে বস্তু উৎপন্ন হয় তখন অবশ্য শক্তিই আদি। মানবাত্মা ( চৈতন্য ও প্রাকৃতিকশক্তির সংযুক্ত ফলস্বরূ তাহা উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে উপরোক্ত বিষয়ের সর্ব্বাবয়বে পূর্ণ দৃষ্টান্ত এ জগতে নাই, তবে একদেশব্যাপী এইরূপ দৃষ্টা দেওয়া যাইতে পারে। যথা মনে করুন্ যে অনন্ত শক্তি যেন মহাগিরির স্বরূপ, ঐ অনন্তশক্তিরূ অসংখ্য প্রস্তরযুক্ত মহাগিরির একাংশ যে অসংখ্যভাগে বিভক্ত ও বিস্তৃত এবং পরমাণু রূপে অনন্তজগৎ ব্যাপ্ত হইল। যেন ঐ পর মাণুর সহিত বালুকণা পরস্পর সংযোগে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিন ও শ্লথ বস্তুত্বে পরিণত ও তাহা ক্রমে ক্রমে আকর্ষণীশক্তিদ্বারা কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া ( মানবাত্মারূপ এক একখণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত হইল। তদনন্তর যদি রসায়নিকক্রিয়া দ্বারা * বালুকাবিশিষ্ট হইয়া ঐ মহাগিরিজাতীয় মৌলিক প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয় এবং ঐ প্রস্তর সকল পুন আকর্ষণীশক্তি-প্রভাবে সেই অনন্ত শক্তিরূপ মহাগিরি সংযুক্ত হইতে পারে, তবে মানবাত্মারূপ প্রস্তর যথাস্থানে নীত ও মৌলিক ভাব প্রাপ্ত হইল। এই লৌকিক দৃষ্টান্তটী সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতবিষয়ের স্বরূপতার সর্ব্বাঙ্গীন সাদৃশ্য হইতে পারে না। ঐ তুলনাটী কেবল বিস্তৃত ও সঙ্কোচের দৃষ্টান্তমাত্র, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মত শ্লথবস্তুরূপ পাদার্থিক ও জৈবীশক্তি ক্রমে

* উক্ত রাসায়নিকক্রিয়াই তাপ বা যোগ। ঐ যোগ দ্বারা ভৌতিক ও কামিকপদার্থবিশ্লিষ্ট হইয়া আত্মা নির্ম্মল ও মৌলিকভাবাপন্ন হয় উপরোক্ত দৃষ্টান্তের ইহাই উদ্দেশ্য।

সংযুক্ত ও পুষ্ট হইয়া প্রস্তরখণ্ডরূপ মানবাত্মার সপরিণত ও মানবাত্মারূপ প্রস্তরখণ্ডের অসারাংশবিশিষ্ট ও সারাংশ মৌলিকপ্রস্তরে পরিণত হইয়া ঐ প্রস্তরখণ্ড প্রত্যেক তজ্জাতীয় প্রস্তরখণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়া ঐ মহাগিরিতে সম্মিলিত হয়। অতএব ঐ বিস্তৃতির নাম কেন্দ্রবহির্ম্মুখীগতি ও সঙ্কোচ বা সংযোজনার নাম কেন্দ্রাভিমুখীগতি।

উপরোক্ত আধ্যাত্মিক কেন্দ্রাভিমুখীগতির প্রথম সোপান স্বীয় স্বার্থত্যাগ ও সহানুভূতি ঐ স্বার্থ ত্যাগ ও সহানুভূতি স্বত্বগুণমূলক। ঐ সত্বগুণের পরিচালনে মানবের উচ্চবৃত্তির (সম দম তিতীক্ষা উপরতি প্রভৃতির) বিকাশ হয় ঐ উচ্চবৃত্তি সকলের সাহায্যে সমস্ত বৃত্তির উপর মানবাত্মার সম্পূর্ণ আধিপত্য হইলে সমস্ত বৃত্তিসহ মানবীয় বুদ্ধি দৈবী বুদ্ধিতে পরিণত হয়। ঐ দৈবী বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্ত্রীয় ভাষায় স্থিত-প্রজ্ঞ কহে, ঐ স্থিত-প্রজ্ঞ পুরুষ গুণাতীত। প্রজ্ঞা ব্রহ্মস্থিত হইলে স্বত্বাদিগুণের প্রয়োজনাভাব হয়। ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ এই যথা— যিনি উদাসীনের ন্যায় স্থিত, সত্বাদিগুণ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, গুণপরম্পরা যোগেই সমস্ত কার্য্য হইতেছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি ধীরভাবে অবস্থিতি করেন, তিনিই গুণাতীত পুরুষ সুখ দুঃখ যাঁহার সমান স্বরূপাবস্থায় যাঁহার স্থিতি, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি, প্রিয় ও অপ্রিয় এতদুভয়ই যাঁহার সমান এবং নিজ স্তুতি ও নিজ নিন্দাতে যাঁহার সমজ্ঞান, সেই ধীরপুরুষই গুণাতীত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ। স্বত্বগুণের পরিচালনদ্বারা পূর্ব্বোক্তমত প্রজ্ঞার উদয় হইলে ব্রহ্মজ্ঞানে ঐ স্বত্বগুণ মিশ্রিত হইয়া যায়, গুণের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। ফলকথা লৌকিক নীতির চরম উন্নতি পর্য্যন্ত মানবের সহানুভূতি ও প্রীতিবৃত্তির পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তৎপর মানবাত্মা দৈবী বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইলে পূর্ব্বোক্ত সহানুভূতি সমানুভূতিতে পরিণত হয়, জগৎ সমজ্ঞান হয় এবং সমানুভূতি ভিন্ন অন্য বৃত্তির অস্তিত্ব অভাব ও নির্ম্মল জ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ ঐ সমানুভূতিই স্বভাব সিদ্ধ হয় তখন উহা গুণ বলিয়া আর উপলব্ধি হয় না। ভাষা কথায় বলে; "সন্দেহ হইত কি না রাবণ ঘৃণিত রামের ছায়ায় যদি না হত পতিত" তুলনার বস্তু ভিন্ন তুলনা হইতে পারে না সুতরাং তখন আত্মিকভাব স্বভাবসিদ্ধ হয়। সত্বগুণমূলক কর্ম্মফল মানব পূর্ণদেবত্বে পরিণত হইলে, সহানুভূতি নির্ম্মল জ্ঞানের অঙ্গীভূত ও একমাত্র সমানুভূতিতে পরিণত হয় জগতে নিজের কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না থাকায় তখন আর তাহাকে স্বতন্ত্র গুণ বলা যাইতে পারে না ও কর্ম্মফলও সংযোজিত হয় না।

উপরোক্ত বিষয়টী আর একটু পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা আবশ্যক। জড়পদার্থে বা জড়ীয় উপাদানে যে প্রবৃত্তি ও উচ্ছ্বাস আছে, তাহাই চিচ্ছক্তিযোগে মানবীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমে পরিণত হইয়াছে, অতএব উপরোক্ত দুইটী গতি ছেওয়ায় মানবের স্বাভিমুখী যে একটী গতি আছে, ঐ গতিই প্রকৃতপক্ষে মানবীয় ধর্ম্ম উহারই নাম অহংবুদ্ধি বা অহঙ্কার। প্রকৃতপক্ষে এই অহঙ্কারই সৃষ্টিক্রিয়ার মূল, জগতের সমষ্টি বিরাট অহঙ্কারই ব্রহ্মার সৃষ্টাভিমান, উহাই প্রবৃত্তি ও ক্রিয়োদ্দীপনীশক্তি বা বিশুদ্ধ রজগুণ। উহা হইতেই আত্মাভিমান বা স্বাভিমুখীগতি উৎপন্ন হয়, উহা মানবীয় ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রবহির্ম্মুখী উভয় গতিই দৃশ্যতঃ স্বাভিমুখী গতির বা মানবীয় ধর্ম্মের বিরোধী, সুতরাং সত্বগুণ ও তমগুণ উভয়েই রজগুণের

বিরোধী। উভয়ই মানবীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমের বিরোধী হইলেও ঐ উভয়ের প্রকৃতিগত গুরুতর পার্থক্য আছে। ঐ উভয় বিরোধী গুণের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রবৃত্তি উদ্যম ও উৎসাহের অস্তিত্ব আছে, এমন কি তমোগুণের পরিণাম যে জড়ত্ব, সেই জড়ীয় উপাদানও একেবারে প্রবৃত্তি এবং উদ্যমশূন্য নহে। তবে উহা স্বভাবশক্তিদ্বারা পরিচালিত হয় উহাতে জ্ঞানের বিকাশ নাই। মানবের প্রবৃত্তি ও উদ্যম, জ্ঞানসংমিশ্রিত। পূর্ব্বোক্ত উভয় গতি দৃশ্যত মানবপ্রবৃত্তির প্রতিকূল হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে অধোগতিই সম্পূর্ণ প্রতিকূল, উর্দ্ধগতি প্রতিকূল নহে; কারণ উর্দ্ধগতিদ্বারা জ্ঞান, অনুভূতি, ধারণা, ইচ্ছা, চিন্তা, স্মৃতি, তুলনা, নির্ব্বাচন, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির ক্রমোন্নতি হইতে থাকে; ঐ ক্রমোন্নতি হইতে ষড়্-শক্তির পূর্ণবিকাশ হয় * ঐ উর্দ্ধগতির শক্তি উদ্যমস্রোত, মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও উদ্যমস্রোতের দৃশ্যতঃ প্রতিকূল বটে, কারণ মানবের প্রবৃত্তি, উদ্যমস্রোতের গতি স্বাভি-মুখী অর্থাৎ স্বীয় স্বার্থাভিমুখী। দৈবীশক্তির স্রোত মহাচৈতন্যাভিমুখী অর্থাৎ পরমাত্ম-কেন্দ্রাভিমুখী, কিন্তু দৈবীশক্তি বা উর্দ্ধগতির স্রোতের বেগদ্বারা মানব কেন্দ্র শ্লথ বা বিনষ্ট হয় না; ঐ স্রোতে আমিত্ব জ্ঞানময় মানব কেন্দ্র † (অহংতত্ত্ব) ভাসমান হইয়া পরমাত্মকেন্দ্রাভিমুখী হয়। যখন মানবীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমস্রোত, দৈবী-শক্তি ও পরমাত্মজ্ঞান স্রোতের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অক্ষম হয়, তখন পর-মাত্ম জ্ঞানস্রোতের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। ফলিতার্থে ইহাদ্বারা মানবের জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি ও আত্মিকবলের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না, কিন্তু দৈবীশক্তি ও আত্ম জ্ঞানস্রোত মানবপ্রবৃ-ত্তির প্রতিকূল বিধায় ঐ দৈবীশক্তি ও আত্ম-জ্ঞানকে নিবৃত্তি বা নিরোধ বলে। একপক্ষ ঐ শক্তি ও জ্ঞানকে পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি ও উদ্যম বলা যাইতে পারে; কিন্তু মানবপ্রবৃত্তি, ও উদ্যম, পরমাত্মজ্ঞানেও দৈবীশক্তিতে সম্যক্-রূপ সংমিশ্রিত হইলে উহা শাস্ত্রীয় ভাষায় প্রবৃত্তি বা উদ্যম পদবাচ্য নহে। প্রকৃতির প্রবর্ত্তক ও উত্তেজক মহাচৈতন্য স্বয়ং কার্য্য-

---

* ষড়্‌শক্তি যথা পরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকাশক্তি। প্রথমোক্ত পরাশক্তি বক্রী ৫টী শক্তির জননীস্বরূপা উহা আধ্যাত্মিক তেজ ও জ্যোতিস্বরূপা। কুণ্ডলিনীশক্তি বিশ্বব্যাপী গতির ও সজীবতার মূলসূত্র উহাই অনন্তব্যাপ্ত তড়িৎশক্তি। মাতৃকাশক্তি ভাষায় জননীস্বরূপা।

† জড়ীয় প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক মানবপ্রবৃত্তি ও দৈবী-প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য এই,—জড়ীয় প্রবৃত্তি মানবের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া পশুবৎ করিয়া তুলে, পরি-ণামে জড়ত্বে পরিণত করায়। দৈবীপ্রবৃত্তি মানবের সমস্ত স্বার্থত্যাগ করাইয়া দেব-ভাবাপন্ন করে পরিণামে অনন্ত ঈশ্বরে সংযোজিত করিয়া দেয়। এই উভয়ের মধ্যে মানবের স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তি উহা জড়ীয় প্রবৃত্তিকে দমন করে কেননা হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা ও পশুবৎ ব্যবহার দ্বারা মানবের পার্থিব উন্নতি ও পার্থিব উচ্চ স্বার্থের হানি হয়, এইজন্য উহা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। মানব জনসমাজে ধনী, মানী, যশস্বী ও ক্ষমতাশালী হইতে ইচ্ছা করে উহাই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম উহাকেই আমরা স্বাভিমুখী বা মানব-কেন্দ্রাভিমুখী গতি বলিয়াছি। উহা যেমন জড়ীয় প্রবৃ-ত্তির প্রতিকূল সেইরূপ দৈবীপ্রবৃত্তিরও প্রতিকূল যেহেতু দৈবীপ্রবৃত্তি মানবের স্বার্থত্যাগ করায় এবং অনন্তাভি মুখে লইয়া যায়। দৈবীশক্তি পার্থিব উন্নতি এবং পার্থিব সুখসচ্ছন্দতার বিরোধী। এইজন্য উহাকে উভয়ের মধ্য-বিন্দুস্বরূপ বলিয়াছি উহার উর্দ্ধ এবং অধ দুই দিগে দুইটী আকর্ষণ আছে এবং নিজেরও একটী স্বাভিমুখ আকর্ষণ আছে ঐ স্বাভিমুখী আকর্ষণই আমিত্ব বুদ্ধি বা পার্থিব আমি।

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আর প্রবৃত্তি, উদ্যমের অস্তিত্ব থাকে না। যাঁহার জ্যোতিচ্ছায়াবলম্বনে প্রকৃতির প্রবৃত্তি উদ্যম ও উৎসাহের জন্ম, স্বয়ং সেই জ্যোতিষ্মাণের জ্যোতিরভ্যুত্থানে প্রকৃতির অবিবেক বা মায়া দূরীভূত হইলে আর প্রবৃত্তি ও উদ্যমের অস্তিত্ব অসম্ভব। সেই অনন্ত চৈতন্য স্বয়ং মহাজ্ঞানময়, তাঁহার জ্যোতিই নির্ম্মল জ্ঞান, পক্ষান্তরে অধোগতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদ্বারা মানবাত্মা বা মানবশক্তি এককালে বিনষ্ট হয়। প্রথমতঃ দৃশ্যতঃ অধোগতি, মানবপ্রবৃত্তি, উদ্যম ও উৎসাহের অনুকূল বলিয়া বোধহয়। উহাদ্বারা প্রথমতঃ মানবপ্রবৃত্তিস্রোত অতীব বেগবান্ হয় এবং চিচ্ছক্তির ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে; সুতরাং অভ্যন্তরীণ উত্তেজকশক্তির হ্রাস হইলে জ্ঞান, অনুভূতি, ধারণা প্রভৃতিরও হ্রাস হয় ও মানবীয় উদ্যমস্রোত (Enorgy) মন্দীভূত হইয়া পড়ে। ...রণ উর্দ্ধগতির বেগ বা চিচ্ছক্তির আক...ণ না থাকিলে ক্রমেই মানব কাম, ক্রোধ, ...াভ, মোহপ্রভৃতির আত্যান্তিক বশীভূত ...হইয়া পশুবৎ হয় এবং মানবীয়প্রবৃত্তি, ...ড়শক্তির আকর্ষণাধীন হয়। ক্রমে স্বীয় ...ক্তি উদ্যম ও উৎসাহ ব্যয়িত হইয়া গেলে ...াহার জ্ঞানমূলক উত্তেজনার অভাবহেতু ...নিতান্ত জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে ও তমোগুণা...ধিক্য হয়। কোন কোন স্থলে উর্দ্ধ ও অধো...াতি বা সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়া অনুভব করা ...ড়ই কঠিন। কারণ মানবপ্রবৃত্তি উদ্যম হইতে ...াত্মাভিমানের উৎপত্তি। মনে করুন্ আপ...াকে কেহ অপমান কি অবজ্ঞা করিয়া আপ...ার মর্ম্মাঘাত করিল, কি আপনাকে অন্যায়...তে সম্পত্তিচ্যুত করিল, কিন্তু এরূপ অবস্থা ...টিলে কে, ঠিক্ ন্যায্যোপায়ে আপনি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না, কিন্তু মানবের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি, উদ্যম ও আত্মাভিমান আপনার প্রতিহিংসা ও ক্রোধবৃত্তির সম্পূর্ণ অনুকূল। অতএব ঐ সকল শক্তির সাহায্যে অর্থাৎ রজগুণাধিক্যহেতু আপনার প্রতিহিংসা ও ক্রোধ নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত হইবে এবং উদ্যম উৎসাহ আপনার তেজ বা ওজস্বীতার পরিণত হইবে। আত্মাভিমান হইতে আপনার অনুভূতি (Feeling) আপনার ক্লেশদায়ক ও ধারণা স্বার্থানুগামী হইবে। চিন্তা, মতলব, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত সমস্তই আপনার প্রতিহিংসা ও ওজস্বীতাগুণের আনুকূল্য করিবে। আপনার যুক্তি ও বিচার বলিবে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে অন্যায়পথ অবলম্বনে প্রতিশোধ দেওয়া অনুচিত নহে। আপনার ইচ্ছা চেষ্টা ক্রিয়া সকল, রজোগুণজনিত প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হইতে ভয়ঙ্কর বেগবান্ হইবে, তখন ঐ অন্যায়কারী আপনার প্রতিহিংসারূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত এবং ওজস্বীতাশক্তিতে চূর্ণ বিচূর্ণিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনার উর্দ্ধ বা অধোগতি (সত্ত্ব বা তমোগুণ) উপরোক্ত কার্য্যের বিরোধী ঐ উভয়গুণই পূর্ব্বোক্তমত ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়। প্রথমোক্ত কারণে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের স্থলে আপনি ক্রোধ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি কোন বৃত্তির নহেন, কিন্তু ন্যায় বিবেক এবং কর্ত্তব্যের অধীন। আপনি নিরপেক্ষ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিবেন "অপরাধী দণ্ডার্হ বটে এবং স্বীয় সম্পত্তি উদ্ধার বা স্বীয় সম্ভ্রমরক্ষা কর্ত্তব্য। অপরাধীর দণ্ড না হইলে সমাজের অমঙ্গল হয় এবং কাপুরুষের ন্যায় কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হওয়ায় উচিত নহে" আপনি মানব, আপনার আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান, ন্যায়মূলক আত্মরক্ষাজনিত কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আত্মাভিমান একেবারে নষ্ট হয় নাই, সুতরাং ঐ ন্যায় বিচার আপনার আত্মাভিমান বা প্রতিহিংসার অনুকূল হইল, কিন্তু চিন্তাদ্বারা দেখিলেন

অন্যায়োপায় অবলম্বন ভিন্ন প্রতিবিধান করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়বার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, অন্যায়োপায় অবলম্বন করা ন্যায়বিরুদ্ধ ও আত্মাবনতির কারণ; সুতরাং একটি ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিলে ঐ কার্য্যের আনুসঙ্গিক অন্য বহুতর ন্যায়বিগর্হিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তখন উহা অনিবার্য্য হইবে; অতএব তৃতীয়বার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন প্রকাশ্যভাবে স্পষ্টরূপে আইন বা সমাজ উল্লঙ্ঘন করিয়া সৎ সাহসের সহিত ন্যায়োপায় প্রতিবিধানের চেষ্টা করিলে রাজদণ্ডে বা সমাজদণ্ডে গুরুতর দণ্ডিত হইতে হয় দেশের বা সমাজের অবস্থার উপর আইনদণ্ড, বিচার সুখ্যাতি, গ্লানি নির্ভর করে, সমাজ উন্নত না হওয়ায় তদ্রূপ সৎসাহসের সময় উপস্থিত হয় নাই সুতরাং অন্যায়পথ অবলম্বন ভিন্ন উপায় নাই কিন্তু ন্যায়বিগর্হিত আর্য্য কেবল প্রতিহিংসা ও স্বার্থচরিতার্থ ভিন্ন নহে। তখন আপনি ক্ষমা ও দমবৃত্তির সাহায্যে ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তি নিবারণ করিলেন। এবং অবস্থানুরূপ কর্ত্তব্যপালনে নিরত হইলেন এবং কর্ত্তব্যপালন জন্য বিশেষ ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক হইলে তাহাও করিলেন।

শেষোক্ত কারণ সংঘটিত হইলে অর্থাৎ তমোগুণের উদয় হইলে আপনার প্রবৃত্তি উদ্যম ও উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং আত্মাভিমান ও আত্মমর্য্যাদাপেক্ষা ভীরুতার ভাগ অধিক হয়, অতএব ওজস্বীতাগুণের অভাবে ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তি থাকিলেও তাহা প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে না এবং প্রবৃত্তি ও উৎসাহের বেগের অভাবহেতু উদ্যম, চেষ্টা ও ক্রিয়াশক্তির অভাব হয়; সুতরাং অক্ষমতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতাহেতু আপনি নিরীহভাবে অত্যাচার সহ্য করিলেন, কি সম্পত্তি উদ্ধারে বা আত্মমর্য্যাদারক্ষণে সক্ষম হইলেন না; কিন্তু অনুভূতি আপনার ক্লেশপ্রদান করিল। ঐ অক্ষমতা ভীরুতা হইলেও ওজস্বীতাগুণের অভাবহেতু ধারণা, মতলব, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি মানবীয় প্রবৃত্তিও উৎসাহের অনুকূল হইল না কারণ অক্ষমতা ভীরুতা ও কাপুরুষতার নিক ধারণা, মতলব, বিচার প্রভৃতি স্থান পাইল; সুতরাং জড়তাই ইহার চরমফল। উপরো দুইটী ব্যাপারই মানব-প্রবৃত্তি, উদ্যম ও উৎসাহের বিরোধী, কিন্তু ঐ ব্যাপারটী বাস্তবিক উর্দ্ধ বা অধোগতিমূলক সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা কঠিন; ইহা আভ্যন্তরিক ব্যাপার ভিন্ন বাহ্যব্যাপার কিছুই নহে। অতএব স্থলবিশেষে সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়ার নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। তবে অন্যান্য অবস্থা যথা ঐ ব্যক্তির প্রবৃত্তি, স্বার্থত্যাগ, আসক্তি, বাসনা, ধৃতি প্রীতি বিবেক চিন্তা ইত্যাদি ব্যাপারদ্বারা কথঞ্চিৎ অনুভব করা যাইতে পারে কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যাপারের গতি নির্ণয় ও উর্দ্ধ বা অধোগতির পার্থক্য পরিষ্কার ও নিসন্দিগ্ধভাবে অবধারণ করাও নিতান্ত সহজ নহে।

আর একটি তর্ক উঠিতে পারে যখন সহানুভূতিই পরমাত্মকেন্দ্রাভিমুখীগতি এবং তজ্জাত সদ্বৃত্তি সকল নিশ্চয়ই তজ্জাতীয় তখন সদ্বৃত্তি সকল সামঞ্জস্য করিয়া আয়ত্তাধীন করার তাৎপর্য্য কি? * ঐ সকল সদ্বৃত্তির প্রাবল্য মানবের ইহ পরলৌকিক উন্নতির সোপানস্বরূপ নহে কি? এই প্রশ্নসম্বন্ধে আমার মৎকৃত

* প্রবন্ধলেখক অনুসন্ধান পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে মনোবৃত্তি অনুশীলন শীর্ষকপ্রবন্ধে মনের সমস্ত সদ্বৃত্তি লোপ সামঞ্জস্য আবশ্যক, কোন বৃত্তি অত্যুচ্ছ্বাস সমাজের মঙ্গলকর নহে লিখিয়াছিলেন ইহা তাহারই ক্রমিক আলোচনা।

শিক্ষাতত্ত্ব প্রথমভাগে বর্ণিত আছে যে "কোন সদ্বৃত্তির অত্যুচ্ছ্বাসও মানবের মঙ্গলজনক নহে। কারণ অনেক সময়ে সদ্বৃত্তির প্রাবল্যহেতু ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিঘ্ন হয়, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। মনে করুন, অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইবেক এস্থলে দয়াবৃত্তির অত্যুচ্ছ্বাস নিশ্চয়ই সমাজের অহিতকর, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। স্থূলকথা, সহানুভূতি বৃত্তির (Sympathy) পুষ্টিতা ও পূর্ণতাই আপনার সহিত জগতের অভিন্ন দৃষ্টি; জগতস্থ সমস্ত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনই ঐ সহানুভূতির কার্য্য, যদি একের মঙ্গলে অনেকের অমঙ্গল সাধিত হয় তবে তাহা নিশ্চয়ই অহিতকর। আপনার একটী অঙ্গুলিতে ব্রণ হইয়া ক্রমে চাকৃলা ধরিয়াছে, তখন আপনার ঐ অঙ্গুলি ছেদন ব্যতীত আপনার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হওযার সম্ভব হইলে ঐ অঙ্গুলিটী ছেদন করা কি আপনার কর্ত্তব্য নহে?' অতএব সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্যই ইহলোকের মঙ্গলজনক।

এক্ষণে বৃত্তিবিশেষের উচ্ছ্বাস হইতে পারলৌকিক অমঙ্গলের হেতু কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহলোক ও পরলোক একই নিয়মাধীন। আপনি অতি দয়ালু বা ক্ষমাশীল লোক। দয়া কিম্বা ক্ষমাবৃত্তির নিকট আপনার অন্য কোন সদ্বৃত্তি বা কর্ত্তব্য স্থান পায় না। ক্রমে দয়া ও ক্ষমাবৃত্তির প্রাবল্যহেতু অন্য সমস্ত বৃত্তি, ক্ষমা বা দয়াবৃত্তিতে সংমিশ্রিত হইয়া আপনি পূর্ণ ক্ষমা বা দয়াময় হইলেন। সমস্ত বৃত্তি সমষ্টির বিকাশ ও তাহার সামঞ্জস্যের ফলেই মানবাত্মার পূর্ণবিকাশ, ঐ সমস্ত বৃত্তি মানবাত্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ, অতএব দয়া ভিন্ন অন্য সমস্ত বৃত্তির শক্তি লোপ হইলে মানবাত্মা নিশ্চয়ই দুর্ব্বল হইয়া ঐ মানবাত্মার অস্তিত্ব কেবল দয়াতেই পরিণত হইবে, সুতরাং দেহ অবসান হইলে ঐ মানবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া আত্মা দয়াবৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া ঐ দয়াবৃত্তির সহিত স্বর্গসুখ ভোগ করিবে, ঐ দয়াবৃত্তিজনিত যে সুখ তদ্ভিন্ন অন্য কোন সুখভোগ হইবে না তাহার অনুভূতি দয়াবৃত্তির সহিত এক হইয়া যাইবে, সমস্ত সদ্বৃত্তির সামঞ্জস্যের অভাবহেতু মানবাত্মা পূর্ব্বোক্তমত পরমাত্মাভিমুখী না হওয়ায় অঙ্গহানিপ্রযুক্ত কখনই মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে না * ঈশ্বর মহাচৈতন্য অনন্ত জ্ঞানময় ও সর্ব্বজ্ঞ। এক এক সদ্বৃত্তি কারণক্ষেত্রে চিচ্ছক্তির এক একটী তৈজস উপাদান বা দেবতাস্বরূপ বটে, এইজন্যই গীতাকার অন্য দেবোপাসনার পরিবর্ত্তে পরমাত্মোপাসনায় উপদেশ দিয়াছেন। ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায় ২৫ শ্লোক ও ৭ অধ্যায়ের ২১, ২২, ২৩ শ্লোক। যথা—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাং॥

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং" ॥ ২১ ॥

"স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।

* ইহার বর্জ্জিত স্থল আছে। মানবের জন্মজন্মান্তরীণ কার্য্যহেতু সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হইলে সমাজ সংস্কারের নিমিত্ত প্রজাগণের হিতার্থে সদ্বৃত্তি বিশেষের অত্যুচ্ছ্বাস ইহ পারলৌকিক মঙ্গলকর। সমস্ত বৃত্তির পরিতৃপ্তি ভিন্ন উহা সামঞ্জস্য হইতে পারে না এবং সামঞ্জস্য না হইলেও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয় না, ঐ আধ্যাত্মিক শক্তিবান ব্যক্তির নিকট সমস্ত বৃত্তিই তাঁহার অধীন। সুতরাং তাঁহার পারলৌকিক আশঙ্কা নাই। ইহলোকেও সমাজের অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই, যেহেতু বৃত্তিবিশেষের উচ্ছ্বাস দ্বারা তাঁহারা ঘোর পাপীকেও উদ্ধার করিতে পারেন বুদ্ধচৈতন্য তাহার প্রমাণ, জগাই মাধাই একটী দৃষ্টান্ত।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্' ॥২২॥

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
দেবান্ দেব যজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তিমামপি" ॥

বঙ্গানুবাদ। দেবোপাসক দেবতা পিতৃ উপাসক পিতৃগণ প্রাপ্ত হয় এবং ভূতোপাসকগণ ভৌতিকশক্তিতে মিশিয়া যায়। যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই অন্তর্যামীরূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি তত্তন্মূর্ত্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই। সেই সকাম ভক্ত পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে দেবমূর্ত্তিতে অর্চ্চন করিয়া থাকে, আমিই তাহার পূর্ব্ব সংকল্পিতরূপ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি।

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের আরাধনা লব্ধফল নাশমান হইয়া থাকে, কেননা তাহারা দেবার্চ্চনা দ্বারা দেবলোকই ব্যাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ পরিণামে আমাকেই লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# আমিত্বের প্রসার।

## ( ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম )

### পঞ্চমপ্রবন্ধ।

এই অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব যদি কখন শ্রেয়পথ অবলম্বন না করে, তাহা-হইলে তাহার জীবন একবারেই নিষ্ফল হইল। অজ্ঞানবশতঃ মানব স্বীয় দেবত্ব বিস্মৃত হইয়া প্রেয়মার্গে বিচরণ করিতে, করিতে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ঋষিগণ মানব যে কি তাহা জানিতেন, এজন্য তাঁহারা কেবল আহারবিহারাদি দৈহিক-ক্রিয়াতে মানবকে নিরত দেখিলে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেন এবং যাহাতে মানব প্রেয়মার্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়মার্গ অবলম্বন করিতে পারে, আমিত্বের সঙ্কোচ ধ্বংস করিয়া উহার প্রসার আয়ত্ত করিয়া বিশুদ্ধানন্দ সম্ভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেন। আর্য্যাবর্ত্তের অতি প্রাচীন পরম ঋষিগণ আমিত্বের প্রসারের জন্য শত শত উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন এবং মানব স্বীয় স্বীয় অভিমতক্রমে উহার কোন লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিয়া কেহই তাঁহাদের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হন না। তিল যেরূপ নিপীড়িত না হইলে তিলমধ্যগত তৈল নির্গত হয় না, দধি যেরূপ মথিত না হইলে দধিমধ্যাস্থিত ঘৃত বিনির্গত হয় না, ভূমি যেরূপ খনন না করিলে জল বিনির্গত হয় না, ঘর্ষণ না করিলে যেরূপ অরণি-নিহিত অগ্নিবিনির্গত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশিত হয় না, আমিত্বের প্রসার হয় না।

"তিলেষু তৈলং দধিনীবসর্পিরাপঃ স্রোতঃ স্বরণীষু চাগ্নিঃ। এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥" শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি।

মানব যে ব্রহ্মের পুত্র তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন এবং তাই তাঁহারা মানবদিগকে ভূমে ... হইতে উৎসাহিত করি

তেন। আমিত্বের সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসদৃশ অসীম আমিত্বলাভে যত্নবান হইতে আদেশ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন ;—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যং পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥" শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি।

আমি সেই মহান্ পুরুষের বিষয় অবগত আছি, তিনি আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, তাঁহাতে অজ্ঞানান্ধকার বিরাজ করে না, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জীব মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির আর কোন উপায় নাই।

তাঁহারা বলিতেন, হে মানব! তোমার উৎপত্তি বিস্মৃত হইও না, তুমি যে সেই পরব্রহ্মের পুত্র, তুমি যে অমর, ইন্দ্রাদিদেবগণও যদ্রূপ ব্রহ্মের পুত্র, তুমিও সেইরূপ তাঁহারই পুত্র, তাঁহারা যেরূপ ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিয়া দিব্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও সেইরূপ তাঁহার শরণগ্রহণ করিয়া সেই দিব্যস্থানে গমন কর।

"যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্বং নমোভির্ব্বিশ্লোকা যন্তি পথ্যেব সূরাঃ। শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥"

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি।

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই আত্মার ইহ এবং পূর্ব্বার্জ্জিত মলিনতা দূর হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, সর্ব্বভূতে আত্মার উপলব্ধি হয় এবং আমিত্বের প্রসার হয়। ব্রহ্মচর্য্যই আমিত্বের প্রসারপ্রাপ্তির একমাত্র সোপান, বেদাদি তাবৎ শাস্ত্রেই ব্রহ্মচর্য্যের অসীম মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, ব্রহ্মচারীই প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের হৃদয়ের আদর্শমূর্ত্তি ছিলেন, সমিধপাণি কৃষ্ণাজিনাম্বর। দীর্ঘশ্মশ্রু জটাধারী ব্রহ্মচারী আর্য্যসমাজের মুকুটমণি স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগের সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অগ্রাহ্য করিয়া সাগরপর্ব্বতাদির প্রতিবন্ধকতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, কেবল পরোপকারব্রত হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া, দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক বিবিধ মঙ্গলসাধনে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিতেন। ব্রহ্মচারীর আদর্শমূর্ত্তি হৃদয়ে উপস্থিত হইলেই তাঁহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভূমণ্ডলে দেবসদৃশ সেই মহাত্মার গুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিতেন।

"ব্রহ্মচার্য্যেতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতদীর্ঘশ্মশ্রুঃ। স সদ্য-ব্রতি পূর্ব্বস্মাদুত্তরং সমুদ্রং লোকান্ সংগৃভ্যমুহুরাচরিক্রৎ ॥ ব্রহ্মচারী জনয়ন্ ব্রহ্মাপো লোকং প্রজাপতিং পরমেষ্ঠিনং বিরাজম্। গর্ভো ভূত্বা মৃতস্য যোনা বিন্দ্রোহ ভূত্বা সুরাস্ত-তর্হ ॥ আচার্য্যস্ততক্ষ নভসী উভে ইমে উর্ব্বী গম্ভীরে পৃথিবীং দিবঞ্চ। তে রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী তস্মিন্ দেবা সংমনসো ভবন্তি ॥ অথর্ব্ববেদ।

দীর্ঘশ্মশ্রু, দীক্ষিত, কৃষ্ণাজিনাবৃত ব্রহ্মচারী সমিধাগ্নির দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ হইয়া পূর্ব্বসমুদ্র হইতে উত্তরসমুদ্র পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁহারা ইচ্ছানুসারে দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধিও করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিদ্যা, কর্ম্ম, লোকসমূহ প্রজাপতি, পরমেষ্ঠি, বিরাট, সৃষ্টি করিয়া থাকেন তিনি অমৃতের যোনিতে গর্ভস্থ শিশুর রূপ

ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী এবং অসীম আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী উহাদিগকে তপস্যার দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন, দেবতারা এই ব্রহ্মচারীতে আনন্দভোগ করিয়া থাকেন,

"আচার্য্যো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী প্রজাপতিঃ। প্রজাপতির্ব্বিরাজতি বিরাড়িন্দ্রোহ ভবদ্বশী॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বিরক্ষতি। আচার্য্য ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। অনড্বান ব্রহ্মচর্য্যেণাশ্বো ঘাসং জিগীষতি॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত। ইন্দ্রহ ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরৎ॥ ওষধয়ো ভূতভব্য মহোরাত্রে বনস্পতিঃ। সম্বৎসরঃ সহ ঋতুভিস্তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ॥ পার্থিবা দিব্যাঃ পশবঃ আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চযে। অপক্ষাঃ পক্ষিণশ্চ যে তে জাতা ব্রহ্মচারিণ॥"

অথর্ব্ববেদ।

ব্রহ্মচারীই আচার্য্য, ব্রহ্মচারীই প্রজাপতি, প্রজাপতিই জগতে বিবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই বিরাট, ঐ বিরাটই ব্রহ্মচারী, ইন্দ্র। ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার দ্বারা রাজা রাজ্যরক্ষা করিয়া থাকেন, ব্রহ্মচর্য্যহেতুই আচার্য্য ব্রহ্মচারী, প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই কন্যা যুবাপতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই গো, অশ্ব প্রভৃতি মানবের আহার্য্য পরি-

ব্রহ্মচর্য্য এবং তপস্যার দ্বারা দেবতারা মৃত্যুকে সংহার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই ইন্দ্র দেবতাদের জন্য স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ওষধি বনস্পতি, যাহা হইয়াছে এবং হইবে, দিন রাত্রি, ঋতু, সকলেই সেই ব্রহ্মচারী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কি মনুষ্য, কি দেবতা কি গ্রাম্য, কি আরণ্য পশু, কি পক্ষযুক্ত অথবা পক্ষশূন্য জীবসমূহ সকলেই সেই ব্রহ্মচারী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বস্তুতঃ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আত্মসংযম, ক্লেশসহিষ্ণুতা এবং পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে জগতে ভগবানের বিধানে যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, কেহই কোন কার্য্য করিতে পারেন না। জলন্ত পরোপকারবৃত্তি হৃদয় মধ্যে না থাকিলে কেহই স্বীয় অধিকৃত বিদ্যা অপরকে শিখাইতে পারেন না। আবার ঐ পরোপকারবৃত্তিই ভগবানের বিধান অনুসারে স্বীয় উন্নতির একমাত্র কারণ, যেহেতু যে মুহূর্ত্তে আচার্য্য অধ্যাপনা হইতে বিরত হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি আলোচনা অভাবে বহুশ্রমার্জ্জিত বিদ্যা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। সংযতেন্দ্রিয়, লোভবিবর্হিত এবং প্রকৃতিবর্গের কুশলকামী না হইলে রাজা কখন রাজ্যশাসন করিতে পারেন না, যদি কোন রাজা ব্রহ্মচারীর আদর্শমূর্ত্তি হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, নিশ্চয়ই তাহার অনতিবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। কুমারী যৌবনে পদার্পণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে যদি স্বীয় কৌমার্য্য রক্ষা না করেন, তাহাহইলে তাহার ভার্য্যাত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? সমাজের যে দিকে দৃষ্টিপাত করুন, সেই দিকেই দেখিতে পাইবেন যেখানে নিয়ম, যেখানে আত্মসংযম, যেখানে পরোপকারবৃত্তি, যেখানে আমিত্বের প্রসার,

্মসরাজি-বিরাজিত, সুশীতল বারিপরিপূর্ণ ানস-সরোবর-রূপ কুশল বিদ্যমান রহিয়াছে। আর যেখানে স্বেচ্ছাচার, অসংযম, স্বার্থপরতা, সেইখানেই মানবের যাবতীয় অনর্থের স্বরূপ বিস্তীর্ণ মরুপ্রদেশস্থ মরীচিকা বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ভিন্ন কেহই যে নিজের বা পরের কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারেন না, ইহা সকলেরই বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। ঋষি ভরদ্বাজ তিন জন্ম ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার তৃতীয় জন্মের শেষাবস্থায় যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন ইন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি আমি তোমাকে চতুর্থ জন্ম দি, তাহাহইলে তুমি উহা লইয়া কি করিবে। তিনি বলিলেন আমি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিব।

"ভরদ্বাজোহত্রিরায়ুর্ভির্ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, তংহজীর্ণম্ স্থবিরম্ শয়ানমিন্দ্রঃ উপব্রজ্য উবাচ ভরদ্বাজ, যত্তে চতুর্থমায়ুর্দ্দদ্যাম কিমেতেন কুর্য্যাঃ ইতিঃ ব্রহ্মচর্য্যমেব ব্রতেন চরেয়ম্ ইতি হোবাচ." তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন ঋষিগণ আমিত্বের ক্রমিক বিকাশের জন্য মানব জীবন চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমভাগে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরহিতসাধন সঙ্কল্প হইলে মানবের সর্ব্বপ্রথমেই স্বীয় শরীর, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি ঐকান্তিক যত্ন করা কর্ত্তব্য। দরিদ্র কুটীরেই হউক্ বা রাজপ্রাসাদেই হউক্, স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম্মহেতু যে স্থলেই জন্মগ্রহণ কর, অবস্থানুসারে জগতের যেরূপ কার্য্যের ভারই, ক্ষুদ্রই হউক্ বা বৃহৎই হউক, তোমার স্কন্ধে পতিত হউক্, তুমি সবল শরীর, দীর্ঘায়ু, সংযতমনা, ভগবদ্ভক্ত না হইলে কিছুতেই উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শরীর বলিষ্ঠ করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে পারিলে, মানসিকবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারিলে, প্রাণায়ামাদিদ্বারা জন্মজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় করিতে পারিলে এবং ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি স্থাপন করিতে পারিলেই তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে, জীবন নিষ্ফল হইবে না, ভববারিধিবক্ষে জল-বুদ্বুদের ন্যায় তোমার পুনঃ পুনঃ উদয় ও লয় হইতে হইবে না।

দুর্ব্বলকায় দুর্ব্বলচিত্ত কোন অবিশ্বাসী পুরুষ সংসারের কোন কাজ করিতেই সমর্থ হয় না, তাহার দ্বারা জগতে নিজের বা অন্যের কাহারও কোন মঙ্গলসাধিত হয় না। এইজন্যই আর্য্য-ঋষিগণ জীবনের প্রথম অংশেই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন। আর্য্য-ঋষিগণ তাবৎ জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত করিতেন। সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞানের চরম-অবস্থাই ব্রহ্মজ্ঞান। যে কিছু ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী তাহা অজ্ঞান-বা অবিদ্যাবাচ্য। বস্তুতঃ সাধারণতঃ নানাবিধ ঐহিককার্য্যের সহিত যে আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্রব নাই বলিয়া বোধ করি উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রত্যেক মানবের জীবনের তাবৎ কার্য্যের সহিত তাহার নিজের এবং সমগ্র জগতের ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্টসম্বন্ধ রহিয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে আমাদের যে সমুদায় কার্য্যকলাপ অতি সামান্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার সহিতও জগতের হিতাহিতের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে। কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী, ব্রহ্মের চিদাকাশে তোমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের কার্য্যকলাপ প্রতি-বিম্বিত হইয়া পরিরক্ষিত হয় এবং তাহা বলিষ্ঠ

ও জীবন্ত এক মহতীশক্তিরূপে পরিণত হইয়া অদৃশ্যভাবে অদৃষ্টরূপে তোমার জীবন পরিচালিত করে। কেবল তোমার কার্য্য নহে, তোমার হৃদয়ের গুহ্য হইতে গুহ্যতম চিন্তাগুলিও অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া তোমার জীবনের সুখ দুঃখের বিধান করিয়া থাকে; বিশ্বনাথের বিশ্বে কোন কার্য্যই ফলশূন্য হয় না। তোমার আহার-বিহার বসনভূষণাদি, যাহার সহিত তুমি ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্রব আছে বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহ, বেশ চিন্তা করিয়া দেখ, উহার সকলের সহিতই ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, উহার সকলের সহিতই আমিত্বের প্রসারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিশ্বের সহিত তোমার জীবন এতই সংসৃষ্ট যে তুমি কোনপ্রকারে নিজের অনিষ্ট করিলে তুমি বিশ্বেরও অনিষ্ট করিলে এবং বিশ্বের কাহারও অনিষ্ট করিলেই তোমার নিজের অনিষ্ট করিলে। আমি এই কার্য্য করিব ইহাতে যে ক্ষতি হয় আমারই হইবে, তাহাতে অপরের কি এ কথা তোমার বলিবার অধিকার নাই কারণ তুমি সমাজের এক অঙ্গমাত্র, তোমার ক্ষতি হইলে সমাজের অন্যান্য লোকেরও ক্ষতি হইবে, সুতরাং সমাজ তোমাকে তোমার স্বীয় অনিষ্টসাধনের দ্বারা সমাজের অনিষ্টসাধন করিতে কেন দিবে? আর্য্যশাস্ত্রে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, বহুতরদেশে আত্মহত্যার চেষ্টা রাজদণ্ডের যোগ্য বলিয়া ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ইহার মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে মনুষ্যজীবন পরস্পর সংসৃষ্ট বলিয়াই তোমাকে তোমার স্বীয় অহিতসাধন করিতে দিতেও সমাজ কুণ্ঠিত। তুমি অনিয়মিত মদ্যপান করিয়া কেবল যে নিজের সর্ব্বনাশ করিলে তাহা নহে, তোমার আত্মীয়বর্গের সর্ব্বনাশ করিলে, স্ত্রীপুত্রকন্যাকে সমাজের অন্যান্য লোকের গলগ্রহ হইল; তুমি সৎকার্য্যে নিরত থাকিলে তুমি দীর্ঘায়ু হইতে, সমাজ তোমার দ্বারা কতশতপ্রকারে উপকৃত হইতে পারিত। কিন্তু তুমি নিজে নিজের অনিষ্ট করাতে সমাজেরও মহান্ অনিষ্ট হইল। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই দৃষ্ট হইবে যে জগতের মঙ্গল এবং তোমার মঙ্গলে কোন বিরোধ নাই, দৃষ্ট হইবে যে যাহাতে তোমার মঙ্গল তাহাতেই সমাজের মঙ্গল, তাহাতেই তোমার আত্মার বিকাশ হইবে ও আমিত্বের প্রসার হইবে, তাহাতে তোমার ভেদজ্ঞান দূর হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। জগতের প্রায় তাবৎ কার্য্য ও জ্ঞান, হয় শ্রেয়ঃমুখী না হয় প্রেয়ঃমুখী। শ্রেয়ঃমুখী জ্ঞান ও কার্য্যই যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ কার্য্য এবং প্রেয়ঃমুখী জ্ঞান ও কার্য্যই অজ্ঞান ও অকার্য্য। তাবৎ জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত, এইজন্যই অভেদদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে হইত। যাঁহাদের ভেদজ্ঞান নষ্ট হয় নাই, যাহাদের আমিত্বের প্রসার হয় নাই, যাহারা নিজেই অন্ধ তাহাদের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন।

> ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষঃ
> সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
> অনন্য প্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য
> নীয়ান্ হ্যতর্কমনুপ্রমাণাৎ॥
>
> কঠশ্রুতিঃ

কোন শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারীর সম্পূর্ণরূপে আচার্য্যের অধীন হইতে হইত।

> আচার্য্যাধীন ভব। গোভিল

সর্ব্ববিষয়ে আচার্য্যের অধীন হও। যাহারা ...ী হইয়া

চলে নাই, তাহারা কখনও উন্নতিসোপান আরোহণ করিতে পারে নাই। যে পর্য্যন্ত নিজের জ্ঞানের বিকাশ না হয়, যে পর্য্যন্ত নিজের সম্পূর্ণ হিতাহিত বোধ না হয়, যে পর্য্যন্ত নিজের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আচার্য্যের অধীন না থাকিলে তুমি স্বেচ্ছাচার কীটদষ্ট হইয়া অসার জীবন লইয়া সংসারে পদার্পণ করিয়া সমগ্র জীবন নিরতিশয় দুঃখে যে অতিবাহিত করিবে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা কখন পদাতিকের ন্যায় বিনাতর্কে সেনাপতির আজ্ঞাপালন করিতে শিক্ষা করে নাই, তাহারা কখনও নেতৃত্বপদের পদপ্রাপ্তির আশা করিতে পারে না। কঠোর শাসনাধীনে থাকে বলিয়াই শাণিততরবারী, এবং ভয়াবহ শতঘ্নীও যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীতির সঞ্চার করিতে পারে না। শাসন ও নিয়মের মধ্যে থাকাতে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হয়, মনুষ্যত্বের ক্রমিক প্রসার হয়। এইজন্যই আর্য্য ঋষিরা ব্রহ্মচারীদিগের পক্ষে সুদৃঢ় শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সুদৃঢ় শাসনের ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই আর্য্যাবর্ত্ত প্রাচীনকালে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে পারিয়াছিল। ইদানীন্তন সেই কঠোর শাসন নাই বলিয়া আমরা জ্ঞানবিজ্ঞান-ভ্রষ্ট, অসংযতচরিত্র, দুর্ব্বলকায় এবং দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া পরাধীন হইয়া রহিয়াছি। ইদানীন্তন ব্রহ্মচর্য্য নাই বলিয়াই ভারতের এই দুর্দ্দশা।

আচার্য্যের প্রতি ব্রহ্মচারীর অত্যন্ত ভক্তিমান হইতে হইত। তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে প্রত্যহ অর্চ্চনা করিতে হইত। মনু বলিয়াছেন,—

**আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা-মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ। মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতাস্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ ॥**

আচার্য্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি; পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি; গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি এবং সহোদর ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

**শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ। নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষ্যমাণো গুরোর্মুখম্ ॥ মনু**

শরীর বাক্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও মনসংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত রাখিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে।

**নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচার সুসংযতঃ। যাস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ ॥ মনু**

উত্তরীয় হইতে দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া শোভনাচার ও বস্ত্রাবৃত দেহ হইয়া গুরু উপবেশন করিতে বলিলে তাঁহার অভিমুখে উপবেশন করিবে।

**হীনান্ন বস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ। উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সম্বিশেৎ ॥ মনু**

গুরুসন্নিধানে সর্ব্বদা গুরু অপেক্ষাহীনান্ন বস্ত্রবেশ হইতে হইবে, গুরু যখন উঠিবেন তাহার অগ্রে উত্থান ও গুরু যখন শয়ন করিবেন তাহার পরে শয়ন করিতে হইবে।

**প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ। নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ন পরাঙ্মুখঃ ॥**

শয়ান বা উপবিষ্ট থাকিয়া ভোজন করিতে করিতে কিম্বা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অথচ অন্যদিকে মুখ করিয়া গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ করিবে না, কিম্বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে না।

আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ। প্রত্যুৎগম্য ত্বা ব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ॥ মনু

গুরু আসীন হইয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য উত্থিত হইয়া এবং গুরু উত্থিত হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাহার অভিমুখে গমন করিয়াও গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাহার প্রত্যুদ্গমন করিয়াও গুরু গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিবে।

পরাঙ্মুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যেত্য চান্তিকম্। প্রণম্য তু শয়ানস্য নিদেশো চৈব তিষ্ঠতঃ॥ মনু

গুরু অন্যমুখ হইয়া থাকিলে শিষ্য তাঁহার সম্মুখীন হইবে, গুরু দূরস্থ থাকিলে শিষ্য তাঁহার নিকটস্থ হইয়া, গুরু শয়ান অথবা নিকট অবস্থান করিলে অবনত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিগ্রহণ করিবে।

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ। গুরোস্তু চক্ষুর্ব্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥ মনু

গুরুর নিকটে গুরুর আসন ও শয্যা অপেক্ষা শিষ্যের শয্যা আসন নিম্নে হওয়া উচিৎ, গুরু দেখিতে পান এমন স্থানে শিষ্যের যথেচ্ছা আসন হওয়া উচিত নহে।

মনুসংহিতা ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে গুরুর প্রতি ভক্তিমান হইবার জন্য ব্রহ্মচারীকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা হইয়াছে। কালবিশেষে বা দেশবিশেষে ভক্তিপ্রদর্শনের উপায় বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু গুরুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি দেখান যে কর্ত্তব্য তাহাতে

ব্রহ্মচারীর সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শ[...] হইতে উত্থান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কা[...] করিতে হইবে এবং সায়ংকালেও পুনর্ব[...] ঐরূপ করিতে হইবে।

গুরুসন্নিধানে বাস করিয়া ব্রহ্মচারীরা না[...] বিধ হিতকর নিয়মপালন করিয়া ক্রম[...] তাহাদের আত্মার উৎকর্ষসাধন করিতে[...] ইন্দ্রিয়সংযমসম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর পক্ষে অনে[...] কঠোর নিয়ম ছিল।

বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল[...] রসান্ স্ত্রীয়ঃ। শুক্তানি যানি সর্ব্বা[...] প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥ মনু

ব্রহ্মচারী মধুমাংস গন্ধদ্রব্য মাল্য রস ও[...] পরিত্যাগ করিবে, যে সমুদায় দ্রব্য মধুর হইয়া[...] কালবশে অম্ল হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে[...] ব্রহ্মচারী প্রাণীহিংসা করিবে না।

অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্র[...] ধারণম্। কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ[...] নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥ দ্যূতঞ্চ জন[...] বাদঞ্চ পরিবাদং তথা নৃতম্। স্ত্রীণাঞ্চ[...] প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥ এক[...] শায়ীত সর্ব্বত্র ন রেতং স্কন্দয়েৎ[...] ক্বচিৎ। কামাদ্ধিস্কন্দয়রেতো হিনস্তি[...] ব্রতমাত্মনঃ॥ স্বপ্নে সিক্তাঃ ব্রহ্মচারি[...] দ্বিজাঃ শুক্রমকামতঃ। স্নাত্বার্কমর্চ্চ[...] য়িত্বা ত্রিপুনর্ম্মামিত্যৃচং জপেৎ॥ ম[...]

তৈলমর্দ্দন অঞ্জনদ্বারা চক্ষুরঞ্জন পাদুকা[...] ছত্রধারণ নৃত্যগীতবাদন কাম ক্রোধ লোভ অ[...] ক্রীড়া বৃথা কলহ পরনিন্দা মিথ্যাকথন, স্ত্রী[...] লোকের প্রতি দোষজনক কটাক্ষ বা তাহাদে[...] [...] এ সকল পরিত্যাগ করিবে

ব্রহ্মচারী একাকী শয়ন করিবেন এবং কখনও হস্তাদিদ্বারা রেতঃপাত করিবেন না, কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। যদি অকামবশতঃ স্বপ্নে রেতঃস্খলন হয় তাহাহইলে স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবে এবং আমার বীর্য্য পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করুক্ ইত্যাদি বেদমন্ত্র জপ করিবেন।

ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই মানব এই জীবনেই দেবত্ব অনুভব করিতে পারে ইহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য ঋষিগণ যে কতশত উপদেশ দিয়াছেন তাহার গীতাদি তাবৎ শাস্ত্র পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। ঋষিগণ জানিতেন যে মানব যেরূপ আপনাকে দেবত্বে পরিণত করিতে পারে সেইরূপ পশুত্বেও পরিণত করিতে পারে, তাঁহারা জানিতেন যে অতি চরিত্রবান্ লোকেরও সহসা পদস্খলন হয়, তাঁহারা জানিতেন যে কামই মানবের ঘোর শত্রু। এইজন্য তাঁহারা নির্জ্জনে অতি ঘনিষ্ট-সম্বন্ধীয় স্ত্রীলোকের সহিতও ব্রহ্মচারীকে একত্রে বাস করিতে নিষেধ করিতেন। কারণ—বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি অর্থাৎ বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

কামোপভোগের বিরুদ্ধে শাস্ত্রে যে কতশত উপদেশ আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ইন্দ্রিয়ানাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্। সংনিয়ম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি॥ মনুতেও যেরূপ এইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রেই কামোপভোগের বিরুদ্ধে ঋষিবর্গ খড়্গাহস্ত ছিলেন। কেবল বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে অপত্যোৎপাদনার্থ ঋতুকালে স্বীয় ভার্য্যাভিগমন ঋষিগণ অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তদতিরিক্ত স্থলে কামোপভোগ নিতান্তই গর্হিত বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুক্র পরিরক্ষণ করিতে না পারিলে মানবের মানবত্ব থাকে না, এই শুক্রক্ষয় হইতেই মানবের নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই শুক্রক্ষয়ই ভারতবাসীদিগের এত দুর্গতির কারণ। প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তিরই এ বিষয় প্রকাশ্যরূপে ঘোষণা করিয়া উহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। আমাদের সন্তানসন্ততিগণ অতি অল্পবয়সেই শুক্রক্ষয়ে দুর্ব্বলমনা দুর্ব্বলশরীর হইয়া পড়িতেছে, বিংশতিবৎসর না হইতে হইতেই মস্তিষ্কের পীড়া হইতেছে, চক্ষুরোগ উপস্থিত হইতেছে, যৌবন শেষ হইতে না হইতেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। হে ভারতবাসি! যদি আর্য্যবংশ রক্ষা করিতে চাহ, তাহাহইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগকে শুক্রক্ষয়রূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিতে কটিবদ্ধ হও, উহা না হইলে বিএ, এমএ পাশ করাইলে কিছুই হইবে না। ব্রহ্মচারীর উচ্চ আদর্শ প্রত্যেক বালকের হৃদয়ে অঙ্কিত কর, গৃহে গৃহে ব্রহ্মচারীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত ব্রহ্মচারীমূর্ত্তি পূজা কর। বৈদিক ঋষিগণ যে পবিত্র মূর্ত্তি পূজা করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই, সেই মূর্ত্তি তুমি তুচ্ছ করিও না। বাহিরে না কর, প্রত্যহ হৃদয়ে প্রেয়মূর্ত্তি শ্বেতাঙ্গদিগের উপাসনা করিয়া থাক, ঐ মূর্ত্তি হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ব্রহ্মচারীর মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত কর। সমগ্র জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করাইতে পার, অর্থাৎ যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী না করাইতে পার, তাহাহইলে অন্ততঃ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমপর্য্যন্ত সন্তানদিগকে ব্রহ্মচারী ব্রতে রাখ। বীজ বপন না করিয়া কে কখন ফলভোগ করিয়াছে? কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া

কে কখন অমৃতফল প্রাপ্ত হইয়াছে। সন্তানদিগকে কু-শিক্ষা, কু-আদর্শের মধ্যে অবস্থিত রাখিয়া কিরূপে তাহাদিগকে ধর্ম্মনিরত দেখিতে আশা কর? যদি ভারতবর্ষের যথার্থ মঙ্গল চাও, ব্রহ্মচর্য্য বিধান প্রচলিত কর। ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির বিকাশ হইবে। ইহা মুখের কথা নয়, বিশ্বাস কর, ইহা প্রত্যক্ষ। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেখ, তোমার শক্তির বিকাশ হয় কি না হয়। যদি না হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিও। কিন্তু প্রত্যক্ষ না করিয়া উহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিও না। প্রজাপতি সন্নিধানে যখন দেবতা মনুষ্য ও অসুর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন তিনি তিনটি "দ" দ্বারা ব্রহ্মচারীর, কেবল ব্রহ্মচারীর কেন, মানবমাত্রেরই, জীবনের মূলমন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ত্রয়োঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা, ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি ॥

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি ব্যজাসিষ্টেতি ॥

অথ হৈন মসুরা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি ॥ বৃহদারণ্যকশ্রুতি।

অর্থাৎ দেব, মনুষ্য ও অসুর, প্রজাপতি এই তিন পুত্র প্রজাপতিসন্নিধানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি দেবতাদিগকে "দ" অক্ষর বলিয়া উপদেশ দিলেন, ঐরূপ মনুষ্য ও অসুরদিগকেও "দ" অক্ষরদ্বারা উপদেশ দিলেন উহাদ্বারা তিনি তাহাদিগকে দাম্যত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম কর, দত্ত অর্থাৎ দান কর এবং দয়ধ্বম অর্থাৎ দয়া কর এই উপদেশ দিলেন।

গীতাতেও ঐ উপদেশ আছে,

ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামং ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিনটী নরকের দ্বার তজ্জন্য এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে। ইন্দ্রিয়সংযম কর, লোভ পরিত্যাগ কর এবং সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন কর, এই ব্রহ্মচারী জীবনের মূলমন্ত্র। যাহাদের এই তিনটি আয়ত্ত হইয়াছে, তাহারা মর্ত্ত্যভূমে দেবতুল্য। তাহাদের আমিত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সর্ব্বভূতে আত্মার দর্শন হইয়াছে, তাহাদের আর জন্মমরণের অধীন হইতে হইবে না। হে ভারতবাসি! তোমরা স্বীয় গৃহে যেরূপ শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক, সেইরূপ ব্রহ্মচারীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কর। দেখিবে তোমার ক্ষুদ্রত্ব দূর হইয়া যাইবে, দেখিতে পারিবে যে যাহারা তোমাদিগকে জঘন্য বলিয়া পদদলিত করিতেছে, তাহারাও তোমাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া তোমাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হইবে। আর সময় নাই.

প্রত্যহ ব্রহ্মচারীর পূজা কর, প্রত্যহ ব্রহ্মচারীর গুণ কীর্ত্তন কর। আজও ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র কুমারী পূজা হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মচারীর পূজা কেন হইবে না? ঋষিগণ ব্রহ্মচারীর পূজা করিতেন, তোমাদের লজ্জা কি? যদি নিজে ব্রহ্মচারী নাও হইতে পার, কিন্তু অন্ততঃ তাঁহার আদর্শমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিতে পার, তাহা হইলেও তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে।

বেদ, উপনিষৎ, ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই ব্রহ্মচারীর জীবনের নিয়ম নিবদ্ধ রহিয়াছে, উহা সমুদায় উদ্ধার করিতে গেলে প্রবন্ধের আকার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া যায়, এজন্য ভক্তি ও যোগগ্রন্থ ভাগবতে ব্রহ্মচর্য্যের যে নিয়ম সংক্ষেপে নিবদ্ধ রাখিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্ দান্তো গুরোর্হিতম্। আচরণ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ॥ সায়ং প্রাতরুপাসীতগুর্ব্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্। সন্ধ্যে উভে চ যতবাগজপন্ ব্রহ্মসনাতনম্॥ ছন্দাংস্যধীয়ীত গুরোরাহূতশ্চেৎ সুমন্ত্রিতঃ। উপক্রমেঽবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ॥ মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলূন্। বিভৃয়াদুপবীতঞ্চ দর্ভপাণির্যথোদিতম্॥ সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ। ভুঞ্জীত যদ্যনুজ্ঞাতো নো চেদুপবসেৎ কচিৎ॥ সুশীলো মিতভুগ্দক্ষঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ। যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জ্জিতেষু চ॥ বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্‌ব্রতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্ম্মনঃ॥ কেশপ্রসাধনোম্মর্দ্দস্নপনাভ্যঞ্জনাদিকম্। গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা॥ নন্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্। সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ॥ কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ। দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ ততোহস্য বিপর্য্যয়ঃ॥

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুকুলে বাস করত, গুরুতে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দস্থাপনপূর্ব্বক নীচ দাসের ন্যায় গুরুর হিতানুষ্ঠান করিবে; গুরু, অগ্নি, সূর্য্য ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবে এবং গায়ত্রী জপ ও ত্রিকালে সন্ধ্যা করিবে। এবং সায়ংপ্রাতঃ উভয় সন্ধ্যাকালেই মৌনী হইয়া থাকিবে। গুরু যখন আহ্বান করিবেন, তখন মন ও দেহ উত্তমরূপে স্থির করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়নের আরম্ভে ও অবসানে মস্তকদ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক গুরুচরণে প্রণাম করিতে হইবে। মেখলা, অজিন, বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু ও উপবীত ধারণ করা কর্ত্তব্য; এবং কুশহস্ত হইয়া থাকিবে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে নিবেদন করিবে; পরে গুরুর নিকট অনুজ্ঞা পাইলে আপনি ভোজন করিবে; নচেৎ উপবাস করিয়া দিনপাত করা উচিত। ব্রহ্মচারী সুশীল, মিতভোজী, কার্য্যদক্ষ, শ্রদ্ধাশীল হইবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রীদিগের এবং স্ত্রীজিত ব্যক্তিগণের সহিত আপনার প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবে। গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্মচারীমাত্রেই নারীঘটিত কথাবার্ত্তা পরিত্যাগ করিবে; কেননা প্রবল ইন্দ্রিয়

সকল যতিরও মন হরণ করে। যুবা শিষ্য,—যুবতী গুরুপত্নীদ্বারা আপনার কেশপ্রসাধন, গাত্রমর্দ্দন, স্নপন ও অভ্যঞ্জনাদিকার্য্য করাইবে না। কারণ প্রমদা অগ্নিতুল্য, পুরুষ ঘৃতকুম্ভসদৃশ; নির্জ্জনে কন্যার সহিতও অবস্থিতি নিষিদ্ধ। অন্য সময়ে (কেশপ্রসাধনাদি ব্যতিরিক্ত সময়ে) প্রয়োজনমত স্বদীয় কার্য্য করিবে। যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার-দ্বারা দেহাদিকে আভাসমাত্র বিবেচনা করিয়া জীব স্বতন্ত্র হইতেছেন, ততদিন ভেদজ্ঞান থাকিবে। ভেদজ্ঞান হইতেই বিপর্য্যয়, ভোক্তা ও ভোগ্য এই ভেদজ্ঞান থাকেত, স্ত্রীসঙ্গ পরিহার কর্ত্তব্য।

হে ভারতবাসি! ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া হৃদয়ের তৃণাবর্ত্ত নাশ কর, প্রাণায়ামাদিদ্বারা জন্মজন্মার্জ্জিত অঘ ধ্বংস কর, কপটরূপ বকপুতনাদির বধসাধন কর, বংশীধারীর প্রণবরূপ বেণুবাদন শ্রবণে কর্ণ পবিত্র কর, ভগবানের নির্ম্মল উপাসনারূপ কালিন্দীবারিদ্বারা ভারতের পাপরাশি বিধৌত কর, তবেই ভারতের মঙ্গল।

ধর্ম্মে ভণ্ডাম পরিত্যাগ কর।

নাদৃষ্টং দ্রষ্টতো ব্রবীতি, নাশ্রুতং শ্রুততঃ ন মনুষস্য স্তুতিং প্রযুঞ্জীত।
গোভিল।

যাহা দেখ নাই, তাহা দেখার ন্যায় প্রতিপন্ন করিও না, যাহা শুন নাই, তাহা শুনার ন্যায় প্রতিপন্ন করিও না, কখন মনুষ্যের চাটুকারিতা করিও না।

সত্যং বদ, ধর্ম্মঞ্চর, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব। তৈত্তিরীয়শ্রুতি।

সত্য বল, ধর্ম আচরণ কর, পিতা, মাতা, আচার্য্য, অতিথিকে দেবতার ন্যায় সেবা কর। দেখিবে ভারতের দুর্গতি দূরে যাইবে।

ভারতে একতা সংস্থাপন কর। প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া একতা সংস্থাপন কর, ঐ দেখ তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন,—

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমিবঃ। অন্যো অন্যমভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥ অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ। জায়াপত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবান্॥ মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুনস্বসা। সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচমবদতভদ্রয়া॥ অথর্ব্ববেদ।

আমি তোমাদিগকে বিদ্বেষশূন্য এবং ঐকান্তিক একতাপ্রদান করিতেছি, গাভী যেরূপ বৎস জন্মগ্রহণ করিলে হৃষ্ট হয়, তোমরাও সেইরূপ পরস্পরকে দেখিয়া হৃষ্ট হও। পুত্র পিতামাতার আজ্ঞাকারী হউক, পত্নী পতির সহিত শান্তিতে বাস করিয়া তাহাকে মধুরবাক্য বলুক। ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে কিম্বা ভগিনী যেন ভগিনীকে ঘৃণা করে না, তাহারা সর্ব্ববিষয়ে ঐক্যসংস্থাপন করিয়া যেন পরস্পরের প্রতি সদয় ব্যবহার করে।

ঐ শুন আর্য্য-ঋষি কি বলিতেছেন;—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাং। দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥ সমানীব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥
ঋগ্বেদ।

তোমরা মিলিত হও, তোমরা ঐক্যভাবে প্রস্তাব কর, তোমরা পরস্পরের মনের ভাব অবগত হও। দেবতারা যেরূপ একমত হইয়া হবিগ্রহণ করিতেন, তোমরাও তদ্রূপ একমত হও। তোমাদের সঙ্কল্প এক হউক্, হৃদয় এক হউক্, মন এক হউক্, যাহাতে তোমরা সুন্দররূপে সম্মিলিত হইতে পার। ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।

---

# হস্তামলক।

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ"—সেই ভগবান শঙ্করাচার্য্য দেশভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে একটী শিশু তাঁহার সম্মুখাসীন হইলেন। শঙ্কর তাঁহাকে বলিলেন,—

কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোসি গন্তা
ং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি।
তদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং, মৎপ্রীতয়ে
াতিবিবর্দ্ধনোঽসি ॥ ১ ॥

অনুবাদ। হে শিশু! তুমি কে? কাহার পুত্র)? তোমার নাম কি? কোথায় যাইতেছ? কোথা হইতে আসিতেছ? এই সকল আমার নিকট বলিলে আমি প্রীত হইব। তুমি আমার সেই প্রীতির বর্দ্ধক হও ॥ ১ ॥

বালক বলিল,—

নাহং মনুষ্যো নচ দেবযক্ষো ন
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ। ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্ন চাহং
নিজবোধরূপঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। আমি মনুষ্য নই, দেবতা বা যক্ষ ই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্র নই। ব্রহ্মচারী নই, গৃহী নই, বানপ্রস্থ নই এবং ভিক্ষুক ই। আমি আত্মজ্ঞানস্বরূপ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য—বালক "কস্ত্বং"—এই প্রশ্নের ত্তর স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রশ্নান্তরের উত্তর দিতে দেওয়া হইয়াছে। বালকের ভাব—এই শরীর আমি নই। অতএব আমি মনুষ্যাদির মধ্যে নই, ব্রাহ্মণাদিজাত্যভিমানও আমার নাই, কারণ উহা কর্ম্মলব্ধ শরীরের ধর্ম্ম। আমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, আমি কোন আশ্রমী নই, যাতায়াত প্রভৃতি শরীরের ব্যাপার আমি যখন জ্ঞানময় আত্মা, তখন আমার সম্বন্ধে ঐ সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না।

নিমিত্তং [illegible]নশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ
নিরস্তাখিলোপা[illegible]কাশকল্পঃ। রবি-
র্লোকচেষ্টানিমিত্ত[illegible]থা যঃ স নিত্যো-
পলব্ধিস্বরূপোঽহমা[illegible] ॥ ৩ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ মনপ্রভৃতি ও চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণে কার্য্যে। ২। নিরস্তাখিলোপাধিঃ—নিরস্ত হইয়াছে অখিল উপাধি (বিশেষণ) যাহার অর্থাৎ যিনি কোন বিশেষণে বিশেষিত নন। ৩। আকাশকল্পঃ—আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত বা নির্ম্মল। ৪। লোকচেষ্টানিমিত্তং—লৌকিক কার্য্যের হেতু। ৫। নিত্যোপলব্ধিস্বরূপঃ—নিত্য (প্রতিক্ষণ) উপলব্ধি (জ্ঞান) যাহার। তাদৃশ স্বরূপ যাহার। আমি যতক্ষণ আমার জ্ঞান ততক্ষণ, অতএব আমি আমাকে সর্ব্বদাই জানিতেছি। অথবা নিত্যজ্ঞানময়।

অনুবাদ। সূর্য্য যেরূপ লৌকিক কার্য্যের নিমিত্ত, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়কার্য্য দর্শনাদি

ব্যাপারের প্রবৃত্তির নিমিত্ত, বস্তুত যিনি সর্ব্ব উপাধিবর্জ্জিত আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত নিত্য অনুভূয়মান সেই আত্মাই আমি ॥ ৩॥

যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি। প্রবর্ত্তন্তে আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৪ ॥

অন্বয়। অবোধাত্মকানি মনশ্চক্ষুরাদীনি অগ্ন্যুষ্ণবৎ নিজবোধস্বরূপং নিষ্কম্পমেকং যং আশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে, অহং নিত্যবোধস্বরূপঃ স আত্মা।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অবোধাত্মকানি—চৈতন্য হীন অর্থাৎ জড়। ২। প্রবর্ত্তন্তে—আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ৩। নিষ্কম্প—নির্ব্বিকার। ৪। এক অদ্বিতীয় অথবা পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি সমস্ত দেহে সমান।

অনুবাদ। যেমন অগ্নি উষ্ণময়, তেমনি আত্মা নিত্য চৈতন্যময়। মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ চৈতন্যহীন ( জড় ) সেই অচেতন মন ও চক্ষু আদি সচেতন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অথচ আত্মা নির্ব্বিকার ও প্রতি প্রাণীতে সমান। আমি নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মা ॥ ৪ ॥

মুখাবভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেনৈবাস্তি বস্তু। চিদাবভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥৫॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মুখাবভাসকঃ—মুখের প্রতিবিম্ব। ২। দর্পণে—আদর্শ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে। ৩। চিদাবভাসকঃ—চিৎ পরমাত্মা। তাঁহার আভাসক প্রতিবিম্ব। ৪। ধীষু—অন্তঃকরণে। ৫। জীবঃ—জীবাত্মা। ৬। তদ্বৎ-সেইরূপ।

অনুবাদ। দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থে মুখে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই প্রতি( বিম্বভূত ) মুখ হইতে পৃথক্ বস্তু নয়। সেরূপ জীবাত্মা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত পরমাত্ম প্রতিবিম্বমাত্র, পৃথক্ বস্তু নয়। আমি নিত্য জ্ঞানময় সেই আত্মা ॥ ৫ ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখ বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্। তদ্বৎ ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা ॥৬॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। আভাসহানৌ—প্রতিবিম্বের অভাব। ২। কল্পনাহীনং—প্রতিবিম্ব শূন্য। ৩। ধীবিয়োগে—অন্তঃকরণের অভাবে। ৪। নিরাভাসক—প্রতিবিম্ব শূন্য।

অনুবাদ। যেমন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়। তখন কেবল প্রতিবিম্ব মুখ থাকে, সেইরূপ যিনি অন্তঃকরণের বিয়োগে প্রতিবিম্বশূন্য ( অর্থাৎ জীব এই উপাধিশূন্য ) হন আমিই সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা।

মনশ্চক্ষুরাদের্ব্বিমুক্তঃ স্বয়ং মনশ্চক্ষুরাদের্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ। মনশ্চক্ষু রাদেরগম্য স্বরূপঃ স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৭ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মনশ্চক্ষুরাদে আদিপদে শরীরেরও পরিগ্রহ করিতে হইবে। ২। বিমুক্তঃ—পৃথগ্‌ভূত। ৩। মনশ্চক্ষুরাদের্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ—অর্থাৎ মন, চক্ষু প্রভৃতি বস্তুর প্রকাশক আত্মা আমার সেই মন ও প্রভৃতির প্রকাশক। আত্মার অধিষ্ঠান ব্যতীত মন মনন করিতে পারে না, চক্ষু প্রভৃতি স্ব

সাধন করিতে পারে না। ৪। অগম্যস্বরূপঃ—অগম্য ( দুর্ব্বোধ ) স্বরূপ (স্বভাব) যাহার অগোচর ইতি যাবৎ।

অনুবাদ। যিনি স্বয়ং মন ও চক্ষু প্রভৃতি এবং শরীর হইতে পৃথগ্ভূত। যিনি মনের মন, চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদি এবং যিনি মন ও চক্ষু প্রভৃতির অগোচর, নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি ॥ ৭ ॥

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেবধীষু। শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। স্বতঃ—স্বভাবতঃ—আপনিই। ২। শুদ্ধচেতাঃ—নির্ম্মলচিত্তে প্রকাশমান। ৩। প্রকাশস্বরূপঃ—প্রকাশই যাহার রূপ ( স্বভাব )। ৪। শরাবোদকস্থোঃ—শরাব উদকে স্থিত ( প্রতিবিম্বিত )। ৫। বুদ্ধি—অন্তঃকরণ।

অনুবাদ। যিনি এক ( অর্থাৎ যাহার সদৃশ আর নাই। ) প্রকাশস্বরূপ হইলেও শুদ্ধচিত্তে যাহার প্রকাশ। যেমন শরাবপ্রভৃতি বিধ পাত্রে প্রতিফলিত সূর্য্য এক হইলেও পাত্রভেদে ) ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপে আত্মা এক হইলেও নানা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হওয়ায় নানা বলিয়া বোধহয়, সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মাই আমি ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য। তুমি আমি সব এক। তুমি যে ভেদ দেখিতেছ, তাহা শরীরের জন্য।

যথানেকচক্ষুঃ প্রকাশোরবির্ন ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং। অনেকাধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥৯॥

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। প্রকাশঃ—প্রকাশ করে যে। প্রকাশক। ২। প্রকাশ্যঃ—যাহা প্রকাশিত হয়। ৩। প্রবোধঃ—আত্মা।

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া অনেক চক্ষুর প্রকাশ্য বিষয় যুগপৎ প্রকাশ করেন, ক্রমে নয়। সেইরূপ এক প্রবোধ ( আত্মা ) অনেক অন্তঃকরণ। ( অর্থাৎ যিনি এক হইয়া অনেক অন্তঃকরণের বিষয়কে এককালে প্রকাশ করেন, ক্রমে নয়, সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মাই আমি ॥৯॥

বিবস্বৎ প্রভাতং যথারূপমক্ষং প্রগৃহ্নাতি নাভাতমেব বিবস্বান্। তথাভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥১০॥

বিষমপদব্যাখ্যা।—প্রকাশিতং সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২। অক্ষ—ইন্দ্রিয় এখানে চক্ষু। ৩। নাভাতং—ন প্রকাশিতং। ৪। বিবস্বান্—সূর্য্য। ৫। আভাসয়তি—প্রকাশ করে।

অনুবাদ। চক্ষু সূর্য্য ( কিরণে ) প্রকাশিতরূপ গ্রহণ করে, অপ্রকাশিতরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। সেইরূপ এক সূর্য্য যাহার কিরণে প্রকাশিত হইয়া চক্ষু প্রকাশ করে ( অর্থাৎ সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা ) নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি ॥ ১০ ॥

যথা সূর্য্য একোঽপ্স্বনেকশ্চলাসু স্থিরাস্বপ্যনন্যদ্বিভাব্যস্বরূপঃ। চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেব এবং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। অপ্সু—জলে। ২। স্থিরাসু—অচল। ৩। অনন্যগবিভাব্য

স্বরূপঃ—অপৃথগ্‌ভাবে বিভাব্য স্বরূপ যাহার অর্থাৎ একরূপ।

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া চল জলে অনেক এবং অচল জলে একরূপ বোধহয়। সেইরূপ যিনি স্বরূপতঃ এক হইয়া চঞ্চল নানা বুদ্ধিতে নানাপ্রকার প্রতিভাত হন। নিত্য-জ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি॥ ১১॥

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতি মূঢ়ঃ। তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥ ১২॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। ঘনচ্ছন্নদৃষ্টিঃ—ঘনে (মেঘে) ছন্না (ঢাকা) দৃষ্টি যাহার। ২। অর্ক—সূর্য্য। ৩। নিষ্প্রভং—প্রভাশূন্য অপ্রকাশ-স্বরূপ। ৪। বদ্ধবৎ—বদ্ধের ন্যায়। অপ্রকাশ-স্বরূপের ন্যায় ইত্যর্থ। ৫। মূঢ়দৃষ্টেঃ—মূঢ়দৃষ্টি (জ্ঞান) যাহার। যাহার জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত।

অনুবাদ। যেমন অতিমূঢ় ব্যক্তি নয়নমেঘে আবৃত হইলে সূর্য্যকে মেঘাবরণে অপ্রকাশস্বরূপ বিবেচনা করে, সেইরূপ অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হইলে অতিমূঢ় স্বপ্রকাশস্বরূপ যে চৈতন্যকে অপ্রকাশস্বরূপের ন্যায় বিবেচনা করে, সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মাই আমি॥ ১২॥

সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি। বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥ ১৩॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অনুস্যূতং—অনুগত। ২। বিয়দ্বৎ—আকাশের ন্যায়। ৩। শুদ্ধ নির্লিপ্ত—বস্তুগত দোষশূন্য। ৪। অচ্ছস্বরূপং—নির্ম্মল স্বভাব। মূর্ত্তিরূপ অস্বচ্ছতাশূন্য ইত্যর্থ।

অনুবাদ। যিনি সমস্ত (নানা) বস্তুতে অন্তর্যামীরূপে অনুগত অথচ এক। সমস্ত বস্তু যাঁহাকে স্পৃষ্ট (লিপ্ত) করিতে পারে না এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত হইলেও যিনি শুদ্ধ (রাগাদিদোষশূন্য) এবং অমূর্ত্তস্বভাব, নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি॥ ১৩॥

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু। যথা চন্দ্রকানাং জলে চঞ্চলত্বং তথা চঞ্চলত্বং তথাপীহ বিষ্ণোঃ॥ ১৪॥

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। উপাধৌ—আশ্রয় নিমিত্ত। ২। ভেদতা—ভিন্ন বর্ণতা। ৩। সন্মণীনাং—নির্ম্মল স্ফটিকাদি মণির।

অনুবাদ। (জপাপুষ্পাদি) উপাধির সন্নিকটে অতি নির্ম্মল (স্ফটিকাদি) মণির ভেদ (বর্ণভেদ) হয় এবং যেমন চঞ্চল জলে এক চন্দ্র নানা হয়, সেইরূপ হে বিষ্ণো! নানা অন্তঃকরণ সংসর্গে তোমার ভেদও নানাত্ব॥ ১৪॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

---

# আত্মনাত্মবিবেকঃ!

দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মা স্যাৎ দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ।
আত্মানাত্মবিবেকোঽয়ং কথ্যতে গ্রন্থকোটিভিঃ॥

বিবেকি লোকের ইন্দ্রিয়গোচর সমুদায় দৃশ্যপদার্থ অনাত্মা এবং সর্ব্বসাক্ষী ব্রহ্ম তিনিই আত্মা। এই আত্মনাত্মবিবেক কোটি কোটি গ্রন্থদ্বারা কথিত হইতেছে।

আত্মনঃ কিং নিমিত্তং দুঃখং?

আত্মার কি নিমিত্ত দুঃখ হয়?

শরীর পরিগ্রহনিমিত্তং।

শরীর পরিগ্রহনিমিত্ত।

নহি বৈ স শরীরস্থ সতঃ প্রিয়াপ্রিয়যোরপ-হতিরস্তীতি শ্রুতেঃ। (১)

শরীরের সহিত আত্মার প্রিয় ও অপ্রিয় দ্রব্যের নাশ হয় না।

শরীর পরিগ্রহঃ কেন ভবতি?

শরীর গ্রহণ কেন হয়?

কর্ম্মণা। (২)

কর্ম্মদ্বারা।

কর্ম্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ?

যদি বল কর্ম্ম কেন হয়?

রাগাদিভ্যঃ।

রাগাদি হইতে হয়।

রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ।

যদি বল রাগাদি কেন হয়?

অভিমানাৎ।

অভিমান হইতে।

অভিমানঃ কেন ভবতি চেৎ।

যদি বল অভিমান কেন হয়?

অবিবেকাৎ।

অবিবেক হইতে।

অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ।

যদি বল অবিবেক কি কারণে হয়?

অজ্ঞানাৎ।

অজ্ঞান হইতে।

অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ।

যদি বল অজ্ঞান কেন হয়?

ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনি-র্ব্বচনীয়ং।

কাহা হইতেও হয় না। অজ্ঞান অনাদি ও অনির্ব্বচনীয়।

অজ্ঞানাদবিবেকো জায়তে।

অজ্ঞান হইতে অবিবেক জন্মে।

অবিবেকাদভিমানো জায়তে।

অবিবেক হইতে অভিমান জন্মে।

অভিমানাদ্রাগাদয়ো জায়ন্তে।

অভিমান হইতে রাগাদি জন্মে।

রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে। (৩)

রাগাদি হইতে কর্ম্ম সকল জন্মে।

কর্ম্মেভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে। (৪)

কর্ম্ম সকল হইতে শরীর গ্রহণ হয়।

শরীরপরিগ্রহাদ্দুঃখং জায়তে। (৫)

---

(১) ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮ প্রপাঠকে ১২ খণ্ডে ১।

(২) কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দ্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ৬৭শ্লোক।

গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে কহিয়াছিলেন স্বকর্ম্মবশতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, মঙ্গলাচরণ ও দানদ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে [illegible] হউক।

(৩) তজ্জন্য পরাশর মুনি কহিয়াছেন।
যদ্ যদ্ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তুমৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি॥
সাংখ্যদর্শনে ৬ অধ্যায়ে ৮ সূত্র ভাষ্যধৃত বিষ্ণুপুরাণীয় বচন।

হে মৈত্রেয়! লোকের যে যে প্রীতিকর বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাই দুঃখবৃক্ষের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে (তজ্জন্য কোন দ্রব্যে মমতা করা কর্ত্তব্য নহে।

(৪) কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোক।

কর্ম্মদ্বারা জন্তু জন্মগ্রহণ করে ও কর্ম্মদ্বারা লয়প্রাপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, ভয় ও কুশল কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২০৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোক।

(৫) প্রণীতং কর্ম্মণামার্গং নীয়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
প্রাপ্নোত্যয়ং কর্ম্মফলং প্রবৃদ্ধং ধর্ম্মমাত্মবিৎ॥

জীব স্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া পুনঃ পুনঃ

শরীর গ্রহণ করিলে দুঃখভোগ করিতে হয়।

দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ ?

দুঃখের নিবৃত্তি কখন হয় ?

সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। (৬)

সর্ব্বতোভাবে শরীরগ্রহণ নাশ হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

সর্ব্বাত্মপদং কিমর্থং ?

"সর্ব্বাত্ম" শব্দ প্রয়োগ কেন ?

সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দুঃখে নিবৃত্তেঽপি পুনরুত্থানসময়ে উৎপদ্যমানত্বাৎ বাসনাস্থিতং ভবতি। (১)

শরীর ধারণ করিয়া থাকে ও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ জন্য প্রবৃত্তি প্রধান পুণ্য ও পাপের ফলপ্রাপ্ত হয়।

(৬) আমরা যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করি সেই ধ্যেয় বস্তু প্রাপ্ত হই। যথা—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তথৈবেতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাশ্বতঃ॥"

পঞ্চদশী ধ্যানদীপে—১৩৭ শ্লোকে।

এই কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং ৮ম অ, ৬ শ্লোকে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে সেই চিন্তা ন্যস্ত করিলে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন যথা—

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ম্॥

অন্যত্র উদ্ধবকে ঐ ঐ ৭ শ্লোকে।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অ, ২৭ শ্লোকে।

বিষয় চিন্তা করিলে চিত্তবিষয়ে মগ্ন হয় ও চিত্ত আমাতে ন্যস্ত করিলে আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয় (সুতরাং আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ও তজ্জন্য দুঃখভোগও করিতে হয় না)।

(১) জাগরণ ও পুনর্জ্জন্মে ইহাই প্রভেদমাত্র। স্বপ্নের পর জাগরণে দেহীর পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ হয় কিন্তু মৃত্যুর পর জন্ম হইলে পূর্ব্বের ভাব মনে থাকে না তজ্জন্য সুষুপ্ত্যবস্থাতে দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও পুনর্ব্বার উত্থান কালে মন বাসনাস্থ হয়।

অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বাত্মপদং। সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। (২)

তজ্জন্য বাসনা নিবারণহেতু "সর্ব্বাত্ম" পদ প্রয়োগ হইয়াছে। সর্ব্বতোভাবে শরীরপরিগ্রহ নিবৃত্ত হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ?

শরীর গ্রহণ কখন নিবৃত্তি হয় ?

সর্ব্বাত্মনা কর্ম্ম নিবৃত্তে সতি শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিভবতি।

কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ? (৩)

শ্রীধরস্বামী ১০ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকের টীকাতে প্রমাণ করিয়াছেন, যে "জন্তোর্দৈহিকস্য বিচ্ছেদোমৃতিঃ বত্যন্তবিস্মৃতিঃ"। শঙ্করাচার্য্য ও ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬ প্রপাঠকের ১১ খণ্ডে ৩ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন কার্য্যশেষে চ সুপ্তোহি তস্য মমেদং কার্য্যশেষমপরিসমাপ্তমিতি স্মৃত্বা সমাপনদর্শনাৎ"। অর্থাৎ যেরূপ কোন ব্যক্তির কার্য্য অসমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গেলে তিনি জাগরিত হইয়া "আমার এই কার্য্য শেষ হয় নাই" মনে করিয়া অবশিষ্ট কার্য্য সমাপন করে।

(২) বাসনাত্যাগ করা কর্ত্তব্য যথা—অশেষ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ। যোগবাশিষ্ঠ বৈরাগ্য প্রকরণ ৩ সর্গে ৮।

(৩) ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ গোপিণীগণকে কহিয়াছিলেন যাঁহারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে আর ফল ভোগ করিতে হয় না যেরূপ দগ্ধ ও পক্কযবাদি হইতে প্রায়ই অঙ্কুর হয় না। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পনম্॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং ৯ অধ্যায়ে ২৭।

কর্ম্মনিবৃত্তি কখন হয়?

সর্ব্বাত্মনা রাগাদিনিবৃত্তে সতি কর্ম্মনিবৃত্তি র্ভবতি। (১)

সর্ব্বতোভাবে রাগ নিবৃত্তি হইলে কর্ম্ম নিবৃত্তি হয়।

রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি?

রাগাদি নিবৃত্তি কখন হয়?

---

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।

সংন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি॥ ঐ ঐ ২৮

হে অর্জ্জুন। তুমি যাহা কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হবন কর, যাহা দাও ও যাহা তপস্যা কর তাহা আমাতে অর্পণ করিবে। এরূপ করিলে কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং আমাতে সমর্পণরূপ যোগযুক্ত হইয়া বিমুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্ম অর্পণ করা বিধি আছে ২৭।২৮।

বৈরাগী চেৎ কর্ম্মফলে ন কিঞ্চিদপি কারয়েৎ।

অর্পয়েৎ স্বকৃতং কর্ম্ম প্রীয়তামিতি মে হরিঃ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে।

যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।

কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥

অষ্টমবিলাসে ১০৩ শ্লোকে শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত কূর্ম্মপুরাণীয় বচনম্॥

যদি বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করে তাহাহইলে কর্ম্মফলাশা পরিত্যাগ করিবে এবং "হে হরি! সন্তুষ্ট হউন" বলিয়া স্বকৃত কর্ম্ম অর্পণ করিবে কিম্বা পরমেশ্বরে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সমর্পণ করিবে তাহাহইলে তাহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ কহে।

(১) যথোত্তম শ্লোকজনেষু সখ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ। ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহেষ্বাসক্ত চিত্তস্য ন নাথ। ভূয়াৎ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২৭।

বৃত্রাসুর কহিয়াছিলেন হে নাথ। নিজ কর্ম্মদ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে পবিত্র যশা তোমার লোকের সহিত যেন সখ্য হয় এবং তোমার মায়াবশে আমার মন, দেহ, পুত্র, স্ত্রী ও গৃহে আসক্ত রহিয়াছে। প্রার্থনা করি যেন এই সমুদায় বস্তুতে আমার প্রবৃত্তি না হয়।

সর্ব্বাত্মনা অভিমানানিবৃত্তে সতি রাগাদিনিবৃত্তির্ভবতি।

সম্যক্‌প্রকারে অভিমান নিবৃত্তি হইলে রাগাদিনিবৃত্তি হয়।

কদা অভিমান নিবৃত্তিঃ।

কখন অভিমানের নিবৃত্তি হয়।

সর্ব্বাত্মনা অবিবেকনিবৃত্তে সতি অভিমাননিবৃত্তিঃ।

সর্ব্বতোভাবে অবিবেক নিবৃত্তি হইলে অভিমানের নিবৃত্তি হয়।

অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি?

অবিবেকনিবৃত্তি কখন হয়?

সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞান (১) নিবৃত্তে সতি অবিবেকনিবৃত্তিঃ।

নিঃশেষরূপে অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলে অবিবেক নিবৃত্তি হয়।

কদা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ?

কখন অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়?

ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ। (২)

---

(১) অজ্ঞানের লক্ষণ মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৭০ অধ্যায়ে যথা—

রাগদ্বেষস্তথা মোহো হর্ষঃ শোকোঽভিমানিতা।

কামক্রোধশ্চ দর্পশ্চ তন্দ্রাচালস্যমেব চ॥ ৬॥

ইচ্ছাদ্বেষস্তথা তাপঃ পরবৃদ্ধ্যুপতাপিতা।

অজ্ঞানমেতন্নির্দ্দিষ্টং পাপানাঞ্চৈব যাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৭॥

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন, রাগ, দ্বেষ, মোহ, অসন্তোষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, বিষয়াভিলাষ, দ্বেষ, তাপ, পরবৃদ্ধিতে পরিতাপ ও পাপক্রিয়া সকল অজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

(২) অবিদ্যার কার্য্য যথা—অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। মুণ্ডকোপনিষদি ১ মুণ্ডকে ২ খণ্ডে ৯॥

অজ্ঞানী লোক সকল নানাপ্রকারে অবিদ্যাতে বর্ত্ত-

ব্রহ্মেতে জীবের একত্বজ্ঞান হইলে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যানিবৃত্তি হয়।

নমু নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিহিতাত্বা (১) নিত্যেভ্যঃ কর্ম্মেভ্যোঽবিদ্যা নিবৃত্তিঃ স্যাৎ কিমর্থং জ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্য ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ। (২)

নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান বেদে বিধান আছে যদি কর্ম্মদ্বারা অবিদ্যা নাশ হয় তাহাহইলে জ্ঞানের আবশ্যক কি এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন যে কর্ম্মদ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় না।

তৎ কুত ইতি চেৎ।

কি হেতু হয় না যদি এমন আশঙ্কা হয়।

---

মান থাকিয়া "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি অর্থাৎ আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইয়াছে" এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে।

অন্যত্র বিষ্ণুপুরাণে ৬ অংশ, ৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোক।

অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা অস্বে স্বমিতি যা মতিঃ।

অবিদ্যাতরুসম্ভূতেবীজমেতদ্ দ্বিধা স্থিতম্॥

অর্থাৎ অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি ও অন্য ধনে নিজীয় জ্ঞান এই দুইটী অবিদ্যাতরুসঞ্জাত বীজরূপে ব্যবস্থিত রহিয়াছে।

অন্যত্র "———

অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৭ অ, ২০।

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে কহিয়াছিলেন যে দেহাদিতে "আমি" ও "আমার" এইরূপ মোহজনিত অসদ্ভাব অর্থাৎ মিথ্যাবুদ্ধি ত্যাগ করিবে।

(১) ননু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা যথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনং। অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৫ অ, ১১।

লক্ষ্মণ কহিয়াছিলেন যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষার্থসাধন বেদে লিখিয়াছেন সেইরূপ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াসকলও বেদে কথিত হইয়াছে।

(২) নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো ভবেৎ ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ। ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা—॥"ঐ

ধর্ম্ম হইতে অবিদ্যা নাশ হয় না ও রাগও নাশ হয় না কিন্তু তাহাহইতে দোষযুক্ত এক কর্ম্ম জন্মে সেই দোষযুক্ত কর্ম্ম হইতে যে সংসারোৎপত্তি তাহা নিবারণ করা যায় না।

কিন্তু কর্ম্মত্যাগ যুক্তি বলিয়া কি কর্ম্ম করিবে না? তাহা নহে। প্রথমে স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়া করিয়া চিত্ত শুদ্ধি হইলে ঐ ক্রিয়া সমাপন করিয়া শমদমাদি সাধন লাভ হইলে আত্মজ্ঞানের জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবে। যথা—

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ। সমাপ্য তৎ পূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥ ঐ ঐ ঐ ৭।

তজ্জন্য ঐ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে কহিয়াছেন যে যাবৎ মায়াবশে শরীরাদিতে আত্মা বলিয়া জ্ঞান থাকে তাবৎ বেদবোধিত কর্ম্মের বশবর্ত্তী থাকিবে পরে "তন্ন" "তন্ন" করিয়া বেদবাক্যে সমস্ত বস্তু নিষেধ করিয়া এ জগতের বস্তু হইতে ভিন্ন আত্মাকে অবগত হইয়া ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিবে। যথা—

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়যাত্মধীস্তাবদ বিধিযো বিধিবাদ কর্ম্মণাম্। নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ জ্ঞাত্বা

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্ বিধেযো বিধিবাদ্ কর্ম্মণাম্। নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥

তজ্জন্যই তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ভৃগুবল্লী বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৬ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে "তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি" ইত্যাদি উপনিষদে প্রশস্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু প্রথমে কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানীও কর্ম্ম করিবেন। প্রমাণ রামগীতা ১২ শ্লোক যথা—

"———তস্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা" উহার টীকা যথা—

ব্রহ্মবিদাপি কিং কর্ম্ম নাপেক্ষ্যতে অপি তু অপেক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। কিন্তু এইক্ষণকার ব্রহ্মজ্ঞানীর যত বাগ জাতির উপর। জাতিবিচার নষ্ট করিলেই জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়া গেল। জাতি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শেষে। প্রথমে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মানাদিত্যাগ করিয়া পরিশেষে জাতিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

"ঘৃণাং লজ্জা ভয়ং মানং জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমং।

[illegible] প্রকীর্ত্তিত।

কর্ম্মজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ন ভবেৎ।

তাহার উত্তর এই যে কর্ম্ম ও অজ্ঞানের কখন বিরোধ হয় না।

জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ভবেৎ। (১)

জ্ঞান ও অজ্ঞানে উভয়ের বিরোধ হয়।

অতোজ্ঞানেনৈব অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। (২)

এই হেতু জ্ঞানদ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়।

তজ্জ্ঞানং কুত ইতি চেৎ।

যদি বল সেই জ্ঞান কোথা হইতে হয়?

বিচারাদেব ভবতি। আত্মনাত্মবিবেকবিষয় বিচারাদেব ভবতি।

বিচার হইতেই হয়। আত্ম ও অনাত্মবিবেক বিষয় বিচার হইতেই জ্ঞান হয়।

আত্মানাত্মবিবেকে কোবাধিকারী?

আত্মানাত্মবিবেকে কে অধিকারী?

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নোঽধিকারী।

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারী।

সাধনচতুষ্টয়ং নাম।

সাধনচতুষ্টয় কাহার নাম।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহা মুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি।(১)

[ এইক্ষণ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদির অর্থ ব্যক্ত করিতেছেন। ]

ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চযো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। (২)

ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা এইপ্রকার যে নিশ্চয় তাহাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

ইহা মুত্রার্থফলভোগবিরাগো নাম।

ইহকাল ও পরকালের ফলভোগবিরাগ কাহাকে কহে?

ইহাস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্‌চন্দনাদি (৩) বনিতাদিষু বাস্তাশন মূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছা নাস্তি তথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহলোক ফলভোগবিরাগঃ। (১)

---

(১) "———দৃষ্টবিরোধ কারণাৎ। দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া বিদ্যাগতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিধ্যতি॥"

অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৫অ, ১৪ শ্লোক।

জ্ঞান ও অজ্ঞানে (কর্ম্মে) দৃষ্টবিরোধ আছে কারণ দেহাভিমান হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় ও নিরহঙ্কারিপুরুষ হইতে বিদ্যার উৎপত্তিঃ হয়।

(২) "বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী।" অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৯।

বিদ্যাই অবিদ্যা নাশ করিতে সক্ষম হন।

অন্যত্র বায়ুপুরাণে পূর্ব্বভাগে ১৮ অধ্যায়ে ৫।

অবিদ্যাং বিদ্যয়াতীর্ত্ত্বা প্রাপ্যৈশ্বর্য্যমনুত্তমম্।

দৃষ্ট্বা পরাপরং ধীরাঃ পরং গচ্ছন্তি তৎপদং॥

ধীর ব্যক্তিগণ বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া উত্তম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন।

(১) বেদান্তসারে এইরূপ—"সাধনানি নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকেহামূত্র ফলভোগবিরাগ শম দমাদি সম্পত্তি মুমুক্ষুত্বানি।

(২) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকস্তাবৎ ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনং।

অন্যত্র "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবং রূপো বিনিশ্চয়ঃ।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তু বিবেকঃ সমুদাহৃতঃ॥
বিবেকচূড়ামণিঃ।

(৩) ঐহিকানাং স্রক্‌চন্দনাদিবিষয়ভোগানাং কর্ম্মজন্যতয়া অনিত্যত্ববৎ আমুষ্মিকানামপ্যমৃতাদিবিষয়ভোগানামনিত্য তয়া তেভ্যো নিতরাং বিরতিঃ ইহা মুত্র ফলভোগবিরাগঃ।

(১) "নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড্‌ভুজাং যে।' শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ৫অঃ১।

ঋষভ কহিয়াছিলেন, হে পুত্রগণ। মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের ঐ দেহে দুঃখদায়ী বিষয় সকল ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ঐ সকল বিষয়ভোগ বিষ্ঠাভোজী শূকর প্রভৃতির আছে।

ইহলোকে শরীরধারণ ব্যতিরিক্ত যে বিষয় মাল্যচন্দন স্ত্রীসম্ভোগাদিতে বমনান্ন মূত্রবিষ্ঠাদির ন্যায় যে ইচ্ছা না থাকা তাহাকে ইহকালের ফলভোগবিরাগ বলে।

অমুত্র স্বর্গলোকাদি ব্রহ্মলোকান্তর্ব্বর্ত্তিষু রম্ভাসম্ভোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ।

পরলোকে স্বর্গলোকাদি ব্রহ্মলোক মধ্যে যে রম্ভা অপ্সরা সম্ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় যে ইচ্ছাশূন্যতা তাহার নাম পরলোকের ফলভোগবিরাগ। (২)

শমদমাদিষট্কং নাম শমদমোপরতি তিতিক্ষা সমাধানশ্রদ্ধাঃ।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান শ্রদ্ধা ইহার নাম শমদমাদিষট্ক। (১)

[ শমদমাদির লক্ষণ কহিতেছেন ]

শমো নাম অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। (২)

শম কাহাকে কহে? অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহের নাম শম।

অন্তরিন্দ্রিয়ং নাম মনস্তস্য নিগ্রহোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

মন অন্তরিন্দ্রিয় তাহার নিগ্রহকে অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ বলে অর্থাৎ সংযম।

শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ।

ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণমননাদি ব্যতিরিক্ত সাংসারিকবিষয় হইতে নিগ্রহ অতএব পরমাত্মবিষয় শ্রবণাদিতে যে প্রবৃত্তি তাহার নাম শম।

দমো নাম বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। (৩)

বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমনের নাম দম।

বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি?

---

এবিষয়ে প্রহ্লাদও কহিয়াছিলেন।

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখমযত্নতঃ॥

ঐ ৭ স্কন্ধে ৬ অঃ ৩।

হে দৈত্য বালকগণ! ইন্দ্রিয়জন্য যে সুখ তাহা দেহ যোগদ্বারা দুঃখের ন্যায় সর্ব্বত্র অর্থাৎ পশ্বাদিদেহেও পূর্ব্বজন্মের অদৃষ্টবশতঃ বিনা যত্নেই লভ্য হইয়া থাকে।

অন্যত্র একাদশ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে।

"———বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

বিষয়ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগ হয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ৫ অঃ ২ শ্লোকে।

"———তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গি সঙ্গং॥

স্ত্রীলোকের সঙ্গিদিগের সঙ্গকে সংসারের কারণ বলিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে ২১ সর্গে স্ত্রীজুগুপ্সাবর্ণন ও শান্তিশতকে অনেক প্রমাণ আছে।

(২) পরকালের স্বর্গাদিভোগ ও ক্ষয়িষ্ণুতাজন্য প্রহ্লাদ তাহা প্রার্থনা করেন নাই। যথা—

"তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষোজ্ঞ আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ। নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ কালাত্মনোপনয়মাং নিজভৃত্যপার্শ্বং॥" ৭ স্কন্ধে ৯ অঃ ২৩ শ্লোক।

অর্থ। তজ্জন্য শরীরিদিগের ঐ সকল ভোগের পরিণামে যাহা হয় তাহা আমি জানি। এইনিমত্ত আয়ু, স্ত্রী কিম্বা বিভব কিম্বা ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ইচ্ছা করি না। অনিমাদি সিদ্ধিতেও আমার স্পৃহা নাই, কারণ অত্যন্ত বিক্রমশালী কালরূপী আপনা কর্ত্তৃক ঐ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। আমি কেবল আপনার ভৃত্যের নিকট থাকিতে বাসনা করি।

( ১ ) এইরূপ ও ইহাদের লক্ষণ বেদান্তসারে আছে।

( ২ ) স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।

বিবেকচূড়ামণিঃ।

নিজের লক্ষ্য বিষয়ে সংযত হইয়া থাকাকে মনের "শম" কহে।

( ৩ ) বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্বস্ব গোলকে।
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং সদমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

বিবেকচূড়ামণি।

বিষয় হইতে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিজ গোলকে রাখার নাম দম।

কোনগুলি বাহ্যেন্দ্রিয় ?

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তি-দমঃ।

ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিব্যতিরিক্ত সাংসারিক-বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে সংযম করাকে দম কহে।

উপরতির্নাম বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা-ত্যাগঃ। (৪)

বিহিত কর্ম্মসকলের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগকে উপরতি বলে।

শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিম্বেব বর্ত্তনং বোপরতিঃ।

অথবা শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মনকে প্রত্যাহার করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে রক্ষাকে উপরতি কহে।

তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনং দেহ-বিচ্ছেদ ব্যতিরিক্তং।

শরীর বিচ্ছেদজনক ব্যতিরিক্ত শীতগ্রীষ্মাদি-দ্বন্দ্বের সহনকে তিতিক্ষা বলে। (৫)

সমাধানং (৬) নাম শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনোবাসনাবশাৎ বিষয়েষু গচ্ছতি। যদা যদা তদা তদা দোষদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং।

ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মন বাসনা-বশে বিষয়ে যখন যখন গমন করে তখন তখন বিষয়েতে (নশ্বরত্বাদি) দোষ দর্শন করিয়া পরমেশ্বরে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম সমাধান।

শ্রদ্ধা (৭) নাম গুরু বেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ।

(৪) বাহ্যানালম্বনং বৃত্তে রেষোপরতিরুত্তমা। ঐ

বাহিরের ব্যাপারকে না করাকে উপরতি কহে।

(৫) সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকম্।

চিন্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥

বিবেকচূড়ামণিঃ।

কোন প্রতীকার না করিয়া সমুদায় দুঃখ সহ্য করাকে ও চিন্তা বিলাপশূন্যতাকে তিতিক্ষা বলে।

(৬) সমাধানের লক্ষণ গরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ৬১ অধ্যায়ে।

নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ং।

তুরীয়মক্ষরং ব্রহ্ম অহমস্মি পরং পদং।

অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরিতি গীয়তে॥ ৪॥

অন্যত্র বিবেকচূড়ামণৌ।

সম্যদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্ব্বদা।

তৎসমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য লালনম্॥

সর্ব্বদা শুদ্ধব্রহ্মে বুদ্ধির স্থাপনাকে সমাধি বলে, কিন্তু চিত্তের লালনকে সমাধি বলে না।

(৭) শ্রদ্ধালক্ষণ যথা—

প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথাশ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা।

নাস্তিহ্যশ্রদ্দধানস্য ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনম্॥

রঘুনন্দনকৃত স্মৃতৌ শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃতদেবলবচনং।

ধর্ম্মকার্য্যে যে প্রত্যয় তাহাকে শ্রদ্ধা কহে। যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার ধর্ম্মকার্য্যে প্রয়োজন নাই।

অন্যত্র বিবেকচূড়ামণৌ।

"শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যাবধারণং।

সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়াবস্তু ন লভ্যতে॥

শাস্ত্র ও গুরুবাক্যকে সত্য বলিয়া যে জ্ঞান তাহাকে সাধু লোকে শ্রদ্ধা বলেন। সেই শ্রদ্ধাদ্বারা পরমপদার্থ লাভ করা যায়।

শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে পরমেশ্বরকে জানা যায় না। তজ্জন্য ব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থ ভগবান্ ব্যাসদেব বেদান্ত-দর্শনে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়সূত্রে লিখিয়াছেন "শাস্ত্রযো-নিত্বাৎ"। ইহাতে রামানুজ তাঁহার কৃত শ্রীভাষ্যে লিখিয়াছেন "ব্রহ্মণোঽত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণা বিষয়া তয়া ব্রহ্মণ: শাস্ত্রৈক প্রমাণত্বাৎ।" ব্রহ্ম অত্যন্ত অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম), প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় সেই ব্রহ্মের একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ।

গুরুবিষয়ে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ৪ অধ্যায়ে ২ শ্লোক।

"দুর্লভং মানুষং জন্ম প্রাপ্য যো গুরুদীপতঃ।

ন দৃষ্টবান্ পরং ব্রহ্ম ভুক্তং তেন বিষং স্বয়ম্॥"

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যিনি গুরুরূপপ্রদীপে পরব্রহ্মকে না দেখেন তিনি স্বয়ং বিষ পান করেন।

গুরু ও বেদান্তবাক্যে যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা।

ইদং তাবৎ শমাদিষট্‌কমুক্তং।

এই ষট্‌সমাধি উক্ত হইল।

মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেহতি তীব্রেচ্ছাবত্ত্বং।

মুক্তিতে অতিশয় ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে।

এতৎ সাধনচতুষ্টয়ং সম্পত্তিঃ তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ।

এই সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তি এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন। ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

এজন্য শুকদেব এরূপ ব্যক্তি আত্মঘাতী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥'

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন, মনুষ্যদেহরূপ সুলভ (কারণ আয়ত্তাধীন) ও দুর্লভ (কারণ অনেক তির্য্যকযোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য দেহপ্রাপ্ত হওয়া যায়) নৌকা ইহার কর্ণধার গুরু। যে ব্যক্তি আমার অনুকূলরূপবায়ু ব্যতিরেকে সংসারসাগর হইতে এই নৌকা উত্তীর্ণ না করে সে আত্মঘাতী।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য তাহার প্রমাণ গুরুগীতা ও প্রায় প্রত্যেক স্মৃতি ও কুলার্ণব, মহানির্ব্বাণ প্রভৃতি বহুবিধ তন্ত্রে ও গুরুবাক্যেবিশ্বাসের প্রমাণ আছে। বলিবার কারণ যে অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করেন না।

শমদমাদির লক্ষণ অপরোক্ষানুভূতিতে এইরূপ—

সদৈববাসনাত্যাগঃ শমোয়মিতি শব্দিতঃ।
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে॥ ৬॥
বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতির্হি সা।
সহনং সর্ব্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভামতা॥ ৭॥
নিগমাচার্য্যবাক্যেষু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা।
চিত্তৈকাগ্র্যন্তু সল্লক্ষ্যে সমাধানমিতি স্মৃতং॥ ৮॥

মুমুক্ষুর লক্ষণ বিবেকচূড়ামণিতে যথা—

অহঙ্কারাদিদেহান্তান্ বন্ধান জ্ঞানকল্পিতান্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা॥

অজ্ঞানকল্পিত দেহের বন্ধন ও দেহান্তকারী অহংকারাদির নিজ নিজ অপরোক্ষানুভূতি এইরূপ—

সংসারবন্ধনির্ম্মুক্তিঃ কথং মে স্যাৎ কদা বিধে।
ইতি সা সুদৃঢ়া বুদ্ধির্ব্বক্তব্যা সা মুমুক্ষুতা॥ ৯॥

হে বিধি! কোন সময়ে ও কিপ্রকারে আমার সংসার বন্ধন মুক্ত হইবে এই দৃঢ়বুদ্ধিকে মুমুক্ষুতা বলে॥

---

# ভাষাপরিচ্ছেদ।

সামান্য পরিহীনাস্তু সর্ব্বে জাত্যাদয়ো মতাঃ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। সামান্য পরিহীনাঃ—জাতিশূন্য। ২। তু কিন্তু। ৩। জাত্যাদয়ঃ—জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই চারিটি পদার্থ।

অনুবাদ। কিন্তু জাতি প্রভৃতি জাতি রহিত হয়। ইহা পণ্ডিতের মত অর্থাৎ জাত্যাদির সাধর্ম্ম্য জাতিশূন্যতা।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—এই তিনটী পদার্থ সাধারণের প্রতীতির বিষয়; কিন্তু সামান্য বিশেষ সমবায় ও অভাব—এই চারিটি পদার্থ সাধারণের অগোচর। এজন্য এচারিটীর নাম কল্পিতপদার্থ, কেননা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মরূপ ক্লৃপ্তপদার্থের স্বরূপ বুঝিবার জন্য সামান্যাদি পদার্থ চতুষ্টয় কল্পিত হইয়াছে। সোজা কথা—যাহার কল্পনা করিতে হয় না, তাহার নাম ক্লৃপ্তপদার্থ। আর যাহার কল্পনা করিতে হয় তাহার নাম কল্পিতপদার্থ। ক্লৃপ্তপদার্থের জাতি স্বীকৃত

হইয়াছে, কল্পিত পদার্থের জাতি স্বীকার করিতে হইলে অনেক দোষ ঘটে।

জাতি স্বীকার পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রতিবন্ধক হয়। যথা—

ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিমাত্রস্য বাধকঃ॥

অর্থাৎ ব্যক্তির অভেদ, ব্যক্তির তুল্যতা, সঙ্কর, অনবস্থিতি, রূপহানি, সমবায়সম্বন্ধাভাব—এই ছয়টী জাতির বাধক।

১। ব্যক্তির অভেদ যথা—আকাশত্ব জাতি হয় না; কেননা আকাশ ব্যক্তি এক। কেবল পৃথক্ পৃথক্ উপাধিতে পৃথক্ বলিয়া উপলব্ধি হয়। অতএব ব্যক্তির অভেদহেতু আকাশত্ব জাতি হয় না।

২। ব্যক্তির তুল্যতা—ঘটত্ব ও কলসত্ব জাতি হয় না; কেননা ঘটত্ব ও কলসত্ব তুল্য ব্যক্তি।

৩। সঙ্করঃ—পরস্পরাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণয়োরেকত্র সমাবেশঃ সঙ্করঃ। পরস্পরের অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণবস্তুদ্বয়ের একত্র অধিকরণে অবস্থান হইলে সাঙ্কর্য্য হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটী ভূত, আর ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও মন—এই পাঁচটী মূর্ত্ত পদার্থ।* আকাশে ভূতত্ব আছে, কিন্তু মূর্ত্তত্ব নাই এবং মনে মূর্ত্তত্ব আছে, কিন্তু ভূতত্ব নাই, সুতরাং স্থানবিশেষে ভূতত্ব যেখানে আছে, সেখানে মূর্ত্তত্ব নাই এবং মূর্ত্তত্ব যেখানে আছে, সেখানে ভূতত্ব নাই। অথচ এক ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুতে ভূতত্বও আছে, মূর্ত্তত্বও আছে; কেননা উহারা মূর্ত্ত ভূত। তবেই দেখুন,—ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব পরস্পরের অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হইয়া এক ক্ষিত্যাদিতে সমাবিষ্ট হওয়ায় সাঙ্কর্য্যদোষ ঘটিয়াছে। প্রাচীনেরা সাঙ্কর্য্যদোষস্থলে জাতি স্বীকার করেন নাই, তাহার যুক্তিও আছে।

এক ধর্ম্মাক্রান্ত এক একটী শ্রেণীবিভাগ করিবার জন্য জাতি স্বীকার করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম কেবল একশ্রেণীতে থাকে, অন্য শ্রেণীতে থাকে না, তাহাই জাতিবিশেষের বাচক হয়। যে ধর্ম্ম বিভিন্ন শ্রেণীতে থাকে, সে ধর্ম্ম জাতির বাচক হয় না। কারণ তাহার দ্বারা শ্রেণীবিভাগ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। স্ত্রীত্ব জাতি হয় না; কেননা স্ত্রীত্বদ্বারা মনুষ্য বিভাগ করা যায় না। স্ত্রীত্ব মনুষ্যেও যেমন থাকে, গবাদিতেও সেইরূপ থাকে, অতএব স্ত্রীত্ব জাতি স্বীকার করিলে কতকগুলি মনুষ্য ও কতকগুলি পশু প্রভৃতি পাওয়া যায়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীয় কতকগুলি পাওয়া যায়। সুতরাং স্ত্রীত্বের দ্বারা মনুষ্যের বিভাগ করিতে গেলে কতকগুলি অন্যান্য প্রাণীরও বিভাগ হইয়া পড়ে। এইরূপ যেখানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কতকগুলি আসিয়া পড়ে, সেইখানে সঙ্করদোষ ঘটে। স্ত্রীত্ব সঙ্করদোষ দুষ্টতাবশতঃ জাতি হয় না। এইরূপ মূর্ত্তত্ব ও ভূতত্ব জাতি হয় না। মূর্ত্তত্ব ও ভূতত্ব জাতি বলিলে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আসিয়া পড়ে। বিভাগক্রিয়া সাধনের জন্যই জাতি স্বীকার। ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্বে সে উদ্দেশ্য সফল হয় না।

৪। অনবস্থিতিঃ—অনবস্থা একটী তর্কদোষ। তর্কের বিশ্রান্তি না ঘটিলে অনবস্থাদোষ হয়। অনবস্থাদোষ ভয়ে জাতিত্ব জাতি হয় না। জাতি সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে যদি জাতিতে জাতি থাকে বল, তাহা হইলেও জাতিতে সমবায়সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়। আবার তাহার

* বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বং ভূতত্বং। চক্ষুরাদি-বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপাদিগুণবিশিষ্টের নাম ভূত। মূর্ত্তত্বং অপকৃষ্টপরিমাণবত্ত্বং। অর্থাৎ যাহার পরিমাণ অপকৃষ্ট তাহা মূর্ত্ত।

জাতিত্ব হয় না কেন? ইত্যাদি তর্কের অনবস্থা (অবিশ্রান্তি) হেতু জাতিত্ব জাতি হয় না।

৫। রূপহানিঃ—স্বরূপহানি। বিশেষ পদার্থ স্বতঃ ব্যাবৃত্ত। একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি উহার ব্যাবৃত্তির জন্য জাতি স্বীকার করিলে বিশেষ পদার্থের স্বরূপ হানি হয়। অর্থাৎ বিশেষের বিশেষত্ব নষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, "রূপস্য অবস্থাবিশেষস্য হানিঃ রূপহানিঃ। হানিত্বঞ্চ ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বম্। অবস্থাবিশেষের হানির নাম রূপহানি। হানিশব্দের অর্থ ধ্বংসপ্রতিযোগী, যাহার ধ্বংস হয়, সেই ধ্বংসের প্রতিযোগী অর্থাৎ ধ্বংস হইতে পারে এমন অবস্থাবিশেষ। যেমন কৌমার ও যৌবনরূপ অবস্থাবিশেষের ধ্বংস হয় বলিয়া কৌমারত্ব প্রভৃতি জাতি হয় না। এক একবেই কৌমারত্বাদির উৎপত্তি ও লয় হয়। জাতি নিত্য তাহার উৎপত্তি লয় নাই। যেমন নরত্ব, গোত্ব প্রভৃতি।

৬। অসম্বন্ধ—সমবায়সম্বন্ধাভাব। সমবায়ের সমবায় সম্বন্ধ না থাকায় সমবায় জাতি হয় না। অভাবেও সমবায়সম্বন্ধ না থাকায় অভাবের জাতিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ মূলকার বলিয়াছেন "সামান্য পরিহীনাস্ত সর্ব্বে জাত্যাদয়োমতাঃ॥"

পারিমাণ্ডিল্যভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। পারিমাণ্ডিল্যভিন্নানাং—পারিমাণ্ডিল্য পরমাণুর পরিমাণ। তদ্ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর। ২। উদাহৃতং—বলিয়াছেন।

অনুবাদ। পরমাণুর পরিমাণ ভিন্ন যাবতীয় বস্তুর সাধর্ম্ম্য কারণতা বলিয়াছেন।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। যাবতীয় বস্তু কারণ হইতে পারে; কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ কারণ হয় না। পরিমাণ পদার্থ আপনার আশ্রয়ে আরব্ধ বস্তুর উৎকৃষ্ট পরিমাণ জন্মায়। যেমন কপালের পরিমাণ ঘটের পরিমাণের কারণ। কপালের পরিমাণের আশ্রয় কপাল। তাহার দ্বারা আরব্ধ (উৎপন্ন) ঘট। তাহার পরিমাণ কপালের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অতএব উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎকৃষ্টতর পরিমাণের কারণ ইহাই সিদ্ধান্তিত। পারিমাণ্ডিল্যের সম্বন্ধে এ নিয়ম অনুসরণ করিলে অনর্থ হয়। পরমাণুর পরিমাণ যদি দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে পরমাণুর পরিমাণ অপেক্ষা দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরম অণু হয়। যেমন মহতে আরব্ধ বস্তুর পরিমাণ মহত্তর হয়। সেইরূপ পরমাণুর দ্বারা আরব্ধ দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণু অপেক্ষা অনুতম হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ পরমাণুর পরিমাণ নয়। পরমাণুগত দ্বিত্বসংখ্যাই উহার কারণ। সম্মিলিত দুটী পরমাণুকে দ্ব্যণুক বলে।

অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা। কারণত্বং ভবেত্তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বং। এবং ন্যায়নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বং॥ যৎ সমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ং তু সমবায়িকারণং তৎ। তত্রাসন্নং দ্বিতীয়ং জনকমাভ্যাং পরং তৃতীয়ং স্যাৎ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য—অন্যপ্রকারে যাহার সিদ্ধি হয় না। অন্যথাসিদ্ধির কথা পরে সুব্যক্ত হইবে। ২। নিয়তা—নিশ্চিতা অবশ্যম্ভাবী। ৩। পূর্ব্ববর্ত্তিতা—কার্য্যের পূর্ব্বে যে থাকে, তাহার নাম পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার ধর্ম্মের নাম পূর্ব্ববর্ত্তিতা। কার্য্যের পূর্ব্বে কারণ কেবল বর্ত্তমান থাকে, অতএব পূর্ব্ববর্ত্তিতার অর্থ কারণতা। ৪। সমবেতং—সমবায়সম্বন্ধে বর্ত্তমান। অবয়বীর অবয়বস্থিত সম্বন্ধের নাম সমবায় ইত্যাদি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ৫। তত্র—সমবায়ীকারণে। ৬। আসন্নং—সম্বদ্ধ সমবায়সম্বন্ধে স্থিত। ৭। দ্বিতীয়ং—

অসমবায়ীকারণ। ৮। জনকং—কারণ। ৯। আভ্যাং পরং—এ দুটী ছাড়া, অর্থাৎ সমবায়ীকারণ ও অসমবায়ীকারণ ব্যতীত।১০। তৃতীয়ং—নিমিত্তকারণ।

অনুবাদ। যাহা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য অথচ নিয়তই পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার নাম কারণ। ন্যায়জ্ঞেরা কারণ ত্রিবিধ বলিয়াছেন সমবায়ীকারণ, অসমবায়ীকারণ ও নিমিত্তকারণ। যাহাতে সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সমবায়ীকারণ। যাহা সমবায়ীকারণে (কপালদ্বয়ে) সমবায়সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহার নাম অসমবায়ীকারণ। সমবায়ীকারণ ও অসমবায়ীকারণ ভিন্ন যে কারণ, তাহাকে নিমিত্তকারণ বলে।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য—এই টীর অর্থ নিষ্ঠতা। অন্যথাসিদ্ধিশূন্যনিষ্ঠনিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতার নাম কারণতা। অন্যথাসিদ্ধবস্তুর কারণতার ব্যাবৃত্তির জন্য "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য" এই পদের উল্লেখ করিয়াছেন। কদাচিৎ ঘটাদিকার্য্যের পূর্ব্বে কার্য্যাধিকরণে যদি মক্ষিকাদি থাকে, তবে তাহার ব্যাবৃত্তির জন্য "নিয়তা" পদ দিয়াছেন; কেননা তাহা সমস্ত ঘটাদিকার্য্যের পূর্ব্বে থাকিলেই এমন নিয়ম নাই। যদি নিয়তই কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে এবং অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হয়, তবে তাহাকে কারণ বলা যায়।

কেহ কেহ বলেন, কার্য্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণাবচ্ছেদেন কার্য্যসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্মবত্ত্বং কারণত্বম্। অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যাধিকরণে যে যে বস্তুর অত্যন্তাভাব থাকে, তদ্ব্যতীত বস্তু কারণ। ভিন্ন অধিকরণে কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। অপিচ প্রতিবন্ধকাভাবসহকৃত কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে কার্য্যাধিকরণে উৎপত্তির বন্ধকসত্ত্বে কার্য্য উৎপন্ন হয় না। অগ্নি দাহের প্রতিকারণ। একরূপ মণি আছে, যে তাহার সহবাসে অগ্নির দাহিকাশক্তি নষ্ট হয়। অতএব মণিরূপ প্রতিবন্ধকাভাবসহকৃত অগ্নি দাহের কারণ বুঝিতে হইবে।

প্রায়শঃ কার্য্যমাত্রের নিমিত্ত, সমবায়ী ও অসমবায়ী এই তিনরূপ কারণ থাকে। যেমন ঘট একটী কার্য্য। তাহার নিমিত্তকারণ দণ্ড, কুলালপ্রভৃতি। কপাল, কপালিকা সমবায়ীকারণ। কপাল কপালিকার সংযোগ অসমবায়ীকারণ। ঘটের সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থিত নীচে ও উপরের খণ্ডদ্বয়ের নাম কপাল কপালিকা।

কোন কোন স্থানে সমবায়ীকারণের নাশে কার্য্য নষ্ট হয়, যেমন কপালদ্বয়ের নাশে ঘটের নাশ হয়। অসমবায়ীকারণের নাশেও কোন কোন স্থানে কার্য্য নষ্ট হয়, যেমন পরমাণুদ্বয়ের সংযোগনাশে দ্ব্যণুকের নাশ। নিমিত্তকারণের বিপর্য্যয়ে কুত্রাপি কার্য্যবিপর্য্যস্ত হয় না।

সাধারণ ও অসাধারণরূপে উক্ত কারণ দ্বিবিধ হয়। কপাল তাহার সংযোগ ও কুলালাদি ঘটের অসাধারণ কারণ। ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন, কাল, দিক্, প্রাগ্ভাব ও অদৃষ্ট কার্য্যমাত্রের সাধারণ কারণ।

যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ কারণমাদায় বা যস্য।
অন্যং প্রতিপূর্ব্বভাবে জ্ঞাতে যৎ পূর্ব্বভাববিজ্ঞানম্।
জনকং প্রতিপূর্ব্ববর্ত্তিতামপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহ্যতে।
অতিরিক্তমথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যকপূর্ব্বভাবিনঃ।
এতে পঞ্চান্যথাসিদ্ধা দণ্ডত্বাদিকমাদিমং।
ঘটাদৌ দণ্ডরূপাদিদ্বিতীয়মপি দর্শিতং।
তৃতীয়ং তু ভবেদ্ব্যোম কুলালজনকোঽপরঃ।
পঞ্চমো রাসভাদিঃ স্যাদেতেষ্বাবশ্যক স্বসৌ॥

আভাষ। এই কয়েকটী কারিকার অ... একোপক্রমে করিলে অর্থবোধ কঠিন হইতে পারে বিবেচনায় পৃথক্‌ভাবে ইহার এক এক...

বাক্যের পুনরুল্লেখ করত তাহার নিম্নে পৃথক্-রূপে অনুবাদাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। যেন—তৃতীয়া অবচ্ছেদে যদবচ্ছিন্ন ইত্যর্থ। অবচ্ছিন্নবিশিষ্ট।

অনুবাদ। যদবচ্ছিন্ন হইয়া দণ্ডাদির পূর্ব্ব-ভাব হয় (তাহা প্রথম অন্যথাসিদ্ধ হয়।)

কারণমাদায় বা যস্য।

অনুবাদ। কারণ ধরিয়া যাহার পূর্ব্বভাব হয় (তাহা দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ।)

অন্যং প্রতিপূর্ব্বভাবে জ্ঞাতে যৎপূর্ব্বভাববিজ্ঞানং।

অনুবাদ। অন্যের প্রতি পূর্ব্বভাব জ্ঞাত হইলে যাহাতে পূর্ব্বভাবের (কারণতার) জ্ঞান হয়, (তাহা তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ।)

জনকং প্রতিপূর্ব্ববর্ত্তিতামপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহ্যতে।

অনুবাদ। আপনার জনকের (কারণের) কারণ বলিয়া জ্ঞান না হইলে যাহাকে কারণ বলিয়া বুঝা যায় না, (তাহার নাম চতুর্থ অন্যথা-সিদ্ধ।)

অতিরিক্তমথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যকপূর্ব্বভাবিনঃ॥

অনুবাদ। নিয়ত আবশ্যকরূপে পূর্ব্ববর্ত্তীর অতিরিক্ত যাহা হইবে, (তাহার নাম পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ।)

এতে পঞ্চান্যথাসিদ্ধা দণ্ডত্বাদিকমাদিমম্॥ ঘটাদৌ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। আদিমং—প্রথম (অন্যথাসিদ্ধ। ২। ঘটাদৌ—সর্ব্বত্র অন্বিত হইবে।

অনুবাদ। এই (পূর্ব্বোক্ত) পাঁচটী অন্যথা-সিদ্ধ। অর্থাৎ কারণতা স্বীকার না করিলে সিদ্ধ হয়। ঐ পাঁচটী অন্যথাসিদ্ধ মধ্যে দণ্ডত্ব প্রথম অন্যথাসিদ্ধ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। "যেন সহ-পূর্ব্বভাবঃ ইহার তাৎপর্য্য যদ্রূপে কারণ হয়, তদ্রূপ অন্যথাসিদ্ধ। ঘটকার্য্যের প্রতি দণ্ড কিরূপে কারণ হয়? পার্থিববস্তুরূপে হয় না অথবা অন্য কোনরূপে হয় না। দণ্ডত্বরূপেই দণ্ড কারণ হয়, অতএব দণ্ডত্ব অন্যথাসিদ্ধ বিধায় উহার কারণ তো স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

দণ্ডরূপাদিদ্বিতীয়মপি দর্শিতম্॥

অনুবাদ। ঘটাদিকার্য্যস্থলে দণ্ডের রূপ প্রভৃতি দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ—"কারণমাদায় বা যস্য" কারণ ধরিয়া যাহার পূর্ব্ব-বর্ত্তিতা হয় অর্থাৎ কারণ ছাড়িয়া স্বাতন্ত্র্যরূপে পূর্ব্ববর্ত্তিতা হয় না। দণ্ডের রূপ দণ্ড ছাড়িয়া কখনই ঘটকার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না। দণ্ড-রূপের কারণ দণ্ড। দণ্ড ধরিয়াই দণ্ডের রূপ ঘটকার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। অতএব দণ্ডরূপাদি দ্বিতীয়ান্যথাসিদ্ধ। দণ্ড থাকিলেই দণ্ডের রূপ, গুণ থাকে, অতএব উহাদের কারণতা স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয়স্তু ভবেদ্ ব্যোম্।

অনুবাদ। ব্যোম (আকাশ) তৃতীয় অন্যথা-সিদ্ধ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ প্রতি পূর্ব্বভাবে ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যের প্রতি কারণতা জ্ঞান সাপেক্ষ যাহার কারণতা জ্ঞান হয়। আকাশত্ব জাতি হয় না, সুতরাং আকা-শত্ব পুরস্কারে আকাশ উপস্থিত হইতে পারে না। শব্দসমবায়ী কারণরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, অতএব শব্দের কারণতা জ্ঞান সাপেক্ষ ঘটের প্রতি আকাশের কারণতা জ্ঞান হয় বলিয়া আকাশ অন্যথাসিদ্ধ।

কুলালজনকোঽপরঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। কুলালজনকঃ—কুম্ভ-কারের পিতা। ২। অপরঃ—চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ।

অনুবাদ। ঘটকার্য্যে কুলালজনক চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ—জনকং প্রতিপূর্ব্ববর্ত্তিতামপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহ্যতে॥

অর্থাৎ আপনার কারণের কারণ বলিয়া না জানিলে যাহাকে কারণ বুঝা যায় না। কুলালের পিতা কুলালের কারণ, অতএব ঘটেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিধায় কারণ। এইরূপ পরম্পরাকারণ চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ।

পঞ্চমোরাসভাদিঃ স্যাদেতেষ্বাবশ্যকস্ত্বসৌ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। রাসভাদিঃ—গর্দ্দভ প্রভৃতি।২। এতেষু—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে। ৩। আদৌ—পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ।

অনুবাদ। রাসভ প্রভৃতি পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ। এই পাঁচপ্রকার অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ আবশ্যক।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ—"অতিরিক্তমথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যক পূর্ব্বভাবিনঃ অর্থাৎ নিয়ত অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্ববর্ত্তীর অতিরিক্ত যাহা। যাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতা স্বীকার নিরাবশ্যক তাহা পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ। কেবল পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ স্বীকার করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। বুঝিবার সুবিধার জন্য এত প্রকারভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

---

# শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

## শ্রীমদ্ভাগবত—২য় প্রবন্ধ।

হৃদয় প্রশান্ত না হইলে উহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয় না। সর্ব্বভূতে চৈতন্যশক্তি নিহিত থাকাসত্ত্বেও, উহার সর্ব্বত্র বিকাশ নাই। যেস্থলে হৃদয়ের মলিনতা দূর হইয়া উহা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই স্থলেই কেবল চৈতন্যের বিকাশ হয়, সেই স্থলেই ভগবানের আবির্ভাব হয়। হে মহান্ধ জীব! তুমি আসুরিকভাব পরিত্যাগ করিয়া দেবভাবাপন্ন হও, বসুদেবের ন্যায় দেবকীর পাণিগ্রহণ কর, দেখিবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তোমার হৃদয়সিংহাসনে বিরাজ করিবেন। যখন অন্তর্জ্জগৎ শান্তিময়, তখন বহির্জ্জগতেও শান্তি বিরাজ করে, তখন দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠে, তারকারাজি নির্ম্মল সুধাবর্ষণ করে, নদীসকল নির্ম্মলভাব ধারণ করে, বৃক্ষসমূহ ফলফুলে সুশোভিত হয়, বিহঙ্গকুল আনন্দে গান করিতে থাকে, সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হয়।

দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ম্।
মহীমঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজা করা॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকাবলরাজয়ঃ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত; ১০ম অধ্যায়, ৩য় স্কন্ধ।

তখন দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, ওষধিমণ্ডল, বনস্পতি, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে শান্তি বিরাজ করে।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয় শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ শান্তি ব্রহ্মশান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ।

যজুর্ব্বেদ।

বস্তুতঃ ভগবানের আবির্ভাব কেবল জ্ঞানচক্ষুদ্বারাই দৃষ্টি করা যায়, ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন;—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমার দিব্যজন্ম ও কর্ম্ম অবগত হয়, সে ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে না, আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই ভগবানের অবতার, তবে কোনস্থানে তাহার অল্প বা অধিক বিকাশ দৃষ্ট হয়, কোনস্থানে যেরূপ জড়াদিতে তাহার আদৌ কোন বিকাশ দৃষ্ট হয় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই তাহার যথার্থরূপ যাহাদিগের এই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ হইয়াছে, তাহারাই সাধারণ অবতার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে :—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোক সিসৃক্ষয়া॥
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ।
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতঃ লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভাগবতো রূপং বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্জ্জিতম্॥

পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা
সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং
সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ॥

অর্থাৎ ভগবান লোকসৃষ্টির মানসে মহৎ, অহঙ্কারাদিনির্ম্মিত ষোলকলাবিশিষ্ট বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে তাঁহার নাভিহ্রদস্থিত পদ্মহইতে বিশ্বস্রষ্টৃগণের প্রতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার অবয়ব সংস্থানদ্বারা বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, রজতমসং ভিন্ন নিরতিশয় সত্ত্বই তাঁহার রূপ। (১) যোগিগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা পুরুষের অসংখ্য হস্ত, পদ, মস্তক, কর্ণ ও নাসিকা এবং তাহাকে সহস্র মৌলি, অম্বর ও কুণ্ডলদ্বারা অলঙ্কৃত দেখিয়া থাকেন। ইহাই সকল অবতারের নিধান ও বীজস্বরূপ, ইহা অব্যয়। ইহার অংশ-দ্বারাই দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষী নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে।

তৎপরে দৃষ্ট হইবে যে কুমার, শুক, নারদ, নবনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্য, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরী, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, ব্যাস, রাম, কৃষ্ণ ও রাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতির অবতারের কথা বলিয়া সূত বলিতেছেন ;—

অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ স রসঃ স্যুঃসহস্রশঃ॥
ঋষয়ঃ মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব স প্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ।

হে দ্বিজগণ! সত্ত্বনিধি ভগবানের অসংখ্য অবতার, যেরূপ কোন অক্ষয় সরোবর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তদ্রূপ ভগবান হইতে তাবৎ অবতারের উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি, দেবতা, মনুষ্য, ঋষি, মহাতেজস্বী মনুর পুত্রগণ সকলেই হরির অংশ।

যতদিন অবিদ্যার নাশ না হয়, ততদিন মানবের ভেদজ্ঞান নষ্ট হয় না। ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলেই, জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহারা ভগবানের অবতারের সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টিত হউন, সন্দেহ থাকিবে না। বহুজন্মার্জ্জিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্যশক্তির পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। স্বজাতীয় আকর্ষণহেতু

(১) এই স্থানে পুরুষসূক্তের—সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং। ইত্যাদি স্মরণ করুন। হিন্দু পত্রিকা—১ম ও ২য় সংখ্যা ১৩০১।

তিনি ধার্ম্মিক-প্রবর বসুদেবের ঔরসে ও সাধ্বী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জড়দেহেই যাহারা চিত্ত নিবদ্ধ করেন, তাহারা তাহার লীলা আদৌ বুঝিতে সমর্থ হয়েন না, উহা বুঝিতে হইলে তাহার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যে মনসংযোগ আবশ্যক। যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গীতায় বলিয়াছেন, তাঁহার জন্ম কার্য্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বুঝা আবশ্যক। যাহারা অবতারবাচ্য, তাহাদের জীবনের মনমন্ত্রে ও এই বিশ্বের মূলমন্ত্রে কোনরূপ বিরোধ নাই। তাহাদের কার্য্যকলাপের যেরূপ বিশেষ ভাব আছে, তদ্রূপ সাধারণ ভাবও আছে। বসুদেব নামক ব্যক্তির ঔরসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল, ইহা বিশেষভাব, এবং প্রত্যেক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির নিকটেই ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা সাধারণভাব। সাধারণ ভাবগুলি বিকাশিত করিবার জন্যই বিশেষ ভাবের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বিশেষত্বে যদি সাধারণত্ব নিহিত না থাকে, তাহাহইলে সেই বিশেষত্ব অকার্য্যকর। আমার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যদি বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বংশাবলীর কোন উপকার সাধিত না হয়, উহা যদি কাহার জীবনের আদর্শস্বরূপ না হইতে পারে, তাহাহইলে আমার ক্রিয়াকলাপের সহিত অন্যের কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাদের জীবন বিশ্বজীবনের সহিত একতানে গ্রথিত, তাহাদের জীবনই জগতের আলোচ্য হইয়া থাকে। কৃষ্ণলীলা এবম্বিধভাবে আলোচনা করিলে, উহা ভক্তের হৃদয়ে পরম আনন্দবর্দ্ধন করিবে। উহার আধ্যাত্মিকভাব পরিত্যাগ করিলে, উহার অধিকাংশ আষাঢ়ে গল্পের ন্যায় প্রতীয়মান না হইয়া পারে না। সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন লালাসায় ঐতিহাসিক গবেষণারূপ বঙ্কিম ছুরিকাদ্বারা শাখাপত্রাদি কর্ত্তন করিলে কৃষ্ণরূপ কল্পতরু ক্রমে একটি নীরস শুষ্ক পাদপে পরিণত হইবে এবং উহার অস্তিত্ব অপেক্ষা অস্তিত্বাভাবই ভাল। সরল কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় ঐতিহাসিক সত্য কতদূর আছে, তাহা বিচার দ্বারা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত অসম্ভব এবং ভক্তদিগের পক্ষে উহা নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়াও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কৃষ্ণলীলার ঐতিহাসিক সত্য যতদূর থাকুক্ বা নাই থাকুক্, উহার আধ্যাত্মিক সত্যের সহিতই ভক্তজীবনের সম্বন্ধ। কৃষ্ণ অঘাসুর বধ করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা কি না, এ বিষয় লইয়া বিচার নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণ অঘাসুর নামক দেহবিশিষ্ট কোন অসুরকে বধ করিয়াছিলেন ইহা স্বীকার বা অস্বীকারে তোমার আমার জীবনের সহিত সম্বন্ধ অত্যল্প, কিন্তু অঘাসুর বধদ্বারা তিনি হৃদয়ের অঘনাশ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশাবলীদিগকে বিশুদ্ধ চরিত্র হইতে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সহিত তোমার আমার জীবনের যথেষ্ট সম্বন্ধ। আধ্যাত্মিক সত্য বিরহিত হইলে, অলৌকিক ব্যাপার অকার্য্যকর, আধ্যাত্মিক সত্য সমন্বিত হইলে, ব্যাপার অলৌকিকই হউক্ বা স্বাভাবিক হউক্, উহাতে কিছু আসে যায় না ; কারণ মূলবস্তু আমরা পাইলাম, আবরণ ছাড়িয়া দিলেও ক্ষতি নাই, রাখিলেও ক্ষতি নাই। যাহারা কৃষ্ণ বা অন্যান্য অবতারের লীলা আলোচনা করেন, তাহারা এ সমুদায় সুন্দররূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এই আমার প্রার্থনা। সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে কৃষ্ণলীলা এইরূপ ভাবে গ্রহণ করিবার জন্যই শাস্ত্রের সর্ব্বত্র আভাষ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব বলিতেছেন :—

বিদিতোঽস্মি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥

অর্থাৎ আপনি প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরমপুরুষ, আপনি নিরবচ্ছিন্ন অনুভব আনন্দস্বরূপ এবং সকল বুদ্ধি সাক্ষী।

তিনি আরও বলিতেছেন :—

এবং ভবান্ বুদ্ধ্যানুমেয়লক্ষণৈর্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্‌গুণাগ্রহঃ। অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং নতে সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ॥

অর্থাৎ রূপাদি জ্ঞানদ্বারা যাহাদিগের স্বরূপ অনুমান করিতে হয় আপনি সেই সমুদায়ে বর্ত্তমান থাকাতেও আপনার প্রত্যক্ষ হয় না। আপনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বাত্মা এবং সর্ব্বব্যাপক, আপনি পরমার্থ বস্তু অপরিচ্ছিন্ন, আপনার আবরণ না থাকাতে আপনার অন্তর্ব্বহিঃ ভেদ নাই। আপনার অন্তর্য্যামীত্বরূপে প্রবেশই যখন মুখ্য নহে তখন দেবকীগর্ভে প্রবেশ কিরূপে হইবে?

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব তাঁহাকে নন্দগোপ গৃহে যাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কংসরূপ বিষয়বাসনা যে স্থলের অধীশ্বর, সে স্থলে বিশুদ্ধ সত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন না, এই জন্য ধর্ম্মপরায়ণ নন্দগোপ এবং সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়ভূতা যশোদাগৃহে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপালিত হয়েন। কংস এবং তাহার অনুচরবর্গের অত্যাচারে সেই সময় মথুরায় এক মহান্ অধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, গো, বিপ্র, বেদ, সত্য, তপ, শম, দম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা ইত্যাদি বিষ্ণুর তাবৎ (১) মূর্ত্তিই মথুরা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, সুতরাং এরূপ স্থলে বিশুদ্ধ সত্বস্বরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি কখনও নিরাপদে থাকিতে পারে না বলিয়াই উহা ধার্ম্মিকপ্রবর নন্দগৃহে নিহিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মবিদ্বেষী কংস তাহার অনুচরবর্গের সহিত নানাবিধ অধর্ম্মাচরণ আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বিনাশার্থে নানাস্থানে অনুচর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা আরম্ভ হইল।

প্রথমলীলা পূতনাবধ।

পূতনাবধসম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"পূতনা কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান করিলেন, যে পূতনার প্রাণ বহির্গত হইল। সে তখন নিজরূপ ধারণ করিয়া ছয়ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নিপতিত হইল।

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে পূতনা বধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল পূতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে গৃধ্র, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। বলবান শিশুর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে।"

"কিন্তু পূতনার আর এক অর্থ আছে। আমরা যাহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলি, সূতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পূতনা। সকলেই জানে যে শিশু বলের সহিত স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পূতনাবধ।"

হিন্দু-পত্রিকার গোপালতাপনী ব্যাখ্যার সময় পূতনাসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এই :—

"পূতনা বিষকুম্ভপয়োমুখ প্রেয়মূর্ত্তি। ভাগবতে পূতনার বর্ণনাস্থলে উল্লেখ আছে যে কোষনিহিত অসির ন্যায় পূতনার অন্তর তীক্ষ্ণ ছিল, কিন্তু তাহার বাহ্যব্যবহার জননীর ন্যায় স্নেহ-

---

(১) বিপ্রাগাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনুঃ।
১০ম স্কন্ধঃ ৪র্থ অধ্যায়।

ময় ছিল। পূতনাশব্দের অর্থ পবিত্র, কিন্তু এই পবিত্রতা, বাহ্যে, অন্তরে নহে। এইজন্য পূতনার আকৃতি উৎকৃষ্ট মহিলাদিগের আকৃতির ন্যায় ছিল। বাহ্য পবিত্রতা ও আভ্যন্তরিক অপবিত্রতাই পূতনা।

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরা কোষপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে
নিরীক্ষমানে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্॥

১০ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পূতনা বকাসুরের ভগ্নী। বকশব্দে কৌটিল্য ও কপটাচার। ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্বভাব একই রকম পূতনা কপটাচারের মূর্ত্তি। রামায়ণের শূর্পনখা ও ভাগবতের পূতনা একই জিনিষ। ধর্ম্মমার্গে যাওয়ার প্রথম উপায় কপটাচার বিনাশ। এইজন্য কৃষ্ণলীলায় ও রামলীলায় সূর্পনখা ও পূতনাই সর্ব্বপ্রথম বধ হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পূতনা দেহবিশিষ্ট রাক্ষসী ছিল না। হয় পূতনা একটা পাখী ছিল, বালক কৃষ্ণ তাহা বধ করিয়াছিলেন এবং ভাগবতপ্রণেতা ঐ সত্যঘটনার উপর একটা প্রকাণ্ড গল্প স্থাপন করিয়াছেন, নয় পূতনা শিশুরোগমাত্র, বালক কৃষ্ণবলের সহিত স্তন্যপান করিয়া উহা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎপর ভাগবতপ্রণেতা উহার অনুরূপ একটি গল্প স্থাপন করিয়াছেন।

এইরূপ বক্তব্য এই যে ভাগবতপ্রণেতা স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসই হউন, বা অন্য কোন নামীয় ব্যাসই হউন, তিনি যে নিজের ও অন্যের ধর্ম্মপিপাসা দূর করিবার জন্য এই গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে আর সংশয় নাই। ভাগবতের ভাষা পাঠ করিলে উহা যে উপন্যাস গ্রন্থ নয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে যে আধ্যাত্মিক সত্যনিহিত রহিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এরূপ গ্রন্থে কোন গল্প নিবদ্ধ হওয়া বিবেচনা করা কতদূর সঙ্গত, তাহা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন। কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাহাদ্বারা একটি রাক্ষসী বধ হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা অযৌক্তিক নহে, কিন্তু মানবদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের কোন অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করা অসঙ্গত মনে করিলে এবং পূতনা একটা হস্তপদবিশিষ্টা রাক্ষসী ছিল না একথা একবার স্বীকার করিলে, পুতনাকে পাখী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কিম্বা শিশুরোগ বলিয়া উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। পূতনা বধ, ঠিক্ যেরূপ ভাগবতে বর্ণিত আছে, ঐতিহাসিক ঘটনা হইলে ক্ষতি নাই, উহা ঐতিহাসিক ঘটনা না হইয়াও যদি উহাতে কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশদ বিবৃতি নিবদ্ধ থাকে, তাহাহইলেই যথেষ্ট হইল, কারণ উহাদ্বারাই আদর্শ জীবন গঠিত হইতে পারে। ক্রমশঃ—

# উপায় কি নাই?—আছে।

## ব্রহ্মচারী আশ্রম ৩য় প্রবন্ধ।

হিন্দু পত্রিকার গত দুই সংখ্যায় "উপায় কি নাই—আছে—" শীর্ষকপ্রবন্ধে আমরা ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপনের বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু যাহা বলিয়াছি তাহা যথেষ্ট বিবেচনা করি না। এসম্বন্ধে বারংবার আলোচনা আবশ্যক। বহুকাল হইতে দাসত্বপাশে নিবদ্ধ থাকিয়া বঙ্গবাসী একবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন। কোন বিষয়েই সাহস বা উৎসাহ নাই। কেবল

বঙ্গদেশ কেন সমুদায় ভারতবর্ষই যেন নৈরাশ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে দিকেই দৃষ্টি-নিক্ষেপ কর সেই দিকেই যেন ঘোর তমসাচ্ছন্ন। যাঁহারা জ্বলন্ত উৎসাহ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন তাঁহারাও কিছুকাল পরে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন। নব্য ভারতবর্ষের বহুতর স্বদেশ বৎসল মহাশয় ব্যক্তিদিগের জীবনে দৃষ্ট হয় যে তাঁহারা স্বদেশবাসীদিগের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া যে সমুদায় অনুষ্ঠানের জন্য জীবনপর্য্যন্ত পন করিয়াছিলেন তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছেন। বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ ব্যবহার তাহাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতারই পরিচয় দেয়। কোন পতিত দেশেই কোন সদনুষ্ঠান সহজে সম্পন্ন হয় না। কোন একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই অমনি তাহা সুসিদ্ধ হইবে যাঁহারা এরূপ আশা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন তাঁহাদের বিফলমনোরথ হইতেই হইবে। যাঁহারা স্বদেশের যথার্থ উপকার করিতে চাহেন তাঁহারা যেন হৃদয়ে কোন সুমহতী আশা পোষণ না করেন। তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া তৎসাধনার্থে স্বীয় জীবন নিয়োজিত করেন। তাহাহইলে কোন না কোন সময় অভীষ্টসিদ্ধ হইবেই হইবে। যিনি বীজবপন করেন তিনিই যে ফলপুষ্প-সুশোভিত বৃক্ষ দেখিয়া যাইবেন এরূপ নাও হইতে পারে, কিংবা একবার বীজবপন করিলে তাহাতে অঙ্কুরোদ্গম নাও হইতে পারে। মানব যদি ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতে পারে, আমিত্বের সঙ্কীর্ণতা দুর করিয়া উহাকে প্রসারিত করিতে পারে তাহাহইলে তাহার কখনও নৈরাশ্য যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। ব্যক্তিগত জীবন সমাজ জীবনের সহিত মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহাহইলে কার্য্য ধ্বংসে উৎসাহবৃদ্ধি ভিন্ন ক্ষয় হইবে না। আমিই ইহা করিতে পারিলাম না, আমিই ইহা দেখিয়া যাইতে পারিলাম না ইত্যাকার অহংজ্ঞানই বহুতর স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের অশান্তির ও নিরাশার কারণ। তুমি তাবৎ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশাবলীর অস্তিত্বের সহিত স্বীয় অস্তিত্ব প্রভেদ করিয়া লও বলিয়াই মনের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য কর, কিন্তু তুমি যদি তোমার আমিত্ব বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের সহিত মিশাইয়া ফেলিতে পার, তাহাহইলে তোমার অভীষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত কোন দুঃখভোগ করিতে হইবে না। বীজবপন কর, উহার যদি অঙ্কুর উদ্গম না হয় কারণ অনুসন্ধান কর কেন উহার অঙ্কুর উদ্গম হইল না এবং ঐ কারণ নির্দ্ধারণ এবং নিরসন করিয়া পুনর্ব্বার বীজবপন কর অবশ্য অঙ্কুর উদ্গম হইবে এবং অঙ্কুর উদ্গম হইলে উহাতে ছায়া, তাপ, জল ইত্যাদি উহার বর্দ্ধনের উপযোগী পদার্থ সকল উহা নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হয় তাহার উপায় অবলম্বন কর, কালে উহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া অবশ্য ফলপুষ্পে সুশোভিত হইবেই হইবে, চাই তুমি ইহ জীবনে উহার ফলভোগ করিতে পার বা না পার। পিতার আরব্ধ কার্য্য পুত্রের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। গুরুর আরব্ধকার্য্য শিষ্যদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই সংসারের রীতি। বংশপরম্পরার শোণিতদ্বারা বিধৌত না হইয়া কোন পতিত দেশ কবে সংস্কৃত হইয়াছে?

পৃথিবীর যে কোন জাতির ইতিহাস পাঠ কর জাতীয় জীবনের যে কোন বিভাগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে যে সৎকার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠাতারা অধিকাংশস্থলে অসিদ্ধার্থ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের জীবন্তত্যাগরূপ বীজ হইতে শত শতশক্তিসম্পন্ন পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহাদের আরব্ধ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়া

গিয়াছে। স্বদেশের উন্নতির জন্য যদি তুমি যথার্থই আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়া থাক, উহাকেই নিজের অভীষ্টদেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া শোণিতপাত করিতে প্রস্তুত হইয়া থাক তাহাহইলে নিশ্চয় জানিবে তোমার শোণিতের প্রত্যেক বিন্দু হইতে এক এক মহাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ উৎপন্ন হইয়া অচিরাৎ তোমার শত্রুদিগের বিনাশসাধন করিবে। হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ হইতে তুমি সাগরতলে পতিত হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। আস্তে আস্তে একপায় দুপায় উঠিবার চেষ্টা কর, আবার সেই উন্নতস্থানে উঠিতে পারিবেই পারিবে। অকূল সাগরমধ্যে পতিত হইয়াছ বলিয়াই একেবারে নিরাশ হইয়া হস্ত পদের সঞ্চালন পরিত্যাগ করিও না। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ আস্তে আস্তে সন্তরণ করিতে থাক ভবিষ্যৎ ভগবানের হস্তে ন্যস্ত কর। বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলের প্রতি অবিশ্বাস, ভগবানের অবিচলিত নিয়মের প্রতি অবিশ্বাসই আমাদের নিরাশার কারণ। আমাদিগের হৃদয়ে যদি অবিচলিত ধ্রুববিশ্বাস থাকে যে অমৃতফল রোপণ করিলে কখনও কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে না তাহাহইলে অমৃতফল রোপণ করিবার সময় আমাদিগের কোন সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই; কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে উহা অমৃতফল কি না তাহা রোপণ করিবার পূর্ব্বে সতর্কের সহিত দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। যদি উহা যথার্থ অমৃতফল হয় এবং তদুপযোগী মৃত্তিকায় উহা রোপণ করা যায় তুমি কি আমি উহার ফল দেখিয়া না যাইতে পারি কিন্তু উহা প্রযত্ন-সহকারে রক্ষিত হইলে কালে উহাতে নিশ্চয়ই অমৃতফল ফলিবে। অতএব কর্ম্মের ফলে বিশ্বাস স্থাপন কর। স্বীয় জীবন ও সমাজজীবন একসূত্রে গ্রথিত কর। তোমার স্বীয় আমিত্বেরপ্রসার করিয়া ভবিষ্যৎ বংশাবলীর আমিত্বের সহিত মিলাইয়া দেও; তাহাহইলে এই দিব্য চক্ষুদ্বারা দেখিতে পারিবে যে তোমার আরব্ধ অনুষ্ঠান বটবীজের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও উহা কালে মহান্ বটবৃক্ষে পরিণত হইবে।

ব্রহ্মচারী আশ্রম ভাল কি মন্দ প্রথমে তাহাই দেখা উচিত, যদি ভাল হয় যাহাতে উহা সর্ব্বত্র সংস্থাপিত হয়, তৎপক্ষে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিঞ্চিন্মাত্রও কালবিলম্ব করা উচিত নহে। ভারতবাসীর মন ও শরীর যে দুর্ব্বল, সে কেবল ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে। দেশে কিয়ৎ-পরিমাণেও ব্রহ্মচর্য্য থাকিলে কখনও এদেশের এমন দুরবস্থা হইত না। আত্মদোষ গোপনে কোন লাভ হয় না, উহা সংশোধনেই ফল হয়। এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে গমন কর, দেখদেখি কোনস্থানে ব্রহ্মচর্য্য আছে কি না, দেখদেখি কোন গৃহে অলস্ত পরোপকারবৃত্তি আছে কি না, দেখদেখি কোন গৃহে অটল ধর্ম্ম-বিশ্বাস আছে কি না, একথা আমি বলিতে চাহি না, যে ইন্দ্রিয়সংযম কুত্রাপিও নাই, কিন্তু সত্য বলিতে হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, যে আজকাল উহা বড়ই বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

ইতিমধ্যেই আমি এসম্বন্ধে অনেক পত্র পাইতেছি, তাহাতে হৃদয়ে আসার সঞ্চার হইতেছে, যে স্থির অধ্যবসায় থাকিলে, উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। ক্রমশঃ—

# মণিরত্নমালা।

## পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য-প্রণীত।

( ১ )

সংসারভীতিতঃ কশ্চিৎ শিষ্যঃ কাতরবাক্ গুরুং।
প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ মুক্তিহেতুং যথাবিধি॥

সংসারভয়ে ভীত কোন শিষ্য তদীয় গুরুকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর-বাক্যে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

জীবের জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম—জন্মমৃত্যুর এই অবিশ্রান্ত প্রবাহই সংসার। জন্মমৃত্যুর অধীন জীব সংসারে বহুবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখদ্বারা পরিক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সংসার সর্ব্ব প্রকার দুঃখের আকর, সকল আপদের আস্পদ এবং সর্ব্বপ্রকার পাপের আলয়স্বরূপ। দুঃখমূল সংসারকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই কেবল সুখী হইতে পারেন। ভগবৎ-প্রসাদে যাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারের দোষ সমূহ সন্দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইয়া থাকেন এবং সেই ভয় হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুলতা ও ইচ্ছা জন্মে। এই ইচ্ছাকেই মুমুক্ষুতা কহে।

পরমেশ্বরের সত্ত্বরজস্তমোময়ী স্বর্গস্থিত্যন্ত-কারিণী, অনির্ব্বচনীয়া পরাশক্তিকেই তত্ত্বজ্ঞ সুধীগণ অনাদি অবিদ্যা বা মায়া কহিয়া থাকেন। "অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুঃ বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা" অবিদ্যা হইতে রাগদ্বেষাদিসঙ্কুল সংসারের উৎপত্তি এবং বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রভাবে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে সংসারের নিবৃত্তি হয়। "তস্মাদ্ যত্নঃ সদা কার্য্যঃ বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ" অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির বিদ্যাভ্যাসে সর্ব্বদা যত্ন করা বিধেয়।

সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ ও উপদেশ ব্যতিরেকে কেহ বিদ্যালাভ করিতে পারে না শ্রুতি বলিয়াছেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ আচার্য্যাদ্ধৈ বিদ্যাবিদিতা ভবতি শোকমাত্মবিৎ" যাঁহার গুরু আছেন তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন, গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া আত্মবিৎ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ সংসারদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন। "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং। শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং"॥ সেইহেতু মুমুক্ষু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শব্দব্রহ্মপরাগত (সাঙ্গবেদবিশারদ) পরব্রহ্মে নিমগ্ন (ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন) এবং উপশমাবলম্বী গুরুর শরণাপন্ন হইবেন। (ভাগবত) তাই শিষ্য গুরুর শরণাপন্ন হইয়া কি উপায়ে সংসারভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

( ২ )

প্রীত্যা প্রত্যুত্তরং তত্র মূলমাশ্রিত্য সদ্‌গুরুঃ।
সম্যগ্‌জ্ঞানায় শিষ্যস্য দত্তবান্ সাধুসাধনম্॥

তাহাতে সদ্‌গুরু (সংসারভয়ভীত, শরণাগত মুমুক্ষু) শিষ্যের প্রকৃষ্ট জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত মূল প্রশ্ন অবলম্বন করিয়া প্রীতির সহিত বিবিধ উপায় সম্বলিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। কেননা "ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত" (ভাগবত) গুরুগণ প্রেমবান্ শিষ্যকে পরম গুহ্য বিষয়ের উপদেশ দিয়া থাকেন।

( ৩ )

অপারসংসারসমুদ্রমধ্যে সম্মজ্জতো মে শরণং কিমস্তি। গুরো কৃপালো কৃপয়াবদৈতৎ বিশ্বেশপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—(১) হে কৃপা-

ময় গুরুদেব! আমি অপার সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতেছি কি অবলম্বন করিয়া পার হইব কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বলুন। গুরু বলিলেন, বিশ্বপতি ভগবানের পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকা। বৎস! সংসারসমুদ্র কিরূপে পার হইবে ইহা ভাবিয়া আকুল হইও না। দৃঢ়ভক্তিযোগসহকারে শরণাগতপালক, ভক্তিপ্রিয় ভক্তবৎসল ভগবানে চিত্তবুদ্ধি নিবেশিত করিয়া ভবভয়ার্ত্তিবিনাশক্ষম তদীয় চরণতরণী অবলম্বন কর, অনায়াসে ঘোর সংসারসাগর পার হইয়া যাইবে। ভক্তসখা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥

(গীতা)

হে পার্থ! যে সকল ব্যক্তি আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগদ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা করে, আমি সেই মদাবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

(৪)

বদ্ধো হি কো যো বিষয়ানুরক্তঃ কো বা বিমুক্তো বিষয়ে বিরক্ত। কো বাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহঃ তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন (২) এসংসারে বদ্ধ কে? গুরু বলিলেন যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত। রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ এই পাঁচটী বিষয়। বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে সঙ্গ (আসক্তি) জন্মে সঙ্গ হইতে কাম (অভিলাষ) এবং কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে সংমোহ (কার্য্যাকার্য্য বিবেকাভাব) সংমোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম (আত্ম বিস্মৃতি) জন্মিয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধি নাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই মনুষ্য মৃততুল্য হয় অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অযোগ্য হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিকে জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারপাশে আবদ্ধ থাকিতে হয়।

(৩) কোন ব্যক্তি বিমুক্ত? বিষয়ে যাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, যিনি বিষয়সমূহের দোষ ও অনর্থকারিতা দর্শন ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, অচিরে তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভক্তি ও জ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহাহইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা বার বার বলিয়াছেন, "মুক্তিমিচ্ছসি চেৎ তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ" হে বৎস। যদি ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে ইচ্ছা কর তাহাহইলে বিষয় সকলকে বিষের ন্যায় পরিত্যাগ কর। (জনকের প্রতি অষ্টাবক্র বাক্য।)

(৪) ঘোর নরক কি? নিজ দেহ। যে অনন্ত যন্ত্রণাপ্রদ অপবিত্র পদার্থ পরিপূরিত স্থানে পাপিগণ মরণান্তর স্বকৃত কর্ম্মের জন্য দণ্ডভোগ করে তাহাই নরক বলিয়া অভিহিত হয়। আত্মার ভোগায়তনস্বরূপ পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারবিশিষ্ট স্থূলশরীরও স্নায়ু, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা, রেতঃ, রক্তাদিসংযুত, দুর্গন্ধ চর্ম্মাচ্ছাদিত, মলমূত্র পরিপূর্ণ, কৃমিকুলসঙ্কুল এবং অপবিত্র। এই দেহ পরিগ্রহ নিবন্ধনই জীব আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে নিরন্তর সন্তপ্ত হইয়া সংসারেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অতএব নরকে এবং দেহে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

(৫) স্বর্গপদ (নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের স্থান) কি? তৃষ্ণাক্ষয়। তৃষ্ণাক্ষয় অর্থাৎ বিষয়বাসনার

বিরামকেই সন্তোষ কহে। "সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ" সন্তোষ সর্ব্বসুখের নিদান এবং অসন্তোষই সকল দুঃখের মূল। বিষয়তৃষ্ণা মনুষ্যের ধৈর্য্যনাশ করে। ধৈর্য্যহীন পুরুষ কদাচ সন্তোষলাভ করিতে পারে না। সুতরাং তৃষ্ণাভিভূত মনুষ্য সর্ব্বদুঃখ মূলীভূত অসন্তোষের বশবর্ত্তী হইয়া অনুক্ষণ দুঃখভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়াছে, যিনি সন্তোষরূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন তিনিই কেবল নিরন্তর নিত্য সুখ ও নিত্যানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তাই সাধুগণ বলিয়াছেন "তৃষ্ণা মুক্তাস্তু যে কেচিৎ স্বর্গবাসং লভন্তি তে" যাঁহারা তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত তাঁহারাই স্বর্গবাস লাভ করেন।

( গরুড়পুরাণ )

( ৫ )

সংসারহৃৎ কঃ শ্রুতিজাত্মবোধঃ কো মোক্ষ-হেতুঃ প্রথিতঃ সএব। দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারীকাস্বর্গদা প্রাণভৃতামহিংসা॥

( ৬ ) সংসার বিনাশ করে কে? ( ৭ ) এবং মোক্ষের হেতু কি? বেদাদিশাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইলে যে আত্মজ্ঞান জন্মে তাহাদ্বারাই সংসার বিনষ্ট হয়। ভগবান শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন,—

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনং।

হে দেবি! এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ। যেহেতু "স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধ শরীরপরিগ্রহঃ সংসারঃ" স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ দেহধারণের নাম সংসার। দেহধারণের হেতুভূত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবকে আর জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। আত্মজ্ঞানদ্বারাই সমুদায় কর্ম্ম বিনষ্ট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

( গীতা )

হে অর্জ্জুন! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। হৃদয়াকাশে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে চিত্তজ্ঞেয় (ব্রহ্ম) পদার্থ জানিতে এবং তাঁহাতে পরিনিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহাদ্বারা জীব পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং উঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই আত্মজ্ঞান লাভ করিবার সম্বন্ধেও ভগবান এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

তদ্বিদ্ধিপ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

( গীতা। )

হে পার্থ! প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও সেবাদ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। ভক্তি ও শুশ্রূষাদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন। যিনি শাস্ত্রে ও গুরূপদেশে দৃঢ়বিশ্বাসবান্, তদেকনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞানলাভ করিয়া পরাশান্তি (মুক্তিপদ ) প্রাপ্ত হন।

( ৮ ) নরকের একমাত্র দ্বার কি? নারী।

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

( ভাগবত। )

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী রমণীকে দর্শন করিয়া তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত হইয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় নরকে পতিত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ কামক্রোধের বশবর্ত্তী পুরুষগণ নারীরূপ বিষম বিষয়ভোগের তীব্র লালসাবশে বিবেকভ্রষ্ট হইয়া উন্মার্গে গমন

করে এবং পাপাসক্ত হইয়া নিরয়গামী হয়। মহর্ষি কপিল ও তদীয় জননী দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন—"যে ব্যক্তি যোগের পরমপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কদাচ প্রমদার সাহচর্য্য করিবেন না। কারণ ব্রহ্মসিদ্ধ যোগীরা কহিয়া থাকেন যিনি আমার (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) সেবাদ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন নারী তাঁহার পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ। দেবনির্ম্মিত স্ত্রীরূপা মায়া শুশ্রূষাদিদ্বারা অল্পে অল্পে আনুগত্য করিতে থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় তাহাকে আপনার মৃত্যুস্বরূপ অবলোকন করিবেন" (ভাগবত ৩।৩১। ৩৮।৩৯) অতএব সর্ব্বমায়ার করণ্ড, ধর্ম্মমার্গের অর্গল, অশেষ দোষের আকর এবং নরকের দ্বারস্বরূপ বিষরূপা নারী মুমুক্ষুগণের দর্শনীয়া ও বাঞ্ছনীয়া নহে। (ক)

(৯) জীবগণের স্বর্গপ্রদায়িনী কে? অহিংসা অর্থাৎ প্রাণিবধরূপ হিংসা পরিত্যাগ।

সর্ব্বহিংসা নিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার হিংসা হইতে নিবৃত্ত, ক্ষমাশীল এবং সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ হন তাঁহারাই স্বর্গে গমন করেন। যোগাচার্য্যগণ অহিংসার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" (পাতঞ্জলযোগসূত্র) যাঁহার অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহার নিকট হিংস্রপ্রাণিগণও অহিংস্র হয় এবং স্বভাবতঃ পরস্পর বিরোধী জন্তু সকলও শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া সহজ সুহৃদের ন্যায় একত্র বিচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং অহিংসাসিদ্ধ ব্যক্তি সর্ব্বদা নিরুদ্বেগে ও নির্ভয়ে থাকিয়া ইহ জীবনেই স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"। "অহিংসা যোগবৃক্ষের ত্রিতাপনাশিনী ছায়া; যাহারা দুঃখত্রয়রূপ দিবাকরতাপে সন্তপ্ত যোগতরুর এই ছায়া তাহাদের শীতলতা সম্পাদন করে। তাহারা ইহার আশ্রয়ে নির্ব্বাণলাভ করিয়া পুনরায় দুঃখে অভিভূত হয় না"। (পদ্মপুরাণ)

(৬)

শেতে সুখং কস্তু সমাধিনিষ্ঠঃ জাগর্ত্তি কো বা সদসদ্বিবেকী। কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়াণি তান্যেব মিত্রাণি জিতানি তানি॥

(১০) কোন্ ব্যক্তি সুখে শয়ন করিয়া থাকে? সমাধিস্থ পুরুষ।

অক্ষুব্ধা নিরহঙ্কারা দ্বন্দ্বেষু ন তু পাতিনী।
প্রোক্তা সমাধিশব্দেন মেরোঃ স্থিরতরাস্থিতিঃ॥
(যোগবাশিষ্ঠ)

অহঙ্কারশূন্য ক্ষোভশূন্য সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বরহিত সুমেরু অপেক্ষা স্থিরতর যে স্থিতি তাহারই নাম সমাধি"। সুতরাং সমাধিস্থ ব্যক্তি জাগতী আস্থা পরিত্যাগকরতঃ ভয় শোক ও বাসনাশূন্য হন এবং আত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া অন-

---

(ক) সংসারবিরাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও যতিগণ পাছে রমণীতে আসক্ত হইয়া পুরুষার্থ পরিভ্রষ্ট হন একারণে আচার্য্য তাঁহাদের আশ্রমোচিত উপদেশ দিতে গিয়া এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্ত্রীজাতির নিন্দা করিয়াছেন।

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষ্বেলনাদিকং।
প্রাণিনো মিথুনীভূতান্ অগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ॥
(ভাগবত)

অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও পরিহাসাদি এবং মিথুনীভূত প্রাণিগণকে অগ্রে পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু উপকুর্ব্বান্ ব্রহ্মচারী অর্থাৎ অনাসক্ত গৃহীর পক্ষে স্ত্রীপরিগ্রহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকেরা বিধান দিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—সন্তান উৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রীগণ বহু কল্যাণ পাত্রী ও আদরণীয়া, ইহারা গৃহকে উজ্জ্বল করেন, স্ত্রীতে ও শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। অপত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান সেবা শুশ্রূষা উত্তমারতি এবং পিতৃগণের ও আপনার স্বর্গপ্রাপ্তি সকলই স্ত্রী হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

চ্ছিন্নরূপে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। "সমাধি-সিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ" (পাতঞ্জলযোগসূত্র) "আত্মবিস্মৃত হইয়া পরমেশ্বরে সমুদায় ভাবের সমর্পণের নাম ঈশ্বর প্রণিধান"। ঈশ্বর প্রণিধানদ্বারা সমাধিসিদ্ধ হয়।

(১১) কোন ব্যক্তি জাগিয়া থাকেন? যাঁহার সৎ ও অসৎ বস্তুর বিবেক জন্মিয়াছে।

ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা ইত্যেবং রূপনিশ্চয়ঃ।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা; কেননা আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি সর্ব্বদাই তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে এবং ভাবান্তর ঘটিতেছে; আর কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাই সদ্রূপে সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন এইরূপে বস্তুর যে স্বরূপ নিশ্চয় তাহাকে বিবেক কহে। বিবেকবান্ ব্যক্তির মোহনিদ্রার ঘোর কাটিয়া যায়। মোহনিদ্রাভিভূত অবিবেকীর ন্যায় তাঁহার অনিত্যসংসাররূপ স্বপ্নদর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—

"ঘুমভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি, এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

(১২) কাহারা মনুষ্যের শত্রু? (১৩) এবং কাহারাই বা মিত্র? নিজের ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে না পারিলে তাহারাই প্রবল শত্রু হইয়া উঠে এবং সংযত ইন্দ্রিয়গণই মিত্র হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—

বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপঃ মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ।
(ভাগবত)

ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্যই জীবের বন্ধন এবং ইন্দ্রিয়গণের সংযমই মোক্ষ। (যাহা সংসার-বন্ধনের কারণ তদপেক্ষা ঘোর শত্রু আর কি আছে) কারণ।

যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবত্তত্ত্ব কথা কুতঃ।

যাবৎ ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল থাকে তাবৎ কেহই তত্ত্বকথার অবধারণে সমর্থ হয় না। "সরোবরাদির জল স্থিরভাবে থাকিলে তবে যেমন তাহাতে পতিত প্রতিবিম্ব সকল সুস্পষ্ট নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয়সকল স্থিরভাব ধারণ করিলে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয়পদার্থকে স্থায়ীভাবে দর্শন করিতে পারা যায়"।

মনু বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥

বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয়গণের আত্যন্তিক প্রসক্তিদ্বারা জীব দৃষ্টাদৃষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারিলে মনুষ্য অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। মন সঙ্কল্পসহকারে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক। মনকে জয় করিতে পারিলেই উক্ত দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায়। মনকে জয় করিবার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥
(গীতা)

হে মহাবাহো! মনদুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহা নিগৃহীত হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

# ধর্ম্ম এক বই দুই হইতে পারে না।

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বিশিষ্ট বহু আকারের লাল, নীল, পীতাদি বর্ণের কটু, কষায়, তিক্ত, মিষ্ট আদি বহু স্বাদের ও শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখদায়ক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বহু বিষয়ের উপলব্ধি হয়। অনন্য মনে মনোযোগের সহিত চিন্তা করিলে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে দুইটীমাত্র ক্রিয়া রহিয়াছে একটী আকর্ষণ অন্যটি বিক্ষেপণ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বিক্ষেপণকে গতি বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, বিক্ষেপণের মূলে আকর্ষণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বিক্ষেপণ না থাকিলে আকর্ষণের উপলব্ধি হয় না, আর যদি কেবল আকর্ষণ থাকিত, তাহা হইলে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পরস্পরের ভেদ থাকিত না। এক ও রবারকে টানিয়া বা একখণ্ড ধাতুকে পিটিয়া যতদূর বাড়ান যায় ততদূর বাড়াইলেও দেখা যায় যে সেই বিক্ষেপণের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে; আকর্ষণ না থাকিলে রবার ও ধাতু ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইত। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে বিক্ষেপণের মূলে আকর্ষণ সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছে, কোন অবস্থাতেই আকর্ষণ শূন্য অবস্থায় গতি বা বিক্ষেপণ হইতে পারে না। একটু নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে সমুদায় সৃষ্টপদার্থে এই দুইটী ক্রিয়াই হইতেছে; সমুদ্র, মরুভূমি, পর্ব্বত, হ্রদ, জল, বরফ, জলপ্রপাত, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি ঐ দুইটী ক্রিয়া দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে, আবার সমুদ্রের তরঙ্গ নদীর জোয়ার ভাটা, ভূমিকম্প প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ঐ দুইটী শক্তিরই ক্রিয়াস্থল, নৌকাচালন, বেলুন উড্ডান, লককমটিব ইঞ্জিনচালন তাড়িৎ বার্ত্তা-বহন ঘড়িচালন প্রভৃতি আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ শক্তি ভিন্ন হইতেই পারে না। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গম মূলের অধোগমন ও বৃক্ষের উর্দ্ধগমন ও বৃদ্ধি ও শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ফলে সুশোভিত হওন আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ এই দুইটী শক্তিপ্রভাবেই হইতেছে। আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ব্যতিরেকে জীবের সন্তান উৎপাদন জন্ম, বৃদ্ধি, আহার, বিহার, নিদ্রা, শ্বাস, প্রশ্বাস, মলমূত্রাদিত্যাগ ও মৃত্যু প্রভৃতি কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। আবার দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসাস্বাদন ও স্পর্শানুভব এসকলও আকর্ষণ ও বিক্ষেপণমূলক। সেই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ শব্দের কারণ। দূরতা বা মৃদুতানিবন্ধন শব্দ অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে কিম্বা আমাদের মন কোন বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে যদিও আমরা অনেক সময় শব্দ শুনিতে পাই না বটে, তথাপি যেখানে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ আছে সেইখানেই যে শব্দ আছে তাহা যুক্তিদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যেমন স্লেটের উপর পেন্সিলদ্বারা সজোরে একটী কসি টানিলে শব্দ শুনা যায়, কিন্তু আস্তে আস্তে টানিলে শব্দটী যদিও এত ক্ষীণ ও মৃদু হয় যে তাহা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না তথাপি শব্দ যে হয় তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। সেইরূপ একটা টানাপাখার দড়ি ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ করিলে একটা শব্দ উৎপন্ন হয় ও তাহা শুনা যায়, কিন্তু দড়িটী ধরিয়া আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দিলে কোন শব্দ শুনা না যাইলেও অতি মৃদুভাবে যে শব্দ হয় তাহা কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান থাকিলেই স্বীকার করিতে হইবে। কোন কোনও বৈজ্ঞানিক আপত্তি করিতে পারেন যে গতি বা বিক্ষেপণ বাধা না পাইলে শব্দ হয় না, কিন্তু তাঁহাদের জানা নাই যে গতি যাহাতে

বাধা পায় তাহাও একটা গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং প্রমাণ হইল যে যেখানে গতি সেইখানেই শব্দ ও যেখানে শব্দ সেইখানেই গতি, অতএব গতি ও শব্দ অভেদ। এখন যুক্তি-দ্বারা অনায়াসে দেখা যাইতেছে যে জগতের যাবতীয় ক্রিয়াই গতি ও অগতি বা আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের মূলে সম্পন্ন হইতেছে। আকর্ষণকে অগতি বলা যাইতেছে, কারণ আকর্ষণ গতির বিরোধী। স্বর্ণের পাত করিতে যে কষ্ট হয়, তাহার কারণ স্বর্ণের অণুসমূহের মধ্যে যে আকর্ষণ আছে, তাহা বিক্ষেপণ বা গতি বা প্রসারে বাধা জন্মায়। যে সমুদায় দ্রব্যে আকর্ষণ অধিক থাকে তাহাদের আদৌ পাত হয় না। এসমুদায় স্থলে বিকর্ষণ আছে, কিন্তু আকর্ষণ তদপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব আকর্ষণ যেরূপ বিক্ষেপণের কারণ, তদ্রূপ আকর্ষণ বিক্ষেপণের বিরোধী। ইহাও দেখা যায় যে একটী গতি-দ্বারা অন্য একটী গতির হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্ত্তন ও ইতরবিশেষ সর্ব্বদাই হইতেছে। সৃষ্ট প্রাণী-সমূহের মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানব স্বীয় বুদ্ধিবলে গতির সংযোগে গতির হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্ত্তন ও ইতরবিশেষ সংঘটন করিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুতকরণে সক্ষম।

মনুষ্য বাষ্পের গতি নিজের ইচ্ছা ও আয়ত্তাধীন করিয়া কলের জাহাজ ও রেলগাড়ী চালাইতেছে, ধূমের গতি রোধ করিয়া বেলুন উড়াইতেছে, বিদ্যুতের গতিকে স্বেচ্ছাধীন রাখিয়া তারের সংবাদ দিতেছে ও তড়িতালোক জ্বালিতেছে সেইরূপ মানব একটা গতিদ্বারা আর পাঁচটা গতি জন্মাইয়া ব্যবহার্য্য থালা, ঘটি, বাটী, ঘর, দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে; সুতরাং আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহার মধ্যে কতকগুলি স্বভাবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক ও কতকগুলি মনুষ্যসৃষ্ট বা কৃত্রিম। পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে যেখানে গতি সেইখানেই শব্দ এবং গতি ও শব্দ অভেদ এবং ঐ গতির মূলে আবার অগতি রহিয়াছে। স্বাভাবিক গতি ও অগতির মূলে কতকগুলি স্বাভাবিক শব্দ আছে, সেই সকল স্বাভাবিক শব্দের ভিন্ন ভিন্নরূপ চালনাদ্বারা মনুষ্য কতকগুলি কৃত্রিম শব্দ প্রস্তুত করিয়া জগতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সৃষ্টি কবিয়াছে। এস্থলে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মহাত্মাদিগের এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে মনুষ্য ভিন্ন অপরাপর প্রাণীরা ভাষা জানে না অথচ প্রাণী-ভেদে শব্দগত পার্থক্য দেখা যায় কেন? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে গতি ও অগতি এই দুইটী ক্রিয়াই জগতের সমষ্টি হইলেও মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, নদী ও পর্ব্বতাদি যেমন এই দুইটী ক্রিয়ার পার্থক্য পৃথক্ পৃথক্ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন এই দুইটী ক্রিয়ার পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্বর-যন্ত্রের পার্থক্য হওয়ায় প্রাণীভেদে শব্দভেদ হইয়াছে। যেমন একজন মনুষ্য শঙ্খ, বাঁশী, শিঙ্গা, ফ্লুট, ক্লারিয়নেট প্রভৃতিতে একপ্রকার গতিবিশিষ্ট একই প্রকার ফুৎকার দিলেও উক্ত বাদ্যযন্ত্র সকলের গঠনের তারতম্য ও স্থূল সূক্ষ্মতানুসারে বিভিন্নরূপ শব্দ হয়, তেমন মানব ব্যতীত অপরাপর প্রাণীবর্গের স্বর-যন্ত্রের পার্থক্য বশতঃ বিভিন্নপ্রকার শব্দ নিঃসৃত হয়। মানব-মণ্ডলীর মধ্যেও দেশকাল ও ব্যক্তিগত পার্থক্য বশত স্বর-যন্ত্রের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্যে শব্দের কিছু কিছু উচ্চারণগত পার্থক্য দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত মনুষ্য কল্পনাবলে স্বাভাবিক শব্দের সংযোগ বিয়োগে অনন্তভাষা সৃষ্টি করিয়াছে সুতরাং ভাষা সকল কৃত্রিম বই স্বাভাবিক হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যেক ক্রিয়াই মস্তিষ্কে উপলব্ধি হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগে দর্শন, শ্রবণেন্দ্রিয়ের যোগে শ্রবণ

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যোগে আঘ্রাণ, রসনেন্দ্রিয়ের যোগে আস্বাদন এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের যোগে শীতোষ্ণাদি অনুভব হয়। মানব কৃত্রিম সভ্যতাদ্বারা বিকৃত না হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহদ্বারা একজনের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইবে, অপরের মনেও তদ্রূপ হইবে।

ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিন, জার্ম্মাণ ও য়িহুদি সর্ব্বপ্রকার জাতীর মনেই একরূপ ভাবের উদয় হইবে,—যেমন রক্তের বর্ণ, বজ্রের শব্দ, পুষ্পের গন্ধ, মধুর স্বাদ ও অগ্নির উত্তাপ আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা প্রাণে যেরূপ উপলব্ধি ও মনে যেরূপ ভাব হইবে সকল দেশীয় সকল জাতীয় মানবের প্রাণে ঠিক্ সেইরূপই উপলব্ধি ও মনে সেইরূপই ভাব হইবে। কিন্তু কৃত্রিম কোন বস্তুই সকলের প্রাণে একরূপ ভাব উদয় করিতে পারে না। মধুর স্বাদ বাঙ্গালীরা যে শব্দদ্বারা প্রাণে উপলব্ধি করে ও উহাদ্বারা বাঙ্গালীর মনে যেরূপ ভাব হয়, বাঙ্গলাভাষা অনভিজ্ঞ একজন ইংরাজের কাছে সেই শব্দটী করিলে তাহার প্রাণে সেইরূপ উপলব্ধি হইবে না এবং মনেও সেইরূপ ভাবের উদয় হইবে না। Wife শব্দ শুনিলে একজন ইংরাজের প্রাণে যাহা উপলব্ধি ও মনের যেরূপ ভাব হইবে একজন ইংরাজীভাষা অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর প্রাণে তাহা কখনই উপলব্ধি হইবে না ও মনেও সেরূপ ভাব হইতে পারে না। মনুষ্যেরা নিজ ব্যবহারের জন্য বা অপরের নিকট পরিচয়ের জন্য যে সকল নাম বা সংজ্ঞা দিয়াছে ঐ সকল নাম বা সংজ্ঞাই স্বাভাবিক নহে। প্রকৃত স্বাভাবিক ক্রিয়াতে কাহারও কোন ভেদ থাকে না, যথা—ক্ষুধা হইলে আহার করা, পিপাসা হইলে জলীয়দ্রব্য পান করা, ক্লান্ত হইলে নিদ্রা যাওয়া, মলমূত্রাদি ত্যাগের প্রবল বেগ হইলে মলমূত্রাদি ত্যাগ প্রভৃতি সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় সকল লোকের একসমান কার্য্য হইয়া থাকে। আবার ইংরাজ ইহুদী, বাঙ্গালী প্রভৃতি সকল জাতিই কাশিতে বা হাঁচিতে একই রূপ শব্দ করে, মলমূত্রত্যাগ ও সন্তান প্রসব করিতে বেগ দিবার কালে যে যে প্রকার শব্দ হয় তাহাও সকল জাতির এক-প্রকার, কল্পনা করিয়া কেহ তাহা অন্যপ্রকার করিতে পারে না। শব্দের যদিও কিছু কিছু পার্থক্য শ্রুত হয় তাহা কেবল স্বাভাবিক যন্ত্রগত কিছু কিছু পার্থক্যবশতঃই হইয়া থাকে। স্বাভাবিক শব্দ মনুষ্যমাত্রকেই একরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে, আবার যে ক্রিয়ামূলে যে শব্দটী উৎপন্ন হয় ঠিক্ সেই শব্দটী না করিলে সেইরূপ ক্রিয়া হইবে না। পূর্ব্বাপরই বলা গিয়াছে যে যন্ত্রগত পার্থক্যে শব্দের পার্থক্য হয়, আর সে পার্থক্য হওয়াও উচিত, কারণ যেরূপ যন্ত্র হইতে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ যন্ত্র না হইলে সেরূপ শব্দ হইতে পারে না। প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্বর-যন্ত্রের কিছু কিছু পার্থক্য আছে, যদি সেই পৃথক্ পৃথক্ স্বরযন্ত্রে একরূপ ক্রিয়া করান যায়, তাহাহইলে শব্দের কিছু কিছু পার্থক্য হইবে। এক্ষণে প্রমাণ হইল যে মনুষ্যের স্বাভাবিক গতি ক্রিয়া শব্দ ও ভাব এক বই দুই হইতে পারে না এবং মনুষ্যের স্বভাব বা প্রকৃতি এক, সুতরাং মনুষ্যের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও ভগবৎ সাধন এক বই দুই কখনই হইতে পারে না। শীত, গ্রীষ্মাদিঋতু ভেদে এবং রৌদ্র, জল, বায়ু আদি ভেদে পৃথিবীর সকলস্থানে একরূপ ফল শস্যাদি উৎপন্ন হয় না বলিয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোকের খাদ্যগত ও ব্যবহারগত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, সুতরাং যেদেশে যেরূপ আহার বা যেরূপ ব্যবহার না করিলে প্রাণহানি বা স্বাস্থ্য নষ্ট হয় সেই দেশে সেইরূপ আহার ও ব্যবহারই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া সুখস্পৃহায় বা বিলাসিতার জন্য যে সকল আহার

ব্যবহার করা যায় তাহা কখনই স্বাভাবিক নহে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রাখা আবশ্যক—মৎস্যকে জলে, ভূচর প্রাণীকে স্থলে ও মনুষ্যকে শুষ্ক পরিষ্কার স্থানে রাখা আবশ্যক—তেমন নানাদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন লোককে হিমালয়ের কোন এক প্রদেশে এক অবস্থায় রাখিলে সকলে সুখে ও শান্তিতে কখনই থাকিতে পারে না। শীতপ্রধানদেশের শীতসহিষ্ণু লোকের সেরূপ বস্ত্রে চলিবে গ্রীষ্মপ্রধানদেশের লোকের সেইরূপ বস্ত্রে কখনই চলিবে না। যদি একজন মৎস্যান্নভোজী পেটুক বাঙ্গালি, একজন দালরুটীভোজী হিন্দুস্থানী, একজন ফলমূলাহারী যোগী এবং একজন বিলাতফেরত মাংসাশী বাঙ্গালি সাহেবকে একটী আশ্রমে রাখিয়া হঠাৎ তাহাদিগকে সামান্য ফলমূলাহারের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাহইলে কি তাহাদের সকলের প্রাণে সমান সুখ ও শান্তি থাকিতে পারে? ভগবৎ সাধনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই মানসিক সুখ ও শান্তি থাকা আবশ্যক। কোন ব্যক্তির কোন চির অভ্যস্থ খাদ্য বা পরিধেয় বিশেষ হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে হইলে যদি তাহার মানসিক সুখ ও শান্তি নষ্ট হয় ও ভগবৎ সাধনের বাধা জন্মায় তাহাহইলে তাহার সেরূপ খাদ্য ও বস্ত্র হঠাৎ ত্যাগ না করিয়া ক্রমশঃ ত্যাগ করা শ্রেয়। যেহেতু কোন এক ব্যক্তির চির অভ্যস্থ কোন বিষয় স্বাভাবিক না হইলেও তাহার পক্ষে অভ্যাসজনিত স্বভাব বটে, অতএব দেশকাল ও পাত্রভেদে চির অভ্যস্থ কৃত্রিম ব্যবহারও স্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত হইলেও গতির মূলে যে শব্দ এবং অগতি অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য যে শব্দ তাহা যন্ত্রগত পার্থক্যবশতঃ কিছু কিছু প্রভেদ হইলেও গতির শব্দদ্বারা অগতির ক্রিয়া বা অগতির শব্দদ্বারা গতির ক্রিয়া কখনই হইবে না। যেমন তাপের দ্বারা যে বস্তু স্ফীত হয়, তাহা শৈত্যের দ্বারা কখনই স্ফীত হইবে না এবং শৈত্যের দ্বারা যে বস্তু সঙ্কোচিত হয় তাহা তাপের দ্বারা কখনই সঙ্কোচিত হইবে না, তেমনই আকর্ষণদ্বারা একত্রিত ও বিক্ষেপণদ্বারা বিস্তৃত হইবেই হইবে। আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ বা অগতি ও গতি এই দুইটী ক্রিয়া সমস্ত জড় জগতের ও দেহীমাত্রের সাধারণ স্বভাব, কিন্তু গতি অগতিকে দূরে নিক্ষেপ করে, সুতরাং অগতিতে যাইতে হইলে অর্থাৎ যে অগতি বা আকর্ষণ বা সৃষ্টির মূলকারণের কারণ, সুখ দুঃখ শোক তাপাদি অবস্থাবর্জ্জিত তরঙ্গরহিত মহাসমুদ্রের ন্যায় অগতি, তাহাতে যাইতে হইলে মনুষ্য মাত্রকেই গতির সঙ্কোচ করিতে হইবে, অতএব মনুষ্যমাত্রেরই ধর্ম্ম এক। মানুষ কেবল কল্পনার দাস হইয়া উত্তরোত্তর কল্পনাই বৃদ্ধি করিতেছে এবং কল্পনাদ্বারা গতি বৃদ্ধি করিয়া অগতি হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সুতরাং কল্পনাতীত প্রকৃত সত্য তাহাদের পক্ষে পরবর্ত্তী। একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে গর্ভস্থ অবস্থায় আমি ছিলাম বটে, কিন্তু আমার আমি জ্ঞান ছিল না আমার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সকল ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন কার্য্য ছিল না। এক্ষণে দেখা যাউক ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য ছিল না বা কেন এবং কার্য্য হইলই বা কিরূপে? মৃত্যুর পরেও ত হস্তপদ এবং ইন্দ্রিয় সকল থাকে তবে তাহাদের কর্ম্ম হয় না কেন যেমন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সকল কর্ত্তা নহে, কর্ত্তা আমি, আমি না থাকিলে আমার যন্ত্র আপনা আপনি কার্য্য করিতে পারে না সুতরাং মৃত্যুর পরে আমি আর সেই মৃতদেহে থাকি না বলিয়া আমার সে দেহস্থ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সকলের

কার্য্য হয় না, তেমনই ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আমার যন্ত্র সকল প্রস্তুত হইলেও তখন পর্য্যন্ত আমার আমি জ্ঞান হয় নাই বলিয়া আমার কোন যন্ত্রও কর্ম্মক্ষম হয় নাই। তবে ত আমি-জ্ঞানই আমার সর্ব্বনাশের মূল ও দুঃখের সৃষ্টি-কর্ত্তা। আমি জ্ঞান যদি আমার এত বিপদ ও সর্ব্বনাশের মূল হইল তাহাহইলে সেই আমি-জ্ঞানকে আমার হৃদয় হইতে দূর করা আবশ্যক। এইবারে দেখা যাউক আমার সেই আমি জ্ঞান কখনও কিরূপে হইল। গর্ভস্থ অবস্থায় সুখ, দুঃখাদি দ্বন্দ্ববোধ থাকে না এবং শ্বাস, প্রশ্বাসও থাকে না কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে শ্বাস, প্রশ্বাস আরম্ভ হইলেই সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ববোধ আরম্ভ হয়; তখন স্বীকার্য্য যে শ্বাস প্রশ্বাসই অহংজ্ঞানের কারণ, যেহেতু শ্বাস প্রশ্বাসের পরেই শিশুর অহংজ্ঞান ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ববোধ হওয়াতেই কাঁদিয়া উঠে। এখন দেখা যাইতেছে যে অহংজ্ঞান বা আমি জ্ঞান শ্বাস প্রশ্বাসমূলক, সুতরাং সেই শ্বাস প্রশ্বাসই যত অনর্থের মূল। তবে ত শ্বাস প্রশ্বাসবোধ করিয়া মরিয়া গেলেই সকল লেঠা মিটিয়া যায়, স্থূলবুদ্ধিরা তাহাই মনে করিতে পারে, কারণ অন্যে পরে কা কথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস হয় বলিয়াই আমাদের ফুসফুস যন্ত্র ও বক্ষ প্রসারিত ও সঙ্কোচিত হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা আমরা মিশ্রবায়ুর মধ্য হইতে প্রাণবায়ু (Oxyzon) গ্রহণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকি, নতুবা আমাদের রক্তে অঙ্গারাধিকা হইয়া আমাদের মৃত্যু হয় কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাস যে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের বা বিক্ষেপণের কারণ নহে বরং কার্য্য এবং আমাদের শরীরে বিক্ষেপণ আছে বলিয়াই প্রাণবায়ুর প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহারা জানেন না। গতি বা বিক্ষেপণ যাহা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আমাদের স্বতন্ত্ররূপে ছিল না, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই হইয়াছে সেই গতি বা বিক্ষেপণই আমার সকল কষ্টের মূলকারণ। আমার মধ্যে সেই বিক্ষেপণ কি, কোথা হইতে কিরূপে কোথায় আসে কোথায় যায় কিরূপে আমার উপর ক্রিয়া করে কিরূপেই বা আমাকে ভগবান হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, কেমন করিয়াই বা আমাকে ভবসাগরে ডুবায়, আর কি উপায়েই বা আমি সেই পরম শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে ও ভগবানের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইতে পারি তাহাই আর্য্য ঋষিদিগের গুহ্যাদপি গুহ্যবিষয়, জ্ঞানাতীত জ্ঞানযোগের শিক্ষার বিষয়। সাধারণের জ্ঞাতার্থে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম তখন আমার অহংজ্ঞান ছিল না কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে আমার অহংজ্ঞান হইয়া আমি আমার অতীত যে জ্ঞানকে ভুলিয়াছি সেই ভুলজনক জ্ঞান যে গতির মূলে উৎপন্ন হইয়াছে সেই গতি স্থৈর্য্য বা অগতির অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে আমি আমার অতীত জ্ঞান কোনমতেই লাভ করিতে পারি না সুতরাং অগতির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে গতিবোধ করিতেই হইবে। এখন বল দেখি ধর্ম্ম এক কি অনেক, মানবমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে মানবমাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্ত্রী পুরুষের যোগে সন্তান উৎপত্তি হইতেছে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই নির্দ্দিষ্ট স্থানে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল আছে সকলেই চক্ষু দিয়া দেখে, কর্ণ দিয়া শুনে, হাত দিয়া ধরে, পা দিয়া চলে। চক্ষু দিয়া শ্রবণ, কর্ণ দিয়া দর্শন বা হস্ত দিয়া গমন, পাদ্বারা ধারণ প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য

কখনই হয় না। দেশকাল ও পাত্রভেদে ইন্দ্রিয় সকলের কিছু কিছু আকারগত ও বর্ণগত পার্থক্য থাকিলেও স্বাভাবিক ক্রিয়াগত পার্থক্য কাহারও দৃষ্ট হয় না। তবে এস্থলে ধর্ম্মগত পার্থক্য কোন্ জ্ঞানে সপ্রমাণ হইতে পারে। কেবল কল্পনার দাস হইয়াই মানব শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া দিন দিন ধর্ম্মগত পার্থক্য বৃদ্ধি করিতেছে ও সংসারে বহুধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু মহাপুরুষগণ যিনি যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন উচ্চতম সীমায় সকলেরই মত এক। কেবল শ্রেষ্ঠতাভিমানী ভ্রমবুদ্ধিসম্পন্ন সামাজিক লোকেরা স্ব স্ব মতানুসারে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইতেছে। বঙ্গদেশে আসিয়া আমার আরও একটা নূতন জ্ঞান জন্মিয়াছে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যত দ্রব্য দেখিতেছি সমস্তই অগ্রে মনুষ্যের মনে ভাব হইয়া পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। বল দেখি দালান, কোঠা, পীরন, চাপকান্, থালা, ঘটী ইহার মধ্যে কোন্‌টা অগ্রে ভাব না হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে? সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে অগ্রে মনে ভাব না হইয়া কোন বস্তুই হয় নাই। যাহারা কলিকাতার প্রধান প্রধান বাজার সকল দেখিয়াছেন তাহারা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে মানবহৃদয়ে প্রতিনিয়ত কত ভাব খেলিতেছে এবং কত ভাবে কত অসংখ্য বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে। কেবল যে বহুবস্তু সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে, এক এক বস্তুর আবার কতপ্রকার নকল হইয়াছে। বল দেখি ভিতরে গিল্টি না হইয়া বাহিরে এত গিল্টিবস্তু কোথা হইতে আসিল? এত গিল্টির ভিতরে যথার্থ ভাব বাছিয়া লওয়া কি সহজ? মানুষের এরূপ শক্তি কখনও নাই এবং হইতেও পারে না যাহাতে মানুষ এত ভাবসত্ত্বে অপরভাব ধারণা করিতে পারে বা ভেদজ্ঞানসত্ত্বে অভেদজ্ঞান লাভ করিতে পারে। এখন বল দেখি ভেদজ্ঞানশূন্য ফলমূলাহারী আর্য্য ঋষিরাই ভগবৎ জ্ঞানের জ্ঞানী ছিলেন না এখনকার গিল্টিবিলাসি মৎস্য-মাংসাশী সভ্য সমাজের নব্যসম্প্রদায়ীরা ভগবৎ জ্ঞানের জ্ঞানী? বর্ত্তমান কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারকদের মধ্যে কিন্তু একটা বড় মজার নূতন মত দেখিলাম। জগতের যাহা কিছু সকলই ভগবান সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য নরক স্বর্গ কিছুরই ভেদ নাই—সবই একাকার, ঈশ্বর ঈশ্বরই আছেন ছিলেন ও চিরকাল থাকিবেন, সুতরাং খাও দাও মজা কর, চুরি কর, ডাকাতি কর তাতে তোমার ভয় কি? তুমি ত ভগবান, তোমাকে নরকে দেয় কে? তোমাকে নরকে নিতে গেলে ভগবানেরই স্বয়ং নরকে যাইতে হইবে। ভগবানের কি বুদ্ধি নাই না ভয় নাই!!! দেখ দেখি সংসারী জীবের জন্য কেমন সুন্দর ধর্ম্ম! এক কথায় সকল পরিষ্কার, সকল লেঠা মিটিয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জগৎময় ভগবান এই জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া ভগবানদিগকে ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জ্ঞান থাকে কিপ্রকারে? বিশ্বময় ভগবান জ্ঞান হইলে কি আর অন্যকে কোন শিক্ষা দিবার জ্ঞান থাকিতে পারে? এ সকল কথা বলিবার একান্তই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঋষিগুলিকে লইয়া টানাটানি করায় মনে বড় বেদনা পাইয়াই দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ শিক্ষায় আমাদের প্রাণ কিছুতেই স্থির থাকে না, বিষম আপত্তি উপস্থিত হয়, এক বস্তুতে ভিন্ন জ্ঞান কেন? বলাবলি, দেখাদেখি, কাটাকাটি, মারামারি, উপাস্য উপাসক এসব ভেদজ্ঞান কেন? আমিও বলিয়াছি আর্তি ভিন্ন গতি নাই, সুতরাং গতির

অগতি অবস্থা চাই। অগতিরও গতি অবস্থা আছে, সম্পূর্ণ অগতিতে না যাওয়া পর্য্যন্ত দুইযে এক ও একে দুই পর্য্যবসিত হইবে না। যে পর্য্যন্ত গতি সেই পর্য্যন্ত পার্থক্য, কারণ গতির মূলে গতির সামঞ্জস্য হইতে পারে না, অগতি বই গতির সামঞ্জস্যের উপায় নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সৃষ্টিজ্ঞান সে পর্য্যন্ত স্রষ্টাজ্ঞান ভুল।

সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এবং ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাদিগের নিকট আমার আর একটা প্রার্থনা এই যে দেশকাল ও আহার ব্যবহারাদির পার্থক্যবশত বর্ণগত ও গঠনগত কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মনুষ্যের হস্তপদ ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুসাদি যন্ত্র সকল যেখানে যেখানে থাকা উচিত সকলেরই ঠিক্ সেই সেই স্থানে আছে এবং যে যে ইন্দ্রিয়ের ও যন্ত্রের যে যে কার্য্য সকল মনুষ্যেরই সেই সেই ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র সেই সেই কার্য্য করিতেছে, সুতরাং এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র একরূপ ক্রিয়া ব্যতীত বিভিন্নরূপ ক্রিয়ায় সকলের কি একরূপ হওয়া সম্ভব। কুম্ভকারের চক্রে কাচা মাটি দিয়া চক্র ঘুরাইবার সময়ে কুম্ভকার যদি হাতের ভিন্ন ভিন্নপ্রকার ভাব করে তাহাহইলে কি একপ্রকারের মৃৎপাত্র সকল গঠিত হইতে পারে? কখনই নহে। সুতরাং যে পাত্র যেরূপ ক্রিয়ায় উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিপরীত ক্রিয়া ভিন্ন তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় কখনই আনা যায় না।

মানবমাত্রেরই একপ্রকার গতিতে মনের গঠন ও প্রবৃত্তি সকল হইয়াছে, সুতরাং সেই গঠন ও প্রবৃত্তি সকলকে বিপরীতদিকে গতি করাইতে হইলে অর্থাৎ নিরোধ অবস্থা লাভ করিতে হইলে যে ক্রিয়ার আবশ্যক সে ক্রিয়াও সকলের একরূপ হওয়া উচিত। কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের ক্রিয়াও সকল মানবের একপ্রকার অবস্থাতেই উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং লোভের বিষয় দেখিয়া কাহারও ক্রোধ বা ক্রোধের বিষয় দেখিয়া কাহারও কামের উদ্রেক হয় না। স্বাভাবিক মানবদেহে বা মনে যখন কোন সময়ে কোনরূপ বিপরীত অবস্থা লক্ষিত হয় না, তখন কেবল ধর্ম্মের বেলায় কি বিপরীতভাব সম্ভবে? মানুষ কেবল কল্পনাদ্বারা স্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের বেলা ক্রিয়াগত পার্থক্য ঘটাইয়াছে। তবে ধর্ম্ম কি কল্পনার সামগ্রী? ধর্ম্ম যদি কল্পনার সামগ্রী না হয় তাহাহইলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্ভব? আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে গতির মূলেই অনন্তসৃষ্টি অনন্তপথ ও অনন্তকল্পনা। অগতির অবস্থায় যাইতে না পারিলে সৃষ্টাতীত অবস্থা পাওয়া যাইবে না। যদি বল সৃষ্টিই ঈশ্বর, তবে ঈশ্বর অনিত্য ঈশ্বরের রূপান্তর আছে, ঈশ্বর জড়, ঈশ্বর চৈতন্য সুতরাং সকলই ঈশ্বর, অতএব উপাসককে উপাসনা এবং কেনই বা উপাসনা যদি সকলই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করি তবে দেখা যায় ঈশ্বরগণের মধ্যে ক্রিয়াগত পার্থক্য আছে এবং তদনুসারে কোনটা দীর্ঘকাল স্থায়ী, কোনটা অল্পকাল স্থায়ী, কোনটা সুখী কোনটা দুঃখী। তাহাহইলেও আমাদের ক্রিয়াগত পার্থক্যদ্বারা আমাদের স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব ও সুখদুঃখের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারি। সেই ক্রিয়াগত পার্থক্যই হইতেছে গতি, সুতরাং মনুষ্যকে সর্ব্বাবস্থাতে এক অবস্থায় আনিতে হইবে, অতএব সকলের জন্যই একপ্রকার ক্রিয়া আবশ্যক। মানুষ কেবল কল্পনায় বিভিন্ন হইয়াছে, সুতরাং যেইখানে কল্পনা সেইখানেই বিভিন্নতা, কিন্তু ধর্ম্ম কল্পনার সামগ্রী নহে এবং মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে পারে না।

মানবহৃদয়ে প্রতিনিয়তই ভাবের উদয় হইতেছে এবং সেই ভাবের মূলেই ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার মূলে আবার ভাবের বৃদ্ধি হইতেছে। মানুষ ভাবের দ্বারা বস্তুর বিদ্যমানে অবিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানে বিদ্যমানতা ঘটাইতে পারে এবং তাহাতেই শরীরে ও মনে তদনুরূপ ক্রিয়া হয়, কিন্তু সেই ভাবের অভাব করিতে পারিলে স্বভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়াই স্বতঃ হইয়া থাকে। অন্ধকার রজনীতে মানুষ মনের ভাবের দ্বারা বস্ত্র বা গাছের শাখাকে ভূত কল্পনা করিয়া তাহাতে ভূতের মাথা, হাত, পা, নাক, মুখ সমস্তই দেখিতে পায় এবং একটা রজ্জু দেখিয়া কল্পনাতে তাহাকে সর্পভ্রম করিয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে বা নিজের দিকে অগ্রসর হইতে দেখে এবং তাহাতেই ভয় পাইয়া কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা সঙ্কটাপন্ন রোগ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে শুনা গিয়াছে। আবার ব্যাঘ্রকে কাষ্ঠের গুঁড়ী বা বল্মীক স্তূপ ও প্রকৃত সর্পকে রজ্জু জ্ঞান করিয়াও নির্ভয়ে চলিয়া যাইতে পারে, মনে অন্য কোন ভাবের প্রাবল্যবশতঃ রাস্তায় চলিতে চলিতে কোন স্থান কাটিয়া বা পুড়িয়া গিয়াছে অথচ তখন কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক দেখা যায়, কিন্তু কল্পিত-ভাব অতিক্রম করিতে না পারিলে ও স্বাভাবিক ক্রিয়া না হইলে স্বভাবের অতীত ক্রিয়া সম্ভবে না। অতএব স্বাভাবিক গতিব্যতিরেকে মনুষ্য কল্পনাদ্বারা কখনই গতির অতীত অবস্থায় অর্থাৎ অগতির অবস্থায় যাইতে পারে না। এবং অগতির অবস্থায় আসিতে না পারিলে সেই গতির অতীত ভগবানের সহিত মিলন অসম্ভব, মানুষ যে পর্য্যন্ত গতির অতীত অবস্থায় আসিয়া স্বাভাবিক ধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক গতিনিরোধ করিতে পারিবে না ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল কল্পনাদ্বারা কাল্পনিক ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া প্রকৃত সত্যধর্ম্ম অবগত হইতে ও ভগবানকে পাইতে কোনমতেই পারিবে না। এই গতি নিরোধ করিয়া কিরূপে অগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পুস্তকে শিখিবার জিনিষ নহে। রসায়নশাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িয়া কেহ রাসায়নিক হইতে পারে না, এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য সংযোগে স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়, ইহা বলিয়া দিলেই তৃতীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় না, উহার প্রণালী দেখান চাই, তাহা না হইলে হয় না। অগতিবোধের ক্রিয়া সম্বন্ধেও ঐরূপ। সাধারণতঃ অগতি-রোধের যে ক্রিয়া প্রচলিত, উহা অসম্পূর্ণ। উহাতে প্রকৃত অগতি হয় না। পূরক, কুম্ভক, রেচকদ্বারা শ্বাস রোধ করিলে অগতি হয় না। অগতির মধ্যে যে নিহিত গতি আছে, উহা রোধ করিয়াই অগতিতে যাওয়া চাই, ইহা অনেকেই জানেন না। ক্রমশঃ—

সিদ্ধাশ্রমী শ্রীপূর্ণানন্দস্বামী।

---

# শাণ্ডিল্যশতসূত্র (১) বা ভক্তিমীমাংসা।

ওঁ অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা॥ ১॥

পদপাঠঃ। অথ। অতঃ। ভক্তিজিজ্ঞাসা।

ব্যাখ্যা। অথ—অনন্তর, কিন্তু এস্থলে অথ শব্দ অনন্তরার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অথ শব্দ এস্থলে অধিকারার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথেত্যধিকারার্থঃ (স্বপ্নেশ্বর) মুমুক্ষু ব্যক্তি-

(১) শাণ্ডিল্যশতসূত্র ভক্তিমার্গের একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ঈশ্বরের ভক্তি যে কি তাহা জানিতে হইলে শাণ্ডিল্যসূত্র পাঠ করা উচিত। শাণ্ডিল্যসূত্র শেষ হইলে ভক্তিমার্গের অপর অপূর্ব্বগ্রন্থ নারদসূত্র হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশ হইবে।

...েবই ভক্তিবিষয়ক বিচার করা কর্ত্তব্য। অথ শব্দ মঙ্গলাচরণার্থেও ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্রেই মঙ্গল হইয়া থাকে। অতঃ—ভক্তিবিষয়ে নানাবিধ কুতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, ঐ কুতর্ক নিরাশ করা আবশ্যক।

বঙ্গার্থ। শাণ্ডিল্য ঋষি জীবের উপকারার্থে ভক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ কুতর্ক নিরাশ করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের জন্য ভক্তি মীমাংসার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বিশদব্যাখ্যা। সাধনাঙ্গে কর্ম্ম কিম্বা জ্ঞানযোগদ্বারাও ভগবানের সন্নিধানে উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু ঐ উভয়বিধ পথই সাধারণ জীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। উহাতে শারীরিক ও মানসিক যে সমুদায় কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হয় তাহা সকলে করিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু ভক্তিমার্গ অতীব সুগম ও সুখকর। এইজন্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য এই স্থলে ভক্তিমার্গ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণে ভক্তির মাহাত্ম্য এইরূপ বলা হইয়াছে ;—"নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়িতি॥ অর্থাৎ সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না, হে নাথ! তোমাতে যেন অচলা ভক্তি থাকে। এইক্ষণ ভক্তি কি তাহা বলা হইতেছে।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। সা। পরা। অনুরক্তিঃ। ঈশ্বরে।

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগের নাম ভক্তি।

বিশদব্যাখ্যা। বিষয়াদিতে অবিবেকীদিগের যে প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি ভগবদ্ ভক্তদিগের তদনুরূপ প্রীতি। বিষয়ী ব্যক্তি যেরূপ কোন কাম্যবস্তুর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা দেখাইয়া থাকেন এবং তাহা প্রাপ্তির জন্য অন্যান্য তাবৎ বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যভাব ধারণ করেন তদ্রূপ ঐ ভালবাসা যদি বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের দিকে ধাবমান হয় তাহাহইলে সেই ভালবাসাকে ভক্তি বলা যায়। গীতায় আছে :—"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। তৎসংস্থস্য। অমৃতত্ব। উপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা। তস্মিন্ ঈশ্বরে সংস্থা ভক্তির্যস্য তস্য অমৃতত্বং ফলং উপদিশ্যতে, যথা ছান্দোগ্যে তস্যামৃতত্বং ফলমুপদিশ্যতে।

বঙ্গার্থ। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইলে জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। মহর্ষিগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

জ্ঞানমিতি চেন্ন দ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। জ্ঞানম্। ইতি। চেৎ। ন। দ্বিষতঃ। অপি। জ্ঞানস্য। তৎ। অসংস্থিতেঃ।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে যে সংস্থা শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে, তাহাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায় না, কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি বুঝায়। সংস্থা ভক্তিরেব ন জ্ঞানং। দ্বিষতস্তজ্জ্ঞানবতোঽপি তৎসংস্থত্ব-ব্যবহারাভাবাৎ॥ শত্রু কিংবা দ্বেষী ব্যক্তিও একজনকে জানিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই সে তাঁহাকে ভালবাসে না, সুতরাং ঈশ্বরকে জানিলেই অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞান হইলেই যে তাঁহার প্রতি ভক্তি হইবে তাহা নহে।

বঙ্গার্থ। এই সংস্থা জ্ঞান নহে, যেহেতু দ্বেষী ব্যক্তিরও জ্ঞান হয়, কিন্তু প্রীতি হয় না।

বিশদব্যাখ্যা। অনেকে জ্ঞানদ্বারা ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ইত্যাদি নানাবিধভাবে জানেন কিন্তু তাহাহইলেই ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রীতিসঞ্চার

হইবে তাহা বলা যায় না, যেমন একজন লোক নিজ শত্রুর সর্ব্ববিষয়ক অবস্থা জানিতে পারে কিন্তু সে তাহাকে যে ভালবাসিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

### তয়োপক্ষয়াচ্চ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। তযা। উপক্ষযাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। তয়া ভক্ত্যা মুক্তিং প্রতিজ্ঞানমুপক্ষীণং ভবতি।

বঙ্গার্থ। ভক্তির দ্বারা জ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে।

বিশদব্যাখ্যা। ভক্তির আধিক্য হইলে জ্ঞান থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ। ভালবাসার আধিক্য হইলে ভালবাসার বস্তুর সহিত তন্ময়ত্ব হয়, পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। গোপীগণ ও কৃষ্ণের যে প্রেম তাহাতে পরস্পরের পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। তোমাকে যদি আমি স্বতন্ত্রভাবে না জানিলাম, তাহাহইলে তোমার সম্বন্ধে আর আমার জ্ঞান থাকিল কোথায়? বিষ্ণুপুরাণে ভগবান প্রহ্লাদকে বলিতেছেন;—যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমন্বিতম্। তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণমপি যাস্যসি॥

### দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাদ্রসশব্দাচ্চ রাগঃ॥৬॥

পদপাঠঃ। দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাৎ। রসশব্দাৎ। চ। রাগঃ।

ব্যাখ্যা। ভক্তিঃ খলু রাগএব ভবিতুমর্হতি কুতঃ দ্বেষবিরোধিত্বাৎ। লোকে হি দ্বেষ্টায়ং ভক্তোয়মিতি মিথো বিরুদ্ধধর্ম্মবতি ব্যবহ্রিয়তে তত্র দ্বেষবিরোধী চ রাগএব প্রসিদ্ধো ন জ্ঞানাদিঃ।

বঙ্গার্থ। দ্বেষের প্রতিপক্ষ এবং রস শব্দের প্রতিপাদ্য হওয়ায় ভক্তির নামই রাগ বা অনুরাগ।

বিশদব্যাখ্যা। ভক্তি দ্বেষের প্রতিকূল। যেখানে দ্বেষ সেখানে অনুরাগ নাই, দ্বেষী পুরুষেরও জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু অনুরাগ হইতে পারে না। অনুরাগ দ্বেষের বিরোধী। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বান্ আনন্দী ভবতি" তৈত্তিরিয় শ্রুতি। ঈশ্বরে যে অনুরাগ তাহাকেই ভক্তি বলে।

### ন ক্রিয়াকৃত্যনপেক্ষণাজ্‌জ্ঞানবৎ ॥৭॥

পদপাঠঃ। ন। ক্রিয়াকৃতি অনপেক্ষণাৎ জ্ঞানবৎ।

ব্যাখ্যা। সা ভক্তির্ন ক্রিয়াত্মিকা ভবতি যথা জ্ঞানং।

বঙ্গার্থ। ভক্তি জ্ঞানের ন্যায় ক্রিয়াত্মিক নহে।

বিশদব্যাখ্যা। জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি অভ্যাসায়ত্ত কিন্তু ভক্তি তাহা নহে, জীবের সুকৃতি থাকিলেই ভগবানের অনুগ্রহে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

### অতএব ফলানন্ত্যম্ ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। অতএব। ফলাননন্ত্যম্।

ব্যাখ্যা। যতঃ সা না ক্রিয়াত্মিকা অতএব তৎফলস্য নিঃশ্রেয়সস্যানন্তত্বমুপপদ্যতে।

বঙ্গার্থ। যেহেতু ভক্তি ক্রিয়াত্মিকা নহে তদ্ধেতু উহার ফল অনন্ত।

বিশদব্যাখ্যা। মানুষ নিজে যাহা করে তাহা অনন্ত হইতে পারে না। উহা সীমাবদ্ধ হইবেই হইবে, কিন্তু ভক্তি ভগবানের কৃপাবশত হওয়ায় উহার সীমা নাই। যতই পুণ্যার্জ্জন কর না, উহার ক্ষয় আছে, কিন্তু ভক্তির ক্ষয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে:—তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এব মেবামুত্রপুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।

### তদ্বতঃ প্রপত্তিশব্দোচ্চ ন জ্ঞানমিতরপ্রপত্তিবৎ ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। তদ্বতঃ। প্রপত্তিশব্দাৎ। চ। ন। জ্ঞানম্।

ব্যাখ্যা। তদ্বতঃ—জ্ঞানবতঃ। প্রপত্তিঃ—শরণং, ভক্তিরিত্যর্থ। ভক্তেৰ্জ্ঞানহেতুত্বে নেদমুপপদ্যতে ইতর প্রপত্তিবদিতি।

বঙ্গার্থ। স্থলবিশেষে জ্ঞান হইতে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া জ্ঞান ভক্তির কারণ নহে, কারণ যে স্থলে জ্ঞান নাই, সে স্থলেও ভক্তি দেখা যায়, অর্থাৎ অজ্ঞানীকেও ভক্তিমান দেখা যায়।

বিশদব্যাখ্যা। কোন বস্তুকে অন্য বস্তুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে স্থলে কারণ সে স্থলে কার্য্য আছে কি না, এবং কারণের অভাব হইলে কার্য্যের অভাব হয় কি না? যে স্থলে কারণ সেই স্থলেই কার্য্য পরিলক্ষিত হইলে, এবং কারণাভাবে কার্য্যের অভাব দৃষ্ট হইলে, একেকে অন্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদি কেহ বলেন যেহেতু জ্ঞান স্থলে ভক্তিও দৃষ্ট হয়, তবে জ্ঞানই ভক্তির কারণ, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে, এ যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ কারণরূপ জ্ঞানের অভাবেও ভক্তি দৃষ্ট হয়, অতএব জ্ঞান ভক্তির কারণ হইতে পারে না। ন্যায়শাস্ত্রে ইহাকে ব্যতিরেকান্বয়ী ন্যায় বলে।

ইংরাজি logic এ ইহাকে agreement and difference বলে।

---

# দ্বিতীয় আহ্নিক।

## সা মুখ্যেতরা পেক্ষিতত্বাৎ ॥১০॥

পদপাঠঃ। সা। মুখ্যা। ইতর। অপেক্ষিতত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। সা পরাভক্তিমুখ্যা প্রধানম্ ইতরৈঃ জ্ঞানযোগাদিভিস্বোপকার্য্যতয়া অপেক্ষিতত্বাৎ।

বঙ্গার্থ। এই ভক্তি অন্যান্য সাধনমার্গ হইতে মুখ্য, কেননা জ্ঞানযোগাদিরও ইহার অপেক্ষা করিতে হয় অর্থাৎ সাহায্য লইতে হয়।

বিশদব্যাখ্যা। জ্ঞান ও যোগমার্গে ভক্তির সাহায্য লওয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমাস্তি" ইত্যাদি স্থলে পরাভক্তিরই কথা বলা হইয়াছে। "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবংবিজানন্নাত্মরতিবাত্মক্রীড় আত্মমিথুন" ইত্যাদি স্থলেও পরাভক্তির কথা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে শুষ্কজ্ঞানে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় না। ভক্তি সর্ব্বপ্রকার সাধনের প্রাণস্বরূপ।

## প্রকরণাচ্চ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। প্রকরণাৎ। চ।

বঙ্গার্থ। এই ভক্তিপ্রকরণ হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, যেহেতু জ্ঞানাদি এই প্রকরণে ভক্তির অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে।

## দর্শন ফলমিতি চেন্ন তেন ব্যবধানাৎ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। দর্শন ফলম্। ইতি। চেৎ। ন। তেন। ব্যবধানাৎ।

ব্যাখ্যা। ভক্তির্দ্দর্শনস্য ফলমিতি ন তেন দর্শনেন ভক্ত্যাঃ ব্যবধান বিদ্যমানাৎ।

বঙ্গার্থ। ভক্তি দর্শনের ফল নহে, কেননা তাহাদের মধ্যে ব্যবধান আছে।

বিশদব্যাখ্যা। শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্ট হয় যে

জ্ঞানের দ্বারাও ব্রহ্ম দর্শন হয়, কিন্তু আনন্দভোগ ভক্তি ভিন্ন হয় না।

দৃষ্টত্বাচ্চ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। দৃষ্টত্বাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। এতৎ দৃষ্টং হি লোকে চ।

বঙ্গার্থ। এরূপ দেখা গিয়াও থাকে।

বিশদব্যাখ্যা। কোন সুন্দর বস্তু দেখিলে প্রথমে ঐ সৌন্দর্য্যবোধক জ্ঞান হইল, এবং তৎপরে তাহার প্রতি প্রীতি জন্মে অতএব জ্ঞানের ফলই প্রীতি, প্রীতির ফল জ্ঞান নহে।

অতএব তদভাবাদ্বল্লবীনাং ॥১৪॥

পদপাঠঃ। অতএব। তৎ। অভাবাৎ। বল্লবীনাং।

ব্যাখ্যা। জ্ঞানভাবাদপি বল্লবীনাং মুক্তিঃ স্মর্য্যতে।

বঙ্গার্থ। বল্লবী অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের জ্ঞান ছিল না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমহেতু মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ভক্ত্যাজানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্ত্যা সাহায্যাৎ ॥ ১৫ ॥

পদপাঠঃ। ভক্ত্যা। জানাতি। ইতি। চেৎ। ন। অভিজ্ঞপ্ত্যা। সাহায্যাৎ।

ব্যাখ্যা। ভক্ত্যাজানাতীতি ন পরন্তু অভিজ্ঞপ্ত্যা জানাতি জ্ঞান সাহচর্য্যেন ভক্তিস্তু পরিবর্দ্ধতে।

বঙ্গার্থ। ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয় না, কিন্তু জ্ঞান ভক্তির সহায়তা করিয়া থাকে।

বিশদব্যাখ্যা। কেবল ভক্তিদ্বারাও মুক্তিলাভ করা যায়, ভক্তের জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক,—যেমন ব্রজগোপীগণের হইয়াছিল। কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, উহার মাঝে ভক্তি চাই, কিন্তু কেবল ভক্তিদ্বারা মুক্তিলাভ হইলেও ভক্তিজ্ঞানের প্রতি কারণ নহে। জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি হইতে পারে, কিন্তু স্থলবিশেষে জ্ঞান ভক্তিরও সাহায্য করিয়া থাকে।

এস্থলে কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন যে যদি ভক্তিদ্বারা জ্ঞান না হয় তাহাহইলে "ভক্ত্যামামভিজানাতি" গীতায় এরূপ কেন উক্ত হইল, কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে "অভিজানাতি" পদ আছে "জানাতি" পদ নাই। এইক্ষণ দেখুন "অভিজ্ঞা" শব্দে অর্থ কি? অভিজ্ঞা শব্দের অর্থ পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তুর পুনর্জ্ঞান। "অভিজ্ঞা পূর্ব্বজ্ঞাত জ্ঞান-মুচ্যতে" সুতরাং ভক্তি-সাহায্যকারী জ্ঞানের ফলস্বরূপ ভক্তির কথা এস্থলে বলা হইতেছে। জ্ঞানের দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়া ভক্তিদ্বারা উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে হয়। ব্রীহি আদি যেরূপ সুন্দররূপ চূর্ণ করিতে হইলে তাহার প্রতি প্রথমে একবার অবঘাত করিতে হয় এবং পুনর্ব্বার অবঘাত প্রয়োগে সুন্দররূপ চূর্ণ করিতে হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে প্রথমে মোটামুটি জ্ঞানের দ্বারা তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে হয় এবং তৎপরে ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে বিশেষরূপে অবগত হইতে হয়।

প্রাগুক্তং চ ॥ ১৬ ॥

পদপাঠঃ। প্রাক্। উক্তং। চ।

বঙ্গার্থ। এস্থলে যাহা বলা হইল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"। গীতা

অর্থাৎ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া যিনি প্রসন্নাত্মা হয়েন, তিনি শোকও করেন না কামনাও করেন না এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আমার প্রতি পরাভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এতেন বিকল্পোঽপি প্রত্যুক্তঃ ॥১৭॥

পদপাঠঃ। এতেন। বিকল্পঃ। অপি। প্রত্যুক্তঃ।

ব্যাখ্যা। এতেন জ্ঞানস্যাঙ্গত্ব নির্ণয়েন জ্ঞান ভক্ত্যোরত্র বিকল্প পক্ষোঽপি প্রত্যুক্তঃ নিরাকৃত ইতি মন্তব্যম্।

বঙ্গার্থ। জ্ঞান ভক্তির অঙ্গমাত্র সাব্যস্ত হওয়ায় জ্ঞানও ভক্তির মধ্যে যে বিকল্প বা ভ্রান্তি কল্পনা তাহা নিরাকৃত হইল।

দেবভক্তিরিতরস্মিন্ সাহচর্য্যাৎ ॥১৮॥

পদপাঠঃ। দেবভক্তিঃ। ইতরস্মিন্। সাহচর্য্যাৎ।

ব্যাখ্যা। শ্রুয়তে (শ্বেতাশ্বতর) যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ। অত্র দেব ভক্তিরীশ্বরেতরস্মিনদেবে মন্তব্যা, কুতঃ, গুরু-ভক্তিসাহচর্য্যাৎ।

বঙ্গার্থ। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে যে দেবভক্তি বলা হইয়াছে, উহা ঈশ্বর ভক্তি নহে, কারণ উহা গুরু ভক্তির সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা ঈশ্বর ভক্তির সমান নহে।

বিশদব্যাখ্যা। পিতৃমাতৃভক্তি গুরুভক্তি দেবভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু উহারা কেহই পরাভক্তির তুল্য নয়।

যোগস্তূভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ॥১৯

ব্যাখ্যা। যোগঃ পুনর্জ্ঞানার্থং ভক্ত্যর্থঞ্চ ভবতি। সমাহিতমনস্কতায়া উভাভ্যামপেক্ষণাৎ, যথা প্রযাজবাজপেয়াদ্যঙ্গং তদীয় দীক্ষণীয়াদে-রপ্যঙ্গং তদ্বৎ। কেবলং জ্ঞানার্থং যোগানুষ্ঠান-প্রসঙ্গেন ভক্তিমুপকরোতীতি।

বঙ্গার্থ। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই উভয়ের সাহায্যকারী। কেবল জ্ঞানের জন্য যোগানু-ষ্ঠান করিলে, উহাতেও ভক্তির বিকাশ হয়। প্রযাজ বাজপেয়ের আদি অঙ্গ হইলেও দীক্ষ-ণীয়াদি উহার যেরূপ অঙ্গ, তদ্রূপ জ্ঞানার্থে যোগ হইলেও, উহাতে ভক্তির উদ্রেক হয়। গুণানাঞ্চ পরার্থত্বাদসম্বন্ধঃ সমত্বাৎ স্যাৎ। পূর্ব্বমীমাংসা

গৌণ্যা তু সমাধিসিদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥

পদপাঠঃ। গৌণ্যা। তু। সমাধিসিদ্ধিঃ।

ব্যাখ্যা। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদিতি" পতঞ্জল স্মরণাৎ তত্র প্রণিধানং গৌণভক্তিরেব ন প্রধানং, তথা সমাধিসিদ্ধিবিতি ন বিরোধঃ। ভবতি চ বাক্যশেষস্তত্রৈব। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপ-স্তদর্থভাবনমিতি।

বঙ্গার্থ। পাতঞ্জলে যে ঈশ্বর প্রণিধান হইতে সমাধি হয় উক্ত আছে, ঐ প্রণিধান গৌণ্যা-ভক্তি, উহা পরাভক্তি নহে, কারণ ঐ পাত-ঞ্জলেই দৃষ্ট হয় যে ঈশ্বর প্রণিধানের উপায় কি তাহা বলিবার সময় বলা হইতেছে যে প্রণবই ঐ ঈশ্বরের বাচক, ঐ প্রণবের জপাদিই ঈশ্বর প্রণিধান। সুতরাং ইহা পরাভক্তি হইতে পারে না।

হেয়া রাগত্বাদিতি চেন্নোত্তমা-স্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ ॥ ২১ ॥

পদপাঠঃ। হেয়া। রাগত্বাৎ। ইতি। চেৎ ন। উত্তমাস্পদত্বাৎ। সঙ্গবৎ।

ব্যাখ্যা। যোগশাস্ত্রোক্তরাগত্বাবিশেষাদ্ভক্তি রপি মুমুক্ষুণা হেয়ৈব। তথাচ সূত্রম্ (পাতঞ্জল রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা। নৈবং বাচ্যম্ উত্তমাস্পদত্বাৎ ভক্তেঃ পরমেশ্বরবিষয়ত্বাদি যাবৎ। ন হি রাগত্বমাত্রেণ হেয়ত্বং কি সংসারানুবন্ধিরাগত্বেনৈব। যথা সঙ্গত্বমাত্রে ন ত্যাজ্যতা কিন্তু অসৎসঙ্গত্বেন তদ্বৎ।

বঙ্গার্থ। যোগশাস্ত্রে রাগ অর্থাৎ অনুরাগ দিকে হেয় বলা হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরবিষে অনুরাগ হেয় হইতে পারে না। কারণ ইহা আশ্রয় উত্তম এবং ইহা সঙ্গের ন্যায়। সঙ্গ যেরূ

অসৎ হইলে হেয় হয়, কিন্তু সৎ হইলে বাঞ্ছনীয়, তদ্রূপ অনুরাগ সংসারিকবিষয়ে হইলে উহা হেয়, কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ে বাঞ্ছনীয়।

বিশদব্যাখ্যা। যে অনুরাগে বিয়োগ আছে, সেই অনুরাগই হেয়। জাগতিক সুখ হইলেই দুঃখ হইবে, অনুরাগ হইলেই বিয়োগ হইবে। কিন্তু ভগবানে একান্ত অনুরক্তি হইলে দুঃখের আশঙ্কা নাই।

**তদেব কর্ম্মিজ্ঞানি যোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ ॥ ২২ ॥**

পদপাঠঃ। তৎ। এব। কর্ম্মিজ্ঞানি যোগিভ্য। আধিক্যশব্দাৎ।

ব্যাখ্যা। তদেব ভজনং মুখ্যং তস্যা ভক্তের্ব্বা মুখ্যত্বম্। এতৎ সর্ব্বথৈব নিশ্চিতং যস্মাদেবং শব্দতে।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকং যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥ যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ত তমোমতঃ॥ গীতা ৬। ৪৬। ৪৭।

বঙ্গার্থ। শাস্ত্রেও যথা গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্মজ্ঞান ও যোগ অপেক্ষা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে।

**প্রশ্ননিরূপণাভ্যামাধিক্যসিদ্ধেঃ ॥২৩**

পদপাঠঃ। প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্। আধিক্যসিদ্ধেঃ।

ব্যাখ্যা। অত্র গীতায়াঃ দ্বাদশাধ্যায় উদাহরণম্।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥
ইতি প্রশ্নঃ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে যে যুক্ততমাঃ মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংনস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ইতি নিরূপণম্ গীতা ১২শ অধ্যায়।

বঙ্গার্থ। অর্জ্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন ও উত্তর (গীতা ১২শ অধ্যায়) দ্বারা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সাব্যস্ত হইয়াছে।

**নৈব শ্রদ্ধা সাধারণ্যাৎ ॥ ২৪ ॥**

পদপাঠঃ। ন। এব। শ্রদ্ধা। সাধারণ্যাৎ।

ব্যাখ্যা। ভক্তির্ন সর্ব্বথা শ্রদ্ধাত্বেন শঙ্কনীয়া শ্রদ্ধায়াঃ কর্ম্মমাত্রাঙ্গত্বাৎ।

বঙ্গার্থ। শ্রদ্ধার সাধারণত্ব (যথা কর্ম্মে শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ইত্যাদি) আছে বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি নহে, ভক্তি কেবল ভগবানের সম্বন্ধেই কথিত হইয়া থাকে।

**তস্যাং তত্ত্বে চানবস্থানাৎ ॥ ২৫ ॥**

পদপাঠঃ। তস্যাং। তত্ত্বে। চ। অনবস্থানাৎ।

বঙ্গার্থ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি এক হইতে পারে না, উহাদের একতা সম্পাদন করিতে গেলে অনবস্থাদোষ ঘটে। গীতায় আছে—শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে শ্রদ্ধা ভজনার একটি অঙ্গমাত্র, কিন্তু ভক্তিসাধনের শেষ ফল।

**ব্রহ্মকাণ্ডন্তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাৎ ॥ ২৬ ॥**

পদপাঠঃ। ব্রহ্মকাণ্ডং। তু। ভক্তৌ। তস্য অনুজ্ঞানায়। সামান্যাৎ।

বঙ্গার্থ। জ্ঞানকাণ্ডবিবৃতির পর ব্রহ্মকাণ্ডের বিবৃতি হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রে দেখা যায় "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এস্থলে জ্ঞানকাণ্ডবিবৃতির পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হইয়াছে। এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভক্তিমূলক। সুতরাং ভক্তি প্রতিপাদনার্থে ব্রহ্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডের সামান্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## প্রথম আহ্নিক।

### বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ ॥ ২৭ ॥

পদপাঠঃ। বুদ্ধিহেতুপ্রবৃত্তিঃ। আবিশুদ্ধেঃ। অবঘাতবৎ।

ব্যাখ্যা। ভক্তিপবিশুদ্ধিপর্যান্তং তৎ প্রবৃত্তি রাবশ্যকী যথা ব্রীহিনবহন্তীত্যনেন বিহিত ব্রীহ্যবঘাতস্য যাবদ্বৈ তুষ্যমনুষ্ঠানং। বুদ্ধির্ব্রহ্মপ্রমিতিঃ।

বঙ্গার্থ। যে পর্য্যন্ত ধান্য হইতে তুষ নির্গত হইয়া তণ্ডুল বাহির না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ ধান্যের প্রতি পুনঃ পুনঃ অবঘাতের আবশ্যক, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্বিষয়িনী বুদ্ধিতে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিদ্বারা প্রবৃত্তি জন্মান আবশ্যক, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হইলে আবশ্যক নাই।

### তদঙ্গানাঞ্চ ॥ ২৮ ॥

পদপাঠঃ। তদঙ্গানাং। চ।

বঙ্গার্থ। যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয় ব্রহ্মবিষয়িনীবুদ্ধির অঙ্গসমূহের ও (যেমন গুরুসেবা শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ইত্যাদি) অনুষ্ঠান আবশ্যক।

### তামৈশ্বর্য্য পরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ ॥২৯

পদপাঠঃ। তাম্। ঐশ্বর্য্যপরাং। কাশ্যপঃ। পরত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। জীবাত্মভ্যঃ পরত্বাৎ কাশ্যপাচার্য্যস্তাং বুদ্ধিং পরমৈশ্বর্য্যপরাং মন্যতে।

বঙ্গার্থ। ঈশ্বর বিষয়িনী বুদ্ধি [illegible] শুদ্ধ করিতে হয় এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে। জীব এবং ব্রহ্মের ভিন্নতা স্বীকার করিয়া কাশ্যপাচার্য্য ঈশ্বরের সেবাদ্বারা বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিতে উপদেশ দেন।

### আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ ॥৩০॥

পদপাঠঃ। আত্মৈকপরাং। বাদরায়ণঃ।

ব্যাখ্যা। জীবব্রহ্মত্ব কল্পনায়া মিথ্যাত্বাচ্ছুদ্ধচিদাত্মমাত্রবুদ্ধেস্তত্ত্বজ্ঞানত্বাৎ তদেব মুক্তিফলায়েতি।

বঙ্গার্থ। বাদরায়ণাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদহেতু আত্মজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান কল্পনামাত্র, এই মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হইয়া যখন বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ হয় তখনই মুক্তি হয়।

### উভয় পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

পদপাঠঃ। উভয়পরাং। শাণ্ডিল্যঃ। শব্দোপপত্তিভ্যাম্।

বঙ্গার্থ। শব্দ অর্থাৎ বেদ এবং উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা শাণ্ডিল্যাচার্য্য এই বুদ্ধিকে উভয় পরা বলিতেছেন, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইলে যেমন আত্মজ্ঞান আবশ্যক সেইরূপ ঈশ্বরের উপাসনাও আবশ্যক।

হিন্দু-পত্রিকার দ্বিতীয়বর্ষ ১৪৮ পৃষ্ঠা শাণ্ডিল্য- [illegible]

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীৎ। অর্থাৎ এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা পালিত হয় এবং তাহাতেই লীন হয়। রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া সংযত হইয়া তাহার উপাসনা করিতে হয়।

তৎপরে ঐ প্রবন্ধে ইহাও বলা হইতেছে যে "এষ স আত্মান্তর্হৃদয়," অর্থাৎ তিনি হৃদয়ের অন্তরে বাস করিতেছেন, "প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" দেহাবসানের পর ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইব।

ইহাদ্বারা কাশ্যপ ও বাদরায়ণ এই উভয়ের মতের সম্মিলন করা হইল। ক্রমশঃ—

---

# ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১২৫ সূক্ত।

## পরমাত্মা দেবতা—অংভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌নাম্নী ঋষি ( ১ )।

অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১॥

পদপাঠঃ। অহম্। রুদ্রেভিঃ। বসুভিঃ। চরামি। অহম্। আদিত্যৈঃ। উত। বিশ্বদেবৈঃ। অহম্। মিত্রাবরুণা। উভা। বিভর্ম্মি। অহম্। ইন্দ্রাগ্নী। অহম্। অশ্বিনা। উভা।

ব্যাখ্যা। অহং আমি অর্থাৎ অংভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ নাম্নী ঋষি। রুদ্রেভিঃ রুদ্রৈঃ রুদ্রগণের সহিত। ( রুদ্রশব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা হিন্দু-পত্রিকার দ্বিতীয়বর্ষ ১৬৯ ও ৯৭ পৃষ্ঠার টীকায় দ্রষ্টব্য )। বসুভিঃ—বসুগণের সহিত। (হিন্দু-পত্রিকার ২য় বর্ষ ৯৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। চরামি—বিচরণ করি। আদিত্যৈঃ—আদিত্যগণের সহিত ( পূর্ব্বোক্ত টীকায় দ্রষ্টব্য )। বিশ্বদেবৈঃ—সর্ব্বে দেবা ইতি নিরুক্তম্। সকল দেবতা। বিশ্বার দশপুত্রকে, বুঝায় যথা বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা ও মাদ্রবা। অহং—আমি। মিত্রাবরুণা—মিত্র ও বরুণকে। ( মিত্র ও বরুণশব্দের অর্থ গত দুই বর্ষের হিন্দু পত্রিকার বহুস্থানে ব্যক্ত হইয়াছে )। উভা—উভয়কে। বিভর্ম্মি—ধারণ করি। অহং—আমি। ইন্দ্রাগ্নী—ইন্দ্র ও অগ্নিকে। অশ্বিনা—অশ্বিনীদ্বয়কে। উভা—উভকে।

বঙ্গার্থ। আমি রুদ্র ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকি, আমি বিশ্বদেব ও আদিত্যগণের সহিত বিচরণ করিয়া থাকি, আমি মিত্র বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করিয়া থাকি।

বিশদব্যাখ্যা। অংভৃণ ঋষির কন্যা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া "সোঽহং" জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় আত্মায় ও পরমাত্মায় একত্ব অনুভব করিয়া আপনাকেই পরব্রহ্ম জ্ঞান করিতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, বসু আদি কারণাত্মক পরব্রহ্মের কার্য্যাত্মক বিভিন্ন শক্তি। পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিই হিন্দুশাস্ত্রোল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। ( হিন্দু-পত্রিকার ২য় বর্ষ আস্তিত্বের প্রসার ৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ

---

(১) পুরাকালে ললনাগণের যে কেবল বেদে অধিকার ছিল এমন নহে, তাহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিও ছিলেন। বাকপ্রভৃতি আর্য্য মহিলাগণের আদর্শ নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের মানসপটে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক। বেদ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাব না হইলে ইহা বুঝা যায় না। যে ভাবে বাগ্দেবী আমি ব্রহ্ম এই উক্তি করিতেছেন, ঐ ভাবেই রাধা আমি কৃষ্ণ এইরূপ উক্তি করিতেন "মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা।

অনল, অনিল, সলিল ইত্যাদি বসু আদি নামে খ্যাত। উহারা সকলেই ঐশীশক্তি। যে ব্যক্তি যে শক্তির কামনা করে সে সেই শক্তি প্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি সর্ব্বশক্তির আধার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় সে নিজেও সর্ব্বশক্তিমান হয়।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগং। অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ ২॥

পদপাঠঃ। অহম্। সোমম। আহনসম্। বিভর্ম্মি। অহম্। ত্বষ্টারম্। উত। পূষণম্। ভগম্। অহম্। দধামি। দ্রবিণম্। হবিষ্মতে। সুপ্রাব্যে। যজমানায়। সুন্বতে।

ব্যাখ্যা। অহং—আমি। সোমম্—সোমরস। আহনসম্—আহন্তব্যম, নিপীড়িত। বিভর্ম্মি—ধারণ করি। ত্বষ্টারম্—বিশ্বকর্ম্মা। উত—ও। পূষণম্—পৃথিবী। ভগং—ভগদেবতা, আদিত্যের রূপবিশেষ। দধামি—ধারণকরি। দ্রবিণম্—ধন। হবিষ্মতে—হবিযুক্ত। সুপ্রাব্যে—উত্তম হবি প্রাপ্ত করায় যে তাহাকে। যজমানায়—যজমানের জন্য। সুন্বতে—সোমপ্রস্তুতকারী।

বঙ্গার্থ। আমি নিপীড়িত সোমরস, ত্বষ্ঠ, পূষা ও ভগদেবতাকে ধারণ করিয়া থাকি, আমি হবির্যুক্ত, দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে উত্তম হবিদাতা সোমরস প্রস্তুতকারী যজমানের জন্য ধন ধারণ করিয়া থাকি।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং। তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং॥ ৩॥

পদপাঠঃ। অহং। রাষ্ট্রী। সংগমনী। বসূনাং। চিকিতুষী। প্রথমা। যজ্ঞিয়ানাং। তাং। মা। দেবা। বি। অদধুঃ। পুরুত্রা। ভূরিস্থাত্রাং। ভূরি। আবেশয়ন্তীং।

ব্যাখ্যা। রাষ্ট্রী—ঈশ্বরী। বসূনাং সংগমনী—ধনের প্রাপয়িত্রী। চিকিতুষী—পরব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতবতী। প্রথমা—মুখ্যা। যজ্ঞিয়ানাং—যজ্ঞে অর্চ্চিতদিগের। তাং মা—তদ্রূপ বা সেই আমাকে। দেবা—দেবতারা। ব্যদধুঃ—সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পুরুত্রা—বহুস্থানে। ভূরিস্থাত্রাং—বহুভাবে অবস্থিত। ভূরি—বহুপ্রাণীর মধ্যে। আবেশয়ন্তীং—প্রবিষ্ট।

বঙ্গার্থ। আমি জগতের অধীশ্বরী, আমি ধনের প্রাপয়িত্রী, আমি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবতী অতএব যজ্ঞার্হ দেবতাদিগের মধ্যে মুখ্যা, আমি বিশ্বে বহুভাবে অবস্থান করিয়া থাকি, আমি প্রাণীদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকি, দেবতারা আমাকে নানাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তং। অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুতশ্রদ্ধিবন্তে বদামি॥ ৭॥

পদপাঠঃ। ময়া। সঃ। অন্নম্। অত্তি। যঃ। বিপশ্যতি। যঃ। প্রাণিতি। যঃ ঈং। শৃণোতি। উক্তম্। অমন্তবো। মাং। তে। উপক্ষিয়ন্তি। শ্রুধি। শ্রুত। শ্রদ্ধিবম্। তে বদামি।

ব্যাখ্যা। ময়া—আমাদ্বারা। সঃ—সেই। অন্নমত্তি—অন্নভোজন করা। যঃ—যে। বিপশ্যতি—দেখে। যঃ প্রাণিতি—যে নিশ্বাস প্রশ্বাস করে। যঃ—যে। ঈং—ঈদৃশীম্, ঈদৃক্। শৃণোতি উক্তম—বাক্যশোনা। অমন্তবো—জ্ঞাত না হয়। মাং—আমাকে। তে উপক্ষিয়ন্তি—তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শ্রুধি—শ্রবণ কর। শ্রুত—হে বিদ্বান। শ্রদ্ধিবম্—শ্রদ্ধার উপযুক্ত যাহা তাহা। তে—তোমাকে। বদামি—বলিব।

বঙ্গার্থ। যিনি ভোজন করেন, দর্শন করেন, নিশ্বাসপ্রশ্বাস করেন কিম্বা বাক্য শ্রবণ করেন, তিনি আমার সাহায্যেই করিয়া থাকেন অর্থাৎ আমি সকলের মধ্যেই অন্তর্যামীরূপে অবস্থান

করি। যাহারা আমাকে এরূপ ভাবে না জানে তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হে বিদ্বান্! আমি যাহা বলি শ্রবণ কর, উহা শ্রদ্ধার যোগ্য কথা।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। অহং। এব। স্বয়ম্। ইদং। বদামি। জুষ্টং। দেবেভিঃ। উত। মানুষেভিঃ। যং। কাময়ে। তং তং। উগ্রং। কৃণোমি। তং। ব্রহ্মাণম্। তং। ঋষিং। তং। সুমেধাং।

ব্যাখ্যা। অহমেব স্বয়মিদং বদামি—আমিই স্বয়ং সেই পরব্রহ্মের কথা বলিতেছি। জুষ্টং দেবেভিঃ উত মানুষেভিঃ—যিনি দেবতা ও মানুষের দ্বারা সেবিত হইয়া থাকেন। যং কাময়ে তং তং উগ্রং কৃণোমি—আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে বলবান করিয়া থাকি। তং ব্রহ্মাণং—তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। তং ঋষিং—তাহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তং সুমেধাং—শোভনপ্রজ্ঞ।

বঙ্গার্থ। দেবতা ও মনুষ্যেরা যে ব্রহ্মের সেবা করিয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মের কথা বলিতেছি, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তাহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও সুমেধা করিয়া থাকি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। অহং। রুদ্রায়। ধনুঃ। আতনোমি। ব্রহ্মদ্বিষে। শরবে। হন্তবৈ। উ। অহং। জনায়। সমদং। কৃণোমি। অহং। দ্যাবা পৃথিবী। আবিবেশ।

ব্যাখ্যা। অহং—আমি। রুদ্রায়—রুদ্রের জন্যে। ধনুঃ আতনোমি—ধনু বিস্তার করি। ব্রহ্মদ্বিষে—ব্রহ্মদ্বেষী। শরবে—শত্রুকে। হন্তবৈ—হননকারী। উ—(পাদপূরণে)। অহং—আমি। জনায়—লোকের জন্য। সমদং কৃণোমি—সংগ্রাম করি। অহং—আমি। দ্যাবা পৃথিবী—দ্যুলোক ও ভূলোকে। আবিবেশ—প্রবিষ্ট থাকি।

বঙ্গার্থ। আমি ব্রহ্মদ্বেষী-শত্রুহননকারী রুদ্রের ধনু বিস্তার করি, আমি লোকের জন্য যুদ্ধ করি, আমি দ্যুলোক ও ভূলোকে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট আছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। অহং। সুবে। পিতরম্। অস্য। মূর্ধন্। মম। যোনি। অপ্সু। অন্তঃ। সমুদ্রে। ততঃ। বিতিষ্ঠে। ভুবনা। অনু। বিশ্বা। উত। অমূম্। দ্যাং। বর্ষ্মণ। উপস্পৃশামি।

ব্যাখ্যা। দ্যৌঃ পিতেতি শ্রুতেঃ। পিতরং দিবং অহং সুবে, জনয়ামি আত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইতি শ্রুতেঃ। কুত্রেতি তদাহ অস্য পরমাত্মনঃ মূর্দ্ধন মূর্দ্ধনি উপরিকারণভূতে তস্মিন্ হি বিয়দাদিকার্য্যজাতং সর্ব্বং বর্ত্ততে। তন্তুষু পট ইব। মম চ যোনিঃ কারণং সমুদ্রে, সমুদ্রবন্তি অস্মাৎ ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা তস্মিন্ অপ্সু ব্যাপনশীলাসু ধীবৃত্তিষু অন্তর্মধ্যে যৎ ব্রহ্মচৈতন্যং তন্মম কারণমিত্যর্থঃ। য ইদৃগ্‌ভূতাহমস্মি ততো হেতোর্ব্বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি অনুপ্রবিশ্য বিতিষ্ঠে বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। উতাপি চ অমুং দ্যাং এতদুপলক্ষিতং কৃৎস্নং বিকারজাতং বর্ষ্মণ কারণভূতেন মায়াত্মকেন মদীয়েন দেহেন উপস্পৃশামি। যদ্বা অস্য ভূলোকস্য মূর্দ্ধন মূর্দ্ধনি উপরি অহং পিতরমাকাশং সুবে। সমুদ্রে জলধৌ অপ্সু উদকেষু অন্তর্মধ্যে মম যোনি কারণভূতো বর্ত্ততে যদ্বা সমুদ্রে অন্তরিক্ষে অপ্সু

দেবশরীরেষু মম কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ত্ততে। ততোহহং কারণাত্মিকা সতী সর্ব্বাণি ভুবনানি ব্যাপ্নোমি।

বঙ্গার্থ। আমি পিতৃরূপ আকাশকে প্রসব বা সৃষ্টি করিয়াছি, কোথায়? না—পরমাত্মার মূর্দ্ধাপ্রদেশে আমি আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ আকাশ বিরাটপুরুষের মূর্দ্ধা বা মস্তক-স্বরূপ। আমার যোনি বা কারণ সমুদ্রের মধ্য-স্থিত ধীবৃত্তির অন্তর্গত চৈতন্যশক্তি। যাহা হইতে সমস্ত ভূতজাত দ্রবভাবে উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমুদ্র বলে। সমুদ্র অর্থে এস্থলে পরি-দৃশ্যমান সমুদ্র বুঝায় না। সমুদ্র অর্থে জগতের কারণবারি, সৃষ্টির দ্বিতীয় অবস্থায় মহাভূত দ্রবত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে একার্ণব বা Homogenious matter হয়, এ সমুদ্র তাহাই। অপ-শক্ষে এস্থলে ধীবৃত্তি, ঐ ধীবৃত্তির মধ্যে যে ব্রহ্ম-চৈতন্যশক্তি আছে, উহাই আমার কারণ। এই-রূপ আমি বিশ্বভুবনে প্রবেশ করিয়া বিবিধভাবে অবস্থান করি। আমি আমার মায়াত্মকদেহ-দ্বারা স্বর্গলোকও স্পর্শ করিয়া থাকি।

২য় অর্থ। পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আমি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছি। কারণবারিস্থিত ধীবৃত্তির মধ্য-স্থিত চৈতন্যশক্তিই আমার যোনি, তৎপরে পূর্ব্ববৎ।

৩য় অর্থ। সমুদ্রে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে অপ্সু জলে অর্থাৎ দেবশরীরে আমার কারণ চৈতন্য বর্ত্তমান আছে, অন্য অংশ পূর্ব্ববৎ।

এস্থলে বাক্‌ঋষির অভেদজ্ঞানহেতু ও এবং ওঁ বা পরমাত্মার কোন ভেদ দেখিতে না, এইজন্য কোন স্থানে অহং কোন স্থানে পরমাত্মা প্রয়োগ হইয়াছে।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। অহম্। এব। বাতঃ ইব। প্রবামি। আরভমাণা। ভুবনানি। বিশ্বা। পরঃ। দিবা। পরঃ। এনা। পৃথিব্যা। এতাবতী। মহিনা। সম্। বভূব।

ব্যাখ্যা। অহং—আমি। বাত ইব—বায়ুর ন্যায়। প্রবামি—প্রবাহিত হই। আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা—এই বিশ্বভুবন উৎপাদন করি করিতে। পরো দিবা—দ্যুলোকের বাহিরে এনা পৃথিব্যা পরঃ—এই পৃথিবীর বাহিরে মহিনা—মহিমা। এতাবতী সংবভূব—এত অধিক হইয়াছে।

বঙ্গার্থ। আমি এই বিশ্বভুবন উৎপাদন করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই আমার মহিমা এত অধিক যে উহা দ্যুলোক ও ভূলোক অতিক্রম করিয়াছে।

সমাপ্ত।

---

# ধর্ম্মরাজ্যে সাবধানতা।

সংসারে ধর্ম্মরাজ্যে যত প্রতারণা, এত বুঝি জগতে আর কোথায়ও নাই। কি ভারতবর্ষে, কি ভারতবর্ষেতর দেশসমূহে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মরাজ্যে ঘোর প্রতারণা দৃষ্ট হয়। এই প্রতারণার মূলে ধন, যশ বা আধিপত্যাদির প্রবল লিপ্সা। ধর্ম্মে প্রাণ বিশ্বাস থাকাতেই সহজে লোকে ধর্ম্ম-বেশধারীদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে। যাহারা প্রতারিত হয়েন, তাহারা অনেকে শেষে উপন্যাসের লাঙ্গুলশূন্য শৃগালের ন্যায় প্রতারকের দলে মিশিয়া অন্যকেও প্রতারণা করিতে চেষ্টা করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকের আবার অন্ধবিশ্বাস প্রবল থাকাতে প্রতারিত

হইয়াও প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং স্বীয় স্বীয় অন্ধবিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া অন্যকেও প্রতারণা করেন। অনেকে আবার প্রতারিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া পরিশেষে পরিতাপানলে দগ্ধ হইয়া থাকেন। পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম-পিপাসা অত্যন্ত বলবতী, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষেই ধর্ম্মরাজ্যে অধিক প্রতারণা দৃষ্ট হয়। পরিব্রাজক ভারতবর্ষের বহুস্থানে পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্মপিপাসু মহাত্মাদিগকে সাবধান করিতেছেন যে তাহারা যেন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক ইত্যাদি কোন শ্রেণীর লোকের উপরই সহসা বিশ্বাস স্থাপন না করেন। প্রথমে বিশ্বাস করিয়া পশ্চাতে পরিতাপ করা অপেক্ষা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বিশ্বাসস্থাপন করাই কর্ত্তব্য। সাংসারিক কার্য্যাদিতেও লোকে সহসা অপরিচিত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত হয় না, সুতরাং যে বস্তু সাংসারিক তাবৎ বস্তু হইতে মূল্যবান্ সেই অমূল্য বস্তু সম্বন্ধে হঠাৎ কাহারও কথায় বিশ্বাসস্থাপন কতদূর সঙ্গত তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের এমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে যে কতশত পাপাত্মা ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়া বশীকরণাদি কতকগুলি জঘন্য উপায়ের সাহায্যে স্বীয় স্বীয় পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কোন ব্যক্তিকেই বৎসরাবধিকাল পরীক্ষা না করিয়া তাহার নিকট কোন নিকট সম্বন্ধদ্বারা আবদ্ধ হওয়া অকর্ত্তব্য এবং এরূপ যাহারাই করিয়াছেন তাহারাই পশ্চাতে বিশেষ পরিতাপ করিয়াছেন, ইহা পরিব্রাজক বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যাহারা স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া নির্দ্দিষ্ট-ভাবে কোন একস্থানে বাস করেন, অর্থাৎ যাহারা গৃহস্থ তাহারা তত প্রতারণা করিতে পারেন না, যত না কি দণ্ডী, সন্ন্যাসী নামধারী আদি গৃহশূন্য ব্যক্তিগণ। অনুপাত ধরিতে গেলে শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা গৃহস্থেরা সহস্রাংশে অকপট ও সাধু। পরিব্রাজক বিবিধ শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই জ্ঞান-লাভ করিয়াছেন, যে যদি ভারতবর্ষ কোন দিন সম্পূর্ণ অধোপাতে যায় তাহাহইলে এই শ্রেণীর লোকের পাপাচরণ এবং কর্ত্তব্যাবহেলতায়ই যাইবে এবং এই শ্রেণীর লোকে যথার্থ ধার্ম্মিক না হইলে ভারতবর্ষ কোন দিন উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে পারিবে না। সাধু সন্ন্যাসী-দিগের প্রতি ভারতবাসীর বিশ্বাস অটল। গৈরিক-বসন পরিধান করিয়া, ওং ব্রহ্ম, নারায়ণাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া বাহির হইলেই একজন দুরন্ত পাষণ্ডও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পূজিত হইতে পারে। অর্থোপার্জ্জন, ক্ষমতা বিস্তার বা পাশব-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার এ যেমন সহজ উপায়, এমন আর দুটি নাই। অনেকে শারীরিক কঠোরতা বা কোনরূপ ভেল্‌কি আদি দেখিয়াই একেবারে আত্মহারা হয়েন, কিন্তু তাহারা যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শন করেন, তাহাহইলে অন্যের উপদেশ ব্যতীতও কপটতা অকপটতা পৃথক্ করিয়া লইতে পারিবেন। ধর্ম্মরাজ্যে পরের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন ভয়ানক বিপদজনক। জগতে সকল লোকের নিকট হইতেই জ্ঞানীলোক যে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন সে কথায় ভুল নাই, কিন্তু একজনের নিকট হইতে কোন শিক্ষা লাভ করা এবং তাহাকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করা এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ কথা। কোন ব্যক্তির প্রতিই তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের আবশ্যক নাই, যাহার নিকট যে ভাল জিনিষটুকু প্রাপ্ত হয়েন, গ্রহণ করুন, কিন্তু বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কাহার সহিত গুরু শিষ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না, করিলেই বিপদে

পড়িবেন এবং শত শত ধার্ম্মিক সরলচিত্ত লোকে এইরূপ বিপদে পড়িয়াছে। কাহারও কোন অমানুষিকী ক্ষমতার কথা শুনিয়া বা দেখিয়াও ফাঁদে পড়িবেন না, কারণ যে সমুদায় ব্যাপারকে সাধারণতঃ অমানুষিকী ব্যাপার বলা হয়, তাহা হঠযোগের কতকগুলি ক্রিয়া করিলেই যে সে করিতে পারে, এবং উহার সহিত নির্ম্মলচরিত্র বা ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। যে ব্যক্তিতেই কাম, ক্রোধ, লোভাদির বিশেষ বিকাশ দেখিবেন, তিনি গৃহীই হউন্ বা সন্ন্যাসীই হউন্, তিনি মর্ত্ত্যবাসী হউন্ বা স্বর্গবাসীই হউন্, তাহাকে ধর্ম্মরাজ্যবাসী বলিয়া কখন গ্রহণ করিবেন না। যে স্থানে চিত্তের অস্থিরতা, যে স্থানে বাক্যের প্রবলতা, যে স্থানে তর্কের ঝটিকা, সে স্থান নিশ্চয়ই ধর্ম্মরাজ্যের বহির্ভাগে। যে স্থানে প্রত্যেক কথায় অর্দ্ধগোপন অর্দ্ধপ্রকাশভাব, যে স্থানে অজস্র আত্মপ্রশংসা বা যে স্থানে অজস্র আত্মপ্রশংসাবাচী আত্মনিন্দা, যে স্থানে বহু ইঙ্গিত, বহু সঙ্কেত, যে স্থানে অধর্ম্মের বহুনিন্দা, যে স্থানে পবিত্রার বহু স্তুতি, সে স্থান ধর্ম্মরাজ্যের বহির্ভাগে। ধর্ম্মরাজ্যের ভাব ভাষা সরল, সে স্থানে বাগবিতণ্ডা নাই, সে স্থানে মতলবি কথা নাই, সে স্থানে কিছুই গোপনীয় নাই। সাধারণতঃ শুনা যায়, যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে ধর্ম্মভাব অতি কম, কিন্তু পরিব্রাজক যতদূর দেখিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ধর্ম্মভাব অধিক। কিন্তু হে বঙ্গবাসি! তোমরা সাবধান, যেন ধর্ম্মপিপাসায় অমৃতবোধে গরল সেবন করিও না। নির্ব্বাণমুক্তি লইতে যাইয়া যেন সংসারবন্ধন দৃঢ় করিও না। অসদাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বীয় শরীর ও মন সংযত করিয়া, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন দীন দুঃখী প্রতিপালন করিয়া, সাধ্যানুসারে স্বদেশের মঙ্গলময় কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া, ভগবানে দৃঢ়ভক্তি স্থাপন করিয়া সাধারণভাবে জীবন যাপন করাও ভাল, এবং তাহাতে যদি পুনঃ পুনঃ ইহসংসারে আসিতে হয় সেও ভাল, তথাপি সহসা নির্ব্বাণমুক্তির লালসায় অজ্ঞাত কুলশীল কোন ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যেন ইহকাল পরকাল দুইকালই হারাইও না। ধর্ম্মপিপাসা হয় বেদ উপনিষদদর্শনাদি ঋষিগণের অক্ষয়ভাণ্ডার রহিয়াছে, যত ইচ্ছা তত পান কর, কেহ তোমাকে নিষেধ করিবে না। সে স্থানে প্রতারণার কোন আশঙ্কা নাই, সে স্থানে পরিণামে পরিতাপানলে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, ঋষিরা তাহাদের অক্ষয় অমৃতভাণ্ডার সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, সে স্থানে কোন "প্রবেশ নিষেধ" নাই, যাহার ইচ্ছা হয়, তিনিই সেই অমৃত অজস্র পান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল কেহই সেই অমৃতভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই, ঐ দেখ আর্য্য-ঋষি অমৃত হস্তে লইয়া সকলের নিকটই যাচমান হইতেছেন।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমবদানি জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়চরণায়। প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়া সময়ং মে কামং সমৃধ্যতা মুপমাদো নম তু। যজুর্ব্বেদ ২৬শ অধ্যায়। ২॥

আমি তোমাদিগকে যেরূপ বেদরূপ কল্যাণী বাক্যের উপদেশ করিতেছি, তদ্রূপ তোমারও মনুষ্যমাত্রকেই এই বেদরূপ কল্যাণী বাক্যের উপদেশ করিবে। এই বেদরূপ কল্যাণীবাক্য তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্য্য অর্থাৎ কৃষিব্যবসায়ী বৈশ্য, শূদ্র, ভৃত্য ও চণ্ডালাদিকেও

প্রদান করিবে। আমি যেরূপ বেদের উপদেশ করিয়া বিদ্বান, দাতা ও চরিত্রবান পুরুষের প্রিয় হইয়াছি, তদ্রূপ তোমরাও নিরপক্ষভাবে বেদ শ্রবণ করিয়া সকলের প্রিয় হইবে।

যাহার পিপাসা নাই সে অবশ্য পান করিবে না, কিন্তু ঋষিগণ মুক্তহস্ত ছিলেন। তাহাদের কোন বিষয়েই গোপন বা আড়ম্বর ছিল না। যাহা সত্য তাহা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হউক্, তাহা হইতে কেহই যেন বঞ্চিত হয় না,—যথার্থ ধার্ম্মিক ও হৃদয়বান ব্যক্তির জীবনের এই মূলমন্ত্র। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি সমভাবে সকলেরই সেবা করিতেছে, ভগবানের রাজ্যে পক্ষপাতীত্ব নাই, তবে মানব সত্য হইতে কেন বঞ্চিত রহিবে? ঋষিদিগের অক্ষয়ভাণ্ডারে স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে যাহার যাহা আবশ্যক, সে তাহা পাইবে, কেহই বঞ্চিত হইবে না। মন্দাকিনীর পবিত্র সলিল থাকিতে কে কূপজল পান করে? তবে ঋষিদিগের এই অমৃতভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া কেন বিষভাণ্ড পান করিবে?

মানুষের কথায় ভুলিও না, মানুষের কার্য্য দেখিয়া বিচার কর। ফলের দ্বারাই বৃক্ষ পরিচিত হয়, কার্য্যদ্বারাই মানব পরিচিত হয়। আমি অমৃতবৃক্ষ, আমি অমৃতবৃক্ষ, ইত্যাদি বলিলেই কি তুমি আমাকে অমৃতবৃক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, না অমৃতফল দেখিতে চাহিবে?

কাহারও কথায় ভুলিও না। কেহ যদি আকাশের চাঁদও তোমার হাতে ধরিয়া দিতে চাহে, তাহাতেও মুগ্ধ হইও না। অনেক সময় বালকদিগকে যেরূপ মুকুরাদি দিয়া আকাশের চাঁদ দেওয়া হয় এবং বালকেরা ঐ মুকুরান্তর্গত চাঁদকেই আকাশের চাঁদ বলিয়া মনে করে, সাধনরাজ্যেও এরূপ বালকভুলান অনেক কার্য্য আছে, সুতরাং সে বিষয়েও সকলের সাবধান হওয়া উচিত। মধুকর যেরূপ পুষ্পাদির বিচার না করিয়া মধু গ্রহণ করে, জ্ঞানীব্যক্তিও তদ্রূপ সর্ব্বাধার হইতে জ্ঞান গ্রহণ করিবে সত্য, কিন্তু সাবধান কেহ যেন মধুজ্ঞানে বিষপান না করেন।

কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।

# হিন্দু-পত্রিকা ও ব্রহ্মচারী আশ্রমসম্বন্ধে সাধারণের মত।

সুসং দুর্গাপুরের মহারাজা শ্রীল-শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর গত ২০শে মে তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন :—

আপনার পত্রিকা রীতিমত পরিচালিত হইলে লক্ষ্যভ্রষ্ট-হিন্দুসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

স্বাধীন ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী বৃহৎ সারস্বতীয় সূত্রাবলীর সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় দেববর্ম্মা গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিয়াছেন :—

*আপনার সাতিশয় চেষ্টা ও যত্নের হিন্দু-পত্রিকা পাঠ করিয়া পরমপ্রীতি ও তৃপ্তিলাভ করিলাম। হিন্দুপ্রাণ হিন্দু-পত্রিকা হিন্দুর পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া হিন্দুসমাজে উপস্থিত হইয়াছে সুতরাং ইহা হিন্দুর আশাস্থল। ইহাতে সময়ের উপযুক্ত আবশ্যক বিষয়সমূহ অতি প্রাঞ্জল ও বিশদভাবে বিবৃত ও সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী ও হিন্দুর আশার জিনিষ হইয়াছে। ইহাদ্বারা ত্যাগী ও ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষিদিগের চিন্তাপ্রসূত বিলুপ্তপ্রায় সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন এবং তদ্দ্বারা তমোময় অন্তরের অন্তর্নিহিত তমোভাব নষ্ট হইবে বলিয়া আমার ধারণা ও ধ্রুববিশ্বাস। ভগবান্ সাধুসঙ্কল্পের কাণ্ডারী। "সাধু ইচ্ছা যার, ঈশ্বর সহায় তার।", কৃপাময় ভগবান্ অবশ্যই আপনার সাধুসঙ্কল্প পূর্ণ করিবেন।*

হিন্দু-পত্রিকার উপর যেরূপ স্নেহপ্রকাশ করি- [illegible]

কৃতজ্ঞতা [illegible]

[illegible] ন্যায়পঞ্চানন গত ৪ঠা বৈশাখ তারিখে লিখিয়াছেন :—

আমি যে কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি, তাহা অতীব মনোরম। আশা করি মহাশয়ের বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমবলে পত্রিকার বিশেষ উন্নতি হইবে।

বৃন্দাবন হইতে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য গত ১০ই তারিখে লিখিয়াছেন :—

বিগত ১৩০২ সালের ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা—হিন্দু-পত্রিকায় ভারতবর্ষের উন্নতিকল্প ও ধর্ম্মসংরক্ষণার্থ যে ব্রহ্মচারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অতি মহৎ ও শুভকর। ইহা সর্ব্বজন অনুমোদিত হইবে এমত ভরসা হয়।

মহাশয়ের এই সদুদ্দেশ্য ভগবৎকৃপায় কার্য্যে পরিণত হইলে আবার ঠিক্ সেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। *পর্জ্জন্যকালবর্ষিণী হইয়া পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিবে, ভারতবর্ষ আবার* প্রচুর ধনধান্য ফলপুষ্পে সুজলে পরিপূর্ণ হইবে। ক্রমেই দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, পাপ, তাপ দূরে পলায়ন করিবে। ভারতবাসী তখন প্রকৃত আর্য্য-সন্তানের ন্যায় সুস্থদেহে পবিত্রমনে *নিশ্চিন্ত হইয়া স্বধর্ম্ম পালনকরতঃ ঐহিক* পারত্রিক উভয়ত্র অসীম *সুখশান্তি* উপভোগ করিবে। এমন সুদিন কি আবার ফিরিয়া আসিবে! অভীষ্ট বরদ ভগবান্ আপনার সদিচ্ছা পূর্ণ করিয়া আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন আমার একান্ত প্রার্থনা। আমি দীনহীন বিষয় সম্পত্তিবিহীন পাপিষ্ঠ জীব তবুও এই শুভানুষ্ঠানে কিছু দিতে ইচ্ছা হয় যদি তুচ্ছজ্ঞান করিয়া [illegible]ন, তাহাহইলে হর্ষোৎফুল্ল- [illegible] পাঠাইয়া দিব।”

ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপনের সমুদায় বন্দোবস্ত পাকা না হইলে কাহার নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করা হইবে না। যখন সমুদায় বন্দোবস্ত ঠিক্ হইবে, তখন মহাশয়ের দান অতীব আদরের সহিত গৃহীত হইবে। সম্পাদক।

আলিপুরের সবর্ডিনেটজজ বাবু বলরাম মল্লিক লিখিয়াছেন :—

I have read your article. It is afacsimile of what you said at my place the otherday and the matter has been nicely put. The idea is as I have alrady said very grand, but the *modus operandi* requires to be thought out with particulr care. It will not be difficult to collect the amount for founding the Asram. The real difficulty would be to procure students and professors of the sort you want.

স্বাধীন ত্রিপুরার রাজজামাতা এবং তত্রস্থ যুবরাজ বাহাদুরের সহকারী রাজকর্ম্মচারী শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মা ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিয়াছেন :—

হিন্দু-পত্রিকার আবির্ভাব হিন্দুসমাজের মঙ্গলকারণ। এতদ্দারা লুপ্তপ্রায় হিন্দুগৌরব পুনঃ উদ্দীপিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভগবান্ হিন্দু-পত্রিকার উদ্দেশ্য সাধন করুন্।

বেদান্তভূষণ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা এপ্রেল তারিখে লিখিয়াছেন :—

হিন্দু-পত্রিকায় "উপায় কি নাই ? আছে—" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কিরূপ আনন্দিত হইলাম তাহা লেখনীদ্বারা বর্ণন অসম্ভব। আপনার প্রবন্ধোক্ত আশ্রমস্থাপন ও হিন্দুধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে আমি অনেক সময় অনেক চিন্তা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা কেবল চিন্তারই পর্য্যবসিত হয়। অদ্য আপনার এ প্রস্তাবটী দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া আপনাকে লিখিতেছি যে এই প্রস্তাবটি যদি কোনরূপ কিয়ৎপরিমাণ কার্য্যেও পরিণত করিতে পারেন, তবে আপনিই ভারতে কল্পবৃক্ষ বীজবপন করিলেন, অবশ্য ঐ বীজ অঙ্কুরিত ও কালে কাণ্ডপ্রকাণ্ড শাখাপল্লব ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হওয়া সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কখনই হইতে পারে না। যাহা হউক্ আমার যতদূর সাধ্য এই প্রস্তাব লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলাম।

দেবগৃহ হইতে পরমভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিয়াছেন "আপনার ব্রহ্মচারী আশ্রম সংস্থাপনের প্রস্তাব আমি হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করি।"

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাকে স্নেহভাবে অন্যান্য যে সমুদায় কথা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাহার প্রেরিত নিয়মগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছি এবং ব্রহ্মচারী আশ্রমের নিয়মাবলী স্থির করিবার সময় উহার সাহায্য গ্রহণ করিব। সম্পাদক

কাশীধাম হইতে ধর্ম্মবৎসল শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মিত্র গত ২৯শে এপ্রেল লিখিয়াছেন :—

I can assure you that you can always count upon my unworthy self for any and every cooperation that I might be called upon to render in the project.

ব্রহ্মচারী আশ্রম সম্বন্ধে এইরূপ অনেকানেক পত্রাদি পাইয়াছি, স্থানাভাবে তাহা দিতে পারিলাম না।

[ ১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজষ্টীকৃত। ]

# হিন্দু-পত্রিকা।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা, | ১৩০৩ সাল, ১৮১৮ শকাব্দা, | কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

## চণ্ডী বা ত্রিগুণময়ী ত্রিশক্তি।

বিশাল বিশ্বজগতের অন্তর্ব্বাহ্যব্যাপিণী নিত্য-বিরাজমানা মহাশক্তির ক্রিয়া জড়চৈতন্যরূপে নিয়ত দেদীপ্যমান। বিভিন্নকালে, স্বতন্ত্রভাবে ও বিবিধপ্রদেশে একই মূর্ত্তির অনন্তলীলা পৃথক্‌ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে। সাধনাপ্রাণ সাধকগণ, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীবর্গ এবং ভক্তিপ্লুত-হৃদয় ভক্তবৃন্দ সেই মহামোহকারী বিশ্ববিমোহিনীমায়ার অপরূপ মূর্ত্তির ধ্যানে বিমোহিত হইয়া আপামর সাধারণকে স্বীয় স্বীয় অনুভূত ও পরিজ্ঞাত ভাবসকলের মহিমাসুধা বিতরণ করিয়া তৃপ্ত, শান্ত, স্নিগ্ধ ও প্রবুদ্ধ করিতেছেন। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই সেবকরূপে এই মহাশক্তির নিত্যসত্ত্বা অনুভব করিতেছেন। যাঁর শক্তিবলে দেবদেব সদাশিব শক্তিমান্, সেই মহাশক্তিকে সম্বোধন করিয়া বিশ্ববীজ ভূতভাবন মহাদেব বলিয়াছেন;—

"মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্॥

* * * ।

সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধংসে নানাবিধাস্তনুঃ॥
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী।

* * * ॥

ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ॥
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

দ্বন্দ্বভাবাত্মক সংসারে সুখ, দুঃখ এবং সম্পদ্ বিপদ্ নিত্য সহচররূপে বিরাজমান। জীবসমূহ, এমন কি ভূতসকল, যে অবস্থায় অবস্থিত হউক্ না কেন, সেই অবস্থাতেই এই অদৃশ্যরূপা প্রত্যক্ষীভূতা চিন্ময়ীর মোহিনীমায়ায় সমাচ্ছন্ন। বিশেষতঃ সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখ যেন প্রবলপ্রতাপে বিদ্যমান্। পুণ্য অপেক্ষা পাপ যেন সমধিক শক্তিতে বিরাজমান। শান্তি-সুধা অপেক্ষা অশান্তিগরল যেন বিশ্ববাসী প্রাণীগণের জীবনগ্রহণে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। এজন্য মনে হয় ত্রিতাপজনিত দুঃখ দূর করিবার জন্য, সর্ব্বসন্তাপ হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত সকলে যেরূপ ব্যস্ত, ব্যগ্র, উদ্যোগী ও সমুৎসুক, সুখসম্পদলাভের জন্য, শান্তিসুধা পানের নিমিত্ত কেহই সেরূপ অবহিত বা যত্নশীল নহে। যখন সুখ দেখিতে পাই, যখন সম্পদের মোহে বাহ্যজগতের সত্ত্বা ভুলিয়া যাই, যখন শান্তির

শীতল সলিলে ডুবিয়া যাই, যখন কেবল সর্ব্বেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর সুখসমৃদ্ধিপোষক ভোগবিলাসের দ্রব্যচয়, সর্ব্বদা, সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বতোভাবে আমাদের তুষ্টিবিধানে ও তৃপ্তিপ্রদানে অবহিত ও নিয়োজিত বলিয়া বোধ হয়; তখন আমরা পরমশান্তিদায়িনী, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী মাতৃদেবীকে হয় ত ভুলিতে পারি, অথবা মনের বাহিরে রাখিতে সমর্থ হই; কিন্তু যখন কালচক্রের আবর্ত্তনে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে এবং ঘটনার বিপর্য্যয়ে আমাদের সম্পদের স্থলে বিপদ্, সুখের বদলে দুঃখ, স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমাদিগকে দুঃখ কষ্টের তাড়না ও যন্ত্রণার তীব্রতাপ জ্বালাইয়া দেয়; যখন সুদীনহৃদয়ে ও কাতরকণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকিতে নিতান্ত বাসনা হয়; তখন রোগশোকগ্রস্ত দুঃখদারিদ্র্যভারব্যথিত মনঃপ্রাণ, সেই প্রাণারাম মাতৃনাম সুধা ব্যতীত আর কিসে তৃপ্ত হইতে পারে? এই জন্যই আপদ্ বিপদসঙ্কুল-সংসারে সংসারী মানবের পক্ষে মাতৃস্মরণরূপ মহাশক্তির মহাস্তোত্র পাঠ ও মাহাত্ম্য শ্রবণ মহাফলপ্রদ ও মহোপকারী।

মহামায়ার এই মাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'দেবীমাহাত্ম্য', 'চণ্ডী' অথবা 'দুর্গাপাঠ' নামে সুপরিচিত। রোগ শোকের তাড়নায়, দুঃখদারিদ্র্যের প্রপীড়নে বা আধিব্যাধির অত্যাচারে মাতৃনাম স্মরণে "মধুময়ী মা" সম্বোধনে যেমন সর্ব্বসুখশান্তি ও অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ হয় এবং তীব্রতাপ ও জ্বালা যন্ত্রণা যেন কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইয়া যায়, তেমনই জীবগণের আপদ্ বিপদকালে দেবীমাহাত্ম্য স্মরণ, পঠন ও শ্রবণ সমুদায় উৎপাতের বিদ্রাবণমন্ত্র ও সকলপ্রকার অসাধ্য ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ।

আমরা এই দেবীমাহাত্ম্যের সমালোচনায় যথাশক্তি মহাশক্তির বিকাশ দেখাইবার চেষ্টা করিব। এখন চণ্ডীর আদর ততদূর না থাকিলেও পূর্ব্বকালে লোকের বিঘ্নবিপত্তি ঘটিলে বা সাংসারিক দুঃখ ও দৈহিকপীড়া জন্মিলে মহামায়ার শরণাগত হইয়া চণ্ডীর আশ্রয় গ্রহণ করিত। এবং গৃহে গৃহে শান্তিস্বস্ত্যয়নের অঙ্গীভূত চণ্ডীপাঠ হইত। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও আপদ্ বিপদে চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা সুদীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত। তত্ত্বানুসন্ধানে বুঝা যায় সাধারণতঃ মানবগণের পক্ষে গীতা ও চণ্ডীর তুল্য নিত্যপাঠ্য ও নিত্যালোচ্য গ্রন্থ আর নাই। পিতৃমাতৃবিয়োগজনিত গুরুতর শোকে যখন সংসার সহায়সম্বলবিহীন বলিয়া বোধ হয়, স্ত্রীপুত্রাদির প্রখর বিরহে মনঃপ্রাণ যখন অধীর হইয়া সংসারকে শূন্য ও তমোময় দেখিতে পায়, সেই অশৌচান্তসময়ে গীতার ন্যায় তত্ত্বকথার তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ উপদেশ ও সংসারের নিত্যানিত্য জ্ঞান অথবা প্রকৃত প্রবোধ আর কে দিতে পারে, এইজন্য শোকদুঃখবিমুগ্ধ সংসারবিরাগী লোকের পক্ষে শান্তনাশান্তি প্রদান জন্য শ্রাদ্ধকালে গীতাপাঠ ও গীতা শ্রবণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। পূর্ব্বকালের লোকসকল এখনকার লোকের ন্যায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ না থাকায় তাহারা পাঠকালে আবৃত্তিমাত্রই গ্রন্থের অর্থবোধ করিতে পারিত। চণ্ডীপাঠসম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় লোকে আপদ্ বিপদে অভিভূত হইয়া হতাশ বা হীনসাহস হইত না এবং শান্তিময়ীর বরাভয়প্রদ অদ্ভুত হস্তপানে চাহিয়া বরাভয় প্রাপ্তির আশায় আশ্বস্ত হইত।

ত্রিগুণের ত্রিশক্তির এবং ত্রিমূর্ত্তির নিত্যবিকাশ ও কার্য্য আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ। তমোরূপিণী, রজোরূপিণী অথবা সত্ত্বরূপিণী দেবীর মূর্ত্তি সময়ভেদে অবস্থাভেদে এবং অধি-

কারভেদে আমাদের সর্ব্বদাই সকল স্থানেই উপাস্য। প্রখরকর দিবাকরের কিরণরাজী যেমন প্রয়োজনীয়, শীতলকর সুধাকরের জ্যোৎস্নারাশিও তেমনই স্পৃহনীয়।

চণ্ডীতে বর্ণিত এই ত্রিমূর্ত্তি ত্রিভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। প্রথমতঃ—মধুকৈটভ বধোপাখ্যানে তামসীমূর্ত্তি। দ্বিতীয়তঃ—মহিষাসুর বধোপাখ্যানে রাজসীমূর্ত্তি। তৃতীয়তঃ—শম্ভুবধোদ্দেশে সাত্ত্বিকীমূর্ত্তি॥ আমরা ক্রমশঃ এই মূর্ত্তিত্রয়ের কার্য্য ও বিকাশ চণ্ডীর মতানুসারে দেখিব। সংক্ষেপতঃ চণ্ডীর গল্পের সারমর্ম্ম এখানে বলা আবশ্যক। কিরূপে গল্পস্থলে মহামায়ার মাহাত্ম্য আলোচনায় তত্ত্বমসীর তত্ত্ববিকাশ হইয়াছে, তাহা এই গল্পের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা সংক্ষেপে এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম।

পুরাকালে চৈত্রবংশসমুদ্ভব সুরথ নামে এক প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। দুর্দ্দান্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম ঘটনায় তিনি পরাজিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া একাকী অশ্বারোহণে বনগমন করেন। তথায় মেধামুনির প্রশান্ত আশ্রম দর্শনে, ততোধিক মুনির সৎকারে, পরিতৃপ্ত হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। গৃহত্যাগী রাজা আশ্রমবাসী হইয়াও নিজ গৃহপরিবার, লোকজন ও ধনদৌলতের ভাবনায় সর্ব্বদাই ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। একদা আশ্রমের নিকটে জনেক বৈশ্যের দর্শন পাইয়া ও তাহার বিষণ্ণভাব দেখিয়া রাজা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈশ্যের নাম সমাধি তিনিও রাজার মত বন্ধুজনবিরহিত ও ধনলোভী স্ত্রী পুত্রকর্ত্তৃক গৃহবিতাড়িত। বৈশ্যের পরিচয়ে রাজার আত্মভাব মিলিয়া গেল। বৈশ্যও স্ত্রী পুত্রাদির জন্য নিরত ব্যাকুল, তাহাদের সুখদুঃখ চিন্তায় ও গৃহসামগ্রীর ভাবনায় উৎকণ্ঠিত ও ক্লিষ্ট। সমবেদনায় রাজার হৃদয় বৈশ্যদুঃখে দুঃখিত হইল। তিনিও বৈশ্যের ন্যায় নিজজনবিরহিত অথচ তদ্ভাবনায় কাতর, কিন্তু আত্মভাব গোপন করিয়া বৈশ্যকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। "যাহারা ধনলোভে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তোমাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়াছে, সেই সকল নির্দ্দয় হৃদয় স্ত্রী পুত্রাদির জন্য তোমার মন কেন স্নেহাকুল ও চিন্তাপূর্ণ?" বৈশ্য বলিলেন,"আপনি আমার মনের কথাই বলিলেন, কিন্তু কি জানি আমার মন কেন নিষ্ঠুর হয় না? আমার বিগুণ বন্ধুগণের প্রতিও চিত্ত প্রেমপ্রবণ রহিয়াছে। মন ত নিষ্ঠুর হইতেছে না। আমি কি করিব!" এইস্থলে অব্যক্তভাবে মহামায়ার মায়াবিকাশ বুঝিতে পারা যায়। সুরথরাজা ও সমাধিবৈশ্যের ন্যায় অনেক সময়ই আমরা আত্মকার্য্যের ও আত্মভাবনার মূলকারণ জানিতে পারি না। কার্য্যঘটনা ও ভাববিকাশ হইতেছে। কিন্তু কেন হইতেছে তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম। সুরথরাজার বাক্যে তাহা পরে আরও সুব্যক্ত। অনন্তর উভয়ে মেধামুনির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম বন্দনার পর কথাপ্রসঙ্গে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! এই বৈশ্য ও আমি উভয়েই সমাবস্থ। আমর স্ব স্ব বিষয়সম্পত্তি হইতে আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। আত্মীয়বন্ধুগণ আমাদিগকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সুখে গৃহবাস ও ভোগবিলাসে রত। আমরা বনবাসী ও আপনারই আশ্রমচারী কিন্তু গৃহের পরিজনবর্গের ও ধনসম্পত্তির ভাবনায় নিরন্তর ব্যাকুল বিষয়ের দোষ দেখিয়াও মন কেন মমত্বাকৃষ্ট হইতেছে? জ্ঞানীরও কেন মোহ জন্মিতেছে! এই বৈশ্যের ও আমার বিমূঢ়ভাবের কারণ কি?"

মুনির উত্তরে জ্ঞানের, বিষয়ভোগের ও পশুপক্ষী প্রাণীবর্গের জ্ঞানভেদের যে সূক্ষ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সুবিজ্ঞ দার্শনিক ও সুপটু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরও আলোচ্য ও চিন্তনীয়। বাহুল্যবোধে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকগণ মূলগ্রন্থে পাঠ করিয়া মর্ম্মাবধারণ করিবেন। সংসার স্থিতির কারণ মায়ার উল্লেখ করিয়া মহর্ষি বলিলেন ;—

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহবর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যোযোগ নিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সাবিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥ *

রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? তাঁহার স্বভাব, স্বরূপ, উদ্ভব ও কার্য্য জানিতে আমি উৎসুক। আপনি বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আমাকে এই মহত্তত্ত্ব বুঝাইয়া কৃতার্থ করুন।

মুনি বলিলেন ঃ—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

এইখানে চণ্ডীর মূল কথার আরম্ভ আমরা সেই জন্য উপরে গ্রন্থের আভাসমাত্র প্রদান করিলাম।

* উদ্ধৃতাংশের সংস্কৃত সরল বলিয়া অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। অল্পায়াসে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমতঃ। তামসী মূর্ত্তি।

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগদ্বিকাশের প্রাক্কালে কি অপরূপ অবস্থা পাঠক তাহা চিন্তা করুন। মনু এই অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয় প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

এই জগৎ এপ্রকারে প্রকৃতিতে লীন ছিল যে উহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণ সকলের বিষয় ছিল না, যেন সমস্ত জগৎ নিদ্রিতাবস্থায় ছিল। সেই সময় কল্পান্তকালে বিষ্ণু যোগনিদ্রায় অভিভূত। বিষ্ণুর নাভিকমলস্থ প্রজাপতি ব্রহ্মা তামসীদেবীর স্তবে নিযুক্ত। এইখানি বড়ই আশ্চর্য্য রহস্যময় ভাব আছে। বিষ্ণুসঞ্জাত দুই অসুর (মধু ও কৈটভ) ব্রহ্মাকে ভক্ষণোদ্যত। ব্রহ্মা তদ্ভয় ভীত। ব্যাপার ত এই। ব্রহ্মা একমাত্র বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে দেখিতেছেন, তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা জানিয়া তাঁহারই জাগরণের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে নিদ্রাতুর বিষ্ণুকে না জাগাইয়া না স্তব করিয়া তন্নয়নবাসিনী যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। এই মূর্ত্তি তামসী। অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট এই মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই না। এই মূর্ত্তির বিকাশ বা প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু ইহার কার্য্যব্যাপার সন্দর্শনে নিত্য-বিমোহিত, উৎপীড়িত এবং প্রবোধিত। অলক্ষ্যভাবে, অদৃশ্যরূপে বাক্‌মনের অনুসন্ধেয়া অনির্ব্বচনীয়া মহামায়া যেরূপে আমাদিগকে উত্তেজিত, উৎসাহিত বিমোহিত করিয়া আশাশান্তি প্রদান করিতেছেন, তাহাই মধুকৈটভে, বিষ্ণুতে ও ব্রহ্মাতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সম্মোহিনীশক্তিবলে বিষ্ণু উদ্বোধিত ও উত্তেজিত এবং যে শক্তিপ্রভাবে অসুরদ্বয় বিমোহিত, সেই শক্তির মহিমাগুণে ব্রহ্মা আশ্বস্ত সংরক্ষিত

ও প্রবোধপ্রাপ্ত। সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী তামসী-দেবীকে ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছেন তাহা অতি সরল ও মধুর। পাঠকের তৃপ্তিজন্য নিম্নে আরম্ভমাত্র উদ্ধৃত হইল।

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা। সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ। ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা॥ ইত্যাদি

পাঠক সমস্ত স্তবটি পাঠ করিয়া মর্ম্মগ্রহণে দেখিবেন, ব্রহ্মা সর্ব্বস্বরূপিণী 'সদসদাত্মিকা' শক্তির অনন্তমহিমা চিন্তায় নিজের ও বিষ্ণু মহেশ্বরের অক্ষমতা জানাইয়া দেবীর নিকট বিষ্ণুর উদ্বোধন ও দৈত্যদ্বয়ের সম্মোহন ও বিষ্ণুহস্তে নিধন প্রার্থনা করিলেন। ধ্যানগম্যা তামসীদেবী স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রার্থনা সকল সফল করিয়া দিলেন। জাগরিত বিষ্ণুর প্রভাবে দৈত্যদ্বয় নিহত হইল। এই মূর্ত্তির সঙ্গে পরালোচ্য রাজসীমূর্ত্তি ও সাত্ত্বিকীমূর্ত্তির তুলনায় আমরা ত্রিমূর্ত্তির রহস্য বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ—

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

---

# পঞ্চদশী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

[ই]ত্থং বাক্যৈস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।
[যু]ক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননন্তু তৎ॥ ৫৩॥
তাভ্যাংনির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে॥ ৫৪॥

বঙ্গার্থ। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের সযুক্তিক বিচারদ্বারা তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্যের অনুসন্ধানকে পরব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ বলে এবং উক্তরূপ বেদান্তের সযুক্তিক বিচারদ্বারা পরাৎপর পরব্রহ্মে সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্ণীত হইলে, [পূ]র্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সর্ব্বদা সেই পরম পিতা [প]রমব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগকে [প]রম ব্রহ্মবিষয়ক মনন বলা যায়। এইরূপ [শ্র]বণ ও মননদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণপূর্ব্বক জীব [ব্র]হ্মের ঐক্যজ্ঞানের পথ প্রদর্শন করাই এই [গ্র]ন্থের উদ্দেশ্য॥ ৫৩॥

পূর্ব্বকথিত শ্রবণ ও মননদ্বারা নিশ্চয়রূপে [প]রমপুরুষ পরংব্রহ্মকে জানিয়া সেই নিত্যানন্দ [ও] নিত্যজ্ঞানময় পরব্রহ্মে অন্তঃকরণ স্থাপিত [ক]রিলে অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল কেবল সেই ব্রহ্মবিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে। অন্য কোন বিষয়ে মনের প্রবেশ হয় না। ঐরূপ চিত্তবৃত্তির একাগ্রতাকে নিদিধ্যাসন কহে॥৫৪॥

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্।
নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে॥ ৫৫॥

বঙ্গার্থ। ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সবিস্তাররূপে বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ সমাধিকালীন চিত্তবৃত্তির সবিশেষ লক্ষণ নির্ণয়দ্বারা সমাধি বিবৃত হইতেছে। নিদিধ্যাসনকালে এইরূপ জ্ঞান থাকে যে, আমি ধ্যান করিতেছি এবং পরব্রহ্ম আমার ধ্যেয়; কিন্তু সে সময় ধ্যানকর্ত্তা ও ধ্যেয়বস্তু এই উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান থাকে না, কেবল সেই পরম চিন্তনীয় পরম ব্রহ্মতে মনোবৃত্তি সকল একাগ্র হইয়া নির্ব্বাতপ্রদীপের স্থিরশিখার ন্যায় স্থিরভাব অবলম্বন করে, অন্য কোন বিষয়ে ভাবনা বা চিত্তবৃত্তির আসক্তি থাকে না; কেবল সর্ব্বদা সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানানন্দময় পরমপুরুষ পরমব্রহ্মে নিযুক্ত। এইরূপ অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প-

সমাধি বলে। এই প্রকার সমাধিকালে অন্তঃকরণের কিঞ্চিন্মাত্রও চাঞ্চল্য থাকে না ॥ ৫৫ ॥

বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ।
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ ॥ ৫৬ ॥
বৃত্তীনামনুবৃত্তিস্তু প্রযত্নাৎ প্রথমাদপি।
অদৃষ্টা সকৃদভ্যাসসংস্কারঃ স চিবাস্তুবেৎ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ। যে সময় সমাধি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে 'চিত্তবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান থাকে না; কিন্তু চিত্তবৃত্তির অভাবও হয় না এবং মনোবৃত্তি সকলও বিদ্যমান থাকে। যেকালে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সমাধি হয়, সেই কালে চিত্তবৃত্তি সকল পরমব্রহ্মতে নিমগ্ন থাকে, কিন্তু পরমাত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি অনুভব হয় না। পরন্তু যখন কোন ব্যক্তি সমাধি ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করেন, তখন তাঁহার সেই সমাধি সময়ের মনোবৃত্তির স্মরণ হইয়া থাকে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সমাধিকালে অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল পরমাত্মচিন্তায় তৎপর থাকিয়া গূঢ়ভাবে (অজ্ঞাতসারে) অবস্থিতি করে, একেবারে ঐ সকল বৃত্তির অভাব হয় না। কারণ যদি সমাধিকালে মনোবৃত্তি সকল না থাকিত, তাহা-হইলে সমাধি ভঙ্গকালে ঐ সকল বৃত্তির স্মরণ হইতে পারে না ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গার্থ। সবিশেষ প্রযত্নই অন্তঃকরণের বৃত্তিসকলের উৎপত্তির কারণ। নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে সেই প্রযত্ন বিদ্যমান থাকে না, তবে কিরূপে সেই সকল বৃত্তির সম্বন্ধ বা কারণ নিরূপিত হইতে পারে? এই বিষয়েই অদৃষ্টই কারণ, অদৃষ্টবশতঃ সংস্কারদ্বারা পূর্ব্বকালীন প্রযত্নবলে নির্ব্বিকল্প সমাধিকালেও অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে। সমাধির প্রারম্ভকালে যে প্রযত্ন থাকে সেই প্রযত্নই মনোবৃত্তি নিচয়কে ব্রহ্মানুচিন্তনে নিয়োজিত করে, অনন্তর যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখনও সেই পূর্ব্বপ্রযত্নই মনোবৃত্তিগণকে তদবস্থায় নিযুক্ত রাখে। কিন্তু সেই সময় প্রযত্ন না থাকিলেও মনোবৃত্তির ব্যাঘাত হয় না ॥ ৫৭ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরণেকধা।
ভগবানিমমেবার্থ মর্জুনীয় স্বরূপয়ৎ ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ। ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনবিংশতি শ্লোকে ধ্যানযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত অর্জ্জুনকে নির্ব্বিকল্প সমাধির লক্ষণের উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছেন যে যেমন একটী প্রদীপ কোন নির্ব্বাতস্থানে স্থাপিত করিলে সেই প্রদীপের শিখা স্থিরভাবে থাকে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও চাঞ্চল্যভাব লক্ষিত হয় না, সেই প্রকার যখন কোন ব্যক্তির নির্ব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল একাগ্রভাবে নিশ্চল হইয়া থাকে। তখন আর তাহার মনোবৃত্তি ব্রহ্মচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। ভগবান বাসুদেব উক্ত প্রকার বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পরমভক্ত অর্জ্জুনকে সমাধিলক্ষণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়।
অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধো ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে ॥৫৯॥
ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ। ইতিপূর্ব্বে সমাধিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই সমাধির ফল বর্ণিত হইতেছে। যে ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা নির্ব্বিকল্পকসমাধি আশ্রয় করিতে পারে, অনাদি অনির্ব্বচনীয় জন্মমরণপ্রবাহরূপ এই সংসারে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ ও পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহার আর পাপ কর্ম্মের পরিণামফলস্বরূপ নরকভোগাদি নানা প্রকার যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। এবং

পুণ্যকর্ম্মজনিত স্বর্গাদিভোগও হয় না। সেই নির্ব্বিকল্পসমাধিদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই ধর্ম্মবলে তাহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাবে সর্ব্বদা পরমানন্দভোগ হয় ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গার্থ। যাহারা নিয়ত যোগসমাধি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই সকল যোগীবর পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্পসমাধিকে ধর্ম্মমেঘ বলিয়া থাকেন কারণ ঐ সমাধিরূপ ধর্ম্মমেঘ সহস্র সহস্র ধর্ম্মস্বরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করে। পরন্তু যোগাবলম্বনদ্বারা নির্ব্বিকল্পসমাধি হইলে পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া অনন্তকাল পরম সুখভোগ হইতে থাকে ॥ ৬০ ॥

অনেনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।
সমোন্মূলিতে পুণ্য পাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে।
বাক্যমপ্রতিবদ্ধং সৎ প্রাক্ পরোক্ষাবভাসিতে।
করামলকবদ্ বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে ॥ ৬১ ॥

বঙ্গার্থ। পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্পসমাধি হইলে শুভাশুভ বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহার আর সৎকর্ম্মেও ইচ্ছা হয় না এবং অসৎকর্ম্মেও প্রবৃত্তি জন্মে না। সমাধিবলে পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত পাপপুণ্য সকল সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়; সুতরাং পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতিবলে স্বর্গাদিসুখভোগ ও দুষ্কৃতিফলে নরকাদি ক্লেশভোগও হয় না। পরন্তু প্রথমতঃ অপ্রত্যক্ষরূপে পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। অনন্তর সেই পরমতত্ত্ববিষয়ে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া করস্থ বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষরূপে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করে ॥ ৬১ ॥ *

পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতং পাপং কৃৎস্নং দহতি বহ্নিবৎ ॥৬২॥

অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
সংসার কারণাজ্ঞান তমসশ্চণ্ডভাস্কর ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে কিরূপ সমাধিদ্বারা পরমতত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণে সেই পরমতত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে কি ফল হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে। যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তৃণকাষ্ঠাদি নিখিলবস্তু ক্ষণকালমধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশদ্বারা প্রাপ্ত এবং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যদ্বারা অপ্রত্যক্ষ পরমতত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানকৃত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে। যৎকালে মানবের হৃদয়াকাশে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইতে থাকে। তখন তাহার কোনপ্রকার পাপকার্য্যে আশক্তি ও ভয় কিম্বা পূর্ব্বসঞ্চিত পাপপর্য্যন্তও থাকে না। তখন তাহার সর্ব্বদা পরমানন্দভোগ হইতে থাকে ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই শ্লোকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের ফল বিবৃত হইতেছে। যেমন

* আমরা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগী দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ জানিতে পারি না, সুতরাং উহা ধারণা করিতেও পারি না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই কলিযুগে ভারতবর্ষে দুইজন মহাত্মার বিষয় প্রামাণিক গ্রন্থে অবগত হই। উঁহার মধ্যে একজন জ্ঞানযোগী (বুদ্ধ) ও একজন পরমভক্ত (চৈতন্য) (যাঁহারা অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন) তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগী যে কি বস্তু তাহার আভাস কতকটা বুঝিতে পারি। যদি কখন পারি তবে বুদ্ধ এবং চৈতন্যচরিত সমালোচনা করিয়া দেখিব যে বুদ্ধ এবং চৈতন্য কি বস্তু ছিলেন তদ্দারা অবতারের গূঢ়রহস্যও প্রকাশিত এবং আমার রচিত কৃষ্ণচরিত সমালোচনায় (যাহা কল্পনামক মাসিকপত্রিকায় কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে ও অবশিষ্টাংশ সত্বর বাহির হইবে) অধিকতর স্পষ্টীকৃত হইবে।

জগৎপ্রকাশক সূর্য্যদেব উদিত হইয়া অখিল-ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার রাশি বিকাশ করিয়া, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আলোকিত করেন, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের উপদেশদ্বারা লব্ধ ও "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরমতত্ত্ব-জ্ঞান অনাদি অপরিসীম দুঃখের আকরস্বরূপ সংসারের কারণীভূত অবিদ্যাকে নিবারিত করে, তখন আর সেই মানবের দেহে অবিদ্যার অধিকার থাকে না, সর্ব্বদা সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ পুঞ্জময় আত্মস্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমানন্দ প্রদান করিতে থাকেন, তখন আর কদাচ সেই পরমানন্দভোগের হ্রাস হয় না ॥ ৬৩ ॥

ইত্থং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবন্মনঃ সমাধায়। বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং নরো ন চিরাৎ ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ। সংসারাসক্ত মানবগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তত্ত্ববিচার করিয়া অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের ঐক্য নির্ণয়পূর্ব্বক পঞ্চকোষময় শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া তত্ত্বনির্ণয়দ্বারা স্বীয় মনকে নিশ্চয় করিতে পারিলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অচিরে নিত্যানন্দময় সেই পরমপদ লাভ করিতে পারে। পরন্তু তাহাদিগকে আর সংসারমায়া আবদ্ধ করিয়া দুঃখাকর অপার সংসারে নিপতিত করিতে পারে না ॥ ৬৪ ॥ ক্রমশঃ—

# পঞ্চদশী-সরলব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

উপরোক্ত ৫৩ শ্লোক হইতে ৫৮ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও সমাধির প্রকৃত অর্থ ও তাহার লক্ষণ বর্ণিত আছে এবং ঐ সমাধিকালে মনোবৃত্তি সকল কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহাও বর্ণিত আছে। তৎপরে ৫৯ শ্লোক হইতে ৬৪ শ্লোক পর্য্যন্ত উক্ত সমাধিদ্বারা কিরূপ শুভফল লাভ হইতে পারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এই গ্রন্থের তত্ত্ববিবেক নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। অতএব আমরা প্রথমে উপরোক্ত ৫৩ হইতে ৫৮ শ্লোকের অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি ও তদনুসঙ্গিক যোগসম্বন্ধীয় ব্যাপার এবং তাহার প্রকৃত সরল তাৎপর্য্য যতদূর সম্ভব বিশদভাবে ব্যাখা করিয়া তদনন্তর ৫৯ শ্লোক হইতে ৬৪ শ্লোকোক্ত সমাধির ফল এবং তাহার বৈজ্ঞানিকহেতু সকলের সরল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিব।

প্রথমতঃ উপরোক্ত ৫৩ শ্লোকার্দ্ধে "ইত্থং বাক্যৈস্তদার্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।" ইত্থং অনেন প্রকারেণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্য দ্বারা (তৎ) অর্থাৎ তাহার অর্থানুসন্ধানকে শ্রবণ বলে। এস্থলে পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্য অর্থে তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের (অর্থাৎ জগতো যদুপাদানং ইত্যাদি ৪৪ শ্লোক হইতে ৫২ শ্লোক পর্য্যন্ত) যে ব্যাখ্যা আছে ঐ ব্যাখ্যার সহিত ঐক্যতায় তৎ (অর্থাৎ ঐ মহাবাক্যের) প্রকৃত অর্থানুসন্ধান করিতে হইবে। ঐ অর্থানুসন্ধানের নামই শ্রবণ। ঐ মহাবাক্যের অর্থানুসন্ধান কিপ্রকারে এবং কতদূর করিলে ঐ অর্থানুসন্ধান শেষ হইয়া অনুসন্ধানকারী ঐ অর্থের উপর মনন করিতে শক্তি হইতে পারে। তাহা মননের সংজ্ঞা ও লক্ষণদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। যেহেতু যুক্তিদ্বারা ঐ মহাবাক্যের তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগকে মনন কহে। ইহাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে প্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব

পঞ্চভূত যথা ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম্। পঞ্চতন্মাত্র, যথা গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তপ্রভৃতির অর্থানুসন্ধান ব্যতীত তদতিরিক্ত তত্ত্বমসি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থানুসন্ধান এবং ঐ মহাবাক্যের তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগ অসম্ভব। যেহেতু প্রথমতঃ ঐ মহাবাক্যের অর্থানুসন্ধান করিতে হইবে। তদনন্তর ঐ অর্থানুসন্ধান শেষ হইলে উহার তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগ করিতে হইবে। এক্ষণে তত্ত্বমসি অর্থাৎ এই জীবাত্মাই সেই পরমাত্মা ইহার অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে আত্মার বিশেষণই যে জীব ইহার তাৎপর্য্যানুসন্ধান আবশ্যক। ঐ বিশেষণ গুণবাচক যেহেতু জীব সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণাত্মক। আত্মা গুণাতীত, অতএব জীব আত্মার গুণপ্রকাশক। ঐ জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুর, মেষ প্রভৃতি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি বহু নামে বিভক্ত, ঐ সকল উপাধি জীবের জাতিবাচক বিশেষণ, অতএব ঐ জাতিবাচক ও গুণবাচক বিশেষণ গুণীর প্রকৃত অর্থ না বুঝিলে জীবের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইতে পারে না। এবং জীবের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধগম্য না হইলে গুণাতিরিক্ত আত্মার অর্থ কখনই ধারণা হইতে পারে না। এইজন্য ঐ জাতি এবং গুণের অর্থ অর্থাৎ তাৎপর্য্য কি, ঐ সকল মনুষ্য গো প্রভৃতি জাতি এবং তাহার গুণ কিপ্রকারে সৃষ্ট ও উৎপন্ন হইল বুঝিতে হইলে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবের পঞ্চকোষের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ বোধ এবং তাহার বিচার আবশ্যক, ঐ সৃষ্টিক্রম ও পঞ্চকোষের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত এবং গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃত অর্থানুসন্ধান আবশ্যক। যেহেতু ঐ পঞ্চভূত এবং তাহার সত্ত্ব রজ ও তমগুণ হইতে ক্রমান্বয়ে জড়, উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং ক্রমিক পঞ্চকোষের বিকাশ হইয়াছে; অতএব কি প্রণালীতে জড়, উদ্ভিদ ও জীব সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে কিপ্রকারে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কোষ অর্থাৎ স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থানুসন্ধান আবশ্যক। এবং উহার এক একটী কোষের অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে তদন্তর্গত প্রত্যেক তত্ত্ব যথা অন্নময়কোষস্থ চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, শিরা, ধমনি, অন্ত্র, নাড়ি, রক্তাশয়, পাকাশয় প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কি কি পদার্থে ও কি কিপ্রকারে নির্ম্মিত বা উৎপন্ন হইল, এবং পঞ্চপ্রাণ নিশ্বাস, প্রশ্বাস, পাকক্রিয়া, মলমূত্রাদিনির্গমক্রিয়া, উদ্গারক্রিয়া, সর্ব্বশরীরে রক্তসঞ্চালনক্রিয়া, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু, জননেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, একাদশ ইন্দ্রিয় মন এবং মনের সদসদ্বৃত্তি অর্থাৎ ১। জ্ঞানাঙ্গীবৃত্তি, যথা ভাবগ্রহণ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, মানসানুভূতি, স্মৃতি, ধৃতি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি, ২। কামাঙ্গীবৃত্তি যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি, ৩। মোহাঙ্গীবৃত্তি—যথা ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি, ৪। বেদনাঙ্গীবৃত্তি—যথা সুখ, দুঃখ, শোক, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি, ৫। সহানুভূতিকবৃত্তি—দয়া, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি, ৬। নিবোধবৃত্তি—যথা সম, দম, তিতীক্ষা, উপরতি প্রভৃতি, ৭। বুদ্ধি—যথা যুক্তি, বিবেক, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি, প্রত্যেকের কার্য্য কি তদ্দ্বারা কি ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয় এবং উহা কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল তাহার

অর্থানুসন্ধান আবশ্যক। ঐ সকল গুরুতর বিষয়ের অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে কি প্রকারে সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল এবং কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল, ত্রিবিধ সৃষ্টির পর্য্যায়ক্রম এবং তাহার কার্য্যপদ্ধতি জানা আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ ঐ মহাবাক্যের অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে সমগ্র তত্ত্বশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ্, বেদান্ত প্রভৃতি ষড়্‌দর্শন স্মৃতি, জ্যোতিষ, গণিত, ভূতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমগ্রতন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা এবং তাহার সম্যক্‌রূপ অর্থগ্রহণ ও তাৎপর্য্য বোধ আবশ্যক। উপরোক্ত সমগ্র বিষয় সম্যক্‌রূপ হৃদয়ঙ্গম হইলে তদতিরিক্ত সৎপদার্থ উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু আত্মসংযমব্যতীত কোন ব্যক্তি কখনই উপরোক্ত মত জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। ঐ আত্মসংযমের নাম সম, দম, তিতীক্ষা উপরতি বিবিধ বৈরাগ্য। সম অর্থে মনোবৃত্তি সংযম বা মনের শান্তি, দম অর্থে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম, তিতীক্ষা অর্থে শীত, উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা উপরতি অর্থে ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষম হইতে নিবৃত্তি বা বৃত্তিনিরোধ। বিবেক অর্থে জ্ঞানের সহিত সদসদ্বিবেচনা, বৈরাগ্য অর্থে ত্যাগ স্বীকার। বেদান্তদর্শন শারীরিক ভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্র। "অথাথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রের ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করস্বামী যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অথ অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু এই অনন্তরার্থে অগ্রে সম, দম, তিতীক্ষা, উপরতি, বিবেক, বৈরাগ্যসাধনান্তে, ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে হইবে। অর্থাৎ উপরোক্ত সম দম ইত্যাদি সাধনাব্যতীত কেহই ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানের যোগ্য হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আত্মসংযমব্যতীত পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, তদনন্তর সমাধির অধিকার হয় না। প্রকৃতপক্ষে চিত্তসংযমব্যতীত একাগ্রতা কখনই হইতে পারে না। একাগ্রতাব্যতীত পূর্ব্বোক্ত কঠিনতত্ত্বে মনোনিবেশ কখনই সম্ভবপর নহে। একদিকে কামনার অধীন থাকিয়া বিষয়ানুসন্ধান, অন্যদিকে নিষ্কামভাবে ব্রহ্মানুসন্ধান, কখনই হইতে পারে না। একজন ইংরাজকবি কহিয়াছেন The mirror of the soul cannot reflect both earth and heaven, and the one vanishes from the surface as the other is glassed upon its deep * মানবের অন্তঃকরণের পবিত্রতা মনের বল ও আত্মসংযমব্যতীত, তত্ত্বজ্ঞান কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। পাতঞ্জলযোগ দর্শনানুসারে ধ্যান, ধারণা, সমাধির পূর্ব্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার আবশ্যক এই পঞ্চাঙ্গযোগব্যতীত ধ্যানের অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তার অধিকার জন্মে না। এবং ধ্যানব্যতীত ধারণা হইতে পারে না। ধারণা না হইলে সমাধি হয় না। পাতঞ্জলোক্ত ধ্যান, ধারণা ও আমাদিগের বর্ণিত মনন ও নিদিধ্যাসন উভয় একই পদার্থ। পাতঞ্জলোক্ত যমনিয়ম আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের সহিত বেদান্তোক্ত সম দম তিতীক্ষা উপরতি বিবেকবৈরাগ্যের অনেকাংশ সাদৃশ্য আছে, যদিও পাতঞ্জলযোগে স্পষ্টভাবে শ্রবণের কোন প্রসঙ্গ নাই এবং আমাদিগের উল্লিখিত সম দমপ্রভৃতি আত্মসংযমে ও শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতির মধ্যে আসন ও প্রাণায়ামের স্পষ্ট উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ যোগের দ্বিতীয়াঙ্গ নিয়মের মধ্যে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের

* সংস্কৃত দার্শনিক মীমাংসা শিক্ষাতত্ত্ব ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থা আছে ঐ বেদাধ্যয়ন অর্থে বেদ উপনিষদ্ দর্শন সমস্ত তত্বশাস্ত্র বুঝাইবে। * আসন এবং প্রাণায়ামের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে নিরবচ্ছিন্ন একতানমনে তত্বচিন্তা করিতে হইলে স্থিরাসনে বসিয়া ক্রমে নিশ্বাস প্রশ্বাসরোধ আবশ্যক। বায়ু-কর্ত্তৃক মনের চঞ্চলতা জন্মে বায়ুর নিরোধব্যতীত মনোবৃত্তির নিরোধ অসম্ভব। গতি (motion) হইতেই বায়ুর উৎপত্তি † মনের নানাপ্রকার ক্রিয়া ঐ বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন গতি হইতে উৎপন্ন হয়। বায়ুর গতিরোধব্যতীত মনের গতি বা মনপ্রবাহ কখনই নিরুদ্ধ হইতে পারে না, মনের প্রবাহও নানাপ্রকার গতি নিরুদ্ধ না হইলে এক বিষয়ে মন কখনই অবস্থান করিতে পারে না। সুতরাং নিদিধ্যাসন ও সমাধির নিমিত্ত আসন ও প্রাণায়াম আবশ্যক। ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মতত্ব চিন্তার নিমিত্ত আসন ও প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে।

যথা—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মন।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চৈলাজিন কুশোত্তরম্।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥

ভগবদ্গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১১।১২ শ্লোক।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধাধায়াত্মনঃ প্রাণ মা স্থিত যোগধারণাম্।
প্রাণাপানসমারুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণ।

ভগবদ্গীতা ৮ম অধ্যায় ১২ শ্লোক।

ললিত বিস্তরগ্রন্থেও প্রকাশ আছে যে গৌতমবুদ্ধ বোধিবৃক্ষতলে যখন তত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত ধ্যানপরায়ণ বা চিন্তামগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার আসন স্থির ও বায়ুর গতি নিরুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ বোধিবৃক্ষতলে তত্বচিন্তার পূর্ব্বে তিনি পিতৃগৃহে তত্বশাস্ত্রাদি অনেক পাঠ করিয়াছিলেন। পরে সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণ করিয়াও বৈশলিনগরে আরাড়কালাম ঋষির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বেদবেদান্ত ষড়্দর্শনাদিপাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ দর্শনাদিপাঠের পূর্ব্বে যে তিনি সমদম প্রভৃতি সম্পন্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার বাল্যকালে কৃষিগ্রামের জম্বুবৃক্ষতলে একদিবস অনাহারে তত্বচিন্তাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। * যাহা হউক্ সমদম প্রভৃতি বা যমনিয়ম প্রভৃতি সাধন ও সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ ব্যতীত ব্রহ্মতত্বচিন্তা ও সমাধির অধিকার হয় না পাতঞ্জলীদর্শনোক্ত যম বা সংযমার্থে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, (পরদ্রব্যগ্রহণানিচ্ছা) ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (অর্থাৎ বাসনাত্যাগ)। নিয়মার্থে, শৌচ সন্তোষতপস্যা অধ্যয়ন ও প্রণিধান উহার মধ্যে তপস্যা তিনপ্রকার—শারী-

---

* মৎপ্রণীত দার্শনিক মীমাংসা শিক্ষাতত্ব ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† বিগত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের হিন্দুপত্রিকার সৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা ২৫।৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* চৈতন্য ও বেদবেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া প্রথম যৌবনে স্বগৃহে আচার্য্যস্বরূপ অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন এবং সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া নীলাচলে মহামহোপাধ্যায় সার্ব্বভৌমিককে বেদান্তবিচারে ও বারাণশীতে প্রবোধানন্দ সরস্বতিকেও বিচারে পরাভূত করিয়াছিলেন। তিনি যে সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযমী ছিলেন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে চৈতন্যদেব কখন যোগ অভ্যাস করেন নাই তবে কিপ্রকারে তিনি যোগসিদ্ধ হইলেন ইহার উত্তর সংকৃত কৃষ্ণচরিত সমালোচনায় আছে যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় শ্রাবণ মাসের বঙ্গপত্রিকার কৃষ্ণচরিত সমালোচনা দেখিবেন। আর যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় চৈতন্যচরিত সমালোচনা করিতে পারি তবে উহার উত্তর বিশদভাবে দিব।

রিক, বাচিক, মানসিক তপ। শারীরিক তপার্থে দেবদ্বিজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মাননা। শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা। বাচিক তপার্থে সত্য, প্রিয়, হিতকর ও উদ্বেগরহিত বাক্য প্রয়োগ ও বেদাদি অধ্যয়ন অভ্যাস ও আলোচনা। মানসিক তপার্থে মনের প্রসন্নতা, সৌম্য ভাব, বাক্যাদিবৃত্তিসংযম, মনভাব সংশুদ্ধিকে বুঝায়। আসন অর্থে স্থিরভাবে অবস্থান। আসন অনেকপ্রকার আছে, প্রাণায়াম অর্থে বায়ুর রেচক, পূরক, কুম্ভক, অর্থাৎ বায়ু ত্যাগ করিয়া গ্রহণ না করা গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না করা এবং শরীর মধ্যে বায়ুস্তম্ভন, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য শরীরস্থ বায়ুর গতিক্রিয়ার রোধকরণ। প্রত্যাহার অর্থে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ প্রভৃতি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, অর্থাৎ রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত না হওয়া। ইহাদ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভাদি ষড়রিপু পরিত্যক্ত হয়। এইক্ষণ পাঠকগণ! বুঝিলেন যে বেদান্তোক্ত সমদম তিতীক্ষা উপরতি ও পাতঞ্জলোক্ত যমনিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতির একই উদ্দেশ্য ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে গুরুর আলয়ে পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ অর্থাৎ বেদবেদান্তাদি বিদ্যাশিক্ষার সহিত সম, দম, তিতীক্ষা, উপরতি বিবেকবৈরাগ্য বা যমনিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতি শিক্ষা ও তাহার অভ্যাস আবশ্যক। ঐরূপ সমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্ত বেদ-বেদান্তদর্শনাদি তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষাদ্বারা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থানুসন্ধান হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন কিম্বা ধ্যানধারণার অধিকার জন্মে। অতি পূর্ব্বকালে মানবের আধ্যাত্মিকশক্তি প্রবল ছিল। ক্রমে বিষয়ের নানাপ্রকার জটিলতা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিষয়সংঘর্ষণে আধ্যাত্মিক শক্তির হ্রাস হইয়া গিয়াছে। তৎকালে মানবের আধ্যাত্মিকশক্তি প্রবল থাকায় স্মৃতিশক্তিও অধিকতর তীক্ষ্ণ ছিল। এইজন্য তৎকালে লিপির অধিক প্রয়োজন ছিল না। মানবের যতই স্বভাবিক শক্তির হ্রাস হয়, ততই অভাব পূরণের নিমিত্ত কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হয়। যদি মানসশক্তিদ্বারা অন্তরে অন্যের সমস্ত মনোভাব বোধগম্য হইতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষে সমস্তই দৃষ্ট হইতে পারে, তবে বাক্য ও ভাষার প্রয়োজনাভাব হয়। পরস্পরের মনোভাব বিনিময়ের নিমিত্তই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ ভাষা এক একটী মনোভাব প্রকাশের সাঙ্কেতিক শব্দমাত্র। যোগীদিগের আধ্যাত্মিকশক্তি অতীব প্রবলবিধায় অন্যের অন্তরের ভাব তাঁহাদিগের নিকট অবিদিত নহে। অর্থাৎ অন্তরস্থ শক্তিসাধন হইতে অন্যের মনোভাব বিশ্বব্যাপী অদৃশ্য তাড়িৎশক্তিদ্বারা তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে প্রতিভাত ও স্পষ্টীকৃত হইয়া তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষে প্রতিভাসিত হয়। এইজন্য তাঁহারা প্রায় মৌনব্রতাবলম্বী। অতএব মানসক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্তভাব বিনিময়সূচক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকশক্তির হ্রাস হইলেই ভাষার প্রয়োজন হয় ও তৎসহ লিপিরও প্রয়োজন হয় বটে। কিন্তু স্মৃতিশক্তির হ্রাস না হইলে বেদাদিশিক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থ বা পুস্তকাদি-লিপির প্রয়োজন হয় না। যদি বালকেরা গুরুমুখ লভ্যবিষয় শ্রবণমাত্রই স্মৃতিপটে চির-অঙ্কিত রাখিতে পারে, তবে লিপিপাঠ বা আবৃত্তির আবশ্যক হয় না। এইজন্যই পূর্ব্বকালে লিপির অধিকতর প্রচলন না থাকায় শিষ্য গুরুর নিকট বেদাদিশ্রুত হইয়া শিক্ষিত হইত। তদ্ধেতু বেদকে শ্রুতি বলে এবং উহার শিক্ষা ও অর্থানুসন্ধানকে শ্রবণ বলে। স্বভাবশক্তির হ্রাসহেতু কৃত্রিম উপায় অবলম্বন আবশ্যক বটে, কিন্তু স্বভাবশক্তির সাহার্য্যার্থে অল্প আয়াস,

ন্ন যত্ন, সহজ ও সুগমতার নিমিত্ত কৃত্রিম পায় অবলম্বিত হইলে ঐ কৃত্রিম উপায়হেতু ভাবশক্তির হ্রাস হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ইতি- র্ব্বের ও এইক্ষণকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষো- র্ণ ছাত্র। যেমন এইক্ষণ পাঠ্যপুস্তকের বহুল খ্যা এবং অর্থপুস্তক প্রণীত হওয়ায় বালক- গের আয়াস শ্রম ও যত্নব্যতীত উহারা অর্থ- স্তকের সাহায্যে সহজেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে বে; কিন্তু স্বভাবশক্তির অনুশীলনাভাবে সকল পুস্তকের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ ও সম্যক্ প অর্থবোধ হয় না, বাহ্যবিষয় মানসক্ষেত্রে বিষ্ট হইয়া জ্ঞানানুশীলনরূপ রঙ্গে রঞ্জিত না লে বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হয় না এবং তাহা তিপটে অধিককাল অঙ্কিত থাকে না। তদ্রূপ র্বকালে গুরুর আশ্রমে থাকিয়া গুরুমুখে স্ত্রাদিশ্রবণদ্বারা তাহার প্রকৃতভাব অন্তরে ্যক্‌রূপ গ্রহণ ও তাহার অর্থানুসন্ধান হইত। দনন্তর ঋষিদিগের পূর্ব্বোক্ত আশ্রমের অভাব বং তৎস্থানে অধ্যাপকদিগের চতুষ্পাটী স্থাপন চতুষ্পাটীতে ছাত্রদিগের অবস্থান এবং র্ব্বোক্ত শ্রবণের পরিবর্ত্তে গ্রন্থাদিপাঠদ্বারা রূপ চরিত্রগঠন শিক্ষা ও তাহার ফল হয় ই। তদনন্তর ঐ চতুষ্পাটীতেও অধ্যাপকের াস্ত সংসর্গ ও শিক্ষাদ্বারা যেরূপ চরিত্র গঠন ক্ষা ও জ্ঞানলাভ হইত, বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞা- য় সংসর্গ শিক্ষা ও অর্থপুস্তকাদির সাহায্যে রূপ চরিত্র গঠন ও জ্ঞানলাভ কদাচ হইতে বে না। * যাহা হউক্ আমরা শ্রবণ মনন ইত্যাদির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার বক্তব্য বিষয় আরম্ভ আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্তমত শ্রবণ অর্থাৎ বেদদর্শনাদি শিক্ষাদ্বারা উপরোক্ত জাগতিকতত্ত্ব এবং তদতি- রিক্ত আত্মতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্যানুসন্ধানদ্বারা উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে ঐ শ্রবণ বা পাঠ সমাপ্ত হয় এবং ঐ অধীতবিষয়ের সমগ্র অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে যুক্তিদ্বারা উহার প্রকৃত তত্ত্বানু- সন্ধানে অন্তরের নিয়োগ আবশ্যক হয়। তৎ- কালে আর পাঠের বা গুরুমুখে শ্রবণের কিম্বা তাহার অর্থানুসন্ধানের আবশ্যক থাকে না। কেবল ঐ মৌলিকতত্ত্ব হইতে এই মায়াময় জগতের বিস্তৃতি এবং পুনর্ব্বার তাহাতে সঙ্কোচ ও সম্মিলন যে প্রকারে হইতে পারে তাহার কার্য্যপ্রণালী প্রথম বুদ্ধি বা যুক্তিদ্বারা স্বীয়- জ্ঞানের আয়ত্ত্বাধীন করিয়া জীবব্রহ্মের ঐক্য- সাধন করিবার নিমিত্ত প্রকৃততত্ত্বানুসন্ধানের আবশ্যক হয়; প্রকৃতপক্ষে কারণ হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূলজগতের বিবর্ত্তন এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে কারণে পুনঃ সম্মিলনের শক্তি এবং জ্ঞান আয়ত্ত্বাধীনের নিমিত্ত যে প্রকার চিন্তা তাহাকেই মনন বা ধ্যান ও নিদিধ্যাসন বলে। শ্রবণদ্বারা যে বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়; তাহাই যুক্তিদ্বারা কার্য্যে খাটাইবার নিমিত্ত তত্ত্বানুসন্ধানে অন্তঃকরণের নিয়োগই ঐ মনন। ইহার দৃষ্টান্ত এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে যেমন তুমি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া গতি (motion) তড়িৎ, তাপ, জ্যোতি, আক- র্ষণ, বিক্ষেপণ, রাসায়নিক, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, বিস্তৃতি, সংকোচন প্রভৃতির অর্থানুসন্ধান করণা- ন্তর ঐ অর্থ তোমার বোধগম্য, হইলে তুমি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া পাঠ সমাপ্ত করিলে। উহাই

* কেহ আধুনিক টোলের ভট্টাচার্য্যদিগের সহিত লের অধ্যাপকের তুলনা দিয়া উপরোক্ত মত খণ্ড- ন চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বের ন্দন, রঘুনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি এবং তৎপূর্ব্বে কালি- , ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতিকে একবার স্মরণ করিবেন াহইলে উক্ত মতের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

তোমার শ্রবণের কার্য্য শেষ হইল। তদনন্তর তুমি ঐ সকল তত্ত্বচিন্তনদ্বারা উহা কার্য্যে খাটাবার অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ, টেলিগ্রাফ, ফণগ্রাফ প্রভৃতির ন্যায় নূতন নূতন কঠিন সূক্ষ্মভৌতিক তত্ত্বাবিষ্কার করিবার নিমিত্ত অন্তর নিয়োগ করিলে ঐ নিয়োগকে ঐ সকল পার্থিবতত্ত্বের মনন বলা যাইতে পারে। ঐ অন্তঃকরণ ঐ গুরুতর তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োগ করিয়া তৎবিষয় বিগতসন্দেহ (অর্থাৎ ঐ সকল তত্ত্বদ্বারা টেলিগ্রাফ, ফনগ্রাফপ্রভৃতির সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল আবিষ্কার হইতে পারে, তদ্‌বিষয় স্থির নিশ্চয়) হইয়া মনের অন্য বৃত্তি ও ক্রিয়ার নিরোধপূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন একতানমনে স্বীয়অন্তঃকরণ অবিশ্রান্ত ঐ তত্ত্বচিন্তায় নিয়োগ করিলে অতএব ঐপ্রকার অবিচ্ছিন্নভাবে অনন্যমনা হইয়া একান্ত মনন বা ধ্যান করাকে নিদিধ্যাসন কহে। প্রকৃতপক্ষে আত্মব্রহ্মতত্ত্বে ঐ প্রকার অবিশ্রান্ত চিন্তাকে মনন ও নিদিধ্যাসন বলে। ঐ নিদিধ্যাসনদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বে অন্তর অবিশ্রান্ত হইয়া বায়ুশূন্যদীপ বৎনিশ্চল হইলে তখন স্বীয় অন্তরাত্মা মন ও বুদ্ধিসহ ধ্যেয়ব্রহ্মে মগ্ন হইয়া যায়। তখন ধ্যানকর্ত্তা এবং ধ্যানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া কেবল ধ্যেয়ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ আমি ধ্যানকর্ত্তা এবং বা চিন্তা করিতেছি এই বোধ রহিত হইয়া কেবল ধ্যেয় অর্থাৎ চিন্তনীয় বস্তুতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থাকে সমাধি কহে। সমাধি মূলতঃ দুই প্রকার সবিকল্পসমাধি, নির্ব্বিকল্পসমাধি। কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু অবলম্বনে যে সমাধি হয় তাহাকে সবিকল্পসমাধি কহে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে ঐ সবিকল্পসমাধির মধ্যে কয়েকটী অবান্তর ভাগ আছে। যথা সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক, সবিচার, নির্ব্বিচার সানন্দ ও সস্মিত সমাধি, ঐসমাধির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যোগদর্শনে বিশদরূপে আছে। তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই, যথা; যে সমাধিদ্বারা ধ্যেয়বিষয়ে[র] সম্যক্‌রূপ পরিজ্ঞান হয়, কোনরূপ সংশয় ব[া] বিপর্য্যয় থাকে না তাহার নাম সম্প্রজ্ঞাতসমাধি চিত্ত হইতে বিষয়ান্তরের সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্ততে পুনঃ পুনঃ ধ্যেয়বস্তুর অভিনিবেশের নাম ভাবনা। সেই ধ্যেয়বস্তু আবার দ্বিবিধ ঈশ্বর ও তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব আবার দ্বিবিধ দৃষ্ট হয় জড় ও অজড়। স্থূল মহাভূত (অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম্) সকলকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া তত্ত্বসকলের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানপূর্ব্বক শব্দ ও অর্থের উল্লেখ সম্ভাবনা সংকারে যে ভাবনা তাহার নাম সবিতর্ক, উহা[র] নাম শব্দসংকীর্ণ অর্থাৎ প্রথমতঃ কোন একটী শব্দের উপর লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দতে যথা গো প্রভৃতি শব্দেতে একাগ্রতা হয়। দ্বিতীয় অবস্থাতে ঐ ধ্যেয়পদার্থের জাতিবিষয়ে চিত্ত একান্ত অনুরক্ত থাকে, তৃতীয় অবস্থাতে ধ্যেয়বিষয়ের অর্থে অনুরাগ অচলভাবে থাকে চতুর্থাবস্থায় ঐ অবস্থাত্রয় পরস্পর অধ্যাসরূপে প্রকাশিত হয়। এই সমাধিতে পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান ও শব্দার্থ উল্লেখ ব্যতিরেকে ধ্যেয় বিষয়ে যে ভাবনা প্রবৃত্ত হয় তাহাকে নির্ব্বিতর্কসমাধি বলে। প্রকৃতপক্ষে সবিতর্কসমাধির বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত চিত্তসমাপত্তিকে নির্ব্বিতর্কসমাপত্তি বলা যায় অর্থাৎ যখন ধ্যেয়বস্তুর শব্দ ও অর্থের স্মৃতি মাত্র থাকে না অর্থাৎ উহার পূর্ব্বাপর সংস্রব ও তাহার তর্কবিতর্ক বিনা কেবল সুস্পষ্টরূপে সেই ধ্যেয়বস্তুমাত্র চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয়, তখন নির্ব্বিতর্কসমাপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত সবিত[র্ক] সমাপত্তিদ্বারা সবিচারা ও নির্ব্বিচারাসমা[পত্তি] নির্ণীত হয়। সবিচারা ও নির্ব্বিচারা উক্ত সমাধিসূক্ষ্মবিষয়া এই সমাধির মধ্যে যাহাতে দেশ কাল ও ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম অর্থ প্রতিভা[ত] হয়; তাহাকে সবিচার এবং যাহাতে দে[শ]

...গল ও ধর্ম্মাদিরহিত কেবল সূক্ষ্ম তন্মাত্র-রূপে প্রতিভাত হয় তাহাকে নির্ব্বিচার বলে। সূক্ষ্ম তন্মাত্র অর্থে রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ বুঝায়। একটি সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্র যথা সূক্ষ্ম লোহিতবর্ণমাত্র, ভাবনার সময় ঐ সূক্ষ্ম লোহিত-বর্ণের স্থান কাল যথা—ঐ বর্ণ স্বীয় হৃদয়মধ্যে বা অন্য একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছে এবং ভাবনা সময়টীও তাহার সহিত সংসৃষ্ট আছে। ঐ স্থান কালসংসৃষ্ট সূক্ষ্ম লোহিতবর্ণের উপরই নিরন্তর চিত্তসংযোগই সবিচার সমাধি এবং উহার স্থান কালব্যতিরেকে কেবল ঐ সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্রেরই একান্ত ভাবনাই নির্ব্বিচার সমাধি। সবিতর্ক ও সবিচারের মধ্যে প্রভেদ এই যে সবিতর্ককালে কোন একটী স্থূলবিষয় অবলম্বনে যথা গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেব প্রভৃতি স্থূলপদার্থ এবং সবিচার-কালে কোন একটী স্থূলভূত বা ভৌতিক স্থূল-পদার্থ অবলম্বন বিনা কেবলমাত্র সূক্ষ্মরূপ রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, তন্মাত্র ভাবনা বুঝায়। সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি কেবল স্থান কালের অব-লম্বনের ও নিরবলম্বনের উপর নির্ভর করে। ঐ সমাধিকালে সত্ত্বগুণের অত্যন্ত আধিক্য-বশতঃ অন্তঃকরণ আনন্দময় হইয়া উঠে। উহা-কেই সানন্দসমাধি। ঐ সানন্দসমাধিকালে কেবলমাত্র তত্ত্ব ভিন্ন কোন মূর্ত্তি ভাবনা না থাকে তাহাকে বিদেহ বলা যায়। ঐ সানন্দ-সমাধিতে নিজের অস্তিত্ব অর্থাৎ আমিত্ব এক-কালে বিলুপ্ত ও প্রকৃতিতে লীন হইয়া কেবল বিবেক সত্ত্বামাত্র প্রকাশ পায়, তাহাকে সস্মিত-সমাধি কহে।

যখন কোন তত্ত্ব বা অন্য কোন সত্ত্বা চিত্ত হইতে বিদূরিত হইয়া চিত্তের ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তখন নির্ব্বিকল্পসমাধির উদয় হয়, নির্ব্বিকল্পসমাধি-কালে মনে কোন বৃত্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। মন সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত হইয়া একাকার ব্রহ্মময় হইয়া যায়। ঐ অবস্থাটী ভাষাদ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। যেহেতু অবাঙ্-মনসগোচর অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত। যে মহাত্মার নির্ব্বিকল্পসমাধি হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই ঐ অবস্থা অনুভব করিতে পারেন না এবং ঐ সমাধিবান্ মহাপুরুষ স্বয়ং বুঝিতে পারেন ভিন্ন ভাষাদ্বারাও উহার ঠিক্ অবস্থাও প্রকাশ করিতে পারেন না *। ইহার কারণ, জগতে এইরূপ ভাষা নাই, যদ্দ্বারা উহা যাইতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ও সবিতর্ক সবিচার প্রীতিসুখ ও বিবেক এই চারিপ্রকার সমাধির উল্লেখ আছে। তবে শেষোক্ত দুই প্রকার সমাধি ভিন্ন নামে অভিহিত বটে; ঐ প্রীতিসুখ ও বিবেকজসমাধিই পাতঞ্জলোক্ত সানন্দ ও সস্মিতসমাধির নামান্তর মাত্র। ঐ সবিতর্ক ও সবিচার সমাধি অবস্থায় গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সমাধি হইয়াছিল †। পাতঞ্জলী বলিয়াছেন "তাএব সবীজ সমাধিঃ নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্ম-

* গৌরাঙ্গের সপ্তপ্রহরি মহাপ্রকাশের পর যখন তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার ব্যুত্থানকালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন গৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন যে উহার কারণ আমি বাক্যদ্বারা বলিতে অশক্ত। বুদ্ধের নিকট শিষ্য কর্ত্তৃক ঈশ্বর তত্ত্ব জিজ্ঞাসিত হইলে তিনিও তাঁহার উত্তর দেন নাই।

† স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপ শূন্যেবার্থমাত্র নির্ভাসা নির্ব্বিতর্ক। অতএব নির্ব্বিচার সূক্ষ্মবিষয়াব্যাখ্যাতা। সবিতর্কঃ সবিচারঃ প্রীতিসুখং তু বিবেকজং প্রথমধ্যানং উপসম্পাদ্য বিহরতিস্ম। আত্মপ্রসাদাৎ চেতসঃ কেতি ভাবাৎ। সবিতর্কং সবিচারং সমাধিজং প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ধ্যানমিত্যাদি। উপেক্ষকস্মৃতিমানসুখবিহারী। নিষ্প্রীতীকং তৃতীয়ং ধ্যানমুপসম্পাদ্যবিহরতিস্ম। ললিত-বিস্তর নামক বৌদ্ধগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা” অর্থাৎ ঐ সকল সমাধি সবীজ ও নির্ব্বিচার সমাধি হইলে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়। তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধাৎ নির্বীজ সমাধি” তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতাঙ্গ সে বৃত্তিটীও লুপ্ত হয় সুতরাং তখন সর্ব্ববৃত্তিনিরোধহেতু প্রকৃত নির্বীজ বা নিষ্প্রতীক সমাধি জন্মে। চিত্ত তখন নিরাবলম্ব, স্বরূপ শূন্যের ন্যায় (না থাকার মত) হয়, তৎকারণে তখন সুখদুঃখ উপেক্ষা স্মৃতি প্রভৃতি মনোবৃত্তি আদৌ অনুভূত হয় না। ইহাই সর্ব্বযোগের শেষপ্রাপ্ত, ইহারই নাম নির্ব্বিকল্পসমাধি *।

প্রকৃতপক্ষে এ সমাধিকালেও মনোবৃত্তি একেবারে ধ্বংস হয় না। তবে তৎকালে চিত্ত-বৃত্তি বিষয়ক জ্ঞান থাকে না। তাহার কারণ চিত্তবৃত্তি সকল পরব্রহ্মেতে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পরমাত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি অনুভব হয় না। কিন্তু যখন সমাধিভঙ্গ হয়, তখন সমাধিকালে মনোবৃত্তি যে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ছিল ইহা স্মৃতিপথে উদিত হয়। † ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি সমাধিকালে মনোবৃত্তি না থাকিত তাহাহইলে সমাধিভঙ্গকালে ঐ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ স্মরণ হইত না।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম এবং প্রযত্নদ্বারাই মনোবৃত্তির উৎপত্তি হয়। কর্ম্ম এবং যত্ন না থাকিলে মনোবৃত্তি থাকে না। সুষুপ্তিকালে কর্ম্ম প্রকৃতিতে (অবিদ্যায়) মগ্ন হওয়ায় ও তৎকালে যত্ন না থাকায় মনোবৃত্তিও অবিকাশিত হয়। নির্ব্বিকল্পসমাধিদ্বারা সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় হওয়ায় এবং তৎকালে প্রযত্ন না থাকায় মনোবৃত্তির ক্রিয়া থাকে না বটে; কিন্তু সমাধির প্রারম্ভে অন্তঃকরণের যে যত্ন থাকে, সেই যত্নই মনোবৃত্তিসমূহকে পরব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া দেয়। তৎকালে প্রযত্ন না থাকিলেও মনোবৃত্তির ব্যাঘাত হয় না।

সমাধি প্রারম্ভে বারম্বার প্রযত্নহেতু অভ্যাস-পটুতাজনিত একটী সংস্কার উৎপন্ন হয় ঐ সংস্কার সমাধিকালেও বিলুপ্ত হয় না। এইজন্য সমাধিকালে মন যে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়, তাহা ব্যুত্থিত অর্থাৎ সমাধিভঙ্গকালে স্মরণপথে উদিত হয়। সুষুপ্তির ন্যায় সমাধিকালে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকে না। তবে বিষয়জ্ঞানের ও ইন্দ্রিয়ের অতীত ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন থাকায় ব্যুত্থানকালে ঐ জ্ঞানামৃতের আস্বাদ স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বোক্ত সংস্কারই সমাধি ও ব্যুত্থানের মধ্যে সংশ্রবসূত্রস্বরূপ থাকে।

দর্শনাদি সম্যক্‌রূপে পাঠ এবং অর্থের বোধ হইলেও পরমাত্মার ও জীবাত্মার একত্ব ও পৃথকত্ব-সম্বন্ধে যে একটী আশ্চর্য্যজনক সূক্ষ্মতা আছে তাহা হঠাৎ ধারণা হয় না “দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো ব্রাহ্মণোঽংশভূতস্তথেতর ভোক্তা ভবতি অন্যো হি সাক্ষী ভবতীতি” “বৃক্ষধর্ম্মে তৌ তিষ্ঠতো ভোক্তাঽভোক্তারৌ” “দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।”

অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই ব্রহ্মের

* প্রেমভক্তিদ্বারা ও সমাধি হইতে পারে বৈষ্ণবগণ উহাকে দশা কহেন কিন্তু গৌরাঙ্গদেব শিষ্যগণকে সবিকল্পব্যতীত নির্ব্বিকল্পসমাধি শিক্ষা দেন নাই। যেহেতু ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য জীব ব্রহ্মে পৃথকজ্ঞান, তাহা না হইলে উপাস্যের উপাসনা হয় না। তাঁহার ভক্তিযোগের দশা আমাদের উল্লিখিত সানন্দসমাধির তুল্য। ইহা ক্রমে ব্যাখ্যাত হইবে।

† বিগত বর্ষের হিন্দু-পত্রিকায় ৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে নিদ্রাকালে মনোবৃত্তি অজ্ঞান তমোমধ্যে আচ্ছন্ন থাকা অর্থাৎ অচেতন থাকা এবং সমাধিকালে জ্ঞানময় ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকা উভয়ই জাগরণকালে স্মরণ হয়, ইহাদ্বারা সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থার পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

অংশ উহার মধ্যে ইতর জীবভোক্তা হইয়া থাকেন এবং ঈশ্বর অভোক্তা এবং সাক্ষীমাত্র থাকেন। এই বিনাশ ধর্ম্মশীল দেহরূপ বৃক্ষে তাঁহারা দুইটী পক্ষীস্বরূপে অবস্থান করেন এবং ভোক্তা এবং অভোক্তা হয়েন। এই দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই ব্রহ্মাংশ। অথচ জীবাত্মা ভোক্তা পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপ। এই সূক্ষ্মভাব বেদবেদান্তাদিশ্রবণান্তেও হৃদয়ঙ্গম করা যে অতীব কঠিন, তাহা ভগবদ্গীতাকার গীতায় স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদন চৈব কশ্চিৎ॥

বঙ্গার্থ। কেহ আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, সেইরূপ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন। অন্য কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনেন। কেহ ইহাঁকে শ্রবণ করিয়াও জানেন না।

গীতা ২য় অধ্যায় ২৯ শ্লোক।

উপরোক্ত দুইটী পক্ষীই ঈশ্বর এবং জীব ইহাই ব্রহ্মাংশ এবং এক অদ্বিতীয়। ঐ ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হইলে তত্ত্বমস্যাদিবাক্যও হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তমত বেদবেদান্তাদি সমস্ত দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি পাঠদ্বারা হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তবে পাতঞ্জলোক্ত চারিপ্রকার সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পসমাধির প্রকৃত মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলে বেদোক্ত তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার সূক্ষ্মভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ঐ হৃদয়ঙ্গমের নিমিত্ত চিন্তার নামই মনন। ঐ মনন নিদিধ্যাসন এবং সমাধিদ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মকীটের ধ্বংস হয় ও শুদ্ধ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধিত হয় বলিয়া বর্ণিত আছে। তাহারও প্রকৃত তাৎপর্য্য নিম্নোক্ত বর্ণনাদ্বারা বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে।

উক্ত তত্ত্বমসীবাক্যের বা জীবাত্মা পরমাত্মাসম্বন্ধীয় বিচারের পূর্ব্বে ভগবৎগীতার কয়েকটী শ্লোকের উপর লক্ষ্য করা আবশ্যক। ঐ গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আত্মা, অক্ষয়, অনশ্বর, অপরিবর্ত্তনীয়, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত শাশ্বতঃ ইত্যাদি উপদেশ দিয়া, আবার সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার নিজের আত্মা ও অর্জ্জুনের আত্মার জ্ঞানসম্বন্ধে পার্থক্য দেখাইয়াছেন ও আত্মার জন্ম স্বীকার করিয়াছেন। যথা "হে অর্জ্জুন! তোমার এবং আমার অনেক জন্ম হইয়াছে; কিন্তু তুমি তোমার পূর্ব্বজন্মের বিষয় কিছুই জান না। আমার পূর্ব্বজন্মের বিষয় আমি সমস্তই অবগত আছি" এস্থলে দেহের পুনঃজন্ম কথনই হয় না। কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের আত্মার পুনঃজন্মের কথাই হইতেছে। আর কৃষ্ণের আত্মা যে অর্জ্জুনের আত্মাপেক্ষা উন্নত তাহাও প্রকাশ হইতেছে। আত্মার উন্নতি স্বীকৃত হওয়ায় পরিবর্ত্তনও স্বীকৃত হইতেছে। এই দুইটী বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, দেহরূপ বৃক্ষের দুইটী পক্ষীর মধ্যে একটী ভোক্তা অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করেন অন্যটী সাক্ষীদর্শকমাত্র, কিছুই ভোগ করেন না। এই দুইটী পক্ষীর প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রথমোক্ত অক্ষর অনশ্বর, অপরিবর্ত্তনীয়, অজ, শাশ্বত, আত্মাই অভোক্তাদর্শক। আর শেষোক্ত আত্মাই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পৃথক্ পরিবর্ত্তনশীল আত্মা) ভোক্তা জীবাত্মা।

এইক্ষণে এই তর্ক উত্থিত হইতে পারে যখন উভয়ই ব্রহ্মাংশ এবং তৎ+তং+অসি=সেইই তুমি অর্থাৎ উভয়ই এক। তখন পরমাত্মা অজ শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়দর্শক কেন? এবং জীবাত্মাই বা জন্মশীল ও অপরিবর্ত্তনশীলও ভোক্তা কেন? এবং উভয় এক হইয়াই বা পৃথকের ন্যায় কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা

যদিও বিগত বর্ষের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র-মাসের হিন্দু পত্রিকায় আমার কৃত এই গ্রন্থের কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ ব্যখ্যা ও অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিচারের মধ্যেই বিশদভাবে আছে তথাচ পাঠকগণের বুঝিবার অপেক্ষাকৃত সহজোপায়ের নিমিত্ত সংক্ষেপে ও সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান বর্ষের বিগত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসের হিন্দু পত্রিকায় আমার রচিত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে আভ্যন্তরীণ তেজ হইতে বস্তুদ্রবকারী বা দ্রাবক-শক্তির বিকাশ হইয়া জলের সৃষ্টি হয় এবং জল ঘনীভূত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয়; তেজ, জল ও মৃত্তিকা হইতে জড়, উদ্ভিদ, জীব, জন্তু সমস্তই উৎপন্ন হয়, এবং ঐ তেজের জ্যোতি (আলো) হইতে সমস্ত পদার্থ বিকাশিত হয়। তেজই জগতের মৌলিক পদার্থ। তেজই সর্ব্বত্র বিরাজমান উহার তাপ ও জ্যোতি হইতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন ও বিকাশিত হয়। মনে করুন্ যেন তেজই ব্রহ্ম জলই তাহার প্রকৃতি এবং পৃথিবীই যেন মহত্তত্ত্ব বা মহৎব্রহ্ম যথা—

মমযোনী মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দদাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারতঃ॥

পৃথিবী মাতার গর্ভে জলরূপ শোণিতে ও তেজরূপ শুক্রদ্বারা সমস্ত জড় ও চেতনপদার্থ উৎপন্ন হয় এবং আলোকদ্বারা বিকাশিত হইতেছে। ঐ তাপ এবং জ্যোতিই ব্রহ্মাংশ। উহাই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তি। মৌলিক আধ্যাত্মিক তেজের হ্রাসবৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই সমমুদ্ভূত। ঐ সর্ব্বব্যাপী তেজই যেন পরমাত্মা। ঐ তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় অতএব ঐ জল পৃথিবী এবং পার্থিব সমস্ত পদার্থই তেজের বিকার। পূর্ব্বোক্ত জলীয় ও পার্থিব অণুস্থিত যে অন্তর্নিহিত গুহ্যতেজ আছে ঐ তেজের প্রতিবিম্বনে ঐ জল ও মৃত্তিকা পার্থিব পদার্থে পরিণত হয়। জ্যোতিও ঐ পদার্থাকারে বিকাশিত হয় এবং ঐ পদার্থে যে সকল গুণ আছে সেই সকল গুণাক্রান্তও হয়। বিশ্বস্ত যে প্রত্যেক পদার্থ দৃষ্ট হয় ঐ দৃষ্টির কারণ এই যে ঐ পদার্থাস্থিত জ্যোতি বা আলোক ঐ পদার্থাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া চক্ষে প্রতিভাত হওয়ায় ঐ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ঐ পদার্থমিশ্রিত আনবিককিরণ ঐ পদার্থময় হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মৌলিক-তেজ বা জ্যোতি বিকৃত হয় না। ঐ পদার্থে তাহার প্রতিবিম্বনই বিকৃত হয়। ঐ তেজের প্রতিবিম্বে তাপের আনবিক অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব আছে বলিয়াই চক্ষে প্রতিভাত হয়। ঐ মৌলিক অবিকৃতজ্যোতিই যেন পরমাত্মা এবং উহার পদার্থাকারে প্রতিবিম্বনই যেন জীবাত্মা। পাশ্চাত্য কোন কোন প্রধানবৈজ্ঞানিক স্বীকার করেন যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে (অতি সূক্ষ্ম ক্রিয়াপ্রবাহরূপ) আভ্যন্তরিক একটী সূক্ষ্ম আদর্শ আছে তাহাই প্রকৃতমূর্ত্তি, বাহ্যমূর্ত্তি বা আকার তাহার স্থূলাবরণমাত্র * ঐ বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার বোধ হইলে (অর্থাৎ মৃত্যু হইলে) ঐ আভ্যন্তরীণ আদর্শ অর্থাৎ সূক্ষ্ম (ছায়ার ন্যায়) মূর্ত্তির ধ্বংস হয় না উহা ইথারে থাকে †। যদি শুদ্ধতৈজস-অবিকৃত জ্যোতির সহিত পরমাত্মার তুলনা হয় তবে বস্তুবিশেষের সূক্ষ্ম আদর্শ জ্যোতি বা সূক্ষ্মপদার্থাকারে জ্যোতির প্রতিবিম্বকে জীবাত্মার সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে

* বিগত বর্ষের পৌষ হইতে চৈত্রমাসের হিন্দু-পত্রিকায় (আমার কৃত পঞ্চদশী ব্যাখ্যায়) ২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উহাতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে উক্ত আদর্শবা সূক্ষ্মমূর্ত্তি অবৈজ্ঞানিক নহে। উহাই বেদান্তোক্ত লিঙ্গদেহ ও মনুস্মৃতির মহৎ সজ্ঞক (আত্মার) সহকারী জীব।

† ইথার, আকাশের একটি অবস্থামাত্র আকাশ শূন্য কিন্তু ইথার দৃষ্টির অতীত সূক্ষ্ম হইলেও শূন্য নহে।

পারে। ঐ পদার্থের গুণ ও ধর্ম্মানুসারে জ্যোতির বিকাশ অবিকাশ (উন্নতি অবনতি) নির্ভর করে। ঐ জ্যোতিই যখন চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ তখন পার্থিব পদার্থে (জীবে) উহার যতই বিকাশ হইবে ঐ পদার্থের অর্থাৎ জীবের ততই উন্নতি বলা যাইতে পারে। অতএব গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উভয় উক্তির সামঞ্জস্য ও তত্ত্বমসি মহাবাক্যের কথঞ্চিংভাব প্রদর্শিত হইল। এইরূপ উদাহরণ ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক্। ইতিপূর্ব্বে কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ এবং পঞ্চকোষ বিচারকালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মা যখন কেবল আনন্দময়কোষ সংস্পৃষ্ট থাকেন তখন আত্মা কেবল আনন্দময়, যখন আত্মা কেবল বিজ্ঞানময়কোষ সংস্পৃষ্ট থাকেন, তখন আত্মা বিজ্ঞানময় (বুদ্ধিময়), যখন মনোময়সংস্পৃষ্ট থাকেন তখন মনোময়, প্রাণময়কোষ সংস্পৃষ্টকালে প্রাণময়, যখন অন্নময়দেহের সংস্পৃষ্ট হন, তখন এই শরীরময় হন। এই জাগরণকালে আত্মা যখন শরীরময় থাকেন, অর্থাৎ এই শরীরই আমি বা আত্মা, এই শরীরের সুখ দুঃখে আমার সুখ দুঃখ এইরূপ বোধ থাকে, তখন পরস্পর আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, (বুদ্ধি) মনময়, প্রাণময়কোষের ছায়া ঐ অন্নময়কোষে অর্থাৎ শরীরে পতিত হওয়ায় যথাক্রমে সুখ, বুদ্ধি, চিন্তা ও কামক্রোধাদি * মনোবৃত্তি সমস্তই এই শরীরের ধর্ম্ম প্রতীয়মান হয়। এই পঞ্চকোষের অভিমানত্যাগ অর্থাৎ পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছিন্নতাই আত্মার মুক্তি। উহাই আত্মার শুদ্ধ ধর্ম্ম, যেহেতু তাঁহার বিশুদ্ধ ধর্ম্মই তাঁহার স্বীয় স্বভাব। আর দেহাভিমানই তাঁহার বিকৃত স্বভাব। এইস্থানে একটী তর্ক উঠিতে পারে যে পঞ্চকোষ মুক্ত হইলে আর জীবভাব থাকে না। তখন ঈশ্বর ও জীবে পার্থক্য থাকে না, তখন একই ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে, পাপপুণ্য কিছুই থাকে না, তবে আত্মার আবার বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম কি? ইহার উত্তর আমার কৃত মুক্তি বা অমরত্ব নামক (বিগতমাসের) প্রবন্ধে বিশদরূপে আছে এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দে হিন্দু-পত্রিকায় ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবের স্বাধীনতাপ্রবন্ধেও আলোচিত হইয়াছে। জীবের অহংভাব বিনষ্ট ও জীব পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মময় হইলেও সেই অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞানের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না। নির্ম্মল জলবিন্দুসমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও সেই নির্ম্মল জলবিন্দু বা ঐ জলবিন্দুর সেই নির্ম্মলত্ব বিলুপ্ত হয় না। ঐ নির্ম্মলত্বই স্বভাব ও শুদ্ধ ধর্ম্ম। ঐ পঞ্চকোষ হইতে মুক্তির নিমিত্ত দেহের অভিমানত্যাগের কার্য্যপ্রণালীই পূর্ব্বোক্তযোগ। অর্থাৎ যোগদ্বারা দেহাভিমান প্রভৃতি দূরীভূত হয় এইজন্য যোগই মুক্তির কার্য্যপদ্ধতিস্বরূপ। প্রথমত গুরুর নিকট উপদেশ বা গ্রন্থাদি পাঠদ্বারা শ্রবণ বা পাঠ শেষ হইলে তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের অর্থ বোধগম্য হয়। উহার নাম পরোক্ষজ্ঞান। ইহাদ্বারা সমস্তই পরোক্ষভাবে বোধগম্য হয় বটে, কিন্তু আত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয় না। তবে প্রবৃত্তি তদভিমুখী হয় তদনন্তর মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা মনঃ অধিকতর ব্রহ্মাভিমুখী হইতে থাকে। যখন উহার প্রতিবন্ধকস্বরূপ অজ্ঞানতা ক্রমে দূরীভূত ও পূর্ব্বকৃত পাপ সকল জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত

* প্রকৃতপক্ষে সুখ আনন্দময়কোষের, বুদ্ধি বিজ্ঞানময়কোষের, চিন্তা ও কামক্রোধাদিমনময়কোষের, ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি প্রাণময় ও অন্নময়কোষের ধর্ম্ম। স্থূলদেহাভিমান বা দেহের আকর্ষণ ব্যতীত পার্থিব বিষয় বুদ্ধিচিন্তা কামক্রোধাদির বাহ্যবিকাশ হইতে পারে না।

হইতে থাকে তখন আত্মা সমাধিদ্বারা পঞ্চকোষ হইতে বিমুক্ত হন্ ও আত্ম ব্রহ্ম জ্ঞানকরা মলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়। পূর্ব্বোক্ত সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ বা প্রীতিসুখ স্মস্মিত বা বিবেকজসমাধিদ্বারা কোষ-চতুষ্টয় হইতে আত্মা বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল সত্ত্বগুণজনিত প্রীতিসুখ অনুভব করেন (ইহাই বুদ্ধিগ্রাহ্য মতীন্দ্রিয় সুখ) তদনন্তর নির্ব্বিকল্পসমাধিদ্বারা শেষ আনন্দময়কোষ হইতেও বিচ্ছিন্ন হন ও স্বয়ং ব্রহ্মময় হইয়া যান। ঐ ব্রহ্মানন্দবাক্যও মনবুদ্ধির অতীত। প্রথমতঃ সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক সমাধিদ্বারা (অর্থাৎ স্থূলভূতের চিন্তনদ্বারা) স্থূলভৌতিকদেহেরও স্থূলজগতের উপর যখন আধিপত্য জন্মে তখন দেহাত্মজ্ঞানর হিত হয় অর্থাৎ অন্নময়দেহের উপর এবং স্ত্রীপুত্রাদির ও ধনসম্পত্তির উপর অহং মমত্ব জ্ঞান থাকে না। তদনন্তর সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধিদ্বারা যখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মে তখন ইন্দ্রিয়াত্ম জ্ঞান তিরোহিত হয়। এই সমাধির সময়ই বড়ই ভয়ঙ্কর সময়, যখন সূক্ষ্মজগতের রূপরসাদি তন্মাত্রের সহিত সংঘর্ষণ হয়। তখন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিদ্বারা সৃষ্ট রূপবতী কামিনী উৎকৃষ্ট সুস্বাদ ও গন্ধদ্রব্য সুখস্পর্শ ও স্বর্গীয় সঙ্গীত অনুভূত, দৃষ্ট বা অন্তরে উপভোগ করা যাইতে পারে। এই সময় ইচ্ছার গতি ভিন্ন পথাবলম্বী হইতে পারে অর্থাৎ অনেক যোগিগণ সমাধির এই পর্য্যন্ত উঠিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। যাঁহারা যোগের এই পর্য্যন্ত উঠিবা পূর্ব্বোক্ত প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন সেই সকল যোগিগণও অনেক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শাইতে এবং সূক্ষ্মজগতের উপর আধিপত্য করিতে ও মনাস্বাদিত রসসকল উপভোগ করিতে পারেন। বুদ্ধদেবের সমাধিকালে যে মারবিজয়ের (অর্থাৎ কামনাজয়ের) প্রসঙ্গ এবং মারের (মদনের) সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের যে প্রসঙ্গ আছে। তাহা তাঁহার এই সবিচার সমাধিকালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের বিষয় এবং মারবিজয় সম্বন্ধে ললিতবিস্তরগ্রন্থে বহুল বর্ণনা আছে। মহাদেবের মদনভস্মও ঐ মারবিজয় ভিন্ন কিছুই নহে। এই সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি সমাপ্ত ও ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান তিরোহিত হইলে, বিজ্ঞানময় আত্মায় প্রীতিসুখ অনুভব হয় ও বুদ্ধি তখন আত্মার সম্পূর্ণ বশীভূত হয় এবং পার্থিব আমিত্বজ্ঞান তিরোহিত হইয়া প্রকৃত বিবেকের উদয় হয়, তখন স্বতন্ত্ররানামক প্রজ্ঞালোকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নখদর্পণের ন্যায় হয়। বুদ্ধদেবের তাহাই হইয়াছিল, ইহারই নাম যথাক্রমে পাতঞ্জলোক্ত সানন্দ ও সস্মিতসমাধি ও বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত প্রীতিসুখ ও বিবেকজসমাধি। এই সমাধি শেষ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞা বা বিবেক পরব্রহ্মে মিশিয়া, সেই পরব্রহ্ম জ্ঞান বিকাশিত হয়। প্রজ্ঞারূপ দীপালোক উজ্জ্বল না হইলে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার পথ অতিক্রম করা যায় না অর্থাৎ অন্ধকারে দীপালোকের প্রয়োজন বটে, কিন্তু স্বয়ং সূর্য্যের প্রখর কিরণে উজ্জ্বল দীপালোক মন্দীভূত হইয়া সেই সৌরকরে মিশিয়া যায় ও সমস্ত তম বিদূরিত হয় এবং জীব পরমপদ প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম নির্ব্বিকল্পসমাধি। পঞ্চদশীগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তত্ত্ববিবেক বর্ণাধিক পরে সমাপ্ত হইল। আগামী পত্রিকায় ২য় অধ্যায়ের ভূতবিবেক ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল। অলমতিবিস্তরেণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# আত্মনাত্মবিবেক।

## ( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

তস্যাত্মানাত্মবিবেকবিচারেঽধিকারো নান্যস্য।

তাহারই আত্মনাত্মবিবেকবিচারে অধিকার আছে, অন্যের নাই। ( ১ )

তস্যাত্মনাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি।

তাহারই কেবল আত্মনাত্মবিচার কর্ত্তব্য।

যথা ব্রহ্মচারিণঃ কর্ত্তব্যান্তরং নাস্তি তথান্যৎ কর্ত্তব্যং নাস্তি।

যেরূপ ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্যান্তর নাই সেইরূপ সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্যান্তর নাই।

সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মানে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি কিন্তুতীব শ্রেয়ো ভবতি।

সাধন-চতুষ্টয়সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থদিগের আত্মনাত্মবিচার কৃত হইলেও তাহাদ্বারা প্রত্যবায় নাই, কিন্তু অতিশয় মঙ্গল হয়। ( ২ )

দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাৎ ভক্তিসংযুতাদ্ গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং লভেদিত্যুক্তং।

প্রতিদিন গুরুসেবাদ্বারা লব্ধ ( ১ ) ভক্তি-

---

( ১ ) শমদম সাধনান্তর ব্রহ্মবিচার করা কর্ত্তব্য বিষয়ে ভগবান্ বাদরায়ণি ও বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে প্রথমসূত্রে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ঐ "অথ" শব্দদ্বারা অবতারণ করিয়াছেন এবং ঐ সূত্র ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও "অথ" শব্দের বহুব্যাবৃত্তি করিয়াছেন। বিস্তৃতবশতঃ আর পুনরুক্তি করিলাম না। উপসংহারকালে শারীরকভাষ্যে লিখিয়াছেন যে—

"তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।"

এবিষয়ে বেদান্তসারেও স্মৃতি প্রমাণ বচনোদ্ধৃত করিয়াছেন যে;

"প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায় প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিণে। গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে॥

অর্থাৎ শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, দোষরহিত, আজ্ঞাবহ, গুণান্বিত ও সর্ব্বদা অনুগত এরূপ শিষ্যকে এই সকল উপদেশ দিবে।

( ২ ) এবিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮ প্রপাঠকে ৭ খণ্ডে ১ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে "সসর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান।" সেই আত্মা জ্ঞাত হইলে সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাম প্রাপ্তি হয়।

( ১ ) গুরুসেবা ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না এবিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে ৭প্রপাঠকে একটী আখ্যায়িকা আছে যে নারদঋষি সমুদায় বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াও সনৎকুমার ঋষির নিকট গিয়া কহিতেছেন;—

"সোঽহং ভগবোমন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি"।

অর্থ। ভগবন্। আমি নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মন্ত্রবিৎ হইয়াছি কিন্তু আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। আমি ভবাদৃশ আচার্য্যের নিকট শুনিয়াছি যাহারা আত্মজ্ঞানী তাহারা শোক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। ভগবন্। আমি আত্মতত্ত্ব না জানিয়া শোকে সন্তপ্ত হইতেছি। ভগবন্! আমাকে শোকসাগর হইতে পার করুন।

এবিষয়ে ঐ উপনিষদে ৮ প্রপাঠকে ৭ খণ্ডে ৩ মন্ত্রে আরও একটী আখ্যান আছে যে "তৌহদ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুস্তৌ"—। ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন "তৌ ইন্দ্রবিরোচনৌ) হ গত্বা দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি শুশ্রূষা পরৌ ভূত্বা ব্রহ্মচর্য্যমূষতুরুষিত বন্তৌ। অর্থাৎ ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ই গুরুসমীপে গমনপূর্ব্বক দ্বাত্রিংশবর্ষ গুরুশুশ্রূষা তৎপর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এবিষয়ে বেদান্তসারেও লিখিত আছে যে যথা;— শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্যতমনুসরতি"। অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিবেন। এই বিষয়ে বেদান্তসারে শ্রুতিপ্রমাণ দিয়াছেন যে "তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভি গচ্ছেৎ সমিৎ-

যুক্ত বেদান্তবিচার করিলে অশীতিকৃচ্ছ্রব্রতের ফললাভ হয়। (অতএব পূর্ব্বোক্ত বচনদ্বারা প্রমাণিত হইল যে আত্মনাত্মবিচার করিবে।)

আত্মানামস্থূলসূক্ষ্মকারণ শরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষ (১) বিলক্ষণোঽবস্থাত্রয় সাক্ষীসচ্চিদানন্দস্বরূপঃ।

পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং"। সমিৎ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত শিষ্য বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবেন।

পঞ্চদশী—তত্ত্ববিবেকেও এইরূপ দেখা যায় যে;

উপদেশমবাপ্যৈব মাচার্য্যাৎ তত্ত্বদর্শিনঃ।
পঞ্চকোষবিবেকেন লভন্তে নির্বৃতিং পরাম্॥ ৩২॥

অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া পঞ্চকোষবিবেকদ্বারা মোক্ষসুখ লাভ করে।

(১) স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের লক্ষণ পরে বিবৃত হইবে এক্ষণ পঞ্চকোষের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চতে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংস্থতিং ব্রজেৎ॥

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ৩৩॥

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বুদ্ধিময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ আত্মার আবরণস্বরূপ। আত্মা পঞ্চকোষে আবৃত হইয়া স্বস্ব রূপতত্ত্ব পরমতত্ত্ব বিস্মরণপূর্ব্বক সংসারে অশেষক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

স্যাৎ পঞ্চীকৃত ভূতোত্থোদেহঃ স্থূলোন্নসঙ্গকঃ।
লিঙ্গেতু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ॥ ৩৪॥
সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।
তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়োধীর্নিশ্চয়াত্মিকা॥ ৩৫॥
কারণে সত্ত্বমানন্দময়োমোদাদিবৃত্তিভিঃ॥ ৩৬॥ ঐ ঐ

পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যে পঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর উৎপন্ন হয় তাহাকে অন্নময়কোষ বলে।

লিঙ্গশরীরস্থিত রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়সমন্বিত যে পঞ্চ প্রাণ আছে তাহাকে প্রাণময়কোষ বলে।

প্রত্যেক পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণের কার্য্যস্বরূপ চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সমন্বিত যে সংশয়াত্মক মনঃ তাহাকে মনোময়কোষ বলে।

স্থূল সূক্ষ্মকারণরূপ যে শরীরত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন এবং অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপকে আত্মা কহে। (১)

অনাত্মানামানিত্যজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং (২) শরীরত্রয়মনাত্মা।

অনিত্য জড়দুঃখাত্মক এবং সমষ্টিব্যষ্টিরূপ যে শরীরত্রয় তাহার নাম অনাত্মা।

শরীরত্রয়ং নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণ শরীরত্রয়ং। (১)

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি তাহাকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে।

কারণ শরীরভূতা অবিদ্যাতে যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে তাহার অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ আমোদাদিবৃত্তির সহিত সম্মিলনকে আনন্দময়কোষ বলে।

(১) কোষান্ পঞ্চ বিবিচ্যান্তর্ব্বস্তুদৃষ্টির্ব্বিচারণা॥ ৫৪॥
জাগরস্বপ্নসুপ্তীনামাগমাপায়ভাসনম্।
যতো ভবত্যসাবাত্মা স্বপ্রকাশবিদাত্মিকা॥ ৫৫॥

পঞ্চদশী—ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিবেচনা করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্‌ভাবে যে অন্তর্ব্বস্তু দৃষ্টি অর্থাৎ আত্মার অনুভব তাহাকে বিচার বলে।

যাহা হইতে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা সকল পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থার নিবৃত্তির পর অবস্থার প্রকাশ হয় তিনি আত্মা। ঐ আত্মা স্বপ্রকাশমান, চৈতন্যস্বরূপ ও সর্ব্ব সাক্ষী।

এতদ্ভিন্ন তৈত্তিরীয়োপনিষদে ও পঞ্চদশী চিত্রদীপে ৭২ হইতে ১০১ শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মার বিবৃতি আছে।

(২) একবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবজ্জলাশয়বৎ বা সমষ্টি অনেক বুদ্ধিবিষয়তয়া বৃক্ষবৎ জলবদ্বাব্যষ্টিশ্চ ভবতি।

বেদান্তসারে

একরূপে বন বা জলাশয়ের ন্যায় সমষ্টি ও অনেক রূপে বৃক্ষ বা জলের ব্যষ্টি হয়।

(১) স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥ ২২॥

পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপ

স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর এই তিনপ্রকার শরীর।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ নামে তিন শরীর।

স্থূলশরীরং নাম পঞ্চীকৃত মহাভূতকার্য্যং কর্ম্মজন্যং জন্মাদিষড়্ভাববিকারং।

পঞ্চীকৃত (২) পঞ্চমহাভূতের কার্য্য শুভাশুভ কর্ম্মজন্য (৩) জন্মাদিষড়্বিকার (৪) বিশিষ্ট তাহার নাম স্থূলশরীর। (৫)

তথাচোক্তং পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্ম-সঞ্চিতং।

শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে পঞ্চীকৃত পঞ্চ-মহাভূতসম্ভব শুভাশুভ কর্ম্মাধীন সুখদুঃখভোগের স্থানকে শরীর কহে। (৬)

---

(২) পঞ্চীকরণের লক্ষণ কথিত হইতেছে। যথা—

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥

ঐ তত্ত্ববিবেক ২৭

প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে দুই অংশে সমান বিভক্ত করিয়া পরে ঐ প্রত্যেক অংশকে [চারি]বিভাগে বিভক্ত করিয়া সেই চারি অংশের প্রত্যেকের অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য চারি ভূতের [প্র]থমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশের সহিত এই চারিভাগের [এ]ক এক অংশ যোগ করিলে আকাশাদি পঞ্চভূত প্রত্যে[ক]ই পঞ্চ পঞ্চ অংশ বিভক্ত করা হইল।

উহাই বেদান্তসারে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে— [আকা]শাদি পঞ্চস্বেকৈকং দ্বিধা সমং বিভজ্য তেষু দশসু [ভা]গেষু মধ্যে প্রাথমিকান্ পঞ্চভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা [স]ং বিভজ্য তেষাং চতুর্নাং ভাগানাং স্বস্ব দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগং [পরি]ত্যজ্য ভাগান্তরেষু সংযোজনং॥

(৩) কর্ম্মজন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ [ক]রিতে হয় এ বিষয়ে পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ৩০ শ্লোকে [প্র]মাণ যথা—

[ন]দ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাশুতে।
[ব্র]জন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃতিম্॥

যেরূপ কীট সকল নদীতে এক আবর্ত্ত হইতে অন্য [আ]বর্ত্তে পতিত হয় ও কখন নির্বৃতিরূপ সুখলাভ করিতে [পা]রে না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত জীবগণ কর্ম্ম অতিক্রম [ক]রিয়া সংসার হইতে নির্বৃতিলাভ করিতে পারে না।

(৪) ষড়বিকারলক্ষণ যথা—

শোকমোহজরামৃত্যু ক্ষুৎপিপাসা ষড়ূর্ম্ময়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

(৫) তৈরণ্ডস্তত্র ভুবন ভোগ্য ভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ।

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকঃ ২৮॥

সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল ও সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূর্লোকাদি সপ্তলোক ও পাতাললোকাদি সপ্তলোক এই চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছিল সেই সকল ভুবনে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্য-পদার্থ সমুদায় সেই সেই ভোগ্যবস্তু উপভোগের উপযোগী জরায়ুজাদি শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল।

"মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শইতরন্ন তথা॥ সাংখ্যদর্শনে ৩ অধ্যায়ে ৭ সূত্রং। প্রিয় মাতা ও পিতার সংযোগে যে শরীর উৎপন্ন হয় তাহাকে স্থূলশরীর কহে (যেহেতু স্থূলশরীর যোনিজ) অন্য সূক্ষ্মশরীর অথবা লিঙ্গশরীর সেরূপ নহে।

(৬) যদ্ যচ্ছরীরেণ করোতি কর্ম্ম শরীরঃ যুক্তঃ সমুপাশ্নুতে তৎ। শরীরমেবায়তং সুখস্য দুঃখস্য বাল্যায়তনং শরীরম্॥ ২২॥

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তিমোক্ষধর্ম্মে—২০১ অধ্যায়।

জীব শরীরদ্বারা যে যে কর্ম্ম করে শরীরযুক্ত হইয়া সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে যেহেতু একমাত্র শরীরই সুখের আয়তন ও একমাত্র শরীরই দুঃখের আয়তন।

যেন যেন শরীরেণ যৎ যদ্কর্ম্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তৎ তৎ ফলমুপাশ্নুতে। ২।

ঐ অনুশাসনপর্ব্বণি ৭ অধ্যায়ে।

যে ব্যক্তি যে যে শরীরে যে কর্ম্ম করে সেই সেই শরীরে তৎকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ মনের দ্বারা কৃতকর্ম্মের ফল স্বপ্নকালে মনেই ভোগ হয় ও শরীর দ্বারা কৃতকর্ম্মের ফল জাগ্রদবস্থায় শরীরেই ভোগ হইয়া থাকে।

যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যৎ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি।৩। ঐ ঐ ঐ
ন নশ্যতি কৃতং কর্ম্ম সদা পঞ্চেন্দ্রিয়ৈরিহ।
তেহস্য সাক্ষিণো নিত্যং ষষ্ঠ আত্মা তথৈব চ।৫। ঐ ঐ

শীর্য্যতে বয়োভির্ব্বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিশ্চেতি শরীরং।

বাল্য কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্যাদিবয়োদ্বারা শীর্ণ হয়, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা শরীর শব্দবাচ্য হইয়া থাকে।

দহভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

দহ ধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তিদ্বারাও দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয়।

নম্ন কেচিদ্দেহাভস্মীভাবং প্রাপ্নুবন্তি কেচিদ্দেহা খননাদি প্রাপ্নুবন্তি কথমুচ্যতে সর্ব্বং স্থূলাদিকং স্থূলদেহজাতং ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি(৭)

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন যে কতকগুলি দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় ও কতকগুলি খননাদি প্রাপ্ত হয় তাহাহইলে কিপ্রকারে কহিতেছ যে সকল স্থূলদেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয়?

যদ্যপ্যেবং তথাপি কেনাগ্নিনাদাহত্বং সম্ভবতীত্যত আহ।

যদিও সকল দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় না তথাপি কোনও অগ্নিদ্বারা দাহত্ব সম্ভাবিত হয় তজ্জন্য কহিতেছেন।

সর্ব্বেষাং স্থূলাদিদেহানমাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকতাপত্রয়া (৮) গ্নিনাদহত্বং সম্ভবতীতার্থঃ।

---

জীব যে যে অবস্থাতে অর্থাৎ বাল্যযৌবনাদি আপদ বা অনাপদ অবস্থায় যে শুভাশুভ কর্ম্ম করা যায়সেই সেই অবস্থাতে জন্ম জন্ম সেই কর্ম্মের ফলভোগ করে। ৪।

ইহজন্মে পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা সতত কৃতকর্ম্মের ফল কখন বিফল হয় না। সেই পঞ্চেন্দ্রিয় এবং ষষ্ঠ আত্মা সর্ব্বদা সেই কর্ম্মকর্ত্তার সাক্ষী হইয়া থাকেন।

(৭) কোন কোন দেহ মৃত্তিকাপ্রোথিত হয় ও কোন দেহকে অগ্নিসংস্কার করা হয় এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনু কহিয়াছেন।

ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং নিদধ্যুর্ব্বান্ধবাবহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমা বস্থিসঞ্চয়নাদৃতে॥ ৫ অধ্যায়ে ৬৮

দুই বৎসর পূর্ণ না হইয়া বালক মৃত হইলে বন্ধুবান্ধবেরা মৃতশব গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়া মাল্যচন্দনাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অস্থিসঞ্চয়ন ব্যতিরেকে পরিষ্কৃত ভূমিতে পুতিয়া রাখিবে।

ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ ৩ অধ্যায়ে ১।

এবিষয়ে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও ঐরূপ লিখিয়াছেন যে দুইবর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে তাহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে। তাহার উদ্দেশে উদকাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে না।

মহর্ষি পরাশরও কহিয়াছেন যে—

অজাতদন্তা যে বালা যে গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ।
ন তেষামগ্নি সংস্কারো ন শৌচং নোদকক্রিয়া॥ ৩অধ্যায়ে

এবিষয়ে মহামহোপধ্যায় স্মার্ত্তরঘুনন্দনও বলিয়াছেন—

অজাতদন্তো মাসৈর্ব্বামৃতঃ ষড়্ভির্গতৈর্ব্বহিঃ।
বস্ত্রাদ্যৈর্ভূষিতং কৃত্বা নিঃক্ষিপেৎ তন্তু কাষ্ঠবৎ।
খনিত্বা শনকৈর্ভূমৌ সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥
শুদ্ধিতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণীয় বচনং।

পতিত ও মহাপাতক ব্যক্তির দেহও অগ্নিসংস্কৃত হয় না,—

পতিতান্নদাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ।

*   *   *

ব্যাপাদয়েৎ তথাত্মানং স্বয়ং যোগ্নিবিষাদিভিঃ।
বিহিতং তস্য না শৌচং নাগ্নির্নাপ্যুদকাদিকং॥
কূর্ম্মপুরাণে ২৩ অধ্যায়ে।

পতিত ব্যক্তির দাহ হয় না অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় না ও অস্থিসঞ্চয়ও হয় না। যে ব্যক্তি আপনাকে অগ্নি ও বিষপানাদিদ্বারা নষ্ট করে তাহার অশৌচ নাই অগ্নিসংস্কার ও উদকক্রিয়াও নাই। এবিষয়ে স্মার্ত্তরঘুনন্দন গোস্বামীও শুদ্ধিতত্ত্বপ্রবন্ধে অনেক বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন।

(৮) তাপত্রয়ে প্রমাণ যথা—

অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবঞ্চ॥ কাপিলসূত্রম্ ৭।

ইহার ভাষ্য এইরূপ—

আত্মনি শরীরচিত্তে বা অধিব্যাপ্য বর্ত্ততে ইতি অধ্যাত্মং তচ্চ শারীরং মানসঞ্চেতি দ্বিবিধং বাহ্যশু

সকল স্থূলাদিদেহসম্বন্ধে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিকরূপ যে তাপত্রয় সেই অগ্নিদ্বারা দাহত্ব সম্ভব হয়।

আধ্যাত্মিকং নাম আত্মানং দেহমধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি তদ্দুঃখং আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি।

আত্মশব্দবাচ্য দেহকে আশ্রয় করিয়া যে শিরোরোগাদি দুঃখ হয় তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ।

আধিভৌতিকং নাম ভূতমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যধিভৌতিকং ব্যাঘ্রতস্করাদিজন্যং দুঃখং।

ব্যাঘ্রতস্করাদিভয়ঙ্কর প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে দুঃখ তাহার নাম আধিভৌতিক।

আধিদৈবিকং নাম দেবমধিকৃত্য বর্ত্ততইত্যধিদৈবিকং দুঃখমশনিপাতাদিজন্যং।

দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে বজ্রপাতাদিজনিত দুঃখ তাহার নাম আধিদৈবিক।

সূক্ষ্মশরীরং নাম অপঞ্চীকৃত ভূতকার্য্যং সপ্তদশকং লিঙ্গং।

অপকৃত ভূতের কার্য্য সপ্তদশবিশিষ্ট যে লিঙ্গ দেহ তাহার নাম সূক্ষ্মশরীর। (৯)

---

কফানাং বৈষম্যাৎ শারীরং কাম ক্রোধ লোভ মোহভীতি বিষাদৈর্ম্মনোরথা নাম প্রাপ্তি নিমিত্তং মানসং। এতৎ সর্ব্বমেবাধ্যাত্মদুঃখং জ্ঞাতব্যং আন্তরিকত্বাৎ। ভূতনধিকৃত্য বর্ত্তমানং যত্তদধিভূতং তচ্চ পশুপক্ষিসর্পাদি স্থাবরনিমিত্তং।

দৈবং লক্ষ্যীকৃত্য অধিদৈবং তদেব বিনায়ক গ্রহরাক্ষস যক্ষাদ্যাবেশনিমিত্তং এবাম্বৈস্ত্রিবিধৈর্দুঃখৈঃ প্রকৃতে স্বিকারাণাক্ত তদাত্মামিতি ভাবঃ।

শরীর অথবা চিত্ত অধিকার করিয়া যে দুখ হয় তাহার নাম অধ্যাত্ম। এই অধ্যাত্মদুঃখ দ্বিবিধ, শারিরিক ও মানসিক। বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্যহেতু শারিরীক দুঃখ জন্মে ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভীতি ও বিষাদবশতঃ মনোরথসিদ্ধির অপ্রাপ্তিনিমিত্ত মানসদুঃখ হইয়া থাকে। এই সমুদায়কে অধ্যাত্মদুঃখ জানিবে কারণ উহারা অন্তর হইতে উৎপন্ন হয়। ভূত সমুদায়কে আশ্রয় করিয়া যে দুঃখ হয় তাহাকে অধিভূত দুঃখ বলা যায়। তাহা পশু পক্ষি সর্পাদি স্থাবর নিমিত্ত দুঃখ হইয়া থাকে। আর দৈবসম্বন্ধীয় দুঃখের নাম অধিদৈব দুঃখ। তাহা বিনায়ক, গ্রহ, রাক্ষস, যক্ষাদি-আবেশ নিমিত্ত হয় এবম্বিধ ত্রিবিধ দুঃখে প্রাণিমাত্রেই অভিভূত থাকে।

মহর্ষি ব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধ ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে এই ত্রিতাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—

"————তাপত্রয়োন্মূলনম্।———"।

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীও টীকাতে লিখিয়াছেন যে—কিঞ্চ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়োন্মূলনঞ্চ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়া ৮ অধ্যায়ে ১ শ্লোকের টীকাতে আধ্যাত্মাদি শব্দে আনন্দগিরি এইরূপ লিখিয়াছেন—

অধ্যাত্মমিতি তত্রাত্মানং দেহমধিকৃত্য তস্মিন্নধিষ্ঠানে তিষ্ঠতীত্যাত্মশব্দেন শ্রোত্রাদিকরণ গ্রামো বা।

আধিভূতশব্দেন পৃথিব্যাদিষু ভূতেষু বর্ত্তমানং।

অধিদৈবমিতি চ দৈবতবিষয়মনুধ্যানং বা দৈবতেষ্বাদিত্যমণ্ডলাদিষু বর্ত্তমানং। এতদ্ভিন্ন সাংখ্যকারিকাতেও ত্রিতাপলক্ষণ বর্ণিত আছে।

(৯) সূক্ষ্মশরীরের লক্ষণ যথা—

শরীরং সপ্তদশাভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে। ২৩।

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক।

সপ্তদশ অবয়বে সূক্ষ্মশরীর হয় যাহাকে বেদান্তে লিঙ্গশরীর বলে।

এবিষয়ে সাংখ্যদর্শনে ৩ অধ্যায়ে ৯ সূত্রে প্রমাণ সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্।

শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষু উহার এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন।

একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ। একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) পঞ্চতন্মাত্র ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর হইয়াছে।

কর্ম্মাত্মা পুরুষো যোহসৌ বন্ধমোক্ষৈঃ প্রযুজ্যতে।
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে চ সঃ।"

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মে অধ্যায়ে।

সপ্তদশকং নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চপ্রাণাদি পঞ্চবায়বো বুদ্ধিমনশ্চেতি।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বুদ্ধি মন এই সপ্তদশ। ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

যিনি কর্ম্মাত্মা পুরুষ তাঁহারই বন্ধমোক্ষ হইয়া থাকে ও ঐ কর্ম্মাত্মা পুরুষই সপ্তদশ অবয়বের সহিত যুক্ত হইয়া আছেন ইহাতেও লিঙ্গশরীরের সপ্তদশ অবয়ব প্রমাণিত আছে।

## স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ।

"স্বারাজ্যসিদ্ধি" একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ, ইহা, বেদান্তরসলোলুপমনা মহাত্মবৃন্দের নিরতিশয় প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া, আমি ইহার অনুবাদ করিতে বসিয়াছি কিন্তু এতাদৃশ দুরধিগম দর্শনের অনুবাদ মাদৃশ অজ্ঞলোকের অসাধ্য। তবে পূজ্যপাদ জীবন্মুক্ত স্বামীজী শ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতী ইহার একখানি সারগর্ভ টীকা করিয়াছেন। আমি অনেক স্থলে সেই টীকার অনুসরণ করিয়া অনুবাদ সম্পাদিত করিয়াছি। টীকাখানির নাম "কৈবল্য কল্পদ্রুম"।

### প্রথম প্রকরণম্।

ব্যুৎপত্তিঃ। স্বেন স্বয়মেব রাজতে প্রকাশতে ইতি স্বরাট্। স্বপ্রকাশস্বরূপ, পরমাত্মা ইত্যর্থঃ। (যিনি নিজেই সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ পান অর্থাৎ পরমাত্মা।) তস্য ভাবঃ স্বরূপং স্বারাজ্যং পরমাত্মতত্ত্বং। (পরমাত্মার তত্ত্ব) তস্য সিদ্ধিঃ সাধনং স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ। (পরমাত্মতত্ত্ব সাধন, (এই গ্রন্থে পরমাত্ম-তত্ত্ব-সাধন বর্ণিত হইতেছে) অথবা স্বর ত্রিদিবঃ। তদ্রূপং রাজ্যং স্বারাজ্যং, (স্বর্গরূপ রাজ্য) তস্য সিদ্ধিঃ (তাহার সাধন) (স্বর্গরূপরাজ্য পাইবার উপায়) (যে উপায়ে স্বর্গসুখের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে)।

গঙ্গাপূর-প্রচলিত-জটা-স্রস্ত-ভোগীন্দ্রভীতা
মালিঙ্গন্তীমচলতনয়াং সস্মিতং বীক্ষমাণঃ।
লীলাপাঙ্গৈঃ প্রণত-জনতাং নন্দয়ংশ্চন্দ্রমৌলি-
র্মোহধ্বান্তং হরতু পরমানন্দমূর্ত্তিঃ শিবো নঃ।

অন্বয়ঃ। পরমানন্দমূর্ত্তিঃ, চন্দ্রমৌলিঃ গঙ্গাপূরপ্রচলিত জটাস্রস্ত ভোগীন্দ্রভীতাং (অতএব) আলিঙ্গন্তীং অচলতনয়াং সস্মিতং বীক্ষমাণঃ। প্রণতজনতাং লীলাপাঙ্গৈঃ নন্দয়ন্ (স্থিতঃ) শিবঃ নঃ মোহধ্বান্তং হরতু।

পদপরিবর্ত্তনং। নিরতিশয়ানন্দস্বরূপঃ। শশীশেখরঃ, জাহ্নবীপ্রবাহ প্রকম্পিত জটা নিপতিত ফণীন্দ্র চকিতাম্ আশ্লিষ্যন্তীং নগেন্দ্রনন্দিনীং সমৃদুহাসং অবলোকমানঃ। প্রণতীভূতজনসমূহং অকৃত্রিম প্রেমাস্পদকটাক্ষৈঃ প্রমোদয়ন্ স্থিতঃ শঙ্করঃ অস্মাকম্ অজ্ঞানতিমিরং দূরীকরোতু।

বিষমপদব্যাখ্যা। "গঙ্গায়াঃ" "পূরেণ" প্রবাহেন "প্রচলিতাভ্যঃ" প্রকম্পিতাভ্যঃ জটাভ্যঃ "স্রস্তাৎ" বিগলিতাৎ "ভোগীন্দ্রাৎ" শেষাৎ "ভীতাম্" সভয় চকিতাম্॥

বঙ্গানুবাদঃ। যাঁহার মূর্ত্তি নিয়ত আনন্দময়ী অর্থাৎ যিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি শিরঃস্থিত

ভাগীরথীর জলধারা বিকম্পিত জটানিকর হইতে বিগলিত শেষনাগ দর্শনে সভয়চিত্তে আশ্লেষ-কারিণী নগেন্দ্র-তনয়াকে সহাস্যবদনে অবলোকন করিতেছেন এবং যিনি প্রণতজন-সমূহকে প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ-বীক্ষণে পুলকিত করিতেছেন। সেই নিয়ত মঙ্গলময় চন্দ্রশেখর শঙ্কর আমাদের অজ্ঞানরূপ তিমির অপনয়ন করুন্।

২

স্মারং স্মারং জনিমৃতিভয়ং জাতনির্ব্বেদবৃত্তি-
র্ধ্যায়ং ধ্যায়ং পশুপতিমুমাকান্তমন্তর্নিষণ্ণম্।
পায়ং পায়ং সপদি পরমানন্দ পীযূষধারাং
ভূয়ো ভূয়ো নিজ-গুরুপদাম্ভোজ-যুগ্মং নমামি।

অন্বয়ঃ। জনিমৃতিভয়ং স্মারং স্মারং জাতনির্ব্বেদবৃত্তিঃ (সন্) অন্তর্নিষণ্ণম্ উমাকান্তং পশুপতিং ধ্যায়ং ধ্যায়ং সপদি পরমানন্দ পীযূষধারাং পায়ং পায়ং নিজ-গুরুপদাম্ভোজ-যুগ্মং ভূয়ো ভূয়ো নমামি। (অহমিতি শেষঃ)

পদপরিবর্ত্তনং। উৎপত্তি-বিনাশভীতিং পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা সম্ভূত-বিষয়বৈরাগ্যঃ সন্, মনসি বিবর্ত্তমানং তাবা মনোরমং হরম্ পুনঃ পুনঃ ধ্যাত্বা (পশ্চাৎ) প্রাক্ অমৃতধারাং ভূয়ো ভূয়ো পীত্বা স্বীয় গুরুপদ-কোকনদযুগলং বারম্ বারম্ প্রণমামি।

বিষমপদব্যাখ্যা। "স্মারং স্মারং" পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া, এইরূপ "ধ্যায়ং ধ্যায়ং" "পায়ং পায়ং"।

বঙ্গানুবাদ। আমি নিয়ত দুঃখাত্মক জন্ম এবং মৃত্যুর চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ভোগ সুখে বীতস্পৃহ হইয়াছি, তাই অন্তরের অন্তস্তলে সতত বিরাজমান পার্ব্বতীরমণ আশুতোষকে ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ পুনঃ পুনঃ স্বর্গীয় অমৃতধারা পান করিয়া আমার গুরুদেবের পাদপদ্মযুগলে বার বার নমস্কার করিতেছি। অধুনা গ্রন্থকার প্রণতিচ্ছলে বস্তুনির্দ্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

৩

যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যত্র নিবসত্যন্তে যদপ্যেতি যৎ সত্যজ্ঞান-সুখ-স্বরূপ মবধিদ্বৈতপ্রণাশোজ্ঝিতং। যজ্জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তিষু বিভাত্যেক বিশোকং পরং প্রত্যগ্‌ব্রহ্ম তদস্মি যস্য কৃপয়া, তং দেশিকেন্দ্রং ভজে॥

অন্বয়ঃ। যস্মাদ্ বিশ্বমুদেতি, যত্র নিবসতি, অন্তে (অপি) যৎ অপ্যেতি, যৎ সত্যজ্ঞানসুখ-স্বরূপং। অবধিদ্বৈতপ্রণাশোজ্‌ঝিতং, যৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নপ্রসুপ্তিষু বিভাতি, যস্য কৃপয়া তৎ প্রত্যগ্-ব্রহ্ম (অহম্) অস্মি, তম্ একং বিশোকং পরং দেশিকেন্দ্রং ভজে (অহমিতি শেষঃ)

পদপরিবর্ত্তনং। যস্মাদ্ জগৎ উৎপদ্যতে, যস্মিন্ নিষীদতি, প্রলয়কালে চ যৎ স্বারূপ্যং অধিগচ্ছতি, (অপিচ) যৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপং অসীমাদ্বৈতাপ্রণাশং। যৎ নিদ্রা বিরহ স্বপ্ন-প্রসুপ্তিষু ত্রিবিধাসু অবস্থাসু বিভাতো ভবতি। যস্য করুণয়া (অহং) সর্ব্বব্যাপ্তং ব্রহ্ম অস্মি। তম্ অদ্বিতীয়ং শোকবিরহিতং পরমোৎকর্ষভাজং সর্ব্বোপদেষ্টপ্রবরং সেবে (অহমিতি শেষঃ)

বিষমপদব্যাখ্যা। "অবধিদ্বৈত-প্রণাশোজ্‌ঝিতং"—অবধিঃ সীমা। দ্বৈতং দ্বিপ্রকারতা। প্রণাশঃ বিনাশঃ। তৈরুজ্ঝিতং পরিত্যক্তং। (অর্থাৎ অসীম, অদ্বিতীয়, এবং অবিনশ্বর)।

বঙ্গানুবাদ। যাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় এবং যাঁহাতে নিমগ্ন থাকে ও প্রলয়কালেও যাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়,. যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় এবং অদ্বিতীয় আনন্দ, যাঁহার অবধি নাই, যিনি দ্বৈত-বিহীন এবং অবিনশ্বর, কি জাগ্রতে কি স্বপ্নে, কি সুষুপ্তিতে, সর্ব্বদাই যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ভব-দ্বন্দ্বজনিত শোকাদিতে যাঁহাকে স্পর্শ করিতে

অক্ষম, যাঁহার করুণায় আমি সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি, (অর্থাৎ সর্ব্বভূতে ব্রহ্মবিভূতি দেখিতে পাইতেছি।) (এস্থলে "আমি" পদে গ্রন্থকারকে বুঝিতে হইবে।) সেই পরমানন্দময় পরাৎপর গুরুশ্রেষ্ঠকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভজনা করি।

৪

অধীতেজ্যা-দান-ব্রত-জপ সমাধান-নিয়মৈর্ব্বিশুদ্ধস্বান্তানাং জগদিদমসারং বিমৃশতাম্।
অরাগদ্বেষাণামভয়চরিতানাং হিতমিদম্ মুমুক্ষূণাং হৃদ্যং কিমপি নিগদামঃ সুমধুরম্॥

অন্বয়ঃ। অধীতেজ্যাদানব্রতজপ-সমাধান-নিয়মৈঃ বিশুদ্ধস্বান্তানাং (অতএব) ইদং জগৎ অসারং বিমৃশতাম্ অরাগদ্বেষাণাম্ অভয়চরিতানাম্ মুমুক্ষূণাম্ হিতং হৃদ্যং (চ) তথা সুমধুরং কিমপি ইদং নিগদামঃ (বয়মিতি শেষঃ)

পদপরিবর্ত্তনং। অধ্যয়ন-যজ্ঞ-দান-ব্রত-জপোপাসনাকরণনিয়মনৈঃ বিমল-চেতসাং (অতএব) ইদং (নিয়ত নশ্বরতয়া প্রতীয়মানং) জগৎ অসত্যতয়া অবদধতাং স্থিরীকুর্ব্বতাম্ বা, বিষয়ানুরক্তি পরানিষ্টচিকীর্ষা বিরহবতাম্, হিংসাদ্বেষবিরহিততয়া পরেষাং ভীতিম্ অনুৎপাদয়তাম মোক্তুমিচ্ছূনাং সুপথ্যং হৃদয়পরিতৃপ্তিজনকঞ্চ, নিরতিশয়মাধুর্য্যময়ং অদৃষ্টচরং অশ্রুতপূর্ব্বঞ্চ যদ্বা অনির্ব্বচনীয়ং, ইদং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমত্রয়ী পর্য্যালোচনা-ফলসমন্বিতং প্রকরণম্ কথয়ামঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। "অধীতং" অধ্যয়নং "দানং" সৎপাত্রে বিনিয়োগঃ। "ব্রতং" বিধিবিহিত সৎকর্ম্ম পরাক সান্তপনাদি, "জপঃ" স্বাভীষ্টমন্ত্রানুশীলনা, "সমাধানং" উপাসনা, "নিয়ম" ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতৈঃ (এই সকলের দ্বারা) "বিশুদ্ধং" (বিমল) "স্বান্তং" (অন্তঃকরণ) যেষাং (যাহাদের) তেষাং (তাহাদের, বিমলচিত্ত ব্যক্তিসমূহের) "জগৎ" গচ্ছতীতি জগৎ (যাহা প্রতিনিয়ত গমন করে, অর্থাৎ অনিত্য (সুচতুর দার্শনিক গ্রন্থকার এস্থলে ভুবন প্রভৃতি পৃথিবীপর্য্যায়ক শব্দান্তরের ব্যবহার না করিয়া,' "জগৎ" এই জাজ্বল্যমান নশ্বরতা প্রতিপাদক শব্দটীর প্রয়োগকরতঃ, ইন্দ্রজালবৎ ভ্রান্তি-বিধায়ক ভঙ্গুর "জগতের" স্থায়িত্ব-বিরহ দৃঢ়রূপে প্রতিপাদন করিতেছেন।

বঙ্গানুবাদ। অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, জপ, উপাসনা এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের নিগ্রহের দ্বারা যাঁহারা হৃদয়ের বিমলতা-বিধান করিয়াছেন, অতএব এই বিনশ্বর জগৎ "অসত্যতাময়" স্থির করতঃ ভোগ সুখে অনুরাগ বিধুর, এবং অপরের অনিষ্ট চিকির্ষা হইতে বিরত হইয়াছেন, যাঁহাদের চরিত্র কোন প্রাণিবিশেষের ভীতির সঞ্চার করে না, অর্থাৎ যাঁহারা হিংসা দ্বেষপ্রভৃতি কলুষিত প্রবৃত্তি নিকরের পরিহার-বিধান করিয়া সকল জীবেরই অভয় সম্পাদন করেন, সেই মুক্তিলিপ্সু মহাত্মাবৃন্দের পরমোপকারক হৃদয়ের পরিতৃপ্তি বিধায়ক এবং নিরতিশয় মাধুর্য্যাত্মক ও গুপ্ততম-বেদানুশীলনাফলসমন্বিত এই বক্ষমাণ বিষয়-নিচয় ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।

৫

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানি
র্নান্যঃ পন্থাশ্চেতি ভূয়ো বচোভিঃ
জ্ঞপ্তেঃ সাক্ষাৎ মুক্তিহেতুত্বসিদ্ধৌ
অধ্যাসত্বং বন্ধনস্যার্থসিদ্ধম্।

অন্বয়ঃ। "দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশাপহানিঃ (ভবতি), অন্যঃ পন্থাশ্চ ন (বিদ্যতে)" ইতি ভূয়ো বচোভিঃ জ্ঞপ্তেঃ সাক্ষাৎ মুক্তি-হেতুত্ব-সিদ্ধৌ (সত্যাম্) বন্ধনস্য অধ্যাসত্বং অর্থসিদ্ধম্।

পদপরিবর্ত্তনং। "দেবং প্রকাশং চৈতন্যং জ্ঞাত্বা-অপৃথক্‌তয়া জ্ঞানদৃষ্টিবিষয়ীভূতং কৃত্বেতি যাবৎ, সর্ব্বেষাং বন্ধনানাং নিরসনং ভবতি।

তথা জ্ঞানাদন্যঃ মোক্ষাধিগতিপ্রদায়কো মার্গঃ ন বিদ্যতে" ইত্যর্থফলক-"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্ব-পাশাপহানির্নান্যঃ পন্থাশ্চেতি ভূয়ো বচোভিঃ উক্তশ্লোকার্দ্ধস্থিত বহুভিঃ বাক্যৈঃ (হেতুভূতৈ-রিতি জ্ঞেয়ং) "জ্ঞপ্তে" রাত্মজ্ঞানস্য অব্যবধানেন বন্ধ নিরসন হেতুতা সিদ্ধৌ সত্যাম্ দুঃখৈককারণ তয়া বন্ধনকল্পস্য অর্থাৎ বন্ধনবৎ যন্ত্রণা-প্রদস্য সংসারস্য। শুক্তিরজ্জ্বাদিষু রজত-সর্পাদিকয়োর্ভ্রান্তিবৎ আরোপিতত্বং (অলীকত্বমিতিভাবঃ) "অর্থসিদ্ধম্" পূর্ব্বোক্ত "জ্ঞাত্বাদেবং" আদি শ্রুতি-মূলক বাক্যার্থপর্য্যালোচনাবসাদ্ আগতং নিশ্চিতয়া প্রতীতং ইতি তাৎপর্য্যম্।

বিষমপদব্যাখ্যা। "জ্ঞপ্তে সাক্ষাৎ মুক্তি হেতুত্ব সিদ্ধৌ" "জ্ঞপ্তেঃ" আত্মজ্ঞানস্য "সাক্ষাৎ" অব্যবধানেন "মুক্তেঃ" মোক্ষস্য যৎ হেতুত্বং" কারণত্বম্, তস্য "সিদ্ধৌ" সম্পাদনে সতি, (আত্ম জ্ঞানের অব্যবধানরূপে মোক্ষের কারণতা সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া) "অধ্যাসত্বং" আরোপিতত্বং, "অতথাভূতে তথাভূত প্রকল্পনম্ অধ্যাসঃ" ইতি প্রাঞ্চঃ। (যে বস্তু যাহা নয় তাহাতে তাহার বা তৎসদৃশ পদার্থান্তরের আরোপণকে "অধ্যাস" কহে, যেমন রজ্জুতে সর্পের আরোপ, শুক্তিতে রজতারোপ, সেই প্রকার জগতের আরোপ)

বঙ্গানুবাদ। "স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় পরাৎপরকে অভিন্ন রূপে জানিতে পারিলে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত একাত্মক হইয়া মিলিতে পারিলে সমস্ত বন্ধনের বিনাশ হয়, নিখিলমোহশৃঙ্খল কাটিয়া যায়। তাঁহার জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষাধিগমের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই" এই অর্থবিশিষ্ট শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধস্থিত "জ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ, নান্যঃ পন্থাশ্চ" এই শ্রুতিমূলক বাক্যনিচয়ের দ্বারাই যখন আত্মার অব্যবধানে মুক্তির কারণতা সিদ্ধ হইতেছে, তখন এই বাক্যনিরহের অর্থদ্বারাই বন্ধনস্বরূপ ভ্রমাত্মক দুঃখহেতুভূতজগতের আরোপিত্ব স্পষ্টই প্রমাণিত হইল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমশঃ।

---

# সন্ধ্যামন্ত্র ব্যাখ্যা।

প্রাতঃস্নানকালে "আপোহিষ্ঠা" মন্ত্রের দ্বারা মার্জ্জন অর্থাৎ কুশাগ্রদ্বারা মস্তকে জল প্রক্ষেপ করিতে হয়। যোগী যাজ্ঞবল্ক বলেন "আপোহিষ্ঠেতিমার্জ্জয়েৎ"। স্নানদ্বারা যেমন বাহ্যশুদ্ধি সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ মার্জ্জনদ্বারা আভ্যন্তরিক শুদ্ধি সম্পাদিত হয়। আপোহিষ্ঠামন্ত্র তিনটির অর্থ ১ম বর্ষ হিন্দুপত্রিকার শান্তিপ্রকরণ প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। পাঠকের পাঠ সৌকর্য্যার্থ মাত্র তিনটী এবং উহার অর্থ পুনর্ব্বার এস্থানে দেওয়া গেল। যাহারা সংস্কৃত ব্যাখ্যা দেখিতে চাহেন, তাহারা ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এই তিনটী মন্ত্রের ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, ছন্দগায়ত্রী, আপদেবতা, মন্ত্র তিনটি এই :—

(১) আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জেদধাতন। মহেরণায় চক্ষসে।

(২) যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহনঃ। উশতীরিব মাতরঃ।

(৩) তস্মা অরং গমাবো যস্যক্ষয়ায় জিম্বথ। আপো জনয়থা চনঃ॥

(১) হে জলসমূহ, তোমরা যেরূপ স্নান পানাদি বিষয়ে আমাদের কল্যাণকারিণী হইয়া থাক, সেইরূপ রস আস্বাদনের জন্য আমা-

দিগকে সমর্থ করিয়া থাক। (তোমাদের কৃপায় আমরা যে কেবল ঐহিক সুখভোগ করি এমন নহে) তামরা রমণীয় দর্শনবিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন বিষয়ও সাহায্য করিয়া থাক।

(২) হে জলসমূহ, প্রীতিযুক্তা মাতা যেরূপ সন্তানকে স্তন্যরস পান করাইয়া থাকেন, সেইরূপ তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর রস পান করাও।

(৩) হে জলসমূহ, যে রসের নিবাসহেতু তোমরা প্রীতিপ্রদ হইয়া থাক, সেই রসপ্রাপ্তির জন্য যেন আমরা তোমাদিগকে অধিক সেবা করি তোমরা আমাদিগকে সেই রস ভোগের জন্য সমর্থ কর।

যে শব্দ যেরূপ উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা না করিলে অন্তঃকরণের উপর উহার ক্রিয়া হয় না। আপনি যদি একজনকে হাসাইতে চাহেন, তাহাহইলে একভাবে কথা বলিবেন, কাঁদাইতে চাহিলে অন্যভাবে বলিবেন। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা চিত্তবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইয়া থাকে। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, এবং ছন্দাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং উহার অর্থ উপলব্ধি করিয়া বেদ উপনিষদাদি পাঠ করিলে যে ফল হয়, কেবল অর্থ বুঝিয়া পাঠ করিলে সে ফল হয় না। আমাদের দেশে সন্ধ্যামন্ত্রের যথাযথ পাঠও হয় না এবং অর্থও অতি অল্প লোকে জানেন।

মার্জ্জনের পরে আচমন করিতে হয়।

আচমনের মন্ত্রঃ—

(১) সমুদ্রেতে হৃদয়মপ্স্বন্তঃ সন্ত্বাবিশন্তো-ষধীরুতাপঃ। যজ্ঞস্যত্বা যজ্ঞপতে সূক্তোক্তৌ নমবাকেবিধেম স্বাহা॥

অর্থাৎ হে যজ্ঞপতি সোম তোমার হৃদয়-সমুদ্র জলমধ্যে অবস্থিত, ওষধি এবং জলসমূহ তোমাতে প্রবেশ করুক। যজ্ঞের সূক্তোক্ত নমস্কার বাক্যের দ্বারা তোমার স্তুতি করিব।

এইমাত্র পাঠ করিয়া জলপানান্তর স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়।

পদপাঠঃ। সমুদ্রে। তে। হৃদয়ম্। অপ্সু। অন্তঃ। সং। ত্বা। বিশন্তু। ওষধিঃ। উত। আপঃ। যজ্ঞস্য। ত্বা। যজ্ঞপতে। সূক্তোক্তৌ। নমোবাকে। বিধেম।

ব্যাখা। সমুদ্রে তে হৃদয়ম্ অপসু অন্তঃ—তোমার হৃদয় সমুদ্র জলমধ্যে অবস্থিত। সংবিশন্তু—প্রবেশ করুক। ত্বা—তোমাকে। ওষধীঃ উত আপঃ—ওষধি এবং জল। যজ্ঞস্য—যজ্ঞের। ত্বা—তোমাকে। যজ্ঞপতে—হে যজ্ঞপতে। সূক্তোক্ত নমোবাকে—সূক্তোক্ত নমস্কার বাক্যের দ্বারা। (তৃতীয়ার স্থানে সপ্তমী) বিধেম—স্তুতি করিবে। তৎপরে জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অঘমর্ষণসূক্ত তিনবার পাঠ করিয়া স্নান করিতে হইবে।

অঘমর্ষণমন্ত্র এই;—

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ
তপসোঽধ্যজায়ত
ততো রাত্রিরজায়ত
ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ
সমুদ্রাদর্ণবাদধি
সম্বৎসরোঽজায়ত
অহোরাত্রাণিবিদধৎ
বিশ্বস্য মিষতো বশী
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা
যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্
তরীক্ষমথো স্বঃ॥

পদপাঠঃ। ঋতং। চ। সত্যং। চ। অভীদ্ধাৎ। তপসঃ। অধি। অজায়ত। ততঃ। রাত্রি। অজায়ত। ততঃ। সমুদ্রঃ। অর্ণবঃ। সমুদ্রাৎ। অর্ণবাৎ। অধি। সম্বৎসরঃ। অজায়ত। অহো

রাত্রাণি। বিদধৎ। বিশ্বস্য। মিষতঃ। বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ। ধাতা। যথা। পূর্ব্বম্। অকল্পয়ৎ। দিবং। চ। পৃথিবীং। চ। অন্তরীক্ষং। অথো। স্বঃ।

ব্যাখ্যা। (১) ঋতং ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি।

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ পরং ব্রহ্ম আসীৎ। এতেন মহাপ্রলয়াবস্থা প্রতিপাদিতা। মহাপ্রলয়সময়ে কেবলং পরং ব্রহ্মমাত্রমাসীৎ ইত্যর্থঃ।

ঋতং সত্যং শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে মহাপ্রলয় অবস্থায় পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন। ওঙ্কার-স্বরূপ জ্ঞানমনন্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

(২) ততঃ রাত্রিঃ অজায়ত—রাত্রিশ্চ সমুৎপন্না, সকল অন্ধকারময়মাসীৎ ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ সেই সময় কেবল অন্ধকার ছিল,

(৩) অভীদ্ধাৎ তপসো সমুদ্রো অধ্যজায়ত—সৃষ্ট্যারম্ভে তপসো অদৃষ্টবলাৎ অর্ণবঃ পানীয়যুক্ত সমুদ্রঃ সমজায়ত।

অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের কর্ম্ম যাহাকে অদৃষ্ট বলা যায় তাহাহইতে তপ, তপ হইতে সমুদ্র অর্থাৎ কারণবারি উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৪) তদনন্তরং সমুদ্রাৎ অর্ণবাৎ ধাতা স্রষ্টা সমজায়ত কিম্ভূতধাতা—মিষতঃ অপ্রকটীভূত বিশ্বস্য বশী প্রভুঃ মহাপ্রলয়েন বিলুপ্ত ত্রৈলোক্যস্য নির্ম্মাণে প্রভুঃ অর্থাৎ সেই কারণবারি হইতে ধাতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি অপ্রকটীভূত বিশ্বের প্রভু অর্থাৎ মহাপ্রলয়বিলুপ্ত বিশ্বসৃজনে সমর্থ।

(৫) স ধাতা সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ অকল্পয়ৎ কল্পিতবান্ অর্থাৎ ঐ ধাতা চন্দ্র, সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(৬) যথা পূর্ব্বম্—পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(৭) অহোরাত্রাণি বিদধৎ—কিরূপ চন্দ্র সূর্য্য না যাহারা দিবা এবং রাত্রি বিধান করিয়াছেন।

(৮) ততো সম্বৎসরোঽজায়ত—সূর্য্যচন্দ্রের সৃষ্টির পর রাত্রিদিবার বিভাগ হইল এবং তৎপরে বৎসরের ব্যবস্থা হইল।

(৯) দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ—তৎপরে দিব পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং স্বঃ সৃষ্টি করিয়াছিলেন স্বঃ শব্দে নক্ষত্রলোকোপরিস্থিত স্বর্গলোক বুঝায় এবং দিব শব্দে মহ, জন, তপ, সত্য এই চারি লোক বুঝায়। এতদ্দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কথা বলা হইল। এই অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ মার্জ্জনার অঙ্গমাত্র। অঘমর্ষণ পুনর্ব্বার করিতে হয়, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

অঘমর্ষণমন্ত্র পাঠের পর প্রাণায়াম করিতে হয়।

## প্রাণায়াম।

বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, যোগি যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি প্রভৃতি বলেন ;—

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ,
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।

অর্থাৎ ব্যাহৃতি প্রণব এবং শিরযুক্ত গায়ত্রী আয়তপ্রাণ হইয়া তিনবার পাঠ করিলে প্রাণায়াম হয়। সব্যাহৃতি এবং সশির গায়ত্রী নিম্নে দেওয়া গেল।

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপো জ্যোতীরসঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

উপরোক্ত মন্ত্রের ওঁ ভূঃ হইতে ওঁ সত্যং পর্য্যন্ত ব্যাহৃতি এবং তৎ সবিতুঃ হইতে প্রচোদয়াৎপর্য্যন্ত গায়ত্রী, অবশিষ্টাংশ গায়ত্রী শিরঃ,

ব্যাহৃতি গায়ত্রী এবং গায়ত্রীশিরের ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে প্রাণায়াম কি এবং তদ্দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা

করা যাইবে, এবং সুবিধামত ভবিষ্যতে বিশেষ ব্যাখ্যা করা যাইবে।

প্রাণের সংযমকে প্রাণায়াম বলে, এই প্রাণায়াম সাধারণত দ্বিবিধ বৈদিক এবং তান্ত্রিক। বৈদিকপ্রাণায়ামে প্রথমে পূরক, তৎপরে কুম্ভক, তৎপরে রেচক করিতে হয়। এস্থলে বৈদিক প্রাণায়ামের কথা বলা হইতেছে।

দক্ষিণ নাসিকা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা রোধ করিয়া বামনাসিকাদ্বারা বায়ু গ্রহণকে পূরক বলে, তৎপরে দক্ষিণনাসিকা ঐরূপ বদ্ধ রাখিয়া দক্ষিণহস্তের অনামিকা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা বামনাসিকা রোধ করিয়া শ্বাসধারণকে কুম্ভক বলে। তৎপরে বামনাসিকা ঐরূপ বদ্ধ রাখিয়া দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি উঠাইয়া লইয়া দক্ষিণনাসিকাদ্বারা শ্বাস পরিত্যাগকে রেচক বলে। এই রেচক, কুম্ভক এবং পূরকের সময় পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রীমন্ত্র এক একবার জপ করিতে হয়, অর্থাৎ রেচকে একবার, কুম্ভকে একবার ও পূরকে একবার। রেচকের সময় নাভীমূলে হংসাসন রক্তবর্ণ ব্রহ্মার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে। কুম্ভকের সময় হৃদয়ে গরুড়াসন নীলোৎপলবর্ণ বিষ্ণুর মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়। রেচকের সময় আজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ ভ্রূদেশের মধ্যবর্ত্তি স্থানে বৃষাসন শ্বেতবর্ণ শঙ্করমূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়।

"আদানং রোধমুৎসর্গং বয়োস্ত্রিস্ত্রিঃ সমভ্যসেৎ। ব্রহ্মাণং কেশবং শম্ভুং ধ্যায়েদেতান্নুক্রমাৎ॥ রক্তং প্রজাপতিং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং নীলোৎপলপ্রভম্। শঙ্করং ত্র্যম্বকং শ্বেতং ধ্যায়ন্মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥" শঙ্খঃ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রেচক, পূরক এবং কুম্ভক এই তিন ক্রিয়ার প্রত্যেক ক্রিয়ার সময় এক একবার গায়ত্রী পাঠ করিতে হয়। শ্বাসরোধ ক্রিয়া নিয়মিত করিবার জন্য অর্থাৎ শ্বাসরোধ অতিরিক্ত সময়ের জন্য না হয়, তজ্জন্য মন্ত্রপাঠকালই শ্বাসগ্রহণ ও ধারণকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাণায়ামদ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, প্রাণায়ামের সম্যক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে প্রাণায়ামের মন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থ করা আবশ্যক, এই গায়ত্রীর অর্থ ১ম খণ্ড হিন্দু-পত্রিকায় শান্তিপ্রকরণ প্রবন্ধে সঙ্ক্ষেপত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এই স্থলে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া গেল।

এইস্থলে প্রথম গায়ত্রীর ব্যাখ্যা, তৎপরে সপ্তব্যহৃতি, তৎপরে গায়ত্রীশিরের ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে।

গায়ত্রীমন্ত্রঃ যথা—তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ব্যাখ্যা। তৎ শব্দ ষষ্ঠ্যর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎ দেবস্য অর্থাৎ তস্য দেবস্য অর্থাৎ সেই দেবতার। সবিতু শব্দের অর্থ সর্ব্বান্তর্য্যামী বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্মের। দেবস্য শব্দের অর্থে জ্যোতির্ম্ময়ের। তৎ সবিতুঃ দেবস্য—সেই জ্যোতির্ম্ময় বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্মের। বরেণ্যং—সর্ব্বজন পূজনীয়, ভর্গো শব্দের অর্থ—পাপনাশকারী-তেজ। ধীমহি—ধ্যান করি। অর্থাৎ আমরা সেই বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব জ্যোতির্ম্ময়ব্রহ্মের সর্ব্বজনপূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি।

সুতরাং যখন তৎ বা তস্য অর্থাৎ সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের কথা বলা হইল, তখন কোন্ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, তখন বলা হইতেছে "যো নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়েৎ" যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। "প্রচোদয়ৎ" শব্দের অর্থ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায় প্রকর্ষেণ প্রেরয়তি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য প্রকর্ষভাবে প্রেরণ করেন। সুতরাং সম্পূর্ণ গায়ত্রীর অর্থ

এইঃ—যিনি সৎকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য প্রকর্ষভাবে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই বিজ্ঞানানন্দস্বভাব জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সর্ব্বজনপূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি।

(২) তৎপরে "তৎ" শব্দ "দেবস্য" শব্দের সহিত অন্বয় না করিয়া, "ভর্গো"—শব্দের সহিত অন্বয় করা যায়।

সবিতুঃ দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি, যশ্চ নো ধিয়ো প্রচোদয়াৎ, অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সেই সর্ব্বজন পূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে সৎকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য প্রকর্ষভাবে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।

(৩) তৎপরে মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে "যো" শব্দ আছে উহা লিঙ্গব্যত্যয়দ্বারা পুংলিঙ্গকে ক্লীবলিঙ্গ করিলে মন্ত্র এইরূপ হইবে।

সবিতুঃ দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি যো (যৎ) ভর্গো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ। অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সেই সর্ব্বজন পূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি, যে পাপনাশকারী তেজ আমাদিগকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য প্রকর্ষভাবে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করে।

যৎ এবং যো শব্দের অন্বয়ের প্রভেদহেতু অর্থের বিশেষ পার্থক্য যে হয় নাই, পাঠক তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

এইক্ষণে সপ্তব্যাহৃতির ব্যাখ্যা করা যাইবে। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ শব্দ বা বাক্য। সপ্তব্যাহৃতি অর্থে সপ্ত পবিত্র বাক্য। সপ্তব্যাহৃতি অর্থাৎ সপ্তলোক। ভূর্লোক, ভুবোলোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক বুঝায়। ধাত্বর্থ গ্রহণ করিলে ভূ শব্দে সৎ বা অস্তিত্ব বুঝায়, যাহা আছে, তাহাকেই ভূঃ বলা যায়, সুতরাং সর্ব্বব্যাপী সৎকে ভূঃ বলা যায়। ভূরিতি সন্মাত্রমুচ্যতে। ভূঃ বলিতে ভূমিলোকও বুঝায়. এই পৃথিবীই আমাদের কর্ম্মভূমি। এই ব্যাহৃতিদ্বারা আমাদের পার্থিব জীবন এবং জাগ্রত অবস্থা বুঝায়। প্রত্যেক ব্যাহৃতির অগ্রে ওঁ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। ওঁ ই ব্রহ্মের মূর্ত্তি, ওঁ কিরূপে ব্রহ্মের মূর্ত্তি তাহা পরে ব্যাখ্যা করা যাইবে। সুতরাং ওঁ ভূঃ ইত্যাদি বলাতে সপ্তলোকের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রদর্শিত হইল।

ভুবর্লোক বলিতে অন্তরীক্ষ বুঝায়। এই স্থানে মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণীরা বিচরণ করেন। ভুবঃ শব্দে দীপ্তিও বুঝায়, যাহার দীপ্তিতে সমস্তই দীপ্তি হয়, সর্ব্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি। ওঁ পূর্ব্বে থাকায় বুঝাইল যে ভুবঃ এবং পরব্রহ্ম অভেদ। এতদ্দ্বারা আমাদের স্বপ্নাবস্থা বুঝায়।

স্বর্লোক বলিতে স্বর্গলোক বুঝায়, এই স্থানে দেবতাদি বাস করেন। ইহাদ্বারা আমাদের সুষুপ্তি অবস্থা বুঝায়। সুব্রিয়ত ইতি স্বরিতি সুষ্ঠু সর্ব্বৈ ব্রিয়মাণ সুখস্বরূপমুচ্যতে।

মহর্লোক। এই শব্দের ধাত্বর্থ পূজা বা অর্চ্চনা, মহীয়তে পূজ্যতে ইতি। ইহার দ্বারা প্রাধান্য বুঝায় মহ, জন, তপ, সত্য, এই কয়েকটি অমৃতলোকের অন্তর্গত। স্বর্গলোক পর্য্যন্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তৎপরবর্ত্তী লোকসমূহ বিনাশরহিত।

জনলোক। জনয়তীতি জনঃ, যে লোক হইতে সকলই উৎপন্ন হয়।

তপোলোক। তপ ইতি সর্ব্বতেজোরূপত্বং যে স্থানে সকলই জ্যোতির্ম্ময়।

সত্যলোক। যে স্থানে পাপমাত্র নাই। সত্যমিতি সর্ব্বাধারবিত্বং।

নাদবিন্দু উপনিষদে দৃষ্ট হইবে যে ব্রহ্মকে "হংস" রূপ পক্ষী কল্পনা করিয়া তাহার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে এক একটি লোক কল্পনা করা হইয়াছে। "হংস" শব্দে ব্রহ্মও বুঝায়।

সোঽহং বা উহা উল্টাইয়া অহংসঃ এই দুই শব্দের প্রথম শব্দের "অ" পরিত্যাগ করিয়া "হংস" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। "হ" উচ্চারণ করিবার সময় "অ" উচ্চারণ না করিলেও উহা উচ্চারিত হয়, এই জন্য "অ" রাখা হয় নাই। "অহং" "সঃ"তে পরিণত হইলে ব্রহ্মত্ব হয়, এইজন্য "হংস" ই ব্রহ্ম। নাদবিন্দু উপনিষদের যে অংশ আমারা এস্থলে উদ্ধার করিতেছি, ঐ অংশে "হংস" শব্দের প্রকৃত অর্থও রহিয়াছে, এবং ব্রহ্মকে "হংস" রূপ পক্ষীও কল্পনা করা হইয়াছে।

নাদবিন্দু উপনিষৎ যথা—

ভূর্লোক পাদয়োস্তস্য ভুবর্লোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোক কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জ্জগৎ॥
জনোলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ॥

অর্থাৎ তাহার উভয়পদে ভূর্লোক, জানুদ্বয়ে ভুবর্লোক, কটিদেশে স্বর্লোক, নাভিদেশে মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপলোক এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সত্যলোক।

উপাসক সপ্তব্যাহৃতি চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পার্থিব জীবন সত্যলোকের অর্থাৎ ব্রহ্মসদনের ন্যায় উন্নত করিবেন এই ব্যাহৃতিমন্ত্রের উদ্দেশ্য।

ভবন্তি চাস্মিন্ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
তস্মাদ্ভূরিতি বিজ্ঞেয়া প্রথমা ব্যাহৃতি স্মৃতা॥
ভবন্তি ভূয়ো লোকানি উপযোগক্ষয়ে পুনঃ।
কল্পান্তে উপভোগায় ভুবস্তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শীতোষ্ণবৃষ্টিতেজাংসি জায়ন্তে তানি বৈ সদা।
আলয়ঃ সুকৃতানাঞ্চ স্বর্লোকঃ স উদাহৃতঃ॥
অধরোত্তরলোকেভ্যঃ মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
হৃদয়ং সপ্তলোকানাং মহস্তেন নিগদ্যতে॥
কল্পদাহে প্রলীনাস্তু প্রাণিনস্তু পুনঃ পুনঃ।
জায়ন্তে চ পুনঃ স্বর্গে জনস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সনকাদ্যাস্তপঃ সিদ্ধা যে চান্যে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অধিকারনিবৃত্তাস্তু তিষ্ঠন্ত্যস্মিংস্তপস্ততঃ॥
সত্যস্তু সপ্তলোকা বৈ ব্রহ্মণঃ সদনস্ততঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব লোকানাং মূর্দ্ধ্নি সন্তিষ্ঠতে সদা॥

কর্ম্মানুসারে যে যে লোকে জীবের আবির্ভাব হয়, তাহারাই সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তলোক।

তৎপরে গায়ত্রীশিরের ব্যাখ্যা করা যাইবে।

গায়ত্রীশির যথা—

আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

আপঃ—জল, জ্যোতিঃ—অগ্নি, রস—প্রত্যেক পদার্থের সারাংশ, অমৃতম্—মৃত্যুরাহিত্য, ব্রহ্ম, ভূ, ভুবঃ স্বঃ, ওঁ (১) ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।

(১) এই প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ রহিল আগামী সংখ্যায় ওঙ্কার ও গায়ত্রীর আরও বিশদ ব্যাখ্যা এবং প্রাণায়ামাদির বিশেষ বিবরণ এবং সন্ধ্যামন্ত্রের শেষ অংশ দেওয়া যাইবে।

# পুরাণ প্রসঙ্গ।

## প্রথম প্রস্তাব।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
লভেৎ সর্ব্বজ্ঞতা যা তু সাধ্যাতে ন তপস্বিভিঃ।
তপসা দুর্লভা তস্মাদ্ ভক্তিমান্ মাতবিভব॥

পুরাকালে তপদেবনামক কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কৃতবোধ; কৃতবোধ অতি তপোনিষ্ঠ। বাল্যকাল হইতে তপস্যায় নিয়ত অনুরক্ত ছিলেন। পরিবার বর্গের অন্ধের যষ্টি, কৃতবোধ পিতামাতার কাকুতি বিনতি, ভার্য্যার অনুনয় প্রণয় উপেক্ষা করিয়া তপস্যার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন। প্রথমে গঙ্গাতটে গিয়া হবিষ্যাশী হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সে স্থান তত নির্জ্জন না হওয়ায় বিজন সমুদ্রতীরে গিয়া আহার পরিহার করিয়া তপস্যায় মনোভিনিবেশ করিলেন। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইল। তাঁহার আশ্রমের হিংস্রক পশুরা হিংসা পরিহার করিল। কিছুকাল পরে তাঁহার আপাদমস্তক বল্মীক-পিণ্ডে আবৃত হইল। সর্পগণ তাঁহার শরীরে বাসভবন নির্ম্মাণ করিল। তথাপি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ষাগমে বল্মীক গলিত হইল। তখন পক্ষিগণ জটাজুটে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে শাবক উৎপাদন করিতে লাগিল। অহঙ্কার শক্তির সহচর, তাঁহার যেমন তপোশক্তি বৃদ্ধি হইল, অহঙ্কার অন্তরাল হইতে অগ্রসর হইল। মনে করিলেন আমি সিদ্ধ হইয়াছি। সেই অভিমানভরে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা সমুদ্রনীরে স্নানপূত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে এক বক তাঁহার শরীরে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া দিল। ক্রুদ্ধভাবে বকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বক ভস্মসাৎ হইল। কাজেই তাঁহার অহঙ্কার ক্রমশ গাঢ় হইল। স্বারস্বত জলে পুনঃ স্নান করিয়া পবিত্র হইলেন।

অনন্তর মধ্যাহ্নকালে কোন গৃহস্থের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কোন ব্রাহ্মণকুমার উরুনিহিত পিতার পদসেবা করিতেছেন। তিনি অভ্যাগত অতিথি তাহাকে অভ্যর্থনা না করায় কৃতবোধ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে তোমার অতিথি জানিয়া আমার অভ্যর্থনা করিলে না; অতএব আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিব। আমার তপোবল দেখ।"

ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন—আপনি এত ক্রুদ্ধ হইতেছেন কেন? অতিথি বিমুখ হওয়া উচিত নয়, তা আমি জানি কিন্তু কাহার বাড়ী, কেই বা বিমুখ করে? পুত্র পিতার অধীন, এ বাড়ী আমার নয়। আমার পিতা ইহার স্বামী। আমার ধন নাই যে তাহাদ্বারা আপনার সংকার করিব? আমি যাহা উপার্জ্জন করি তাহা পিতার। আপনার বিমুখতায় আমার প্রত্যবায় নাই। প্রত্যুত পিতার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আপনার সেবা করিলে আমার ঘোর অধর্ম্ম হইবে।

কৃতবোধ ব্রাহ্মণকুমারের বাক্য শুনিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন—"রাগের গোঁসাই, তুমি কেবল অতিথি নও, তুমি কাকী

বকী ভস্ম করিয়া মাৎসর্য্যপূর্ণ জানোয়ার হইয়াছ। আমি কিন্তু বক নই, যে ভস্ম হইয়া যাইব। আমি গার্হস্থধর্ম্মনিরত পিতা মাতার সেবক, একটু অপেক্ষা কর, পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তোমার আতিথ্য করিব।

কৃতবোধ ব্রাহ্মণকুমারের বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া, বলিলেন "তুমি কেমন করিয়া জানিলে আমি বক ভস্ম করিয়াছি, আমি তপোদানযজ্ঞ করিয়া যে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলাম না, তুমি কোথা হইতে সে জ্ঞান পাইলে? তুমি বালক হইয়াও আমার জ্ঞানদাতা গুরু।"

ব্রাহ্মণকুমার কহিলেন, বারাণসীক্ষেত্রে তুলাধার নামে কোন ব্যাধ আছে। তাঁহার নিকট যাইলে সমস্ত অবগত হইতে পারিবে কিন্তু আজ এখানে অতিথ্যগ্রহণ করিতে হইবে।

কৃতবোধ পরদিন প্রভাতে বারাণসীক্ষেত্রে তুলাধারসমীপে সমাগত হইয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

তুলাধার বলিলেন—"মাতা পিতা সাক্ষাৎ দেবতা, তুমি তাঁহাদের অসন্তোষ করিয়া তপস্যায় অভীষ্টলাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাঁহাদের তুষ্টি ব্যতীত ধর্ম্মলাভের উপায় নাই। অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদের সেবা কর। তাহাতেই তোমার সর্ব্বজ্ঞতা ও মুক্তিলাভ হইবে। ঐ যে বক তোমার গাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছিল, ও বক নয় তোমার নিজকৃত পুণ্য বকরূপ ধারণ করিয়াছিল, তোমার দৃষ্টিতে দগ্ধ হয় নাই। দৃষ্টি নিমিত্ত মাত্র। বকরূপী তোমার পুণ্য তোমার পিতার অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। যেই তোমার পুণ্য দগ্ধ হইয়া গেল, সেই অহঙ্কার আসিয়া তোমাকে আশ্রয় করিল। যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যবল ছিল, সেই পুণ্যবলে ধর্ম্মের অবতার ব্রাহ্মণকুমারের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছ। এক্ষণে গৃহে যাও, মাতা পিতার অনুমোদিত কার্য্য করিয়া অভীষ্টলাভ কর।" আমি সমাজে ঘৃণিত ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কেবল মাতাপিতার সেবা করি। তাহাতেই আমি নিষ্কামাবস্থায় পূর্ণকাম হইয়াছি।

অনন্তর কৃতবোধ ব্যাধের বাক্যে কৃতবোধ হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্তি হইলেন এবং মাতা পিতার সেবায় যথাসময়ে অভীষ্টলাভ করিলেন।

---

## দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ত্যাগঃ সত্যঞ্চ সৌচঞ্চ যত্র এতে মহাগুণাঃ।
যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে প্রিয়ঃ॥ লক্ষ্মীচরিতম্।

একদা দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্যরাজ বলি সম্মুখীন হইয়া আসীন ছিলেন। হটাৎ দৈত্যরাজের শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জময়ী দেবীমূর্ত্তি নির্গত হইল দেখিয়া ইন্দ্র চমৎকৃত হইয়া বলিলেন—"বলি! ইনি কে? বলি বলিলেন—"দেবরাজ! আমি জানি না ইনি কে? আপনি ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তখন ইন্দ্র দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কেনই বা বলিকে ত্যাগ করিয়া আমার পানে আসিতেছেন?

দেবী বলিলেন—আমি লক্ষ্মী, সত্য, দান, সদাচার, তপ, ব্রত, পরাক্রম ও ধর্ম্ম যেখানে থাকে, আমি তথায় অবস্থান করি। বলি এখন এই সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন। তুমি এই সকল গুণে ভূষিত হইয়াছ, তাই এখন

বলিকে ত্যাগ করিয়া তোমাকে আশ্রয় করিতেছি। তুমিও যদি সত্যপ্রভৃতি প্রতিপালন না কর, তবে তোমাকেও বলির ন্যায় ত্যাগ করিব।"

ইন্দ্র বলিলেন—"আপনি কিভাবে আমার নিকট অবস্থান করিবেন বলুন।

লক্ষ্মী বলিলেন—"তুমি আমাকে চারিভাগে বিভক্ত কর। এক এক ভাগ, আমার এক এক চরণ। ইন্দ্র বলিলেন—"পৃথিবীতে এক চরণ নিহিত হউক।

লক্ষ্মী বলিলেন—"এই আমি পৃথিবীতে এক পদ নিহিত করিলাম। এই পদ পৃথিবীতে নিহিত থাকিবে। এখন বল দ্বিতীয়াদি পদ কোথায় রাখি।"

ইন্দ্র বলিলেন—"জল দ্বিতীয় পদ ধারণ করুক অগ্নি তৃতীয় পদ ধারণ করুক এবং সত্যবাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু ব্রাহ্মণগণ চতুর্থ চরণ ধারণ করুন।

লক্ষ্মী বলিলেন—"বেশ, তোমার কথিত স্থানে পাদচতুষ্ট স্থাপন করিলাম। কিন্তু রক্ষার ভার তোমার উপর।

ইন্দ্র বলিলেন—"আমি পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতে আপনাকে স্থাপন করিলাম। অর্থ, তীর্থজন্য পুণ্যযজ্ঞাদিজাত ধর্ম্ম ও বিদ্যারূপ (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ) চরণচতুষ্টয় যথাক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও সাধুতে নিহিত রহিল অর্থাৎ আপনার (লক্ষ্মীর) ধনরূপ চরণ পৃথিবীতে, তীর্থজন্য পুণ্যরূপ চরণ বারিতে যজ্ঞাদিজাত ধর্ম্মরূপ চরণ অগ্নিতে ও বিদ্যারূপ চরণ সাধুতে স্থাপিত রহিল। যাহারা ত্যাগশূন্যতা, অসত্যতা, অসদাচরণপ্রভৃতি অপকর্ম্মের দ্বারা আপনাকে উত্যক্ত করিবে, আমি তাহাদিগকে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রকারান্তরে প্রভূত যন্ত্রণা দিব।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
মহেশপুর।

---

# আর্য্যালয়ে রমার্চ্চনা।

অদ্য শরতের একশক্তিমূর্ত্তি বিজয়ার অতলজলের অন্তরালে নিহিত; অন্যমূর্ত্তি প্রকৃতির পক্ষপাতিনী হইয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, বিজনবিপিনে, বিহারোদ্যানে, জলে ও নভস্থলে উদ্ভাসিত। প্রকৃতিদেবীই ঐশীশক্তির পরিচারিকা; পরিচারিকাই প্রভু-প্রভাবের পরিচায়িকা। তাহাতে প্রকৃতি পর্য্যবসিত বায়ু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতির শক্তিসমর্থনে পূর্ব্বকালে বেদ ব্যতিব্যস্ত। এক সময়ে হোতৃগণ গাথা গানে মত্ত হইয়াছিলেন "বাশ্রেব বিদ্যুন্ মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি। যদেষাং বৃষ্টিরসর্জ্জি॥"

"দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বংতি পর্জ্জনেনোদবাহেন। যৎ পৃথিবীং ব্যুং দংতি॥"

(ঋগ্বেদসংহিতা, ১ অষ্টক, ৩ অধ্যায়। ৩৮ সূক্ত; উহার সারার্থ বিদ্যুৎ ও পর্জ্জন্য সহচারী এবং বৃষ্টিকারী মরুদ্গণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।)

এইরূপ সেই শক্তি নানাকারে বিকীর্ণ। এখন কেবল স্বভাব জাতনীবার (উড়িধান) ক্ষেত্রে নহে, কিন্তু কৃষক কৃষ্ট শারদ শস্যশ্রেণীতেও, বৃষ্টিবর্দ্ধিত হ্রদে নহে, কিন্তু কৃত্রিম খাতেও; কুঞ্জকাননে নহে, কিন্তু উপবনেও এবং পর্ণনিকেতনে নহে, কিন্তু সুধাসিক্ত সৌধমালায়ও প্রকৃতি

সুহাসিনী ও সৌভাগ্যশক্তির পরিচারিণী। বেদ গানে মাতিয়া ছিলেন; পুরাণ চীৎকার করিবেন কেন? ধ্যানে ধরিলেন;—

"পাশাঙ্কমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং। গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্। রৌক্ম-পদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥"

(আদিত্যপুরাণ।)

পুরাণ বেদের ঐশীশক্তিকে প্রকৃতির বৈচিত্র্য-বশতঃ নানাকারে বিভক্ত ও তদনুগুণ বহুরঙ্গে রঞ্জিত করিয়া সাধারণের স্থূলদৃষ্টিপথে বসাইয়া দিয়া মাদৃশ মন্দবুদ্ধির সুগম করিয়া দিলেন। "অণোরণীয়াংসম্" (পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতর) বর্ত্তুলবুদ্ধির গম্য নহে। পুরাণের এই কারু কার্য্যে আমরা প্রীত। আমরা চাই—

"চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥"

এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, শক্তি সন্দর্শনে ভগবানের অনুমান; যুক্তিবাদীর এইমত। বিশালভাস্করের বিশ্ববিকাশিনী উত্তাপিকাশক্তি প্রকৃতিগত; সেই শক্তির স্ফূর্ত্তিতে দিবাভাগে পঞ্চভূতসমূহ সতেজস্ক ও পাঞ্চভৌতিক দেহ সচেষ্ট এবং রজনীতে সেই শক্তির অপগমে ভূতবিকৃতি ও নিদ্রাগমে দৈহিক-নিশ্চেষ্টতা-নিবন্ধন শরীর ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে; এইজন্য দিবাভাগে অধিক রোগের হ্রাস ও রাত্রিতে বিবৃদ্ধি; তাহাতে ভাস্করদেব (আলোক বাতাপ-দায়ী) রোগের অধিদেব বা আরোগ্য দাতা; "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" এই মৎস্য-পুরাণীয় উক্তি যুক্তির বিষয় বটে। জাম্ববতীসুত ও ময়ূরভট্ট এই বিশ্বাসে ভগবান্ সূর্য্যের স্তব করিয়া রোগনির্মুক্ত। আবার আন্তরিক জাড্যান্ধ কারে মানবমণ্ডলী বস্তুতত্ত্ববোধে, উপযুক্ত বাক্-প্রয়োগে ও কর্ম্মক্ষেত্রে অপটু; সেই জাড্য তমোগুণের পরিণাম; ("গুরুবরণকমেব তমঃ," সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী।) তাহার পরিহারক সত্ত্বগুণ বা প্রকাশিকাশক্তি, ("সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্" সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী।) তাহা প্রকৃতিগত ও মানব হৃদয়ক্ষেত্রে অন্তর্লীন। যাহা প্রকাশক, তাহা শুভ্রবর্ণ হওয়া চাই। সেই হৃদয়স্থ বিকাশন শুভ্র শক্তির অধিদেবী মা সরস্বতী তিনি শ্বেতবর্ণা, শ্বেতপদ্মে বিরাজমানা ও জ্ঞানদায়িনী বাগ্দেবী। তাঁহার সর্ব্বত্র আধিপত্য; তাঁহার কৃপাকটাক্ষে মানব পরম পদলাভ করিতে পারে; এমন কি, লৌকিকক্ষেত্রে চপলা মা কমলাকে চিরবশ্য রাখিতে পারে। এই জন্য ধ্যানে "সকল বিভব-সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতানঃ" এই উক্তি।

এখন বহিঃসৌন্দর্য্যে দৃষ্টি দেওয়া যাউক। বহির্জ্জগতে নভস্থলে, জলে, বনে, শস্যক্ষেত্রে, আকরে, কমলকাননে ও মানবমন্দিরে সর্ব্বত্র শোভাবর্ষিণী প্রকৃতি দেবীকে দেখা যায়। এই ভুবনবিনোদিনী শোভা যাঁহার শক্তি; তিনি আমাদিগের মালিন্যহারিণী রমণীয়তাবিধায়িনী ভুবনমনোরমা মা রমা; তিনি পদ্মালয়া বা কমলা কেন না হইবেন? আবার অন্যদিকে গৃহস্থধর্ম্মের সৌন্দর্য্য সাধনপক্ষে ধান্যাদি অর্থ-সম্পত্তির আবশ্যকতা; তাহার অভাবে দারিদ্র্য কালিমায় গৃহাশ্রম কলঙ্কিত হয়। তদনুসারে সম্পত্তির অধিদেবী সেই মা রমা বা লক্ষ্মী; তিনি আবার শ্রী নাম ধারণ করিয়াছেন। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন,—"শোভা সম্পত্তি পদ্মাসু লক্ষ্মীঃ শ্রীরিতি কথ্যতে"। কিন্তু চন্দ্রের হৃদয় বিমোহন সৌন্দর্য্য যামিনীযোগেই, দিবসে নহে, নলিনীর নয়ন বিমোহিনী রমণীয়তা দিবসেই, নিশাতে নহে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে হয়ত কুসুমান্তরের সুষমার ম্লানি হইয়া থাকে। গৃহিধর্ম্মের সৌন্দর্য্য সাধক অর্থ ব্যক্তিগত স্থায়ী নহে, সুতরাং শোভা ও সম্পত্তি চপলা, তাহার অধিদেবীও তদনুসারে

চঞ্চলা আখ্যা ধারণের অধিকারিণী। মাতার দক্ষিণে পাশ বা বন্ধনরজ্জু এবং অক্ষমালা; বন্ধনরজ্জু ভোগীর পক্ষে উপযোগী এবং অক্ষমালা জপের উপযুক্ত;তাহা যোগীর পক্ষে, বামে পদ্ম ও অঙ্কুশ রহিয়াছে; সম্পত্তিরক্ষার জন্য তাহা কোমলতা ও কঠিনতাবলম্বনের পরিচায়ক। কেবল গোবেচারি হইলে চলিবে না এবং একবারে গোঁয়ারের গৌরব কোথায়? একাধারে উভয় শক্তির সামঞ্জস্য চাই। রাজ্যপালন পক্ষেও নীতিজ্ঞেরা এইরূপ প্রকৃতি ও সামদণ্ডাদির প্রয়োগের বিধান করিয়াছেন। রমা মাতার বাম করে সুবর্ণপদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বর। মা শোভা, সম্পত্তি ও বর লইয়া বসিয়া আছেন, ভোগ ও যোগের শিক্ষা দিতেছেন। তুমি পার্থিব বা অলৌকিক ঐশ্বর্য্য যাহা চাহিবে, সর্ব্বশক্তিশালিনী মহালক্ষ্মী মা তাহাই দিতে প্রস্তুত।

অদ্য কৌমুদী কোজাগর পৌর্ণমাসীর নিশিতে আর্য্যালয়ে উৎসব কেন? অদ্য দ্যুতল চন্দ্র ও নক্ষত্রমালায়, ভূতল কুসুম সুষমায় এবং শস্য শ্রেণীতে অলঙ্কৃত; বিশেষতঃ শারদ ধান্যের এই কাল; যাহা গৃহিগণের জীবন; যাহারঃ—

"উৎপত্তির্ব্বিরলা যস্য, নিত্যং যস্য ব্যয়ো ভবেৎ।
সর্ব্বশস্য প্রধানস্য, ধান্যস্য কুশলং বদ॥"

প্রয়োজন পদে পদে; যাহার অভাবে হাহাকার; সেই ধান্যই ভগবতী মহালক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। এখন শরদাগমে শস্যসম্পত্তি ও সৌন্দর্য্যের সর্ব্বত্র পূর্ণবিকাশ; মহালক্ষ্মী মাতার শক্তি সকল স্থলে উদ্ভাসিত হইয়া তদীয় গৌরব ঘোষণা ও আহ্বান করিতেছে। এদিকে দুর্গোৎসবে মহাশক্তির পূজাবসানে লব্ধবল হইয়াও বিজয়ার দিনে অরিবিজয়ের নিমিত্ত অস্ত্র সহিত যাত্রা করিয়া আর্য্যরাজগণ সম্পৎশক্তি লাভ কামনায় কোজাগর রজনীতে মূর্ত্তিমতী মহালক্ষ্মীর মন্ত্রে দীক্ষিত এবং কৃত্রিম চতুরঙ্গ ক্রীড়াচ্ছলে সমুদায় রজনী জাগরণ করিয়া রণকৌশলে শিক্ষিত হইতেন। অদ্য পর্য্যন্ত ক্রীড়া ও জাগরণপদ্ধতি প্রচলিত আছে। লক্ষ্মীমাতার উক্তি—

"তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি কোজাগর্ত্তি মহীতলে॥"

যিনি জাগরণশীল বা অবহিতচিত্ত, তিনি বিত্তলাভের অধিকারী। কিন্তু চিরজাগরণদ্বারা যদি বিত্তভোগ করিতে হয়; তবে শান্তি কোথায়? সেই শান্তি শিক্ষা দিবার জন্য কৌমুদী পৌর্ণমাসীর পরবর্ত্তিনী সুখসুপ্তিকা দীপান্বিতা অমাবস্যার সুখশয়নের বিধান; ব্যাপারের অন্তে বিশ্রান্তি বা শান্তিভোগ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে বলে:—

"অতোহত্র বিধিবৎ কার্য্যা মনুষ্যৈঃ সুখসুপ্তিকা।"

এই শাস্ত্রীয় শাসন বটে। সম্প্রতি ভারতবাসীর পক্ষে পৌর্ণমাসীর অবসান বটে; কিন্তু আমরা সুখপ্রভাত ত দেখি না। যখন আর্য্যহৃদয়ে:—

"যত্র হ্রীঃ শ্রীঃ স্থিতা তত্র যত্র শ্রীস্তত্র সন্নতি।
সন্নতির্হ্রীস্তথা শ্রীশ্চ নিত্যং কৃষ্ণে মহাত্মনি॥"
"স্থিরোপায়ো হি পুরুষঃ স্থিরশ্রীরেব জায়তে।
রক্ষিতুং নৈব শক্নোতি চপলশ্চপলাং শ্রিয়ম্॥
অবশ্যমুদ্‌যোগবতাং শ্রীরপায়া ভবেৎ সদা।
উদ্যোগোৎসাহিতা দেবা অমস্তুঃ পুনরম্বুধিম্॥১১"

এই মূলমন্ত্র জাগ্রৎ ছিল, তখন শস্যবতী এই ভারত বসুমতী (বসুরত্ন) রমার্চ্চনার প্রকৃত অধিকারিণী ও সর্ব্বসৌভাগ্যভাগিনী ছিলেন। মা সরস্বতী ও লক্ষ্মীমাতার সম্মিলনে পূর্ব্বে সর্ব্বকার্য্য সংসাধিত হইত। এখন তাহা সাগরের পরপারে, এখানে নাই। অনধিকারী মূলমন্ত্রীয় লক্ষ্যভ্রষ্ট পাপীর পূজায় ফল হইবে কেন? আজ কর্ত্তব্যবোধ এবং সম্পৎশক্তির প্রয়োগবিরহে আমরা দিগ্‌ভ্রষ্ট ও অন্নজন্য হাহাকারে আকুল। তাহাতে বল মা রমে!—

দুর্দ্দিনকৃত যে পাপের বর্ত্তমান ভোগ, তাহা—
"বর্ষাকালে মহাঘোরে যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
সুখরাত্রি প্রভাতেঽদ্য তন্মে লক্ষ্মীর্ব্ব্যপোহতু॥"

আরও মা চাই :—

"ভবন্তু ত্বৎ প্রসাদান্ মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ।
ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং নৃণাম্।
নাধর্ম্মরুচয়ো লোকা নেতয়ঃ সন্তু ভারতে॥"

ভারতবর্ষে রমার্চ্চনা নাই বলিয়াই অদ্য ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত। মাতঃ! সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারতবাসীকে রক্ষা কর।

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।
উত্তরপাড়া কলেজ।

# মণিরত্নমালা।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

৭

কো বা দরিদ্রো হি বিশালতৃষ্ণঃ শ্রীমাংশ্চ কো যস্য সমস্ততোষঃ। জীবন্মৃতঃ কস্তু নিরুদ্যমো যঃ কা বা মৃতাস্যাৎ সুখদা নিরাশা॥

১৪। শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, এ সংসারে দরিদ্র কে? গুরু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণা অপরিমেয়া সেই ব্যক্তিই প্রকৃত দরিদ্র। সচ্ছিদ্র করণ্ডক যেমন জলদ্বারা পূর্ণ হয় না, সেইরূপ যাহার বিষয়বাসনা প্রবল ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য পাইলেও তাহার মন কিছুতেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত বা পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং জীবনযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী অতি আবশ্যকীয় পদার্থসমূহের অসদ্ভাবনিবন্ধন চিরদুঃখী দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ঈপ্সিতবস্তুর অপ্রাপ্তি বা অভাবহেতু নিয়ত অসন্তোষে ও মহাদুঃখে কালহরণ করে।

"সর্ব্বসংসারদোষাণাং তৃষ্ণৈব দীর্ঘদুঃখদা।
অন্তঃপুরস্থমপি যা যোজয়ত্যতিসঙ্কটে॥"

এই সংসারের সকলপ্রকার দোষের মধ্যে তৃষ্ণাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখদায়িনী ইহা অন্তঃপুরস্থিত মনুষ্যগণকেও আকর্ষণ করিয়া বিষম সঙ্কটে নিপাতিত করে। অতএব—

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভিঃ যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ। তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখে নৈবাভিপূর্য্যতে॥"

মূঢ়ব্যক্তিরা যে তৃষ্ণা কোনমতে পরিত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না পণ্ডিত ব্যক্তিরা সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়েন। যেমন কৃষ্ণপক্ষীয় মেঘাচ্ছন্ন ঘোর তামসীনিশা ক্ষয় হইলে নিশাচরদিগের সঞ্চার নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ জীবের বিষয়তৃষ্ণার উপশম হইলে কায়পরিশ্রমাদি সকলপ্রকার দুঃখের শান্তি হয়। অতএব জীবের জরামরণ আধিব্যাধি প্রভৃতির আধারভূতা কালভুজঙ্গিনী তুল্য ভীষণা বিষয়তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করা মুমুক্ষু সাধকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৫। শ্রীমান্ কাহাকে বলা যায়? সমস্ত বিষয়ে যাহার সন্তোষ অর্থাৎ যাহার অন্তঃকরণ হইতে দুঃখজননী বিষয়বাসনা নির্ব্বাসিত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই শ্রীমান্।

"অপ্রাপ্তবাঞ্ছামুৎসৃজ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতঃ।
অদৃষ্টদুঃখদোষা যঃ সন্তুষ্টঃ স ইহোচ্যতে॥"

যিনি অপ্রাপ্তবিষয়ের প্রতি অভিলাষ এবং প্রাপ্তবিষয়ের প্রতি রাগদ্বেষাদি প্রদর্শন না করেন, সেই সৌম্যপুরুষকেই সন্তুষ্ট কহা যায়। বাসনাশূন্য সন্তুষ্ট পুরুষের চিত্ত সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে সুতরাং তাঁহাকে কোন বিষয়ের অভাব বোধ করিয়া কদাচ দুঃখিত হইতে হয় না। ক্রমশঃ—

[ ১৮৬৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত। ]

# হিন্দু-পত্রিকা।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, | ১৩০৩ সাল, ১৮১৮ শকাব্দা, | পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

## মণিরত্নমালা।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

"সন্তোষামৃতপানেন যে শান্তাস্তৃপ্তিমাগতাঃ।
ভোগশ্রীরচনা তেষামেব প্রতি বিধীয়তে॥"

সন্তোষরূপ সুধাপানে যে সকল ব্যক্তি শান্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করেন তাঁহাদের ভোগশ্রী অচলভাবে বিরাজিত থাকে। (যোগবাশিষ্ঠ)

১৬। জীবন্মৃত কে? যে ব্যক্তি নিরুদ্যম অর্থাৎ স্বধর্ম্মপালনে বা অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মে যে ব্যক্তি যত্নপ্রকাশ না করে সেই আলস্যপ্রিয় ব্যক্তিই জীবন্মৃত। কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডলে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া যিনি পুরুষকার অবলম্বনদ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন, তিনিই সার্থকজন্মা এবং তাঁহাকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবিত বলা যায়। কিন্তু—

"যে সমুদ্যোগমুৎসৃজ্য স্থিতা দৈবপরায়ণাঃ।
তে ধর্ম্মমর্থকামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্মবিদ্বিষঃ॥"

যাহারা উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র দৈবকে আশ্রয় করতঃ নিশ্চিন্ত থাকে সেই আত্মবিদ্বেষ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সকলই বিনষ্ট হয়। অলস উদ্যমহীন পুরুষ আত্মো-ন্নতি ও লোকহিত সাধন করিতে সক্ষম না হইয়া ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং সুদুর্লভ সর্ব্বপ্রদ মানবজন্ম বৃথা কাটাইয়া জীবিতাব-স্থাতেই মৃততুল্য হইয়া থাকে। অতএব পুরু-ষার্থলাভাভিলাষী পুরুষ শরীরস্থ মহারিপু আলস্যকে পরিত্যাগ করিয়া পরমহিতকারী উদ্যমকে আশ্রয় করিবেন।

(১৭) অমৃতস্বরূপ কি? সুখদায়িনী নিরাশা। কারণ।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
( ভাগবৎ )

আশাই পরম দুঃখজনক এবং নিরাশা পরম সুখকর। অমৃত পান করিলে যেমন আর মৃত্যু হয় না তদ্রূপ নৈরাশ্য অবলম্বন করিলে মনুষ্য জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং জ্ঞানলাভ করিয়া "অমৃত" অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। যোগবাশিষ্ঠে বলিয়াছেন—

আশা যাবদশেষেণ ন লূনাশ্চিত্তসম্ভবাঃ।
বীরুধো দাত্রকেণেব তাবন্নঃ কুশলং কুতঃ॥

"দাত্রদ্বারা লতাচ্ছেদের ন্যায় যাবৎ পর্য্যন্ত মনোজাত আশা সকল ছিন্ন না হয়, তাবৎ আমাদের কল্যাণ কোথায়? অতএব নিজ-হিতাভিলাষী ব্যক্তির দুরাশা পরিত্যাগ করাই উচিত। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন।

তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতং।
যে নাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতং॥

সেই ব্যক্তিই সকলশাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ

করিয়াছেন ও সেই ব্যক্তিই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন যিনি আশাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া (পরিত্যাগ করিয়া) নৈরাশ্যকে অবলম্বন করিয়াছেন। যেরূপ মলিন দর্পণে মুখ প্রতিবিম্বিত হয় না সেইরূপ আশাদ্বারা ধৈর্য্যহীন ও সন্তোষবর্জ্জিত পুরুষের সমলচিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় না। "যেমন বসন্তকালে প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহদ্বারা বসুন্ধরার শোভা মনোহারিণী হয় সেইরূপ দুরাশা পরিত্যাগরূপ ক্ষীরস্নানদ্বারা এই অশেষ দোষাকর সংসারও মনোরম হইয়া থাকে অর্থাৎ আশা পরিত্যাগী ব্যক্তির পক্ষে সকলই আনন্দজনক হয়।"

পাশোঽহি কো যো মমতাভিমানঃ সংমোহয়ত্যেব সুরেব কাস্ত্রী। কো বা মহান্ধো মদনাতুরেযঃ মৃত্যুশ্চ কো বাপয়শঃ স্বকীয়ং॥

(১৮) শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, সংসারে পাশ কি? অর্থাৎ জীব এ সংসারে কিসে আবদ্ধ রহিয়াছে? গুরু কহিলেন—মমতারূপ অভিমানরজ্জুতে।

"মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে।"

(কুলার্ণবতন্ত্র)

মম অর্থাৎ "আমি" "আমার" এইরূপ যে দৃঢ়জ্ঞান তাহাদ্বারা জীব বন্ধনপ্রাপ্ত হয়; আর নির্ম্মম অর্থাৎ আমি, আমার, এইরূপ জ্ঞানরহিত হইয়া জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।

অহংকারাদিসম্বন্ধো যাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
সংসারস্তাবদেব স্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিনঃ॥

(অধ্যাত্মরামায়ণ)

"যাবৎকাল জীবাত্মা অবিবেকবশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মমতাবুদ্ধি পরিত্যাগ না করেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে থাকেন। যাবৎ অহংকার বা অভিমান থাকে তাবৎ আশার শান্তি হয় না। জীব আশাপাশে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণাভোগ করে।" অবিদ্যাবশবর্ত্তী জীব বিকারী পরিণামী প্রাপ্ত দেহে অহংবুদ্ধি হইয়া আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, এইরূপ যে ভাবনা করে পরদেহগত অভিমানী মন, সেই পূর্ব্বসংস্কারানুরূপ কর্ম্মফল উৎপাদন করে এবং সেই কর্ম্মানুসারে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়। অমল সত্ত্বগুণাশ্রয় নির্ব্বিকার ভগবানের প্রতি "প্রেমসঙ্গতা অনন্য মমতা" দ্বারা উক্ত মমতারূপ অভিমানপাশ ছিন্ন হইয়া থাকে।"

(১৯) কোন পদার্থ সুরার ন্যায় মনুষ্যকে বিমোহিত করে? স্ত্রী।

বিপুলোল্লাসদায়িন্যো মদমন্মথপূর্ব্বকং।
কো বিশেষো বিকারিণ্যা মদিরায়াস্ত্রিয়াস্ততঃ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

সুরা এবং রমণীতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; কারণ সুরা যেমন উন্মত্ততা ও কামসন্তাপ উৎপাদনপূর্ব্বক বিপুল উল্লাস প্রদান করে এবং চিত্তকে বিকৃত করে, নারীও সেইরূপ করিয়া থাকে। (১) অতএব নিঃশ্রেয়সলাভার্থী পুরুষ প্রমদাসম্বন্ধে কদাচ অনবধান হইবেন না।

(২০) কোন্ ব্যক্তি মহান্ধ? যে ব্যক্তি মদনাতুর।

মধুমত্তাৎ সুরামত্তাৎ কামমত্তো বিচেতনঃ।
মৃত্যুং ন গণয়েৎ কামী কামেন হৃতমানসঃ॥

---

(১) শান্তি শতককারও বলিয়াছেন,

অলমতি চপলত্বাৎ স্বপ্নমায়োপমত্বাৎ
পরিণতি বিরসত্বাৎ সঙ্গমে নাঙ্গনায়াঃ।
ইতি যদি শতকৃত্বস্তত্ত্বমালোচয়ামঃ
তদপিন হরিণাক্ষীং বিস্মরত্যন্তরাত্মা॥

অঙ্গনা সঙ্গসুখ স্বপ্নমায়ার ন্যায় অলীক অতিশয় চঞ্চল এবং পরিণামে বিরস। অতএব তাহাতে প্রয়োজন কি? শতশতবার যদ্যপি এ বিষয় আলোচনা করা যায় তথাপি মন কুরঙ্গনয়না ললনাকে ভুলিতে পারে না।

কামমত্ত পুরুষকে মধুমত্ত ও সুরামত্ত পুরুষ অপেক্ষাও বিচেতন বলিতে হয়। কারণ কামাপহৃতচিত্ত কামী পুরুষ আপনার মৃত্যুপর্য্যন্তও গণনা করে না। মোহিনী সন্দর্শনে মহেশের মোহপ্রাপ্তি বৃত্তান্ত, রাজর্ষি পাণ্ডুর মৃত্যুবৃত্তান্ত এবং ভক্তমালের বিল্বমঙ্গল উপাখ্যান প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(২১) মৃত্যু কি? নিজের অপযশই মৃত্যু। কারণ।

"যশস্বী কীর্ত্তিমান্ যো হি মৃতো জীবতি সন্ততং।
অযশঃ কীর্ত্তিসংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥"

যে ব্যক্তি যশস্বী ও কীর্ত্তিমান হইয়া জীবন যাপন করেন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও চিরকাল জীবিত থাকেন। কিন্তু যিনি যশস্বী ও কীর্ত্তিমান নহেন তিনি জীবিত থাকিয়াও জীবনহীন। যিনি লোকহিত ব্রত, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, জ্ঞানী, সচ্চরিত্র এবং সকলের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক এসংসারে তাঁহারই যশঃ ও কীর্ত্তি অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈদৃশ ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও এই যশঃকীর্ত্তি লোকের হৃদয় চিরকাল অধিকার করিয়া থাকে এবং তাঁহাকে জগতে অমরত্বপ্রদান করে। যশঃ অর্জ্জন করা যাহার জীবনের লক্ষ্য নহে সে ব্যক্তি নিজের এবং জগতের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টসাধন করিতে পারে না। এ নিমিত্ত তাঁহার জীবিত থাকা না থাকা উভয়ই সমান। তাই মহাজনেরা বলিয়াছেন।

"মাংসমূত্রপুরীষাস্থিনির্ম্মিতে চ কলেবরে।
বিনশ্বরে বিহায়াস্থাং যশঃপালয় মিত্র মে॥"
(হিতোপদেশ)

হে মিত্র! মলমূত্র মাংসাদিবিনির্ম্মিত বিনশ্বর দেহের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যশঃ রক্ষা কর।

(৯)

কো বা গুরুর্যোহি হিতোপদেষ্টা শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্তএব। কো দীর্ঘরোগো ভবএব সাধো কিমৌষধং তস্য বিচারএব॥

(২২) শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, কাহাকে গুরু কহা যায়। গুরু উত্তর করিলেন, যিনিই হিতোপদেশ প্রদান করেন তিনিই গুরু। হিতোপদেশ শ্রবণদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবেক জন্মে এবং অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। যাঁহার নিকট হইতে কল্যাণকর সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই হিতৈষী ব্যক্তিই পরম পূজনীয় এবং সম্মানার্হ।

(২৩) শিষ্য কে? যে গুরুভক্ত তাহাকেই শিষ্য বলা যায়। শিষ্যত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ করা। গুরুর প্রতি অচলাভক্তিদ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন,

যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষু রধিগচ্ছতি॥

যেমন কোন ব্যক্তি খনিত্রদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে জল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শিষ্য ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত সেবা শুশ্রূষাদিদ্বারা গুরুর প্রীতিসাধন করিতে পারিলেই গুরুগত সমুদায় বিদ্যালাভ করিতে পারেন। অতএব বিদ্যার্থী শিষ্য স্বীয় গুরুকে জগদ্গুরু ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপ জ্ঞান করত তাঁহার প্রতি ভক্তি করিবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাগবৎ)

আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে কখন তাঁহার অবমাননা করিবে না, এবং মনুষ্যবোধে তাঁহার অসূয়া করিবে না যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবময়।

তন্ত্রসারে গুরু শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

"গু শব্দে অন্ধকার এবং রু শব্দে অন্ধকার নিরোধক অতএব গুরু আন্তরিক অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।"

"গুরু শুশ্রূষয়াত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে।
( বিষ্ণুস্মৃতি )

গুরুসেবাদ্বারা লোকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। অতএব গুরুভক্ত শিষ্যই প্রশংসনীয়।

(২৪) দীর্ঘরোগ কি? ভব অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর প্রবাহরূপ এই সংসারই দীর্ঘরোগ। বহুজন্মজন্মান্তর জীব এই ভবরোগ যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে।

( ২৫ ) সেই ভবব্যাধির ঔষধ কি? বিচার।

কোঽহং কথময়ং দোষঃ সংসারাখ্য উপাগত।
ন্যায়েনেতি পরামর্শঃ বিচারঃ ইতি কথ্যতে॥
( যোগবাশিষ্ঠ )

"আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদিরূপে আমরা যে সর্ব্বদা "আমি" "আমি"র ব্যবহার করিতেছি সেই আমি কে? অর্থাৎ আমার স্বরূপ কি? এবং জনন মরণরূপ সংসারদোষ কোথা হইতে সমাগত হইল? ন্যায়ানুসারে এবম্প্রকার অনুসন্ধানের নাম বিচার। যে জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ সেই জ্ঞান এই আত্মবিচার হইতে উৎপন্ন হয়।

আত্মাভাসস্থ জীবস্ত সংসারোঽনাত্মবস্তুগাঃ
ইতি বোধো ভবেদ্বিদ্যা লভতেঽসৌ বিচারণাৎ॥
( পঞ্চদশী )

"পরমাত্মার আভাসস্বরূপ জীবেরই এই সংসার ইহার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ নাই, যদি পরমাত্মার সহিত সংসারের সম্বন্ধ থাকিত তবে ইহাও তাঁহার ন্যায় নিত্যবস্তু হইত, এই প্রকার বিবেচনাকেই জ্ঞান বলা যায়, আত্মবিচারদ্বারা এই জ্ঞানলব্ধ হইয়া থাকে। সম্যক্‌রূপে আত্মবিচার অবলম্বনদ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ সন্দর্শন করে, ব্রহ্মপদ দর্শনদ্বারা জীবের ভবরোগ প্রশমিত হয়। অতএব বিচারই সংসাররূপ মহাব্যাধির মহৌষধ।

( ১০ )

কিং ভূষণাদ্ ভূষণমস্তিশীলং তীর্থং পরং কিং স্বমনো বিশুদ্ধং। কিমত্র হেয়ং কণকঞ্চ কান্তা শ্রাব্যং সদা কিং গুরুবেদবাক্যং॥

(২৬) শিষ্য প্রশ্ন করিলেন মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ কি? গুরু উত্তর করিলেন শীল ( সৎস্বভাব )

সতিশীলে গুণাভাতি পুংসাং শৌর্য্যাদয়ো যথা।
যৌবনে সদলঙ্কারাঃ শোভাং বিভ্রতি সুভ্রুবঃ॥
( দৃষ্টান্ত শতক )

বরাঙ্গনাগণ যৌবনকালে মনোজ্ঞভূষণে বিভূষিত হইলে যেরূপ সুন্দর শোভা ধারণ করে, সেইরূপ শীলবান পুরুষের শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ সকল উদ্ভাসিত হয়। শীলই ধর্ম্মাদির আশ্রয়স্থান। দৈত্যকুলপতি প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণবেশ-ধারী দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বীয় শীলরত্ন সমর্পণ করিলে পর ধর্ম্মাদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন অবশেষে "শ্রী" তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় বলিয়াছিলেন "হে ধর্ম্মবজ্ঞ! তুমি শীলদ্বারা ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছিলে, সুররাজ তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তোমার সেই শীল হরণ করিয়াছেন ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত, বল ও আমি, শীলই আমাদের সকলের মূল। ( মহাভারত )

শীলবান্ ধার্ম্মিক পুরুষই প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকেন।

(২৭) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ কি? নিজের বিশুদ্ধ মনই শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

"তীর্থ ত্রিবিধ স্থাবর, জঙ্গম ও মানস। স্থাবর তীর্থ গঙ্গাদি এবং অযোধ্যা, মথুরা, কাশী প্রভৃতি মোক্ষদায়িকা পুরী সমুদায়। জঙ্গমতীর্থ ব্রাহ্মণগণ। মানসতীর্থ ক্ষমা, সত্য, দম, দয়া, দান, সরলতা, সন্তোষ প্রিয়বাদিতা, ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞান ধৃতি, পুণ্যকর্ম্ম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিই সকল ধর্ম্মের সার। রজস্তমঃ গুণ-প্রভব কামলোভাদি ও রাগাদিবাসনাচিত্তের মলস্বরূপ। এই সকল অমঙ্গল ও উপদ্রব দূরী-ভূত হইলে মন সত্বগুণের অধিষ্ঠানবশে প্রস-ন্নতা লাভ করে। মন শুদ্ধ না হইলে কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না। ভস্মরাশিতে ঘৃতার্পণের ন্যায় সকলই পণ্ড হয়।

তন্মনঃ শোধনং কার্য্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুভিঃ।
বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্ মুক্তিঃ করফলায়তে॥

(বিবেকচূড়ামণি)

অতএব মুমুক্ষুব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে মনকে নির্ম্মল করিবেন। মন বিশুদ্ধ হইলেই মুক্তি হস্তস্থিত ফলের ন্যায় অনায়াস লভ্য হয়। অন্তঃকরণ নির্ম্মল অর্থাৎ কামাদিবাসনা পরিশূন্য হইলে অন্যকোন পুণ্যতীর্থ নিসেবনের প্রয়োজন থাকে না। যাঁহার মন বিশুদ্ধ হইয়াছে তিনি গৃহে বসিয়াই তীর্থসেবার ফল প্রাপ্ত হন্ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন ভগবান স্বয়ং চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়াছেন।

যঃ স্বধর্ম্মেণ মাং নিত্যং নিরাশীশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ভজতে শনকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি॥

(ভাগবৎ)

হে রাজন্! যে ব্যক্তি নিষ্কাম ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া স্বীয় বর্ণাশ্রম কর্ম্মদ্বারা আমার উপাসনা করে তাহার মন ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন হয়।

(২৮) এ সংসারে হেয়পদার্থ কি? কামিনী কাঞ্চন। কেননা

"লৌহদারুময়ৈঃ পাশৈঃ দৃঢ়বদ্ধোঽপি মুচ্যতে।
স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো মুচ্যতে ন কদাচন॥"

লৌহশৃঙ্খলে ও দারুময়পাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইলেও মনুষ্য কোনরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীধনাদিতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি কদাচ মুক্ত হইতে পারে না। অতএব যে বস্তু মুক্তিলাভের অন্তরায় তাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

(২৯) সর্ব্বদা কি শ্রবণ করা কর্ত্তব্য? গুরুবাক্য এবং বেদবাক্য।

(ক) গুরুবাক্যসম্বন্ধে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "হে তাত যুধিষ্ঠির সুপূজিত পিতামাতা ও গুরুগণ যে কর্ম্ম করিতে অনুমতি করিবেন তাহা ধর্ম্মই হউক্ বা ধর্ম্মবিরুদ্ধই হউক্ অবিচলিতচিত্তে তাহাই কর্ত্তব্য। তাঁহা-দিগের অননুজ্ঞাত হইয়া অন্য ধর্ম্ম আচরণ করিবে না। তাঁহারা যাহা অনুজ্ঞা করিবেন তাহাই ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয় জানিবে।"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

(খ) বেদসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনং।
তস্মাদেতং পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনং॥

সনাতন বেদশাস্ত্র সর্ব্বভূতকে ধারণ করেন, তন্নিমিত্ত ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। বেদই পুরুষের পুরুষার্থসাধক। অতএব গুরুবাক্য এবং বেদবাক্য শ্রবণদ্বারা লোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের যোগ্য হইতে পারে।

কে হেতবো ব্রহ্মগতেস্তু সন্তি সৎসঙ্গদান্তি বিচারতোষাঃ। কে সন্তি সন্তোঽখিল বীত-রাগাঃ অপাস্তমোহাঃ শিবতত্বনিষ্ঠাঃ॥

(৩০) শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি উপায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়? গুরু কহিলেন, সাধুসঙ্গতি, দান্তি, বিচার ও তোষ।

(ক) সাধুসঙ্গতি—

নিত্যং সজ্জনসম্পর্কাৎ বিবেক উপজায়তে।
বিবেকপাদপস্যৈব ভোগমোক্ষৌ ফলে স্মৃতৌ॥

নিত্য সাধুজনসংসর্গ হইতে বিবেক উৎপন্ন হয়। ভোগ এবং মোক্ষ এই বিবেক বিটপী.র দুইটী ফল। আচার্য্য স্বকৃত মোহমুদ্গরেও বলিয়াছেন "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

"বহূনাং জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদিযোগতঃ।
দৈবাত্তুবেং সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদর্শনং॥"

তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যস্থান দর্শনফলে বহু জন্মের পর দৈবানুকম্পায় মনুষ্যের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। অতএব "সদ্ভিঃ সঙ্গং প্রকুর্ব্বীত সিদ্ধিকামঃ সদা নরঃ" সিদ্ধিকাম ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুসহবাস করিবেন।

(খ) দান্তি—ইন্দ্রিয়দমন।

দান্তস্যায়ং লোকঃপরশ্চ, নাদান্তস্য ক্রিয়া কাচিং সমৃধ্যতি।

যে ব্যক্তি দান্ত ইহলোক ও পরলোক তাহার আয়ত্ত আর অদান্ত ব্যক্তির কোন ক্রিয়াই সিদ্ধ হয় না। (বিষ্ণুসংহিতা) ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "নিশ্চয়দর্শী বৃদ্ধগণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহকেই নিঃশ্রেয়সের কারণ বলিয়া থাকেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে ইন্দ্রিয়নিগ্রহই সনাতন ধর্ম্ম।" তত্ত্বজ্ঞান অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়গণ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান মানবের চিত্তক্ষেত্রে অবিচলিতরূপে অবস্থান করিতে পারে না।

"ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তে নাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥
(মনু) ২।৯৯

যেমন কোন চর্ম্মনির্ম্মিত জলপাত্রের একটী মাত্র ছিদ্রদ্বারা পাত্রস্থ সমুদায় জলই নিঃসৃত হইয়া যায় সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয়ও কোন বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া দূষিত হয় তবে সেই নিমিত্ত প্রজ্ঞা (তত্ত্বজ্ঞান) ক্ষরিত হয় অর্থাৎ কোন ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু—

"বশেহিযস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"
(গীতা)

ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত হয় তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থির থাকে। ইন্দ্রিয় দমন ব্যতিরেকে আদৌ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব—

ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপ হারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥
(মনু ২।৮৮

সারথি যেমন রথে নিয়োজিত অশ্বসমূহের নিয়মনে যত্নশীল হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ মনুষ্যেরা মনোহারী বিষয়সমূহে ভ্রাম্যমাণ ইন্দ্রিয়গণের সংযমন জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন।

(গ) বিচার ২৫ প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

(ঘ) তোষ—"পুংসো যঃ সংসৃতের্হেতুরসন্তোষোঽর্থকাময়োঃ। যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তোষোমুক্তয়ে স্মৃতঃ॥

অর্থকামবিষয়ে অসন্তোষই পুরুষের সংসারবন্ধনের কারণ। যদৃচ্ছালব্ধ বিষয়ে সন্তোষই মুক্তির হেতু।" "সন্তোষাৎ অনুত্তমঃ সুখলাভ" বিষয়বাসনার নিবৃত্তির নাম সন্তোষ, সন্তোষ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুখলাভ হয় (পাতঞ্জলযোগসূত্র)। অতএব "সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।" (মনু)

সুখার্থী মানব একান্ত সন্তোষরূপ মহারত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংযতভাবে থাকিবেন।"

(৩১) কিপ্রকার ব্যক্তিগণকে সাধু কহা যায়? সমস্ত বিষয়ে যাঁহাদের বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, যাঁহাদের মোহ (অবিবেক) অপগত

হইয়াছে এবং যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহাদিগকেই সাধু বলা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

"সন্তোহনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥"

(ভাগবৎ)

যাঁহারা নিরপেক্ষ, মচ্চিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বরহিত, নিষ্পরিগ্রহ, তাঁহারাই সাধুলোক। সাধুগণের প্রশংসা করিয়া স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন "সূর্য্যকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তদ্রূপ সাধুকে আশ্রয় করিলে মনুষ্যের কর্ম্মজাড্য, আগামী সংসারভয় এবং সংসারের মূল যে অজ্ঞান সকলই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকার ন্যায় শান্ত সাধু ব্রহ্মজ্ঞানীরা ঘোর ভবসমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির পরমগতি হয়েন। যেমন অন্ন প্রাণি দিগের প্রাণ যেমন আমি আর্ত্তদিগের শরণ্য এবং যেমন ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের পরকালের ধন, সেইরূপ সাধুরা সংসারপতনে ভীত লোক-দিগের শরণ্য।" ভাগবত ১১।২৭।৩১।৩২।৩৩।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

---

# ভাষাপরিচ্ছেদ।

মূল। সমবায়িকারণত্বং দ্রব্যস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ। দ্রব্যই কেবল সমবায়ি কারণ হয় জানিবে।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। সমবায়িকারণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ফলকথা যে কারণ স্বয়ং কার্য্যরূপে পরিণত হয় তাহার নাম সমবায়িকারণ। যেমন বস্ত্রের সূত্র এবং সূত্রের তুলা। সূত্র ও তুলা যথাক্রমে বস্ত্র ও সূত্ররূপে পরিণত হয়। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সপ্তপদার্থ, তাহার মধ্যে দ্রব্যপদার্থ কেবল সমবায়িকারণ হয়। গুণ, কর্ম্ম, সামান্য বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই ষট্পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না।

মূল। গুণকর্ম্মমাত্রবৃত্তি জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বম্॥ ২৩॥

অনুবাদ। অসমবায়িকারণতা কেবল গুণ ও কর্ম্মে থাকে, জানিতে হইবে।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। গুণ ও কর্ম্ম ব্যতীত অসমবায়িকারণ হইতে পারে না। সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন যে বস্তু, তাহার নাম অসমবায়িকারণ। যেমন কপালদ্বয়ের সংযোগ ও ক্রিয়া ঘটের অসমবায়িকারণ; কেননা ঘটের সমবায়িকারণ কপালদ্বয়, তাহাতে সংযোগ গুণ ও তদ্গত ক্রিয়া সমবায়সম্বন্ধে থাকে, অতএব ঘটের প্রতি কপালদ্বয়ের সংযোগ ও ক্রিয়া অসমবায়িকারণ। ফলকথা, গুণ ও কর্ম্ম ভিন্ন অন্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য অসমবায়িকারণ হয় না।

মূল। অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্য আশ্রিতত্বমিহোচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা ১। নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ—পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা—এই পাঁচটী নিত্যদ্রব্য।

২। আশ্রিতত্বং—সমবায়াদিসম্বন্ধেন বৃত্তিমত্ত্বম্।

অর্থাৎ সমবায়াদিসম্বন্ধে অবস্থান করা। সমবায়সম্বন্ধের কথা মূল হিন্দুপত্রিকার ন্যায় পরিভাষা কথিত হইয়াছে।

ইহ—সপ্তপদার্থের মধ্যে—

অনুবাদ। ইহার মধ্যে নিত্যদ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থের স্বাধর্ম্ম্য আশ্রিতত্ব বলেন।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। নিত্যদ্রব্যের গুণ আশ্রিতত্ব হইতে পারে না, কেননা নিত্যদ্রব্য কাহারও আশ্রিত হয় না, পরন্তু আশ্রয় হইয়া থাকে। আকাশাদি নিত্যদ্রব্য সকলের আশ্রয়। আকাশাদির আশ্রয়ের উপযুক্ত বস্তু নাই। এই আশ্রিতত্ব ও আশ্রয়ভাব সমবায়সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। কালিকাদিসম্বন্ধে সকল বস্তুই সকল বস্তুতে আশ্রিতাশ্রয়ভাব অবস্থান করিতে পারে। কালিকাদিসম্বন্ধের কথা হিন্দুপত্রিকার ন্যায় পরিভাষা প্রস্তাবে ব্যক্ত আছে।

আভাষ। এক্ষণে বিশেষ করিয়া দ্রব্যের স্বাধর্ম্ম্য বলিতেছেন।

মূল। ক্ষিত্যাদীনাং নবানাস্তু দ্রব্যত্ব গুণ যোগিতা॥ ২৪

বিষমপদব্যাখ্যা ১। ক্ষিত্যাদীনাং নবানাং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল দিক্, দেহী (আত্মা) ও মন এই নয়টী দ্রব্যের।

২। গুণযোগিতা গুণাশ্রয়তা গুণবত্ত্ব ইত্যর্থ।

অনুবাদ। ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টী দ্রব্যের স্বাধর্ম্ম্য দ্রব্যত্ব ও গুণবত্ত্ব।

মূল। ক্ষিতির্জলং তথা তেজঃ পবনো মন এব চ। পরাপরত্ব মূর্ত্তত্ব ক্রিয়াবেগাশ্রয়া অমী॥ ২৫॥

বিষমপদব্যাখ্যা। পরাপরত্বের কথা পরে ব্যক্ত হইবে। মূর্ত্তত্ব অপকৃষ্টপরিমাণবত্ত্ব।

অনুবাদ। পরত্ব, অপরত্ব, মূর্ত্তত্ব, ক্রিয়াবত্ত্ব ও বেগবত্ত্ব এই পাঁচটী ক্ষিতি, জল, তেজ, পবন ও মনের স্বাধর্ম্ম্য হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। অপকৃষ্ট পরিমাণবত্ত্বের নাম মূর্ত্তত্ব অর্থাৎ যে পদার্থের পরিমাণের সীমা হয়, তাহার নাম মূর্ত্ত। আকাশাদি প্রভৃতি পদার্থের পরিমাণের সীমা হয় না, কাজেই আকাশাদি মূর্ত্তপদার্থের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আকাশাদির পরিমাণ পরমমহান্ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সসীম পরিমাণই অপকৃষ্ট পরিমাণ, অসীম পরিমাণ উৎকৃষ্ট পরিমাণ, উৎকৃষ্ট পরিমাণকে পরমমহান্ বলা যাইতে পারে।

মূল। কালখাত্মাদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১ সর্ব্বগতত্ব সর্ব্বব্যাপিত্ব।

২। পরমং মহৎ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট। অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা মহৎ আর নাই।

অনুবাদ। কাল খ (আকাশ) আত্মা ও দিক্—এই চারি পদার্থের স্বাধর্ম্ম্য সর্ব্বগতত্ব ও পরম মহত্ত্ব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। সর্ব্বগত বস্তুকে বিভু বলে। বিভুর লক্ষণ যে বস্তু সর্ব্বমূর্ত্তের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকে এমন মূর্ত্তপদার্থ নাই, কাল, আকাশ, আত্মা ও দিক্ যাহার সহিত সংযোগ রহিত মূর্ত্তপদার্থ অপকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট কেননা তাহার পরিমাণের সীমা হয়। বিভুপদার্থ পরমমহান্ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট সেই কারণে উহার পরম মহত্ত্ব। বিভুপদার্থ অসীম। উহার পরিমাণের সীমা হয় না বলিয়াই পদার্থান্তর হইতে উহার পরিমাণের উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

মূল। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতানি চত্বারিস্পর্শবন্তির্হি। ২৬

অনুবাদ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী ভূতপদার্থ, (অতএব ইহাদের স্বাধর্ম্ম্য ভূতত্ব) তাহার মধ্যে ক্ষিতি, অপ্ তেজ ওবায়ুর স্বাধর্ম্ম্য স্পর্শবত্ত্ব।

বিস্তৃতব্যাখা। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণবত্ত্বং ভূতত্বং অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণপ্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য (প্রত্যক্ষের যোগ্য) যে বিশেষ গুণ, সেই গুণবিশিষ্ট বস্তু ভূত। বিশেষ গুণ

আত্মার থাকিলেও সে বিশেষ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হওয়া লক্ষণ অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হইল না। অথবা আত্মাভিন্নত্বে সতিবিশেষ গুণবত্বং ভূতত্বং। আত্মা ভিন্ন বিশেষ গুণশালী বস্তু ভূত।

স্পর্শবত্তা সমবায়সম্বন্ধে বুঝিতে হইল।

মূল।—দ্রব্যারম্ভশ্চতুর্ষু স্যাৎ।

অনুবাদ। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু এই চারি পদার্থ দ্রব্যের আরম্ভ হয় (অর্থাৎ ক্ষিতি-প্রভৃতি চারি দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য দ্রব্যারম্ভকত্ব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও বায়ু দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয়, আকাশ দ্রব্যের সমবায়িকারণ নয় নিমিত্ত কারণ মাত্র; অতএব দ্রব্য সকল (দ্রব্যসমবায়িকারণতা) ক্ষিতি প্রভৃতি চারিটী ভূতের সাধর্ম্ম্য হয়।

মূল। অথাকাশ শরীরিণাং অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষ গুণ ইষ্যতে॥ ২৭॥

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। শরীরিণাং—আত্মার।

২। অব্যাপ্যবৃত্তি। যাহার বৃত্তি ব্যাপিয়া হয় না। অর্থাৎ যাহার একদেশাবচ্ছেদে বৃত্তি অপর দেশের অবৃত্তি (অভাব) তাহার নাম অব্যাপ্য-বৃত্তি।

৩। ক্ষণিকত্বং তৃতীয়ক্ষণবৃত্তি ধ্বংস প্রতিযোগিত্ব। অর্থাৎ যাহার প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংস হয়, সেই প্রতিযোগী ক্ষণিক। যাহার ধ্বংস হয়, সেই প্রতিযোগী হইয়া থাকে।

৪। ইষ্যতে নৈ পণ্ডিতগণের অভিমত।

অনুবাদ। আকাশ ও আত্মার বিশেষ গুণ অব্যাপ্যবৃত্তি ও ক্ষণিক বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। অর্থাৎ আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি ক্ষণিক বিশেষ গুণবত্ব হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ বিশেষ গুণ ইষ্যতে। এই কারিকায় বিশেষ গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, আর আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞানাদি। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ অব্যাপ্য-বৃত্তি ও ক্ষণিক; কেননা একটী শব্দ সকল আকাশ ব্যাপিয়া হয় না, আকাশের যে দেশে শব্দ করা যায়, অপর দেশে তাহার অভাব থাকে এবং শব্দ প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহার স্থিতি এবং তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংস হয়। এই প্রকার আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞানাদিও অব্যাপ্য বৃত্তি, কেননা জ্ঞানাদি শরীরাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়, ঘটাদি অবচ্ছেদে তাহার অভাব থাকে, এবং প্রথমক্ষণে জ্ঞানাদির উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি হয় এবং তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংস হয় বলিয়া জ্ঞানাদিও ক্ষণিক, অতএব আত্মার সাধর্ম্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি বিশেষ গুণবত্ব এবং ক্ষণিক বিশেষ গুণবত্ব হইয়া থাকে।

পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ; কিন্তু তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি এবং স্থায়ীপ্রযুক্ত অক্ষণিক অর্থাৎ যাবৎ পৃথিবীতে গন্ধ আছে এবং গন্ধ ক্ষণিক নয়। এইপ্রকার জলাদির বিশেষ গুণরূপাদি অব্যাপ্য-বৃত্তি ও ক্ষণিক হইতে পারে না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
মহেশপুর।

# পঞ্চরত্নমালিকা।

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্মস্বনুষ্ঠীয়তাং তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্। পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোহনুসন্ধীয়তামাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্॥ ১॥

নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, সেই সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর, কাম্যকর্ম্মে মতিত্যাগ কর, পাপ সকল ধৌত কর, সংসারসুখের দোষানুসন্ধান কর, আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য কর ও নিজ গৃহ হইতে শীঘ্র গমন কর॥ ১॥

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সংত্যজ্যতাম্। সদ্বিদ্বানুসর্প্যতামনুদিনং তৎপাদুকে সেব্যতাং ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যসমাকর্ণ্যতাম্॥ ২॥

সাধুলোকের সহিত সঙ্গ কর, পরমেশ্বরে দৃঢ়াভক্তি রাখ, শমদমাদিগুণ লাভ করিবার জন্য যত্ন কর, শীঘ্র কর্ম্ম দৃঢ়রূপে সংন্যাস কর, সদ্বিদ্বান্ লোকের নিকট গমন কর, প্রতিদিন তাঁহাদের পাদুকা সেবন কর, একমাত্র ব্রহ্ম এই অক্ষরের অর্থানুসন্ধান কর ও শ্রুতিমূলক বাক্য শ্রবণ কর॥ ২॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোহনুসন্ধীয়তাম্। ব্রহ্মাস্মীতি বিভাব্যতামহরহো গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাং দেহেঽহং মতিরুজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্ব্বাদঃ সমুৎসৃজ্যতাম্॥ ৩॥

বেদবাক্যের অর্থগ্রহণ কর, বেদের পক্ষ আশ্রয়গ্রহণ কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, শ্রুতিযুক্ত তর্কানুসন্ধান কর, "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করিবে, সর্ব্বদা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহে অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, জ্ঞানীলোকের সহিত বাদানুবাদ পরিত্যাগ কর॥ ৩॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং স্বাদ্বন্নং ন চ যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সংতুষ্যতাম্। ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাং শীতোষ্ণাদিবিষহ্যতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্॥ ৪॥

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রতিদিন ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, স্বাদু অন্ন কাহারও নিকট ভিক্ষা করিবে না, দৈববশাৎ যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, ঔদাসীন্য ইচ্ছা করিবে, লোকের প্রতি ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বগুণ সহ্য করিবে, বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিবে না॥ ৪॥

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্। প্রাক্‌কর্ম্মপ্রবিলাপ্যতাং চিতি বলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাং প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনস্থীয়তাম্॥ ৫॥

নির্জ্জনে সুখে উপবেশন করিবে, পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিবে, পূর্ণব্রহ্ম নিরীক্ষণ করিবে, এই সংসার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক এইরূপ চিন্তা করিবে, প্রাক্তনকর্ম্ম যাহাতে লোপ হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবে, জ্ঞানবলে অন্য বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবে; প্রারব্ধ কর্ম্ম এই কালেই ভোগ কর ও পরব্রহ্মে অবস্থান কর॥৫॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যো
সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য।
তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোর-
তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতি প্রসাদাৎ॥৬॥

ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্যবিরচিতা রত্ন-
মালিকা সমাপ্তা॥ *

* ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের রচিত এইরূপ অনেক

যে মনুষ্য এই শ্লোকপঞ্চক পাঠ করেন এবং স্থিরচিত্তে ব্রহ্মচিন্তা করেন, চৈতন্যপ্রসাদে তাঁহার শীঘ্র সংসারদাবানলের তীব্র ঘোরতাপ শান্তি হইয়া যায়।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।
রাঁচি।

রামমোহন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে তাহা মাসে মাসে প্রকাশ করিব। বি, ভূ, দে।

# উপোদ্‌ঘাত।

ভক্তপ্রিয়ং ( )মামূর্ত্তিং
বিষ্ণুপ্রিয়ং কৌ নমু যুগ্মহীনং।
তুষ্টং সদা স্মেরমুখং পুরাণং
বন্দে নিবীশং ভবকর্ণধারং॥ (১)

মনুষ্যমাত্রেরই গুরুদীক্ষা আবশ্যক। গুরু-দীক্ষা না হইলে কোন ধর্ম্মকার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না ও গুরুর উপদেশ ব্যতীত শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরই গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া ও গুরুতে ভক্তি রাখা কর্ত্তব্য। গুরুতে ভক্তি না থাকিলে মনুষ্য কোনক্রমে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ গুরুকে সংসারসমুদ্রের "কর্ণধার" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন (২)। মহর্ষি মনুও পিতামাতা অপেক্ষা গুরুদেবের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন (৩)। যোগমায়া শৈলেশনন্দিনীও হিমালয়কে কহিয়াছিলেন যে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্মপদদাতা গুরুই সকলের শ্রেষ্ঠ তজ্জন্য গুরুর প্রতি ভক্তি রাখা কর্ত্তব্য (৪)। অন্যান্য ঋষিরাও গুরুদেবে ভক্তি করা সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন (৫)। বিবিধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে জ্ঞানলাভ করা যায় বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানে ব্রহ্মানুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেই

(১) স্তব।

(২) হিন্দুপত্রিকা ৩য় বর্ষ ৩য় খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা ১ স্তম্ভ।

(৩) ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমং।
গুরুশুশ্রূষয়াত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥
মনুসংহিতায়াং ২ অধ্যায়ে ২৩৩।

মনুষ্য মাতৃভক্তিদ্বারা ভূলোক, পিতৃভক্তিদ্বারা স্বর্গলোক ও গুরুসেবাদ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

(৪) তস্মাচ্ছাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তো ব্রহ্মদাতা গুরুঃ পরঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন শঙ্করঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রীগুরুং তোষয়েন্নগ।
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা তৎপরো ভবেৎ॥
অন্যথা তু কৃতঘ্নঃ স্যাৎ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
দেবীভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৩৬ অধ্যায়ে।

ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যে ব্রহ্মদাতা একমাত্র গুরুই সকলের শ্রেষ্ঠ। শিব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে মহাদেবও ত্রাণ করিতে পারেন না। হে পিতঃ! তজ্জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে কায়মনোবাক্যে গুরুকে সন্তুষ্ট করা ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে কৃতঘ্ন হয়, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

(৫) অজ্ঞানতমসাকীর্ণং চেতোদর্পণং বরং গুরুঃ।
জ্ঞানাঞ্জনেন সম্মার্জ্য করোতি ব্রহ্মনির্ম্মলম্॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ৪ অধ্যায়ে ৩।

গুরু নিজে অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তকে জ্ঞান-অঞ্জনদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া ব্রহ্মের ন্যায় নির্ম্মল করেন।

গুরূপদিষ্টমার্গেণ ধ্যায়ন্ মন্ত্রপরায়ণম্।
মৎসাযুজ্যং দ্বিজঃ সম্যগ্ ভজেদ্ভ্রমরকীটবৎ।
নৈব সাযুজ্যমুক্তিঃ স্যাদ্ ব্রহ্মানন্দকরী—শিবা॥
মুক্তিকোপনিষৎ ১ অধ্যায়ে ২২।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে কহিয়াছিলেন যে, গুরুর উপদিষ্টমার্গে যদি কোন ব্রাহ্মণ ভ্রমর কীটের ন্যায় আমার

জ্ঞানে কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক অনেকস্থলে অনেক বিষয়ে অপকার হইয়া থাকে। যোগমার্গে গুরুর উপদেশ ভিন্ন কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারা যায় না। পুস্তকপঠিত জ্ঞানে কোন যোগের কার্য্য করিলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না বরং শারিরীক ও মানসিকবৃত্তি এরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে চিরজীবনের মধ্যে আর পুনর্গঠিত হয় না সুতরাং যখন এরূপ জ্ঞানে কোন পারমার্থিকফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না তখন এরূপ জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ স্তবকালীন ভক্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া এরূপ জ্ঞানকে দোষ দিয়াছিলেন (৬)। কলিপাবনাবতার চৈতন্যদেবও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন (৭)। বরং অন্ধ ভক্তি থাকা ভাল তথাপি শুষ্কজ্ঞান থাকা ভাল নহে। সেই অন্ধ ও অচলাভক্তি গুরুদেবে থাকিলে মনুষ্যের আর সংসারদবদাহনযন্ত্রণা

---

'অব্যয়রূপ' ধ্যান করেন তাহাহইলে তিনি সম্যক্‌প্রকারে আমার সাযুজ্য লাভ করেন তাহাকেই ব্রহ্মানন্দকরী আনন্দদায়িনী সাযুজ্যমুক্তি কহে।

অব্যুৎপন্নমনা যাবত্ত্বা ন জ্ঞাত তৎপদঃ।
গুরু শাস্ত্রপ্রমাণৈস্তু নির্নীতং তাবদাচরঃ॥

ঐ ২ অধ্যায়ে ৩০॥

হে হনুমন্! যাবৎ তোমার দিব্যজ্ঞানোৎপত্তি না হয় ও ভগবৎপদ জ্ঞাত না হও তাবৎ গুরুপদিষ্ট শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা নির্নীত কার্য্য আচরণ কর।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১, ২, ১২।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ প্রপাঠকে ১ খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে নারদ ঋষি উপদেশ ও জ্ঞানলাভের জন্য সনৎকুমারের নিকট গমন করিয়াছিলেন।

তদ্ভিন্ন গোভিল, আপস্তম্ব, লাট্টায়নাদি গৃহ্যসূত্রেও গুরুর নিকট হইতে উপদেশ ও গুরুর প্রতি ভক্তির বিষয় বর্ণিত আছে। বিস্তৃতি বিষয় আর উল্লেখ করা গেল না। এতদ্ভিন্ন তন্ত্রেও স্বয়ং মহাদেবও গুরুর প্রতি ভক্তি করিতে আদেশ করিয়াছেন—

গুরোরাজ্ঞা বশীভূত্বা বিহরেদ্দেববৎ ভুবি ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৩ উল্লাসে ১৩৯।

গুরুর আজ্ঞা বশীভূত হইয়া দেবতার ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিবে।

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মোক্ষ এব করে স্থিতঃ।
সর্ব্বার্থদাতরি গুরৌ যস্য ভক্তিঃ সদা স্থিরা॥

কুলার্ণবে ১২ উল্লাসে।

দেবি! তাহার ধর্ম্মার্থকামে প্রয়োজন কি? তাহার হস্তে মোক্ষ বর্ত্তমান থাকে যাহার সর্ব্বোপরের সর্ব্বদা গুরুতে অচলা ভক্তি আছে।

মন্ত্রচৈতন্যবিজ্ঞাতা গুরুরুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।
নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ প্রত্যক্ষায় যদাজ্ঞয়া॥

গৌতমীয়তন্ত্রে ৫ অধ্যায়ে।

আদৌ সর্ব্বত্র দেবেশি মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।

নীলতন্ত্রে ৫ম পটলঃ।

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
গুরো পাদোদকে তানি নিবসন্তি হি সন্ততম্॥

গুপ্তসাধনতন্ত্রে ২য় পটলঃ।

এইরূপ প্রায় সকল তন্ত্রে ও স্মৃতিতে গুরুভক্তির আদেশ আছে।

(৬) শঙ্করাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের ২য় খণ্ডের ১২ মন্ত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন যে "শাস্ত্রজ্ঞোপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাৎ"

শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও (গুরুব্যতিত) স্বতন্ত্রভাবে কেহ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান করিবে না।

(৭) শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশলএব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায় ৪।

হে বিভো! তোমার মঙ্গলালয় ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ করেন তাঁহাদের ক্লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে আর কিছুই নহে যেরূপ অল্পপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকণাহীন স্থূল তুষকে আঘাত করিলে কোন ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না (সেইরূপ ভক্তি তুচ্ছ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ইচ্ছা করেন তাঁহারা কোন ফল পান না)।

ভোগ করিতে হয় না। গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করিলেও মনুষ্যকে পাপভাক্ হইতে হয় (৮)। গুরুতে ও দেবতাতে কোন পার্থক্য নাই এই ভাবিয়া গুরুকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। (৯)

গুরুর এই প্রাধান্যবশতঃ অনেক মহাত্মাও গুরুর স্তব রচনা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য ভগবান শঙ্করাচার্য্যের রচিত গুরু-স্তব অদ্য পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া গেল।

---

## গুর্ব্বষ্টকং।

শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং
যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥১॥

যদি সুরূপ শরীর হয় কিম্বা সুন্দরী স্ত্রী হয়, নির্ম্মল যশ হয় ও মেরুতুল্য ধন হয় কিন্তু যদি মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না থাকে তাহাহইলে তোমার কি হইবে? কি করিবে? কোথায় যাইবে ও কিসে মুক্তি হইবে? ॥ ১ ॥

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥২॥

স্ত্রী, ধন, পুত্র, পৌত্রাদি সমুদায় গৃহবন্ধু বান্ধব লাভ করিয়াছ কিন্তু মন যদি গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল তাহাহইলে (পূর্ব্ববৎ) ॥ ২ ॥

ষড়ঙ্গাদিবেদোমুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বাদিগদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৩॥

যদি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন কর মুখে শাস্ত্রবিদ্যা কবিত্বাদি বর্ত্তমান থাকে, গদ্য ও সুপদ্য রচনা করিতে পার কিন্তু যদি গুরুপাদপদ্মে মন লগ্ন না হয় তাহাহইলে ... ... ... ॥ ৩ ॥

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৪॥

যদি তোমার বিদেশে মান্য থাকে, স্বদেশে তুমি ধন্য হও, অনেক সৎকার্য্য করিতেছ ও অন্য অসৎকার্য্য কর নাই, কিন্তু যদি তোমার মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৪ ॥

ক্ষমামণ্ডলে ভূপ ভূপালবৃন্দৈঃ
সদা সেবিতং যস্য পদারবিন্দম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৫॥

যদি পৃথিবীমণ্ডলে রাজা ও রাজচক্রবর্ত্তী সকল তোমার পদারবিন্দ সেবা করে, কিন্তু

---

(৮) ধর্ম্মচারি মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে এক দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত।
চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১৯ পরিচ্ছেদে ৬৪।

তত্রৈব প্রমাণং
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে।
শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪।

(৯) কুরুতে নরবুদ্ধিঞ্চ মাতরং পিতরং গুরুং।
অযশস্তস্য সর্ব্বত্র বিঘ্নএব পদে পদে।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৬০ অধ্যায় ৭।

মাতা পিতা ও গুরুকে নরবুদ্ধি করিলে তাহার সর্ব্বত্র অযশ হয় ও পদে পদে বিঘ্ন হয়।

গুরোঃ পরতরং নাস্তি ত্রৈলোক্যে চ বিশেষতঃ।
গুরুণা পরমেশানি দেবতৈক্যং বিভাবয়েৎ।
বৃহন্নীলতন্ত্রে ৩য় পটলে।

ত্রিলোকের মধ্যে গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই। হে পরমেশানি! গুরুকে দেবতার সমান চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

যদি গুরুপাদপদ্মে তোমার মন লগ্ন না হয় তাহা হইলে ॥ ৫ ॥

যশো মে গতং দিক্ষু দানপ্রতাপাৎ
জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎ প্রসাদাৎ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৬॥

যে গুরুর প্রসাদে তোমার দান ও প্রতাপজনিত যশ দিক্ সকলে গিয়াছে ও জগতের সমস্ত বস্তু তোমার করতলগত হইয়াছে যদি সেই গুরুর পাদপদ্মে তোমার মন লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৬ ॥

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ
ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৭॥

তোমার চিত্ত আর ভোগবিষয়ে ধাবিত হয় না ( কারণ তুমি অনেক বিষয়ভোগ করিয়াছ ) তোমার চিত্ত আর যোগাকাঙ্ক্ষাও করে না ( কারণ যোগাভ্যাস করিয়াছ ), হস্তী ও ঘোটকের উপভোগেও চিত্ত আর ধাবিত হয় না, কান্তাসুখে ও ধনোপার্জ্জনেও চিত্ত আর ধাবিত হয় না যদি এসময় তোমার মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৭ ॥

অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে
ন দেহে মনো বর্ত্ততে মে ত্বনর্ঘ্যে।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৮॥

তোমার অরণ্যে বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, নিজের গৃহেও বাসেচ্ছা নাই কোন কার্য্যে মনযোগ নাই, নিজ অমূল্যদেহের প্রতিও মমতা নাই যদি এসময় তোমার মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৮ ॥

অনর্ঘ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্
সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৯॥

অমূল্যবস্তু ভোগ করিয়াছ, রাত্রিতে সম্যক্প্রকারে কামিনী আলিঙ্গন করিয়াছ যদি এইক্ষণও তোমার মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৯ ॥

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী
যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী।
লভেৎ বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং
গুরোরুক্ত বাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥ ১০ ।

যদি কোন পুণ্যাত্মা লোক যতি, ভূপতি, ব্রহ্মচারী কিম্বা গৃহী এই গুরুর অষ্টক পাঠ করেন তাহাহইলে তিনি বাঞ্ছিতার্থ লাভ করেন ও গুরুর উক্ত বাক্যে মন যাহার লগ্ন তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করেন ॥ ১০ ॥

গুর্ব্বষ্টক সম্পূর্ণ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।
রাঁচি।

---

# অগ্নিপুরাণ।

অগ্নিপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। ইহার বক্তা অগ্নি, শ্রোতব্য বশিষ্ঠঋষি।

একদা নৈমিষারণ্যে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞরত শৌনকপ্রভৃতি ঋষিবৃন্দ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সমাগত সূতকে স্বাগত-প্রশ্নপূর্ব্বক সারাৎসার কি? জিজ্ঞাসা করেন। একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই

সারাৎসার বলিয়া সূত অগ্নিবশিষ্ঠসংবাদে বিদ্যা-সার বলিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই গ্রন্থের মুখবন্ধ।

অগ্নিপুরাণ একখানি সংগ্রহ পুস্তক বলিলে অযথা হয় না। ইহাতে অনন্তবেদ্য বস্তু বর্ণিত নাই অথচ আছে সব। ব্যাকরণ, ছন্দ, শব্দা-লঙ্কার, অর্থালঙ্কার, অষ্টবর্গ অভিধান, জ্যোতিষ মন্ত্রমন্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনেরও অভাব আছে। সবই সংক্ষিপ্ত, সারময়। সংক্ষেপে সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ, মহাভারত এতদ্ভিন্ন পৃথগ্‌রূপে সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও যদুবংশ বর্ণিত আছে। মনুষ্য চিকিৎসা ব্যতীতও অশ্বাদির চিকিৎসা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে আরও সৃষ্টি, প্রলয়, রাজ-ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, বিবিধপ্রকার ব্রত, স্নানদান, অগ্নিকার্য্য, দীক্ষা, শিল্প, পুষ্ক-রিণীপ্রভৃতির প্রতিষ্ঠা, গঙ্গাদিতীর্থমাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধ, যোগশাস্ত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকাদির লক্ষণ, মহাদানাদি সন্ধ্যাবিধি, গায়ত্রীর অর্থ, স্বপ্নাধ্যায়, শাকুনবিজ্ঞান, যাত্রা, লক্ষ্মীস্তোত্র, মৎস্যাদি অবতার, ব্রহ্মাণ্ড-বর্ণন, দ্রব্যশুদ্ধি, রামোক্তনীতি, স্ত্রীপুরুষলক্ষণ, দায়ভাগ, ব্যবহার, গর্ভোৎপত্তি, শরীরাবয়বনরক ও মণ্ডলাদির কথা আছে। অধ্যাত্মকথাও অপ্রতুল নাই। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদও বিষদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সার গীতা, সেই গীতার সারসঙ্কলন ইহাতে করা হইয়াছে। অধিকন্তু কঠবল্লীতে যম নাচিকেতাকে যে সকল তত্ত্ব বলিয়াছিলেন তাহার সার যমগীতা নাম দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক তত্ত্ব আছে, নাই কেবল পৌরাণিক গল্প। সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে সূচিপত্রটী অবিকল তুলিতে হয়। উপসংহারে অগ্নিপুরাণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৮৩ তিনশত তিরাশি অধ্যায়ে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার অধ্যায় বড়ই সংক্ষিপ্ত। সংক্ষেপে বক্তব্যপ্রকাশ ইহার কারণ। এত সংক্ষেপে লেখা আছে যে একটী অধ্যায় ষড়পাদে রচিত একটীমাত্র শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে। অনেক অধ্যায় ৫।৭ শ্লোকে পরিসমাপ্ত। একটী অধ্যায়মাত্র ১২৪ শ্লোকে রচিত। সমগ্র অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৮৭৭৪। মন্ত্রময় কয়েকটী অধ্যায় গদ্যময়, তদ্ভিন্ন সব পদ্যময় অনেক মন্ত্র লিখিত আছে।

পাঠকের পরিচয়ের জন্য যমগীতা, গীতাসার অদ্বৈতবাদ পদ্যে ব্যাকরণ, শব্দরূপ, সন্ধিপ্রভৃতি কয়েক স্থান যথাক্রমে উদ্ধৃত করিব। আজ যমগীতা উপহার দিলাম।

---

## যমগীতা।

অগ্নিরুবাচ।

যমগীতাং প্রবক্ষ্যামি উক্তা যা নাচিকেত যে।
পঠতাং শৃণ্বতাং ভুক্ত্যৈ মুক্ত্যৈ মোক্ষার্থিনাং সতাং॥

যম উবাচ।

আসনং শয়নং যান পরিধানগৃহাদিকম্।
বাঞ্ছত্যহোঽতিমোহেন সুস্থিরং স্বয়মস্থিরঃ॥ ১॥
ভোগেষ্বশক্তিঃ সততং তথৈবাত্মাবলোকনম্।
শ্রেয়ঃ পরং মনুষ্যাণাং কপিলোদ্গীতমেব হি॥২॥
সর্ব্বত্র সমদর্শিত্বং নির্ম্মমত্বমসঙ্গতা।
শ্রেয়ঃ পরং মনুষ্যাণাং গীতং পঞ্চশিখেন তু॥ ৩॥
আগর্ভজন্মবাল্যাদি-বয়োবস্থাদিবেদনম্।
শ্রেয়ঃ পরং মনুষ্যাণাং গঙ্গাবিষ্ণুপ্রগীতকম্॥ ৪॥
আধ্যাত্মিকাদিদুঃখানামাদ্যন্তাদিপ্রতিক্রিয়া।
শ্রেয়ঃ পরং মনুষ্যাণাং জনকোদ্গীতমেব চ॥৫॥
অভিন্নয়োর্ভেদকরঃ প্রত্যয়ো যঃ পরাত্মনঃ।
তচ্ছান্তিঃ পরমং শ্রেয়ঃ ব্রহ্মোদ্গীতমুদাহৃতম্॥৬॥
কর্ত্তব্যমিতি যৎ কর্ম্ম ঋগ্‌যজুঃ সামসঞ্জিতম্।

কুরুতে শ্রেয়সে সঙ্গান্ নৈগীষব্যোম গীয়তে ॥৭॥
স্বামিঃ সর্ব্ববিবিৎসানামাত্মনঃ সুখহৈতুকী।
শ্রেয়ঃ পরং মনুষ্যাণাং দেবলোদগীতমিরিতম্ ॥৮॥
কামত্যাগাত্তু বিজ্ঞানং সুখং ব্রহ্মপরং পদম্।
কামিনাং নহি বিজ্ঞানং সনকোদগীতমেব তৎ ॥৯
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কার্য্যং কর্ম্মপরোঽব্রবীৎ।
শ্রেয়সাং শ্রেয় এতদ্ধি নৈষ্কর্ম্ম্যং ব্রহ্মতদ্ধরিঃ ॥ ১০ ॥
পুমাংশ্চাধিগতজ্ঞানো ভেদং নাপ্নোতি সত্তমঃ।
ব্রহ্মণা বিষ্ণুসংজ্ঞেন পরমেণাব্যয়েন চ ॥ ১১ ॥
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং সৌভাগ্যরূপমুত্তমং।
তপসা লভ্যতে সর্ব্বং মনসা যদ্‌যদিচ্ছতি ॥ ১২ ॥
নাস্তি বিষ্ণুসমং ধ্যেয়ং তপো নানশনাৎ পরং।
নাস্ত্যারোগ্যসমং ধন্যং নাস্তি গঙ্গাসমা সরিৎ ॥১৩
ন সোঽস্তি বান্ধবং কশ্চিদ্বিষ্ণুং মুক্ত্বা জগদ্গুরুম্।
অধশ্চোর্দ্ধং হরিশ্চাগ্রে দেহেন্দ্রিয়মনোমুখে ॥১৪॥
ইত্যেব সংস্মরন্ প্রাণান্ যস্ত্যজেৎ স হরির্ভবেৎ।
যত্তদ্ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বং যৎ সর্ব্বং তস্য সংস্থিতং ॥ ১৫ ॥
অগ্রাহ্যমনির্দ্দেশ্যং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ যৎ পরং।
পরাপরস্বরূপেণ বিষ্ণুঃ সর্ব্বহৃদিস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
যজ্ঞেশং যজ্ঞপুরুষং কেচিদিচ্ছন্তি তৎপরং।
কেচিদ্বিষ্ণুং হরং কেচিদ্ ব্রহ্মণমীশ্বরং তথা ॥১৭॥
ইন্দ্রাদিনামভিঃ কেচিৎ সূর্য্যং সোমঞ্চ কালকং।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগদ্বিষ্ণুং বদন্তি চ ॥ ১৮ ॥
স বিষ্ণুঃ পরমং ব্রহ্ম যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ।
সুবর্ণাদিমহাদানপুণ্যতীর্থাবগাহনৈঃ ॥ ১৯ ॥
ধ্যানৈর্ব্রতৈঃ পূজয়া চ ধর্ম্মশ্রুত্যা তদাপ্নুয়াৎ।
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীর-রথমেব চ ॥ ২০ ॥
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ॥ ২১ ॥
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন চেতসা ॥ ২২ ॥
ন সৎপদমবাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ॥২৩॥
স তৎপদমবাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে।
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ ॥ ২৪ ॥
সোঽধ্বানং পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ॥ ২৫ ॥
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরং ॥ ২৬ ॥
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি।
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ॥ ২৭ ॥
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।
যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্‌যচ্ছেজ্জ্ঞানমাত্মনি ॥২৮
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।
জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাত্মনোর্যোগং যমাদ্যৈর্ব্রহ্মসদ্ভবেৎ ॥২৯॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ।
যমাশ্চ নিয়মাঃ পঞ্চ শৌচং সন্তোষঃ সত্তপঃ ॥৩০॥
স্বাধ্যায়েশ্বরপূজা চ আসনং পদ্মকাদিকম্।
প্রাণায়ামো বায়ুজপঃ প্রত্যাহারঃ স্বনিগ্রহঃ ॥৩১॥
শুভেহ্যেকত্র বিষয়ে চেতসো যৎ প্রধারণম্।
নিশ্চলত্বাত্তু ধীমদ্ভির্ধারণা দ্বিজ কথ্যতে ॥ ৩২ ॥
পৌনঃ পুণ্যেন তত্রৈব বিষয়েব ধারণা।
ধ্যানং স্মৃতং সমাধিস্তু অহং ব্রহ্মাত্মসংস্থিতিঃ ॥৩৩॥
ঘটধ্বংসাদ্ যথাকাশমভিন্নং নভসা ভবেৎ।
যুক্তো জীবো ব্রহ্মণৈবং সদ্‌ব্রহ্ম ব্রহ্ম বৈ ভবেৎ ॥৩৪
আত্মানং মন্যতে ব্রহ্ম জীবো জ্ঞানেন নান্যথা।
জীবো হ্যজ্ঞানতৎকার্য্যমুক্তঃ স্যাদজরামরঃ ॥ ৩৫ ॥

অগ্নিরুবাচ।

বশিষ্ঠ! যমগীতোক্তা পঠতাং ভুক্তিমুক্তিদা।
আত্যন্তিকোলয়ঃ প্রোক্তো বেদান্তব্রহ্মধীময়ঃ ॥৩৬

ইত্যাগ্নেয়ে যমগীতা নাম দ্ব্যশীত্যধিক
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। অগ্নি বশিষ্ঠকে বলিলেন হে বশিষ্ঠ! তোমাকে যমগীতা বলিব; যম যাহা ভোগী পাঠকও শ্রোতার সুখভোগের জন্য এবং মোক্ষার্থীর মোক্ষের জন্য নাচিকেতাকে বলিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। মনুষ্য স্বয়ং অচিরস্থায়ী হইয়া অতি মোহবশতঃ চিরস্থায়ী

মঞ্চাদি, আসন, খট্টাদি শয়ন, অশ্বাদি যান, পরিধেয় বস্ত্রাদি ও গৃহাদি বাঞ্ছা করিয়া থাকে। কপিলমুনি বলিয়াছেন, সতত ভোগে অনাসক্তি এবং সর্ব্বভূতে আত্মনির্ব্বিশেষে সমদর্শিতা মনুষ্যের পরম মঙ্গলসাধন। পঞ্চশিখ ঋষি বলিয়াছেন, সর্ব্বত্র সমদর্শিতা, নির্ম্মমতা এবং আসক্তিশূন্যতা মনুষ্যের পরম মঙ্গলের কারণ। বিষ্ণু বলিয়াছেন, গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া বাল্য, কৌমার ও যৌবনের অবস্থাদির অনুশীলন পরম মঙ্গলের কারণ। জনক বলিয়াছেন, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের পরিহার পরম মঙ্গলের কারণ। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, যে ভক্তি অভিন্নভাবে অববুদ্ধ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে পরমাত্মাকে ভেদ করে, তাহাই শান্তি ও পরম মঙ্গলের সাধন। জৈগীষব্য ঋষি বলিয়াছেন। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে কথিত যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কামনাশূন্যভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সাধন। দেবল বলিয়াছেন, আত্মতৃপ্তির জন্য সমস্ত কর্ম্মের পরিহার মনুষ্যের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সাধন। সনকমুনি বলিয়াছেন, কামনাত্যাগ করিলে জ্ঞান অনশ্বর সুখ এবং অন্তে পরব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়; কিন্তু কামীদিগের জ্ঞান হয় না। কর্ম্মতত্ত্ববিৎ হরি বলিয়াছেন, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এই দুইপ্রকার কার্য্য। প্রবৃত্তকর্ম্ম প্রেয়াম্ (কামী) ব্যক্তির শ্রেয়ঃসাধন এবং নিবৃত্তকর্ম্ম শ্রেয়স্কামের নৈষ্কর্ম্ম ব্রহ্মের সাধন। যে সকল সাধুতম জ্ঞানী অব্যয় বিষ্ণুসংজ্ঞিত পরমব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা তপোবলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, সাতিশয় সৌভাগ্য ও সমস্ত মনোভীষ্ট লাভ করেন। বিষ্ণুসদৃশ ধ্যেয়বস্তু আর নাই। উপবাস অপেক্ষা তপঃ আর নাই। আরোগ্যতুল্য ধন নাই এবং গঙ্গাসমা নদী আর নাই। জগতে জগদ্গুরু বিষ্ণুব্যতীত বন্ধু নাই। হরি অধঃ, ঊর্দ্ধ, অগ্রে, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। এই ধারণায় যে প্রাণ পরিহার করে, পরকালে হরি হয়। কেননা যিনি ব্রহ্ম, তিনিই সব, যেহেতু সমস্তই তাঁহার অধিষ্ঠানে অবস্থান করিতেছে। যাঁহাকে হস্তের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না; অথচ যিনি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই বিষ্ণু পরাপররূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। কেহ তাঁহাকে যজ্ঞেশ, কেহ পুরুষ বলিতে ইচ্ছা করে এবং কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর বলে। কেহ ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি নামের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করে। কেহ সূর্য্য, চন্দ্র অথবা কাল বলে। তত্ত্ববিদেরা ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত জগৎকে বিষ্ণু বলেন। সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। যাঁহাকে পাইলে আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। সুবর্ণ প্রভৃতি মহাদান, পুণ্যতীর্থে অবগাহন, ধ্যান, ব্রত, পূজা, ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ প্রভৃতি কর্ম্মে যে ফল, এক বিষ্ণুপ্রাপ্তিতে সেই সকল ফললাভ হয়। আত্মাকে রথস্বামী, শরীর রথ, বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি) সারথি মনঃ (সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি) প্রগ্রহ (লাগাম) ইন্দ্রিয়সকল সেই রথের অশ্ব, বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) গোচর (পথ জানিবে। মনীষীগণ বলেন, ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত আত্মা (জীবাত্মা) তাহার লাভালাভ ফলভোক্তা। যে ভোগাসক্তচিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না; বরং সংসারে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যে সর্ব্বদা ভক্তিপূত মনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, সে সেই পদ পায়, যে পদ পাইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। যাহার বুদ্ধি সারথি, মনপ্রগ্রহ; সে গন্তব্যপথের পারস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় হইতে

ইন্দ্রিয়ের অর্থ (রূপরসাদিবিষয়) (কেননা বিষয়ের অধীন ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্য) বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ কেননা মনের অধীন বিষয়) মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। (যেহেতু বুদ্ধিবলে মন স্থির হয়) বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। মহত্তত্ত্ব হইতে (মূলকারণ) প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। তিনিই শেষ এবং চরম আশ্রয়। অর্থাৎ অগ্রে ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ. চরমে পরম পুরুষের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরম-পুরুষ গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। বাহিরে প্রকাশ হন না, সূক্ষ্মদর্শীরা সূক্ষ্মবুদ্ধি-দ্বারা ভক্তির একাগ্রতায় দর্শন করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে লীন করিবে। মনকে জ্ঞানাত্মক বুদ্ধিতে লয় করিবে। বুদ্ধি মহান্ আত্মায় অর্থাৎ জীবাত্মায় লয় করিবে। সেই জীবাত্মা কূটস্থ নির্ব্বিকার পরমাত্মায় লয় করিবে। যমাদিদ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মায় পরস্পর সম্বন্ধ অবগত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হইবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, যম, নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, নিষ্কাম তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপূজা, পদ্মকাদি আসন, প্রাণায়াম, বায়ুজপ, প্রত্যাহার, আত্মনিগ্রহ করিতে হয়। হে দ্বিজ! অনন্যচেতা হইয়া মঙ্গলময় বিষয়ে যে চিত্তের ধারাবাহিক অনুশীলন ধীমানেরা তাহার নাম ধারণা বলিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ সেই বিষয়ের ধারণার নাম ধ্যান বলিয়াছেন। সোঽহং—এই জ্ঞানের নাম সমাধি। ঘট ভগ্ন করিলে যেমন তাহার মধ্যগত আকাশ মহাকাশের সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ জীব আত্মজ্ঞানলাভে লিঙ্গদেহের সহিত বিযুক্ত হইলে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্ম হয়। জীব কেবল জ্ঞান-বলে আপনাকে (আত্মাকে) ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে। অন্যপ্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। জীব অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য হইতে মুক্ত হইলে অজর এবং অমর হয়।

অগ্নি বলিলেন,—বশিষ্ঠ! যমগীতা বলিলাম। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে তাহাদের ভক্তি ও মুক্তি হয়। ইহাতে বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানময় আত্যন্তিক লয় হয় বলিয়াছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

---

# ভাষাপরিচ্ছেদ।

রূপদ্রবত্বপ্রত্যক্ষযোগি স্যাৎ প্রথমং ত্রিকম্।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। রূপদ্রবত্ব প্রত্যক্ষ-যোগি, রূপযোগি, দ্রবত্ব যোগি এবং প্রত্যক্ষ যোগি। যোগিশব্দের অর্থ-বিশিষ্ট।

অনুবাদ। প্রথমোল্লিখিত পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিন দ্রব্য রূপবিশিষ্ট, দ্রবত্ববিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষবিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ ইহাদের সাধর্ম্ম্য রূপদ্রবত্ব ও প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব।

বিবদীকরণ। অত্রত্য প্রত্যক্ষশব্দের অর্থ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বুঝিতে হইবে। বায়ুর স্বাচ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

গুরুণী দ্বে রসবতী … … … …।

অনুবাদ। পৃথিবী ও জল এই দুই দ্রব্য গুরুত্ববিশিষ্ট ও রসবিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ পৃথিবী ও জলের সাধর্ম্ম্য গুরুত্ব ও রসবত্ব।

… … … দ্বয়োর্নৈমিত্তিকো দ্রব ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। পৃথিবী ও তেজ এই দুই দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য নৈমিত্তিকদ্রবত্ব।

বিষদীকরণ। যাহা নিমিত্তাধীন, তাহাই নৈমিত্তিক। অর্থাৎ অস্বাভাবিক। জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক। ক্ষিতি ও তেজের দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। এস্থলে নিমিত্ত অগ্নি ইহা পরবর্ত্তী গ্রন্থে সুব্যক্ত হইবে।

আত্মানো ভূতবর্গাশ্চ বিশেষগুণযোগিনঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। বিশেষগুণযোগিনঃ—বিশেষগুণের আশ্রয়। বিশেষগুণ যথা—বুদ্ধ্যাদি-ষট্কং স্পর্শান্তাঃ স্নেহঃ সংসিদ্ধিকো দ্রবঃ। অদৃষ্টভাবনা শব্দা অমী বৈশেষিকাগুণাঃ। পরে বিস্তৃত হইবে।

অনুবাদ। আত্মা ও পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের সাধর্ম্ম্য বিশেষগুণ।

যদুক্তং যস্য সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যমিতরস্য চ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। যাহা যাহার সাধর্ম্ম্য, তাহা তদিতর বস্তুর বৈধর্ম্ম্য।

বিষদীকরণ। সমবায়িকারণতা দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য; কিন্তু ঐ সমবায়িকারণতা গুণের বৈধর্ম্ম্য বুঝিতে হইবে। "সপ্তানামপি সাধর্ম্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে।" এই প্রমাণবলে জ্ঞেয়ত্বাদি কোন পদার্থের বৈধর্ম্ম্য হয় না; কেননা উহা পদার্থমাত্রের সাধর্ম্ম্য। অতএব জ্ঞেয়ত্বাদি ভিন্ন বৈধর্ম্ম্যনিয়ম বুঝিতে হইবে।

স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগাখ্য সংস্কারোমরুতো গুণাঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। স্পর্শাদয়ঃ—অষ্টৌ স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্বসংযোগ, বিভাগ, পরত্ব ও অপরত্ব, এই আট। ২। বেগাখ্য-সংস্কার—বেগনামক সংস্কার। অর্থাৎ বেগ।

অনুবাদ। স্পর্শ, সংখ্যা পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ—এই নয়টা বায়ুর গুণ।

অষ্টৌ স্পর্শাদয়ো রূপদ্রবো বেগশ্চ তেজসি ॥৩০॥

অনুবাদ। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগপরত্ব, অপরত্ব, রূপ, দ্রবত্ব ও বেগ—এই একাদশটী তেজের গুণ।

স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগশ্চ গুরুত্বঞ্চ দ্রবত্বকম্।
রূপঃ রসস্তথা স্নেহো বারিণ্যেতে চতুর্দ্দশ ॥৩১॥

অনুবাদ। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও স্নেহ—এই চতুর্দ্দশটী জলের গুণ।

স্নেহহীনা গন্ধযুতাঃ ক্ষিতাবেতে চতুর্দ্দশ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। এতে পূর্ব্বোক্ত বায়ুর চতুর্দ্দশটী গুণ।

অনুবাদ। পৃথিবীর ও পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশটী গুণ। কিন্তু উহার মধ্যে স্নেহবাদ, তাহার পরিবর্ত্তে গন্ধের যোগ অর্থাৎ স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও গন্ধ—এই চতুর্দ্দশটী বায়ুর গুণ।

বুদ্ধ্যাদি ষট্কং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুচতুর্দ্দশ ॥ ৩২ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। বুদ্ধ্যাদি ষট্কং—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ন—এই ছয়টী। ২। সংখ্যাদিপঞ্চকং—সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। ৩। আত্মনঃ—জীবাত্মার।

অনুবাদ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—এই চতুর্দ্দশটী জীবাত্মার গুণ।

বিষদীকরণ। আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার বন্ধন ও মোচন হয়। পরমাত্মা বন্ধনমুক্তিরহিত—নির্লিপ্ত। জীবাত্মা ব্যক্তিভেদে অনেক; কিন্তু পরমাত্মা প্রতিবস্তুতে অবস্থিত অথচ এক। এতদ্ভিন্ন সুখাদি কয়েকটী গুণ কেবল জীবাত্মনিষ্ঠ। পরমাত্মার সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নাই।

সংখ্যাদিপঞ্চকং কালদিশোঃ শব্দশ্চ তে চ খে ॥৩৩

অন্বয়। কালদিশোঃ সংখ্যাদিপঞ্চকং। তে চ (সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চগুণাঃ) শব্দশ্চ খে (আকাশে) বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ।

অনুবাদ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ—এই পাঁচটী কাল ও দিকের সাধর্ম্ম্য এবং সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ ও শব্দ—এই ছয়টী আকাশের গুণ।

সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চবুদ্ধিরিচ্ছা যত্নোঽপি চেশ্বরে।

অনুবাদ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ বিভাগ, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও যত্ন—এই আটটী ঈশ্বরের গুণ।

পরাপরত্ব সংখ্যাদ্যাঃ পঞ্চবেগশ্চ মানসে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। পরত্ব, অপরত্ব, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ ও বেগ এই আটটী মনের গুণ।

তত্র ক্ষিতির্গন্ধহেতুর্নানারূপবতী মতা।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। গন্ধহেতুঃ—গন্ধের সমবায়িকারণ। ২। তত্র উক্ত দ্রব্যের মধ্যে।

অনুবাদ। উক্ত দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী গন্ধের সমবায়িকারণ এবং সিত, পীত, লোহিত প্রভৃতি বিবিধরূপ-বিশিষ্ট বলিয়া অভিমত।

বিশদীকরণ। পাষাণও একপ্রকার পৃথিবী (মাটী) পৃথিবী হইলে তাহাতে গন্ধ থাকা আবশ্যক; কেননা পৃথিবী গন্ধের সমবায়িকারণ। কিন্তু পাষাণে গন্ধ উপলব্ধি হয় না বলিয়া পাষাণ পৃথিবী নয়—এরূপ ধারণা যুক্তিসঙ্গত নয়। পাষাণে গন্ধ অতি মৃদুভাবে অবস্থান করে, তাই অনুমান ব্যতীত তাহার উপলব্ধি হয় না। যদি পাষাণে গন্ধ না থাকিত, তবে পাষাণভস্মেও গন্ধের অনুভব হইত না, কিন্তু পাষাণভস্মে গন্ধের অনুভব হয়। এখন ভস্মবস্তুর ভিতরে প্রবেশ করা যাউক।

ভস্ম পাষাণের ধ্বংসজন্ত বিধায় পাষাণের সমবায়িকারণের জন্যত্ব সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ পাষাণেরও যাহা উপাদান ভস্মেও তাহাই উপাদান। "যদ্দ্রব্যং যদ্দ্রব্যধ্বংসজন্যং তৎ তদুপাদানো পাদেয়মিতি ব্যাপ্তিঃ। অর্থাৎ যে বস্তু যে বস্তুর ধ্বংস হইলে জন্মে, সেই বস্তু সেই বস্তুর উপাদানের (সমবায়িকারণের) উপাদেয় (জন্য) হয়—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ভস্মপাষাণের ধ্বংস জন্য, পাষাণের ধ্বংস না হইলে ভস্ম হয় না। অতএব ভস্মপাষাণের সমবায়িকারণভূত পাষাণের পরমাণুর জন্য—ইহা যুক্তিলভ্য হইল। যেমন খণ্ডপট মহাপটের ধ্বংস জন্য—ইহা সকলেই জানে। অতএব খণ্ডপট মহাপটের সমবায়িকারণ জন্য অর্থাৎ যাহা মহাপটের সমবায়িকারণ, তাহাই খণ্ডপটের সমবায়িকারণ। মহাপটের সমবায়িকারণ সূত্র। সুতরাং খণ্ডপটেরও সমবায়িকারণ সূত্র। বিনা সূত্রে খণ্ডপট বা মহাপট—কিছুই হইতে পারে না। খণ্ডপটে যে গুণ থাকে, মহাপটেও সেই গুণ থাকে। কেননা উভয়েরই একই সমবায়িকারণ। সেইরূপ এখনও বুঝিতে হইবে। পাষাণভস্মে যখন গন্ধ আছে, তখন পাষাণেও গন্ধ আছে, অনুমান করিতে হইবে; কেননা উভয়েরই কারণভূত এক পরমাণু। এক সমবায়িকারণ জন্য বস্তুনিচয়ে একই গুণ থাকে এতাবতা পার্থিব, পাষাণে গন্ধ সিদ্ধ হইল।

সিত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানারূপ কেবল পৃথিবীতেই থাকে, জলে থাকে না। জলে কেবল শুক্লবর্ণ থাকে। তবে যে জল নীল বা অন্যবর্ণ বোধ হয়, তাহা জলের গুণ নহে আশ্রয়গুণে ঐরূপ বোধ হয়। দৃষ্টিবিকারও ঐরূপ বোধের কারণ।

ষড়্‌বিধস্তু রসস্তত্র গন্ধস্তু দ্বিবিধোমতঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। অম্ল, মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় এই ছয়প্রকার পৃথিবীর রস (আস্বাদ)

পৃথিবীর গন্ধ দুইপ্রকার সুরভি এবং অসুরভি।

বিষদীকরণ। জলে কেবল মধুররস থাকে, জলে কোন গন্ধ থাকে না। এই সকল প্রদর্শনে জলের সহিত পৃথিবীর পার্থক্য দেখান হইতেছে।

স্পর্শস্তস্যাস্তু বিজ্ঞেয়োহ্যনুষ্ণাশীতপাকজঃ॥

বিষমপদের অর্থ—১। অনুষ্ণাশীতপাকজ—অনুষ্ণ—উষ্ণ নয়, অশীত—শীত নয় পাকজন্য।

অনুবাদ। পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত জানিতে হইবে।

বিষদীকরণ। বায়ুর স্পর্শও অনুষ্ণাশীত, কিন্তু অপাকজ। পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ ইহাই বিশেষ। পাকপ্রযুক্ত পৃথিবীর স্পর্শ কখন কঠিন কখন কোমল হয়। এতাবতা পৃথিবীর এই লক্ষণ স্থির করিতে হইল যে বস্তু নানারূপের আশ্রয় অথবা ষড়্বিধ রসের আশ্রয় কিম্বা পাকজ স্পর্শের আশ্রয় তাহার নাম পৃথিবী।

নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা।
অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥৩৬॥

বিষমপদের অর্থ—১। অণুলক্ষণা—পরমাণুস্বরূপা—২। অবয়বযোগিনী—সাবয়বা।

অনুবাদ। সেই পৃথিবী দ্বিবিধা, নিত্যা এবং অনিত্যা। পরমাণুস্বরূপা পৃথিবী নিত্যা, তদ্ভিন্না দ্ব্যণুকাদিস্বরূপা পৃথিবী অনিত্যা। সেই অনিত্যা পৃথিবী অবয়ববিশিষ্ট।

বিষদীকরণ। পৃথিবীকে দুইপ্রকার বলা হইল। সূক্ষ্মপৃথিবীও স্থূলপৃথিবী। সূক্ষ্মপৃথিবী পরমাণুস্বরূপা নিত্যা স্থূলপৃথিবী ঘট, পট, প্রস্তর প্রভৃতি অনিত্যা—তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দুইপ্রকার স্বীকারে গৌরব হয়, একপ্রকারে লাঘব হয়। অতএব প্রথমতঃ স্থূলপৃথিবী স্বীকার না করিয়া কেবল সূক্ষ্মপৃথিবী স্বীকার করিলে কি দোষ হয়, দেখা যাক। কেবল সূক্ষ্মপৃথিবী স্বীকার করিলে বুঝিতে হইবে—স্থূলঘটাদিকে ঘটাদিরূপ পৃথক্ বস্তু না ভাবিয়া পুঞ্জীভূত পরমাণু ভাবিতে হয়। যদি বল এ ভাবনাতো হয় না, বরং একটী ঘটকে একটি ঘট বলিয়াই বোধ হয়। অনেক পরমাণু বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে একত্ব ও বস্তুন্তর বুদ্ধি স্বাভাবিক; কিন্তু অনেকত্ববুদ্ধি পরমাণু-পুঞ্জরূপ বুদ্ধি অস্বাবিক; ফলতঃ ও ভাবনা ভুল। ভাবনা অভ্যাসের দাস। যেরূপ অভ্যাস, সেইরূপ বিশ্বাস যেমন অনেক ধান্যে একটী ধান্যপুঞ্জ বোধ হয় সেখানে অনেকত্ব বোধ হয় না। যেমন পুঞ্জীভূত অনেক জলীয় পরমাণুতে স্থানবিশেষে একটী নদী, একটী সরোবর, একটী সাগর বোধ হয়। সেইরূপ অনেক পরমাণুতে একটী ঘট বোধ হয়।

আবার একটী পরমাণু দৃষ্ট হয় না বলিয়া পরমাণুপুঞ্জ দৃশ্য হইতে পারে না এরূপ আপত্তি করাও উচিত নয়। দূরস্থ একটী কেশ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু রাশীকৃত কেশ দেখা যায়। অতএব সূক্ষ্ম পৃথিবীও স্থূলপৃথিবী দুই রকম স্বীকার না করিয়া কেবল সূক্ষ্মরূপ এক রকম পৃথিবী স্বীকার করিলেই হয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিলে বলা যাইতে পারে যে পুঞ্জীভূত পরমাণুস্বরূপ ঘটাদিকে পদার্থান্তর স্বীকার না করিয়া অনেক পরমাণুরূপে স্বীকার করিলে তর্কস্থলে ঘটও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। একটী পরমাণু যখন দেখা যায় না, তখন অনেক পরমাণুর দর্শন তর্কবিরুদ্ধ। একটী পিশাচও দেখা যায় না, রাশিকৃত পিশাচও দেখা যায় না, পিশাচ স্বভাবতঃ অদৃশ্য। সেইরূপ যদি পরমাণু অদৃশ্য বল, তবে পরমাণুপুঞ্জও অদৃশ্য বলিতে হয়। তবে যে দূরস্থ বহু কেশ দেখা যায়, একটী কেশ দেখা যায় না, তাহার কারণ বলি। অদৃশ্যতা কেশের স্বভাব নয়, দূরস্থতাই অদৃশ্যতার কারণ। মহৎ বস্তুই দেখা যায়, দূরস্থতাপ্রযুক্ত একটী কেশের

মহত্ত্ব নষ্ট হয়। মহৎবস্তু ব্যতীত দৃশ্য হয় না একথা গ্রন্থে অনন্তর সুব্যক্ত হইবে। যদি বল অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্যপরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, ইহাও যুক্তিযুক্ত নয়। অদৃশ্যবস্তু দৃশ্যবস্তুর উপাদান হইতে পারে না। অতি তপ্ত তৈলাদিতে অবস্থিত অদৃশ্য অগ্নি দৃশ্যদাহের উপাদান ভাবিও না; কারণ তথায় তদন্তর্গত দৃশ্য অগ্নির অবয়বনিচয় দৃশ্যদাহ করিয়া থাকে। ফলকথা সাবয়বা ঘটাদিরূপা পৃথিবীর উৎপত্তি লয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধহেতু পৃথক্ বস্তু স্বীকার করা উচিত।

আর এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে নিত্যা পৃথিবী অনিত্যা পৃথিবীর কারণ। প্রথমে পরমাণু, পরে দ্ব্যণু, অনন্তর ত্রসরেণু এইরূপে ক্রমে মহৎ হইয়াছে। এখন দেখা যাক্, অদৃশ্য দ্ব্যণুক হইতে দৃশ্য ত্রসরেণু কিরূপে উৎপন্ন হয়? পূর্ব্বে ব্যাপ্তি করা হইয়াছে অদৃশ্য বস্তু হইতে উৎপন্ন বস্তু দৃশ্য হয় না। বাস্তবিক এ ব্যাপ্তি ঠিক্ নাই। দৃশ্যতা ও অদৃশ্যতা কাহারও স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়। দৃশ্যতার কারণ থাকিলেই বস্তু দৃশ্য হয়। দর্শনের কারণ মহত্ত্ব ও উদ্‌ভূতরূপাদি। তাহার সদ্ভাবে বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, অসদ্ভাবে প্রত্যক্ষ হয় না। ত্রসরেণুতে মহত্ত্ব আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। দ্ব্যণুকের মহত্ত্ব না থাকায় দৃশ্য হয় না।

যদি বল, তবে স্থূল পৃথিবীই কেবল স্বীকার করিব। পরমাণুরূপা পৃথিবী স্বীকার করিব না। বাস্তবিক পরমাণু স্বীকার না করিলে অবয়বের অনবস্থা হইয়া পড়ে। অবয়বের বিভাগের একটী সীমা নির্দ্ধারণ করা উচিত অসীম অবয়ব স্বীকার করিলে মেরুসর্ষপ এক পক্ষে সমান হইয়া পড়ে; কেননা মেরুর অবয়বও অসীম এবং সর্ষপের অবয়বও অসীম। কোন স্থানে তাহার সীমা বলা উচিত। অবয়বের সেই সীমা অতি সূক্ষ্ম। তাই তাহার নাম পরমাণু বলা হইয়াছে। যদি তাদৃশ পরমাণু অনিত্য বল, তাহাহইলে জগৎ কার্য্য সমবায়িকারণশূন্য হইয়া পড়ে। পরমাত্মা জগতের নিমিত্তকারণ। কেবল নিমিত্তকারণে কার্য্য হইয়া পারে না। সমবায়িকারণ থাকা আবশ্যক। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাণু স্বীকার না করিলে একাকী পরমাত্মার জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না। কি উপাদান দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিবেন? বিনা মাটীতে শত চেষ্টায়ও কুম্ভকার ঘট গড়িতে পারে না। তাই জগতের সমবায়িকারণরূপ পরমাণু ঈশ্বরবৎ নিত্য স্বীকার করিতে হয়। অতএব পরমাণুরূপ পৃথিবী নিত্য স্বীকৃত হইল।

সা চ ত্রিধা ভবেদ্দেহমিন্দ্রিয়ং বিষযস্তথা ॥৩৭॥

অনুবাদ। সেই অবয়বযোগিনী অনিত্যা পৃথিবী তিনপ্রকার—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় অর্থাৎ দেহাত্মিকা ইন্দ্রিয়াত্মিকা ও বিষয়াত্মিকা।

যোনিজাদির্ভবেদ্দেহ ইন্দ্রিয়ং ঘ্রাণলক্ষণম্।
বিষযো দ্ব্যণুকাদিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ ॥৩৮॥

বিষমপদের অর্থ—১। যোনিজাদিঃ—যোনিজ এবং অযোনিজ।

অনুবাদ। দেহ দুইপ্রকার—যোনিজ এবং অযোনিজ। ইন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং দ্ব্যণুকাদি ব্রহ্মাণ্ডপর্য্যন্ত পদার্থ নিচয় বিষয় বলিয়া অভিহিত।

বিষদীকরণ। দেহ দ্বিবিধ যোনিজ এবং অযোনিজ। সেই যোনিজ আবার দুইপ্রকার—জরায়ুজ এবং অণ্ডজ। মানুষাদি শরীর জরায়ুসম্ভূত আর সর্পাদির শরীর অণ্ডসম্ভূত। অযোনিজ বহুবিধ—স্বেদজ উদ্ভিজ্জাদি। স্বেদজ কৃমিদংশপ্রভৃতি। উদ্ভিজ্জ তরুগুল্মপ্রভৃতি। নারকীয় ও স্বর্গীয় শরীর ও অযোনিজ। ইহার বীজ পাপ ও পুণ্য। এতদ্ভিন্ন মানসদেহও শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

মনুষ্যের শরীর পার্থিব; কেননা উহাতে গন্ধাদি উপলব্ধি হয়। গন্ধাদিবিশিষ্ট বস্তুই পৃথিবী। উহাতে ক্লেদ উষ্মাদির প্রতীতি হয় বলিয়া জলীয় বা আগ্নেয়াদি স্বীকার করা উচিত নয়। মানুষের শরীরে ক্লেদাদি না থাকিলেও মানুষের শরীর বলিয়া চিনা যায় এবং সে শরীর কখন গন্ধশূন্য হয় না বিধায় পার্থিব বলাই উচিত। তবে জলাদি পার্থিব—শরীরের নিমিত্ত কারণ স্বীকার করিতে হইবে যেমন জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরে পার্থিবাংশের সম্বন্ধ অপ্রধানরূপে থাকে। কিন্তু জলাদির প্রাধান্য-প্রযুক্ত জলীয়ত্বাদিরূপে ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ মানুষাদির শরীরে জলীয়ভাগাদির সম্বন্ধপ্রযুক্ত ক্লেদাদি হইয়া থাকে; কিন্তু পৃথিবীর প্রাধান্য-বশতঃ পার্থিবনাম হয়।

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ আঘ্রাত হয়। গন্ধ পার্থিব, পার্থিব বলিয়াই পার্থিব বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হয় বিজাতীয় হইলে হইত না। এই কথাটী একটু বিস্তৃত করিয়া বলি।

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যস্ত যন্নিয়মেনাবভাসকং তত্তদ্‌গুণবৎ প্রকৃতিকং যথারূপাতিব্যঞ্জকরূপবৎ প্রকৃতিকো দীপ ইতি অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকৃতির হয়, সেই বস্তু সেইরূপ বস্তুর প্রকাশক হয়; যেমন প্রদীপ। প্রদীপ রূপবান্ তেজঃপদার্থ, তাই প্রদীপ রূপবান্ বস্তুর প্রকাশ করে। তেজের গুণরূপ, চক্ষুতৈজসিক পদার্থ। তাই চক্ষু তেজঃপ্রধান বস্তু দেখিয়া থাকে, অন্ধকার বস্তু দেখিতে পায় না। অন্ধকারে ত্বাচপ্রত্যক্ষাদির কোন বাধা নাই। এইরূপ গন্ধ পৃথিবীর গুণ, অতএব পার্থিব পদার্থেই তাহা আকৃষ্ট হইতে পারে। বিজাতীয়ের সহিত জড়পদার্থেরও ভাব নাই, ইত্যাদি যুক্তিবলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

উপভোগসাধনং বিষয়ঃ। যে বস্তু উপভোগের কারণ হয় তাহার নাম বিষয়। দ্ব্যণুকাদি ব্রহ্মাণ্ডপর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তু আমাদের উপভোগের মধ্যে বিধায় বিষয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

---

# শাণ্ডিল্যসূত্র।

( পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষের ১০৮ পৃষ্ঠার পর। )

## ২য় অধ্যায়।

২৭। বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ।

পদপাঠঃ। বুদ্ধিহেতুপ্রবৃত্তিঃ। আবিশুদ্ধেঃ। অবঘাতবৎ।

ব্যাখ্যা। বুদ্ধির্ব্রহ্মপ্রমিতিঃ, ব্রহ্মপ্রমিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানকে বুদ্ধি বলা হইয়াছে। বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিঃ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্তির প্রয়োজন অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনদ্বারা ভক্তির দার্ঢ্যসম্পাদন আবশ্যক। আবিশুদ্ধেঃ, ভক্তি-পরিশুদ্ধপর্য্যন্ত, যেপর্য্যন্ত ভক্তির পরিশুদ্ধি বা দাঢ্য না হয়, সেইপর্য্যন্তই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন আবশ্যক, তৎপরে না। সে কিরূপ? না অবঘাতবৎ অর্থাৎ ধান্য আঘাত করিলে যেরূপ তণ্ডুল তুষের বহির্গত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে

পরিস্কৃত হয় না এবং সম্পূর্ণরূপে পরিস্কৃত করিতে হইলে, ঐ তণ্ডুলকে বারম্বার আঘাত করিতে হয়, তদ্রূপ ভক্তির পরিশুদ্ধিপর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভগবানের বিষয় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক।

অনুবাদ। ভক্তির পরিশুদ্ধি না হওয়াপর্য্যন্ত বিহিতব্রীহি অবঘাতের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি আবশ্যক।

২৮। তদঙ্গনাঞ্চ।

পদপাঠঃ। তৎ। অঙ্গনাম্। চ।

ব্যাখ্যা। ভক্তির অঙ্গাদির অনুষ্ঠানও আবশ্যক। বেদ, গুরু, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, শমদমাদি অনুষ্ঠাদিরও প্রয়োজন। এই সমুদায় কার্য্যদ্বারা ভগবানের প্রতি ভক্তি ঘনীভূত হয়।

২৯। তামৈশ্বর্য্যপরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ।

৩০। আত্মৈক পরাং বাদরায়ণঃ॥

৩১। উভয়পরাং শাণ্ডিল্যশব্দোপপত্তিভ্যাম্॥

পদপাঠঃ। তাং। ঐশ্বর্য্যপরাং। কাশ্যপঃ। পরত্বাৎ। আত্মৈকপরাং। বাদরায়ণঃ। উভয়পরাং। শাণ্ডিল্যঃ। শব্দোপপত্তিভ্যাম্।

তাং বুদ্ধিং পরমেশ্বরৈশ্বর্য্যাদিমদ্বিষয়িণীং নিঃশ্রেয়সফলাং কাশ্যপ আচার্য্যমন্যতে কুতঃ জীবাত্মভ্যঃ পরত্বাৎ। এতন্মতে জীব ব্রহ্মণোরত্যন্তং ভেদঃ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রভেদহেতু কাশ্যপ আচার্য্য ঐ বুদ্ধিকে ঐশ্বর্য্যপরা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

বাদরায়ণ আচার্য্য পুনঃ শুদ্ধাত্মবিষয়িণীমেব মনুতে। এতন্মত জীবব্রহ্মণোরভেদঃ। বাদরায়ণ আচার্য্য উহাকে আত্মপরা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কারণ তাহার মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই।

শাণ্ডিল্য আচার্য্যস্তু উভয়পরামেব মন্যতে কুতঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্। বেদ ও যুক্তি অনুসারে শাণ্ডিল্য আচার্য্য উহাকে ঐশ্বর্য্যপরা এবং আত্মপরা অর্থাৎ উভয়পরা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বিশদব্যাখ্যা। ২৯,৩০,৩১—কাশ্যপাচার্য্য দ্বৈতবাদী, তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র। বাদরায়ণাচার্য্য অদ্বৈতবাদী, তাহার মতে জীব ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই, ব্যবহারিক জগতে যে ভেদ দৃষ্ট হয় সে কেবল অবিদ্যাবশতঃ সুতরাং কাশ্যপাচার্য্য মুক্তিলাভার্থ ঈশ্বরের প্রতি অচলা-ভক্তি স্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব এই জন্মমৃত্যুরূপসংসারসাগরের কাণ্ডারীবিহীন তরণীর সমান। তাঁহার উপাসনা কর, তাঁহাকে ভক্তি কর, তন্ময় হও, তবেই তুমি পবিত্রতালাভ করিতে পারিবে, তবেই তুমি তাহার কৃপাবলে মুক্তিপদ লাভ করিতে পারিবে। বাদরায়ণ বলেন জীব ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান মন হইতে অপনয়ন কর। আমাতে ও ব্রহ্মেতে যদি কোন পার্থক্য না থাকিল, তাহাহইলে মুক্তির জন্য আমি আমার বহির্ভাগে কেন চেষ্টা করিব? আমার আত্মা ও ব্রহ্মে যখন ভেদ নাই, তখন আত্মোৎকর্ষসাধন করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইবে। আমি আমাকে অবিদ্যাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই আমি স্বরাটরূপে বিরাজ করিব, তখন শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্তাবস্থায় আমিই সচ্চিদানন্দরূপ ধারণ করিব।

মুক্তিই আচার্য্যদ্বয়ের লক্ষ্য, কেবল পন্থার ভেদমাত্র; একজন ভগবানের করুণা, আর একজন আত্মবলের উপর নির্ভর করেন। একটু

চিন্তা করিয়া দেখিলে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী-দিগের মধ্যে যে ভেদ সে দৃষ্টতঃ, প্রকৃত নহে। ভগবানকে মানসপটের সম্মুখে সর্ব্বদা রাখিয়া, তাঁহাকে তোমার জীবনের আদর্শ করিয়া এক-পাদে দুইপাদে তাঁহার সন্নিধানে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে, এমন একটি সময় উপস্থিত হয় যে সময় তোমার স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না; যে সময় তুমি তাঁহাতে মিশিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় উপাস্য ও উপাসকের ভেদ কোথায়? প্রেমিকা যখন প্রেমে বিহ্বলা হন, তখন প্রিয়-তমের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান তাঁহার থাকে না। রাধা কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া আপনাকেই কৃষ্ণ মনে করিতেন এবং কৃষ্ণের কার্য্যের অনুকরণ করিতেন। ভক্তির প্রগাঢ় অবস্থায় জ্ঞানের বিনাশ হয়, এই অবস্থায় জ্ঞানের থাকার স্থান নাই। যে অবস্থায় জ্ঞানের ধ্বংস, সেই অবস্থা-তেই ভক্তির উদয়। সম্পূর্ণরূপে একীভাব করিতে পারিলেই ভক্তির উদয় হয় এবং সে অবস্থায় পার্থক্যজ্ঞান থাকে না। কাশ্যপাচার্য্য যাহা ভক্তির বলে বাদরায়ণাচার্য্য তাহা আত্মার বলে সম্পন্ন করিবার উপদেশ দেন। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যানাশ করিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ কর। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি পক্ষে যে সমুদায় বাধা বিঘ্ন আছে, তাহা দূরীকৃত কর, তাহাহইলে "অস্মদ" "যুস্মদ" এবং "সুখ," "দুঃখ," "শীত" উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজনিত ভেদ অন্তর্হিত হইবে এবং তোমার আত্মা সচ্চিদানন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। শাণ্ডিল্যঋষি উভয় মতের সামঞ্জস্য স্থাপন করি-য়াছেন। তিনি বলেন যেমন ঈশ্বরের দিক্ লক্ষ্য চাই, সেইরূপ আত্মার দিকেও লক্ষ্য চাই। তাঁহার মতে জীব ব্রহ্মের ভেদ ও সত্য, তাহা-দিগের অভেদ ও সত্য। তিনি বলেন যতক্ষণ জীব মুক্ত না হয়, ততক্ষণ জীব ব্রহ্মের ভেদ সত্য। অমুক্ত অবস্থায় জীব যদি মুখে বলে "সোহহং" তবে কি সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়? কখনই না। তাহাহইলে, "সোহহং" শব্দ উচ্চা-রণ করিলেই মুক্তি হইয়া যাইত। সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছিলেন "এষতু অতি বদতি যঃ সত্যেনাতি বদতি" অর্থাৎ যিনি সত্য সত্যই "সোহহং" বলিতে পারেন, তাঁহার বিশ্বাসই সত্য। সুতরাং মুখে "সোহহং" বলিলে চলিবে না, যথার্থ "সোহহং" চাই। যতক্ষণ না তুমি মুক্ত, ততক্ষণ তুমি যে অতি সামান্য এবং ঈশ্বরের সহিত তোমার যে অত্যন্ত প্রভেদ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি সাধনাদ্বারা মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ভেদ থাকিবে না, অতএব মুক্তিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উপাসনা তোমার কর্ত্তব্য।

শাণ্ডিল্যঋষি কেবল যুক্তির উপর স্বমত স্থাপন করেন না, তিনি শ্রুতির অনুশাসনের দ্বারা ও স্বীয় মতের সমর্থন করেন ছান্দোগ্যশ্রুতিতে স্বনামধারী ঋষি প্রকাশিত শাণ্ডিল্য বিদ্যানামক অংশে জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ তাহাও যেমন উপদিষ্ট হইয়াছে। তদ্রূপ ব্রহ্মোপসনা ও উপ-দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে হিন্দুপত্রিকার পূর্ব্বপ্রকা-শিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা দ্রষ্টব্য। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত অর্থাৎ এই সকলই ব্রহ্মময়, তাহাহইতেই সকলই উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারাই পালিত হয় এবং তাহাতে লয় হয়। তাহাকে শান্তচিত্তে উপাসনা করিতে হয়।

"তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তৎ ত্বম্ অসি তুমিই সেই ব্রহ্ম এই বাক্যেই "তৎ" জীবাত্মা ও "ত্বম্" ব্রহ্ম এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা যে আবশ্যক, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তোমার নিজের আত্মাকে উন্নত করিতে হইবে এবং ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে। তোমার আত্মা উন্নত হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন ভেদজ্ঞান থাকিবে না।

৩২। বৈষম্যাদসিদ্ধমিতি চেন্নাভিজ্ঞানবদ বৈশিষ্ট্যাৎ।

পদপাঠঃ। বৈষম্যাৎ। অসিদ্ধম্। ইতি। চেৎ। ন। অভিজ্ঞানবৎ। অতিবশিষ্ট্যাৎ।

ব্যাখ্যা। ন নূভয় বিষয়ত্বমেব ন সিদ্ধ্যতি বৈষম্যাৎ। ইতি চেন্নয়তঃ সোঽয়ং দেবদত্তঃ সোঽহমিতি প্রত্যভিজ্ঞাবদেকবিশিষ্টেঽপর বৈশিষ্ট্যমন্তরেণ সামানাধিকরণ্যস্য স্বরূপাভেদাংশ গোচরকত্বেন তদুপপত্তেঃ॥

একবার জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র, আর একবার জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, এই বৈষম্যহেতু যে উভয়ই অসিদ্ধ হইতেছে তাহা নহে, কারণ অভিজ্ঞানে যেরূপ পূর্ব্বজ্ঞান এবং বর্ত্তমান জ্ঞান, একই অধিকরণে মিলিত হওয়ায় কোন ভেদ থাকে না, তদ্রূপ। শাণ্ডিল্যাচার্য্য বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ স্বীকার করি, কিন্তু সে মুক্তাবস্থায়। মুক্তি না হওয়াপর্য্যন্ত জীব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র এবং ব্রহ্মের উপাসনা আবশ্যক। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে যে যে বস্তু এক সময়ে এক বস্তু হইতে স্বতন্ত্র সে আবার তাহার সহিত অভিন্ন কিরূপ হইতে পারে? লৌকিক যুক্তির দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা দিতে হয়। সুতরাং শাণ্ডিল্যাচার্য্য অভিজ্ঞানের যুক্তি দিতেছেন।

অনুভব ( Direct perception ) এবং স্মৃতি ( Recollection ) দুই দুইটির যোগের দ্বারা অভিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞাতবস্তুর পুনর্জ্ঞান হয়। "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই সেই দেবদত্ত। মনে করুন দশবৎসর পূর্ব্বে দেবদত্তনামক কোন ব্যক্তিকে আমি কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ধ্যানমগ্ন দেখিয়াছিলাম, তৎপরে অদ্য পুনর্ব্বার যশোহরে আমার গৃহে তাহাকে উপবিষ্ট দেখিতেছি, এস্থলে তাহাকে দেখিয়া তাহাকে কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ধ্যানমগ্ন দেখার কথা মনে পড়িল। বর্ত্তমান জ্ঞান "অয়ং" "এই" শব্দের দ্বারা প্রকাশ হইলে, পূর্ব্বজ্ঞান সঃ শব্দের দ্বারা প্রকাশ হইলে, এই উভয়জ্ঞান দেবদত্তরূপ অধিকরণে মিশিয়া গেল। বর্ত্তমান জ্ঞান, অতীত জ্ঞান অপেক্ষা স্বতন্ত্র, কিন্তু উভয়জ্ঞান একই দেবদত্ত বিষয়ে হওয়ায় ঐ উভয়জ্ঞান এইক্ষণ এক হইয়া গেল। "সোঽহং" ও ঐরূপ। "সঃ" পরব্রহ্ম, "অহং" জীব। জীব সাধনাদ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া "সঃ" অর্থাৎ পরব্রহ্মের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। যখন সেই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখন "সঃ" এর জ্ঞান এবং "অহং" এর জ্ঞান স্বতন্ত্র থাকিল না, উভয়জ্ঞান এক হইয়া গেল।

শাণ্ডিল্য ঋষি বলিতেছেন যে যেরূপ অভিজ্ঞানে পূর্ব্বস্মৃতি এবং বর্ত্তমান অনুভবের পৃথক্ সত্ত্বা থাকে না, তদ্রূপ জীব পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, জীবজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান, এই দুইটি জ্ঞান থাকে না, অথচ অভিজ্ঞানে যেরূপ দুইটি জ্ঞান প্রথমে হয়, তৎপরে উভয়জ্ঞান এক হয়, সেইরূপ "সোঽহং" এতেও প্রথমে জীব ও ব্রহ্মের স্বতন্ত্রজ্ঞান এবং তৎপরে অভেদজ্ঞান হয়। অভিজ্ঞানে যেরূপ দুইটি জ্ঞানসত্ত্বেও, দুইটি দেবদত্ত নাই, কেবল একটিমাত্র দেবদত্ত, তদ্রূপ অমুক্ত অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র সত্ত্বা হইলেও, মুক্ত অবস্থায় উহারা স্বতন্ত্র নহে, এক।

৩৩। ন চ ক্লিষ্টঃ পরঃ স্যাদনন্তরং বিশেষাৎ।

পদপাঠঃ। ন। চ। ক্লিষ্টঃ। পরঃ। স্যাৎ। অনন্তরং। বিশেষাৎ।

ব্যাখ্যা। জীব ও পর অর্থাৎ পরমেশ্বর যদি অভিন্ন হইল তাহাহইলে জীবের স্বাভাবিক

ক্লেশাদি ঈশ্বরে আরোপিত হইতে পারে এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ শাণ্ডিল্য বলিতেছেন যে না তাহা পারে না; পরমেশ্বর জীবাদির ক্লেশ-দ্বারা ক্লিষ্ট নহেন, কারণ তিনি জীব হইতে পৃথক্।

জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, সুতরাং অমুক্ত জীবের অবস্থা পরমেশ্বরে আরোপিত হইতে পারে না।

৩৪। ঐশ্বর্য্যং তথেতি চেন্ন স্বাভাব্যাৎ।

পদপাঠঃ। ঐশ্বর্য্যং। তথা। ইতি। চেৎ। ন স্বাভাব্যাৎ।

ব্যাখ্যা। তাহার ঐশ্বর্য্যেরও কোনপ্রকার বাধা জন্মে না, কারণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাহার স্বাভাবিক। জীব যেমন ক্লেশাদির অধীন, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন। জীব ক্লেশাদির অধীন বলিয়া এবং জীব পূর্ণাবস্থায় পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়া, পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যের কোনপ্রকার বাধা হয় না।

৩৫। অপ্রতিষিদ্ধং পরৈশ্বর্য্যং তদ্ভাবাচ্চ নৈবমিতেরেষাম্।

পদপাঠঃ। অপ্রতিষিদ্ধং। পরৈশ্বর্য্যং। তদ্ভাবাৎ। চ। ন। এবম্। ইতরেষাম্।

ব্যাখ্যা। নহি পরমেশ্বরস্যৈশ্বর্য্যং প্রতিষিদ্ধমস্তি তদিতিরেষাং জীবানাং নৈবং কস্মাৎ তদ্ভাবাৎ। পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য কখনও অস্বীকার করা যায় না, কেননা উহা তাঁহার স্বাভাবিক, কিন্তু উহা অন্যের অর্থাৎ জীবের পক্ষে নহে।

৩৬। সর্ব্বানৃতে কিমিতি চেন্নৈবমৃদ্ধ্যানন্ত্যাৎ।

পদপাঠঃ। সর্ব্বান্। ঋতে। কিম্। ইতি। চেৎ। ন। এবম্। বুদ্ধ্যা। অনন্ত্যাৎ।

ব্যাখ্যা। যদা সর্ব্ববুদ্ধীনাং বিনয়স্তদা পরোপাধে স্থিতৌ প্রয়োজনাভাবাৎ কিং কৃতমৈশ্বর্য্যং স্বভাব ইতি চেন্নৈবং ভবতি। জীবোপাধিবুদ্ধীনামনন্তত্বাৎ তাদৃশকালএব নাস্তীতি।

যদি জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইল, তাহাহইলে আর ঐশ্বর্য্যের আবশ্যক কি? কারণ তখন উপাস্য উপাসকভেদ থাকিল না, ঐশ্বর্য্যচিন্তা করিবে কে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে জীবের অনন্তবুদ্ধিহেতু এমন কাল কখনও হয় না যখন সকল জীবই মুক্ত হয়, সুতরাং সকল সময়েই সাধকের জন্য ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন আছে। অতএব অপ্রয়োজন বলিয়া ঐশ্বর্য্য অস্বীকার করা যুক্তি কার্য্যকর নহে।

---

# যতিপঞ্চকম্।

বেদান্তবাক্যেষু সদারমন্তো
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চতুষ্টিমন্তঃ
বিশোকমন্তঃকরণে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ১॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ
পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ২॥
দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ
আত্মানমাত্মন্যেব লোকয়ন্ত
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩॥

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ
সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়তুষ্টিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৪॥
পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৫॥

ইতি শ্রীপরমহংসকাচার্য্য শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ কৃতং যতিপঞ্চকং সমাপ্তম্॥

বেদান্তবাক্যে সদা আনন্দলাভ করেন, ভিক্ষান্নমাত্রে তুষ্টিলাভ করেন, শোকশূন্য হইয়া অন্তরে রমণ করেন, কৌপীনবান্ নিশ্চয় ভাগ্যবান্॥ ১॥

বৃক্ষমূল কেবল আশ্রয় করেন, আহারের জন্য পাণিদ্বয় একত্র করেন, আত্মশ্লাঘার ন্যায় লক্ষ্মীকে ঘৃণা করেন, কৌপীনবান্ নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্॥ ২॥

দেহাদিভাব পরিবর্ত্তন করেন (১) আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করেন, (২) কি অন্ত, কি মধ্য, কি বাহ্য (৩) স্মরণ করেন না, কৌপীনবান্ নিশ্চয় ভাগ্যবান্॥ ৩॥

আনন্দ অবস্থায় পরিতুষ্টিলাভ করেন; সুশান্ত ও সর্ব্বেন্দ্রিয় তুষ্টিমান, (৪) দিবারাত্র ব্রহ্মসুখে রমণ করেন, কৌপীনবান্ নিশ্চয় ভাগ্যবান্॥ ৪॥

পবিত্র পঞ্চাক্ষর (৫) উচ্চারণ করেন, পশুপতিকে হৃদয়ে ভাবনা করেন, ভিক্ষাভোজী হইয়া নানাদিকে পরিভ্রমণ করেন, কৌপীনবান্ নিশ্চয় ভাগ্যবান্॥ ৫॥ শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১) শরীরের সুখের বাসনা পরিত্যাগ করেন অথবা দেহাদিতে অহংভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(২) অর্থাৎ স্বস্বরূপে পরপুরুষকে সাক্ষাৎ করেন।

(৩) বাহ্য বিষয় পুত্রকলত্রাদি।

(৪) সকল ইন্দ্রিয় লাভ করিয়া কামনা শূন্য, কারণ আত্মসাক্ষাৎকারে সন্তোষলাভ করিয়াছেন।

(৫) শিবায় নম এই পঞ্চাক্ষর।

---

# সাধনপঞ্চকম্।

বেদোনিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্মাবনুষ্ঠীয়তাম্ তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কামে মতিস্ত্যজ্যতাম্। পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তাং আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্॥ ১॥

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়াধীয়তাং সান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাসু সন্তজ্যতাম্। সদ্বিদ্যো হ্যপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকে সেব্যতাং ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্॥ ২॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং দুস্তর্কাৎ সবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্ ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাং দেহেঽহং মতিরুজ্‌ঝ্যতাং বুধজনৈর্ব্বাদঃ সমুৎসৃজ্যতাম্॥ ৩॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্। শীতোষ্ণাদিবিসহ্যতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাং ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপা নৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্॥ ৪॥

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্। প্রাক্‌কর্ম্মপ্রবিলোপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরে শ্লিষ্যতাং প্রারব্ধং ত্বিহ

ভুজ্যতাং অথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য। তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোরতাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতং সাধনপঞ্চকং সমাপ্তম্ ॥

নিত্য বেদ অধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, সেই কর্ম্মদ্বারা পরমেশের পূজা কর, কাম্যকর্ম্মে মতি ত্যাগ কর, পাপস্রোত ধৌত কর, সংসারসুখে দোষ অনুসন্ধান কর, নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর, নিজগৃহ হইতে শীঘ্র বহির্গত হও ॥ ১ ॥

সৎসঙ্গ বিধান কর, পরমেশ্বরে দৃঢ়ভক্তি রাখ, সমদমাদিগুণ লাভ বিষয়ে যত্ন কর, দৃঢ়তররূপে কর্ম্মসংন্যাস কর, সদ্বিদ্বানগণের নিকট গমন কর, তাঁহাদের পাদুকা সেবন কর, "ব্রহ্ম" এই অক্ষরের অর্থানুসন্ধান কর, শ্রুতিসম্বলিত বাক্য শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

শ্রুতিবাক্যার্থ বিচার কর, বেদপক্ষ আশ্রয় কর, কুতর্ক হইতে ক্ষান্ত হও, শ্রুতিসঙ্গত তর্ক অনুসন্ধান কর, "আমি ব্রহ্ম" ইহা চিন্তা কর, সর্ব্বদা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, জ্ঞানিগণের সহিত বাদানুবাদ পরিত্যাগ কর ॥ ৩ ॥

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রতিদিন ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, স্বাদু অন্ন জন্য ভিক্ষা করিও না, দৈববশতঃ যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, ঔদাসীন্য ইচ্ছা করিবে, লোকের ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা ত্যাগ কর, শীতোষ্ণাদি সহ্য কর, বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিও না ॥ ৪ ॥

একান্তে সুখে উপবেশন কর, পরব্রহ্মে চিত্তসমর্পণ কর, পূর্ণব্রহ্ম দর্শন কর, এই সংসার ব্রহ্মজ্ঞানলাভের বাধক এই বলিয়া দৃষ্টি করিবে। যাহাতে প্রাক্তনকর্ম্ম লোপ হয় তদ্বিষয়ে যত্ন কর, জ্ঞানবলে অন্যাশক্তি পরিত্যাগ কর, প্রারব্ধ কর্ম্ম এই জন্মে ভোগ কর, পরব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান কর ॥ ৫ ॥

যে মনুষ্য এই শ্লোক পাঁচটী পাঠ করেন এবং স্থিরভাবে প্রতিদিন ব্রহ্মচিন্তা করেন, জ্ঞানপ্রভাবে তাঁহার শীঘ্র সংসারদাবানলের তীব্র ঘোরতাপ শান্তি হয় ॥ ৬ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

# ধন্যাষ্টকস্তোত্রম্।

তজ্জ্ঞানং প্রশমকরং যদিন্দ্রিয়াণাং
তজ্জ্ঞেয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিতার্থম্।
তে ধন্যা ভুবি পরমার্থ নিশ্চিতেহাঃ
শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি ॥ ১ ॥
আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্ মদমোহরাগ
দ্বেষাদি শত্রুগণমাহৃতযোগরাজ্যাঃ।
জ্ঞাত্বামৃতং সমনুভূয় পরাত্মবিদ্যা
কান্তা সুখাবতগৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ ॥ ২ ॥
ত্যক্ত্বা গৃহে রতি মধোগতিহেতুভূতা
মাত্মেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ।
বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তা
ধন্যাশ্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ ॥ ৩ ॥
ত্যক্ত্বা মমাহমিতি বন্ধকরে পদে দ্বে
মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ।
কর্ত্তারমন্যমবগম্য তদর্পিতানি
কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম পরিপাকফলানি ধন্যাঃ ॥ ৪ ॥
ত্যক্তৈষণা ত্রয়মবেক্ষিত মোক্ষমার্গা
ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকল্পিতদেহযাত্রাঃ।

জ্যোতিঃ পরাৎপরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং
ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি ॥ ৫ ॥
নাসন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু
ন স্ত্রী পুমান্ন চ নপুংসকমেকবীজং।
যৈর্ব্রহ্ম তৎ সমনুপাসিতমেক চিত্তা
ধন্যা বিরেজুরিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ ॥ ৬ ॥
অজ্ঞানপঙ্কপরিমগ্নমপেত সারং
দুঃখালয়ং মরণজন্মজরাবশক্তম্।
সংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যা
জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য্য বিনিশ্চরন্তি ॥ ৭ ॥
শান্তৈরনন্যমতিভির্মধুরস্বভাবৈ-
রেকত্ব নিশ্চিতমনোভিরপেত মোহৈঃ।
সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদস্বরূপং
শাস্ত্রেষু সম্যগনিসং বিমৃষন্তি ধন্যাঃ ॥ ৮ ॥
অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্ যঃ
কুনপমিব সুনারীং ত্যক্তু কামোবিরাগী।
বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্
জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি ॥ ৯ ॥

সম্পূর্ণং জগদেবনন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা গাঙ্গং বারিসমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ। বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তু বিষয়াদৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
ধন্যাষ্টকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় সকলের শান্তিকর যে জ্ঞানকে উপনিষৎ সকলে প্রতিপাদন করিয়াছেন সেই জ্ঞানই জ্ঞেয়। এই সংসারে যাঁহারা পরমার্থ নিশ্চয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহারাই ধন্য! অবশিষ্ট সকলে ভ্রমে পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥ ১ ॥

যাঁহারা প্রথমে গৃহে বিষয়বাসনা পরাজয় করিয়া মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষাদি শত্রুগণকে দমন করিয়া যোগসাধন করিয়াছেন এবং অমৃত ফললাভ করিয়া পরমাত্মবিদ্যারূপ কান্তাসুখ অনুভব করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারা ধন্য ॥ ২ ॥

যাঁহারা গৃহে মনের গতি হেতুভূতা রতি পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছায় উপনিষদের অর্থ রস পান করেন, বীত স্পৃহা হইয়া বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া সঙ্গত্যাগ করিয়া বনে ভ্রমণ করেন তাঁহারা ধন্য! ॥ ৩ ॥

যাঁহারা দুইপদ বন্ধকারী (সংসার গমনাগমনের কারণ) "আমি, আমার" এই জ্ঞান ত্যাগ করিয়া মানাবমান সমান জ্ঞান করিয়া সমদর্শী হন ও এই সংসারের অন্য কর্ত্তা আছে জানিয়া তাঁহাতে কর্ম্ম পরিপাক ফল সমর্পণ করেন তাঁহারা ধন্য! ॥ ৪ ॥

যাঁহারা সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণ পরিত্যাগ করিয়া অথবা সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষমার্গ অনুসন্ধান করেন এবং ভিক্ষারূপ অমৃতের দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন ও নির্জ্জনে থাকিয়া পরাৎপর পরমাত্মনামে জ্যোতি-হৃদয়ে অবলোকন করেন সেই ব্রাহ্মণেরা ধন্য! ॥ ৫ ॥

যাঁহারা পরব্রহ্ম অসৎ নহেন, সৎ নহেন, সদসৎ নহেন, মহৎ নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন কেবল একমাত্র জগতের কারণ এইরূপে যাঁহারা পরব্রহ্মে এক মনে উপাসনাসক্ত থাকেন তাঁহারা ধন্য! অপর লোক সকল সংসার পাশবদ্ধ! ॥ ৬ ॥

যাঁহারা অজ্ঞানরূপ পঙ্কে পরিমগ্ন, সারশূন্য, দুঃখের আকর, মরণ, জন্ম, জরাবশক্ত সংসারবন্ধনকে অনিত্য দেখিয়া জ্ঞানখড়্গে ছেদন করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারা ধন্য! ॥ ৭ ॥

যাঁহারা শান্ত, অনন্যমতি, মধুর স্বভাব, একত্ব নিশ্চয়কারী নিবৃত্তমোহ বনে সাধুগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া পরব্রহ্মপদ সম্যক্ চিন্তা করেন তাঁহারা ধন্য! ॥ ৮ ॥

যিনি সর্ব্বদা সর্পের ন্যায় সংসর্গ ত্যাগ করেন, মৃত শরীরের ন্যায় সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ব্রতাবলম্বন করেন, যিনি বিষয়কে বিষের ন্যায় চিন্তা করেন ও রিপুগণকে জয় করেন সেই পরমহংস মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ হইলে এই সমস্ত জগৎ নন্দনবন বলিয়া প্রতীতি হয় সকলই কল্পবৃক্ষ বলিয়া বোধ হয়, সমস্ত জলকে গঙ্গাজল বলিয়া বোধ হয় সমস্ত ক্রিয়া পবিত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃত ও সংস্কৃত বাক্যকে বেদবাক্য, পৃথিবীকে বারাণসী ও সকল অবস্থিতিকে সুখকর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ধন্যাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

# আত্মষট্‌কস্তোত্রম্।

মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্র জিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে। ন চ ব্যোম ভূমী ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ১ ॥

অহং প্রাণবর্গো ন পঞ্চানিলা যে ন তোয়ং ন যে ধাতবো নৈব কোষাঃ। ন বাক্‌পাণি পাদৌ ন চোপস্থপায়ু চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ২ ॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবম্। ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৩ ॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৪ ॥

ন মে মৃত্যুসঙ্কল্প ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। ন বন্ধুর্নমিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৫ ॥

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো বিভুর্ব্যাপ্যঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। সদা মে সমত্বং ন মুক্তির্ন বন্ধশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্যবিরচিতমাত্মষট্‌কস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত নহি, কর্ণ নহি, জিহ্বা নহি, নাসিকা নহি, চক্ষু নহি, আকাশ নহি, ভূমি নহি, তেজ নহি, বায়ু নহি, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ১ ॥

আমি প্রাণসমষ্ট (১) নহি, আমি পঞ্চবায়ু নহি, (২) জল নহি, ধাতু নহি, কোষ (৩) নহি, বাক্য নহি, হস্ত নহি, পদ নহি, উপস্থ নহি, পায়ু নহি, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥২॥

আমার দ্বেষ রাগ নাই, লোভ মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্যভাব নাই, আমি ধর্ম্ম নহি,

(১) সংস্কৃত "প্রাণ" শব্দ বহুবচনান্ত।

(২) প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চবায়ু। ইহার মধ্যে ঊর্দ্ধে গমনশীল বায়ুকে প্রাণ, অধোগমনশীল বায়ুকে অপান, সর্ব্বনাড়ীতে গমনশীল বায়ুকে ব্যান, কণ্ঠস্থানীয় উৎক্রমণ বায়ুকে উদান ও শরীর মধ্যগত ভুক্ত পীত অন্নজলাদির সমীকরণকারী বায়ুকে সমান কহে। বেদান্তসার দ্রষ্টব্য এই বিষয় আরও শ্রীমদ্ দেবী ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে, লিঙ্গ-পুরাণে ৮ অধ্যায়ে, পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ও মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ১৮৫ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে। এই সকল আত্মনাত্মবিবেকে সমুদায় বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) পঞ্চকোষ যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। ইহার লক্ষণ সমুদায় হিন্দু-পত্রিকা তৃতীয়বর্ষের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে ১৪৪ পৃষ্ঠা (আত্মনাত্মবিবেকে) লিখিত হইয়াছে।

অর্থ নহি, কাম নহি, মোক্ষ নহি, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ৩ ॥

আমি পুণ্য নহি, পাপ নহি, সুখ নহি, দুঃখ নহি, মন্ত্র নহি, তীর্থ নহি, আমি বেদ নহি, যজ্ঞ নহি, আমি ভোজন নহি, ভোজ্য নহি, ভোক্তা নহি, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ৪ ॥

আমার মৃত্যুসঙ্কল্প নাই, আমার জাতিভেদ নাই, আমার পিতা নাই, মাতা নাই, জন্ম নাই, আমার বন্ধু নাই, মিত্র নাই, গুরু নাই, আমার শিষ্য নাই, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ৫ ॥

আমি নির্ব্বিকল্প, নিরাকাররূপ, আমি বিভু আমি সর্ব্বত্র ধ্যাপ্য, আমি সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্বদা আমার সমজ্ঞান রহিয়াছে। আমার মুক্তি নাই, বন্ধন নাই, আমি সচ্চিদানন্দরূপ শিব ॥ ৬ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

# বিজ্ঞাননৌকাস্তুতি।

তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধির্বিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা। পরিত্যজ্য সর্ব্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং পরং ব্রহ্মনিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ১ ॥

দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং সমারাধ্য মত্যা বিচার্য্যস্বরূপম্। যদাপ্নোতি তত্ত্বং নিদিধ্যাস্য বিদ্বান্ পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ২ ॥

যদানন্দরূপং প্রকাশস্বরূপং নিরস্তপ্রপঞ্চং পরিচ্ছেদশূন্যম্। অহং ব্রহ্মবৃত্ত্যৈকগম্যং তুরীয়ং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৩ ॥

যদজ্ঞানতো ভাতি বিশ্বং সমস্তং বিনষ্টঞ্চ সদ্যো যদাত্মপ্রবোধে। মনোবাগতীতং বিশুদ্ধং বিমুক্তং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৪ ॥

নিষেধে কৃতে নেতি নেতীতি বাক্যৈঃ সমাধিস্থিতানাং যদা ভাতি পূর্ণম্। অবস্থাত্রয়াতীতমেকং তুরীয়ং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৫ ॥

যদানন্দলেশৈঃ সমানন্দি বিশ্বং যদা ভাতি সত্ত্বে তদা ভাতি সর্ব্বং। যদালোকনে রূপমন্যৎ সমানং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৬ ॥

অনন্তং বিভুং সর্ব্বযোনিং নিরীহং শিবং সঙ্গহীনং যদোঙ্কারগম্যম্। নিরাকারমত্যুজ্জ্বলং মৃত্যুহীনং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৭ ॥

যদানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নঃ পুমান্ স্যাদবিদ্যা বিলাসঃ সমস্তঃ প্রপঞ্চঃ। যদা ন স্ফুরত্যদ্ভুতং যন্নিমিত্তং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৮ ॥

স্বরূপানুসন্ধানরূপাং স্তুতিং যঃ পঠেদাদরাদ্ভক্তিভাবো মনুষ্যঃ। শৃণোতীহ বা নিত্যমুদ্যুক্তচিত্তো ভবেদ্বিষ্ণুরত্রৈব বেদপ্রমাণাৎ ॥ ৯ ॥

বিজ্ঞাননাবং পরিগৃহ্য কশ্চিৎ তরেদ্যদজ্ঞানময়ং ভবাব্ধিম্। জ্ঞানাসিনা যো হি বিচ্ছিদ্য তৃষ্ণাং বিষ্ণোঃ পদং যাতি স এব ধন্যঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতা বিজ্ঞাননৌকাস্তুতিঃ সম্পূর্ণা ॥

তপ, যজ্ঞ, দানাদিদ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করে ও রাজত্বপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সংসারে বিরক্ত হয় ও সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যে পরব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ১ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ, প্রশান্ত, দয়ালু গুরুকে আরাধনা করিয়া বুদ্ধিরদ্বারা স্বরূপ বিচার করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি যে নিদিধ্যাসন (১) করিয়া তত্ত্ব প্রাপ্ত হয় আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ২ ॥

যিনি আনন্দস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, যাঁহা হইতে সংসারপ্রপঞ্চ দূরীভূত হইয়াছে, যিনি

(১) দেহাদিজড়পদার্থ জ্ঞান দূর করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানকে নিদিধ্যাসন কহে।

পরিচ্ছেদশূন্য, (২) যিনি "অহংব্রহ্ম" এই জ্ঞান-মাত্রের গম্য, তুরীয় (৩) আমি সেই নিত্য পরব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

---

(২) জীব ও ব্রহ্মে ইহাই প্রভেদ, জীব খণ্ড ও ব্রহ্ম অখণ্ড। ব্রহ্মের অংশ জীব, যেরূপ ঘটাকাশ; ঘটাকাশ ন্যায় হইলে ব্রহ্মে পরিচ্ছিন্নদোষ স্পর্শ করিল সুতরাং এই মতকে রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা দোষ দেন যথা—পরিচ্ছিন্নস্য প্রতিবিম্বস্য ভাগস্য বা ব্রহ্মণ এব জীবত্বং বিম্বাত্র ব্রহ্মাত্মকত্ব ধীমাত্রা দেবস্য জীবস্য সংহৃতি বিনির্ত্তিবিত্যাপাতজোর্থা দুর্ম্মতিভিঃ প্রতী রন্তে"। বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত বেদান্তদর্শন ১ম অধ্যায়ে ১ম পাদে ১ সূত্রের ভাষ্য। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণের মত যে চিৎ, জড়, ও ঈশ্বর এই তিনতত্ত্ব প্রধান। চিৎ অর্থ জীব, জড় এই জগৎ ও ঈশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ জীবভোক্তা, এই দৃশ্যজগৎ জীবের ভোগ্য ও ঈশ্বর সেই সমুদায়ের নিয়ন্তা। যে সকল জীব তাঁহার উপাসনা করেন তিনি তাঁহাদিগকে উপাসনানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তবৎসলতাবশতঃ লীলাবশে ।তীর্ণ হইয়া অর্চ্চা, বিভব, বূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামি দে ব্যপদিষ্ট হন। (অর্চ্চা অর্থে প্রতিমাদি, বিভব তার সকল, বূহ সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ই চারিরূপ। বাসুদেব সম্পূর্ণ ষড়্গুণ এই বাসুদেবই রাত্রশাস্ত্রে পরব্রহ্ম নামে উক্ত হয়। সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামি র্ত্ত জীবস্থ ও জীবপ্রেরকরূপে বিজ্ঞেয়)। ভক্তগণ র্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সোপান আরোহণ য় পর পর মূর্ত্তির অনুগ্রহলাভ করিয়া চরমসোপানে য়া কৃতার্থতালাভ করেন। তিনি আরও কহেন ক্তিদ্বারা পরমেশকে লাভ করা যায়। ভক্তি জ্ঞানের র অথবা ফল; পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় য়ে যখন বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয় তখন যে অচলাভক্তি কাশ হয় তাহাকেই ভক্তি কহে। বৈরাগ্য ব্যতীত দৃশ ভক্তিলাভ করিবার আশা করা যায় না এবং রাগ্যও সত্ত্বশুদ্ধি ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। আহারাদির দ্ধতা হইতে সত্ত্বশুদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩) অজ্ঞান এবং অজ্ঞানোপহিতচৈতন্যরূপ ঈশ্বর ভৃতি সকলই তাহাদিগের আধারভূত অনুপহিত তন্যরূপ তুরীয়।

যাঁহার অজ্ঞানে এই সমস্ত বিশ্ব সত্য বলিয়া প্রতীতি হয় এবং যাঁহার জ্ঞানে এই বিশ্বের সত্যতা বিনষ্ট হয়, যিনি মন ও বাক্যের অতীত, বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

"নেতি" "নেতি" বাক্যে সমুদায় পদার্থকে নিষেধ করিয়া সমাধিস্থ যোগীগণের যাহা পূর্ণ বলিয়া প্রকাশ হয় আর যিনি অবস্থাত্রয়ের (৪) অতীত তুরীয় আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

যাঁহার আনন্দকণায় এই বিশ্ব আনন্দলাভ করেন, যাঁহার সত্তাতে এই পৃথিবীর সত্তা

---

(৪) অবস্থা তিনটি;—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—

সএব মায়া পরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ
সএব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥ ১২ ॥
স্বপ্নে সজীবঃ সুখদুঃখভোক্তা
স্বমায়য়া কল্পিত জীবলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥ ১৩ ॥

কৈবল্যোপনিষদি।

আত্মা মায়ামোহিত হইয়া শরীর আশ্রয় করিয়া সকল কার্য্য করে। স্ত্রী অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগ্য-দ্রব্যদ্বারা জাগ্রত থাকিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্তিলাভ করে অর্থাৎ অজ্ঞানদ্বারা অভিভূত থাকিয়া সুখদুঃখ ভোগ করে ॥ ১২ ॥

সেই জীব নিজ মায়াদ্বারা এই কল্পিত বিশ্বলোকে স্বপ্নে সুখদুঃখ ভোগ করে ও সুষুপ্তিকালে (অর্থাৎ আনন্দভোগকালে) এই সংসার স্বীয় কারণে লয়প্রাপ্ত হইলে, অজ্ঞানাবৃত হইয়া সুখভোগ করে (মোক্ষকালেও এই ভাব প্রাপ্ত হয় তবে পার্থক্য এই যে জীব সে সময়ে অজ্ঞানাবৃত না হইয়া স্বয়ং প্রকাশমান থাকেন। ভাষ্যানুবাদ) জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির লক্ষণ বেদান্ত-দর্শনে তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে ১০ সূত্রে শঙ্করভাষ্যে বিশেষরূপে বিবৃত আছে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চদশীতে ব্রহ্মা-নন্দে যোগানন্দে এই তিন অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

প্রতীয়মান হয় যাঁহার দৃষ্টিতে অন্তরূপ সকল প্রকাশ পায় আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

যিনি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী সকলের কারণ, নিরীহ (নিশ্চেষ্ট), মঙ্গলময়, সঙ্গহীন, যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, যিনি নিরাকার, যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি মৃত্যুহীন আমি সেই নিত্য পরব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

যখন পরব্রহ্মরূপ আনন্দসিন্ধুতে মনুষ্য নিমগ্ন হইয়া সমস্ত সংসারপ্রপঞ্চ অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, যাঁহার নিমিত্ত কোন অদ্ভুতকার্য্য প্রকাশ হয় না অথবা যাঁহার নিকট কোন আশ্চর্য্য কার্য্য নহে আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥৮॥

যে ব্যক্তি আদরপূর্ব্বক ও ভক্তিসহকারে এই পরব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানরূপ স্তুতি পাঠ করে কিম্বা নিত্য উদ্‌যুক্তচিত্তে শ্রবণ করে সে ব্যক্তি এই জন্মেই বেদবাক্যানুসারে বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করে ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি বিজ্ঞাননৌকা গ্রহণ করিয়া অজ্ঞানময় সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় ও যে জ্ঞানাসিদ্বারা তৃষ্ণারূপ রজ্জু ছেদন করে সে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় ও সে ব্যক্তি ধন্য ॥ ১০ ॥

অনুবাদ সম্পূর্ণ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

# হরিনামমালাস্তোত্রম্।

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভম্। গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

নারায়ণনিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্। নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকম্ ॥ ২ ॥

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমম্। পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং রমাপতিং। রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনম্ ॥ ৪ ॥

বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাসুদেবঞ্চ বিহ্বলম্। বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুব্যাসং (১) তং বন্দে বেদবল্লভম্ ॥ ৫ ॥

দামোদরং দিব্য সিংহং দয়ালুং দীননায়কম্ (২)। দৈত্যারিং দেবদেবেশং তং বন্দে দেবকীসুতম্ ॥ ৬ ॥

মুরারিং মাধবং মৎস্যং মুকুন্দং মুষ্টিমর্দ্দনং (৩)। মঞ্জুকেশং মহাবাহুং তং বন্দে মধুসূদনম্ ॥ ৭ ॥

কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তুভপ্রিয়ম্। কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবান্তকম্ ॥ ৮ ॥

ভূধরং ভুবনানন্দং ভূতেশং ভূতনায়কং।(৪) ভাবনৈকং ভুজঙ্গেশং তং বন্দে ভবনাশনম্ ॥৯॥

জনার্দ্দনং জগন্নাথং জগজ্জাড্য বিনাশকম্ জামদগ্নিং বরং জ্যোতিস্তং বন্দে জলশায়িনম্॥১০॥

চতুর্ভুজং চিদানন্দং মল্লচানুরমর্দ্দনম্। চরাচরগতং দেবং তং বন্দে চক্রপাণিনম্ ॥ ১১ ॥

শ্রিয়ঃ করং (৫) শ্রিয়োনাথং শ্রীধরং শ্রীবরপ্রদম্। শ্রীবৎসলধরং সৌম্যং তং বন্দে শ্রীসুরেশ্বরম্ ॥ ১২ ॥

---

(১) সর্ব্বতো ব্যাপ্তং (২) দীনাশ্রয়ম (৩) মুষ্টি নাম অসুরং যথা—চানূরমাদি সদ্‌যুদ্ধে কৃষ্ণস্তু মহাবলম্।

(৪) অক্রূং মল্লক নিকৃতিং মুষ্টিকঞ্চ মহাবলম্ হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি ৩০ অ, ৮।

চানূরে নিহতে মল্লে মুষ্টিকে বিনিহিতে। বিষ্ণুপুরাণে ৫ অংশে ২০ অ, ৬৭।

চানূরে মুষ্টিকে কূটেশলে তোশলকে হতে। শ্রীভাগবত ১০১ ক, ৪৪ অ, ২২।

(৫) সম্পদ্ বৃদ্ধিকরঃ।

যোগীশ্বরং যজ্ঞপতিং যশোদানন্দদায়কম্।
যমুনাজলকল্লোলং তং বন্দে যদুনায়কম্॥ ১৩॥
শালগ্রামশিলাশুদ্ধং শঙ্খচক্রোপশোভিতম্।
সুরাসুরসদাসেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভম্॥ ১৪॥
ত্রিবিক্রমং (৬) তপোমূর্ত্তিং ত্রিবিধাঘৌঘনাশনম্ (৭)। ত্রিস্থলং (৮) তীর্থরাজেন্দ্রং (৯) তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ং (১০)॥ ১৫॥

(৬) সর্গমর্ত্তপাতালে বিক্রম প্রকাশকম্।
(৭) কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধ পাপনাশনম্।
(৮) স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালানি স্থলানি যস্য তং (৯) তীর্থানামীশ্বরং (১০) তুলসী প্রিয়া যস্য তং প্রমাণং "সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু তুলসী বিষ্ণুবল্লভা॥" পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৯৪ অধ্যায়ে।
তুলসি শ্রীমতি শ্রেষ্ঠে বৃন্দে বৃন্দাবনে প্রিয়ে।
স্থিরী ভব মম প্রীতৈ্যা যাবদা চন্দ্রতারকম্॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ৮ অধ্যায়ে ১৮।

অনন্তমাদিপুরুষমচ্যুতঞ্চ বরপ্রদম্। জ্ঞানন্দঞ্চ সদানন্দং তং বন্দে চাঘনাশনম্ (১১)॥ ১৬॥
নীলরাধৃতভূভারং লোকসদ্বৈকবন্দিতম্ (১২)। লোকেশ্বরঞ্চ শ্রীকান্তং তং বন্দে লক্ষণপ্রিয়ম্॥ ১৭॥
হরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং (১৩) হরিপ্রিয়ম্ (১৪)। হলায়ুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হনুমৎ পতিম্॥ ১৮॥
হরিনামকৃতামালা পবিত্রা পাপনাশিনী। বলিরাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ॥১৯॥
ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং হরিনামমালাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

(১১) অঘনাশনং—পাপনাশনং।
(১২) সাধুবন্দিতং (১৩) বানরাণাং প্রভুং (১৪) বানরা এব প্রিয়া যস্য তং এই স্তবটির ভাষা অতি প্রাঞ্জল তজ্জন্য দুই একটি শব্দার্থ দিয়া শেষ করিলাম।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

# চিন্তানুশাসনং।

## সূচনা।

এতদ্দেহমবাপ্যদুর্ল্লভতরং স্বপ্নেন্দ্রজালোপমং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরং ক্ষিতিতলে যদ্‌যোগিনাং দুর্ল্লভম্। নোধায়ন্তি বিবেকশূন্যমনুজা আয়ুঃক্ষয়ং কুর্ব্বতে অন্তে কা ভবিতা দশা শৃণু সখে! মূঢ় ন জানন্তি বৈ॥

অস্যং মম।

মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্ল্লভ জন্ম। এই আনন্দময় জন্ম লাভ করিবার জন্য দেবতারাও স্পৃহা করিয়া থাকেন (১)। এই দুল্লভ জন্ম লাভ করিয়া যদি আমরা সৎকার্য্য করি তাহাহইলে আমরা আত্মার উন্নতিসাধন করিয়া উত্তরোত্তর উত্তম গতি প্রাপ্ত হইব। যদি তাহা না করিয়া কেবল দিবারাত্র সংসারচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আত্মার উন্নতিসাধন না করি তাহাহইলে ক্রমে ক্রমে আমাদের পতন হইয়া (২) অত্যন্ত নীচ

(১) স্বর্গিণোপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িনস্তথা।
শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধ, ২০ অ, ১২।

(২) স্থাবরং লক্ষবিংশত্যা জলজা নবলক্ষকাঃ।
ক্রিমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষলক্ষ বানরাঃ॥
পশুজা নবলক্ষঞ্চ ত্রিংশল্লক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
ততৈব মানবজন্ম কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে॥
শূদ্রাদিনাং শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণত্বমবাপ্নুয়াৎ।
উত্তমং চূড়ান্তং প্রাপ্য আত্মানং যো ন তারয়েৎ।
সএব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্য্যাতি যাতনাং॥
বঙ্গবাসী (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) উদ্ধৃত কোন গ্রন্থ হইতে।

যোনিতে জন্মগ্রহণ করিব, সুতরাং যাহাতে আত্মার উন্নতিসাধন হয় তদ্বিষয়ে আমাদের অনুক্ষণ সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য (৩)। জীবনের মধ্যে যদি আমাদের মনকে সৎচিন্তায় নিযুক্ত করিতে পারি তাহাহইলে মৃত্যুসময়েও আমাদের সৎচিন্তা উদয় হয় অন্যথা অসচ্চিন্তা মনকে আক্রমণ করে ও সেই চিন্তাতে দেহত্যাগ করিয়া জীব সেই চিন্তানুযায়ী শরীর ধারণ করে (৪)। আত্মার উন্নতিসাধন করিতে গেলে সাধন আবশ্যক। সাধন করিতে গেলে ভক্তি আবশ্যক, (৫) জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থা ভক্তি সেই ভক্তি ভিন্ন সাধন কোনক্রমে সম্পন্ন হয় না। মনুষ্য দেহলাভ করিয়া পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহের উন্নতিসাধনদিকে লক্ষ্য করিয়াও তজ্জন্য অসংখ্য জীব নষ্ট করিয়া অমূল্য সময় অতিবাহিত করা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে, কারণ বিষয়ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া লাভ করা যাইতে পারে (৬)। শূকর, কুক্কুর, কাক প্রভৃতি সকল জীবই প্রতিদিন বাসনানুযায়ী ভোক্ষ্যদ্রব্য আহার করিয়া থাকে। স্থূলদেহ পরিপোষণের জন্য এত যত্ন কেন? মৎস্যভোজীরা কতগুলি জীবন নষ্ট করিয়া ক্ষণকালের জন্য জিহ্বার তৃপ্তিসাধন করিয়া ভক্ষ্যবস্তুগুলির চিরদিনের মত যে জীবন বিসর্জ্জন দিল তাঁহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না (৭)! কি পরিতাপ! কি স্বার্থপরতা! কি নির্দ্দয়তা! কি পাষাণপ্রকৃতি! কি পাশবপ্রবৃত্তি! ধন্য! মাংসমৎস্যজীবি! তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার! কি দেহাভিমান! স্থূলদেহ কি এতই প্রিয়! যদি স্থূলদেহ এত প্রিয় হইল তবে নরক কেন প্রিয় না হয়? (৮) নরকে যে সমুদায় দ্রব্য বিরাজমান মনুষ্যের স্থূলদেহে সেই মাংস, রক্ত, পূয, মজ্জাস্থি আদি সমুদায় দ্রব্য বর্ত্তমান! যে দেহপরিপুষ্ট করিবার জন্য অহরহ চিন্তা সেই দেহটি কাহার? সেই দেহ যে অগ্নিদেবের অথবা শৃগালকুক্কুরের তাহা কি একবার চিন্তাও হয় না? (৯) যখন স্বচ্ছন্দে

(৩) লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদ মনিত্য মপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
একাদশ স্কন্ধে ৯ অ, ২৯।

অনেক জন্মের পর এই সুদুর্লভ অনিত্য (কিন্তু) অর্থদ মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া ধীরব্যক্তি যতক্ষণ মৃত্যু না হয় ততক্ষণ নিজ মঙ্গলের জন্য যত্ন করিবে কারণ বিষয়ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হইতে পারে।

(৪) যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমে বৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥
পঞ্চদশী ধ্যানদীপঃ ১৩৭।

(৫) পাতঞ্জলদর্শন—সাধনপাদে বিস্তৃত বর্ণন আছে।

(৬) সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাৎ যথা দুঃখময়ত্নতঃ॥
৭ স্কন্ধে ৬ অ, ৩।

ইহার অর্থ হিন্দুপত্রিকা তৃতীয়বর্ষের ৮২ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভ টিপ্পনি।

(৭) ভক্ষ্য ভক্ষকযোঃ প্রীতমুভয়ো পশ্যতান্তরম্।
একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যঃ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে।
হিতোপদেশঃ (বিষ্ণুশর্ম্মা)

ভক্ষ্য ও ভক্ষকের উভয়ের প্রীতির অন্তর দেখ। একজনের (ভক্ষকের) ক্ষণকালের জন্য প্রীতি ও অন্য (ভক্ষ) চিরকালের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করে।

(৮) মাংসাসৃক্‌পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ।
বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে অ,

মাংস, রক্ত, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি সংহতি দেহে মনুষ্য যদি প্রীতিমান্ হয় তাহাহইলে নরকেও হউক।

(৯) দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্ম্মাতুরেব বা।
মাতুপিতুর্ব্বা ক্রেতুর্ব্বা বলিনোঽগ্নেঃ শুনোঽপি বা।
শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৯ অ ১।

বনজাত শাকদ্বারা এ দগ্ধ উদরের ক্ষুন্নিবারণ হয় তখন কতকগুলি জীবন নষ্ট করা কেন? (১০) একটি মৎস্য জলের ভিতর কেমন সুখে আহার বিহার করিতেছে। একটি পক্ষী কেমন সুখে আহারের অনুসন্ধান করিতেছে—অন্যান্য সঙ্গীগণকে লাভ করিয়া কত আনন্দপ্রকাশ করিতেছে—সে সামান্য সুখ দান করিতেও তুমি পরাঙ্মুখ হও! সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য প্রধান জীব; সুতরাং সে প্রধানত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় না! একটি শ্বাপদ অন্য শ্বাপদকে দেখিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। যদি মনুষ্যও সেই শ্বাপদ জন্তুকে অনুকরণ করিল তাহাহইলে মনুষ্যে ও শ্বাপদে প্রভেদ কি? যূপকাষ্ঠবদ্ধ জীব যখন প্রাণভয়ে চীৎকার করে, তখন সেই চীৎকার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া কি দয়ার উদ্রেক করে না! নিজ জিহ্বার আস্বাদন জন্য অনেক মাংসাশী কোন দেবীর নিকট কোন জীবকে লইয়া গিয়া তাহার প্রাণনাশ করিয়া নিজের অভীষ্টপূরণ করেন, কিন্তু বধজন্য পাপ কি সেই ভক্ষককে স্পর্শ করিবে না? যদি সকলে মৎস্যমাংস ভক্ষণ না করে তাহাহইলে মৎস্যমাংস কোথা হইতে আসিবে (১১) ও তাহাহইলে জীবের ধ্বংসই বা কেন হইবে? সুতরাং একটি জীব নষ্ট করিতে যতগুলি ব্যক্তি কার্য্য করে ও সেই মৃতজীব ভক্ষকের সম্মুখে রাখিতে যত লোকের সাহায্য আবশ্যক করে সেই ভক্ষক সহিত সকলকেই পাপভাগী হইতে হয় (১২)। তবে ক্ষণিকসুখের জন্য এই পাপকে ভয় করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে! ইহকালে স্বল্প সুখের জন্য কি অনন্ত নরকযন্ত্রণাভোগ করা কর্ত্তব্য। (১৩) হিংসায় যে কত পাপ বর্ণনা করা যায় না। (১৪) সংসার ত আমাদের পরীক্ষার স্থল। আমরা এই সংসারে যেরূপ কার্য্য করিব, কর্ম্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে। (১৫) দেহাভিমানে

দেহ কি অন্নদাতার, কি নিষেককর্ত্তা পিতার, কি মাতার, কি মাতামহের কিম্বা ক্রেতার কি বলশালির কি অগ্নির অথবা কুক্কুরের।

(১০) স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥
হিতোপদেশঃ।

(১১) যদি চেৎ খাদকো ন স্যান্ন তদা ঘাতকো ভবেৎ॥
অনুশাসনপর্ব্বণি ১১৫ অ, ৩১।

(১২) অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংকর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥
মনু ৫ অ, ৫১।

যাহার আজ্ঞাতে বধ হয়, যে খণ্ড খণ্ড করে, যে বধ করে, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাচক, পরিবেশনকারী ও খাদক সকলেই ঘাতক।

(১৩) নির্দ্দয়ত্ব বিজ্ঞপ্তিঃ পক্ষপাতিত্বমীশ্বরে।
অন্তে দুরন্তজং দুঃখং হিংসায়াস্ত্রিবিধঃ ফলম্॥
নির্দ্দয়ত্ব বিজ্ঞপ্তি, ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব ও পরিণামে দুরন্ত দুঃখ হিংসার এই তিনপ্রকার ফল।

(১৪) পাচ্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তে বিবশা মাংসগৃদ্ধিনঃ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে তাং তাং যোনিমুপাগতাঃ॥
অনুশাসনপর্ব্বণি ১১৬ অঃ ৩।

বিবশ মাংসলোভীগণ পাচ্যমান দৃষ্ট হয় তাহারা সেই সেই যোনি লাভ করিয়া কুম্ভীপাকনরকে পক্ক হয়।

যে ভক্ষয়ন্তি মাংসানি ভূতানাং জীবিতৈষিনাম্।
ভক্ষ্যন্তে তেঽপি ভূতৈস্তৈরিতি মে নাত্র সংশয়ঃ॥
মাংস ভক্ষয়তে যস্মাদ্ ভক্ষয়িষ্যে তমপ্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বমনুবুধ্যস্ব ভারত॥
ঐ ঐ ৩৩,৩৪।

যাহারা জীবিতাভিলাষী প্রাণিগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা সেই জীবগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। ৩৩।

হে ভারত। (ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়াছিলেন) যেহেতু সে আমাকে ভক্ষণ করিতেছে তজ্জন্য তাহাকেও আমি ভক্ষণ করিব ইহাই "মাংস" শব্দের মাংসত্ব বোধ কর। ৩৪।

(১৫) যদ্যচ্ছরীরেণ করোতি কর্ম্ম তেনৈব দেহী সমুপাশ্নুতে তৎ॥
শান্তিপর্ব্বণি ১৭৪ অ, ২২।

মত্ত হইয়া আমাদের কি তাহা চিন্তা করা উচিত নহে? জননী গর্ভে যখন জীব আবদ্ধ থাকে তখন পরমেশে প্রার্থনা করে যে সংসারে গিয়া সৎকার্য্য করিব (১৬) কিন্তু জন্মগ্রহণ করিয়া যত বড় হইতে থাকে তত সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তখন এই দেহই সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করে। এই স্থূলদেহ ব্যতীত যে অন্য দেহ আছে তাহা ক্ষণকালের জন্য চিন্তা হয় না! সুতরাং মনুষ্য জীবনলাভ করিয়া যাহাতে এই স্থূলদেহব্যতিরিক্ত অন্য দেহের (সূক্ষ্মদেহের) উন্নতিসাধন করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঐ উন্নতি বিষয়ে আমাদের অনেক উপায় আছে। ভগবান, বেদব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া (১৭) আত্মার উন্নতিসাধন বিষয়ে জীবের অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। (১৮) তিনি অষ্টাদশপুরাণ অষ্টাদ[শ] উপপুরাণ মহাভারতাদিগ্রন্থ প্রণয়ন করি[য়া] যাহাতে মনুষ্য সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করি[য়া] অমূল্য সময় অতিবাহিত করিতে পারে তদ্বিষ[য়ে] অনেক যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কি দুর্দ্দিন! যে আমরা ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠ না করিয়া কেবল বিজাতীয় ভাষা পাঠে অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকি ও ঐ সকল পুস্তকে যে কি [কি] অমূল্য উপদেশ আছে তাহা আমরা একবার পাঠ করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করি না! তজ্জন্য সেই মহর্ষির পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাঁহার কতকগুলি বাক্য "চিত্তানুশাসন" নাম দিয়া অদ্য পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করি[]লাম। এক একটি বাক্যে যে কত উপদেশ পাইবে[ন] প্রতি কত ধিক্কার দেখিতে পাইবেন। ১৯)

---

জীব যে শরীরদ্বারা যে কর্ম্ম করে সেই শরীরদ্বারাই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে।

ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি॥

গরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ৫৪।

(১৬) তস্মাদহং বিগত বিপ্লব উদ্ধরিষ্য আত্মান মাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব। ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং মা মে ভবিষ্যদুপসাদিত বিষ্ণুপাদঃ॥

শ্রীভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ৩১ অ, ২১।

তজ্জন্য আমি বিষ্ণুর পদহৃদয়ে ধারণ করিয়া সারথি রূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাকুল না হইয়া সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব যেন পুনরায় আমাকে আর গর্ভবাসরূপ নানা ক্লেশভোগ করিতে না হয়।

(১৭) ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।

চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥

শ্রীভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৩ অ, ১২।

তারপর সপ্তদশ অবতারে পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও লোক সকলের অল্প বুদ্ধি দেখিয়া (তাহাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ) বেদরূপ বৃক্ষের অনেক শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন।

(১৮) নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছোত্রমনোঽভি রামাৎ। ক উত্তম শ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥ শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১অ, ৪।

(এই লোকে তিনপ্রকার লোক আছে। মুক্ত, মুমুক্ষু ও সংসারী) মুক্তলোকও শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ গান করেন, মুমুক্ষুলোকদিগের সেই নাম সাংসারের ঔষধ স্বরূপ ও সংসারীদিগের সেই গুণানুবাদ শ্রবণ ও মনকে আনন্দিত করে। এরূপ শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদ হইতে পশু ঘাতী অথবা আত্মঘাতী ব্যতিরেকে কোন পুরুষ বিরত হইবে। ৪॥

["আত্মঘাতী" এইরূপে অর্থ হইবে যে বিনা অপশু ঘ্নাৎ=বিনা পশুঘ্নাৎ। অপগতা শুক্ (শোক) যস্মা স আত্মা তং হন্তি ইতি অপশুঘ্ন আত্মঘাতী ইত্যর্থঃ যাহা হইতে শোক দূরীকৃত হইয়াছে সেই আত্মাকে যে নাশ করে তাহাকে আত্মঘাতী কহে। কাহাকে আত্ম ঘাতী কহে তাহার লক্ষণ হিন্দুপত্রিকার তৃতীয়বর্ষ [] পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভ দেখ]

(১৯) শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তপ্রবর আমার পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদাস মহাশয়ের ও আমার গুরু দেবের আদেশমতে এই শ্লোকগুলি ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উক্ত বন্ধু ও গুরুদেবের চরণে স্থান দিয়া আমার দেহ পবিত্র করেন ও তজ্জন্য আমাকে এইরূপ মুনিবাক্য প্রকাশ করিতে উপদেশ দিয়াছেন তজ্জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও সুখী হইলাম।

# চিত্তানুশাসন আরম্ভ।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তং চ যন্নসৌ।
তস্য তে যৎক্ষণোনীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥

উদ্যন্=উদ্গচ্ছন্, উদয়ং প্রাপ্নুবন্=উদয় হইয়া।

অস্তং=অদর্শনং যন্ গচ্ছন্=অস্ত হইয়া।

তস্যর্ত্তে=(তস্য+ঋতে) তস্য আয়ুঃঋতে বিনা। যিনি শ্রীকৃষ্ণের বর্ত্তাতে সময় অতিবাহিত করেন তাঁহার সময় ব্যতিত সূর্য্যদেব উদয় ও অস্ত হইয়া সকল লোকেরই আয়ু হরণ করিতেছেন।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মে হন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥

শ্বসন্ত্যতে=শ্বসন্তি+উত।

শ্বসন্তি=নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে।

উত=প্রশ্নে "উত" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে।

ভস্ত্রাঃ=কামারের জাঁতা।

(কেবল জীবন ধারণ করা মনুষ্যের আয়ুর ফল নহে তজ্জন্য কহিতেছেন যে) তরু সকল কি জীবন ধারণ করে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস পরিত্যাগ করে না। অন্যান্য পশুতে কি খায় না। তাহারা কি স্ত্রীসঙ্গ করে না? [কৃষ্ণগুণ গাথা বর্ণনকারী ব্যক্তি ব্যতিত অন্য মনুষ্য সকলেই পশুর তুল্য অথবা নরাকার পশু নামে অভিহিত হয় তজ্জন্য এই স্থানে "অপর" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন]

শ্ববিড়্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ॥

সংস্তুতঃ=সদৃশত্বেন নিরূপিতঃ সদৃশ বলিয়া নিরূপিত। উপেতঃ=গতঃ প্রাপ্ত।

জাতু=কদাচিৎ।

শ্রীকৃষ্ণের নাম যাহার কর্ণপথে কখন প্রবেশ করে নাই সেই পুরুষ পশু, কুক্কুর, গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভসদৃশ নিরূপিত হইয়া থাকে [সে ব্যক্তি অবজ্ঞাপদ তজ্জন্য "কুক্কুর" তুল্য অমেধ্য ভোজনপ্রিয় তজ্জন্য "গ্রামঃশূকর"। "উষ্ট্র" উষ্ট্র যেরূপ ভারবহন করে ও কণ্টক ভোজন করে তদ্রূপ সে ব্যক্তিও বিষয়াশক্ত হইয়া দুঃখভোগ করে ও স্ত্রীপাদ তাড়ন সহ্য করে তজ্জন্য "গর্দ্দভ" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে]

বিলেষতোরুক্রম বিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন যোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ॥

বিলে=দুইটি গর্ত্ত কারণ গ্রাম্যবার্ত্তারূপ ভুজঙ্গ গৃহতুল্য।

বত=খেদে বত অব্যয় শব্দপ্রয়োগ।

উরুক্রম বিক্রমান্=শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ সকলকে।

অসতী=দুষ্টা [অসতী স্ত্রীর ন্যায় তাহার সমুদায় সুকৃতি নষ্ট করে]

দার্দ্দুরিকেব=দুর্দ্দুরোভেকঃ তদীয়া জিহ্বা ইব। ভেকের জিহ্বার ন্যায়।

যঃ=যে ব্যক্তি।

উপগায়তি=গান করে।

হে সূত! যে ব্যক্তির কর্ণযুগলে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে তাহার দুইটি কর্ণছিদ্র বৃথা দুইটি ছিদ্রমাত্র আর যাহার জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের গাথা না গান করে তাহার দুষ্টা জিহ্বা ভেকজিহ্বার ন্যায়।

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্। শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কনৌ বা॥

জুষ্টং=সজ্জিতং।

অপি=ও

উত্তমাঙ্গং=শিরঃ মস্তক। [ভারঃ কারণ

সংসারসিন্ধুতে প্রবেশকারী তাহাকে অধিক ডুবাইয়া দেয়]

নমেৎ=নমস্কার করে।

শাবৌ করৌ=শবো মৃতকঃ তৎকরতুল্যৌ [মৃতব্যক্তির করের তুল্য কারণ দেব পিত্রাদিগণ তদ্দত্ত-জলাদি অশুচিবশতঃ গ্রহণ করেন না]

লসৎ=শোভা পাইতেছে।

বা=অপি অর্থে "বা" শব্দপ্রয়োগ।

যে মস্তক পট্টকিরীটদ্বারা শোভিত হইয়াও মুকুন্দকে নমস্কার না করে তাহা কেবল ভারমাত্র আর যে হস্ত শ্রীকৃষ্ণের সপর্য্যা না করে তাহা কাঞ্চন ও কাঞ্চনদ্বারা শোভিত হইলেও মৃতব্যক্তির করের তুল্য॥

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে। পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥

বর্হায়িতে=ময়ূরপুচ্ছের তুল্য [ময়ূরপুচ্ছের তুল্য কারণ আপনার উদ্ধার পথ না পাইয়া সংসারকণ্টকক্ষেত্রে পতিত হয়]

নিরীক্ষতো=নিরীক্ষেতে আর্ষপ্রয়োগ কারণ "ঈক্ষ" ধাতু পরস্মৈ পদে প্রয়োগ হয় না।

দ্রুমজন্মভাজৌ=দ্রুমবৎ জন্ম ভজেতে ইতি তথা বৃক্ষমূলতুল্যৌ ইত্যর্থঃ। [যমদূতগণের কুঠারদ্বারা তাহারা ছেদ্যমান হইবে তজ্জন্য বৃক্ষমূলতুল্য]

নানুব্রজতো=ন+অনুব্রজতঃ। গমন করে নাই।

যৌ=যৌ পাদৌ। যে দুটি পদ।

যে মনুষ্যের চক্ষু বিষ্ণুর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে নাই তাহার চক্ষু ময়ূরপুচ্ছের তুল্য আর যে ব্যক্তির পদ শ্রীহরির ক্ষেত্র গমন না করিয়াছে সে বৃক্ষের ন্যায় জন্মলাভ করিয়াছে।

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যামনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদগন্ধম্॥

জীবঞ্ছবঃ=জীবন্+শব [বিশেষ প্রেতশরীরের ন্যায় চেষ্টমান হইয়া সাধুদিগকে ভয় প্রদর্শন করে যে ভগবান তাহার হস্তকৃত সপর্য্যাও গ্রহণ করেন না এই তাৎপর্য্যার্থে "জীবঞ্ছব" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন]

ভাগবত=পরমেশ্বরের।

অঙ্ঘ্রিরেণুন্=পদরেণু সকলকে।

অভিলভেত=অভিতো ন স্পৃশেৎ। সর্ব্বাঙ্গেষু ন ধারয়েৎ। সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করে না।

মনুজঃ=মনুষ্য।

শ্বসঞ্ছব=পূর্ব্ববৎসোঽপি জীবঞ্ছব ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বের ন্যায় সেও জীবঞ্ছব এই অর্থ।

যে মনুষ্য কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ না করে সে জীবদ্দশাতেই শবের মত, আর যে মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্ন তুলসীর গন্ধ লইয়া না আনন্দলাভ করিয়াছে সে যদিও শ্বাস, প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে তাহাহইলেও মৃতশরীর তুল্য।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈ হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং=তৎ অশ্মসারং লোহময়মেব হৃদয়ং।

বত=খেদে। ইদং=এই।

গৃহ্যমাণৈঃ=কীর্ত্ত্যমানৈঃ।

গাত্ররুহেষু=রোমসু=লোমে।

হর্ষ=রোমাঞ্চ।

হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে ও বিকার হইলেও যদি চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয় সে হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন। ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

# আর্ত্তত্রাণনারায়ণস্তোত্রম্।

প্রহ্লাদ! প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্ব্বত্র মে দর্শয় স্তম্ভে চৈনমিতি ব্রুবন্তমসুরং তত্রা বিরাসীদ্ধরিঃ। বক্ষস্তস্য বিদারয়ন্নিজনখৈর্ব্বাৎসল্যমাবেদয়ন্নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১॥

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কহিয়াছিলেন, হে প্রহ্লাদ! তোমার হরি যদি তোমার প্রভু ও তিনি সর্ব্বত্র থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই স্তম্ভে দেখাও। (১) প্রহ্লাদকে এই কথা বলিলে হরি সেই স্থানেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিজ নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভক্তবৎসলতা দেখাইয়াছিলেন। আর্ত্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি॥ ১॥

শ্রীরামায় বিভীষণোঽয়মধুনাম্বার্ত্তো ভয়াদাগতঃ সুগ্রীবানয়পালয়েহমধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্। এবং যোঽভয়মস্য সর্ব্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদাবার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ॥ ২॥

বিভীষণ এইক্ষণ আর্ত্ত হইয়া (রাবণের) ভয়ে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সুগ্রীব! বিভীষণ আসিয়াছে তাহাকে আনয়ন কর ও এইক্ষণ তাহাকে এই স্থানে রক্ষা কর। এইরূপে যিনি বিভীষণকে অভয় দিয়াছিলেন ইহা সকলেই জানে (২) ও তিনি বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য দিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি॥ ২॥

নক্রগ্রস্তপদং সমুদ্যতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং পাহীতি প্রচুরার্ত্তরাবকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ। মাসো চৈতি রবক্ষনক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণাদার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৩॥

(এইক্ষণ গজেন্দ্রমোক্ষবিবরণ কহিতেছেন) (৩) কুম্ভীরে গজেন্দ্রের পদধারণ করিয়াছিল। সেই গজেন্দ্র শুণ্ড উত্তোলন করিয়া হে ব্রহ্মেশ! হে দেবেশ! হে শক্তীশ! আমাকে রক্ষা কর এই কথা বলিলে, "ক্রন্দন করিও না" এই বলিয়া অত্যন্ত ক্রন্দনকারী গজেন্দ্রকে চক্রদ্বারা কুম্ভীরবদন হইতে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি॥ ৩॥

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে! কাসি কাসি সুযোধনাদবগতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্। ইত্যুক্তোঽক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যো রক্ষদাপদতামার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৪॥

---

(১) বহুয়া মন্দভাগ্যোক্তোমদন্যো জগদীশ্বরঃ।
ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে।
শ্রীভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ৮অ, ১১।
প্রহ্লাদং প্রতি হিরণ্যকশিপু বাক্যং।

(২) সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥ ৩২॥
আনয়েনং হরি শ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া॥
বাল্মীকিয়ে রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১৮ সর্গে।
এবমেব অধ্যাত্মরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে ৩য় সর্গে।

(৩) বোম্বাই মুদ্রিত পুস্তকে গজেন্দ্রমোক্ষ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু আমি সংস্কৃত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ঐ উপাখ্যান পাই নাই। বামনপুরাণে ঐ উপাখ্যান পাইয়াছি। এ বিষয়ে আমি আমার আরাধ্য শিক্ষাগুরু শ্রীব্যাঙ্কটবরদাচার্য্য মহাশয়ের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলাম তিনিও মহাভারতের ঐ উপাখ্যান নহে বলিয়াছেন কারণ তাঁহার হস্তলিখিত পুস্তকেও নাই। যদি কোন পাঠক ঐ উপাখ্যান শান্তিপর্ব্বের প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন তাহাহইলে তিনি আমাকে অত্যন্ত অনুগৃহীত করিবেন।

[ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে কৃষ্ণানুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন ] ( ৪ ) দ্রৌপদী কহিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত! হে কৃপানিধে! হে পাণ্ডবদিগের গতি! তুমি কোথায়? দুর্য্যোধন আমাকে অবমাননা করিতেছে তুমি দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। এই কথা বলিলে যিনি অক্ষয়বস্ত্র দিয়া বিপদ্গতা দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৪ ॥

যৎ পাদাব্জনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং যন্নামামৃতপূরণঞ্চ পিবতাং সন্তাপসংহারকম্। পাষাণঞ্চ যদঙ্ঘ্রিতো নিজবধূরূপং মুনেরাপ্তবান্ আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

[ এইক্ষণ অহল্যা উদ্ধার বর্ণন করিতেছেন ] ( ৫ ) যাঁহার পাদপদ্মের নখের জল হইতে ত্রিজগতের পাপরাশি নাশ করে, যাঁহার নামামৃত পান করিলে সন্তাপ দূর করে, যাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া যিনি গৌতমমুনির শাপে পাষাণ হইয়াছিলেন, সেই গৌতমমুনির স্ত্রী অহল্যা পাষাণও নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৫ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রতোঽপরিমিতং সংসারবারাংনিধিং ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্। তন্নৈবাদ্ভুতকারণং ত্রিজগতাং নাথস্য দাসোঽস্ম্যহমার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র দুর্জ্জন ব্যক্তিও অপার সংসার পার হইয়া বিষ্ণুর সনাতন পরমপদ প্রাপ্ত হয়, আমি কি সেই অদ্ভুতকার্য্যের কারণ ত্রিজগতের নাথের দাস নহি? সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৬ ॥

পিত্রাভ্রাতরমুত্তমাঙ্কগমিতং ভক্তোত্তমং যো ধ্রুবং দৃষ্ট্বা তৎসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং গতম্। যোদাৎ তং শরণাগতস্তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনম্। হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

[ এইক্ষণ ধ্রুবচরিত্রে বিষ্ণুর অনুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন ] ( ৬ ) পিতা ( উত্তানপাদ ) ভ্রাতা উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া ধ্রুব পিতার কোলে আরোহণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিমাতা অপমান করিয়াছিলেন। ধ্রুব ( নিজ মাতার আদেশে ) নারায়ণের তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন ( সেই তপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া ) যিনি শরণাগত ভক্তোত্তম ধ্রুবকে স্বর্ণসিংহাসন দান করিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৭ ॥

নাপেতি শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্ম্মবিমুখা অধ্যায়ভাবং যযুঃ। ভক্তির্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদ্গতির্হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥

উপপত্নী ব্রজগোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্ব না জানিয়া নিজ কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহাকে

( ৪ ) মহাভারতে সভাপর্ব্বণি ৬৭ অধ্যায়ে দ্রৌপদী বস্ত্রাকর্ষণপ্রসঙ্গে।

( ৫ ) অধ্যাত্মরামায়ণে আদিকাণ্ডে ৬ সর্গে অহল্যা শাপবিমোচনং ব্র, বৈ, পুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৪৭ অধ্যায়ে চ।

( ৬ ) বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশ ১১ অধ্যায়ে ধ্রুববিমাতা সুরুচির ধ্রুবের প্রতি অপমানবাক্য যথা—

এতৎ রাজাসনং সর্ব্বভূভৃৎ সংশ্রয়কেতনম্।

যোগ্যং মমৈব পুত্রস্য কিমাত্মা ক্লিশ্যতে ত্বয়া। ইত্যাদি

নিজ নামস্থানে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন (৭)। যাঁহার প্রতি ভক্তি রাখিলে অতুল মুক্তিদান করেন ও যিনি উপপত্নীগণের সদ্গতি সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৮ ॥

ক্ষুত্তৃষ্ণার্ত্তসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্ব্বাসসং ক্ষোভিতং দ্রৌপদ্যা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্পিতম্। ভুক্ত্বা তর্পয়দাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৯ ॥

[ এইক্ষণ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদির সহিত যৎকালে দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন সে সময় একদিন দুর্ব্বাসামুনি সহস্র শিষ্য লইয়া আহারান্তে দ্রৌপদীর নিকট ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উপস্থিত হন, সে সময়ে দ্রৌপদীর চেষ্টা বর্ণন করিতেছেন ও সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন·] (৮) ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া দুর্ব্বাসামুনি সহস্র শিষ্য লইয়া দ্রৌপদীর নিকট গমন করিয়াছিলেন সেই সময় দ্রৌপদী (আতিথ্যসৎকার অবহেলা) ভয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার ভিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী কহিলেন সকলের আহার হইয়া গিয়াছে আর কিছুই নাই শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "দেখ আরও কিছু আছে"। দ্রৌপদী দেখিলেন স্থালীতে কেবলমাত্র শাকের কণামাত্র আছে। দ্রৌপদী তাহাই ভক্তির সহিত কৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতেই সশিষ্য দুর্ব্বাসার পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। যে ব্যক্তি এইরূপে আর্ত্তত্রাণ করিয়াছিলেন সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৯ ॥

যেনারক্ষি রঘূত্তমেন জলধেস্তীরে দশাস্যানুজস্ত্বায়াতং শরণং রঘূত্তমবিভো রক্ষাতুরং মামিতি। পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোথ সদসি ভ্রাত্রা চ লঙ্কাপুরে হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১০ ॥

লঙ্কাপুরের সভাতে বিভীষণ রাবণকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া সমুদ্রতীরে স্থিত শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া "আমাকে রক্ষা করুন" এই কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র যে দশাননানুজ বিভীষণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১০ ॥

যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সম্বর্ত্তকালে মহালীলা ক্রোড়বপুর্ধরেণ হরিণা নারায়ণেন

(৭) কৃষ্ণং বিদুঃপরং কান্তং ন তু ব্রহ্ম তয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণ ধিয়াং কথম্॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২৯ অ, ১১।

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন, হে মুনে! ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণকে কেবল স্বর্গ বলিয়া জানিতেন ব্রহ্মজ্ঞান করিতেন না, তাহাদের গুণের প্রতিই তাহাদের চিত্ত আসক্ত ছিল তাহাতেই তাহাদের গুণপ্রবাহের বিরতি কিরূপে হইল? শুকদেব উত্তর করিলেন,—

"উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥"

আমি এ বিষয়ে পূর্ব্বে উক্তি করিয়াছি শিশুপাল যেপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। যদি বিদ্বেষ করিবা মুক্তিলাভ করে তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনেরও যে মুক্তি হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? ফলতঃ কৃষ্ণকে যিনি যে ভাবে স্মরণ করিবেন তিনি তাহাতেই মুক্তিলাভ করিবেন তজ্জন্য নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেনঃ—

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যাবয়ং বিভো॥
১ ম স্কন্ধে ১ম অ, ২৯।

(৮) মহাভারত বনপর্ব্বে ২৬২ অধ্যায়ে সশিষ্য দুর্ব্বাসামুনির দ্রৌপদীর কৃষ্ণপ্রদত্ত শাকখায়া উদরপূর্ত্তির বিষয় বর্ণন আছে।

স্বয়ম্। যঃ পাপিক্রমসম্প্রবর্ত্তমচিরাদ্ধত্বা চ যো-[illegible] সম্ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ [illegible]

মহাপ্রলয়কালে যে হরি নারায়ণ স্বয়ং মহালীলা বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে বহন করিয়াছিলেন, কারণ পৃথিবী মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছিলেন যিনি পাপীগণকে শীঘ্র নাশ করিয়া প্রিয় ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১১ ॥ ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(৯) দ্বিতীয়ন্তু ভবায়স্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥
শ্রীভাগবতে ১ম স্কন্ধে ২য় অ, ৭।

# পঞ্চদশী-ভূতবিবেক।

সদদ্বৈতং শ্রুতং যৎ তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥১॥

বেদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরংব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সেই পুরুষোত্তমের স্বরূপ পরিজ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই কেবল আকাশাদি পঞ্চভূতের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাদি বিচারদ্বারা তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। এই নিমিত্ত এইক্ষণে সেই পঞ্চভূতের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে ॥ ১ ॥

*শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগুণা ইমে।*
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ ॥ ২ ॥

বস্তুমাত্রেই তাহাদিগের প্রত্যেকের স্বস্ব গুণ পৃথক্ থাকায় অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রতীতি হয়, এই নিমিত্ত আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের স্বস্ব গুণ বিচারদ্বারা অন্যান্য ভূতপদার্থ হইতে পৃথক্‌রূপে পরিজ্ঞানার্থ সেই আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের গুণ বিবৃত হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী আকাশাদিপঞ্চভূতের স্বাভাবিক গুণ। পরন্তু আকাশের একটী, বায়ুর [illegible] পৃথিবীর পাঁচটী গুণ আছে, এইরূপে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ গুণ অবধারিত হইয়াছে, ঐ সকল গুণের বিশেষ বিবরণ পরে বিবৃত হইবে ॥ ২ ॥

প্রতিধ্বনির্বিয়ৎশব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্।
অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ।
উষ্ণস্পর্শঃ প্রভারূপং জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ।
শীতস্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্।
ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে।
নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ।
সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্বিবেচিতাঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি পঞ্চভৌতিক গুণের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে। আকাশে কেবল শব্দ (প্রতিধ্বনিমাত্র) একটী গুণ আছে। আকাশে প্রতিঘাত হইলেই শব্দের উৎপত্তি হয়। বায়ুর দুইটী গুণ শব্দ ও স্পর্শ আকাশ ও বায়ুর প্রতিঘাতে বীসি এইরূপ অব্যক্ত শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহার স্পর্শগুণ উষ্ণ বা শীতল নহে। অগ্নির তিনটী গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, অগ্নির শব্দগুণ ভুগুভুগু এইরূপ অব্যক্তের অনুকরণস্বরূপ। ইহার স্পর্শগুণ উষ্ণ এবং রূপ প্রকাশক। জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী গুণ বিদ্যমান আছে ॥ [illegible] এই অব্যক্তধ্বনির অনুকরণ

স্বরূপ। ইহার স্পর্শগুণ শীতল, রূপ শুক্ল এবং রস মধুর। পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর শব্দগুণ কড় কড় এই অব্যক্তধ্বনির অনুকরণ স্বরূপ। ইহার স্পর্শগুণ কঠিন, রূপ বিচিত্র, রস, মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়বিধ। ইহার গন্ধ দ্বিবিধ সদ্গন্ধ ও দুর্গন্ধ। এই সকল গুণ বিচারদ্বারা পঞ্চভূতের পার্থক্য নির্ণীত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শ্রোত্রং ত্বকচক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
কর্ণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ।
সৌখ্যাৎ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়ো ধাবেদ্বহির্ম্মুখম্ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে গুণ বিচারদ্বারা পঞ্চভূতের প্রভেদ নির্ণীত হইয়াছে। এই শ্লোকে কার্য্যদ্বারা আকাশাদি ভূতপঞ্চকের বিভিন্নতা বর্ণিত হইতেছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে স্ব স্ব বিষয় গ্রহণরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। আকাশ কর্ণরূপে শব্দগ্রহণ করে, বায়ু ত্বক্‌রূপে স্পর্শ অনুভব করে, অগ্নি চক্ষুরূপে শুক্লাদিরূপ গ্রহণ করে। জল রসনারূপে মধুরাদি রসের আস্বাদগ্রহণ করে এবং পৃথিবী নাসিকাস্বরূপে সৌরভ ও অসৌরভ হরণ করিয়া থাকে। সেই সকল ইন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুরাদির কার্য্যকারক শক্তি) অতি সূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল শব্দগ্রহণাদি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের সত্তার অনুভব হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ সকল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রায়ই বাহ্যবিষয়গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪ ॥

কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দ আন্তরঃ।
প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্নভক্ষণে।
ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরস্পর্শামীলনে চান্তরং তমঃ।
উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরগ্রহঃ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সকল কেবল বাহ্যপদার্থই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এরূপ নহে, কদাপি আন্তরিক বিষয়ও গ্রহণ এবং অনুভব করিতে পারে। কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্নি হইতে যে সকল শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে তাহা শ্রবণ করা যায়। জলপান ও অন্নভক্ষণকালে ত্বগিন্দ্রিয়তে আন্তরিক স্পর্শ অনুভব হইয়া থাকে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিলেও আন্তরিক অন্ধকারবৎ এক প্রকার রূপ দর্শন হইয়া থাকে। উদ্গার হইলে যখন আভ্যন্তরিক রস উদ্গীর্ণ হয়, তখন রসনাতে সেই আভ্যন্তরিক রসের স্বাদ এবং নাসিকাতে সেই উদ্গারজনিত গন্ধের সৌরভাদি অনুভব হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিতেছে যে ইন্দ্রিয়গণ যেমন বাহ্যবিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইপ্রকার আন্তরিকবিষয়ও গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৫ ॥

পঞ্চোক্ত্যা দানগমন বিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চস্বন্তর্ভবন্তি হি ॥ ৬ ॥
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈরক্ষৈস্তৎ ক্রিয়াজনিঃ।
মুখাদিগোলকেষ্বাস্তে তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥৭॥

পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল নির্ণীত হইয়াছে। এইক্ষণে বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বিবৃত হইতেছে। কথন গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দানুভব এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ও নিরূপিত আছে। কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য সকল উক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের বিষয় হইলেও এই সকল বাণিজ্যাদি কার্য্য কথন গ্রহণাদি পঞ্চবিধ কর্ম্ম বা ক্রিয়ার অন্তর্গত। কারণ বাক্যকথন এবং দ্রব্যাদিগ্রহণাদি কার্য্য দ্বারাই কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং

উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় এক একটী ক্রিয়া সম্পন্ন হয় উক্ত পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মুখাদি পঞ্চ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। বাগিন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান মুখ, পাণীন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান হস্ত, গমনেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান পদ, পায়ীন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান গুহ্যদেশ এবং উপস্থেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি শিশ্নপ্রদেশ॥ ৬—৭॥

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেম্বস্বাতন্ত্র্যাদ্ বিনিন্দ্রিয়ৈঃ॥৮॥

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্ পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের গুণ ও কার্য্য বিবৃত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই দশবিধ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মনের কার্য্য নিরূপিত হইতেছে। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলই মনের অধীন। মনের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। মনের সাহায্য ব্যতীত উক্ত ইন্দ্রিয়গণ কোন কার্য্য করিতে পারে না। সেই মন হৃদিপদ্মমধ্যে অবস্থিতি করে। উক্ত মনকে অন্তঃকরণ বলিয়া থাকে। যেহেতু মন ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ব্যতীরেকেও স্বয়ং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। আন্তরিক কার্য্যে তাহার অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে না। কিন্তু বাহ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ পরাধীন। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বাহ্যিক কার্য্য সাধন করিয়া থাকে তাহাও মনের সাহায্য ভিন্ন হয় না॥ ৮॥

অক্ষেষ্বর্থার্পিতেম্বেতদ্ গুণদোষবিচারকম্।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ॥ ৯॥

ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব বিষয়ে অশক্ত হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মনঃ সেই সকল বিষয়ের গুণ ও দোষের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন মন স্বীয় সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণদ্বারা বিবৃত হইয়া থাকে। মনঃ ঐ সকল গুণদ্বারা নানাপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যখন যেরূপ গুণশালী বস্তুকে হরণ করে, তখন মন সেই গুণের কার্য্য করিতে থাকে॥ ৯॥

বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ।
কামক্রোধৌ লোভ যত্নাবিত্যাদ্যা রজসোত্থিতাঃ।
আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যা বিকারাস্তমসোত্থিতাঃ॥১০॥

এই শ্লোকে পূর্ব্বকথিত মনোবিকার বিবৃত হইতেছে। মন সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। সময় সময় সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণদ্বারা মনের নানাবিধ ভাব উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য এই সকল সত্ত্বগুণের মানসিকবিকার। যখন মনে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তখন বৈরাগ্যাদিভাব উদয় হইয়া সেই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ করে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি মনের রজোগুণের বিকার মনে রজোগুণের আবির্ভাবে কামক্রোধাদি মানসিকবিকার উপস্থিত হইয়া মনকে সে সকল কার্য্যে নিযুক্ত করে। তন্দ্রা, আলস্য ও ভ্রান্তি প্রভৃতি মনের তমোগুণের বিকার। মন তমোগুণের আক্রমণে আক্রান্ত হইলেই আলস্যাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে॥ ১০॥

সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিশ্চ রাজসৈঃ। তামসৈর্নোভয়ং কিন্তু বৃথায়ুঃক্ষপণং ভবেৎ। অত্রাহম্প্রত্যয়ী কর্ত্তেত্যেবং লোকব্যবস্থিতিঃ॥ ১১॥

পূর্ব্বশ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার স্বরূপ বৈরাগ্যাদি উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণে এই শ্লোকে সেই সকল বৈরাগ্য প্রভৃতি মানসিকবিকারকার্য্য বিবৃত হইতেছে। মনে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইলে বৈরাগ্যাদিবিকার উপস্থিত হয় এবং সেই বৈরাগ্য হইতে নানাপ্রকার পুণ্যসঞ্চয় হয়। যখন মনে রজোগুণের প্রকাশ হয়, যখন মনে রজোগুণের বিকাশ হয়, তখন কামক্রোধাদিমনোবিকার উপস্থিত হয় এবং সেই সকল কামাদি হইতে অসংখ্য পাপ

উৎপন্ন হয়। মনে তমোগুণের বিকার আলস্যাদির আবির্ভাব হইলে, পাপ অথবা পুণ্য কিছুই হয় না। কিন্তু মন আলস্যাদিদ্বারা অভিভূত হইলে মনুষ্য কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। কেবল বৃথা কালক্ষেপ হইয়া থাকে মাত্র। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে ঐ সকল কার্য্যেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা অহং শব্দবাচ্য জীব ইহাই সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১১ ॥

স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিস্ফুটম্।
অক্ষাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্য্যতাম্ ॥ ১২ ॥

ইতিপূর্ব্বে মানসিকবিকারত্রয়জাত জগতের কার্য্য বিবৃত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই জগতের ভৌতিকত্ব নিরূপিত হইতেছে। ঘটাদিপদার্থে শব্দ ও স্পর্শাদি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষদ্বারা তাহাদিগকে ভৌতিক কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণও যে ভৌতিককার্য্য তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। নানাবিধ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব অনুমিত হয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের শব্দাদিগুণ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। অতএব শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ও ভৌতিকপদার্থ ॥ ১২ ॥

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্যা শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে।
যাবৎ কিঞ্চিদ্ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ ॥১৩॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জগৎকে আকাশাদি পঞ্চভূতের কার্য্যরূপে নির্ণয় করিয়া এইক্ষণ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, এই বিষয়ে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির মর্ম্ম বিবৃত হইতেছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র ও সদ্যুক্তিদ্বারা যাহা অনুমিত হয়, সেই সমুদায় পদার্থই এই জগৎ শব্দের বাচ্য অর্থাৎ আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ও অনুমান করিতে পারি, সেই সমুদায় পদার্থকে জগৎ বলিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সদেবাসীন্নামরূপে নাস্তামিত্যারুণের্ব্বচঃ ॥ ১৪ ॥

মহাত্মা আরুণিক স্বয়ং উপনিষৎ মধ্যে বলিয়াছেন যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপ পরাৎপর পরমপিতা পুরুষোত্তম অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তখন নামরূপাদি কোন পদার্থই বর্ত্তমান ছিল না। সুতরাং জগতের আদিতে কেবল ব্রহ্মেরই বিদ্যমানতা জানা যায় ॥ ১৪ ॥

---

# পঞ্চদশী-সরলব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

ভূতবিবেক বুঝিতে হইলে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য অগ্রে বুঝিতে হবে। যথা—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপিদৃষ্টোঽন্তো ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥"

অসতঃ ভাবো ন বিদ্যতে সতঃ অভাব ন বিদ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ।

অনিত্যবস্তুর অস্তিত্ব নাই (অর্থাৎ যাহা নাই তাহা কখন থাকিতে পারে না) আর

নিত্যবস্তুর ধ্বংশ নাই (অর্থাৎ যাহা আছে তাহার অস্তিত্বরহিত হইতে পারে না) তত্ত্ব দর্শিগণই উভয়ের অন্তঃ (পরিণাম) দেখিতে পান।

উপরোক্ত শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে ভূতবিবেকের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

উক্ত ভূতবিবেকের প্রথম শ্লোকেই অদ্বৈত সৎপদার্থের উল্লেখ আছে ঐ সৎপদার্থ পঞ্চভূত বিচারদ্বারা মানববুদ্ধির গম্য হইতে পারে। এইজন্য পঞ্চভূতের বিচার আবশ্যক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সৃষ্টিক্রমানুসারে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলপদার্থের উৎপত্তি সর্ব্ববিজ্ঞানসম্মত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ হাইড্রোজান, অক্সিজান, নাইট্রোজান প্রভৃতি ষষ্টি উপাদান জগতের আদি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। ঐ ষষ্টি উপাদান হইতে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে বলেন। প্রাচীনকালে সাংখ্যকার কপিল আদিতে প্রকৃতিপুরুষ দুইটী তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রকৃতিই জগৎস্রষ্টা, পুরুষ কেবল প্রকৃতির গৌণ সাহায্যকারী মাত্র। অর্থাৎ পুরুষের সাহায্য বিনা প্রকৃতি অক্রিয়াবস্থায় থাকে। সাংখ্যের মতে পুরুষ চক্ষুষ্মান অতএব দ্রষ্টা, কিন্তু খঞ্জের ন্যায় অক্ষম। প্রকৃতিই কার্য্যের কর্ত্তা, কিন্তু চক্ষুহীন অন্ধের ন্যায় হইলেও চক্ষুষ্মান খঞ্জপুরুষের সাহায্যে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

যেমন বলবান কার্য্যক্ষম অন্ধের স্কন্ধে চক্ষুষ্মান খঞ্জ উঠিলে খঞ্জের ইঙ্গিতে অন্ধ সমস্ত কার্য্য করিতে পারে, অন্যথায় কার্য্য সক্ষম ও গতিশক্তিবিশিষ্ট হইলেও দৃষ্টিশক্তির অভাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকিতে হয়, সেইরূপ পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃতি জড়ের ন্যায় থাকে। পুরুষের গৌণ সাহায্যে প্রকৃতি মুখ্যকার্য্যকারী হয়। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি হইতেই বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষসংযুক্ত প্রকৃতি অষ্টভাগে বিভক্ত ও ষোড়ষবিকারে পরিণত হয়। অতএব সাংখ্যের অষ্টপ্রকৃতি ও ষোড়শবিকারই এই চত্বারিংশৎ প্রাকৃতিক তত্ত্বই জগতের মূল কারণ, ঐ চত্বারিংশতি তত্ত্বাতিরিক্ত পুরুষও সাংখ্যের স্বকৃত। ঐ অষ্টপ্রকৃতি যথা মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহংতত্ত্ব, (আমিত্ব, মমত্ব, অভিমান) আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি। ষোড়শবিকার যথা দশেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, একাদশ ইন্দ্রিয় মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সাংখ্যমতে এই চত্বারিংশতি তত্ত্বই জগতের আদি। বেদান্ত সাংখ্যের ন্যায় সর্ব্ব আদিতে প্রকৃতিপুরুষের দুইটী তত্ত্ব স্বীকার করেন না। বেদান্তমতে জগতের মূল কারণ এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না; কিন্তু যখন বীজ ও ক্ষেত্র উভয় সংযোগ ব্যতীত জগতে কোন দ্রব্যই উৎপন্ন হয় না, তখন আশু দৃষ্টে সাংখ্যের মতটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রথম বীজ ও ক্ষেত্র কোথা হইতে আসিল? বেদান্তদর্শনে উহার বিশদ মীমাংসা আছে। বেদান্তদর্শনে মীমাংসিত হইয়াছে যে এক অদ্বিতীয় অব্যক্ত সৎপদার্থই অনাদি অনন্ত নিত্য সাস্বত। উহার দুইটী অবস্থা ব্যক্ত ও অব্যক্ত। যখন সতের শক্তির বিকাশ হয়, তখন ঐ নিত্যপদার্থ ব্যক্ত, যখন শক্তির বিকাশ না হয় তখন অব্যক্তভাবাপন্ন থাকেন। ঐ শক্তি পৃথক্‌ পদার্থ নহে বা উহার অস্তিত্ব পৃথক্‌ বলিয়া কিছু নাই। কার্য্য দৃষ্টেই শক্তি অনুমিত হয়। অগ্নির যে দাহিকাশক্তি আছে দহনকার্য্যদ্বারা ঐ দাহিকাশক্তি অনুমিত হয়। ফলিতার্থ কার্য্য অনুভূত না হইলে তাহার শক্তি অনুমিত হইতে পারে না। কিন্তু কার্য্য কে অনুভব করে?

সৎ অর্থে অস্তিত্ব বা আছে, এই ভাবমাত্র। ঐ ভাব যখন অব্যক্ত তখন অননুভূত, যখন ব্যক্ত তখন অনুভূত হয়। ঐ অনুভব অর্থে প্রকাশ, কিন্তু অনুভবের বিষয় ব্যতীত কি অনুভূত হইবে? তবে ঐ মূল কারণ হইতে প্রথম কার্য্য বা বিষয় যাহা প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশের মধ্যে কার্য্য ও জ্ঞান উভয়ই আছে। কার্য্যের নাম বিষয় বা ক্ষেত্র জ্ঞানানুভবকারীর নাম বিষয় বা ক্ষেত্রজ্ঞ। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে সেই একমেব অদ্বিতীয় নিত্য সৎ (অস্তিত্ব আছে) ভাবের মধ্যে অনুভূতি ও অনুভূত বিষয়শক্তি লুক্কায়িত আছে। ঐ বিষয়-শক্তি হইতে প্রথমে যে কার্য্যের বা বিষয়ের বিকাশ হয় ঐ বিকাশ অনুভূতিকর্তৃক গৃহীত হয়। যদি অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকিত তবে কার্য্য বা বিষয়ের কখনই বিকাশ হইত না। ঐ অনুভূতিই স্বয়ং অনুভবকারী জ্ঞান বা দ্রষ্টা উহাই সাক্ষীপুরুষ এবং ক্রিয়াকারী বিষয় শক্তিই প্রকৃতি। ঐ শক্তিকর্তৃক প্রকৃষ্টরূপে কার্য্যাকৃত হয় বলিয়া উহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতিই সতের ভাব এই জন্য উহার অপর নাম স্বভাব। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং বেদান্তের জ্ঞান ও শক্তি অথবা চৈতন্য ও মায়া একই কথা। প্রকৃতপক্ষে উহা দুইটী তত্ত্ব নহে একই তত্ত্বের দুইটী ভাববিশেষ ঐ দুইটী ভাব-পরম্পরা সংমিশ্রিত ও কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত। কারণ হইতে যে প্রথম কার্য্য উৎপন্ন হয় সেই প্রথম কার্য্যই তৎপরবর্ত্তিক কার্য্যের কারণ-স্বরূপে পরিণত হয়। ঐ কার্য্যই আবার তৎ-পরবর্ত্তি কার্য্যের কারণ হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক কার্য্যে তাহার কারণ সংযোজিত হওয়ায় ঐ কার্য্য হইতে পুনঃ কারণ উৎপন্ন হইয়া নূতন কার্য্য প্রসব করে। এইরূপে কারণ হইতে কার্য্য এবং কার্য্য হইতে কারণ উদ্ভূত হইয়া বৈচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বৈদান্তিক-গণ বলেন যে অদ্বিতীয় নিত্য সতের মায়া বা শক্তিই দৃশ্যজগতের প্রথম কারণ। উহার প্রথম কার্য্যই আকাশ, ঐ আকাশই বায়ুর কারণস্বরূপ। আবার বায়ু তেজের কারণ তেজ জলের কারণ, জল পৃথিবীর কারণ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে দাহনকার্য্য দৃষ্টে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে অনুমিত হয়, ঐ দাহিকা-শক্তিই দহনকার্য্যের কারণ। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে পঞ্চভূতরূপ কার্য্যের বিষয় ব্যতীত সর্ব্ব মূলকারণ সৎপদার্থ অনুমিত হইতে পারে না।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও সাংখ্যের চত্বারিংশতি-তত্ত্বাতিরিক্ত পুরুষ স্বীকৃত হওয়ায়, সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য হইতে পারে। যাহা হউক সাংখ্যকার কপিল প্রকৃতিপুরুষের অতিরিক্ত অদ্বিতীয় এক মূলতত্ত্ব স্বীকার না করায় তৎপরবর্ত্তি ভাষ্যকারগণ "ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ" বলিয়া জড়প্রকৃতিকে ঈশ্বরের আসন প্রদান করিয়াছেন। উক্ত মত বাদ হইতে, তৎপরবর্ত্তি বুদ্ধ বৌদ্ধ ঋষিগণ অসৎ আকাশই (শূন্য) যে জগৎকারণ ইহা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত মতবাদ খণ্ডনের এবং অসৎ শূন্য যে জগতের কারণ হইতে পারে না, সৎই জগৎকারণ প্রমাণ জন্য উক্ত ভূতবিবেক বা পঞ্চভূত বিচারের প্রয়োজন হইয়াছে।

পঞ্চভূতের প্রথম ভূত আকাশ। বেদান্ত-মতে আকাশই মায়া বা শক্তির প্রথম কার্য্য। সতের সত্তাতেই আকাশের সত্তা, আকাশ অর্থে শূন্য বা অবকাশ এবং তাহার গুণই ধ্বনি বা শব্দ। ঐ শূন্য বা ধ্বনি সৎপদার্থে নাই। সতে কেবল অস্তিত্বভাবমাত্র আছে। ঐ অস্তিত্ব বা আছে কখন শূন্য বা নাই হইতে পারে না।

আবার সৎ কেবল অস্তিত্বমাত্র। উহা পৃথক্ কোন পদার্থ নহে বা উহার প্রকৃত কোন গুণ বা শব্দ নাই। উহা শব্দস্পর্শাদির অতীত, পঞ্চভূতে শব্দস্পর্শাদি আছে। কিন্তু নিত্য সৎপদার্থে তাহা নাই, ঐ সৎপদার্থরূপ সত্যভিত্তিতে চিত্রবিচিত্র মিথ্যাজগৎ প্রকটিত হইয়াছে। ঐ প্রকটিত বৈচিত্র মিথ্যাজগতের উপাদান আকাশাদিপঞ্চমহাভূত। উহা মায়া বা শক্তির কার্য্য, ঐ মায়ার তামসিক অংশ বা তামসিক মায়াই জগতের উপাদান কারণ। ঐ তামসিকমায়ার প্রথম বিবর্ত্তনই আকাশ বা শূন্য। কিন্তু উহা শূন্য হইলেও উহার শব্দগুণ আছে, উপরোক্ত বিষয় অতীব জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। অর্থাৎ সহসা বুদ্ধিতে ধারণা হয় না যেহেতু যাহা জগৎকারণের মূল কারণ অর্থাৎ নিত্য সৎপদার্থ (প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহাকে পদার্থ বলি তাহা নহে)। তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত এবং তাঁহার মায়া বা শক্তিও (যাহা কর্ম্মজগতের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে) কার্য্য ব্যতীত অনুভূত হয় না। ঐ শক্তির আদি বিবর্ত্তন আকাশ ও (শূন্য) প্রকৃতপক্ষে অননুভূত কেবল উহার গুণ বা কার্য্য হইতেই অনুভূত হয়। যদি আকাশে শব্দ, গতি, (বায়ু) ও জ্যোতি (আলো) প্রকাশিত না হইত, তবে আকাশও শক্তির ন্যায় জ্ঞানানুভবের অতীত হইত। ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে সৎ শক্তি ও আকাশ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত যে যে ভূতের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্রব আছে সেই ভূত বা ভৌতিক জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ।

পূর্ব্বেই কথিত হইযাছে, শক্তি বা কার্য্য ব্যতীত শক্তি কখনই অনুভূত হইতে পারে না। আকাশও তদ্রূপ, যেহেতু আকাশের গুণ শব্দ এবং শব্দ হইতে কম্পনগতি Vibratory motion উৎপন্ন হয়। সেই গতিদ্বারা শব্দ চালিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়। পক্ষান্তরে শব্দ ও গতি হইতে জ্যোতির বিকাশ হয় (উহা বিজ্ঞানসম্মত)* ঐ জ্যোতি বা আলোকদ্বারা অবকাশ বা শূন্য প্রতীয়মান হয়। আলোক কোন পদার্থের উপর পতিত হইলে, সেই পদার্থের আকৃতির প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ঐ বিম্বিভূত জ্যোতি, গতিদ্বারা চালিত হইয়া দর্শেন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হয়, তাহাতেই বস্তুর আকার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যেস্থানে কোন দর্শনযোগ্য বস্তু নাই, অবকাশ বা ফাঁক আছে, সেই স্থানের অদৃশ্য অণু পরমাণু প্রতিবিম্বিত স্বাভাবিক তেজস জ্যোতি † চক্ষে প্রতিভাত হওয়ায় ঐ অবকাশ বা শূন্য অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে শূন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু নহে, ঐ শূন্যে অসীম আলোকরাশিমাত্র অনুভূত হয়। যাহাকে আমরা অন্ধকার বলি, তাহা আলোকাভাব ব্যতীত কিছুই নহে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে আমরা অন্ধকারমাত্র অনুভব করি। এ অন্ধকারস্থানে যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু অনুভূত হয় না, তথায় অন্ধকারময় শূন্য অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা আলোকেরই অভাব অনুভূত হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ প্রভৃতি যেমন অনুভবের বিষয়, সেইরূপ উহাদের অভাবও একটী অনুভবের বিষয়। উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক একটী ভূত, যথা—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও ঐ ভূতচতুষ্টয়ের অভাব (শূন্য বা আকাশকে) কে অনুভব করে? পৃথিবী বা

* বর্ত্তমানবর্ষের সংখ্যা হিন্দুপত্রিকায় আমার প্রণীত সৃষ্টিতত্ত্ব ও ত্রিমূর্ত্তিশীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† স্বভাবতঃ তেজসপদার্থের অণু পরমাণু আছে। ঐ অণু পরমাণুর গুণানুসারে তেজ নানাপ্রকারে বিকাশিত হয় যথা তড়িৎ, অগ্নি, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতি।

ক্ষিতিতে কঠিনতা, আর্দ্রতা, তেজ, বায়ু ও ছিদ্রতা বা আকাশ আছে এবং ঐ পঞ্চভূতের গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় আছে। জলে কেবল গন্ধগুণ ব্যতীত রূপ, রস, স্পর্শ, ও শব্দ গুণ থাকায় চারিটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আছে; তেজেও রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ থাকায় তিনটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বায়ুতে স্পর্শ এবং শব্দগুণ থাকায় দুইটী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবস্তু আছে। আকাশে শব্দগুণ আছে, যেহেতু ছিদ্র বা অবকাশ ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুর মধ্যে যদি ছিদ্র বা অবকাশ আদৌ না থাকিত তবে কম্পন বা অণু পরমাণুর মধ্যে ঘর্ষণ সম্ভব হইত না। যতই দৃঢ় বস্তু হউক না কেন, যদি বস্তুর মধ্যে আকাশ অর্থাৎ ছিদ্র না থাকিত, তাহাহইলে বস্তুর বিভক্ত কোন অণু পরমাণু স্বীকৃত হইত না। সমস্ত বস্তুই এক অবিভক্ত হইত। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে ঘর্ষণ, বা কম্পন অসম্ভব হইত। এই জন্য শব্দ আকাশের গুণ; ঐ শব্দ হইতেই গতি উৎপন্ন হইয়া, ঐ গতিদ্বারা শব্দ চালিত হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়। অতএব আকাশে শব্দগুণ থাকলেও ঐ গুণের কার্য্য শব্দব্যতীত আকাশ বা শূন্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের বা অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, আমরা যে আকাশ অনুভব করি, উহা আলোক বা অন্ধকার ব্যতীত কিছুই নহে। ঐ আলোকদ্বারা যে আকাশ বা অবকাশ অনুভূত হয় উহা প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা এবং জল এই দুইটী ভূতের অবকাশ বা অভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঐ আলোক প্রতিবিম্বিত শূন্যস্থানে জ্যোতি এবং গতি উভয় আছে ঐ অবকাশ অর্থে তথায় পৃথিবী এবং জলরাশি নাই। অতএব আলোকদ্বারা যে আকাশ অনুভব করি তাহাতে প্রকৃতপক্ষে তেজ এবং বায়ু থাকায় উহা আমাদের তিনটী ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু আছে, ঐ আকাশ বা শূন্যে তেজ (আলোক) এবং বায়ু (গতি) না থাকিলে শূন্য কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু হইত না। এমন কি চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় আমরা যে অন্ধকারময় শূন্য অনুভব করি ঐ শূন্যে আলোক বা জ্যোতি আছে; কিন্তু চক্ষুমুদ্রিত থাকায় ঐ তৈজস অনুবিম্বিত জ্যোতি চক্ষে প্রতিভাত হয় না। এই জন্য অন্ধকার অনুভূত হয় প্রকৃতপক্ষে আলোকের অভাবই অন্ধকার; তমোময় আকাশে আলোক অনুভূত না হইলেও ঐ অন্ধকারে শব্দ ও গতি অনুভূত হয়। চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় তৈজসানুবিম্বিত জ্যোতি চক্ষুদ্বারা দর্শক স্নায়ুতে প্রতিভাত হইতে পারে না বটে, কিন্তু বায়ুর গতিদ্বারা লোমকূপ এবং অন্যান্য দ্বার দিয়া অতি অস্পষ্টভাবে শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এবং মস্তিষ্কে নীত হইয়া তাহার অতিশয় ক্ষীণ অস্পষ্ট আভা দর্শকস্নায়ু স্পর্শিত হয়; কিন্তু বাহিরেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ চক্ষুর) সহিত বহির্জ্জগতের সংস্রব না থাকায় এবং অন্তরেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ তেজোময় সূক্ষ্মতত্ত্ব (যাহা বেদান্তদর্শনে ললাটস্থিত অক্ষিপুরুষ বলিয়া বর্ণিত আছে) * চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত স্ফুট বা বিকাশিত না হওয়ায় † ঘোর অস্পষ্ট একটী ভাবমাত্র মস্তিষ্কে নীত এবং অন্তরে অনুভূত হয়। ঐ বায়ুকে কোন কোন শাস্ত্রকার তমো বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেহেতু তেজ বা জ্যোতিহীন বায়ু তমোময় তাহার সন্দেহ নাই। ঐ বায়ুকর্ত্তৃক আকাশের স্বাভাবিক একটী অস্পষ্টধ্বনিও অন্ধকারে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট

* ঐ তেজোময় সূক্ষ্মতত্ত্ব বা অক্ষিপুরুষই স্বয়ং দর্শনজ্ঞান চক্ষু উহার বহির্দ্বারস্বরূপ।

† যোগসাধন ব্যতীত সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় না তবে বহিরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যজ্ঞান হয়।

হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে যাহা আমরা আকাশ বলিয়া অনুভব করি তাহা আলোক বা অন্ধকার ব্যতীত কিছুই নহে। জ্যোতি এবং গতিভিন্ন যথাক্রমে আলোক এবং অন্ধকার অনুভূত হইতে পারে না। এ আলোক ও অন্ধকার ত্যাগ করিলে, কিছুই নাই এই অভাবমাত্র অন্তরে উপলব্ধি হয়। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুই থাকে না।

ইন্দ্রিয় কি পদার্থ বিবেচনা করিতে হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ঐ ইন্দ্রিয় সকলও ভৌতিক পদার্থ অর্থাৎ দশটী ইন্দ্রিয় পঞ্চভূতের বিকার বা বিবর্ত্তনমাত্র যেহেতু এক একটী জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সহিত এক একটী বাহ্যবিষয়ের সংস্রব হইতে অন্তরে এক এক প্রকারে ভাবের উপলব্ধি হয়। ঐ উপলব্ধি মনের উদ্বোধনমাত্র। আধুনিক পশ্চাত্যবিজ্ঞানদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে তড়িতের মধ্যে সম ও বিষম বা স্বজাতীয় বা বিজাতীয় (Positivo Nogativo) তড়িত আছে। ঐ সম বিষম বা স্বজাতীয় বিজাতীয় উভয় তড়িতের সংস্রবে আকর্ষণীশক্তি উৎপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং পরস্পর উভয় স্বজাতীয় তড়িতের সংস্রবে তদ্রূপ আকর্ষণীশক্তির বিকাশ হয় না বরং বিকর্ষণী বা বিক্ষেপণীশক্তির বিকাশ হইয়া বস্তুবিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবিষয়ের সংস্রব উপরোক্ত নিয়মাধীন। চক্ষু তেজোময় স্বচ্ছপদার্থ এবং সূর্য্যকিরণও তৈজস পদার্থ গুণভেদে উভয়ের মধ্যে সম ও বৈষম্যভাব আছে। তদ্ধেতু আকর্ষণজনিত সৌর করবিম্বিত পদার্থের তৈজসাভা তেজোময় স্বচ্ছ চক্ষে প্রতিভাত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষণে আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা বিকাশিত এবং বিকীরিত হয়, তদ্ধেতু উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিক্ষেপণ ক্রিয়ারম্ভ হয়। ঐ আকর্ষণ বিক্ষেপনজনিত সংঘর্ষণ হইতে উদ্বোধনের বিকাশ হয়। দর্শকস্নায়ু ও সৌর কর, রাসায়নিকস্নায়ু এবং রস, ঘ্রাণিকস্নায়ু এবং ঘ্রাণ, গত্যুৎপাদকস্নায়ু, গতি ও শব্দবাহক স্নায়ু এবং শব্দ একই গুণবিশিষ্ট পদার্থ। কিন্তু সম বিষম তড়িতের ন্যায় উহাদের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্যভাব থাকায় উভয়ের যোগ বিয়োগ হইতে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া উদ্বোধনীশক্তির বিকাশ হয়। হিন্দুদার্শনিকগণের মতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম সত্ত্ব রজগুণ হইতে বিকাশিত এবং তাহার সারসংগ্রহ হইতে মন * ও প্রাণের বিকাশ হয়। হিন্দুদিগের সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিতা ও ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণদ্বারা জ্ঞান, ক্ষমা ও ঔদার্য্যাদি সদ্বৃত্তির বিকাশ হয়, রজগুণদ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিও যত্ন, ক্রিয়া, উদ্বিগ্ন হয়, তমগুণদ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া উহা জড়ীয় উপাদানে বিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে আকাশাদিপঞ্চভূত প্রকৃতির বিবর্ত্তনমাত্র অর্থাৎ তামসীপ্রকৃতিই ক্রমান্বয় আকাশাদিপঞ্চভূতে পরিণত হইয়াছে। ঐ তমোময় পঞ্চভূতের মধ্যেও সত্ত্ব ও রজগুণ লুক্কায়িত আছে এতাবতায়, ঐ পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ বা সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহার সারভূত মন, বুদ্ধির এবং রজোগুণ হইতে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহার সারভূত প্রাণ ও কামাদি প্রবৃত্তির এবং তমগুণ হইতে স্থূলদেহের বিকাশ অসম্ভব বা অদার্শনিক নহে। ইতিপূর্ব্বে পঞ্চকোষবিচারকালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সমগ্র ইন্দ্রিয় এবং দৈহিকযন্ত্র (Organ) শিরা, ধমনী প্রভৃতি সমগ্র শরীরাভ্য-

* বুদ্ধি মনের উচ্চাঙ্গ কোন কোন দর্শনশাস্ত্রে মন চারিভাগে বিভক্ত যথা মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত এবং প্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত যথা প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ব্যান

স্তরে যে স্নায়ু ওতপ্রোতভাবে আছে ঐ সমগ্র দেহব্যাপী স্নায়ুর মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে ওতপ্রোতভাবে জবীনীক্রিয়া জ্ঞান ও আনন্দ-স্রোত আছে। মেরুদণ্ডস্থিত মূলাধার হইতে মস্তিষ্কের নিম্নপর্য্যন্ত যে ছয়টী স্নায়ুচক্র আছে ঐ মস্তিষ্ক এবং ছয়টী স্নায়ুচক্রই ঐসকল স্রোতের উৎপত্তি স্থান এবং ক্রিয়াভূমি। যাহাই হউক চিত্তের সুখ, বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি, মনের সংশয়াত্মিকাবৃত্তি, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়জনিত প্রবৃত্তি ও প্রাণাদি সমস্তই ভৌতিকত্ব প্রমাণিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই অনুভূত বিষয়, যেহেতু বুদ্ধিদ্বারা আমরা যে সকল বিষয় বিবেচনা করি বা মনের দ্বারা যাহা চিন্তা করি, ইন্দ্রিয়জনিত যে সকল সুখ দুঃখ বা ক্রিয়া অনুভব করি ঐ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং তাহার ভালমন্দ সকলই আমাদের জ্ঞানের নিকট অনুভূত হয়। অতএব বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিও যে অনুভূত বিষয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যাহা অনুভূত বিষয় তাহা স্বয়ং কখনও অনুভবকারী বিষয়ী হইতে পারে না। অনুভবকারী ও অনুভূত বিষয় কখনও এক হইতে পারে না। অবশ্যই চেতনশরীরে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ুর ন্যায় মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বস্তু নহে। মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া আমরা মন, বুদ্ধির সাহায্যে অনুভব করি মাত্র। মৃতদেহে মস্তিষ্কস্থ পদার্থবিশেষ যাহা বৈজ্ঞানিকগণ বুদ্ধি ও মন জাতীয়পদার্থ বলেন। তাহা সম্পূর্ণ পরীক্ষিত নহে। তদ্রূপ পরীক্ষিত হইতেও পারে না। যদি মস্তিষ্ক জাতীয়পদার্থই মন ও বুদ্ধি স্বীকার করা যায় তাহাহইলে উহা জ্ঞানানুভূতি ও তজ্জনিত ভাবসমূহ বিকাশের পরিচালক ( conductor ) স্বরূপ। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে পঞ্চভূতস্থ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি; রজগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের উৎপত্তি হয়। ঐ সত্ত্বগুণদ্বারা জ্ঞান ও তজ্জনিত সরলতা, ক্ষমা, বৈরাগ্য, প্রভৃতি সদ্বৃত্তির এবং রজগুণদ্বারা কামক্রোধাদি অসদ্বৃত্তির বিকাশ হয়। উপরোক্ত বর্ণনা এবং প্রমাণদ্বারা মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির ভৌতিকত্ব স্পষ্ট সাব্যস্ত হইতেছে। অতএব মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যে পঞ্চভূতস্থ সত্ত্বগুণোৎপন্ন পদার্থ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। যেমন সমস্ত পদার্থাভ্যন্তরে তাড়িতশক্তি লুক্কায়িত আছে। কিন্তু ঐ তড়িতের পরিচালকপদার্থ ব্যতীত তড়িতের বিকাশ হয় না সেইরূপ দৃশ্য বা অদৃশ্যজগতের সমস্ত পদার্থাভ্যন্তরে সেই অদ্বিতীয় নিত্য সৎপদার্থ আছে, সেই নিত্য সতের পরিচালকরূপ জাগতিক মন ব্যতীত সেই সতের প্রকাশরূপ চৈতন্য বা জ্ঞানানুভূতির বিকাশ হয় না। সতের শক্তিই পঞ্চভূতে এবং ঐ পঞ্চভূতোৎপন্ন সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া সেই নিত্য সৎপদার্থ অবলম্বনে স্থিত আছে। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে সমস্ত অনুভূত বিষয়মাত্রই অসৎপদার্থ ( অর্থাৎ ভূত বা ভৌতিকপদার্থ ) এবং অনুভবকারী অবিকৃত নিত্যজ্ঞানই সৎপদার্থ। ঐ অবিকৃত নিত্য জ্ঞানাবলম্বনে জ্ঞানের বিষয় উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত এক অদ্বিতীয় তড়িতের মধ্যে দুইপ্রকার শক্তি বা গুণ দৃষ্ট হয়, তদ্ধেতু দুই জাতীয় তড়িৎ কহে যথা সম ও বিষম ( Posative & Negative ) উহাকে যৌগিক ও বিয়োগিক তড়িৎও কহে। উহাদ্বারা আকর্ষণী ও বিক্ষেপণীক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে যোগ ও বিয়োগ বা আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের কার্য্য নহে, একই পদার্থের কার্য্য। ঐ তড়িৎ যখন অব্যক্ত অবস্থায় থাকে তখন উহার কোন ক্রিয়া হয় না (Neutral state) এ থাকে, পরে পরিচালক বস্তুর সাহায্যে উত্তেজিত হইয়া

আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা উষ্ণতার বিকাশ হয়, ঐ উষ্ণতার বি কাশ হইলে বস্তুর আভ্যন্তরীণ অণু সকল বিশ্লিষ্ট ও দ্রবীভূত হয়। যখন ঐ উষ্ণতার পূর্ণ বিকাশ হয় তখন তেজ ঊর্দ্ধে বিকীরিত হইয়া বাষ্পীভূত হইয়া যায় ও বস্তুর আভ্যন্তরীণভাগ শীতল হইয়া বস্তুর বিশ্লিষ্ট অণু সকল পরস্পর পুনঃ সংযুক্ত হইতে থাকে, তাহাই আকর্ষণীশক্তির কার্য্য। ইহাদ্বারা স্পষ্ট সাব্যস্ত হইতেছে যে, যৌগিক ও বিয়ৌগিক তড়িৎ ও আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ পৃথক্ পদার্থের নহে, একই পদার্থের দুইটী অবস্থামাত্র। এই ক্ষণে ঐ তড়িতের সহিত নিত্য সৎপদার্থের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইবে যে, ঐ নিত্য জ্ঞানময় সৎপদার্থ সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিকাশিত অবস্থায় ছিল ; পরে তাহার স্বভাব শক্তি উত্তেজিত হইয়া জগতের কার্য্যারম্ভ হইয়া ছিল। ঐ শক্তি ত্রিগুণান্বিতা, ঐ তিনটী গুণ বা ঐ গুণজাত মহত্তত্ত্ব (অর্থাৎ সমষ্টি মন) নিত্য সৎপদার্থের পরিচালক (conductor) স্বরূপ। ঐ তিনটী গুণদ্বারা জ্ঞানের বিষয় এবং বিষয়ের অনুভূতি ও ক্রিয়ার বিকাশ হয়। প্রথমতঃ তমঃগুণ (জগতের উপাদান কারণ) সূক্ষ্ম মহাভূতে বিবর্ত্তিত হয় এবং রজগুণই চেষ্টা, যত্ন ও ক্রিয়ায় পরিণত হয়, তদ্দ্বারা ঐ মহাভূত দ্রবীভূত হওনান্তর আভ্যন্তরীণ তেজ বা রাগ বিকাশিত ও বিকীরিত হয় ; তদনন্তর সত্ত্বগুণের বিকাশ হইলে তদ্দ্বারা নিত্যজ্ঞানের বিকাশ ও সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয় * উহাই দার্শনিক মহত্তত্ত্ব ও পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। প্রকৃতপক্ষে ইহাই সগুণ ঈশ্বর বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট মন। ঐ মনই নিত্য সৎপদার্থের পরিচালক (conductor) স্বরূপ, উহা স্বয়ং নিত্য সৎপদার্থ নহে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে শূন্য কোন পদার্থ নহে, পদার্থের অভাবই শূন্য। যদি পদার্থ বা বিষয় অবলম্বনে জ্ঞানের বিকাশ হয় তবে সেই বিষয়ের অভাব হইলে অবশ্যই অভাব বোধ হইবে। তাহাহইলে অভাবজ্ঞান একটা মানসানুভূত বিষয় * কিন্তু ঐ অভাব কখন স্বয়ং অনুভবকারী বিষয়ী হইতে পারে না। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে, নিত্যজ্ঞান বা চিৎই সৎপদার্থ। মন ও বুদ্ধি উক্ত চিৎ বা জ্ঞানবিকাশের পরিচালক যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়াদি ঐ যন্ত্রের দ্বারস্বরূপ। উক্ত দ্বার দিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিচালকযন্ত্রের সাহায্যে ভৌতিক জগৎ নিত্যচৈতন্যে ভাসমান ও পরিপুষ্ট হয়। যখন সৎ আছে অথচ সৎ কোন অনুভূত পদার্থ নহে এবং অস্তিত্ব বিহীনও নহে, তখন ঐ সৎপদার্থ এক অদ্বিতীয় নিত্যজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। সমগ্র জগৎই জ্ঞানের নিকট ভাসমান বা প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু নিত্যজ্ঞান ঐ জ্ঞানকে অনুভব করা ভিন্ন জগতের অন্য বস্তু ঐ জ্ঞানকে অনুভব করিতে পারে না। শূন্যও জ্ঞানের অনুভূতপদার্থ, যেখানে জ্ঞানের নিকট বাহ্য কোন পদার্থ প্রকাশ হয় না সেই স্থলে পদার্থের অভাবই শূন্য বোধ হয়। কিন্তু

---

* বিষ্ণু কর্ণমূলদ্বারা মধুকৈটভ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টিক্রিয়াকারী ব্রহ্মাকে ভক্ষণে উদ্যত হইলে ব্রহ্মার তামসী মায়ার উপাসনাদ্বারা যত্নময় বিষ্ণু জাগরিত হইয়া অসুর বিনাশ করেন উহা সৃষ্টির আদিতে ত্রিগুণের যে সংঘর্ষণ তাহা স্থানান্তরে দর্শাইব।

* হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত আছে ঈশ্বর স্বভাবসিদ্ধ তপদ্বারা জাগরিত হইয়া কিছুই নাই শূন্য অনুভব করিলেন পরে গতিবিশিষ্ট হওয়ায় বায়ু এবং আলোক উৎপন্ন হইল। স্বভাবো তপ অর্থে আভ্যন্তরীণ তাপজনিত ক্রিয়া। যাহা হউক জ্ঞানের বিষয়ের অভাব হইলে অথচ জ্ঞান থাকিলে শূন্য বা অভাব অনুভূত হইবে।

শূন্যেও শক্তি আছে, যখন আমরা ঢিল প্রভৃতি কোন কঠিন বস্তু বলদ্বারা শূন্যে উৎক্ষেপ করি তখন আমাদের ঐ উৎক্ষেপণীশক্তি ঐ ঢিলকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণী-শক্তি আছে ঐ মাধ্যাকর্ষণীশক্তি ঐ উৎক্ষেপণী-শক্তির প্রতিকূলে ঐ ঢিলকে অধোদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, যখন ঐ সংঘর্ষণহেতু উভয় শক্তি তুল্য হয়, কেহ কাহার উপর কার্য্য করিতে সক্ষম না হয় তখন উভয়শক্তি মিলিত হইয়া শূন্যে বিলীন হয় এবং পৃথিবীস্থ মাধ্যাকর্ষণ (যাহা সর্ব্বদা আছে) তৎপ্রভাবে ঢিল পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, শূন্যেও শক্তি আছে। শক্তি ও ক্রিয়াদ্বারা জ্ঞানের নিকট ভাসমান হয়, যদি জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিত তাহাহইলে শক্তিরও বিকাশ অসম্ভব হইত, আবার শক্তির বিকাশ না হইলে জ্ঞানের বাহ্যবিকাশ হইত না। এই ভৌতিক জগৎ সমস্তই শক্তির কার্য্য, ঐ ভৌতিক জগৎ যাহা জ্ঞানের নিকট অনুভূত হয় ঐ অনুভবই জ্ঞানের বাহ্যবিকাশ। একটু গাঢ় চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ একই কথা। মনে কর শক্তি, গতি (motion) রূপে বিবর্ত্তিত এবং তাহার ক্রিয়ারূপ বায়ু প্রবাহিত হইল, ঐ বায়ুপ্রবাহ জ্ঞানের নিকট প্রকাশিত হওয়ায় শক্তির বিবর্ত্তনই যে গতি ও তাহার ক্রিয়াই যে বায়ুপ্রবাহ, ইহা অনুভূত হয়। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, শক্তির বিবর্ত্তনই ক্রিয়া এবং জ্ঞানের বিকাশ অনুভবই। মনে কর নিউটন বুদ্ধিদ্বারা তড়িতের শক্তি, গুণ ও তাহার পরিচালকপদার্থ এবং ক্রিয়া অনুভব করিলেন এবং বুদ্ধিদ্বারাই ঐ পরিচালকযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বার্ত্তাবাহীযন্ত্রে পরিণত করিলেন। ঐ বুদ্ধির মধ্যে জ্ঞান ও তাহার অনুভূতি আবার ঐ বুদ্ধির মধ্যে শক্তি ও তাহার ক্রিয়া উভয়ই আছে, আবার একটী বৃক্ষের বীজ মৃত্তিকাসংযুক্ত হওয়ায় ঐ বীজস্থ আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা ও মৃত্তিকার আর্দ্রতাহেতু ঐ বীজ অঙ্কুরিত এবং ক্রমে ক্রমে পল্লবিত ও প্রকাণ্ড শাখাযুক্ত বৃক্ষে যে পরিণত হয় উহা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে উহার মধ্যে শক্তি ও তাহার ক্রিয়া এবং তদভ্যন্তরে জ্ঞান ও তাহার অনুভূতি আছে অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ বীজ যখন প্রথম অঙ্কুরিত হইয়া পল্লবিত হয় তখন ত্রিভুজের ন্যায় মূল একটি অঙ্কুর তিনটী পল্লবের অঙ্কুর ও পরে পল্লব উদ্গম হয়, একটীর গায় অপরটী স্পর্শ করে না। তদনন্তর প্রত্যেক শাখাপ্রশাখায় ঐরূপ অঙ্কুর ও পল্লব উদ্গম হয়, পত্রগুলিও ঐ নিয়মাধীন। ঐ বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল সমস্তই যেন সুবিন্যস্ত ও সুনিয়মে ব্যবস্থাপিত আছে, বৃক্ষটী আমূল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন কোন কারিকার বৃক্ষটীকে সুব্যবস্থিতভাবে শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পত্র, ফুল, ফলে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বৃক্ষে যে স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি আছে ঐ স্বভাবের মধ্যে জ্ঞানানুভূতি না থাকিলে বুদ্ধিসত্তার ক্রিয়ার ন্যায় ঐ প্রকার সুবিন্যস্ত সুনিয়মিত সুসজ্জা কখনই সম্ভব হইত না। আবার বৃক্ষটী অস্ত্রাঘাতে তাহার বিশেষ বিশেষ গ্রন্থি কর্ত্তন করিলে বা ঐ বৃক্ষে অগ্নিপ্রদান বা অত্যন্ত উত্তাপসময় উষ্ণজল প্রদান করিলে বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া ক্ষাণকায় হয়, উহাই ঐ বৃক্ষের অন্তরে ক্লেশানুভূতির অন্যতর প্রমাণ *। বৃক্ষ

* উপরোক্ত বর্ণনদ্বারা কেহ মনে করিবেন না যে বৃক্ষই স্বয়ং বুদ্ধিমান ঐ বৃক্ষ উৎপাদনকারী শক্তির মধ্যে বুদ্ধি জ্ঞান লুক্কায়িত আছে ঐ বৃক্ষে তাহার অতি অস্পষ্ট আভাসমাত্র প্রকাশ হয়।

দূরে থাকুক জড়পদার্থেরও অন্তরানুভূতি ও আভ্যন্তরীণ জীবনশক্তি আছে, ভূমিতে বহুকাল শস্য উৎপন্নের পর ভূমি ক্লান্তিহেতু অনুর্ব্বরা হয়, আবার কিছুকাল বিশ্রামান্তে সারাদি প্রদত্ত হইলে উহার অভাবপূরণ এবং উহা পুনরুর্ব্বরা হয়, এমন কি যে সকল কল্ বা যন্ত্রদ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও পরিবর্ত্তিত হয়, ঐ সকল কল বা যন্ত্র কার্য্য করিতে করিতে বন্ধ হইয়া যায় অথচ কল্ বা যন্ত্র ভগ্ন বা উহার কোন অঙ্গহানি হয় না এবং তাহার সংস্কারেরও প্রয়োজন হয় না, কিছু সময় বিশ্রাম দিলে ঐ কল্ বা যন্ত্র আপনা হইতেই চলে * এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে জগতের প্রত্যেক পদার্থাভ্যন্তরে ক্রিয়াশক্তি এবং তদভ্যন্তরে জ্ঞানশক্তি লুক্কায়িত আছে তবে উপযুক্ত পরিচালক ব্যতীত বিকাশিত হয় না।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আকাশেও ক্রিয়াশক্তি আছে। যদি প্রত্যেক পদার্থাভ্যন্তরে ক্রিয়াশক্তি আচ্ছন্ন বা ক্রিয়াশক্তির সহিত অবিমিশ্রভাবে গুহ্য জ্ঞানশক্তি থাকে তবে অনন্তাকাশেও স্বাভাবিকশক্তি ও তদভ্যন্তরে ঐ স্বভাবশক্তির সহিত অবিমিশ্রভাব অনন্তজ্ঞানশক্তি লুক্কায়িত আছে। ভাষান্তরে বলিতে হইলে অনন্তজ্ঞান বা চিৎসমুদ্রে স্বভাবতঃ ক্রিয়াশক্তি ভাসমান হইয়া ঐ স্বভাবই পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত এবং পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রপূর্ণ দৃশ্যজগতে পরিণত হয়। যখন কল্পান্তকালে চিৎসমুদ্রে ঐ ক্রিয়াশক্তি লুক্কায়িত হয়, তখন চৈতন্য ক্রিয়াভাবে কেবল সন্মাত্রে পর্য্যবসিত হন, অর্থাৎ অনুভূতবিষয়াভাবে অনুভূতিও অবিকাশের ন্যায় হয়, কেবল আপনাতে আপনি আছে মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

* ঐ গল্পের বিশ্রামের বৈজ্ঞানিক রহস্য স্বভাবের মধ্যে অস্পষ্ট অন্তরানুভূতির বৈজ্ঞানিকহেতু পরে দর্শিত হইবে।

পদার্থমাত্রেরই ক্রিয়ান্তে বিশ্রাম আছে, ঐ বিশ্রামের কার্য্য এই যে ক্রিয়াকালে আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা ক্রমে বিকীরিত হইয়া উর্দ্ধে বাষ্পীভূত হইয়া যাওয়ায় অভ্যন্তরভাগ অতিশয় শীতল হইয়া পড়ে ও পদার্থ অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায়। তদ্ধেতু বস্তু অকর্ম্ম' হইয়া পড়ে, পরে ঐ কঠিন বস্তুর অভ্যন্তরস্থ সংসৃষ্ট অণু সকল অতি সামান্যভাবে যে সংঘর্ষণ * হয় তদ্দ্বারা অভ্যন্তরভাগ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া অভ্যন্তরীণ অণু সকল কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনঃ ক্রিয়োপযোগী হয়। পূর্ব্বে তাড়িৎশক্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও উপরোক্ত নিয়মাধীন।

উক্ত দৃষ্টান্তানুযায়ী জগৎসৃষ্টির পর জগতের ক্রিয়াতে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে বায়ু আকাশে লীন হয়; আকাশে গতিশক্তিরহিত হইলে শক্তি বা প্রকৃতি চিৎসমুদ্রে বিলীন হয়। চিৎশক্তির অভাবে পূর্ব্বোক্ত মত সন্মাত্রে পর্য্যবসিত এবং নিত্য সন্মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। উপরোক্ত বর্ণনানুসারে পঞ্চভূতের বিচার ব্যতীত জগতের মূলকারণ সৎপদার্থ যে কি তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, এই জন্য পঞ্চভূতের বিচার ও তদ্ধেতু তত্ত্ববিবেক আবশ্যক। ক্রমশঃ—

* উক্ত সংঘর্ষণ জ্ঞানানুভবের অতীত।

# সামবেদান্তর্গতবিবাহাঙ্গ হোমমন্ত্র ব্যাখ্যা পঞ্চমপ্রবন্ধ।

ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং॥ ১॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) তে লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মসু চ (তথা) আবর্ত্তেষু যানি (কুলক্ষণানি বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ।) তে তানি সর্ব্বাণি পূর্ণাহুত্যা অহং শময়ামি॥ ১॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তে তব লেখাসন্ধিষু হস্তপদাদিস্থপাপরেখাণাং সন্ধিষু মধ্যস্থলেষু পক্ষ্মসু নেত্রলোমসু চ তথা আবর্ত্তেষু কুহরেষু চ ছিদ্রস্থানেষু যানি কুলক্ষণানি বর্ত্তন্তে তে তব তানি কুলক্ষণানি সর্ব্বাণি অহং পূর্ণাহুত্যা বহ্নৌ প্রচুরাহুতিপ্রদানেন শময়ামি দূরীকরোমি। মদ্দত্ত পূর্ণাহুত্যা সন্তুষ্টো বহ্নিঃ তব চ সর্ব্বাণি অশুভচিহ্নানি শময়তু ইত্যর্থঃ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার হস্ত পদাদিস্থ রেখা সমুদায়ে নেত্রলোমসমূহে এবং মুখাদিদ্বারে যে সমুদায় কুলক্ষণ বর্ত্তমান আছে, আমি অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া সেই সমুদায় কুলক্ষণগুলিকে নিবারণ করিলাম॥ ১॥

১। লেখাসন্ধিষু লেখানাং রেখাণাং সন্ধিষু ডলয়ো রলয়োশ্চ ব্যত্যয়ো বহুলং ইতি সূত্রাৎ রকারস্থ লকারঃ।

ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং॥ ২

অন্বয়ঃ। হে কন্যকে! তে কেশেষু যৎ পাপকং চ (তথা) ঈক্ষিতে রুদিতে চ যৎ তানি সর্ব্বাণি পূর্ণাহুত্যা অহং শময়ামি॥ ২॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তে তব কেশেষু যৎপাপকং পাপলক্ষণং কুলক্ষণং ইতি যাবৎ তথা ঈক্ষিতে দর্শনে তথা রুদিতে অশ্রুবিমোচনে যৎ পাপকং তানি সর্ব্বাণি কুলক্ষণানি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি দূরীকরোমি। ভাবার্থঃ পূর্ব্বমন্ত্র টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার কেশসমূহ দর্শনে এবং রোদনাদিতে যে সমুদায় পাপলক্ষণ বর্ত্তমান আছে, আমি সেই সমুদায় পাপলক্ষণগুলিকে অগ্নিতে পূর্ণাহুতিপ্রদানদ্বারা নিবারণ করিলাম॥ ২॥

১। ঈক্ষিতে রুদিতে—ঈক্ষদর্শনে রুদ অশ্রুমোচনে ইতি ধাতুভ্যাং ভাবে ক্তঃ।

ওঁ শীলে চ যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং॥৩

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) তে শীলে চ যৎ পাপকং চ (তথা) ভাষিতে চ (তথা) হসিতে যৎ পাপকং তানি সর্ব্বাণি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি॥ ৩॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তে তব শীলে বৃত্তে যৎ পাপকং পাপলক্ষণং বর্ত্ততে চ তথা ভাষিতে কথোপকথনে তথা হসিতে যৎ তানি সর্ব্বাণি পাপলক্ষণানি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার স্বভাবে কথোপকথনে এবং হাস্যাদিতে যে সমুদায় কুলক্ষণ বর্ত্তমান আছে, আমি তাহাদিগকে অগ্নিতে পূর্ণাহুতিপ্রদানদ্বারা নিবারণ করিলাম॥ ৩॥

ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং॥৪

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) তে আরোকেষু চ (তথা) দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োঃ চ যৎ তানি সর্ব্বাণি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি॥ ৪॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তে তব আরোকেষু প্রধান দন্তদ্বয়মধ্যবর্ত্তিক্ষুদ্রদন্তেষু

তথা দন্তেষু হস্তয়োঃ তথা পাদয়োঃ যৎ পাপকং তানি সর্ব্বাণি কুলক্ষণানি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি নিবারয়ামি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার আরোকে (অর্থাৎ প্রধান দন্তদ্বয়মধ্যবর্ত্তিক্ষুদ্রদন্তে) এবং দন্তসমুদায়ে ও হস্তপাদদ্বয়ে যে সমুদায় কুলক্ষণ বর্ত্তমান আছে। আমি সেই সকল কুলক্ষণ গুলিকে অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদানদ্বারা নিবারণ করিলাম ॥ ৪ ॥

ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং ॥৫॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) তে উর্ব্বোঃ উপস্থে জঙ্ঘয়োঃ চ (তথা) সন্ধানেষু যানি (কুলক্ষণানি সন্তীত্যর্থঃ) তে তব তানি সর্ব্বাণি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি॥ ৫॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তে তব উর্ব্বোঃ উপস্থে লিঙ্গে জঙ্ঘয়োঃ উর্ব্বোর্নিম্ন প্রদেশে চ তথা সন্ধানেষু অঙ্গেষু সন্ধিস্থানেষু যানি কুলক্ষণানি বর্ত্তন্তে তে তব তানি সর্ব্বাণি অলক্ষণানি পূর্ণাহুত্যা অগ্নৌ পূর্ণাহুতিপ্রদানেন অহং শময়ামি নিবারয়ামি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার উরুদ্বয়ে, উপস্থে, জঙ্ঘাদেশে এবং অপরাপর সন্ধিস্থানে যে সমুদায় কুলক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই সকল কুলক্ষণগুলিকে অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদানদ্বারা নিবারণ করিলাম ॥ ৫॥

ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্ব্বাণি তান্যশীশমং ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ। হে কন্যকে! তব সর্ব্বাঙ্গেষু ঘোরাণি যানি কানি চ অভবন্ তানি সর্ব্বাণি আজ্যস্য পূর্ণাহুতিভিঃ অশীশমং (অহমিতি শেষঃ) ॥ ৬ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তব সর্ব্বাঙ্গেষু সর্ব্বেষু শরীরেষু ঘোরাণি ভীষণানি যানি কানি চ কুলক্ষণানি অভবন্ পূর্ব্বং বর্ত্তমানাঃ তানি সর্ব্বাণি অহং আজ্যস্য ঘৃতস্য পূর্ণাহুতিভিঃ অশীশমং অনাশয়ং ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার সমুদায় শরীর মধ্যে যে সকল ভীষণ কুলক্ষণ বিদ্যমান ছিল আমি অগ্নিতে ঘৃতের পূর্ণাহুতিদ্বারা সে সকলকে নিবারণ করিয়াছি ॥ ৬॥

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসং ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ। (হে ধ্রুব! ত্বং) ধ্রুবং অসি অহং পতিকুলে ধ্রুবা ভূয়াসং ॥ ৭ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে ধ্রুব! নক্ষত্রবিশেষ! ত্বং ধ্রুবং আকাশে চিরং স্থিরমসি অহমপি ত্বদ্দর্শনাৎ পতিকুলে স্বামিগৃহে ধ্রুবা স্থিরা ভূয়াসং ভবামি। ধ্রুবো ভভেদে ক্লীবন্তু নিশ্চিতে শাশ্বতে ত্রিষু ইত্যমরঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধ্রুব! তুমি যেরূপ আকাশে স্থির হইয়া আছ আমিও পতিগৃহে যেন সেইরূপ স্থির হইয়া থাকিতে পারি ॥ ৭ ॥

ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ। হে অরুন্ধতি! অহং অবরুদ্ধা অস্মি ॥৮

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে অরুন্ধতি! অহং অবরুদ্ধা ভর্ত্তরি কায়মনোবাক্যৈঃ সর্ব্বথা রতা অস্মি ভবামি। ত্বমিবেতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অরুন্ধতি! আমি পতির প্রতি কায়মনোবাক্যদ্বারা সর্ব্বদা রত হইব ॥ ৮ ॥

ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ। দ্যৌঃ (যথা) ধ্রুবা পৃথিবী (যথা) ধ্রুবা ইদং জগৎ বিশ্বং (যথা) ধ্রুবং ইমে পর্ব্বতাঃ (যথা) ধ্রুবাসঃ ইয়ং স্ত্রী পতিকুলে (তথা) ধ্রুবা (ভবতু ইতি শেষঃ) ॥৯॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। দ্যৌঃ দ্যুলোকঃ স্বর্গঃ যথা

ধ্রুবা স্থিরা বহুশো দানবগণৈঃ পীড়িতাপ্যনিশ্চলা ইত্যর্থঃ। পৃথিবী যথা ধ্রুবা স্থিরা ইদং জগৎ বিনশ্বরং বিশ্বমপি যথা ধ্রুবং স্থিরং ইমে পর্ব্বতাঃ যথা ধ্রুবাসঃ স্থিরাঃ তথা ইয়ং স্ত্রী পতিকুলে স্বামিগৃহে ধ্রুবা স্থিরা সহস্রশঃ তিরস্কৃতাপি অনিশ্চলা ক্ষমাশীলা ইত্যর্থঃ ভবতু। তথাচ শাকুন্তলে ভর্ত্তৃ বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ। এই মৎপরিণীতা স্ত্রী দ্যুলোকের ন্যায়, পৃথিবীর ন্যায়, বিনশ্বর জগতের ন্যায় এবং পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্বদা পতিগৃহে স্থিরতরা হউন্॥ ৯॥

১। ধ্রুবাসঃ ধ্রুবধাতোঃ সর্ব্বধাতুভ্যোঽসিরিত্যসিপ্রত্যয়ঃ। ততঃ প্রথমা বহুবচনং। ২। জগৎ—গম ধাতোঃ কিপ্ গমাদের্দ্বিত্বঞ্চ ইতি দ্বিত্বং। তত স্তুগাগমঃ মলোপশ্চ।

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে॥ ১০॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে অহং) অন্নপাশেন মণিনা (তথা) প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা (তথা) সত্যগ্রন্থিনা তে মনঃ চ হৃদয়ং চ বধ্নামি॥ ১০॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! অহং পরিণেতা তে তব মনঃ চ তথা হৃদয়ং মণিনা রত্নস্বরূপেণ আত্মস্বরূপেণ বা অন্নপাশেন যতঃ অন্নে নৈব শরীরবন্ধঃ অতঃ অন্নস্য আত্মস্বরূপত্বং। মণিরাত্মনি রত্নে চ ইতি বিশ্বঃ। তথা পৃশ্নিনা দৃঢ়েন প্রাণসূত্রেণ তথা সত্যগ্রন্থিনা সত্যং গ্রন্থিরিব তেন বধ্নামি॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! আমি লোকের জীবনস্বরূপ অন্নপাশদ্বারা এবং দৃঢ়তম প্রাণরূপ সূত্রদ্বারা এবং সত্যরূপ গ্রন্থিদ্বারা তোমার মন ও হৃদয়কে আবদ্ধ করিলাম॥ ১০॥

ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদেতদ্ধৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥ ১১॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) তব এতৎ যৎ হৃদয়ং তৎ হৃদয়ং মম অস্তু। মম এতৎ যৎ হৃদয়ং (বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) তৎ হৃদয়ং মম তব অস্তু॥ ১১॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তব এতৎ যৎ হৃদয়ং সর্ব্বনামন্বয়নাতিসামাপ্যং স্বচাঙ্কে বর্ত্ততে এতৎ এতৎ হৃদয়ং মম অস্তু ভবতু। তথা মম এতৎ যৎ হৃদয়ং বর্ত্ততে তৎ এতৎ হৃদয়ং তব অস্তু ভবতু। আবয়োঃ হৃদয়ং একধর্ম্মাক্রান্তং ভবতু ইতি ভাবঃ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার এই হৃদয় আমার হউক এবং আমার এই হৃদয় তোমার হউক॥ ১১॥

ওঁ অন্নং প্রাণস্য পংক্তিশস্তেন বধ্নামি ত্বাসৌ। অসৌ ইত্যত্র সম্বোধনান্তং বধূনাম প্রয়োক্তব্যং॥ ১২॥

অন্বয়ঃ। হে অমুকি দেবি! অন্নং প্রাণস্য পংক্তিশঃ তেন ত্বা বধ্নামি॥ ১২॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে অমুকি দেবি! অন্নং প্রাণস্য জীবনস্য পংক্তিশঃ গ্রন্থিরূপঃ অহং তেন অন্নেন ত্বা ত্বাং বধ্নামি। পদাৎ ত্বাং মাং ত্বা মাবা ইতি সূত্রেণ ত্বামিত্যস্য ত্বাদেশঃ॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! অন্ন জীবনের গ্রন্থিস্বরূপ। আমি তাহাদ্বারা তোমাকে আবদ্ধ করিলাম॥ ১২॥

ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রমারোহ সূর্য্যে অমৃতস্য নাভিং শ্যোনং পত্যে বহন্তং কৃণুষ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ। (হে সূর্য্যে! ত্বং) সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং অমৃতস্য নাভিং বহন্তং সুচক্রং আরোহ তথা পত্যে শ্যোনং কৃণুষ॥ ১৩॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে সূর্য্যে! হে বধু! বধূনাং সূর্য্যাধিদৈবতত্বাৎ বধূনাং দেবতা সূর্য্যঃ

ইতি শ্রুতিঃ ত্বং সুকিংশুকং শোভনানি কিংশুকানি পলাশপুষ্পাণি যত্র তং পলাশপুষ্পশোভিতং যাত্রায়াং পলাশপুষ্পাণাং শুভসূচকত্বাৎ শাল্মলিং শাল্মলিকুসুমবৎ সুবক্তং বিশ্বরূপং নানাবর্ণং সুবর্ণবর্ণং কাঞ্চনকান্তিং সুকৃতং সুষ্ঠুকৃতং নির্ম্মিতং অমৃতস্য সুখস্য নাভিং উৎপত্তিহেতুং সুচক্রং শোভনানি চক্রাণি যস্য তাদৃশং রথং ইতি শেষঃ আরোহ। অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনামুদয়গিরি বনালী বালমন্দারপুষ্পং। বিরবিধুরকোকদ্বন্দ্ববন্ধুর্ব্বিভিন্দন্ কুপিতকপিকপোলক্রোড়তাম্রস্তমাংসি ইতি বৎ অসাধারণবিশেষণেন বিশেষ্যস্য রথস্য উপস্থিতিরিতি জ্ঞেয়ং। তথা পত্যে স্বামিনে শ্যোনং সুখং কৃণুষ কুরু ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে বধু! তুমি পলাশপুষ্প শোভিত শাল্মলিকুসুমের ন্যায় রক্তিমাভ নানাবর্ণচিত্রিত সুবর্ণবৎ কান্তিসম্পন্ন সুনির্ম্মিত উত্তমচক্রবিশিষ্ট রথে আরোহণ কর এবং স্বামীকে সুখী কর ॥ ১৩ ॥

ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী সুগেভির্দুর্গমতীতামপয়ান্ত্বরাতয়ঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ। যে পরিপন্থিনঃ আসীদন্তি (তে ইতি শেষঃ) দম্পতী (ত্বাং মাঞ্চ ইত্যর্থঃ) মা বিদন্ সুগেভিঃ দুর্গং অতীতাং অরাতয়ঃ অপয়ান্তু ॥ ১৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। যে পরিপন্থিনঃ শত্রবঃ আসীদন্তি পন্থানং অবরুদ্ধন্তি তে তাদৃশাঃ শত্রবঃ দম্পতী আবাং ত্বাং মাঞ্চ মা বিদন্ ন জানন্তু তেষাং অজ্ঞাতসারেণৈব আবাং গৃহং গচ্ছাবঃ তথা সুগেভিঃ সুগমৈঃ যানাদিভিঃ দুর্গং দুর্গমপথাদিকং অতীতাং অতিক্রমং কুর্ব্বঃ ছান্দসত্বাৎ লোট। তথা অরাতয়ঃ শত্রবঃ অপয়ান্তু দূরীভবন্তু ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। পথে যে সকল শত্রুবর্গ উপস্থিত আছে তাহারা যেন আমাদিগকে জানিতে না পারে, আমরা সুগম যানাদিদ্বারা দুর্গম পথ সকল অতিক্রম করিতে পারি এবং আমাদিগের অপরাপর শত্রুবর্গ দূরীভূত হউক ॥ ১৪ ॥

১। দম্পতী—জায়া চ পতিশ্চ ইতি দ্বন্দ্বসমাসঃ। জায়ায়া দম্ভাবো জম্ভাবশ্চেতি জায়াশব্দস্য দম্ভাবঃ। ২। সুগেভিঃ—শোভনং যথা তথা গম্যতে এভিঃ ইতি গমাদের্ডঃ ইতি ড প্রত্যয়ঃ তত্তিলোপঃ।

ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ ইহো সহস্রদক্ষিণোঽপি পূষা নিষীদতু ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ। হে গাবঃ (যূয়ং) ইহ প্রজায়ধ্বং হে অশ্বাঃ (যূয়ং) ইহ (প্রজায়ধ্বং) হে পুরুষাঃ (যূয়ং) ইহ (প্রজায়ধ্বং) সহস্রদক্ষিণোঽপি পূষা ইহো নিষীদতু ॥ ১৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে গাবঃ যূয়ং ইহ মদ্ভবনে প্রজায়ধ্বং উৎপন্না ভবত। তথা হে অশ্বাঃ ইহ প্রজায়ধ্বং হে পুরুষাঃ ইহ প্রজায়ধ্বং গোভিরশ্বৈঃ পুত্রাদিভিশ্চ সংবর্দ্ধিতৈরস্মাভির্ভবিতব্যং ইতি ভাবঃ। অপি তথা সহস্রদক্ষিণঃ সহস্রকিরণঃ পূষা ইহো মদ্ভবনে ইহো ইত্যব্যয়মপি চাস্তি। নিষীদতু বর্ত্ততাং গৃহিণাং দেবতা সূর্য্যঃ ইতি শ্রুতেঃ সূর্য্যস্য গৃহাধিষ্ঠাতৃদেবতাত্বং ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে গোসমুদায়! হে অশ্বগণ! হে পুরুষবর্গ! তোমরা এইখানে সমুৎপন্ন হও এবং এই গৃহের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য্যও এইখানে বর্ত্তমান থাকুন ॥ ১৫ ॥

ওঁ ইহ ধৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) ইহ ধৃতিঃ (অস্তু) ॥ ১৬ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ইহ মদ্ভবনে তব ধৃতিঃ সন্তোষঃ অস্তু ভবতু। ত্বং সন্তুষ্টা সতী মদ্গৃহে নিবস ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার গৃহে বাস কর ॥ ১৬ ॥

ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) ইহ স্বধৃতিঃ (অস্তু) ॥ ১৭ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ইহ মদ্ভবনে তব স্বধৃতিঃ স্বস্য ত্বদীয়স্য বন্ধুবর্গস্য স্বোজ্ঞাতাবাত্মনি স্বং ত্রিষ্ঠাত্মীয়ে স্বোঽস্ত্রিয়াং ধনে ইত্যমরঃ। ধৃতি সন্তোষঃ অস্তু ভবতু তব বন্ধুবর্গা অপি সন্তুষ্টা অত্র নিবসন্তু ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার বন্ধুবর্গও এখানে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করুন্ ॥ ১৭ ॥

ওঁ ইহ রতিঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) ইহ রতিঃ অস্তু ॥ ১৮ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ইহ মদ্ভবনে তব রতিঃ রমণং ক্রীড়েতি যাবৎ অস্তু ভবতু ॥১৮

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি আমার গৃহে ক্রীড়ানিরতা হও ॥ ১৮ ॥

ওঁ ইহ রমস্ব ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ; (হে কন্যকে! ত্বং) ইহ রমস্ব ॥১৯

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ইহ মদ্ভবনে ত্বং রমস্ব ময়া সহেতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি এইখানে আমার সহিত ক্রীড়ানিরতা হও ॥ ১৯ ॥

ওঁ ময়ি ধৃতিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) ধৃতিঃ ময়ি (অস্তু) ॥ ২০ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ময়ি তব ধৃতিঃ সন্তোষঃ অস্তু ভবতু। ত্বং সর্ব্বদৈব মাং প্রতি সন্তুষ্টা তিষ্ঠ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি আমার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্টা থাকিও ॥ ২০ ॥

ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) স্বধৃতিঃ ময়ি (আস্তাং) ॥ ২১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তব স্বধৃতিঃ স্বস্য পরিজনস্য ধৃতিঃ সন্তোষঃ ময়ি আস্তাং বর্ত্ততাং। তব বন্ধুবর্গোঽপি ময়ি সন্তুষ্টো নিবসতু ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার বন্ধুবর্গও আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন্ ॥ ২১ ॥

ওঁ ময়ি রমঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) ময়ি রমঃ (অস্তু) ॥ ২২ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তব ময়ি রমঃ রমণং ক্রীড়েতি যাবৎ অস্তু ভবতু; রম্‌ধাতোর্ভাবে অপ্‌প্রত্যয়ঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার ক্রীড়াদি আমাতেই হউক ॥ ২২ ॥

ওঁ ময়ি রমস্ব ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ। হে কন্যকে! ত্বং ময়ি রমস্ব ॥২৩॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ত্বং ময়ি রমস্ব ক্রীড়স্ব। তব হাস্যপরিহাসাদিব্যাপারং ময্যেব ভবতু ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার হাস্যপরিহাসাদিব্যাপার আমাতেই হউক ॥ ২৩ ॥

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকামঃ উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ। হে প্রায়শ্চিত্তে! হে অগ্নে! ত্বং দেবানাং (অপি) প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি (অতঃ) নাথকামঃ ব্রাহ্মণঃ (অহং) ত্বং উপধাবামি তামস্যাঃ অস্যাঃ যা পাপী লক্ষ্মীঃ (তাং) অপজহি (ত্বমিতি শেষঃ) ॥ ২৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে প্রায়শ্চিত্তে! দোষাণাং নিষ্কৃতিবিধান! অগ্নে! ত্বং দেবানামপি প্রায়শ্চিত্তঃ দোষস্যাপহন্তা অসি ভবসি অতঃ

কারণাৎ নাথকামঃ যাচ্ঞা প্রার্থী ব্রাহ্মণঃ অহং ত্বা ত্বাং উপধাবামি উপসর্পামি। তামেব যাচ্ঞাং দর্শয়তি তামস্যাঃ তমঃপ্রধানায়াঃ অস্যাঃ মৎ-পরিণীতায়াঃ কন্যকায়াঃ যা পাপী লক্ষ্মীঃ অশুভ সম্বন্ধিনী শোভা তাং অপজহি অপহর ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে দোষনিষ্কৃতিকারক অগ্নে! তুমি দেবতাদিগেরও দোষের নিষ্কৃতি করিয়া থাক, একারণ ব্রাহ্মণ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে মৎপরিণীতা স্ত্রীর যে সকল দোষ থাকে তাহা তুমি বিনাশ কর ॥২৪॥

অপরেষাং চতুর্থীহোমমন্ত্রাণাং ব্যাখ্যা ঈদৃশ্যেব দ্রষ্টব্যা। বিশেষস্তু উল্লিখ্যতে। চতুর্থী-হোমমন্ত্রাণাং প্রথমপঞ্চকে পাপী লক্ষ্মীরিত্যু-চার্য্যং। দ্বিতীয়পঞ্চকে পতিঘ্নী পতিং স্বামিনং হন্তি নাশয়তি যা সা পতিঘ্নী লক্ষ্মীঃ পতিনাশক-চিহ্নং ইত্যর্থঃ। তৃতীয়পঞ্চকে অপুত্র্যা তনুঃ যা তনুঃ পুত্রাং পুত্রনিমিত্তং নিমিত্তার্থে যৎ প্রত্যয়ঃ ন ভবতি তাদৃশী। চতুর্থপঞ্চকে অপশব্যাতনুঃ পশূনাং গোমহিষাদীনাং হিতং পশব্যং সা ন ভবতি অপশব্যা। অত্র ছান্দোগ্যপরিশিষ্টং প্রথমপঞ্চকে পাপী লক্ষ্মীরিতি পদং ভবেৎ। অপি পঞ্চসু মন্ত্রেষু ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ। দ্বিতীয়ে তু পতিঘ্নী স্যাৎ অপুত্র্যেতি তৃতীয়কে। চতুর্থত্বপশব্যেতি ইদমাহুতি বিংশকং। মন্ত্রাণি ভবদেবভট্টাচার্য্যবিরচিত সামবেদি দশকর্ম্মপো-দ্ধতৌ দ্রষ্টব্যাণি।

ইতি সামবেদিনাং বিবাহমন্ত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

---

# প্রাতঃস্নান।

দক্ষসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে;—

অস্নাতস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভবন্তীহ যতোঽফলাঃ।
প্রাতঃ সমাচরেৎ স্নান মতো নিত্য মতন্দ্রিতঃ ॥

বঙ্গানুবাদ। অস্নাতঃ ব্যক্তির সমুদায় ক্রিয়া নিষ্ফল হয় এজন্য সকলেই আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিবে।

ইহাদ্বারা প্রাতঃস্নানের নিত্যাবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, প্রাতঃস্নানসময়ে যে তৈলা-ভ্যাঙ্গ নিষিদ্ধ তাহা হিন্দুপত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায় দিনচর্য্যা নামক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ এ বিষয়ে কি বলেন্ তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক্। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এ দেশের জলবায়ু, খাদ্য ও প্রাকৃতিক অবস্থা সকল পর্য্যালোচনা করিয়া সমুদায় বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যের এই একটী প্রধান গুণ যে উহাতে শুক্রবৃদ্ধিকরত্ব ও বলকারিত্ব শক্তি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু উহা মাংসাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়োত্তেজক নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা সম্পূর্ণরূপে দোষবিহীন। এমন উপাদেয় দুগ্ধ ঘৃতাদিতেও শ্লেষ্মবৃদ্ধিকরত্ব দোষ পর্য্যাপ্তরূপে বর্ত্তমান আছে। এবিষয় চরকসংহিতায় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বাদু শীতং মৃদুস্নিগ্ধং বহলং শ্লক্ষ্ণপিচ্ছিলং।
গুরুমন্দং প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ ॥

২৭ অধ্যায়।

গবাদুগ্ধের এই দশটী গুণ যথা—সুস্বাদু, শীতবীর্য্য, মৃদু, স্নিগ্ধ, শরীরের বৃদ্ধিকারক, শ্লক্ষ্ণপিচ্ছিল, গুরুপাক অগ্নিমান্দ্যজনক ও স্বচ্ছ।

চরকসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

আবিক্ষীরমজাক্ষীরং গোক্ষীরং মাহিষঞ্চ যৎ।
উষ্ট্রীনামথ নাগীনাং বড়বায়া স্ত্রিয়াস্তথা।
প্রায়শো মধুরং স্নিগ্ধং শীতং স্তন্যং পয়োমতং।
প্রীণনং বৃংহণং বৃষ্যং মেধ্যং বল্যং মনস্করং।
জীবনীয়ং শ্রমহরং শ্বাসকাসনিবর্হণং।
হন্তি শোণিত পিত্তঞ্চ সন্ধানং বিহতস্য চ।
সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সাত্ম্যং শমনং শোধনং তথা।
তৃষ্ণায়াং দীপনীয়ঞ্চ শ্রেষ্ঠং ক্ষীণ ক্ষতেষু চ।
পাণ্ডুরোগেঽম্লপিত্তে চ শোষে গুল্মে তথোদরে।
অতীসারে জ্বরে দাহে শ্বয়থৌ চ বিশেষতঃ।
যোনিশুক্রপ্রদোষে চ মূত্রেষু প্রদরেষু চ।
পুরীষে গ্রথিতে পথ্যং বাতপিত্তবিকারিণাং।

দুগ্ধ আট প্রকার যথা—মেষদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, হস্তিদুগ্ধ ও মনুষ্যদুগ্ধ। অশ্বদুগ্ধ। এই আট প্রকার দুগ্ধ সাধারণতঃ মধুর স্নিগ্ধ (শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক) ও শীতবীর্য্য তৃপ্তিকারক, শরীর বৃদ্ধিকারক, শুক্রবৃদ্ধিকারক, বলকারক, জীবনিশক্তি বৃদ্ধিকর, শ্রমনাশক, শ্বাসকাস নিবারক, রক্তপিত্তবিনাশক, ভগ্নস্থানের সন্ধিকারক, সমুদায় প্রাণীর স্বাস্থ্যবর্দ্ধক সকল দোষ নিবারক, তৃষ্ণাবিনাশক, ক্ষীণ ও ক্ষতব্যক্তির বিশেষ বিশেষ উপকারী পাণ্ডুরোগ, অম্লপিত্ত, শোষ, গুল্ম, উদরী, অতিসার, জ্বর * দাহ শ্বয়থু স্ত্রীলোকের যোনিদোষ ও পুরুষের শুক্রদোষ, মূত্রদোষ, প্রদর, পুরীষদোষ (দাস্তবন্ধ হওয়া) প্রভৃতি রোগে এবং বাতপিত্তরোগে বিশেষ পথ্য।

সুশ্রুতসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে ;—
জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে দুগ্ধং দুগ্ধং স্যাদমৃতোপমং।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং।

জীর্ণজ্বরে (পুরাতন জ্বরে) শ্লেষ্ম ক্ষীণ হয় বলিয়া দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় উপকার করে। কিন্তু উহা তরুণজ্বরে পীত হইলে (সে সময় শ্লেষ্মদোষ থাকে বলিয়া) বিষের ন্যায় অপকার প্রদর্শন করে।

চরকসংহিতায় ঘৃতের গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা ;—
স্মৃতি বুদ্ধ্যগ্নি শুক্রৌজঃ কফমেদো বিবর্দ্ধনং।
বাতপিত্তবিষোন্মাদ শোষালক্ষ্মী জ্বরাপহং।
সর্ব্বস্নেহোত্তমং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ।
সহস্রবীর্য্যং বিধিভির্ঘৃতং কর্ম্মসহস্রকৃৎ॥
২৭শ অধ্যায়॥

ঘৃত স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, অগ্নি, শুক্র, ওজঃ, শ্লেষ্ম, মেদ ইহাদের বৃদ্ধিকারক। বাত, পিত্ত, বিষক্রিয়া, উন্মাদ, শোষ, অলক্ষ্মী জ্বর ইহাদের বিনাশক। সকল স্নেহপদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রস ও পাক মধুর। ঘৃত বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে সহস্রপ্রকার উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

এই সমুদায় আলোচনা করিলে বুঝা যায় পূর্ব্বতন আর্য্যেরা দুগ্ধঘৃতাদিভোজনবশতঃ শ্লেষ্ম প্রধান ছিলেন। তাঁহারা আধুনিক লোকদিগের ন্যায় হিংসাপরায়ণ ছিলেন না বলিয়াই হউক অথবা নিজের ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি দমন রাখিবার জন্যই হউক সতত মাংসাদি ভোজন হইতে বিরত ছিলেন। এবং দুগ্ধঘৃতাদির ন্যায় অপর বলকারকদ্রব্য পওয়া যাইত না বলিয়া তাঁহারা উহাই পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করিতেন।

প্রাতঃস্নান অত্যন্ত শ্লেষ্মনাশক, আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে উপর্য্যুপরি দুই বা তিন দিন প্রাতঃস্নান করিলে শরীরের সমুদায় রস শুকাইয়া যায় এবং শরীর যেন সততই কষিতে থাকে ও প্রাতঃকালে অতৈল স্নান যে রস শোষণকারক তাহার অপর প্রমাণ, এই যে খোষ পাচড়া হইলে দুই চারিদিন প্রাতঃস্নান করিলে উহা স্বতঃই শুষ্ক হইয়া যায়।

* এখানে জ্বরশব্দে বাতপিত্তজ্বর বুঝিয়া লইতে হইতে হইবে। কারণ দুগ্ধ স্বভাবতঃই শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক তাহা এই বচনেই উল্লিখিত হইয়াছে সুতরাং শ্লেষ্মজ্বরে উহা নিষিদ্ধ।

চরকসংহিতায় লিখিত হইয়াছে।

সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ অতৈলস্নানং নিতরামেব রসশোষণকারি।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অতৈল স্নান অত্যন্ত রস শোষণকারক।

ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে পূর্ব্বতন আর্য্যেরা দুগ্ধঘৃতাদি ভোজনদ্বারা শারীরিক শক্তিসামর্থ বৃদ্ধি করিতেন এবং ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি সমুদায়কে বশীভূত রাখিতে সমর্থ হইতেন। প্রাতঃস্নানদ্বারা ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোজনদ্বারা সমুৎপন্ন শ্লেষ্মকে শুষ্ক করিতেন। এক্ষণে ভারতের আর সে দিন নাই। দুগ্ধ ঘৃতপ্রভৃতি আমরা একপ্রকার দেখিতে পাই না। আমরা এক্ষণে ঘোলেরদ্বারা দুগ্ধের আশা পরিপূরণের ন্যায় ঐ সমুদায় উপাদেয় খাদ্যের পরিবর্ত্তে পরিণামবিরস মাংসাদি ভোজন করিয়া থাকি, সকলই অদৃষ্টের ফল!

তিথিতত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে :—

তুলামকরমেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনং॥

তুলারাশিতে (কার্ত্তিক মাসে) মকর রাশিতে (মাঘমাসে) মেষ রাশিতে (বৈশাখ মাসে) সকলের প্রাতঃস্নান করা উচিৎ। এবং হবিষ্যান্ন ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলে মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক ইহার মধ্যেও আয়ুর্ব্বেদীয় কোন গূঢ়কারণ নিহিত আছে কি না?

চরকসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে :—

হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা দিনকৃদ্ভাভিরীরিতঃ।
কায়াগ্নিং বাধতে রোগাংস্ততঃ প্রকুরুতে বহূন্।
তস্মাৎ বসন্তে কর্ম্মাণি বমনাদীনি কারয়েৎ।
গুর্ব্বম্লস্নিগ্ধমধুরং দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জয়েৎ।

হেমন্তকালে সঞ্চিতশ্লেষ্মা শীতের প্রভাবে জমিয়া থাকে। বসন্তকালে সূর্য্যের প্রখর কিরণে উহা দ্রবীভূত হইয়া কোষ্ঠাশ্রিত অগ্নিকে মন্দ করিয়া ফেলে। একারণ বসন্তকালে সতত বমনপ্রভৃতি (শ্লেষ্মা উঠাইবার কৌশল) কর্ম্ম করিবে। এবং গুরুপাক অম্ল স্নিগ্ধ (শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক) ও মধুর দ্রব্য সকল ভোজন করিবে না ও নিদ্রা পরিহার করিবে। *

ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে কার্ত্তিকমাস, মাঘমাস ও বৈশাখমাস শ্লেষ্মবৃদ্ধির সময়। শ্লেষ্মবৃদ্ধি হইলে তাহার দূরীকরণ অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই শ্লেষ্মা না হইতে দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়াই শাস্ত্রকারেরা শ্লেষ্মবৃদ্ধি না হইবার পূর্ব্বেই প্রাতঃস্নানের দ্বারা উহাকে নিবারিত করিতে আদেশ করিয়াছেন।

হবিষ্যান্ন ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান যে বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ তাহা বারান্তরে লিখিবার চেষ্টা করিব।

* দিবানিদ্রা অতিশয় শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর। ভাবপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে যে দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোঽসৌ স্যাৎ কফাবহঃ। হিন্দুপত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড দেখ।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।
কেঁড়াগাছী।

# অদৃষ্টবাদ।

আর্য্যজাতির অদৃষ্টবাদিত্বই অধঃপাতের উপকরণ এবং ভাবী অভ্যুদয়ের অন্তরায়—এই সুরে শ্রেণীবিশেষ নব্যভারতপ্রাঙ্গনে গানের তান ধরিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ;—আর্য্যসমাজ অদৃষ্ট বা ললাটলিপির একান্ত পক্ষপাতী ; সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা কর্ম্মজড় হইয়া জীবন যাপন করেন। অদৃষ্টানুরাগই কর্ম্মে বা পুরুষকার প্রদর্শনে ঔদাস্য বিধানের নিদান। পুরুষ যদি পুরুষকার প্রয়োগে পরাঙ্মুখ হইল, তবে তাহার অস্তিত্ব কোথায় ? যাঁহারা আজ পৌরুষবাদী, তাঁহারা সূচ্যগ্র হইতে সুমেরুশৃঙ্গ ও শিশিরকণা হইতে সাগরতরঙ্গপর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে অধিকারী। এহেন পুরুষকারদ্বার অদ্য অদৃষ্ট-অর্গলে আবদ্ধ।

আমরা বলি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত একান্ত ভ্রম-বিজৃম্ভিত। আর্য্যগণের অদৃষ্টবাদ পৌরুষশক্তির শোষক নহে, প্রত্যুত পোষকই। শাস্ত্রে অদৃষ্টকে কখন ললাটলিপি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। অদৃষ্ট দৈবনামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে ; অদৃষ্ট সেই দৈবপুরুষের পূর্ব্বদেহ অর্জ্জিত পৌরুষ মাত্র, উহা কখনই পুরুষকার-নিরপেক্ষ পৃথক্ পদার্থ নহে। যথা ;—

দৈবে পুরুষকারে চ, কর্ম্মসিদ্ধিব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং, পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্।
যাজ্ঞবল্ক্য।

দৈবও পুরুষকারদ্বারা কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে। যখন পূর্ব্বদেহার্জ্জিত পুরুষকার পরজন্মে ফল-প্রদানের জন্য অভিব্যক্ত হয়, তাহা দৈব নামে আখ্যাত। এইক্ষণ কথা হইতেছে যে, পুরুষের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম পরজন্মে কিরূপে ফলপ্রদান করিতে অগ্রসর হয় ? যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম এবং চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্ম সেই জন্মেই তৎক্ষণেই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। পরজন্মীয় সুখদুঃখের কারণ তাহা কেমনে হইবে ? কারণ কার্য্যের অব্যবহিতপূর্ব্বে থাকা চাই। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দর্শনশাস্ত্র হস্তোত্তলন করিয়া বলিতেছেন যে ;—

চিরধ্বস্তং ফলাফলং।
ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা॥

অদৃষ্ট নামক গুণপদার্থ না মানিলে বহুকাল-বিনষ্ট দানাদি সুকর্ম্ম ও হিংসাদি দুষ্কর্ম্মফল জন্মাইতে পারে না। এইজন্য অদৃষ্ট স্বীকার অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই অদৃষ্টকে বর্ত্তুলবাক্যে বলিতে গেলে ধর্ম্ম বা পুণ্য অধর্ম্ম বা পাপের নামে নির্দ্দেশ করিতে হয়।

ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাৎ। ন্যায়দর্শন।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সাধারণ নাম অদৃষ্ট বটে, কিন্তু তাহাই যে দৈব, তাহার প্রমাণ কি ?

শাস্ত্রে বলে :—

অভিমতসিদ্ধিরশেষা, ভবতি হি পুরুষস্য পুরুষকারেণ। দৈবমিতি যদপি কথয়সি, পুরুষগুণঃ সোঽদৃষ্টাখ্যঃ॥

সারার্থ। ব্যক্তিমাত্রেই পুরুষোচিত যত্নাদি দ্বারা সমুদায় সিদ্ধি করিতে পারে। তবে দৈবনামে যে একটা পদার্থ আছে ; তাহাও পুরুষের গুণ, তাহার নামান্তর অদৃষ্ট। পূর্ব্বজন্মের পুরুষকৃতকর্ম্ম অদৃষ্টনামক গুণকে উপস্থিত করিয়া পরজন্মে ফলপ্রদান করে। তাহাকে দেখা যায় না বলিয়া 'অদৃষ্ট' নামে অভিহিত করা হয়। কস্তূরিকা যেমন স্বীয় গন্ধকে আধারস্বরূপ বসনাদিতে সংক্রান্ত করিয়া বিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মে স্বীয় গুণ অদৃষ্টকে আত্মাতে সংক্রান্ত করিয়া বিলপ্ত

হয়। আর্য্যজাতির ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের পদে পদে অদৃষ্ট নামে কর্ম্মরূপী পুরুষকারের গৌরব উদ্ঘোষিত হইয়াছে। অদৃষ্টনামক পদার্থের প্রসঙ্গ করিয়া আর্য্যগণ, পূর্ব্ব, বর্ত্তমান ও ভাবীজন্মে পুরুষকারের অবশ্য অবলম্বনীয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। জন্মান্তরীণ পুরুষকারের পরিণাম অদৃষ্ট ও বর্ত্তমানকালের উদ্যম লইয়া লোকে কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যাপৃত অবশ্য হউক, ফলসিদ্ধি নিশ্চয় হইবেক এবং ভাবীজন্মের ফলপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকিবেক; সেইরূপ মন্দ কর্ম্মের পরিণাম জন্মান্তরীণ দুরদৃষ্ট উন্নতির অন্তরায় থাকিলে, ঐহিক পুরুষকারের দ্বারা তাহার পরিহার হইবেক। এইজন্য অথর্ব্ববেদে শান্তিকর্ম্মের বিধান।

মৎস্যপুরাণে :—

প্রতিকূলং যদা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।
মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুত্থানশালিনাম্।

সারার্থ। দৈববিরুদ্ধ থাকিলে পুরুষকার-সুলভকর্ম্মদ্বারা তাহার শান্তি হয়।

এমন কি, পৌরুষের অসাধ্য কিছুই নাই।

এষ মানুষ্যকো যত্নো মানুষৈরেব সাধ্যতে।
শ্রূয়তাং যেন দৈবং হি মদ্বিধৈঃ প্রতিহন্যতে॥
মন্ত্রগ্রামৈঃ সুবিহিতৈরৌষধৈশ্চৈব যোজিতৈঃ।
যত্নেন চানুকূলেন দৈবমপ্যনুলোম্যতে॥

জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত হরিবংশ।

সারাংশ। সুবিহিত মন্ত্র, ঔষধ ও উপযুক্ত উদ্যমদ্বারা দুর্দ্দৈবকে অনুকূল করা যায়।

শাস্ত্রীয় শাসনের অক্ষরে অক্ষরে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান ও স্তুতিবাদ উক্ত হইয়াছে। এইজন্য ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি। আর্য্যগণের অদৃষ্টবাদ পৌরুষশক্তি প্রয়োগের মূলমন্ত্র। অলস-প্রকৃতি ব্যক্তিকে শাস্ত্রে তামস ভাবাপন্ন বলিয়াছেন। গীতা :—

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ। বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

এইরূপ অদৃষ্টবাদের মর্ম্ম না বুঝিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রতি দোষারোপ ন্যায়সঙ্গত নহে।

অন্যের উদাহরণ দূরে থাকুক, কর্ম্মাচরণবিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন :—

নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ১॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মন্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্ব্বশঃ॥ ২॥

গীতা।

ইতি শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।
উত্তরপাড়া।

---

# হিন্দু-আচার ও ব্রধ্নব্যাধি বা বিউবোনিক্‌প্লেগ্।

সদাচারী হিন্দুকে স্বদেশে ও বিদেশে অনেকে শুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বল্পবেতনের বাষ্পীয় শকট-চালক যেমন যন্ত্রের সহিত উচ্চগণিতের সম্পর্ক কিছুই অবগত না হইয়াও তাহার ফলগুলি অভ্যাসগুণতঃ সুচারুরূপে প্রতিদিন কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছেন, ইদানীন্তন অনেক আচারবান্ হিন্দুও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেকস্থলে বিজ্ঞানের ফল অজ্ঞাতভাবে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করেন মাত্র; কিন্তু কিরূপে ঐ ফলের উৎপত্তি হইল এবং সেই ফল দৈনন্দিন কার্য্যে বিজড়িত হইয়া কিরূপে অবশ্য পালনীয় আচার হইয়া উঠিল, তাহা জানিতে না পারেন, সুতরাং কাহাকেও বুঝা-

-ইতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল আচারের অনুপযোগিতা বা অনাবশ্যকতা প্রমাণ হয় না এবং স্থূলদর্শিগণ হিন্দুসদাচারের যে নিন্দা বা উপহাস করেন, তাহাও সঙ্গত নহে।

সদাচারকে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥ ৬॥
বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচার স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ ১২॥
(মনু ২ অধ্যায় ৬,১২ শ্লোক।)

আচার হইতে দীর্ঘায়ু (ফলতঃ) ধন ও পুত্রাদি লাভ হয়।

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্য আচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥১৫৬॥
(মনু ৪র্থ অধ্যায় ১৫৬ শ্লোক।)

পক্ষান্তরে দুরাচারবশতঃ লোকে ব্যাধিযুক্ত (সুতরাং) দুঃখভাগী ও অল্পায়ু হইয়া থাকে।

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ॥১৫৭॥
(মনু ৪ অ, ১৫৭ শ্লোক।)

বেদাদি উচ্চজ্ঞানের অনভ্যাসবশতঃ অজ্ঞতা নিবন্ধন আচার বর্জ্জন করায়, উপযুক্ত ব্যায়ামাদিদ্বারা শরীর সঞ্চালন ও উন্নত বিষয় চিন্তনদ্বারা মানসিকবৃত্তির পরিচালন না করায় এবং দূষিত, নিকৃষ্ট, অত্যল্প বা অত্যধিক আহার্য্য গ্রহণে অনেক লোকের অকালমৃত্যু হইয়া থাকে।

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥৪॥
(মনু ৫ অ, ৪ শ্লোক।)

এই সকল কথা প্রতি অক্ষরেই সত্য। যদ্দ্বারা লোকে সম্যক্‌রূপে জীবনধারণ করিতে পারে, তাহাও ধর্ম্ম। সদাচারের ফল ইহজীবনেই সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান বহুদর্শনের ফলমাত্র, আচার বহুদর্শনের ফলোভূত বিধি। আচার দেশ-কাল-পাত্রভেদে মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগবিধি মাত্র। বহুদর্শন, প্রকৃতজ্ঞান বা বিজ্ঞান যাহা বলিবে, প্রকৃত সদাচারও তাহাই বলিবে।

আচার দীর্ঘায়ুলাভের সূত্র, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বস্তু নহে।

বিজ্ঞান-সাহায্যে অনেক হিন্দু-আচারের নিগূঢ় মর্ম্ম আমরা এইক্ষণ উদ্ভেদ করিতে পারিতেছি এবং হিন্দু আচার যে অন্তর্নিহিত সত্যময়, তাহাও জানিতেছি। এই সকল বিষয় সাধারণ জনসমাজে যতই প্রচারিত করিতে পারা যায়, ততই হিন্দু সদাচারের প্রতি লোকের আস্থা ও অনুরাগবর্দ্ধিত হইবে এবং দেশের মঙ্গলসাধিত হইবে। অদ্য প্লেগ-মহামারীসম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আচার কি, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

জাপান আজকাল বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। জাপানী ডাক্তার কিটাসাটো প্লেগসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎগণ তাহাহইতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছেন ও তাঁহার গবেষণার ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া, সেই তত্ত্বগুলি সমাদরে নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটেও গবর্ণমেণ্ট একটী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুস্বরূপ এই কালব্যাধির প্রতিষেধক উপায় ও বিধিগুলি কারণসহ নিম্নে লিখিত হইল।

১। আহার বিহারসম্বন্ধে কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। মন প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে।

ইহা সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মমাত্র। আয়ুর্ব্বেদ

ও অন্যান্য স্থানে ঐরূপ ভূরি ভূরি আদেশ আছে। মন ও শরীরের সম্বন্ধ যে অতি নিকট তাহা বলা বাহুল্য। চরকাদি গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আয়ুর্ব্বেদ যে কেবল শরীরে প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু মন ও আত্মার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।

২। বায়ু সঞ্চরণশীল গৃহে বাস করিবে, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। গৃহে কোন আবর্জ্জনা বা ভুক্তাবশেষ রাখিবে না। কোন খাদ্যদ্রব্য মাটিতে পড়িয়া গেলে, তাহা পুনরায় তুলিয়া খাইবে না। যে স্থানে আহার করিবে, তাহা ধূলি ও আবর্জ্জনা শূন্য হইবে।

পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই কাল-ব্যাধির কীটাণু ভূমিতে ও ধূলিতে বাস করে। গৃহের আবর্জ্জনা অন্ততঃ সকালে সন্ধ্যায় দূর করিলে, কীটাণুর সংখ্যা হ্রাস হইবে এবং মক্ষিকা পিপীলিকাদি উচ্ছিষ্ট না পাইলে, রোগবীজ ক্রমশঃ নানাস্থানে ব্যাপ্ত করিতে পারিবে না। ইন্দুর ও মক্ষিকাদিও ঐ কীটাণুগণকর্তৃক আক্রান্ত ও ব্রধ্নব্যাধিগ্রস্ত হয় ও পীড়িতাবস্থায় গৃহমধ্যে বিচরণ করিলে, রোগপ্রচার করিতে পারে। আহারের পূর্ব্বে আহার-স্থান সুপরিষ্কৃত করা ও ধূলিময় আহার্য্য ত্যাগ করার বিধান ও সম্মার্জ্জন, গোময় বিলেপন ইত্যাদিদ্বারা শুচিত্বের বিধান স্বাস্থ্যজনক আয়ুষ্কর ও হিতপ্রদ।

সম্মার্জ্জনোপাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।
গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমিঃ শুদ্ধ্যতি পঞ্চভিঃ॥১২৪
(মনু ৫ অ, ১২৪ শ্লোক।)

৩। মনুষ্য ও পশ্বাদির মলমূত্র হইতে দূরে বাস করিবে।

আয়ুর্ব্বেদ ও মন্বাদিশাস্ত্রে ইহার বিস্তর বিধি আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এখন জানা গিয়াছে যে, মনুষ্য-বিষ্ঠায় ব্রধ্নব্যাধির বীজরূপ কীটাণু এবং (টাইফস্ ও টাইফইড্) সন্নিপাত-রোগের কীটাণু যথেষ্ট থাকে; সুতরাং উহা হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। গোময় ভিন্ন অন্য প্রাণীবিষ্ঠা অপবিত্র; স্পর্শ করিলে, সাধ্যগত স্নান, বস্ত্রত্যাগ বা গঙ্গাজল স্পর্শ করা উচিত। পরীক্ষাদ্বারা আরও জানা গিয়াছে যে, চারিদিন রৌদ্রের উত্তাপে প্লেগবীজ নষ্ট হয়; সুতরাং ক্ষেত্রে মলত্যাগ একপক্ষে যেমন রোগবীজনাশক ও স্বাস্থ্যকর, অপর পক্ষে তেমনি ভূমির উর্ব্বরতা বিধায়ক। বিখ্যাত কৃষি-রসায়নজ্ঞ ডাক্তার ভোয়েলকার বলেন, আমাদের খাদ্যের দশমাংশ শরীরে গৃহীত হয়; অবশিষ্ট নয় ভাগ শস্যোৎপাদক সার হইতে পারে।

শয্যা, বস্ত্রাদি রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তপ্ত করারও বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা বুঝা যাইতেছে।

৪। সমাধি, শ্মশান কি অন্য অপবিত্র স্থানে গমন করিলে, কি সন্দেহজনক পরিত্যক্ত ছিন্ন বসনাদি পথে পদ-দলিত করিলে, স্নান করিবে কিম্বা বস্ত্র ত্যাগান্তে শুদ্ধ হইবে। মহামারী সময়ে ত করিবেই, অন্য সময়েও করিলে, উহা অভ্যাস বা আচারে পরিণত হইবে, কারণ ঐ সকল স্থানে ও দ্রব্যে রোগবীজ থাকা সম্ভব।

৫। অপ্রয়োজনে রোগী বা তদ্বস্ত্র স্পর্শ করিবে না, তাহার বাটীও যাইবে না। হীন জাতীয় ডোম, চণ্ডালাদি, হীনব্যবসায়ী, অপবিত্রস্থানগামী লোকের স্পর্শ ও নিশ্বাস সর্ব্বতঃ ত্যজনীয়। পরীক্ষায় প্রামাণীকৃত হইয়াছে যে, স্পর্শ ও নিশ্বাসদ্বারা ঐ রোগ সংক্রমণ করে।

আর্য্যশাস্ত্রকারেরা বর্ণাশ্রমবাদী হইলেও নীচ জাতির স্পর্শ সংস্রবাদিসম্বন্ধে বৃথা কঠোর নিয়ম করেন নাই। স্পর্শে বৈদ্যুতিকশক্তি নষ্ট হউক বা না হউক, জীবনীশক্তিহানির আশঙ্কা অনেক স্থলে হইতে পারে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সমাজ এই

সমুদায় তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া কেবল বৃথা জাত্যভিমানে মত্ত রহিয়াছে। হীনাচারী চণ্ডালও যেমন অস্পৃশ্য, হীনাচারী ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। এই আচারের মূলেও নিগূঢ় বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

৬। মৃতদেহ প্রোথিত করা অপেক্ষা দগ্ধ করা ভাল। অগ্নির নামই পাবক, যথার্থই পবিত্রকারক; বৈজ্ঞানিকগণ এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, ১০০ (সেল্‌সিয়স্) উত্তাপে ঐ কীটাণু মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হয়। সমাধি করিলে, বহুকাল কীটাণু মৃত্তিকাভ্যন্তরে জীবিত থাকে এবং বহুকাল পরে সে স্থান খনন করা হইলে, পুনরায় রোগব্যাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং রোগবীজের প্রধান আশ্রয় মৃতদেহ ও তৎসম্বলিত বস্ত্রশয্যাদি দগ্ধ করা বিজ্ঞানসম্মত বিধি। সাহেবেরা অনেকস্থলে মৃতব্যক্তির বস্ত্রাদি যে বিক্রয় করেন, তাহা অতিশয় গর্হিত। বোম্বাইয়ে অনেক পর্ণকুটীর ও সরকারী আটচালা ঘর রোগবীজ নাশার্থ দগ্ধ করা হইতেছে।

৭। এইরূপ জলেরও বহুব্যবহার বিধেয়। ভূয়োদর্শনে জানা গিয়াছে যে, চীনদেশে যাহারা নৌকায় বসতি করিত, তাহারা অনেক পরিমাণে পরিত্রাণ পাইয়াছে। আহারাদির পূর্ব্বে ও পরে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ প্রক্ষালন, শৌচ, আচমন প্রভৃতি যে অতি উৎকৃষ্ট বিধি, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অদ্ভির্গাত্রাণি শুদ্ধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধ্যতি।
বিদ্যা তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুদ্ধ্যতি॥ ১০৯॥
কৃত্বা মূত্রং পুরীষং বা খান্যাচান্ত উপস্পৃশেৎ।
বেদমধ্যেধ্যমাণশ্চ অন্নমশ্নংশ্চ সর্ব্বদা॥ ১৩৮॥

মনু ৫ অ, ১০৯, ১৩৮।

৮। পরিচ্ছন্নতা ও বিপদনিবারণের বিষয়ে জ্ঞানের তারতম্যানুসারে ৮ দিন পর্য্যন্ত রোগমুক্ত বা মৃতব্যক্তির সহিত অসম্পর্কীয় বা অন্য বাটীর লোকের সংস্রব ত্যাগ বিধেয়।

অধুনা প্রমাণ হইয়াছে যে, বীজ সংস্পর্শনের ২ হইতে ৭ দিনের মধ্যে রোগ প্রকাশ পায়; (incubation stage) সুতরাং পরিচ্ছন্নতাদি বিবেচনা করিয়া ১০ হইতে ৩০ দিন 'অসংস্পৃষ্ট' থাকার নিয়ম অতি সুন্দর। বর্ণই হিন্দুর জ্ঞানাদির ভেদসংজ্ঞা। মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণাদির ১০। ১২। ১৫। ৩০ দিন অশুচিত্ব হয় এবং আহারাদি সম্বন্ধে বিবিধ নিয়ম ও নিষেধ থাকে। অজ্ঞানী তামস ব্যক্তিই শূদ্র, এইরূপ লোকের শীঘ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া তাহার অশৌচকাল দীর্ঘ হইয়াছে।

শুদ্ধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি॥ ৮৩॥

(মনু ৫ম অধ্যায় ৮৩।)

বিয়োগের পর আনন্দাদিতে অপ্রবৃত্তির মানসিক ও লৌকিক কারণ ভিন্ন বৈজ্ঞানিক কারণ রহিয়াছে। কার্য্যতঃ ও আচারতঃ এই কয় দিন (quarantine) সংস্রব-নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত ও পালিত হয়! ঐ কয় দিন রজকগৃহে বস্ত্রদান নিষেধ; কারণ এই যে, যেন রজকগৃহে অন্য লোকের বস্ত্রসম্পর্কে রোগবীজ সুদূরব্যাপী না হইতে পায়। এই সকল আচার হিন্দুশাস্ত্রনির্ম্মাতৃগণের গভীর গবেষণা ও দূরদৃষ্টির ফল। শৌচাচারই প্লেগের প্রকৃষ্ট প্রতিষেধক।

৯। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাবকালে চূণ ও চূণের জল ব্যবহার করিবে। বাটী নূতন করিয়া চূণকাম করাইবে, চূণে ঐ রোগবীজনাশের প্রভূতশক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা পানের সহিত যে চূণ ব্যবহার করি, অন্যান্য উপকারের সঙ্গে তাহার আরও একটী উপকার দেখা গেল। বাটী চূণকাম করাও শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, সাজিমাটীর সহিত চূণ দিয়া

কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাচিলে, রোগবীজও নষ্ট হয়, কাপড়ও বেশী ফর্সা হয়।

১০। সর্ব্বদ্রব্য চুণের জল বা কার্ব্বলিক জল দিয়া পরিষ্কার করিবে। শান্তিজলের কুশ ও মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন উপকরণ ছিল কি না, কে জানে? উহার রোগপ্রতিষেধকশক্তি কি নাই? শাস্ত্রে কুশেরও সাত্ত্বিকগুণ বর্ণিত আছে।

১১। সর্ব্বগাত্রে—বিশেষ মুখে ও হাতে তৈলমর্দ্দন করিবে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, তৈল প্লেগ-প্রতিষেধক ও তৈলব্যবসায়ীরা প্রায় ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না। আমরা স্নানের পূর্ব্বে অনেকেই তৈল মাখি। যাঁহারা সাহেবদের অনুকরণ করিয়া প্রত্যহ সাবান মাখেন, তাঁহারা সাবধান হউন।

দেখা গেল যে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিধি বহুশতাব্দী হইতে প্রচলিত হিন্দু-সদাচারের বিরোধী নহে, বরং তাহার অনুকূল ও সর্ব্বতোভাবে পোষক। কেবল অনুমান ও স্বেচ্ছা হইতে সদাচারের উৎপত্তি হয় নাই; সদাচারের ভিত্তি বিজ্ঞানে অবস্থিত। অনেক হিন্দুগৃহেই পূর্ব্বোক্ত আচারগুলি অল্লাধিক-পরিমাণে পালিত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতাকে ঐগুলি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, ঐ সদাচার বিধিগুলির দৃঢ়তর সংস্থাপন আবশ্যক; আশা করি, পাঠকগণ তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত।

হিন্দু আচারসম্বন্ধে এইরূপে বৈজ্ঞানিকযুক্তি সম্বলিত প্রবন্ধ লেখার জন্য বৈদ্যনাথের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাকে অনেক দিন হইতে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু সময়াভাবে তাহা পারিয়া উঠি নাই; আমার সুযোগ্য বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বিএ ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট্ ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আশা করি, তিনি হিন্দুপত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় হিন্দুর আচারসম্বন্ধে এইরূপ এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া নব্য শিক্ষিত যুবকদিগের হিন্দুর আচারের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর করাইয়া দিবেন।

হিন্দুপত্রিকা সম্পাদক।

---

# সন্ধ্যামন্ত্রব্যাখ্যা।

## ( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

( ১৩০৩ সাল ৭ম ও ৮ম সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর হইতে )

আপঃশব্দে যেমন জল বুঝায়, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপীও বুঝায়। জ্যোতিঃশব্দে তেজ বুঝায়, রসশব্দে প্রত্যেক বস্তুর সারাংশ বুঝায়। অমৃতং শব্দে জন্মমৃত্যুরাহিত্য বুঝায়, সকলের শেষে ব্রহ্ম শব্দ যুক্ত হইয়াছে। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উপাসক প্রাণায়ামকালে ইহাই চিন্তা করিবেন যে, তিনি সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বপদার্থের সারাংশ, জন্মমৃত্যুরহিত ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ, তাহাই চিন্তন করা প্রাণায়ামমন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রহ্মই জগতে রসস্বরূপ। ব্রহ্মরস ভিন্ন জগতে কোন পদার্থই সজীব থাকিতে পারে না। তাহাকে মধু বলিয়াও কোন কোন স্থানে অভিহিত করা হইয়াছে।

হিন্দুপত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩০২ সাল "মধুবিদ্যা" ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ। অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং

স্বাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

পাষাণমণি ধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতঃ।
বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি।

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ, তাহা গায়ত্রীর মূলমন্ত্র হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে।

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ

তৃতীয় চরণের অর্থ এই, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রত্যক্ বা জীবাত্মারূপে শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করেন।

গায়ত্রীর প্রথমপদের তৎশব্দের অর্থ ব্রহ্ম। পাঠক এস্থলে গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক স্মরণ করুন;—

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥২৩

উহার প্রথমচরণের অর্থ এই—ওঁ, তৎ, সৎ এই তিন দ্বারাই ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা যায়, অর্থাৎ এই তিনটী ব্রহ্মের নামস্বরূপ হইয়া থাকে।

প্রথমপদের সবিতাশব্দের অর্থ এই—দ্বৈত জগতের কারণ। ব্রহ্মের মায়াশক্তি বিকাশ হওয়াতেই এই দ্বৈতপ্রপঞ্চের উদ্ভব হয়।

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥

বরেণ্যশব্দে সকলের শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ তিনি অসীম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। দ্বিতীয়পদে ভর্গোশব্দের অর্থ—ইনি অবিদ্যা নাশ করেন। দেবশব্দের অর্থ জ্যোতির্ম্ময়, অর্থাৎ ইনি চিৎস্বরূপ।

সবিতুঃ ও দেবস্য একই বস্তুকে বুঝাইতেছে, যেমন রাহুর মস্তক বুঝাইলে, রাহুকে বুঝায়, কারণ রাহুর মস্তক ভিন্ন আর কিছুই নাই; তদ্রূপ এস্থলে ষষ্ঠ্যন্তপ্রয়োগ হওয়াতেও একই জিনিষ বুঝাইতেছে।

ধীমহি শব্দে ধ্যান করি। সুতরাং সম্পূর্ণ গায়ত্রীর অর্থ ইহাও করা যায় যে, প্রত্যগাত্মা— যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং কার্য্যাদিপ্রবৃত্তি চালনা করেন এবং যিনি এই দ্বৈতপ্রপঞ্চের কারণ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি ভর্গো অর্থাৎ অবিদ্যারহিত, তিনি দেব অর্থাৎ চিৎস্বরূপ, আমরা তাঁহার ধ্যান করি। ইহাদ্বারা জীবে ও ব্রহ্মে অভেদ প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

মানুষ যেরূপ অজ্ঞানবশতঃ অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া সর্পজ্ঞান করে এবং তৎপরে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ঐ সর্পের মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, তদ্রূপ জীব অবিদ্যাবশতঃ জীবাত্মাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞান করে, এবং বাহ্যজগতকে ব্রহ্মেতর পদার্থজ্ঞান করে, কিন্তু অবিদ্যার নাশ হইলে, ঐ ভ্রম নষ্ট হয়; তখন জগতে ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

আরও দেখ, বহুকাল পূর্ব্বে তুমি দেবদত্ত নামক এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছ, তৎপরে অদ্য তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিলে। যখন প্রথম দেখিলে, তখন চিনিতে পারিলে না, কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে চিনিতে পারিলে, যে ইনি তোমার পরিচিত দেবদত্ত। ইহাকে অভিজ্ঞান বলে। জ্ঞাতবস্তুর পুনর্জ্ঞানকে অভিজ্ঞান বলে। অভিজ্ঞানে প্রথমে দুইটি জ্ঞান হওয়াতেও দেবদত্ত দুইটী হয় না। আমরা অবিদ্যাবশতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, যেরূপ দুই দেবদত্ত এক হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা নষ্ট হইলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক জ্ঞান হয়। অবিদ্যা নষ্ট হইলে, জীবাত্মা পরমাত্মা একই দৃষ্ট হয়; কিন্তু যে

কাপড় সিদ্ধ করিয়া সেপর্য্যন্ত জীব ও ব্রহ্ম হয়, কার্প হিন্দুপত্রিকা ৭ম খণ্ড ব্রহ্মসূত্র ৩২শ সূত্রের ব্যাখ্যা দেখ।

প্রাণায়ামের পর আচমন করিতে হয়।

আচমনমন্ত্র যথা—

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং উদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।

ব্যাখ্যা। মা অর্থাৎ মাং আমাকে। রক্ষন্তাং রক্ষা করুন। কে রক্ষা করিবেন? সূর্য্যশ্চ মন্যুশ্চ, মন্যুপতয়শ্চ অর্থাৎ সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি আমাদিগকে রক্ষা করুন। কাহাদিগের হইতে রক্ষা করিবেন অর্থাৎ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যঃ যজ্ঞাদি নিয়মমত না করায় যে পাপ, তাহাহইতে। এস্থলে মন্যু অর্থে যজ্ঞ। সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং উদরেণ শিশ্না অর্থাৎ মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর এবং শিশ্নদ্বারা, যদ্রাত্র্যা পাপমকর্ষম্ রাত্রিতে যে পাপ করিয়াছিলাম তৎ অহস্তদবলুম্পতু দিবস সে গুলি নাশ করুক। যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি আমাতে যে কিছু পাপ আছে ইদং অহং আপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা। আমার হস্তস্থিত জলরূপী ঐ পাপ জ্যোতির্ম্ময় অমৃতযোনি সূর্য্যে অর্পণ করিলাম, আমার এই অর্পণ সুসিদ্ধ হউক।

মন্ত্রার্থ। যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতিরা অনিয়মিতরূপে যজ্ঞ সম্পাদন করাতে আমার যে পাপ হইয়াছে, তাহাহইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি বাক্য, মন, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্নদ্বারা যে সমস্ত পাপ রাত্রিযোগে করিয়াছি, তাহা বর্ত্তমান দিবস নাশ করুক। আমাতে যে কিছু পাপ আছে এবং যাহা আমার হস্তস্থিত জলদ্বারা নির্দ্দেশ হইতেছে, উহা আমি জ্যোতির্ম্ময় এবং অমৃতযোনি সূর্য্য অর্থাৎ পরমাত্মায় অর্পণ করিলাম; আমার এই অর্পণ সুসিদ্ধ হউক।

যজ্ঞশব্দ যজ্ধাতু হইতে উৎপন্ন, উহার অর্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দেবতা, মনুষ্য এবং পশ্বাদির প্রতি যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা যজ্ঞশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। হিন্দুপত্রিকা ২য় বর্ষ 'আমিত্বের প্রসার' 'পঞ্চ যজ্ঞ'।

শয্যা হইতে উত্থান করিয়া পূর্ব্বদিনের কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটী স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে অধিকতর কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে চেষ্টা করা আর্য্যোজনোচিত ব্যবহার এবং উহার ফল যে কিরূপ মঙ্গলদায়ক, তাহা প্রত্যেক কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। স্বর্গীয় ভূদেব বাবু কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, যে সন্ধ্যামন্ত্রের অর্থ সম্যগ্রূপে বুঝিতে পারিলে, কোন হিন্দুরই ধর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ হয় না। মন্যুশব্দে ক্রোধকেও বুঝায় এবং উহাদ্বারা পাপও বুঝায়। তাহাহইলে শ্লোকের অর্থ এই হইবে যে—ক্রোধ এবং ক্রোধপতি আমাদিগকে ক্রোধজাত পাপ হইতে রক্ষা করুন। এই মন্ত্রে ঋষি ব্রহ্মাছন্দঃ প্রকৃতি এবং দেবতা আপঃ উপরে প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ের আচমনমন্ত্র দেওয়া হইয়াছে। মধ্যাহ্ন আচমনমন্ত্র পৃথক্। যথা—

আপঃ পুনন্তু পৃথিবীম্ পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো অসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং। স্বাহা॥

আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পার্থিবং দেহং। জল আমার পার্থিব দেহকে পবিত্র করুক। পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্। আমার পার্থিবদেহ পূত হইয়া আমাকে অর্থাৎ আমার জীবাত্মাকে

পবিত্র করুক, পুনন্তু ব্রহ্মণস্প [illegible] পরমাত্মনমপি পুনন্তু। ব্রহ্ম [illegible] (পূতা পূতম্ লিঙ্গব্যত্যয়ঃ [illegible] হইয়া আমাকে পবিত্র করুন্)।

যদুচ্ছিষ্টং অভোজ্যং, যে অপবিত্র বা গর্হিত ভোজন, যদ্বা দুশ্চরিতম্ মম আমার যে অসদাচরণ; অসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং আপো পুনন্তু, অসৎদিগের নিকট হইতে যে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দানগ্রহণ জলসমূহ তাহা পবিত্র করুক।

সন্ধ্যাকালের আচমনমন্ত্র প্রাতঃকালের আচমনমন্ত্রের ন্যায়। কেবল "সূর্য্যশ্চ" স্থানে "অগ্নিশ্চ" হইবে, "রাত্র্যা" স্থানে "অহ্না" হইবে, "অহঃ" স্থানে "রাত্রি" হইবে এবং "সূর্য্যো" স্থানে "সত্যো" হইবে। অর্থ একরূপ; কেবল রাত্রি যে পাপ করিয়াছে, দিন তাহা নাশ করুক স্থানে দিনে যে পাপ করিয়াছে, রাত্রি তাহা নাশ করুক।

তৎপরে আচমনান্তর পুনর্ব্বার মার্জ্জনা করিতে হয়; ঐ মার্জ্জনার তিন মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখিবেন। তৎপরে দ্রুপদামন্ত্র এবং অঘমর্ষণমন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া নাসিকাগ্রে জল ধারণ করিবে এবং চিন্তা করিবে, যে ঐ জল দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার সমুদায় পাপ গ্রহণ করিয়া উহা নির্গত হইল; তৎপর ঐ জল ভূমিতলে জোরে প্রক্ষেপ করিবে।

অঘমর্ষণমন্ত্র পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মার্জ্জনার সহিত অঘমর্ষণমন্ত্র [illegible] হইতে আমাকে বুঝায়, [illegible] পাপ নিঃশ্বাসদ্বারা প্রক্ষেপ করিয়া, ঐ জল ভূমিতে প্রক্ষেপ করিতে হয়।

দ্রুপদমন্ত্র—দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥

আপো জলানি মাং এনসঃ পাপাৎ শুন্ধন্তু পবিত্রী কুর্ব্বন্তু। জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুক। স্বিন্নো ঘর্ম্মোপহতঃ পুরুষ দ্রুপদাৎ বৃক্ষমূলাৎ বৃক্ষমূলং প্রাপ্য মুমুচানস্ত্যক্তবান্ স্বেদমেব ঘর্ম্মজলং ত্যক্তবান্। ঘর্ম্মাক্তপুরুষ যেরূপ বৃক্ষমূলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রান্তি দূর করে বা শ্রম হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ জলসমূহ আমাকে পাপহইতে পবিত্র করুক। স্নাতঃ মলাদিব মলহইতে স্নাতব্যক্তি যেরূপ পবিত্র, জলসমূহ সেইরূপ আমাকে পবিত্র করুক। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যম্। ঘৃত ছাঁকিবার জন্য যে কুশা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে পবিত্র কহে; পবিত্র যেরূপ আজ্য অর্থাৎ ঘৃতকে বিশুদ্ধ করে, জলসমূহ আমাকে তদ্রূপ পবিত্র করুক।

বঙ্গার্থ। ঘর্ম্মাক্তপুরুষ যেরূপ বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি হইতে মুক্তিলাভ করে, স্নানদ্বারা মনুষ্য যেরূপ মল হইতে পবিত্র হয়, পবিত্রদ্বারা যেরূপ ঘৃত পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুক। অঘমর্ষণের পর সূর্য্যোপস্থাপন। ক্রমশঃ—

অদ্য আমরা [illegible] তারের ঐতিহাসিক প্রমাণ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু অবতার বিজ্ঞানমূলক, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, কয়েকটী গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইলে, বোধ হয় অবতার ঐতিহাসিকভিত্তির উপর স্থাপন করা যাইতে পারে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, ভারতে বারম্বার জ্ঞানালোকের বিকাশ হইয়া পুনঃ পুনঃ নির্ব্বাণপ্রায় হয় কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, ভারতের প্রাচীন অবস্থা কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক; ভারতের প্রাচীন অবস্থা পর্য্যালোচনার পূর্ব্বে পাঠকের কয়েকটী সূত্র স্মরণ রাখিতে হইবে।

১ম সূত্র। ১ জল বায়ু, ২ ক্ষেত্রের স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি, ৩ নদী-পর্ব্বতপ্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থা, এই ত্রিবিধ অবস্থার (কারণ) উপর দেশের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে।

২। ক্ষেত্রের প্রভূত উৎপাদিকাশক্তি হইতে দেশের উন্নতি সংসাধিত হয় এবং তাহা সহজে ও শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ঐ উন্নতি চিরস্থায়ী হয় না, যেহেতু অল্পশ্রমে অধিক ধন উপার্জ্জিত হওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রমলব্ধ ধন তাহার জীবিকা-উপযোগী অপেক্ষা অধিক সঞ্চিত হয়; তদ্দ্বারা শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা ধনের পরিমাণ অধিক হওয়ায় মনুষ্যের অবকাশ বৃদ্ধি হয়। অবকাশ হইতে প্রথমতঃ তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মানুসন্ধানের ইচ্ছা উদ্যম ও প্রবৃত্তি বিকাশিত হয় এবং সমাজের যৌবন অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গ জ্ঞানের চরমসীমায় উন্নীত হয়। তদনন্তর সমাজের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, ক্রমে ক্রমে শক্তি ও উদ্যমের হ্রাস হয় এবং [illegible] কার্য্য শিথিলতা ও অলসতাও আশ্রয় [illegible] জ্ঞানার্জ্জন ও ধনার্জ্জন তুল্যরূপে হইলে, সমাজ শীঘ্র উন্নীত এবং ঐ উন্নতি শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। যেদেশে ক্ষেত্রের অবস্থার উৎকর্ষ হেতু অল্পশ্রমে অধিক শস্য উৎপন্ন হয়, সেই দেশে অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, শ্রমের মূল্য ন্যূন হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন মানবের ন্যায় মানবসমাজের যেরূপ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে, প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষেত্রেরও সেইরূপ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে। * ক্ষেত্রের বার্দ্ধক্য অবস্থায় স্বভাবতঃ উৎপন্নের হ্রাস হয়। যদি ক্ষেত্রের প্রভূত উৎপন্নহেতু ক্রমে ক্রমে সমাজে অলসতা আশ্রয় না করিত, তাহা হইলে স্বভাবতঃ উৎপন্নের হ্রাস হইলে যত্ন ও চেষ্টা হইতে ক্ষেত্রের অভাব পূরণ হইত। কিন্তু ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস হইলে এবং অধিবাসীর সংখ্যা পূর্ব্বোক্তমত বৃদ্ধি হইলে এবং অধিবাসীগণ অলস হইলে, সমাজের ক্রমেই অবনতি হয়; অতএব ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তি হইতে সমাজের যে উন্নতি, তাহা অস্থায়ী।

৩। সমাজে জীবিকার অতিরিক্ত সঞ্চয় হইলে, সমাজবিভাগের প্রয়োজন হয়। ঐ সমাজবিভাগ প্রাকৃতিকনিয়মে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; কিন্তু ভারতে ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে আর দুইটী অন্তর্গত শ্রেণী বিভক্ত হওয়ায়, ভারতীয় সমাজ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। মানবের প্রাকৃতিক গুণানুসারে যে যেরূপ কার্য্যের যোগ্য; সে সেইরূপ কার্য্যে নিয়োজিত

* কিজন্য যে স্বভাবতঃ ভূমির উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস ও ভূমি অনুর্ব্বর হয়, তাহার বৈজ্ঞানিকহেতু এই সংখ্যক পত্রিকায় পঞ্চদশীব্যাখ্যা শীর্ষকপ্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

১৪। যে শীতপ্রধানদেশে প্রকৃতির কঠোরতা· হেতু অল্পশ্রমে প্রভূত শস্য উৎপন্ন হয় না এবং থাকার প্রকৃতিও ধনার্জ্জনের অনুকূল নহে, ং তথাকার ক্ষেত্র স্বভাবতঃ প্রভূত উৎ· দিকাশক্তিবিশিষ্ট নহে; যে দেশে শীতের বলহেতু আদিকালে তথাকার আদিম বাসীগণ শীতে সঙ্কোচিত হইয়া গুহারমধ্যে শ্রয় লইত ও তথায় বাস করিতে বাধ্য ত; যে দেশে শরীরের উষ্ণতা রক্ষার্থে ধিক আহারে (বিশেষতঃ কার্ব্বণিক ফুডের) য়াজন স্বভাবসিদ্ধ অথচ জীবনীশক্তি issue) ক্ষয়ের ভাগ অত্যল্প, সেই দেশের দিন অধিবাসীগণের জ্ঞানচক্ষু হঠাৎ প্রস্ফুটিত তে পারে নাই, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত লে, তথাকার মানব স্বভাবতঃ শ্রমশীল ও মী হয় এবং ধনার্জ্জনের নিমিত্ত তাহাদের ধিক শ্রম, যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় প্রয়োজন য়া পড়ে; তদ্ধেতু (বৈষয়িক উন্নতির নিমিত্ত) পরিচালন, পার্থিব উন্নতি চিন্তার প্রয়োজন জড়বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনদ্বারা জড়প্রকৃতির আধিপত্য একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। শীতপ্রধানদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও তির ব্যাপার সকল অত্যদ্ভুত বা মানব র অতীত হয় না ও প্রকৃতির সহিত মে মানব অশক্ত হয় না, সুতরাং যখন র বুদ্ধি ও চিন্তার নিকট জড়প্রকৃতি ক্রমেই নত হইয়া মানবের প্রয়োজনবশতঃ বুদ্ধি ও র বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে, তখন মানবের চেষ্টা, পরিশ্রম, চিন্তা ও বুদ্ধিকৌশলদ্বারা মের নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে ক। তাহাহইতে যে পরিমাণ ধনাগম হয়, তাও সেই পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত হইতে ক। যতই ধন ও ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত হয়, ই অধিকতর পরিবর্দ্ধনের ইচ্ছা ও চেষ্টা

বলবতী হইয়া উঠে। ঐ ই জড়বিজ্ঞানের উন্নতি বা বাণিজ্যদ্বারা ধনাগম, তৎসাধন উপর আধিপত্যস্থাপন, যুদ্ধা ও যন্ত্রাদির আবিষ্কার, তদ্দ্বারা ও ক্ষমতার বিস্তার, সমাজে করী বিদ্যাশিক্ষা, জাতীয়তা ও নিয়ম সংস্থাপন, সুখসমৃদ্ধির পরিবর্দ্ধন সংসাধিত হয়। এক কথায় বলিতে হইলে পা উন্নতির প্রায় কোন অভাবই থাকে না, ত্মিক উন্নতির সম্পূর্ণ অভাব থাকে। উপরোক্ত কারণে ঐ জাতির মধ্যে প্রা সকলেই শ্রমশীল, উদ্যমী ও ক্লেশসহিষ্ণু হয় এবং সকলেরই পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। সমাজমধ্যে ধন ও অর্থকরি প্রায় তুল্য- ভাবে অর্জ্জিত ও বিস্তৃত হয়। তদ্ধেতু সকলেই তুল্য স্বার্থবিশিষ্ট হওয়ায়, উহাদের মধ্যে ক্রমেই জাতীয়তা বদ্ধমূল হয় ও ঐ জাতীয়তা হইতে একতাসূত্রে সমাজগ্রথিত ও সমাজে লোক তেজস্বী ও সুকৌশলী হয়। বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, সমাজে অজ্ঞানতা ও দরিদ্রতা ফলতঃ বিজ্ঞানের উন্নতির সহি দরিদ্রতা ভীষণ আকারে সমাজে যাহারা অজ্ঞান ও অবস্থা অতি শোচনীয়। যে, জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত শ্রমের প্রয়োজন অভাব হয়, প্রকার কলযন্ত্রাদিনির্ম্মিত ও নির্ব্বাহিত হওয়ায় শ্রমজীবী হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন ঐ প্রকৃতি পূর্ব্ববর্ণিতমত মান অনুকূল নহে। সমাজের সহিত ঐ অনুকূলতার বিশে

[illegible] আদিম গুহাবাসী মানবগণ শীতের কঠোরতাহেতু প্রকৃতি হইতে সভ্যতার প্রথম বর্ণমালা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে নাই; এই জন্যই শীতপ্রধানদেশে আদিম মানবগণ বন্য পশুপক্ষ্যাদি ভক্ষণদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া নিতান্ত পশুবৎ কালযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু স্থানান্তরের প্রকৃতি হইতে সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া আর্য্যকুলের অন্যতর শাখা যাহারা ঐ প্রদেশে নবাগত হইয়াছিল, তাহাদিগের মানবোচিত অভাব ও আবশ্যকতার বোধ, ধনার্জ্জন-স্পৃহা, উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রভৃতি মনোবৃত্তি কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হওয়ায়, তাহারাই পাশ্চাত্যদেশের প্রথম সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। উহারাই প্রাচীন গ্রীস ও রোমরাজ্য সংস্থাপয়িতা। সেই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহাদের বংশধরগণ ও তৎসংসৃষ্ট অন্যতর প্রাচীন আর্য্যকুলের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা এখন পার্থিব উন্নতিসম্বন্ধে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। স্থূল কথা, অভাবজনিত আবশ্যকতাই উন্নতির জননীস্বরূপ।

৬৫। উপরোক্ত এক হইতে চতুর্দ্দশসূত্রোল্লিখিত প্রাকৃতিক অবস্থা অতি প্রাচীন অসভ্য যুগে আদিম মানবের পক্ষে অনুকূল ছিল না। আদিমকালে যে প্রকৃতির কঠোর সংঘর্ষণে মানবের অন্তঃশক্তির প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, সেই প্রকৃতিই মানবের প্রথম শিক্ষার গুরু। যে প্রদেশে ভূমি ও বায়ুর শুষ্কতা, বৃষ্টির অভাব ও নদী প্রভৃতির বিরলতা প্রভৃতি, প্রকৃতির কঠোরতানিবন্ধন উদ্ভিদ ও ক্ষেত্রের অবস্থা মানবের নিতান্ত প্রতিকূল হয়। কিন্তু নাতিউষ্ণ [illegible] বায়ু ও প্রকৃতির অন্যান্য অবস্থা মানবের শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি স্ফুরণের প্রতিকূল না হয়, সেই প্রদেশবাসীর জাতীয় উন্নতি [illegible]াহত হইলেও জীবিকানির্ব্বাহার্থে উহারা ক্লেশসহিষ্ণু, উদ্যমী ও শ্রমশীল হয়। যাহা হউক, ক্ষেত্রের কঠোরতানিবন্ধন উদ্ভিদ ও অন্য আহার্য্যাভাবে অনন্য উপায় হইলে, অথচ বাহ্যপ্রকৃতি মানবের শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তির প্রতিকূল না হইলে, জীবিকানির্ব্বাহের আবশ্যকতাহেতু স্বভাবতঃ মানবের মনে দুরূহ চিন্তা ও নানা উপায় কল্পিত হয়। এবং চিন্তার সাহায্যে তাহা কার্য্যে পরিণতির চেষ্টা হয়, কিন্তু ক্ষেত্রের কঠোরতা এবং প্রকৃতির অন্যান্য প্রতিকূলতাহেতু তাহা সম্যক্‌রূপে কার্য্যে পরিণত হইতে না পাবায়, যতই তাহাতে অকৃতকার্য্য হয়, ততই তাহাদের অধিক[illegible] যত্ন ও চেষ্টা হইতে থাকে। ঐ অবস্থায় চিন্তা নিবন্ধন যখন মানসিক তেজ ও বুদ্ধির জ্যো[illegible] বিদ্যুতের ন্যায় চকিতবৎ স্ফুরিত ও বিকাশি[illegible] হইতে থাকে, তখন মানব ঐ বিদ্যুতালোকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দেশদেশান্তরে প্রধা[illegible]বিত হয়, কিছুতেই তাহাদের দুর্দ্দমনীয় গতি[illegible] নিবৃত্তি করিতে পারে না, ঐ গতির অনুকূ[illegible] মানব যদি অন্যদেশে প্রকৃতির অনুকূলতা প্রা[illegible] হয়, তবে নবাগত দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা[illegible] দেশকালভেদে যথাক্রমে আধ্যাত্মিক বা বৈষয়ি[illegible] উন্নতির শিখরতম প্রদেশে আরোহণ করি[illegible] সমর্থ হয়। একপক্ষে প্রকৃতির কঠোরতা প[illegible]স্তরে স্বাস্থ্যের অনুকূলতাই মানবের প্রথম শিক্ষা[illegible] গুরু। যে স্থানের প্রকৃতি মানবের উদ্যম বিক[illegible]শের প্রতিকূল না হয়, অথচ প্রকৃতির কঠোরতা[illegible] হেতু জীবন সংগ্রামের [illegible] হওয়ায়, [illegible] হইতেই মানবের প্রথম চক্ষু প্রস্ফুটিত [illegible] শরীরের উষ্ণতা (Animal heat) অত্যধি[illegible] না হইলে, দেহের জৈবনিকপদার্থ (Tissue[illegible] ক্ষয় অতি অল্প হয়। আবার ঐ উষ্ণতার অভা[illegible] না হইলে, বল ও তৈজসশক্তির অভাব হয় না[illegible] ঐ বল, বীর্য্য ও তেজ হইতেই উদ্যমের বিকা[illegible]

হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ দুই শ্রেণী যথা জ্ঞানার্জ্জনকারী ও ধনার্জ্জনকারী, কিন্তু ভারতে প্রথমোক্ত জ্ঞানার্জ্জনকারীগণও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। যাঁহারা জ্ঞানার্জ্জনদ্বারা নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার, সমাজস্থাপন, নীতি, ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণয়ন এবং তদ্দ্বারা সমাজের সুখসমৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রথমশ্রেণীস্থ 'ব্রাহ্মণ'নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ঐ নব আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও ব্যবস্থা অনুমোদিতকার্য্য পরিচালনদ্বারা সমাজরক্ষা, শান্তিসংস্থাপন, যুদ্ধ, শাসন ও পালন করিতেন, তাঁহারাই দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ ক্ষত্রিয়'নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ধনার্জ্জনকারীগণও ঐরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যাহারা ভূমি হইতে সাক্ষাৎভাবে কৃষিকার্য্যের দ্বারা ধনার্জ্জন, অর্জ্জিতধন বাণিজ্যাদিদ্বারা পরিবর্দ্ধন, পশ্বাদিপালন, কুসীদ ব্যবহার এবং ধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরিণত করিয়াছিল, তাহারাই সমাজের তৃতীয় শ্রেণীস্থ 'বৈশ্য'নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে ধনার্জ্জক। চতুর্থশ্রেণী কেবল সমাজের আজ্ঞাবহ দাস বা মুজুর মাত্র ছিল। ইহারাও ধনার্জ্জনের সহায়তা করিত, ইহারাই প্রাচীন ভারতের 'শূদ্র'।

৪। যে দেশে অল্পশ্রমে অধিক ধন অর্জ্জিত হয়, সেই দেশে অধিবাসীর সংখ্যা দুই কারণে বৃদ্ধি হয়; ভিন্নদেশ হইতে আমদানি দ্বারা এবং স্বদেশে বংশবৃদ্ধিদ্বারা জনসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হয়। বিষয়ীভূত হইয়া ক্ষমতার মূল; সুতরাং ধনার্জ্জনকারী অপেক্ষা জ্ঞানার্জ্জনকারীর হস্তে সমাজের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় এবং সমাজে ধনবিভাগের ক্ষমতাও তাঁহাদের হস্তে থাকে।

৬। প্রকৃতজ্ঞানার্জ্জনদ্বারা তত্ত্ব আবিষ্কার অতি কঠিন ব্যাপার; এইজন্য সমাজের প্রথমাবস্থায় ভারতে জ্ঞানার্জ্জনকারীর সংখ্যা

ধনার্জ্জনকারীর সংখ্যা
ছিল। মানুষের পক্ষে জ্ঞা
ও সমাজরক্ষা অতীব
শ্রমদ্বারা ধনার্জ্জন সহ
ভারতে ধনবৃদ্ধি হইয়া
পেক্ষা উচ্চশ্রেণীর উপক
সুত্রানুসারে সমাজে ধন
উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী হইয়া
অপেক্ষা ভোগকারীর
সমাজ দরিদ্রতায় পতি

৭। যাহাদের হ
প্রণয়নের ক্ষমতা থ
একচাটিয়া হইয়া উ
জ্ঞানবিস্তার অতি অল্প
অধিকাংশ লোক প্রা
রহ।

৮। সমাজে ধ
ব্যবস্থা প্রথমশ্রেণীর
ঐ বিভাগ প্রথমশ্রে
হয়, কিন্তু যাঁহারা স
নিয়োজিত হন, তাঁ
নিবৃত্তি না হইলে স
হওয়া কঠিন; যে
পরস্পর বিরোধী, স্ব
ও ধন-ব্যবহারের প
প্রতি আধিপত্যের
প্রয়োজন দ্বিতী
ঐ ধনের আধিপত্য
হস্তে ন্যস্ত হয়;
ব্যবস্থার অধীন থ
ধন উভয়ের কর্তৃত্ব

৯। সমাজ-বি
শ্রেণীর একচাটিয়া
অধীনে দ্বিতীয়শ্রেণী

[illegible] ত ও দরিদ্রতায় পতিত [illegible] ণী ক্রমেই চতুর্থশ্রেণীর [illegible] তন্মধ্যে তৃতীয়শ্রেণীর [illegible] হওয়ায় বৈদ্য, কায়স্থ [illegible] সম্ভব নহে। এইরূপে [illegible] পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, সমা [illegible] দরিদ্রতায় প্রপীড়িত [illegible] সংখ্যক উচ্চশ্রেণীস্থ লোক ধনবান্ ও [illegible]

[illegible] বৈজ্ঞানিক প্রযো [illegible] বা উষ্ণতা ( Animal [illegible] প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে [illegible] জীবাণু (Tissue) ক্ষয় হয়, [illegible] দের উষ্ণতা রক্ষার [illegible] আবশ্যক ও জীবাণু [illegible] দের প্রয়োজন হয়। [illegible] কোনক্রমেই শরীর [illegible] শরীরের উষ্ণতার ভাগ [illegible], শরীর অভ্যন্তরে দাহিকাশক্তি [illegible] হয়। দাহিকাশক্তি [illegible] (Tissue) ক্ষয়ের ভাগ [illegible] যেখানে অঙ্গের ভাগ অধিক, সে [illegible] নিয়মিত ভোজনের প্রয়োজন। [illegible] বায়ের ভাগ অল্প।

[illegible] বায়ব এবং কার্ব্বন, প্রধান উপাদান, কিন্তু ভারতের ন্যায় [illegible] কার্ব্বণের ভাগ [illegible] [illegible] নহে। কার্ব্বণের সহিত [illegible] উদ্ভিদের পোষক। বিশে- [illegible] ভূমি আর্দ্র হইলে [illegible] বায়ুতে কার্ব্বণ ও [illegible] ও বায়ুর আর্দ্রতা, [illegible] প্রাকৃতিক সংযোগই উদ্ভিদের

১২। যে দেশে মানবের ক্ষমতাপেক্ষা জড়-প্রকৃতির শক্তি অধিক, যে দেশে প্রাকৃতিক দুর্দৈব নিবারণ করা সাধারণতঃ মানবের সাধ্যাতীত হয়, অথচ তত্ত্বজ্ঞানীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিকট প্রকৃতির মস্তক অবনত থাকে, সেই দেশের সাধারণ জনগণ কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানীর উপর প্রাকৃতিক দুর্দৈব নিবারণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকে এবং পূর্ব্বোক্তমত প্রাকৃতিক ক্রিয়া সকল সাধারণ মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত হওয়ায়, তাহাদের নিকট ঐ প্রাকৃতিক কার্য্যে দেবত্ব আরোপিত ও উহা ইন্দ্রজালের ন্যায় অনুভূত হয়; সুতরাং মানব ক্রমেই কল্পনার উচ্চশিখরে আরোহণ করে।

১৩। ভারতে আধ্যাত্মিকতত্ত্বাবিষ্কারকগণ, অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া চিৎ ও জড়শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তত্ত্বাবিষ্কারের দ্বারা জগতের মূলতত্ত্বপর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে, সাধারণ জনগণের স্ব স্ব চিন্তাশক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ অতীব কঠিন। এই জন্য তাহাদের বিশ্বাস ও ভক্তি প্রণোদনের নিমিত্ত এক একটী তৈজসতত্ত্ব ও শক্তিকে এক একটী দেবদেবী-স্বরূপ * বর্ণনা করিয়া উপাসনার অর্থাৎ শক্তি-সাধনের সহজ পন্থাবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সাধারণতঃ মানবগণ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় তত্ত্বাবিষ্কারকগণের বংশধরগণও ক্রমেই প্রবঞ্চক হইয়া উঠে; ঐ প্রবঞ্চনার ফলই অজ্ঞান। অতএব কালে আধ্যাত্মিকশক্তি নষ্ট ও তাহা অমানুষিকত্বে পরিণত হয়।

---

* প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত দেবতত্ত্ব নিরাকার নহে; যেহেতু তৈজসতত্ত্বের বর্ণ ও রূপ আছে, তাহা স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

[illegible] র অভা [illegible] পরিস্ফুট [illegible] মূর্তিকে ক্রমেই [illegible] হইতে [illegible] যতই জাগতিক প্রকৃতি সংঘর্ষণে [illegible] পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই মানবের [illegible] পরিপুষ্ট হইয়া উঠে [illegible] সংগ্রামে [illegible] চিন্তাশীল হইলে [illegible] ভাতার [illegible] শিক্ষা আরম্ভ হয়। [illegible] মধ্যপ্রদেশে (অর্থাৎ [illegible] উত্তর কেন্দ্রের ঠিক মধ্যবর্ত্তী [illegible] প্রদেশের [illegible]) আদিম মান [illegible] বর্ণমা [illegible] ছিল। ঐ [illegible] জ্যোতিষতত্ত্বের [illegible] বিকাশ [illegible] আর্য্যাবর্ত্তের [illegible] হইতে [illegible] শিষ্য [illegible] ভিন্ন [illegible] দেশে [illegible] জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়াছিলেন [illegible] ছিলেন।

[illegible] ত্রয়োদশ [illegible] চতুর্দ্দশটিতে ইউরোপে [illegible] প্রয়োজন। [illegible] আলোচনা [illegible] ভারতের [illegible] নের আবশ্যক [illegible] চতুর্দ্দশ ও পঞ্চ [illegible] দ্বারা ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা [illegible] হইতে পারে, এইরূপ [illegible] শৃঙ্গ [illegible] সন্নিবিষ্ট [illegible] অর্থাৎ [illegible] প্রাক [illegible] নিয়ম [illegible] আস [illegible] প্রথা ও বর্ত্তী [illegible]

[illegible] যে [illegible] বর্তমানের [illegible] নিয়মসূত্রে [illegible] অন্তর্জগতের [illegible] একটী [illegible] আছে; সেই [illegible] প্রকৃত [illegible] জগতের [illegible] পরিস্ফুট হইয়াছে [illegible] (Dynamic Law) [illegible] স্মরণ করিতে [illegible] শক্তি বা [illegible] কোন [illegible] হইলে, [illegible] না হয়, তাহা হইলে [illegible] সমভাবে চলিতে থাকে, তৎপরে [illegible] (Force [illegible]) প্রয়োজন হয় না [illegible] নিবৃত্তি [illegible], কিন্তু ঐ গতির অন্য [illegible] প্রতিবন্ধক না হইলেও স্বাভাবিক একটী [illegible] আছে; উহাকে [illegible] ঘর্ষণ (Friction) [illegible] যে [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] ঐ [illegible] গতির [illegible] ঘর্ষণ [illegible] দ্রবীভূত তড়িৎ (Fluidic) [illegible]

* [illegible] অবতারের [illegible] প্রমাণ [illegible] বাহির হইয়াছে [illegible] স্বতন্ত্র, তথাচ [illegible] প্রবন্ধের [illegible] কিছু [illegible] আছে।

+ [illegible] প্রমাণ [illegible] প্রবন্ধে [illegible]

... নির্দিষ্ট ...

... পূর্ব্বোক্ত ... দ্বারা বেগের কিঞ্চিৎ ... নির্দিষ্ট কালে পূর্ব্বোক্ত ... পৌঁছিতে পারে না; ... প্রাপ্তিরও বিলম্ব হয়; ... নিয়মানুযায়ী কাল সংখ্যা ... ব্যতিক্রম কিছুতেই ... পূর্ব্বোক্ত ঘর্ষণদ্বারা ... বলের ( Force ) ... এইক্ষণ দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া ... শুক। যখন জাগতিক ... স্থিতিশীল অর্থাৎ স্থগিত- ... এমত একটী ঘটনা ... জাগতিক কর্ম্মের গতি ... হইয়াছে, কর্ম্মের মূলে দুইটী ... আছে, উহার ... শক্তির আধিক্যে অন্য ... হয়; তাহার কার্য্য-প্রণালী ... বর্ণিত হইয়াছে। পুনরুক্তি ... মহাশয় নিম্নোক্ত বিবরণ ও ... বর্ণনাকালে উপরোক্ত সূত্রগুলি স্মরণ ... ঐ বিবরণ ... সহিত মিলাইবেন.

* দোলার ... দৃষ্টান্ত ... এই যে, দুইটী কাষ্ঠদণ্ডের ... একটী ... দোলাটি অধঃ উর্দ্ধ অর্থাৎ ... ঘুরিতেছে। ঐ দুইটী কাষ্ঠদণ্ডের ... হইতে শীর্ষদেশপর্য্যন্ত এক একটী রেখা আছে। দোলার প্রত্যেক আবর্ত্তনান্তে বংশদণ্ড এক একটী ... উঠিতেছে, ঐরূপ নির্দিষ্টকালে বংশদণ্ড ... সহিত ঐ কাষ্ঠদণ্ডের শিখরদেশ প্রাপ্ত হইবে। ... ভালরূপে বুঝিতে হইবে।

... বৈজ্ঞানিকতার প্রমাণ ...

... উত্থান ... প্রধান ...

তাহার অধিকাংশ ... (Torrid zone) মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু সামান্য কিয়- উত্তরপ্রান্ত উত্তর-নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের (N... temperatezone) সীমান্তবর্ত্তীও বটে। অ- এব উত্তর ভারত নাতিউষ্ণ ও নাতিশীতপ্র... দক্ষিণে মহাসমুদ্র, উত্তরে গগণভেদী হিমাল... পর্ব্বত, পূর্ব্বপশ্চিমে দুর্গেরপ্রাচীরস্বরূপ উপ... তত্তীরে দুর্গ ও প্রাচীরবৎ ঘাটাস ... প্রকাণ্ড প্রাচীরবৎ বিন্ধ্যাচল ... ভারত দ্বিখণ্ডে বিভক্ত। ভারত ... মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী বিধায় ( প্রায় ... ভারতে কাঠিন্য ও অকামজনের ... ভারতের প্রকৃতি, উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু ... অনুকূল। উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয় ... চন্দ্ররাজ্যপথের উত্তরে অবস্থিত থাকায়, ... শিশিরদ্বারা বহুতর পার্ব্বতীয় প্রস্রবণ ... উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ প্রস্রবণ ... উৎপন্ন দূরব্যাপিনী বহুতর নদী ... পুষ্পগ্রথিত মাল্যের ন্যায় সুশোভিত। ... পূর্ব্বোক্ত সমুদ্র, পর্ব্বত ও বহুতর ন... শীতোষ্ণতাহেতু ভারতকণ্ঠে নীলকণ্ঠ ... নীলমেঘের শোভা হয় এবং মস্তকদেশে ... বিহারিণী মন্দাকিনীর ন্যায় ঝর ঝর ... পতিত হয়। উপরোক্ত কয়েকটী কারণে ভার... ভূমির ও বায়ুর আদ্রতাহেতু ভারতের প্রা... ভূখণ্ড অসমত্রপ্রসূত উদ্ভিদ, শস্যাদি ও ফলপু... সুশোভিত। এক কথা বলিতে হইলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটী স্বাভাবিক বৃহ... লতা, ফলপুষ্প, পশুপক্ষীসমন্বিত প্রাকারবেষ্টি... রমণীয় নিকুঞ্জ বা উদ্যানস্বরূপ। ক্রমশঃ

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

